পবিত্র ত্রিপিটক

(পঞ্চদশ খণ্ড)

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

(তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেবমনুষ্য তথা বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই এই ত্রিপিটকে ধারণ করা আছে। ত্রিপিটক মানে বুঝায় বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক। এখানে 'পিটক' শব্দ দিয়ে ঝুড়ি বা বাক্স বুঝানো হয়।

গোটা ত্রিপিটকে এমন অসংখ্য জ্ঞানমূলক উপদেশের ছড়াছড়ি যা মানুষকে জাগতিক ও বৈষয়িক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করায়। তাই ত্রিপিটক বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। আর গৌতম বুদ্ধের মতো মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনেতিহাস ও বাণী সম্পর্কে জানতে হলেও ত্রিপিটক পাঠ, অধ্যয়ন ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

এমন অমূল্য জ্ঞান ও রত্নের আকর বিশালাকার পালি ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে। শত বছর ধরে এত প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও এখনো পুরো ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটককে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নাম দিয়ে ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করেছে ত্রিপাসো বাংলাদেশ। যেসব পিটকীয় বই ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে সেগুলোকে কিছুটা সম্পাদনা করে এই সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো ইতিপূর্বে অনূদিত হয়নি সেগুলো অভিজ্ঞ অনুবাদক দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান ত্রিপিটকের এই সংস্করণ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় তার জন্য লেখালেখি, সম্পাদনা ও ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল ভিক্ষুকে নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পালি ত্রিপিটকের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ, কঠিন ও দুর্বোধ্য বৌদ্ধ পরিভাষার যথাসম্ভব সহজ ব্যাখ্যা এবং দক্ষ সম্পাদনা এই সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত
পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো :

১. ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৭টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কম্বাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।
২. পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।
৩. সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।
৪. বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।
৫. দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।
৬. ৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।
৭. যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।
৮. ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

জন্ম : ৮ জানুয়ারি ১৯২০
পরিনির্বাণ : ৩০ জানুয়ারি ২০১২

পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক - তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড**]

পবিত্র ত্রিপিটক

পঞ্চদশ খণ্ড

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক - তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড**]

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ

শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

শ্রীমৎ বিধুর ভিক্ষু — ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু — শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু — শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

পবিত্র ত্রিপিটক (পঞ্চদশ খণ্ড)

[খুদ্দকনিকায়ে **জাতক - তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড**]

অনুবাদক : শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক
ত্রিপাসো-র প্রথম প্রকাশ : ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ; ২৫ আগস্ট ২০১৭
ত্রিপাসো-র দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৬২ বুদ্ধবর্ষ; ২৯ মে ২০১৮
(২৫৬২ বুদ্ধবর্ষের শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত)
প্রকাশক : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
প্রচ্ছদ ডিজাইন : সুভাবিতো ভিক্ষু
মুদ্রণ : রাজবন অফসেট প্রেস
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) প্রতি সেট ২০,০০০/- টাকা মাত্র

PABITRA TRIPITAK - VOL-15
(Khuddak Nikaye Jatak - 3rd & 4th part)
Translated by Sree Ishan Chandra Ghosh
Published by Tripitak Publishing Society, Bangladesh
Khagrachari Hill District, Bangladesh
e-mail : tpsocietybd@gmail.com

ISBN 978-984-34-3077-9

এক নজরে পবিত্র ত্রিপিটক

বিনয়পিটকে

- পারাজিকা
- পাচিত্তিয়
- মহাবর্গ
- চূলবর্গ
- পরিবার

সুত্তপিটকে

- দীর্ঘনিকায় (তিন খণ্ড)
- মধ্যমনিকায় (তিন খণ্ড)
- সংযুক্তনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- অঙ্গুত্তরনিকায় (পাঁচ খণ্ড)
- খুদ্দকনিকায় (উনিশটি বই)

১. খুদ্দকপাঠ
২. ধর্মপদ
৩. উদান
৪. ইতিবুত্তক
৫. সুত্তনিপাত
৬. বিমানবত্থু
৭. প্রেতকাহিনী
৮. থেরগাথা
৯. থেরীগাথা
১০. অপদান (দুই খণ্ড)
১১. বুদ্ধবংশ
১২. চরিয়াপিটক
১৩. জাতক (ছয় খণ্ড)
১৪. মহানির্দেশ
১৫. চূলনির্দেশ
১৬. প্রতিসম্ভিদামার্গ
১৭. নেত্তিপ্রকরণ
১৮. মিলিন্দ-প্রশ্ন
১৯. পিটকোপদেশ

অভিধর্মপিটকে

- ধর্মসঙ্গণী
- বিভঙ্গ
- ধাতুকথা
- পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি
- কথাবত্থু
- যমক (তিন খণ্ড)
- পট্‌ঠান (পাঁচ খণ্ড)

পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড)

জ্ঞাতব্য : সর্বশেষ ষষ্ঠ সঙ্গীতি অনুসারে পবিত্র ত্রিপিটকভুক্ত মোট ৫৯টি বইকে 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি' হতে মোট ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কোন খণ্ডে কোন গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।]

পবিত্র ত্রিপিটক - প্রথম খণ্ড - পারাজিকা
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বিতীয় খণ্ড - পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - তৃতীয় খণ্ড - চূলবর্গ ও পরিবার
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্থ খণ্ড - দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চম খণ্ড - মধ্যমনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষষ্ঠ খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তম খণ্ড - সংযুক্তনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - নবম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (পঞ্চক ও ষষ্ঠক নিপাত)
পবিত্র ত্রিপিটক - দশম খণ্ড - অঙ্গুত্তরনিকায় (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - একাদশ খণ্ড - খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, সুত্তনিপাত, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, প্রেতকাহিনি
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাদশ খণ্ড - থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োদশ খণ্ড - অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্দশ খণ্ড - জাতক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চদশ খণ্ড - জাতক (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ষোড়শ খণ্ড - জাতক (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - সপ্তদশ খণ্ড - মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - অষ্টাদশ খণ্ড - প্রতিসম্ভিদামার্গ ও নেত্তিপ্রকরণ
পবিত্র ত্রিপিটক - ঊনবিংশ খণ্ড - মিলিন্দ-প্রশ্ন ও পিটকোপদেশ
পবিত্র ত্রিপিটক - বিংশ খণ্ড - ধর্মসঙ্গণী ও বিভঙ্গ
পবিত্র ত্রিপিটক - একবিংশ খণ্ড - ধাতুকথা, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি ও কথাবত্থু
পবিত্র ত্রিপিটক - দ্বাবিংশ খণ্ড - যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - ত্রয়োবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - চতুর্বিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)
পবিত্র ত্রিপিটক - পঞ্চবিংশ খণ্ড - পট্‌ঠান (পঞ্চম খণ্ড)

লও হে মোদের অঞ্জলি

পরম পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে

এক পরম পুণ্যপুরুষের নাম। বিগত ২০১২ সালে
পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নিথর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু
বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর আদর্শ ও বাণী
এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর।
তিনি আমাদের জীবনে, চলনে, বলনে, মননে ও আচরণে
চিরজাগরূক হয়ে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।
তিনি একজন আদর্শ স্বপ্নদ্রষ্টা।
তিনি স্বপ্ন দেখতেন, বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক
পবিত্র ত্রিপিটক একদিন বাংলায় অনূদিত হবে।
ভিক্ষু-গৃহী সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত উপদেশ মোতাবেক জীবনকে
চালিত করে পরম শান্তিময় দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ করবে।
কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।
বিলম্বে হলেও আজ আমরা এই পরম পুণ্যপুরুষের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একে একে আমরা
সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চাই।
দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই বুদ্ধের অমৃতনির্ঝর অমিয় উপদেশবাণী।
আমরা এ কাজে সদ্ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহী সকলের
আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আমাদের সকল কার্যক্রম—ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশ—এই মহান
পুণ্যপুরুষের পবিত্র করকমলে—
পরম কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি
বাংলাদেশ

গ্রন্থসূচি

দ্বিতীয় প্রকাশের নিবেদন

আপনারা সবাই জানেন বিগত ২৫ আগস্ট ২০১৭, রোজ শুক্রবার ত্রিপাসো বাংলাদেশ নতুন এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক (ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে মোট ২৫ খণ্ডে কম্বাইন্ড করে) প্রকাশ করেছিল। দিনটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে ছিল অবিস্মরণীয় গৌরবের এবং দুর্লভ অর্জনের। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো, বাংলাদেশ 'এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয়নি' এই অপবাদটি অপসৃত করেছে চিরতরে। ত্রিপাসো, বাংলাদেশ এই অনন্য কাজটি করার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সদ্ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণকে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশগুলো পরিপূর্ণ ও ভালোভাবে জানার, শেখার, অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অপরদিকে (বাংলা ভাষায়) বুদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষক ও বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণকে আরও বেশি করে বুদ্ধধর্মকে নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে।

বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক, গবেষক ও বিজ্ঞ পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় দারুণভাবে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকজন পরম আগ্রহে বাংলা ত্রিপিটকের রয়েল সেট সংগ্রহ করতে থাকেন। কেবল বৌদ্ধরা নন, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, মুক্ত-চিন্তাবিদ হিন্দু, মুসলমানেরাও ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে মনোযোগী হন। আর তাই তো মাত্র দশ দিনের মাথায় প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। ফলে ত্রিপিটক সংগ্রহ করতে আসা অনেককে মলিন মুখে, মনে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তারা আমাদের অতৃপ্তির কথা জানিয়ে পুনর্মুদ্রণ করার আকুল আহ্বান জানান, আর কবে নাগাদ পুনর্মুদ্রিত ত্রিপিটক পাবেন সেটি জানতে চান।

ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকসমাজের প্রত্যাশা ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সত্যি কথা বলতে কী, পাঠকসমাজ কর্তৃক বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের প্রতি এই সমাদর ও আগ্রহ দেখে আমরাও আনন্দিত।

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশনা প্রসঙ্গে

ত্রিপাসো, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একসঙ্গে সমগ্র ত্রিপিটককে প্রকাশ করার এক মহান পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেই লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল ২০১৫ সালের একদম গোড়ার দিকে জানুয়ারি মাসে। আমরা লক্ষ্য স্থির করেছিলাম, ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনে সমগ্র ত্রিপিটকটি মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রকাশ করবো এবং পূজ্য বনভন্তের শততম জন্মদিনটিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবো। এতদিন আমরা সেভাবেই প্রচার করে আসছিলাম।

কিন্তু, বেশ কয়েকটি কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে **"পবিত্র ত্রিপিটক"** নামে ২৫ খণ্ডবিশিষ্ট সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এক. পবিত্র ত্রিপিটকের বেশ কিছু বইয়ের বাংলায় অনুবাদ ও পূর্বে অনূদিত বইগুলোর সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং-এর কাজ শেষ করতে যত সময় লাগবে বলে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ সম্পাদনা পরিষদ তার অনেক আগেই, অন্তত দেড় বছর আগে, দক্ষতার সঙ্গে কাজ শেষ করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই. বই ছাপা ও বাইন্ডিং-এর কাজও অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়েছে।

তিন. ত্রিপাসো-র সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পবিত্র ত্রিপিটকের অগ্রিম গ্রাহক ও সমগ্র ত্রিপিটক পড়তে আগ্রহী এমন অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে একটা অনুযোগ একদম শুরু থেকেই ছিল যে, ত্রিপিটক প্রকাশনার তারিখটি এত দেরিতে কেন! তাদের সকলের আকুল অনুরোধ ছিল এই যে, সম্ভব হলে প্রকাশের তারিখটি এগিয়ে আনা হোক।

একদিকে অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ রিডিংসহ ছাপার কাজও যখন পুরোপুরি শেষ হয়েছে, আর অন্যদিকে আগ্রহী পাঠকরাও যখন ভগবান বুদ্ধের অমূল্য উপদেশবাণী সম্বলিত পবিত্র ত্রিপিটকটি হাতের কাছে পাবার ও পড়ে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, তখন আর দেরি কেন! কেন শুধু বসে বসে দীর্ঘ দেড়টি বছর অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা! কথায় আছে : "শুভ কাজে দেরি করতে নেই।" তাই আমরাও দেরি না করে সমগ্র ত্রিপিটকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের তারিখটিকে এগিয়ে নিয়ে আসলাম। এতে করে আপনাদের সমগ্র ত্রিপিটক পাঠের শুভ সূচনা হোক! বুদ্ধজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক প্রতিটি মানুষের জীবন!

"চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধসাসনং!"

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিলোকশাস্তা মহাকারুণিক তথাগত ভগবান বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের আধার। তাঁর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, এ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম। এক কথায় উচ্চমার্গীয় পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরে সত্ত্বগণের দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের একমাত্র ধর্মও বটে। আজ আড়াই হাজার বছর অধিককাল যাবত প্রতিরূপ দেশসহ বিশ্বের নানা দেশে এ ধর্ম প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ কর্মবাদী ও আচরণীয় ধর্মের অমূল্য ও অতুলনীয় নীতিশিক্ষাগুলো আপনাপন জীবনে অনুশীলন করে বহু মানুষ লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান পেয়েছেন, এখনো পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এরই ধারাবাহিকতায় এই পার্বত্যাঞ্চলের মহান আর্যপুরুষ সর্বজনপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেও লোকোত্তর-সুখের সন্ধান ও স্বাদ পেয়েছেন। এদেশের বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে ও নড়েবড়ে বৌদ্ধধর্মকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোতে পূজ্য বনভন্তের যে অতুলনীয় অবদান তা অনস্বীকার্য। তাঁর সেই অতুলনীয় অবদানের কথা এদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অক্ষয় হয়ে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এদেশের বৌদ্ধদের মাঝে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করে তিনি বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে চুরানব্বই বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। তিনি অকাল বলবো না তবে অকস্মাৎ পরিনির্বাণ লাভ করায় যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিস্তম্ভ হচ্ছে 'ত্রিপিটক'। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী দেবমানব তথা সকল প্রাণীর হিত-সুখ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তথাগত বুদ্ধ যে অমিয় উপদেশবাণী—চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ—প্রচার করেছিলেন সে-সব নীতিশিক্ষা ও উপদেশবাণীর আকর গ্রন্থই হচ্ছে ত্রিপিটক। মূলত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনটি পিটককেই ত্রিপিটক বলা হয়। দুঃখমুক্তি নির্বাণপ্রদায়ক ধর্মকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বহুকাল আগে থেকে প্রয়োজনের তাগিদে পালি থেকে নিজ নিজ ভাষায় ত্রিপিটক

অনুবাদ করে বুদ্ধবাণীর চর্চা শুরু করেছিলেন। তাই প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক ও বাহক পবিত্র ত্রিপিটক আজ বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে পঠিত ও পাঠক-নন্দিত।

আমরা জানি, পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে আজ থেকে শত বছর আগে। এ কাজে বহু সদ্ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। পবিত্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে *বৌদ্ধ মিশন প্রেস*, *যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাস্ট*, *ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড*সহ বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে কিছু মহৎপ্রাণ ভিক্ষু-গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমন্বিত উদ্যোগে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এত কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এ দেশের মাটিতে শ্রাবকবুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের মতো মহান এক পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর পূতপবিত্র পুণ্যস্পর্শে ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ দেশের বৌদ্ধসমাজে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব! প্রকৃতির অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁর সবাক উপস্থিতি এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর নির্বাক নিথর পবিত্র দেহধাতুই শুধু আমাদের মাঝে পড়ে আছে। তিনি এখন অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত। কিন্তু তাঁর আশা জাগানীয়া স্বপ্নের বাণীগুলো এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তাঁর সুললিত উপদেশবাণীগুলো এখনো আমাদের বন্ধুর জীবন চলার পথে একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় দিনরাত অবিশ্রান্তভাবে অঝোর ধারায় অমৃতোপম ধর্মবারি বর্ষণ করে লাখো মানুষকে সদ্ধর্মে সিক্ত করেছেন।

তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় প্রায়ই কিছু আশা ও স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সমগ্র ত্রিপিটককে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। তিনি বলতেন, এতে করে সবাই ত্রিপিটকে বিধৃত বুদ্ধের উপদেশবাণীগুলো পড়ার, জানার ও উপলব্ধি করার সুযোগ হবে এবং তদনুযায়ী আচরণ, প্রতিপালন ও কর্মসম্পাদন করে দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

পূজ্য বনভন্তের সেই মহান আশা ও স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যেই *ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ* নামে একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়িতে ২১ (একুশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠনের মাধ্যমে। এটি মূলত

সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের মাসিক ১০০/- টাকা হারে দেওয়া শ্রদ্ধাদান-নির্ভর একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটির সদস্য সংখ্যা আট শতাধিক। এটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিটকীয় বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সদ্ধর্মপ্রাণ আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ত্রিপাসো প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব অল্প সময়ে ভিক্ষুসংঘ ও সর্বস্তরের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ব্যাপক সাড়া আমরা পেয়েছি তাতে আমরা যারপরনাই অভিভূত ও কৃতজ্ঞ।

আজ আমরা অতীব আনন্দিত যে সম্পাদনা পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কয়েক বছরের ব্যাপক প্রস্তুতির পর শেষ পর্যন্ত মহান বুদ্ধবাণীর আকর গ্রন্থ পুরো ত্রিপিটক এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় ছাপানোর কাজটা শুরু করতে পেরেছি। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহান সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে পুরো ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশ করার কাজ শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা খুব আশাবাদী যে আমাদের এবারের বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার মহান এই কাজটি সকলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় সফলতার সাথে শেষ করতে পারবো। এবং এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে জানার, বুঝার ও উপলব্ধি করার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হবে।

এবার একটু সোসাইটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জন্য না বললেই নয়। এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় যার মহান স্বপ্ন ছিল এবং যাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও প্রচেষ্টায় এতো বড় মহৎ পুণ্যকর্ম করার সুযোগ হয়েছে তন্মধ্যে আমি প্রথমে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও সকলের কল্যাণমিত্র পরম পূজ্য বনভন্তেকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পূজ্য বনভন্তের একান্ত আদর্শিক শিষ্য শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তেকে শ্রদ্ধাভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তিনিই মূলত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষাবাস পালনের উদ্দেশ্যে রাংগাপানিছড়া শান্তিগিরি বনভাবনা কুটিরে আসেন এবং বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তেকে বাংলায় ত্রিপিটক প্রকাশনা বিষয়ে তাঁর সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। আমরা বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের কতিপয় সদস্য শ্রদ্ধেয় আর্যদ্বীপ ভন্তের মারফত বিষয়টি অবগত হই এবং শ্রদ্ধেয় করুণাবংশ ভন্তের সাথে দেখা করি। সাক্ষাতে তিনি সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় প্রকাশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থের

উৎসসহ যাবতীয় বিষয়ে যৌক্তিক ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির ও শ্রদ্ধেয় বিধুর মহাস্থবির ভন্তের সদিচ্ছা রয়েছে এবং সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তের আত্মপ্রত্যয়ী মনের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিক সদিচ্ছা আমাদের সবাইকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। ফলে এ মহৎ মানবকল্যাণকর পুণ্যকর্মের সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না মনে করে সকলের মতৈক্যের ভিত্তিতে শ্রদ্ধেয় ভন্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও দিকনির্দেশনায় ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ মহতী উদ্যোগ ও কুশলকর্মের প্রচেষ্টাকে সোসাইটির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে সাধুবাদ জানাই এবং ব্রহ্মচর্য জীবনের সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ ছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ভিক্ষুসংঘ নিরলসভাবে ও একান্ত অধ্যবসায়ের সাথে প্রকাশনার কার্যক্রমে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন বা রেখে যাচ্ছেন তাঁরা বৌদ্ধজাতির ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সোসাইটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশ হতে যে সকল ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ জনসাধারণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়ে কিংবা দাতা হিসেবে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে সোসাইটির কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন আমি তাঁদের এ মহান ত্যাগ ও পুণ্যকর্মের চেতনাকে সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার মাধ্যমে সকলের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু ও ধর্মবোধ উৎপন্ন হয়ে কোনো এক জন্মে দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ হোক, এ প্রার্থনা করছি।

নিবেদক

মধু মঙ্গল চাকমা

সভাপতি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

'ত্রিপিটক' হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের নাম। পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে ত্রিপিটকের পরিসর যথেষ্ট ব্যাপক ও বিশাল। ত্রিলোকশাস্তা ভগবান বুদ্ধ সত্ত্বগণের হিত ও কল্যাণে যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তারই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। মোটকথা, ভগবান বুদ্ধের বাণী ও নির্দেশনার পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ হলো ত্রিপিটক। এ ত্রিপিটক বুদ্ধের উপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান, বিধান প্রভৃতি বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল শাস্ত্রবিশেষ।

'ত্রিপিটক'-এর আভিধানিক অর্থ হলো পেটিকা, ঝুড়ি, ভাণ্ডার, ধারণপাত্র, আধার। বৌদ্ধসাহিত্যে পিটক শব্দ অর্থ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—বুদ্ধের দেশনা বা ধর্ম-দর্শন যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে, তা-ই পিটক। ত্রিপিটক মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধের বিনয় বা নীতিমালা-বিষয়ক নির্দেশনার আধারকে বলা হয় বিনয়পিটক। সূত্র-বিষয়ক উপদেশের আধারকে বলা হয় সূত্রপিটক। পরমার্থ-বিষয়ক দেশনার আধারকে বলা হয় অভিধর্মপিটক। এই তিনটি পিটকের সমন্বিত সমাহারের নাম ত্রিপিটক। বলা বাহুল্য যে, প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে) ও দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে) ত্রিপিটক নামের সূচনা হয়নি। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে 'ধর্ম-বিনয়কে' পিটকানুসারে 'ত্রিপিটক' নামকরণ করা হয়।

তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে যেমনি বুদ্ধবচনকে (ধর্ম-বিনয়কে) ত্রিপিটকরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তেমন বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষা করার স্তম্ভও নির্মিত হয় সুদৃঢ়ভাবে। সঙ্গীতি সমাপ্তিলগ্নে সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী অর্হৎ ভিক্ষুগণ দেখতে পান বিধর্মীর কবলে পড়ে বুদ্ধের সদ্ধর্মশাসন ভারতবর্ষ হতে তিরোহিত হবে একদিন। বুদ্ধের শাসনদরদী সঙ্গীতির সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির সদ্ধর্মশাসনকে রক্ষাকল্পে সম্রাট অশোককে দেশ-বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। স্থবিরের অনুরোধে অশোক ভারতবর্ষ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত হিসেবে

বিশিষ্ট ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। যেসব স্থানে ভিক্ষু প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, মহারাষ্ট্র, সুবর্ণভূমি (বর্তমানে মায়ানমার ও থাইল্যান্ড), সিংহলদ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) এবং মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময় সম্রাট অশোকপুত্র ভিক্ষু মহিন্দকে শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। 'সম্রাট অশোকের পুত্র-কন্যা যথাক্রমে থের মহিন্দ ও থেরী সংঘমিত্রা কর্তৃক প্রথম ত্রিপিটক শ্রীলংকায় নীত হয়। এভাবে ক্রমে ত্রিপিটক দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ৬)

চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি আগ পর্যন্ত বুদ্ধের বাণীর আধার 'ত্রিপিটক' পুস্তক আকারে সংকলিত হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ নৃপতি বট্টগামনী অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকায় চতুর্থ ধর্মসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক ও এর অর্থকথা তালপত্র ও ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধের বাণীর আধার ত্রিপিটক প্রথম পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। এতদিন যেই ত্রিপিটক শ্রুতিধর পণ্ডিত ভিক্ষুগণের মাঝে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় স্মৃতিতে বা মুখে মুখে ছিল, এ সঙ্গীতিতে সেই ত্রিপিটক লেখ্যরূপ পায়। ইহাই (থেরবাদীদের) বর্তমান ত্রিপিটক।

ত্রিপিটক কেবল বৌদ্ধদের নিকট নিখাদ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ (বা গ্রন্থের সম্ভার) নয়। এটির জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বজনীন বিষয়বস্তুর কারণে সর্বদেশে ও সর্বজনের অনুসন্ধিৎসু মনকে আলোড়িত করে, পুলকিত এবং নিবৃতও করে। বিশ্বের বিবেকবান, যুক্তিবাদী ও সত্য অনুসন্ধানী মানুষের হৃদয় জয় করে নেয় এ ত্রিপিটক। ক্রমেই ত্রিপিটক (ভারতবর্ষ অতিক্রম করে) এশিয়া ও প্রাচ্যের বহুদেশে গিয়ে পৌঁছে। বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষায় যেমন—সিংহলী, বার্মিজ, থাই, চীনা, কম্পোডীয়, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় (মূল পালি ত্রিপিটক)। অনেক উৎসুক ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ড. ফৌসবল প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে সিংহলী ত্রিপিটক প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। অধ্যাপক টি. ডব্লিউ রীস ডেভিডস্ (Prof. T.W. Rhys Davids) ১৮৮১ সালে লন্ডনে 'পালি টেক্সট সোসাইটি' গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই পালি টেক্সট সোসাইটি থেকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটকের ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তখন ইউরোপ-আমেরিকার অসংখ্য পাঠকসহ বিশ্বের পাঠকসমাজ ত্রিপিটক

সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। ‘এই মহৎ ও সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করতে রীস ডেভিডস্-এর সহধর্মিনীসহ বহু মনীষী নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—E.B. Cowell, Flusball, Alexander David Neill, W. Montgomery, Prof. Lamam Foucaux, Abel Remusat, Sylvain Levi, E.B. Muller, J.E. Ellam, Childers, Dr. Paulcarus, Karl Neumann, Oldenburg, Hapkin.’ (*ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*—সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, পৃ. ১০৯)। এর সমসাময়িককালে ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ জার্মান, ফ্রান্স, রুশ ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদের ইতিহাস কিছুতেই সুদীর্ঘকালের বলা যাবে না। উনিশ শতকের দিকে বুদ্ধের বাণীর আধার এই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। বিশেষত অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহান ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের এক মহাউদ্যোগ হাতে নেন ১৯৩০ সালে। তিনি এই বছর রেঙ্গুনে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। আর বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো প্রকাশ করার জন্য একে একে ‘যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট’, ‘রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী’ গঠিত হয়। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সেই উদ্যোগের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলায় ত্রিপিটক অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এমএ, ডি-লিট লন্ডন; পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ধর্মতিলক স্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীজ্যোতিপাল স্থবির প্রমুখ সদ্ধর্মহিতৈষীগণ। ১৯৩৪ সালে শ্রীধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘বুদ্ধবংশ’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। ১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক স্থবির কর্তৃক অনূদিত ‘থেরগাথা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩৭ সালে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত বিনয়পিটকের ‘মহাবর্গ’ গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে। গ্রন্থটি ছাপানোর ব্যয়ভার বহন করে ‘যোগেন্দ্র-রূপলীবালা ট্রাষ্ট’। ১৯৪০ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত ‘মধ্যমনিকায় - প্রথম খণ্ড’ উক্ত ট্রাষ্ট হতে প্রকাশিত হয়। বলে রাখা দরকার, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালে ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৬ খণ্ড জাতক বাংলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। ফলশ্রুতিতে কিছুসংখ্যক ত্রিপিটকের গ্রন্থ প্রকাশের পর অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের মহা উদ্যোগ শেষ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বরেণ্য ভিক্ষু ও বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে বাংলায় অনূদিত হতে থাকে। এ পর্বে যাদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন—ভিক্ষু শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত মহাথের, জ্যোতিপাল মহাথের, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ড. আশা দাস, ডা. সীতাংশু বড়ুয়া, অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী প্রমুখ। তারপরও বেশ কিছু পিটকীয় গ্রন্থ বাংলায় অননূদিত থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লোকোত্তর জ্ঞানের বৈভবে ঋদ্ধ, মহামানব পরম পূজ্য বনভন্তের পবিত্র সান্নিধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধসমাজ খুঁজে পায় মৌলিক বুদ্ধধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এতদঞ্চলে রচিত হয় বুদ্ধধর্মের এক নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। শুধু পার্বত্যাঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধসমাজে তাঁর এ পুনর্জাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রাণসঞ্চারী সদ্ধর্ম প্রচারের ফলে পার্বত্যাঞ্চলে যেন বুদ্ধযুগের আবহ সৃষ্টি হয়। সদ্ধর্ম পুনর্জাগরণের মহাযোগী বনভন্তের সদ্ধর্ম প্রচার ও বুদ্ধের শাসন রক্ষা, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, পদক্ষেপ গ্রহণ করা অকল্পনীয়। তাঁর সেই পদক্ষেপের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিটি অধ্যায় অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে নানারূপে, নানারঙে। এসব অধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো, ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করা। আর সেগুলো ছাপানোর জন্য রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা। পূজ্য বনভন্তের সেই পদক্ষেপ বা পরিকল্পনাকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে রাজবন বিহারের ভিক্ষুসংঘ 'বনভন্তে প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করে ১৯৯৯ সালের জুন মাসে। সংস্থার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য একই বছরের ২৬ জুনে 'উৎসর্গ ও সূত্র' নামে ভিক্ষু-গৃহীদের ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্তব্য সন্নিশ্রিত ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর এভাবেই শুরু হয় বনভন্তে প্রকাশনীর পথচলা। এরপর ২০০৩ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা হয় পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত বিনয়পিটকীয় গ্রন্থ 'চূলবর্গ' গ্রন্থটি। এর পরে আরও বহু পিটকীয় ও সংকলিত বই বনভন্তে প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে বুদ্ধের শাসনদরদী শ্রাবকবুদ্ধ পূজ্য বনভন্তে সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রকে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নিয়ে প্রকাশ করার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও শ্রীলংকায় পালি বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে দিয়ে 'মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করিয়ে নেন ২০০১ সালে। একই বছরের ৪ মার্চে রাজবন

বিহার উপাসক-উপাসিকা পরিষদ কর্তৃক সেটা প্রকাশিত হয়। পূজ্য বনভন্তে তাঁর সেই লালিত স্বপ্নকে পূরণ করা সহজতর করতে রাজবন বিহারে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন শিষ্যদেরকে। এবার রাজবন বিহারে প্রেস প্রতিষ্ঠার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। আর প্রতিষ্ঠা করা হলো 'রাজবন অফসেট প্রেস'। ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই, রোজ মঙ্গলবার পূজ্য বনভন্তে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। ২০০৫ সালে বনভন্তে প্রকাশনী হতে অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া কর্তৃক অনূদিত 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশ করা হয়। আর গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয় রাজবন অফসেট প্রেস হতে।

এ সময় পরম পূজ্য বনভন্তে প্রায়ই ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতেন। তিনি বলেন, আমি এতদঞ্চলে বুদ্ধের শাসন উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুরক্ষা করতে চাচ্ছি। তজ্জন্য পুরো ত্রিপিটক শাস্ত্র রাজবন বিহারে সংগ্রহ করে রেখেছি। আর সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করার দিকে জোর দিচ্ছি। ত্রিপিটক ছাড়া বুদ্ধের শাসন সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। আন্দাজ করে বুদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। এ দেশে ত্রিপিটকশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করে সহজলভ্য করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ কাজের জন্য একটি শক্তিশালী লেখক তথা অনুবাদক গোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য। তিনি আমাদেরকে (শিষ্যদেরকে) লক্ষ করে বলেন, তোমরা পালি শিক্ষা কর, ত্রিপিটক শিক্ষা কর। অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করতে পালি শিক্ষা কর।

গুরুভন্তের মুখ হতে এমন অনুপ্রেরণাময়, অনাবিল সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ বাক্য শুনে কিছুসংখ্যক শিষ্য পালি শিক্ষা করতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত হয় দারুণভাবে। তারা ব্যক্তিগতভাবে পালি শিক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তাদের সেই উদ্যোগ পূজ্য বনভন্তের কাছে নিবেদন করলে বুদ্ধশাসন হিতৈষী ভন্তে বেশ প্রীত হন। তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করে অনুমতি প্রদান করেন। এবার তারা ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছে পালি শিক্ষা করা আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর ধরে গভীর আগ্রহে পালি শিক্ষা করার পর তারা একটা ভালো পর্যায়ে পৌঁছুতে সমর্থ হন। অন্যদিকে ২০০৬ সালে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা করার এক সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো বনভন্তের উৎসাহপূর্ণ দেশনায় উজ্জীবিত ভিক্ষুগণের প্রচেষ্টায়। পূজ্য বনভন্তের অনুমোদন ও আশীর্বাদ পেয়ে তারা বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পালি ভাষায় অভিজ্ঞ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে রাজবন বিহারে এসে পালি শিক্ষা

দিতে বিনীত অনুরোধ জানান। মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তের এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা, আগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা শুনে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরও শাসনদরদী চিত্তে এগিয়ে আসেন। তিনি ২০০৬ সালের বর্ষাবাস রাজবন বিহারে যাপন করে ৩৫ জনের অধিক ভিক্ষু-শ্রামণকে পালি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তবে শিক্ষা গ্রহণের মাঝখানে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায় শিক্ষার্থীই শিক্ষার কার্যক্রম হতে ঝড়ে পড়েন। মাত্র ৭/৮ জনের মতো ভিক্ষু শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। তারা পালি ভাষা অর্জনের মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে উপনীত হন ২০০৯ সালের প্রথমদিকে।

সুখের বিষয়, পালি শিক্ষা গ্রহণের পর পূজ্য বনভন্তের সেই শিষ্যগণ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২০০৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে করুণাবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পাচিত্তিয়' বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজকে উপহার দেন। একই বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধবংশ ভিক্ষু বিনয়পিটকের 'পারাজিকা' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের হাতে অর্পণ করেন। আর বছরের শেষের দিকে প্রবারণা পূর্ণিমা তিথিতে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ১ম খণ্ড' এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয়পিটকের 'পরিবার পাঠ ২য় খণ্ড' বাংলায় অনুবাদ করে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের নিজকে একটা অনন্য স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে ২০০৮ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু সূত্রপিটকের 'অঙ্গুত্তরনিকায়' (পঞ্চম নিপাত) বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করেন। ২০১০ সালের পূজ্য বনভন্তের ৯১তম দিনে 'সংযুক্তনিকায়, স্কন্ধ-বর্গ' গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন ভিক্ষু, আদিকল্যাণ ভিক্ষু, সীবক শ্রামণ যৌথভাবে। এই পিটকীয় গ্রন্থ সবই রাজবন অফসেট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। এভাবেই পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়ার অনুপম সদিচ্ছা বাস্তবায়নে তাঁর শিষ্যগণ দৃঢ়প্রত্যায়ী হয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একের পর এক অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ হতে থাকে। বলে রাখা দরকার, বনভন্তের শিষ্যদের এ মূল ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার মহৎ কাজ দেখে পালি শিক্ষায় সমৃদ্ধ সদ্ধর্মশাসন অনুরাগী ভিক্ষুরাও এ কাজে আগ্রহশীল হয়ে উঠেন।

মহান আর্যপুরুষ পূজ্য বনভন্তে বিগত ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নির্বাক পবিত্র দেহধাতু বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে

থাকলেও তাঁর আদর্শ, বাণী এখনো আমাদের মাঝে সবাক ও বর্ষণমুখর। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক, মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ও অপরিসীম প্রেরণার উৎস। আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি চিরঞ্জীব, চির অম্লান। জগদ্দুর্লভ এ মহাপুরুষের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে সহজলভ্য করার স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা। বনভন্তের শিষ্যসংঘের মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল, শাসনহিতৈষী, সাহিত্যানুরাগী ভিক্ষু এবং সচেতন ধর্মপিপাসু ও জ্ঞানান্বেষী দায়ক-দায়িকাবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় এ প্রকাশনা সংস্থাটি। সংস্থার অন্যতম একটা লক্ষ্য হচ্ছে পূজ্য বনভন্তের শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটকের অননূদিত গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাদের অনূদিত গ্রন্থসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশনা হতে প্রকাশ করার সুব্যবস্থা করা। সংস্থার বিশ্বাস, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এখনো অননূদিত পিটকীয় গ্রন্থসমূহ কয়েক বছরে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব।

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার কাজে নেমে পড়ে। ২০১৩ সালে শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত 'উদান' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'মহানির্দেশ' গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে সোসাইটির অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের অক্টোবরে করুণাবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত খুদ্দকনিকায়ের 'অপদান' (প্রথম খণ্ড) ও 'অপদান' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ দুটি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয় খুদ্দকনিকায়ের 'চূলনির্দেশ' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের যৌথ অনুবাদক হলেন : ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু, বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও সীবক ভিক্ষু। ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এভাবে একের পর এক পিটকীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সোসাইটির এই প্রকাশনা কার্যক্রম বৌদ্ধসমাজের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যানুরাগী, সচেতন ও সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। তারা ক্রমেই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদেরকে বুদ্ধশাসন ও সদ্ধর্ম সুরক্ষার দুর্লভ কার্যক্রমে নিয়োজিত করতে থাকেন। অন্যদিকে সোসাইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও পূজ্য

বনভন্তের যেসব শিষ্য পিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদে নিয়ত তারাও সোসাইটির ছত্রতলে এসে প্রবল আগ্রহ আর নিষ্ঠার সাথে অনুবাদের কাজে যোগ দেন। এ রকম সমন্বিত প্রয়াস ও সুপরিকল্পনা-মাফিক অনুবাদকাজের ফলে মূল ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হবার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় কয়েক বছরের মধ্যে।

এবার ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ পরম পূজ্য বনভন্তের লালিত স্বপ্ন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময় নির্ধারণ করে। নির্ধারিত সময়টি হলো, ২০১৯ সালের পূজ্য বনভন্তের ১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপাসো পক্ষ থেকে এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক 'পবিত্র ত্রিপিটিক' নামে প্রকাশ করবে। এই গুরুত্বপূর্ণ, মহান ও পবিত্র কাজটি সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ত্রিপাসো-এর সম্পাদনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ হতে দক্ষ, অভিজ্ঞ সদস্য নিয়ে 'বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি' নামে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে।

তারই প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পূজ্য বনভন্তের ৫ম পরিনির্বাণ দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে মহান ত্রিপিটকের গ্রন্থ ছাপানোর কাজ শুভ উদ্বোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ত্রিপাসো-এর পক্ষ হয়ে এ মহান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান এবং ত্রিপাসো-এর উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, আর চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়।

সমগ্র ত্রিপিটকের মোট ৫৯টি গ্রন্থকে মাত্র ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে রয়েল সেট আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সর্বদিক বিবেচনা করে। ত্রিপিটকের মতো বিশাল গ্রন্থের সমাহার প্রকাশনা ও সম্পাদনা করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ, আর শ্রমসাধ্য তো বটেই। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য অভিজ্ঞতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মহামূল্যবান শ্রমদান ও ন্যায়-নিষ্ঠ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্ট-সহিষ্ণু মনোবৃত্তিরও। আমরা এ প্রকাশনা এবং সম্পাদনার কাজ সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলতে অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিকের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের সুপরামর্শ ও যৌক্তিক অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। অন্যদিকে পিটকীয় গ্রন্থের অনেক অনুবাদকের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারা প্রত্যেকে নিঃশর্তভাবে

আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তজ্জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলায় অনূদিত পিটকীয় বইগুলোর অধিকাংশ আজ থেকে বহু বছর আগে অনুবাদ করা। বইগুলো প্রুফ দেখাসহ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমরা পূর্বপ্রকাশিত (পিটকীয়) গ্রন্থের বানানরীতিতে পরিবর্তন এনেছি। বর্তমান পাঠকবৃন্দের যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেই লক্ষ্যে এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর বাংলা একাডেমির আধুনিক 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' মেনেই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনুবাদকগণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলোর বানানের এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য আমরা বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের বানানরীতি প্রণয়ন করেছি এবং সেই বানানরীতিই আমরা ব্যবহার করেছি। তাই কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিভাষার বানানেও পরিবর্তন এনেছি। আমাদের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা ব্যাকরণরীতি এবং অর্থগত দিকের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের এ কাজটি অনেকের কাছে যথেষ্ট সাহসীও মনে হতে পারে। আসল কথা হলো, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মূলানুবাদের ভাষা অবিকৃত রেখে অধিকতর আধুনিক ও যুগোপযোগী করার। এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশনার কাজে দুয়েকটি ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও আমরা সেটা না করতে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। নির্ভুল, সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশনার মাধ্যমে পাঠকসমাজকে বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক উপহার দেয়ার মানসে নিরলসভাবে কাজ করেছি আমরা। তারপরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-প্রমাদ রয়ে গেলে, সেগুলো উদার চিত্তে গ্রহণ করার আহ্বান রইল। সমগ্র ত্রিপিটক এই প্রথম বাংলায় প্রকাশনার এ মহতী ও বিশাল কর্মকাণ্ডে, বিশেষত প্রুফ রিডিংসহ বিভিন্ন কাজে আমাদেরকে যাঁরা আন্তরিকভাবে কায়িক-বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

এই প্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করে ত্রিপাসো একদিকে যেমন পরম পূজ্য বনভন্তের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দিতে সমর্থ হলো, অন্যদিকে এখনো বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক অনূদিত হয়নি, এ লজ্জাজনক উক্তি ঘুচিয়ে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করলো বলে আমরা মনে করি। এ মহতী পুণ্যময় কার্য সমাধা করে ত্রিপাসো কেবল আমাদের পরম কল্যাণমিত্র মহাগুরু বনভন্তের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই করলো না, এতদঞ্চলে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর প্রচার, প্রসার ও চিরস্থায়ী করার

সুযোগ সৃষ্টি করে দিলো। ত্রিপাসো-এর পরবর্তী লক্ষ্য, মূল পিটকের বাইরে অট্ঠকথা ও টীকা-অনুটীকাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। আর এসব গ্রন্থ প্রজন্মপরম্পরা সহজলভ্য করার তাগিদে কাজ করা।

নিবেদক

সম্পাদনা পরিষদ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

১৯ জানুয়ারি ২০১৬

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত
ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত জাতকার্থ-বর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯১
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৪০৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরমারাধ্য চন্দ্রকিশোর ঘোষ পিতৃদেবের উদ্দেশে

উৎসর্গ-পত্র

পিতৃদেব,

আজ ষাট বৎসর হইল, আপনি যে কত আশা করিয়া আমাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এখনও হৃদয়ে জাগরূক আছে। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে আমার পঠদ্দশার প্রারম্ভেই আপনি স্বর্গারোহণ করিলেন, আমি আপনার সেই আশার অণুমাত্র পূরণ করিতে পারিলাম কি না, তাহা দেখিয়া যাইবার অবসর পাইলেন না।

বাগ্‌দেবীর সেবার জন্য আপনার নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু নিষ্ঠার অভাবে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই। তথাপি সে মহামন্ত্র যে একবারে ভুলি নাই, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমার শেষ বয়সের বহুশ্রম-সম্পাদিত জাতকের এই তৃতীয় খণ্ড আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম। ভগবান করুন, অধম সন্তানের এই ভক্তিদত্তোপহার পাইয়া আপনার স্বর্গীয় আত্মার যেন কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয়।

বিজ্ঞাপন

বহুদিন পরে জাতকে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মুদ্রাকরের অবহেলাই বিলম্বের প্রধান কারণ। চতুর্থ খণ্ডও যন্ত্রস্থ হইয়াছে; কিন্তু কতদিনে যে উহার মুদ্রণ শেষ হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

জাতক-সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার মোটামুটি বলিয়াছি। তৃতীয় খণ্ডে নতুন কিছু বলিবার নাই; এ জন্য ইহাতে উপক্রমণিকা সংযোজিত হইল না। জাতক আলোচনা করিয়া আর যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ খণ্ডের উপক্রমণিকায় প্রদত্ত হইবে।

সূ চি প ত্র

খুদ্দকনিকায়ে জাতক (তৃতীয় খণ্ড)

চতুর্নিপাত

পঞ্চ নিপাত

ষন্নিপাত

সপ্ত নিপাত

অষ্ট নিপাত

নব নিপাত

ক্রোড়পত্র

৫০ হইতে ৫২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শীলমীমাংসা-জাতক জাতকমালার ব্রাহ্মণ-জাতকের মূল। ইহার প্রথম দুইটি গাথার সহিত জাতকমালার নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটি তুলনীয় :

নাস্তি লোকে রহো নাম পাপং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বতঃ।
অদৃশ্যানি হি পশ্যন্তি ননু ভূতানি মানুষান ॥
অহং পুন র্নপশ্যামি শূন্যং ক্বচন কিঞ্চন।
যত্রাপ্যন্যং ন পশ্যামি নন্বশূন্যং ময়ৈব তৎ ॥
পরেণ যচ্চ দৃশ্যেত দুষ্কৃতং স্বয়মেব বা।
সুদৃষ্টতরমেতস্মাদ্দৃশ্যতে স্বয়মেব যৎ॥

৮২ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মুদ্রিত শশ-জাতকের অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলূকীয় তন্ত্রে) দেখা যায়। একটা কপোত কোন ব্যাধের ক্ষুধানাশের জন্য নিজের শরীর দান করিয়াছিল।

২৯৩ পৃষ্ঠে ‘বিঘাস’ শব্দটি পালি; সংস্কৃত ভাষায় ‘বিঘস’ লেখা হয়।

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

চতুর্নিপাত

৩০১. খল্লুকালিঙ্গ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চারিজন পরিব্রাজিকার প্রব্রজ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। কিংবদন্তী আছে যে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে সাত হাজার সাতশ সাতজন লিচ্ছবি বাস করিতেন এবং তাঁহারা সকলেই তর্কবিতর্ক ভালবাসিতেন।

একদা পঞ্চশত বাদে ব্যুৎপন্ন এক নির্গ্রন্থ বৈশালীতে উপস্থিত হইলে লিচ্ছবিরাজেরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে উক্তরূপ ব্যুৎপন্না এক নির্গ্রন্থীও বৈশালীতে গমন করিলেন এবং লিচ্ছবিরাজেরা এই দুইজনকে পরস্পরের সহিত তর্কবিতর্কে প্রবর্ত্তিত করিলেন। বিচারে উভয়ে তুল্য পটুতা প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া লিচ্ছবিরা ভাবিলেন, 'এই দুইজনের সংসর্গজাত পুত্র নিঃসংশয় মহাপণ্ডিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা ঐ দুইজনকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া একত্র বাস করাইলেন।

কালে এই দম্পতীর চারি কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল। তাঁহারা কন্যাদিগের যথাক্রমে সত্যা, লোলা, অববাদিকা ও পটাচারা এবং পুত্রটির সত্যক এই নাম রাখিলেন। যখন ইহাদের বুদ্ধিবিকাশ হইল, তখন ইহারা প্রত্যেকে মাতার নিকট পঞ্চশত এবং পিতার নিকট পঞ্চশত, এই সহস্র বাদে ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। মাতাপিতা উভয়েই কন্যাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন, "যদি কোন গৃহী তোমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমরা তাহার পাদচারিকা হইয়া থাকিবে; আর যদি কোন পরিব্রাজক তোমাদিগকে পরাস্ত করেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।"

অনন্তর মাতা-পিতা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; নির্গ্রন্থ সত্যক পৈতৃক ভদ্রাসনে থাকিয়া লিচ্ছবিদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ভগিনীরা জম্বুশাখা হস্তে লইয়া বিচারার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হলেন। তাঁহারা নগরদ্বারে জম্বুশাখা রোপনপূর্ব্বক

উপস্থিত বালকদিগকে বলিলেন, "গৃহী হউন, বা পরিব্রাজক হউন, যিনি আমাদের সহিত বিচারে সমর্থ হইবেন, তিনি যেন পদাঘাতে এই পাংশুস্তূপ বিকীর্ণ এবং এই জম্বুশাখা মর্দ্দিত করেন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে, আয়ুষ্মান সারিপুত্র যে যে স্থান সম্মার্জ্জন করা হয় নাই, সেই সেই স্থান সম্মার্জ্জন করিয়া, শূন্য ঘটগুলিতে জল পুরিয়া, এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা করিয়া একটু বেলা হইলে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই জম্বুশাখা দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন, উহা কি উদ্দেশ্যে রোপিত হইয়াছে, তখন তিনি বালকদিগের দ্বারা উহা উৎপাটিত ও মর্দ্দিত করাইয়া বলিয়া গেলেন, "যাহারা এই শাখা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন আহারান্তেই জেতবন-দ্বারকোষ্ঠকে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন।" অনন্তর তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাধা করিলেন এবং বিহারদ্বার-কোষ্ঠকে বসিয়া রহিলেন।

পরিব্রাজিকারা ভিক্ষাচর্য্যান্তে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে, জম্বুশাখা মর্দ্দিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই শাখা মর্দ্দিত করিয়াছেন?" বালকেরা বলিল, "স্থবির সারিপুত্র। তাঁহার সহিত বিচার করিতে যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিহারদ্বার-কোষ্ঠকে যান।" ইহা শুনিয়া পরিব্রাজিকারা পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল; তাঁহারা বিহারদ্বারকোষ্ঠকে গিয়া সারিপুত্রকে নিজেদের সহস্রবাদের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবির একে একে সেগুলির সমাধান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের আর কিছু জানা আছে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না, প্রভু আমরা আর কিছু জানি না।" তখন সারিপুত্র বলিলেন, "আমি এখন তোমাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" "জিজ্ঞাসা করুন প্রভু; যদি জানি তবে উত্তর দিব।"

সারিপুত্র তাঁহাদিগকে একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেন; এবং তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে নিজেই উহা বলিয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকারা বলিলেন, প্রভু আজ আমাদের পরাজয় এবং আপনার জয় হইল।" "এখন তোমরা কি করিবে?" "আমাদের মাতা-পিতা এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন গৃহী আমাদের বাদ খণ্ডন করিলে আমরা তাঁহার পত্নী হইব; আর কোন পরিব্রাজকের নিকট পরাস্ত হইলে আমরা তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। অতএব আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।" সারিপুত্র বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি স্থবিরা উৎপলবর্ণার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁহারা অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন ধর্ম্মসভায় এই বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, আয়ুষ্মান সারিপুত্র এই পরিব্রাজিকা চারিজনকে আশ্রয় দিয়া ইহাঁদের সকলকেই অর্হত্ত্বে প্রদান করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা এখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র ইহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। এ জন্মে তিনি ইহাদিগকে প্রব্রজ্যায় অভিষিক্ত করিয়াছেন; পূর্ব্বে তিনি ইহাদিগকে রাজমহিষীর পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যে[১] দন্তপুর নগরে যখন কালিঙ্গ-নামক এক রাজা ছিলেন, তখন অশ্বকরাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কালিঙ্গের বহু বল ও বাহন ছিল; তিনি নিজেও হস্তীর ন্যায় বলবান ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, কুত্রাপি এমন কোন লোক দেখিতে পাইতেন না। একদা তিনি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অথচ আমার সমকক্ষ কোন যোদ্ধা দেখিতে পাইতেছি না; বলুন ত আমার কর্ত্তব্য কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, ইহার এক উপায় আছে। আপনার কন্যা চারিটি পরমসুন্দরী। আপনি তাঁহাদিগকে বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত করিয়া এবং আবৃত যানে আরোহন করাইয়া সৈন্যসামন্তসহ গ্রাম, নিগম[২] ও রাজধানীসমূহে প্রেরণ করুন। যে রাজা তাঁহাদিগকে নিজের অন্তঃপুরে লইতে চাহিবেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

কলিঙ্গরাজ এইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাঁহার কন্যারা যে যে অঞ্চলে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের রাজারা ভয়ে তাঁহাদিগকে নগরমধ্যে

---

[১]। কলিঙ্গরাজ্য চোলমণ্ডল উপকূলে মহানদী ও গোদাবরীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ভুভাগে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেবের চারিটি শ্বাদন্তের ('দাঠা'র) একটি স্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধারে ও একটি কলিঙ্গদেশে যায়। এই জন্যই কলিঙ্গের রাজধানী 'দন্তপুর' আখ্যা পাইয়াছিল। কলিঙ্গের দন্তটি এখন সিংহলদেশে কাণ্ডীনগরে রক্ষিত আছে। অশ্বকরাজ্য কোথায় ছিল নিশ্চয় বলা যায় না। মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ অধ্যায়ে) অশ্বকরাজ্যে নাম দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় ২৪/* চিহ্নিত পৃষ্ঠের পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

[২]। নিগম শব্দটি ইংরেজী Town বা Market-town শব্দের স্থানীয়। ইহাতে গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর, অথচ নগর বা রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান বুঝাইবে।

প্রবেশ করিতে দিলেন না; উপঢৌকন পাঠাইয়া নগরের বাহিরেই তাঁহাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে রাজকন্যারা সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে অশ্বকরাজ্যস্থ পোতলি নগরে উপনীত হইলেন। অশ্বকরাজও নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন।

অশ্বকের নন্দিসেন নামে এক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও উপায়কুশল অমাত্য ছিলেন। নন্দিসেন ভাবিলেন, 'এই রাজকন্যারা নাকি সমস্ত জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পান নাই। যদি তাহাই হয়, তবে জম্বুদ্বীপের পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা। অতএব আমি কলিঙ্গারাজের সহিত যুদ্ধ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নগরদ্বারে গমন করিলেন এবং দৌবারিককে আহ্বান করিয়া দ্বার খোলাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

খোল দ্বার, ভয় নাই; রাজকন্যাগণ
অবাধে নগরমধ্যে করুন গমন।
অমাত্য পুরুষসিংহ নন্দিসেন যাঁর
রণশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শঙ্কা কি তাঁহার?
অরুণ রাজার[১] পুরী আছে সুরক্ষিত;
কি সাধ্য করিতে কার ইহার অহিত?

ইহা বলিয়া নন্দিসেন দ্বার খোলাইলেন, রাজ কন্যাদিগকে লইয়া অশ্বক রাজকে দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ; যদি যুদ্ধ ঘটে, আমি তাঁহার ব্যবস্থা করিব। এই রাজকন্যাগণ পরমরূপবতী; আপনি ইহাঁদিগকে নিজের মহিষী করিয়া লউন।" অনন্তর তিনি রাজকন্যাদিগকে মহিষীপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের অনুচরদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন, "যাও, তোমাদের রাজাকে গিয়া বল, অশ্বকরাজ তোমাদের রাজনন্দিনীদিগকে নিজের মহিষীপদে বরণ করিয়াছেন।"

কলিঙ্গরাজকন্যাগণের অনুচরেরা স্বদেশে ফিরিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। কলিঙ্গরাজ বলিলেন, "সে নিশ্চয় আমার বল জানে না।" অনন্তর তিনি মহতী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নন্দিসেন লিখিয়া পাঠাইলেন, "কলিঙ্গরাজ যেন নিজ রাজ্যের সীমার মধ্যেই থাকেন এবং আমাদের রাজ্যে প্রবেশ না করেন। যেখানে উভয় রাজ্যের সীমা মিশিয়াছে সেই খানে যুদ্ধ হইবে।" কালিঙ্গ এই পত্র পাইয়া নিজরাজ্যের সীমায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অশ্বকরাজও নিজ রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলেন।

---

[১]। অশ্বকরাজ্যের প্রকৃত নাম অরুণ। রাজ্যের নাম হইতে তাঁহাকে অশ্বকও বলা হইয়াছে।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক উক্ত রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। কালিঙ্গ বিবেচনা করিলেন, “শ্রমণেরা না কি অনেক বিষয় জানেন। কে বলিতে পারে, আমাদের মধ্যে কাহার জয় কাহার পরাজয় হইবে? এ সম্বন্ধে একবার এই তাপসকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।” এই সঙ্কল্পে তিনি অজ্ঞাতবশে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন; তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অভিভাষণ করিয়া বলিলেন, “ভদন্ত, কালিঙ্গ ও অশ্বক যুদ্ধোদ্যত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যসীমায় অবস্থিতি করিতেছেন। বলুন ত, ইহাঁদের মধ্যে কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?” বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, “মহাভাগ, কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইহা আমি জানি না। তবে দেবরাজ শক্র এখানে আগমন করিবেন। আপনি যদি কাল আসেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।”

অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বললেন, “ভদন্ত, কালিঙ্গের জয় ও অশ্বকের পরাজয় ঘটিবে। এ জন্য অগ্রেই অমুক অমুক নিমিত্ত লক্ষিত হইবে।”

পরদিন কালিঙ্গ আশ্রমে গিয়া বোধিসত্ত্বকে আবার সেই প্রশ্ন করিলেন; এবং বোধিসত্ত্ব যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা জানাইলেন। পূর্ব্বে কি কি নিমিত্ত দেখা যাইবে, এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না; যুদ্ধে তাঁহার জয় হইবে এই আশাতেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

অতপর এই বৃত্তান্ত চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া অশ্বক নন্দিসেনকে ডাকাইয়া বলিলেন, “কালিঙ্গের না কি জয় এবং আমার পরাজয় হইবে? এখন কর্ত্তব্য কি বলুন ত?” নন্দিসেন উত্তর দিলেন, “সে কথা, মহারাজ, কে জানিতে পারে? কে জিতিবে, কে হারিবে, আপনার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।”

রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নন্দিসেন বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিলেন এবং একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, “ভদন্ত, দয়া করিয়া বলুন ত কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে?” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “কালিঙ্গ জয়ী এবং অশ্বক পরাজিত হইবেন।” যিনি জিতিবেন, তিনি পূর্ব্বে কি নিমিত্ত দেখিতে পাইবেন, আর যাঁহার পরাজয় ঘটিবে, তিনিই বা অগ্রে কি দেখিতে পাইবেন?” “মহাভাগ যিনি জিতিবেন, একটা সর্ব্বশ্বেত বৃষ তাঁহার রক্ষিকা দেবতারূপে দেখা দিবে; আর যিনি হারিবেন তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইবে একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃষ। এই রক্ষিকা দেবতাদ্বয় পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং

একটি জয়ী ও অন্যটি পরাজিত হইবে।”

এই কথা শুনিয়া নন্দিসেন সেখান হইতে উঠিয়া শিবিরে ফিরিলেন এবং যে এক সহস্র মহাযোদ্ধা অশ্বকের সহায় হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ একটা পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি আমাদের রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন?” তাঁহারা উত্তর দিলেন, “হাঁ, আমরা প্রাণ দিতে পারি “যদি তাহা পারেন, তবে এই ভৃগুদেশ হইতে পতিত হউন।” কিন্তু মহাযোদ্ধারা যখন পতনের উপক্রম করিলেন, তখন নন্দিসেন তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “পড়িয়া কাজ নাই; আপনারা আমাদের রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন এবং পশ্চাৎপদ না হইয়া যুদ্ধ করিবেন; ইহাই যথেষ্ট হইবে।” মহাযোদ্ধারা একবাক্যে স্বীকার করিলেন।

ইহার পর যখন যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন কালিঙ্গ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, আমি জিতিব; তাঁহার সৈন্যসামন্তেরাও ভাবিল, আমাদের জয় হইবে তাহারা যোদ্ধাবেশ পরিধান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইল এবং যে দলের যেখানে ইচ্ছা অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই যখন বীর্য্যপ্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের কেহই বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারিল না।

উভয় রাজাই যুদ্ধার্থী হইয়া অশ্বারোহণে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদের রক্ষিকা দেবতারা অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটি সর্ব্বশ্বেত বৃষ এবং অশ্বকের রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন একটি সর্ব্বকৃষ্ণ বৃষ। পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলে ইহাঁরাও যে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

বৃষ দুইটি কেবল রাজাদিগেরই দৃষ্টিগোচর হ্ইল; অন্য কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। নন্দিসেন অশ্বককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, রক্ষিকা দেবতাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন কি? অশ্বক বলিলেন, হাঁ দেখিতে পাইতেছি।” “তাঁহারা কি আকারে দেখা দিয়াছেন?” “কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বশ্বেত বৃষ; আমাদের রক্ষিকা দেবতা সর্ব্বকৃষ্ণ দেবতা বৃষ, তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।” “মহারাজ আপনি ভয় পাইবেন না। আমরাই জিতিব এবং কলিঙ্গরাজ হারিবেন। আপনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এই শক্তি গ্রহণ করুন। আপনার সুশিক্ষিত সৈন্ধব ঘোটকের উদরপার্শ্বে বামহস্ত দ্বারা আঘাত করুন, এই সহস্র যোদ্ধা লইয়া সবেগে অগ্রসর হউন এবং শক্তিপ্রহারে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতাকে ভূতলে পাতিত করুন। তখন আমাদের এই সহস্র যোদ্ধাও শক্তি প্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এইরূপে কলিঙ্গরাজের রক্ষিকা দেবতা বিনষ্ট হইবেন। তাহা হইলে কলিঙ্গরাজের পরাজয় ঘটিবে এবং আমরা বিজয়ী হইব।

অশ্বক "বেশ বলিয়াছেন" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং নন্দিসেন সঙ্কেত করিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া শক্তিপ্রহার করিলেন। তাহার পর অমাত্যেরাও শক্তি প্রহার করিতে লাগিলেন; কালিঙ্গের রক্ষিকা দেবতা তখনই বিনষ্ট হইলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে কালিঙ্গও পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই সহস্র অমাত্য "কালিঙ্গ পলাইতেছেন" বলিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন।

মরণভয়ে ভীত কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিবার সময়ে তাপসকে ভৎর্সনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

দুর্জয় কলিঙ্গরাজ জিতিবে নিশ্চয়,
অশ্বকের এই যুদ্ধে হবে পরাজয়—
সাধু হ'য়ে হেন মিথ্যা বলিলে কেমনে?
সাধু সত্যসেবী সদা কায়ে, বাক্যে, মনে।

কলিঙ্গরাজ তাপসকে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, পশ্চাতের দিকে একবার মুখ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দেখিবার সাহস পাইলেন না। ইহার কিয়দ্দিন পরে শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

মিথ্যা হতে মুক্ত সদা জানি দেবগণ;
সত্য সদা তাঁহাদের আদরের ধন।
তবে কেন মিথ্যা বলি ছলিলে আমায়?
না পারি দেখাতে মুখ আমি যে লজ্জায়।

ইহা শুনিয়া শক্র নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথাটি বলিলেন :

শুন নাই কভু কিহে, তুমি বিপ্রবর,
দেবতার প্রিয়পাত্র পরাক্রান্ত নর।
একাগ্রচিত্তেতে করে সংযম অভ্যাস,
অব্যগ্র যুদ্ধের কালে, অরাতির ত্রাস,
দৃঢ়বীর্য্য, পরাক্রান্ত—এসব কারণে
অশ্বক বিজয়লাভ করিল এই রণে।

কলিঙ্গরাজ পলায়ন করিলে অশ্বক তাঁহার শিবিকাদি লুণ্ঠন করিয়া[১] নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর নন্দিসেন কলিঙ্গকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনি অবিলম্বে রাজকন্যাচতুষ্টয়ের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিবেন; না দিলে

১। মূলে 'বিলোপন গ্রহণ করিয়া—এইরূপ আছে। বিলোপ = লোপ্ত্র = লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য (booty)।

কি কর্ত্তব্য তাহা আমাদের জানিতে বিলম্ব হইবে না।” এই আদেশ শুনিয়া কলিঙ্গরাজ ভয়ে ভয়ে কন্যাদিগের প্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর উভয় রাজাই মিত্রভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই তরুণী ভিক্ষুণীরা ছিলেন কলিঙ্গরাজের সেই কন্যাগণ; সারিপুত্র ছিলেন নন্দিসেন; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩০২. মহাশ্বারোহ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে স্থবির আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে[১]। “প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরাও নিজেদের উপকারী লোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ করিয়াছিলেন” ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন, দানশীল ছিলেন এবং শীলরক্ষা করিয়া চলিতেন। “প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে” ইহা বলিয়া একদা তিনি বলবাহনপরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে ত্রিশজন রাজভক্ত প্রজা বাস করিত। তাহারা প্রাতঃকালে গ্রামমধ্যে সমবেত হইয়া গ্রামকৃত্য[২] নির্ব্বাহ করিতেছিল, এমন সময়ে নানাভরণে সুসজ্জিত রাজা বর্ম্মাবৃত অশ্বে আরোহণ করিয়া গ্রামদ্বার দিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। “এ আবার কে আসিল” ভাবিয়া তাহারা ভয়ে যে যাহার গৃহে পলায়ন করিল; কেবল এক ব্যক্তি নিজের গৃহে না গিয়া রাজার প্রত্যুদ্গমন করিল এবং জিজ্ঞাসিল, “রাজা নাকি প্রত্যন্ত প্রদেশে আসিয়াছেন? তুমি কে? তুমি রাজভক্ত না বিদ্রোহী?” রাজা উত্তর দিলেন, “ভাই, আমি রাজভক্ত।” “তবে আমার সঙ্গে এস।” ইহা বলিয়া সে রাজাকে গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে নিজের আসনে বসাইয়া স্ত্রীকে বলিল, “এস ভদ্রে! আমার বন্ধুর পা ধুইয়া দাও।” ভার্য্যাদ্বারা রাজার পা ধোওয়াইয়া

---

[১]। গুণ-জাতক (১৫৭) দ্রষ্টব্য।

[২]। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পল্লীসমিতি ছিল। গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া সাধরণের হিতকর অনেক কার্য্য নিজেরাই সম্পাদন করিত। ২য় খণ্ডের উপক্রমণিকার ‘পল্লীসমিতি’ শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

সে তাঁহাকে নিজের সাধ্যানুরূপ খাদ্য দিল এবং "মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম কর" বলিয়া তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইল। রাজা তাহাতে শয়ন করিলেন। ইহার পর সে রাজার ঘোড়াটার সাজ খুলিয়া দিল, তাহাকে টহলাইল ও জল খাওয়াইল, তাহার পিঠে তেল মাখাইল এবং খাইবার জন্য ঘাস দিল।

এইরূপে উক্ত গ্রামবাসী তিন চারি দিন রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিল। অতঃপর রাজা বলিলেন, "সৌম্য, আমি এখন যাইব।" তাহা শুনিয়া সে রাজার ও অশ্বের খাদ্যাদি সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সমস্ত সম্পাদন করিল। রাজা আহারান্তে প্রস্থান করিবার সময়ে বলিলেন, "সৌম্য, আমার নাম মহাশ্বারোহ। নগরের মধ্যে আমার বাড়ী যদি কখনও কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে যাও, তাহা হইলে দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহ কোন বাড়ীতে থাকেন; তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে যাইবে।" ইহা বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজার সৈন্যসামন্ত এতদিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নগরে বাহিরে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল; এখন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রত্যুদ্গমন করিল এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নগরে প্রবশে করিবার সময়ে রাজা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দৌবারিককে ডাকাইলেন এবং ভিড় সরাইয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, প্রত্যন্তবাসী এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়? তুমি তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আমায় দেখাইবে। তাহা করিলে তুমি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।"

কিন্তু সেই প্রত্যন্তবাসী নগরে গেল না। সে আসিল না দেখিয়া রাজা তাঁহার বাসগ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু কর বৃদ্ধি হইলেও সে নগরে গেল না। এইরূপে রাজা দুই তিন বার ঐ গ্রামের কর বৃদ্ধি করিলেন; তথাপি সেই ব্যক্তির দেখা পাইলেন না।[১]

এদিকে গ্রামবাসীরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, যে দিন মহাশ্বারোহ আপনার গৃহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আমরা করভারে পীড়িত হইয়া মাথা তুলিতে পারিতেছি না। আপনি একবার মহাশ্বারোহের নিকট যান এবং তাঁহাকে বলিয়া আমাদের করভার কমাইয়া আনুন।" সে উত্তর দিল "বেশ, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু রিক্তহস্তে যাইতে পারিব না। আমার বন্ধুর দুইটি ছেলে। তোমরা তাহাদের এবং আমার

---

[১]। ইহাতে বোধ হয় না কি যে, রাজা ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন?

বন্ধুর স্ত্রীর ও তাঁহার নিজের জন্য পোষাক ও গহনা যোগাড় কর।” গ্রামবাসীরা ‘বেশ, তাহাই করা যাউক’ বলিয়া এই সমস্ত উপহার সংগ্রহ করিল।

প্রত্যন্তবাসী এই সকল বস্ত্রাভরণ ও স্বগৃহে প্রস্তুত পিষ্টক লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং দক্ষিণদ্বারে গিয়া দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, মহাশ্বারোহের বাড়ী কোথায়?” “এস দেখাইতেছি” বলিয়া দৌবারিক তাহাকে হাত ধরিয়া রাজদ্বারে লইয়া গেল এবং রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল, দৌবারিক সেই প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে,”। ইহা শুনিয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, “আমার বন্ধু এবং তাঁহার সঙ্গে আর যে যে আছেন, সকলকেই এখানে আসিতে বল।” অনন্তর তিনি প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামবাসীকে দেখিবামাত্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, “আমার বন্ধুপত্নী কেমন আছেন, ছেলেরা কেমন আছে,” এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে তাহাকে হাত ধরিয়া বেদির উপর লইয়া গেলেন, শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থ সিংহাসনে বসাইলেন এবং অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ইনি আমার পরম বন্ধু; তুমি নিজে ইহাঁর পা ধুইয়া দাও।” মহিষী তাহাই করিলেন—রাজা সুবর্ণভৃঙ্গার লইয়া জল ঢালিতে লাগিলেন, মহিষী প্রত্যন্তবাসীর পা ধুইলেন এবং ধুইবার পর তাহাতে গন্ধতৈল মর্দ্দন করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, আমার জন্য কোন খাবার আনিয়াছ কি?” “আনিয়াছি না ত কি?” বলিয়া সে প্রসেবক হইতে[১] পিষ্টক বাহির করিল। রাজা উহা সুবর্ণপাত্রে গ্রহণ করিলেন, প্রত্যন্তবাসীর প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ দেখাইয়া বলিলেন, “আমার বন্ধু ইহা আনিয়াছেন; এস, তোমরা সকলেই খাও।” তিনি মহিষী ও অমাত্যদিগকে কিছু কিছু দিয়া নিজেও কিছু ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর সেই ব্যক্তি অবশিষ্ট উপঢৌকন প্রদর্শন করিল; রাজা উহা গ্রহণ করিবার জন্য নিজের বারাণসীজাত বস্ত্র ছাড়িয়া, সে যে কাপড় যোড়া আনিয়াছিল, তাহা পরিলেন; মহিষীও বারাণসী শাড়ী ও অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া প্রত্যন্তবাসীর শাড়ী পরিলেন এবং অলঙ্কার গায়ে দিলেন।

রাজা প্রত্যন্তবাসীকে রাজোচিত খাদ্য ভোজন করাইলেন, এবং একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, “যাও, আমার যেমন দাড়ি কামান হয়, ইহাঁরও দাড়ি সেইরূপে কমাইবার ব্যবস্থা কর। তাহার পর ইহাঁকে সুগন্ধ জলে স্নান করাইবে, লক্ষমুদ্রা মূল্যের বারাণসী বস্ত্র[২] পরাইবে এবং রাজাভরণে সুসজ্জিত করিয়া

---

[১]। প্রসবেক = একপ্রকার থলি (নধম)।

[২]। অতি প্রাচীনকালে বারাণসী বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ তখন এখানে কার্পাস সূত্রদ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইত। ২য় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

এখানে লইয়া আসিবে।” অমাত্য রাজার আদেশ পালন করিলেন। তখন রাজা নগর মধ্যে ভেরী বাজাইয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করিলেন এবং শ্বেতচ্ছত্রের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ হিঙ্গুলে রঞ্জিত সূত্রপাঠ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে অৰ্দ্ধরাজ্য দান করিলেন। তদবধি তাঁহারা উভয়ে একত্র পানাহার করিতেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন। ফলতঃ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল তাঁহারা অভেদ্য সৌহার্দ্দে আবদ্ধ হইলেন।

অতঃপর রাজা প্রত্যন্তবাসীর স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আনাইয়া তাহাদের সকলের নিমিত্ত নগরমধ্যে বাসস্থান প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং দুইজনে নির্ব্বিবাদে ও একাত্মভাবে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে অমাত্যেরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহারা একদিন (জ্যৈষ্ঠ) রাজপুত্রকে বলিলেন, “কুমার, রাজা এক গৃহপতিকে অৰ্দ্ধরাজ্য দান করিয়া তাহার সঙ্গে একত্র পান, ভোজন ও শয়ন করিতেছেন; আমাদিগকেও আদেশ দিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তির পুত্রদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে! এ ব্যক্তি যে রাজার কি উপকার করিয়াছে, তাহা আমরা জানি না। রাজার এ কেমন ব্যবহার! ইহাতে আমার বড় লজ্জা হয়। আপনি রাজাকে এসব কথা বলুন।” কুমার তাঁহাদের কথায় সায় দিলেন এবং রাজার নিকট সমস্ত বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, “মহারাজ, আপনি আর এরূপ করিবেন না।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোথায় ছিলাম, জান কি?” “না, পিতঃ, তাহা আমি জানি না।” আমি এই ব্যক্তির বাটিতে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং তাহার পর নগরে ফিরিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমার এত উপকার করিয়াছে, তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিব না কেন, বল ত?” বোধিসত্ত্ব (রাজা) আবার বলিতে লাগিলেন, “দেখ বৎস যে ব্যক্তি দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে এবং দানের যোগ্য ব্যক্তিকে দান করে না, সে বিপদের সময়ে কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য পায় না।” এই উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

অপাত্রে করে যে দান, পাত্রে করে প্রত্যাখ্যান,
বিপদে এহেন মূঢ় হয় অসহায়;
সুপাত্রে উচিত দান, অপাত্রের প্রত্যাখ্যান
করিলে বিপদে লোক সহায়তা পায়।
শঠে প্রদর্শিলে প্রীতি নাহি কোন ফলপ্রাপ্তি;
অগ্নিদগ্ধ বীজ যথা, প্রণষ্ট তা’হয়;
সাধু যাঁরা সচ্চরিত্র, তাঁরাই প্রীতির পাত্র;
সে প্রতির ফল সদা ফলে নিঃসংশয়।

অনুমাত্র প্রীতি যদি দেখাও সাধুর প্রতি,
মহাফলপ্রদ তাহা, শুন বাছাধন।
ব্যর্থ নাহি হয় তাহা, সাধু তরে কর যাহা;
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন।[১]
করিয়াছে উপকার একবার যে তোমার,
করেছে দুষ্কর কর্ম্ম এই ভাব মনে;
নাই বা সে যদি করে অন্য কোন হিত পরে,
তথাপি পূজিবে তারে অতি সযতনে।

ইহা শুনিয়া কি রাজপুত্র, কি অমাত্যগণ, কেহই আর কিছু বলিলেন না।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই প্রত্যন্তগ্রামবাসী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

☞২য় খণ্ডের তিরীটবচ্ছ-জাতকের (২৫৯) সহিত এই জাতকে আংশিক সাদৃশ্য আছে।

---

৩০৩. একরাজ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের জনৈক কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে শ্রেয়োজাতকে (২৮২) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই অমাত্যকে বলিলেন, "কেবল তুমিই যে অনর্থ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নহে; প্রাচীনকালেও পণ্ডিতেরা নিজেদের অনর্থ হইতে অর্থলাভ করিয়াছিলেন।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালের বারাণসীরাজের পরিচর্য্যানিরত এক অমাত্য রাজান্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহার অপরাধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই অমাত্য অতঃপর কোশলরাজের পরিচারক হইয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত মহাশীলবজ্জাতকে (৫১) বলা হইয়াছে।

এই আমার আখ্যায়িকায় দেখা যায় বারাণসীরাজ যখন অমাত্য পরিবেষ্টিত

---

[১]। এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত আর একটি গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—
কৃতজ্ঞ, সুশীল, সাধু জনের সেবায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা লোকে মহাফল পায়।
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ অমোঘ যেমন, ধার্ম্মিক জনের সেবা জানিবে তেমন।

হইয়া মহাবেদির উপর বসিয়াছিলেন, সেই সময় দ্রব্যসেন তাঁহাকে ধরিয়া একটা শিকায় পূরেন এবং অধঃশির করিয়া দরজার ঝন্‌কাঠ হইতে[১] ঝুলাইয়া রাখেন। বারাণসীরাজ এই অবস্থায় চোররাজের সম্বন্ধে মৈত্রী ভাবনা করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মদ্বারা[২] ধ্যানস্থ হইলেন। অমনি তাঁহার বন্ধনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে[৩] সমাসীন হইয়া রহিলেন। তখন চোররাজের শরীরে দাহ উপস্থিত হইল; তিনি "পুড়ে গেল," "জ্বলে গেল" বলিয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি অমাত্যদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলেন; তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বারাণসীরাজের ন্যায় নিরপরাধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দরজার ঝন্‌কাঠ হইতে অধঃশির করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন (এই জন্যই আপনার এরূপ যন্ত্রণা হইতেছে)"। যদি তাহাই হয়, তবে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে মুক্ত কর।" রাজভৃত্যেরা গিয়া দেখে বারাণসীপতি আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধে বসিয়া আছেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া দ্রব্যসেনকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন; এবং দ্রব্যসেন ছুটিয়া গিয়া বারাণসীপতিকে বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবারকালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

ভুঞ্জিয়াছ, একরাজ[৪] পূর্ব্বে তুমি বহুবিধ
কাম্য, যাহা অন্যের দুর্লভ;
নরক সদৃশ স্থানে এবে নিপতিত তুমি;
তবু চিত্তে নির্ব্বিকার তব!
পূর্ব্বের প্রশান্তভাব, পূর্ব্বের মানসবল,
এখনও সমভাবে আছে!
কারণ ইহার যাহা, শুনিতে বাসনা বড়;
দয়া করি বল মোর কাছে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

ক্ষান্তি আর তপঃ মেগেছিনু আমি পূর্ব্বে সদা একমনে;
প্রার্থনা সফল, শুন, মহারাজ, হইয়াছে এত দিনে।

---

[১]। মূলে 'উত্তরুম্মারে' এই পদ আছে। উম্মার = দেহলী বা গোবরাট; কিন্তু উত্তর' বিশেষণ দ্বারা ইহা চৌকাঠের মাথায় কাঠ বা ঝন্‌কাঠ থানাকে বুঝাইতেছে।

[২]। কৃৎস্ন সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]। পর্য্যঙ্কবন্ধ—যোগাসনবিশেষ (নামান্তর বীরাসন)–"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ নিসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথৈবান্যং বীরাসনমুদাহৃতম্ ॥

[৪]। টীকাকার বলেন, 'একরাজ' বারাণসীরাজের নাম। যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, একমাত্র রাজা বা সম্রাট, 'একরাজ' শব্দ তাঁহাকেও বুঝাইতে পারে।

নাহি দুঃখ তাই; মনের বিকার নাহি মোর, দ্রব্যসেন!
চিত্তের প্রসাদ, হৃদয়ের বল হারাইব বল কেন?
দান উপোসথ কৃত্য সব আমি করিয়াছি সম্পাদন,

প্রাজ্ঞ, যশোবান শত্রু যে আমার, মিত্র এবে হে রাজন!
যে সুযশ, ভূপ, পাইতে বাসনা ছিল মনে এতদিন,
পাইয়াছি তাহা; তবে কেন হব বলবীর্য্যশান্তিহীন?
দুঃখে নরনাথ, সুখের বিনাশ হয় কভু সঙ্ঘটন;
সুখ পুনরায় উপার্জিয়া মনে করে দুঃখ বিনশন।[১]
নিবৃত যে জন , নাহি ভেদজ্ঞান সুখে দুঃখে কভু তাঁর;
সুখে আর দুখে উভয়ত্র তিনি নিরন্তর নির্ব্বিকার।

ইহা শুনিয়া দ্রব্যসেন বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমালাভ করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনিই শাসন করুন; আমি আপনার বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিব।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া প্রস্থান করিলেন; বোধিসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পনপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান** : তখন আনন্দ ছিলেন দ্রব্যসেন এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

---

৩০৪. দর্দ্দর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[২] ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির ক্রোধপরায়ণতার কথা উত্থাপিত হইলে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" এবং যখন আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি কি প্রকৃতই এত কোপনস্বভাব?" "হাঁ ভদন্ত ইহা মিথ্যা নহে।" কেবল এখন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও এ ব্যক্তি ক্রোধশীল ছিল এবং ইহারই ক্রোধশীলতাবশতঃ পুরাকালে প্রাজ্ঞ ও বিশুদ্ধচেতা নাগবংশীয়

---

[১]। ধ্যানসুখে নিজের দুঃখনিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিতেছেন।
[২]। এখানে কোন জাতকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ১৫৮ (সুহনু), ২৫২ (তিলমুষ্টি), ২৯৯ (কোমায়-পুত্র) প্রভৃতি কয়েকটি জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে কোপন-স্বভাব ভিক্ষুর উল্লেখ দেখা যায়।

ব্যক্তিরাও তিন বৎসর মলপূর্ণস্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

হিমবন্ত প্রদেশে দর্দ্দর[১] নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদদেশে দর্দ্দরনাগদের বাস পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এই নাগদিগের রাজা শূরদর্দ্দরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল মহাদর্দ্দর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল খুল্লদর্দ্দর। খুল্লদর্দ্দরের প্রকৃতি অতি পরুষ ও ক্রোধপরায়ণ ছিল। সে নাগকন্যাদিগকে দুর্বাক্য বলিত, প্রহারও করিত। নাগরাজ কনিষ্ঠপুত্রের পরুষপ্রকৃতি জানিতে পারিয়া তাহাকে নাগপুরী হইতে দূর করিবার আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু মহাদর্দ্দর পিতাকে অনুরোধ করিয়া কনিষ্ঠকে ক্ষমা করাইলেন এবং তাঁহার নির্ব্বাসন বন্ধ করিলেন। ইহার পর রাজা আবার খুল্লদর্দ্দরের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবারও জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন মহাদর্দ্দর কনিষ্ঠের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বলিলেন, “তোমারই জন্য আমি এই দুরাচারকে নাগপুরী হইতে দূর করিতে পারিতেছি না; যাও, তোমরা দুইজনেই এখান হইতে বাহির হইয়া তিন বৎসর বারাণসীনগরের মলপূর্ণ ভূমিতে গিয়া থাক।” ইহা বলিয়া তিনি দুই পুত্রকেই নাগপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।

নাগপুত্রদ্বয় এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বারাণসী নগরের মলভূমিতে বাস করিতে লাগিল। ঐ মলভূমির চারিদিকে জল ছিল। নাগরাজপুত্রেরা যখন জলের ধারে আহার খুঁজিতে যাইত, তখন গ্রামবালকেরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঢিল ছুঁড়িত, লাঠি ছুঁড়িত এবং “এই মাথা-মোটা, ল্যাজ-সরু ঢোঁড়াগুলা[২] কোথা হইতে আসিল” বলিয়া গালি দিত। খুল্লদর্দ্দর অতি উগ্রপ্রকৃতি ও পরুষ ছিল বলিয়া সে এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিল, “দাদা, এই ছোঁড়াগুলো আমাদিগকে অপমান করিতেছে; আমরা যে বিষধর, ইহারা তাহা জানে না; আমি ত ইহাদের অপমান সহ্য করিতে পারিতেছি না; আমি নাসাবাত দ্বারা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিব।” অগ্রজের সহিত এইরূপ আলাপের সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিল :

নরলোকে আসি মোরা বড় দুখ পাই;
গালি দেয় ছোঁড়াগুলো, শুনেছ ত ভাই?
‘ব্যাঙ-খেকো’, ‘পাঁকে-খেকো’ কত কি যে বলে!
বিষধরে বিষহীন ভেবেছে সকলে।

১। বর্ত্তমান দার্দিস্তান কি?

২। উদকদেড্ডভ = ডুণ্ডুভ = দুণ্ডুভ।

তাহার কথা শুনিয়া মহাদর্দ্দর শেষের গাথাগুলি বলিলেন :

নিজ রাজ্য ছাড়ি অন্য জনপদে আশ্রয় যাহারা লয়,
দুর্ব্বাক্য অশেষ, অপমান বহু তাদের সহিত হয়।
বুদ্ধিমান যারা, হেন অবস্থায় রাখিবারে অপমান,
পূর্ব্ব হতে তারা প্রকাণ্ড ভাণ্ডার করি রাখে নিরমাণ।[১]
কি তব চরিত্র, কিবা জাতিগোত্র জানা নাই যেই খানে,
এরূপ প্রবাসে পণ্ডিতে না হয় অভিভূত অভিমানে।
পণ্ডিত যে জন, অগ্নিসম বীর্য্য যদিও তাহার থাকে,
প্রবাসের কালে অতি সাবধানে রক্ষিবেন আপনাকে।
নীচ দাস যারা, তাদের(ও) তর্জ্জন সহ্য করি তিনি রন;
ক্রোধবশে কভু হন নাক তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ।

নাগরাজপুত্রদ্বয় এইরূপে সেখানে তিন বৎসর বাস করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের পিতা তাহাদিগকে গৃহে প্রতিগমন করিতে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা তদবধি হতদর্প হইয়া রহিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামীফল প্রাপ্ত হইল।

[**সমবধান :** তখন এই ক্রোধশীল ভিক্ষু ছিল খুল্লদর্দ্দর এবং আমি ছিলাম মহাদর্দ্দর।]

---

৩০৫. শীলমীমাংসা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে পানীয়-জাতকে (৪৪৯) সবিস্তর বলা হইবে। এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—একদা জেতবনবাসী পঞ্চশত ভিক্ষু রজনীর মধ্যম যামে ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। একচক্ষু ব্যক্তি যেমন নিজের একটি মাত্র চক্ষুকে, একপুত্র ব্যক্তি যেমন নিজের একটা মাত্র পুত্রকে, চামরী গো যেমন তাহার পুচ্ছকে অতি সাবধানে রক্ষা করে, শাস্তাও সেইরূপ প্রত্যহ, দিবারাত্রের ছয় ভাগেই[২]

---

[১]। অর্থাৎ বহু অপমান সহ্য করিতে হইবে, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহারা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

[২]। প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ ছাড়িলে দিবা ও রাত্রির তিন তিনটি অংশ ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই রাত্রির নামান্তর ত্রিযামা।

ভিক্ষুদিগের চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি ঐ রজনীতে দিব্য চক্ষু দ্বারা জেতবনের কোথায় কি হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। চক্রবর্ত্তী রাজার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট তস্করসদৃশ এই ভিক্ষুদিগকে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গন্ধকুটিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আনন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি ভিক্ষুদিগকে কোটি সংস্তরে[১] সমবেত হইতে বল এবং গন্ধকুটিরদ্বারে আমার আসন রাখ।" আনন্দ তাহাই করিয়া শাস্তাকে জানাইলেন; শাস্তা বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে একসঙ্গে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, পাপ কার্য্য কিছুতেই গোপন থাকে না বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ হইতে বিরত হইয়াছিলেন।।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণসীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার পঞ্চশত শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ আচার্য্যের এক প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, 'এই শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অনন্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার বিবাহ দিতে হইবে; তজ্জন্য বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ করিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ করিব; যদি অপর কেহ অপহৃত বস্তু দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহা গ্রহণ করিব না।"

শিষ্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি বন্ধুদিগের অগোচরে বস্ত্রাভরণাদি অপহরণ করিয়া আচার্য্যকে দিতে লাগিল। প্রত্যেক শিষ্য যাহা আনিয়া দিত, আচার্য্য তাহা পৃথকভাবে সাজাইয়া রাখিতেন।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু কিছুই আহরণ করিতেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়া দিতেছ না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না গুরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।" "কেন পার নাই?" "যাহা আনিতে হইবে, তাহা অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু আমি

---

[১]। বোধ হয়, জেতবনক্রয়কালে ইহার যে অংশ অনাথপিণ্ডদ সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা 'কোটিসংস্তর' এই নাম পাঠাইয়াছিল।

পাপানুষ্ঠানে গোপন কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।” এই ভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দুইটি গাথা বলিলেন :

গোপনে করিতে কাজ সাধ্য আছে কার?
যেখানেই হয় পাপ সাক্ষী থাকে তার।
গোপনে করেছি পাপ, ভাবে মূর্খ মনে;
দেখেছেন কিন্তু তাহা বনদেবগণে।
গোপন কাহাকে বলে না পারি বুঝিতে,
প্রাণিশূন্য স্থান কোন নাহি পৃথিবীতে।
না থাকুক অন্যে, আমি রয়েছি যেখানে,
প্রাণীশূন্য স্থান তারে বলিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “বৎস আমার গৃহে যে ধন নাই, তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, শীলসম্পন্ন পাত্রে কন্যা দান করি। অতএব শিষ্যদিগের চরিত্র পরীক্ষার জন্য আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, আমার কন্যা তোমারই উপযুক্তা।” এই বলিয়া তিনি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইয়া বোধিসত্ত্বকে সম্প্রদান করিলেন এবং অপর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা যে যে দ্রব্য আনিয়া দিয়াছিলে, এখন সমস্ত স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাও।”

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, “এইরূপে, দুঃশীল শিষ্যগণ সেই কন্যারত্ন লাভ করিতে পারিল না; কিন্তু শীলসম্পন্ন ছিল বলিয়া সেই বুদ্ধিমান শিষ্যটি তাহাকে লাভ করিয়াছিল।” অতঃপর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত অপর দুইটি গাথা বলিলেন :

দুর্জাত, অজাত, নন্দ, সুখবৎস, বধ্য আর
অধ্রুব-শীলাদি শিষ্যগণ,[১]
স্ত্রীরত্ন লভিতে তারা ধর্ম্মপথ পরিহরি
পাপপথে করে বিচরণ।
সর্ব্বধর্ম্ম-পারদর্শী ধৃতিমান, সত্যসন্ধ,
কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুমার,
থাকিয়া ধর্ম্মের পথে তুষিয়া আচার্য্যবরে
কন্যারত্ন পেল পুরস্কার।

অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

---

[১]। আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম।

৩০৬. সুজাতা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকাদেবীকে উপলক্ষ করিয়া এইকথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, একদা রাজভবনে রাজার (প্রসেনজিতের) সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল। এখনও লোকে এই বিবাদকে ‘শয়নকলহ’ বলিয়া থাকে। রাজা ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মল্লিকাদেবী আছেন কি না আছেন, কোনই খোঁজ খবর লইতেন না। মল্লিকা ভাবিতে লাগিলেন, ‘রাজা যে আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, শাস্তা বোধ হয় ইহা জানেন না; কিন্তু শাস্তা সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে পুনর্ব্বার সদ্ভাব স্থাপিত করিতে হইবে।’

অনন্তর একদিন পূর্ব্বাহ্ন সময়ে শাস্তা নিবাসন পরিধান করিলেন এবং পাত্রচীবর হস্তে লইয়া ও পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, তদুপরি তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দক্ষিণোদক দান করিলেন এবং তাঁহাদের সেবার জন্য যাগু ও খাদ্য[1] আনাইলেন। কিন্তু শাস্তা হস্তদ্বারা পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “মহারাজ, দেবী কোথায়?” “তাঁহাকে দিয়া কি করিবেন, ভদন্ত? তিনি নিজের পদগৌরবে মত্ত হইয়াছেন।” “মহারাজ, আপনি নিজেই এই রমণীকে উচ্চপদবী দান করিয়াছেন; আপনিই তাঁহাকে বাড়াইয়া দিয়াছেন; এখন তিনি কোন অপরাধ করিলে আপনি যদি ঋষি তাহা সহ্য না করেন, তবে অন্যায় হইবে।”

শাস্তার কথা শুনিয়া রাজা মল্লিকাকে ডাকাইলেন; মল্লিকা আসিয়া শাস্তাকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, “আপনাদের উচিত যে, পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে ও নির্ব্বিবাদে বাস করেন।” অনন্তর তিনি সম্প্রীতির গুণ বর্ণন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদবধি প্রসেনজিৎ ও মল্লিকা উভয়েই সম্প্রীতিভাবে চলিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে

---

[1]। আহারং loweas চুষ্যং পেযং লেহ্যং তথৈবচ। ভোজ্যং ভোক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ যথাত্তরং।—ভাব প্রকাশ। ভোজ্যং যথা ভক্তসূপাদি; ভক্ষ্যং যথা মোদকাদি; চর্ব্ব্যং যথা চিপিটচণকাদি। ভক্ষ্যং ও খাদ্যং একার্থবাচক। এই খাদ্য হইতে আমাদের ‘খাজা’ শব্দ আসিয়াছে। [খাজা-স্বনামখ্যাত মোদকবিশেষ (বিশেষণভাবে, যেমন খাজা কাঁটাইল।)]

পারিয়া বলিলেন, “কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি একটি মাত্র কথা বলিয়া সৌহার্দ্দ স্থাপিত করিয়াছিলাম।” অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। একদিন রাজা মহাবাতায়ন খুলিয়া অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুজাতা নাম্নী এক পরম সুন্দরী ও তরুণ-যৌবনসম্পন্না পর্ণিককন্যা এক টুকরি কুল মাথায়[১] লইয়া “কুল কিনিবে,” “কুল কিনিবে” বলিতে বলিতে ঐ স্থানের[২] নিকট দিয়া যাইতেছিল। রাজা তাহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন সে অবিবাহিতা, তখন তাহাকে ডাকাইলেন ও নিজের অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। অতঃপর রাজা অশেষ প্রকারে তাহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পর্ণিককন্যা রাজার প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইল।

একদিন রাজা বসিয়া সোনার থালায়[৩] কুল খাইতেছিলেন। সুজাতাদেবী তাঁহাকে কুল খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি এ কি ফল খাইতেছেন?” এই প্রশ্ন করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

অণ্ডকার রক্তবর্ণ অতি মনোহর
কি ওই সুবর্ণপাত্রে ফল, নরেশ্বর?

ইহাতে রাজা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কি আস্পর্দ্ধা! পক্ব বদরি বিক্রয়ই যাহার জীবিকা, তুমি সেই পর্ণিকের দুহিতা; অথচ নিজের পিতৃকুল সম্পত্তি বদরিকা চিনিতে পারিতেছ না?”

রাজা এইভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি গাথা বলিলেন :

১। মূলে ‘বদর’ শব্দ আছে। বদর বা বদরি হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বড়ই এবং পালি ‘কোল’ শব্দ হইতে পশ্চিম বঙ্গের ‘কুল’ শব্দের উদ্ভব।

২। ‘রাজাঙ্গণেন গচ্ছতি’। ইংরাজী অনুবাদক ‘রাজাঙ্গণে ন গচ্ছতি’ এই পাঠ ধরিয়াছেন। ইহা পরবর্ত্তী তস্‌সা সদ্দম সুত্বা পটিবদ্ধচিত্তো হুত্বা’ (তাহার পর শুনিয়াই প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া) এই অংশের সহিত সুসঙ্গত হয়। ‘রাজা প্রথমে তাহাকে দেখেন নাই, কেবল দূর হইতে তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলেন’ এই ভাব।

৩। মূলে ‘সুবণ্নতট্টকে’ আছে। এই ‘তট্টক’ হইতে বাঙ্গালা ‘টাট হইয়াছে কি’ শব্দটি ‘স্থা’ ধাতুজ মনে করা যাইতে পারে।

ন্যাক্‌ড়া পরি ন্যাড়া মাথায় কাঁখে রাখি হাত,
কুড়াত্‌িস যা, বেচি যা তোর বাপে পেত ভাত,
বাপের বাড়ীর সেই ফল এ বুঝ্‌লি ত এখন?
বিগ্‌ড়ে গেছে মাথাটা তোর পেয়ে রাজার ধন!
রাণী হ'য়ে গরম মেজাজ, হ'লি নাক সুখী;
কপালেতে ভোগ নাই তোর, দূর হ, পোড়ামুখী!
রাখ গিয়ে সেথায় এরে, যেখানে আবার
কুল কুড়ায়ে অন্নবস্ত্র পাবে আপনার।

বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি ছাড়া অন্য কেহই ইহাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে পারিবে না; আমিই রাজার ক্রোধাপনোদন করিয়া যাহাতে এই রমণীর নির্ব্বাসন না হয়, তাহা করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :

রমণীয় এই রীতি, যদি পায় উচ্চপদ
পূর্ব্বের অবস্থা ভূলি যায়।
ক্রোধ সংবরণ করি সুজাতার অপরাধ
অতএব ক্ষয় মহাশয়।

বোধিসত্ত্বের অনুরোধে রাজা সুজাতার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার যথাস্থানে স্থাপন করিলেন এবং তদবধি উভয়ে সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ, মল্লিকা ছিলেন সুজাতা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

☞নীচজাতীয়া রমণীর সহিত রাজার বিবাহ বাহ্যজাতকে (১০৯) দেখা যায়।

Compare the following from the ballad of king Cophetua and the Beggar Maid in Perey's Reliques :–

She had forgot her gown of gray,
Which she did weare of late.
The proverbe old is come to passe,
The priest when he begins his masse,
Forgets that ever clerke he was!
He knoweth not his estate.

----

৩০৭. পলাশ-জাতক

[শাস্তা যখন পরিনির্ব্বাণ-মঞ্চে শুইয়াছিলেন, সেই সময়ে স্থবির আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। "অদ্য রজনী প্রভাত হইলে শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন", ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দ ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এখনও শৈক্ষ্য—আমায় এখনও অনেক শিখিতে ও করিতে হইবে;[১] কিন্তু আমার শাস্তা পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; আমি যে এই পঁচিশ বৎসর তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম, তাহা নিষ্ফল হইল।' এইরূপে শোকাভিভূত হইয়া আনন্দ উদ্যানস্থ অববারকের কপিশীর্ষ[২] ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শাস্তা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কোথায়?" তিনি অববারকে গিয়া কান্দিতেছেন শুনিয়া শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ; যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাক, অচিরে তৃষ্ণা হইতে অব্যাহতি পাইবে); (অর্থাৎ অহত্ত্ব লাভ করিবে); কোন চিন্তা নাই। অতীত জন্মে সংসারের পাপে লিপ্ত থাকিয়াও তুমি আমার যে সেবা করিয়াছিলে, তাহাই যখন নিষ্ফল হয় নাই, তখন এজন্মে আমার যে সেবা করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে কেন?" অনন্তর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীর নিকটে এক পলাশবৃক্ষ দেবতারূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় বারাণসীবাসীরা এই শ্রেণীর দেবতাদিগের বড় ভক্ত ছিল এবং তাঁহাদের প্রাতির জন্য পূজোপহারাদি দিত।

একদা এক দুর্গত ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'আমিও কোন এক দেবতার সেবা করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি উন্নত প্রদেশেস্থিত এক পলাশবৃক্ষের মূল তৃণহীন ও সমান করিলেন; সেখানে বালুকা ছড়াইলেন ও ঝাঁট দিলেন; বৃক্ষটিকে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিয়া সাজাইলেন, মাল্যগন্ধধূপাদি দিয়া পূজা করিলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া ও "সুখে শয়ন কর" এই বলিয়া বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করিবার পর চলিয়া গেলেন।

---

[১]। মূলে "অহং চ অম্হি সেখো করণীয়ো" এইরূপ আছে। 'সেখো' (শৈক্ষ্য) বলিলে যাহার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ স্রোতাপত্তি ফলস্থ, সকৃদাগামীমার্গস্থ সকৃদাগামীফলস্থ, অনাগামীমার্গস্থ অনাগামীফলস্থ এবং অর্হত্ত্বমার্গস্থ, এই সাত প্রকার শৈক্ষ। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আনন্দ শৈক্ষ।

[২]। অববার—ভাণ্ডাগারবিশেষ। কপিশীর্ষ—কপিমস্তকাকার অর্গল।

পরদিন প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শয়নের কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?"

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে একদিন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার খুব সেবা করিতেছে; আমি ইহার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং যে উদ্দেশ্যে আমার সেবা করিতেছে, তাহা পূরণ করিব।' অনন্তর ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন বৃক্ষমূল সম্মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সেই বৃক্ষদেবতা বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

অচেতন এই পলাশ গাছে,—শুনিবার যার শকতি না আছে,
জেনে শুনে কেন, বল, বিপ্রবর? অপ্রমত্তভাবে সেব নিরন্তর?
মাগ তুমি সুখ ইহার ঠাঁই! হেন কাণ্ড আমি কভু দেখি নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

উন্নত ভূভাগে এই মহাবৃক্ষ স্থিত;
বহুদূরে খ্যাতি এর হয়েছে বিশ্রুত।
নিশ্চিত দেবতা কোন আছেন এখানে,
পারেন তুষিতে ভক্তে যিনি ধনদানে।
সে কারণ পূজি আমি এই তরুবরে;
হব পূর্ণমনস্কাম, এ আশা অন্তরে।

ইহা শুনিয়া বৃক্ষদেবতা ব্রাহ্মণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভয় নাই; আমিই এই বৃক্ষে দেবতারূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছি; আমি তোমাকে ধন দান করিব।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিজের বিমানদ্বারে দেবানুভাববলে আকাশে অবস্থিত হইয়া অপর গাথা দুইটি বলিলেন :

করিয়াছ কত যত্নে আমার পূজন,
ভক্তিভরে বৃক্ষতল করেছ মার্জ্জন;
পূর্ণ হবে বাঞ্ছা তব, দিলাম আশ্বাস;
সতের শরণ লয়ে হবে না নিরাশ।
ওই যে অশ্বত্থ তরু দূরে দেখা যায়,
সম্মুখে তিন্দুক বৃক্ষ যার শোভা পায়,
পুরাকালে ওর তলে, শুনহে ব্রাহ্মণ,
হ'য়েছিল এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন।
ওর মূলে ভূগর্ভেতে আছে নিধি নানা;
ল'য়ে যাও, তুলি; তব দুঃখ রহিবে না।

বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ মাটি খুঁড়িয়া ঐ নিধি বহন করিতে গেলে তোমার বড় ক্লান্তি হইবে। তুমি যাও, আমিই উহা তোমার গৃহে লইয়া অমুক অমুক স্থানে রাখিয়া দিব। তুমি যাবজ্জীবন এই ধন ভোগ করিবে, দান দিবে এবং শীলসম্পন্ন হইয়া চলিবে।" ব্রাহ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃক্ষদেবতা স্বীয় অনুভাববলে ঐ ধন তাঁহার গৃহে লইয়া রাখিয়া দিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

----

৩০৮. জবশকুন-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকুট্ট পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা মাংস খাইবার সময়ে এক সিংহের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। ইহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল; তাহার আহার গ্রহণ করিবার সাধ্য রহিল না, সে তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব নিজের খাদ্যান্বেষণ করিবার সময় সিংহকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং শাখায় লীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য, কি জন্য তুমি এত কষ্ট পাইতেছ?" সিংহ তাঁহাকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি, ভাই, তোমার গলা হইতে হাড় বাহির করিতে পারি; কিন্তু পাছে তুমি আমায় খাইয়া ফেল, এইজন্য তোমার মুখে প্রবেশ করিতে ভয় হয়।" কোন ভয় নাই;" ভাই, আমি তোমায় খাইব না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" "আচ্ছা, তাহাই করিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহকে এক পাশে ভর দিয়া শুইতে বলিলেন; এবং 'কে জানে, এ অবসর পাইলে কি করিয়া বসিবে' ভাবিয়া, যাহাতে সিংহ মুখ বন্ধ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহার ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড কাষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া তুণ্ডদ্বারা সেই অস্থিখণ্ডের একপ্রান্তে আঘাত করিলেন। ইহাতে অস্থিখানি খুলিয়া পড়িল। হাড় খুলিবার পর বোধিসত্ত্ব সিংহের মুখ হইতে বাহির হইবার সময়ে তুণ্ডের আঘাতে

---

[১]। জব—বেগ। জবশকুন-দ্রুতগামী পক্ষী।

সেই কাষ্ঠখণ্ডও ফেলিয়া দিয়া শাখাগ্রে নিলীন হইলেন।

এইরূপে নীরোগ হইয়া সিংহ একদিন একটা বন্য মহিষ বধ করিয়া তাহার মাংস খাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'সিংহটার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি সিংহের উপরিস্থ এক তরুশাখায় নিলীন হইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটি বলিলেন :

নমস্কার, মৃগরাজ; যথাশক্তি হিত তব
করেছিনু, হয় কি স্মরণ?
প্রতিদান কিছু তার ভাগ্যে আছে কি আমার,
জানিতে উৎসুক বড় মন।

ইহা শুনিয়া সিংহ দ্বিতীয় গাথা বলিল :

নিত্য করি পশুবধ রক্তপান তরে;
তীক্ষ্ণ দন্তরাজি মোর মুখের ভিতরে;
প্রবেশি সেখানে তুই আছিস বাঁচিয়া;
এই বহু প্রতিদান, দ্যাখ্‌রে ভাবিয়া।[১]

ইহা শুনিয়া কাষ্ঠকুট্টরূপী বোধিসত্ত্ব অপর গাথা দুইটি বলিলেন :

কৃতজ্ঞতা নাহি যার, উপকারে উপকার
ভ্রমেও কস্মিনকালে করে না যে জন,
বল, হেন পাপাশয়ে পরম যতনে সেবি
লভিতে কি পারে কেহ সুফল কখন?
প্রত্যক্ষে করেছি হিত, অথচ যাহার ঠাঁই,
পরিতুষ্ট নাহি হই মিত্র-সম্ভাষণে,
না করি ভৎর্সনা তারে, না পুষি বিদ্বেষ মনে,
সঙ্গ ত্যজী শীঘ্র তার চলিনু এক্ষণে।[২]

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই সিংহ এবং আমি ছিলাম সেই কাষ্ঠকুট্ট।]

☞তিব্বতদেশীয় গল্পে কাঠ দিয়া সিংহের মুখ বন্ধ করিবার কথা নাই; সিংহের নিদ্রিতাবস্থায় শল্যোদ্ধার হইয়াছিল, এরূপ দেখা যায়। অতঃপর একদিন

১। তুং জাতকমালাঃ—দয়াক্লৈয্যং ন যো বেদ খাদাদ্বিস্ফুরতে মৃগান্‌। প্রবিশ্য তস্য মে বক্তং যজ্জীবসি ন তদ্‌ বহু?

২। তুং জাতকমালাঃ—যস্মিন্‌ সাধুপচীর্ণেছপি মিত্রধর্ম্মো ন লভ্যতে। অনিষ্ঠ রমসংরব্ধমপযায়চ্ছেনৈন্ততঃ।

কাষ্ঠকুট্ট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট কিছু খাদ্য চাহিয়াছিল। জাতকমালায় এই জাতক শতপত্র-জাতক নামে অভিহিত হইয়াছে। শতপত্র "রাগরুচিরচিত্রপত্র" ও মৎস্যাশী পক্ষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাষ্ঠকুট্ট নহে, বকও নহে, মাছরাঙ্গা বা তৎসদৃশ অন্য কোন পক্ষী হইবে। জাতকমালাতেও দেখা যায়, শতপত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সিংহের নিকট গিয়াছিল এবং তিরস্কৃত হইয়াছিল। ঈষপের নেকড়ে বাঘ ও বকের গল্প (The Wolf and the Crane) এই জাতকেরই রূপান্তর।

---

৩০৯. শবক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ষড়বর্গীয়দিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকে সবিস্তর বর্ণিত আছে।[২] এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শাস্তা ষড়বর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়া উচ্চাসনস্থ ব্যক্তি দিগের নিকট ধর্ম্মদেশনা কর, একথা সত্য কি?"[৩] তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন ঐ ভিক্ষুদিগকে ভৎর্সনা করিয়া শাস্তা কহিলেন, "এইরূপে আমার ধর্ম্মের গৌরবহানি করা তোমাদের পক্ষে অতি গর্হিত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা, উপদেষ্টাকে নীচাসনে উপবেশন করিয়া বৌদ্ধেতর ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার গর্ভিনী ভার্য্যার আম্র খাইবার বড় সাধ জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "স্বামীন, আমার আম্র খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে এখন ত আমের সময় নয়; তোমাকে অন্য কোন অম্লরসযুক্ত ফল আনিয়া দিতেছি।" তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, "স্বামীন, আমি আম

---

[১]। এই জাতকের নাম 'শবক' (পালি 'ছবক') হইল কেন বুঝা যায় না। শবক-শব (মৃতদেহ)। 'ছবক' না হইয়া 'সাবক' (শ্রাবক) এই পাঠ হইবে কি? শ্রাবক = শ্রোতা বা শিষ্য। এ নামটি অতীতবস্তুর সহিত সুসঙ্গত হয়।

[২]। সূত্রবিভঙ্গ, শৈক্ষ্য ৬৮, ৬৯।

[৩]। তু, মনু, ২য় অধ্যায়, ১৯৮ শ্লোক:—নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধ্যে। গুরোস্ত চক্ষুবিষয়ে ন যথেষ্ট সনো ভবেৎ॥

পাই ত বাঁচিব, আম না পাইলে আমার প্রাণ থাকিবে না।”

বোধিসত্ত্ব পত্নীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘কোথায় আম পাওয়া যাইতে পারে?’ তখন বারাণসীরাজের উদ্যানে একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।[১] বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, ঐ গাছ হইতেই একটা পাকা আম আনিয়া পত্নীর স্বাধ মিটাইতে হইবে। তিনি রাত্রিকালে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এবং গাছে উঠিয়া আম খুঁজিবার জন্য শাখায় শাখায় রাত্রিকালে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘আমি এখন যদি যাই, তাহা হইলে লোকে আমাকে চোর বলিয়া ধরিবে; অতএব রাত্রিকালেই যাইব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা শাখায় উঠিয়া উহার মধ্যে লীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীরাজ তাঁহার পুরোহিতের নিকট মন্ত্র[২] শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেদিন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঐ আম্র বৃক্ষের তলে নিজে উচ্চাসনে বসিয়া ও পুরোহিতকে নিম্নাসনে বসাইয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপরিস্থিত বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই রাজা অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিজে উচ্চাসনে বসিয়া মন্ত্র অভ্যাস করিতেছেন; এই পুরোহিতও অধার্ম্মিক, কেন না ইনি নিম্নাসনে বসিয়া মন্ত্র বলিতেছেন; আমিও অধার্ম্মিক, কেন না, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া আম চুরি করিতে আসিয়াছি।” অনন্তর তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, একটা লম্বমান শাখা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, “মহারাজ, আমি ত মারাই গিয়াছি; আপনি অতি স্থুলবুদ্ধি এবং আপনার এই পুরোহিত জীবিত থাকিয়াও মৃত।” রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “এ কথা বলিতেছ কেন?” বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :

করেছি কুকর্ম্ম অতি মোরা তিন জন।
তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম জান না, রাজন।
উচ্চাসনে শিষ্য যেথা, গুরু নিম্নাসনে,
ধর্ম্মচ্যুত নহে এরা বলিব কেমনে?[৩]

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

১। মূলে ‘ধুবফলো অম্বো’ আছে। ধুবফল = ধ্রুবফল অর্থাৎ যাহাতে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়।

২। মন্ত্র = বেদমন্ত্র বা বেদ এই অর্থ করা যাইতে পারে।

৩। টীকাকার এই গাথার প্রতিপোষক আর একটি গাথা তুলিয়াছেন—ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ব্বে ছিল বিদ্যমান। শেষে ক্রমে অধর্ম্মের বাড়িয়াছে মান।

উপাদেয় অন্ন, মাংস রাজার ভবনে
খাই নিত্য, যত ইচ্ছা, পরিতুষ্ট মনে।
উদরের দায়ে বন্ধ আমার মতন,
ঋষিধর্ম্ম পালিতে কি পারে কোন জন?

অনন্তর চণ্ডালরূপী বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

এই বিপুল ধরাতলে যেথা ইচ্ছা যাবে,
কত প্রাণী কষ্ট পায়, দেখিতে পাইবে।
অধর্ম্মসেবাই নাশহইবে তোমার,
শিলাঘাটে ঘট যথা হয় চুরমার।
ধিক্ তব যশ, ধন ধিক্ হে ব্রাহ্মণ,
যার জন্য অধর্ম্মের লয়েছ শরণ!
যে জন অধর্ম্মচারী, নাহিক তাহার
অপায়সমূহ হ'তে কখনও নিস্তার।

বোধিসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথায় রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি কি জাতি? বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি চণ্ডাল।" "তুমি যদি কোন উচ্চ জাতীয় হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এই রাজ্য দান করিতাম। যাহা হউক, এখন হইতে আমি দিবাভাগে এবং তুমি রাত্রিকালে রাজা হইবে।" ইহা বলিয়া নিজের কণ্ঠে যে পুষ্পদাম ছিল, তাহা উন্মোচন করিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের গলদেশে পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নগরপালের পদে নিযুক্ত করিলেন। নগরপালেরা যে কণ্ঠে রক্তপুষ্পের মালা পরিয়া থাকে, এইরূপেই নাকি সেই প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের উপদেশ মানিয়া চলিতেন এবং আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নিম্নাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্র শিক্ষা করিতেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

---

৩১০. সহ্য-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিবার সময়ে এক পরমসুন্দরী রমণী দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন; তিনি বৌদ্ধশাসনে আর তৃপ্তি লাভ করিতেন না। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভগবানের নিকট লইয়া গেলেন। ভগবান জিজ্ঞাসিলেন, "শুনিতেছি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ; ইহা সত্য

কি?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, হাঁ প্রভু, ইহা মিথ্যা নহে।" শাস্তা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কে তোমার উৎকণ্ঠার হেতু?" তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তুমি এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ? পুরাণ পণ্ডিতেরা রাজপৌরোহিত্য লাভ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিত পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার পুত্র ও তিনি একই দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্রের সহিত একই দিনে প্রসূত হইয়াছে এমন কোন শিশু আছে কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আছে, মহারাজ! কুমার ও পুরোহিতপুত্র একইদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।" রাজা তখন পুরোহিতপুত্রকে আনাইয়া ধাত্রীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং নিজের পুত্রের সহিত সমান যত্নে তাঁহার লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। শিশুদ্বয়ের বস্ত্রাভরণ ও পানভোজন ইত্যাদিতে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। ইহাঁরা যখন বড় হইলেন, তখন উভয়েই তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা পুত্রকে উপরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার সমুচিত পদমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখনও রাজপুত্রের সহিত একত্র পান ভোজন করিতেন ও একত্র শয়ন করিতেন; ফলতঃ তাঁহারা পরস্পরের অতীব বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে রাজপুত্র স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বন্ধু এখন রাজা হইলেন, উপযুক্ত অবসর পাইলে ইনি নিশ্চিত আমাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিবেন; কিন্তু আমার সংসারধর্ম্মে প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিব।" এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি মাতা পিতাকে বন্দনা করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ তাঁহাদের অনুমতি লইলেন, বিপুল বিভব ত্যাগ করিয়া একাকী গৃহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া, সেখানে এক মনোরম প্রদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা একদিন বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুকে ত আর দেখিতে পাই না; তিনি এখন কোথায়?" অমাত্যেরা রাজাকে তাঁহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, "শুনিয়াছি, তিনি এক রমণীয় তপোবনে বাস করিতেছেন।" সেই তপোবন কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সহ্য নামক অমাত্যকে আদেশ দিলেন, "আপনি গিয়া বন্ধুকে লইয়া আসুন; আমি তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিব।" সহ্য, "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেখানে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরদিগের সাহায্যে বোধিসত্ত্বের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। সহ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তখন সহ্য বলিলেন, "ভদন্ত, রাজা আপনাকে পৌরোহিত্য বরণ করিতে চান; এজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে আপনি গৃহে ফিরিয়া চলুন।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, পৌরোহিত্য ত তুচ্ছ বিষয়, সমস্ত কাশী কোশলের বা সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, কিংবা সসাগরা ধরার একচ্ছত্র প্রভুত্ব পাইলেও আমি গৃহে ফিরিব না। লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করে না, পণ্ডিতেরাও সেইরূপ পাপের সংসর্গ পরিহার করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আলিঙ্গন করেন না।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি পাঠ করিলেন :

সাগর-অম্বরা সাগর-কুন্তলা, পৃথিবীর আধিপত্য
চাহিনাক আমি, শুন সহ্য, তুমি, বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহায় ত্যজিতে হইবে ধ্যানরূপ মহাধন;
নিন্দা নিরন্তর করিবে আমার শুনি যত সাধুজন।

ধিক সেই যশে, ধিক সেই ধনে লভিতে যাহায় হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।[১]

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান,
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ;

---

[১]। এই গাথাটি পূর্ব্ববর্ত্তী (শবক) জাতকেও দেওয়া হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় খণ্ডে লাভগর্হ জাতকে (২৮৭) প্রথম দুইটি গাথা এবং এই খণ্ডে লোমশ কাশ্যপ জাতকে (৪৩৩) চারিটি গাথাই আছে।

তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে; অধর্ম্মআচরণে মতি
হয় যে জনার সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ, হিংসা, দ্বেষ ত্যজি; শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, দেখ ভাবি, কিবা ছার,
ধনমান আমি চাই না পাইতে; ফিরিব না গৃহে আর।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও বোধিসত্ত্ব সহ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সহ্য যখন কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিবেন না, রাজাকে এই কথা জানাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বহু লোকেও স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন সহ্য এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিতপুত্র।]

☞উপাখ্যানাংশ-সম্বন্ধে এই জাতকের সহিত দরীমুখ-জাতক (৩৭৮) তুলনীয়।

---

৩১১. পিচুমন্দ-জাতক[১]

[শাস্তা বেনুবনে অবস্থিতিকালে আয়ুষ্মান মৌদ্গাল্যায়নকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই স্থবির নাকি তখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অরণ্যকুটিকা-নামক স্থানে[২] অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা এক চোর নগরোপকণ্ঠস্থ কোন গৃহে সিঁধ কাটিয়া দুই হাতে যত পারিয়াছিল, নানাবিধ দ্রব্য অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল এবং স্থবিরের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া[৩] ভাবিয়াছিল, 'এখানেই

---

[১]। পিচুমন্দ বা পিচুমর্দ্দ = নিমগাছ। পালি 'পুচিমন্দ'। প্রথম স্বরদ্বয়ের বিপর্য্যয় লক্ষণীয়।

[২]। ইংরাজী অনুবাদক অরণ্য-কুটিকা শব্দের অর্থ বনমধ্যস্থিত কুটির এইরূপ করিয়াছেন। ইহাও অসঙ্গত নহে।

[৩]। "কুটিপরিবেণম্ পবিসিত্বা" এই আছে। কিন্তু পরিবেণ বলিলে ভিক্ষুদিগের ক্ষুদ্র বাসগৃহ (cell) বুঝায়। চোর ভিতরে যায় নাই, পরিবেণের বাহিরেই দরজার নিকট শুইয়াছিল।

আমি নিঃশঙ্কভাবে থাকিতে পারিব।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া চোর স্থবিরের পূর্ণকুটীরের দ্বারদেশে শয়ন করিল। কিন্তু সে কুটীরদ্বারে শুইয়াছে জানিয়া স্থবিরের আশঙ্কা জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'চোরের সংসর্গে থাকা কর্ত্তব্য নহে'। তিনি বাহিরে গিয়া "এখানে শুইওনা" বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

চোর সেখান হইতে বাহির হইল এবং দুই পায়ে যত পারিল, বেগ পলাইয়া গেল। এদিকে গ্রামবাসীরা উল্কা হাতে লইয়া তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল, সে যেখানে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, যেখানে বসিয়াছিল, যেখানে শুইয়াছিল, সে সমস্ত দেখিল এবং "চোর এই পথে আসিয়াছিল, এখানে দাঁড়াইয়াছিল, এখানে বসিয়াছিল, এখান হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু এখানে ত তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, "এইরূপ বলাবলি করিয়া ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া শেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ফিরিয়া গেল।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে স্থবির রাজগৃহনগরে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া ফিরিবার সময়ে বেণুবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে উক্ত ঘটনা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্গাল্যায়ন, যাহাকে শঙ্কা করা উচিত, কেবল তুমিই যে তাহাকে শঙ্কা করিয়াছ, এরূপ নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নগরের শ্মশান-বনে এক নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাধাত্রী দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন এক চোর নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী কোন গ্রামে চুরি করিয়া সেই শ্মশান-বনে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সময়ে সেখানে একটা নিম্ব ও একটা অশ্বত্থ এই দুই বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। চোর নিম্ববৃক্ষের তলে অপহৃত দ্রব্যগুলি রাখিয়া শয়ন করিল। তখন নিয়ম ছিল, রাজপুরুষেরা নিম কাঠের শূলে চড়াইয়া চোরদিগের প্রাণদণ্ড করিতেন। কাজেই নিম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজপুরুষেরা আসিয়া যদি এই চোরকে ধরে, তাহা হইলে এই গাছেরই ডাল কাটিয়া শূল প্রস্তুত করিবে এবং ইহাকে সেই শূলে চড়াইয়া যাতনা দিবে। তাহা হইলে ত এই গাছটা নষ্ট হইবে; কাজেই চোরকে এখান হইতে দূর করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চোরের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

উঠ চোর; শুয়ে কেন? নিদ্রা কেন যাও?
কুকর্ম্ম করেছ গ্রামে; এখনি পলাও।

নচেৎ অচিরে আসি ধরিবে তোমায়
রাজপুরুষেরা, ইহা বলিনু নিশ্চয়।

তিনি আরও বলিলেন, "রাজপুরুষদিগের হাতে ধরা পড়িবার আগেই অন্যত্র প্রস্থান কর"। এইরূপ ভয় পাইয়া চোর সেখান হইতে পলাইয়া গেল। সে পলায়ন করিলে অশ্বত্থ বৃক্ষের দেবতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

করেছ কুকর্ম্ম গ্রামে, যদি সে কারণ
ধরা পড়ি হয় চোর দণ্ডের ভাজন,
বনজাত নিম্ববৃক্ষ, শুধাই তোমায়,
তোমার তাহাতে বল কি বা আসে যায়?

ইহা শুনিয়া নিম্ব দেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :

চোর, আর আমি, এই দুয়ের ভিতর
যে গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, শুন, গুরুবর।
করেছ কুকর্ম্ম গ্রামে, ধরি সে কারণ
করিবে ইহারে নিম্ব-শূলে আরোপণ।
তাই শঙ্কা উপজিল আমার অন্তরে,
ডাল কাটি পাছে নষ্ট করে এ বৃক্ষেরে।
কিংবা যদি ফাঁসি দেয় ঝুলায়ে শাখায়,
পুতিগন্ধে তিষ্ঠা হেথা হবে বড় দায়।

দেবতাদ্বয় এইরূপে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাদের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহারা উল্কাহস্তে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে যেখানে যেখানে চোর শুইয়াছিল বা বসিয়াছিল সেই সেই স্থান দেখিতে পাইল এবং বলিল, "চোর ব্যাটা এখনই এখান হইতে উঠিয়া পলাইয়াছে, কিন্তু তাহাকে ত ধরিতে পারিতেছি না। যদি ধরিতে পারি, তাহা হইলে এই নিম গাছেরই মূলে হয় তাহাকে শূলে দিব, নয় ইহার ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দিব।" ইহা বলিয়া তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু চোরকে দেখিতে না পাইয়া শেষে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া অশ্বত্থ-দেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :

শঙ্কিতব্যে শঙ্কা করে বুদ্ধিমান যেই জন।
ইহামূত্র অনাগত আছে ভয় অগণন;
ধর্ম্মপথে চরি সুধী দুর্জ্জনে বর্জ্জন করি
অনাগত সর্ব্ববিধ ভয় হ'তে যায় তরি।

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্বত্থ-দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই নিম্ব-দেবতা।]

৩১২. কাশ্যপমান্দ্য-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীনগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক বিষয়ভোগের অশুভ পরিণাম বুঝিতে পারিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে কর্ম্মস্থান ধ্যান করিয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে এই ব্যক্তির মাতার মৃত্যু হইল। তখন তিনি তাঁহার পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইলেন এবং তিন জনেই জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষারম্ভে চীবর প্রাপ্তির সুবিধা আছে[২] শুনিয়া এই ব্যক্তি তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাকে লইয়া এক গ্রামে গমন করিলেন এবং তিন জনেই সেখানে বর্ষা অতিবাহিত করিয়া জেতবনে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া যুবক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "শ্রামণের, তুমি স্থবিরকে বিশ্রান্ত করাইয়া ধীরে ধীরে বিহারে লইয়া আইস; আমি অগ্রে গিয়া পরিবেণ পরিস্কৃত করিয়া রাখি।" এই বলিয়া তিনি জেতবনে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন; এজন্য ভেড়ায় যেমন ঢু মারে, শ্রামণেরও তাঁহাকে নিজের মাথা দিয়া সেইরূপ ঢু মারিতে মারিতে, এবং 'চলুন, ভদন্ত' এই বলিতে বলিতে তাঁহাকে ঠেলিয়ে লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে বৃদ্ধ বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে না কি?" তিনি উল্টাদিকে ফিরিলেন এবং যেখান হইতে শ্রামণের তাঁহাকে ঢু মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আবার সেখানে গিয়া নিজের ইচ্ছামত বিহারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ও শ্রামণের এইভাবে পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন; এদিকে ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার হইল। যুবক পরিবেণ পরিস্কৃত করিলেন, জল আনিয়া ভাণ্ডাদিতে রাখিলেন; শেষে একটা উল্কা হাতে লইয়া পিতার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে তাঁহাদের দেখা পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব হইল কেন?" বৃদ্ধ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জানাইলেন। তখন তিনি উভয়কেই কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করাইয়া ধীরে ধীরে বিহারে লইয়া গেলেন। সে দিন আর তিনি বুদ্ধপূজার অবকাশ পাইলেন না। তিনি পরদিন বুদ্ধদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া

---

[১]। প্রথম গাথার প্রথম শব্দদুইটী হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। কাশ্যপ— আখ্যায়িকার অন্যতম পাত্র; মন্দিয়—মান্দ্য, তরুণতা বা মূঢ়তা।

[২]। মহাবর্গ ৩ (১৪) দ্রষ্টব্য।

একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ফিরিয়াছ?" যুবক উত্তর দিলেন, "কাল ফিরিয়াছি, ভদন্ত।" "কাল ফিরিয়াছ, অথচ আজ আমার অর্চ্চনা করিতে আসিলে।" তখন যুবক বিলম্বের কারণ নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবনে শাস্তা বৃদ্ধকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ইনি যে এবারই এইরূপ আচরণ করিয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলেন। এবার ইনি তোমায় কষ্ট দিয়াছেন; পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে কষ্ট দিয়াছিলেন। অনন্তর যুবকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি মাতার শরীরকৃত্য-সম্পাদনের দেড় মাস পরে গৃহস্থিত সমস্ত ধন দান করিয়া নিঃশেষ করিলেন এবং পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা দৈবলব্ধ বল্কল[১] পরিধান করিলেন, এক রমণীয় বনভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ও ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্ত প্রদেশে বর্ষার সময়ে অবিরত বৃষ্টি হয়। তখন কন্দমূল খনন করা যায় না, বন্যফল দুর্ল্লভ হয়, গাছের পাতা পড়িয়া যায়; এই জন্য তখন প্রায় সমস্ত তপস্বীই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া লোকালয়ে বাস করেন। যখন বর্ষা উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া লোকালয়ে বসতি করিলেন; পরে বর্ষাবসানে হিমবন্তে যখন পুনর্ব্বার পুষ্পফলাদির বিকাশ হইল, তখন উভয়কে সঙ্গে লইয়া আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন আশ্রমের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গেল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনারা দুইজনে আস্তে আস্তে আসুন; আমি আগে গিয়া কুটির পরিস্কৃত করিয়া রাখি।" অনন্তর তিনি উভয়কে পিছনে রাখিয়া নিজে আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

বালক তপস্বী পিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইবার সময়ে পুনঃ পুনঃ নিজের মাথা দিয়া তাঁহার কোমরে ঢু মারিতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুই কি আমাকে তোর নিজের ইচ্ছামত তাড়াইয়া লইয়া যাইবি?" তিনি ফিরিয়া, যেখান হইতে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে

১। মূলে 'দেবদত্তিযং বক্কলং গহেত্বা' এইরূপ আছে। দেবদত্ত বলিলে, নিজের আয়াসলব্ধ নহে, দৈববশাৎ প্রাপ্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

লাগিলেন। পিতাপুত্রে পরস্পর এইরূপ কলহে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে অন্ধকার হইল। এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ণশালা পরিষ্কৃত করিলেন, জল আনিয়া রাখিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহারা আসিলেন না দেখিয়া উল্কা লইয়া বাহির হইলেন। তিনি সেই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দুইজনে আস্তে আস্তে আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ আপনারা কি করিতেছিলেন।" বালক তাঁহাকে পিতার কাণ্ড জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন দুই জনকেই ধীরে ধীরে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং পাত্র-চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ যথাস্থানে রাখিয়া পিতাকে স্নান করাইলেন, তাঁহার পা ধুইয়া তেল মাখাইলেন, পিঠ টিপিয়া দিলেন এবং নিকটে এক হাঁড়ি আগুন রাখিয়া দিলেন। অনন্তর বৃদ্ধের যখন পথশ্রম দূর হইল, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "ছোট ছেলেরা মাটির পাত্রের ন্যায়; তাহারা মুহুর্ত্তের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাদিগকে যোড়া দেওয়া যায় না। তাহারা কোন উদ্ধত ব্যবহার করিলে বয়োবৃদ্ধদিগের তাহা সহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য।" পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

তরুণ চপলমতি বালক যখন
বয়োবৃদ্ধজনে বলে অপ্রিয় বচন,
অথবা প্রহার করে, হেরি তার দোষ
ধীর যাঁরা কভু তাঁরা না করেন রোষ।
শত অপরাধ তার সহাস্য বদনে
ক্ষন্তব্য; নিবেদি পিতঃ, তোমার চরণে।
সাধুর কলহ অতি শীঘ্র মিটে যায়,
মূর্খের কলহ কিন্তু চিরস্থায়ী রয়।
ভাঙ্গিলে মাটির পাত্র কে পারে যুড়িতে?
মূর্খের কলহ কেহ নারে মিটাইতে।
নিজ নিজ অপরাধ করিয়া স্মরণ;
স্থায়ী সখ্যসূত্রে বন্ধ হন সাধুজন।
অপরের মধ্যে হ'লে কলহ ঘটন,
উপদেশে করে যেই সন্ধির স্থাপন,
হোক উচ্চ, হোক নীচ সেই সদাশয়
অতি গুরুভার করে বহন নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পিতাকে উপদেশ দিলেন এবং তদবধি বৃদ্ধ ক্ষমাশীল হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই বৃদ্ধ 'স্থবির' ছিলেন সেই তপস্বী পিতা; এই শ্রামণের ছিল সেই তপস্বী বালক, এবং আমি ছিলাম সেই পিতার উপদেষ্টা।]

----

৩১৩. ক্ষান্তিবাদি-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[২] শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি জিতক্রোধ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রুদ্ধ হও, ইহার কারণ কি? প্রাচীনকালে পণ্ডিতদিগের শরীরে সহস্রবার প্রহার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের হস্ত, পাদ, কর্ণ নাসা ছেদন করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা উৎপীড়কের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই কথা কহিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অশীটিকোটি-বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কুণ্ডলকুমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহান্তে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি ধনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই ধন সঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ না করিয়াই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও এই ধন গ্রহণ করিতে হইবে এবং আমাকেও তাঁহাদেরই মত যথাসময়ে চলিয়া যাইতে হইবে।" অনন্তর, যে ব্যক্তি দানশীলতার জন্য যত ধন পাইবার উপযুক্ত, বাছিয়া বাছিয়া, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ দান করিলেন এবং এইরূপে সমস্ত ধন নিঃশেষ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পরে বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া তিনি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চালচলন দেখিয়া প্রীত হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং

---

[১]। জাতকমালা (২৮)—ক্ষান্তি

[২]। কোপনস্বভাব ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে, এমন অনেক কথাই পূর্ব্বের দুই খণ্ডে দেখা যায়।

তিনি রাজোদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া সেখানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হইয়া নটগণ সমভিব্যাহারে মহাড়ম্বরে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলশিলাপট্টের উপর তাঁহার শয্যা রচিত হইল; সেখানে তিনি এক পিয়া ও মনোরমা রমণীর অঙ্কে শয়ন করিলেন; নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা নর্ত্তকীগণ গীতাদি দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে কলাবুর সমৃদ্ধি দেবরাজ শক্রের সমৃদ্ধির তুল্যকক্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কলাবু ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন রমণীরা ভাবিল, 'আমরা যাঁহার জন্য গীতবাদ্য করিতেছি, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন; অতএব এখন গীতবাদ্যের প্রয়োজন কি? তাহারা বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল এবং ফল পুষ্পপল্লবাদি পাইবার লোভে উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

বোধিসত্ত্ব এই সময়ে এক প্রস্ফুটিত শালবৃক্ষের মূলে মত্ত মহাবারণের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া প্রব্রজ্যাসুখ অনুভব করিতেছিলেন। রমণীরা বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিল, "চল আমরা ঐ দিকে যাই; ঐ যে বৃক্ষমূলে প্রব্রাজক বসিয়া আছেন, যতক্ষণ রাজার ঘুম না ভাঙ্গে, ততক্ষণ আমরা উঁহার নিকটে বসিয়া কিছু ধর্ম্মকথা শুনি।" ইহা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল, প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং নিবেদন করিল, "যাহা বলিবার উপযুক্ত, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন কিছু বলুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যে রমণী ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সে অঙ্কসঞ্চালন দ্বারা তাঁহাকে জাগাইল। রাজা জাগিয়া দেখিলেন নর্ত্তকীরা কেহ উপস্থিত নাই। "বৃষলীরা কোথায় গেল," জিজ্ঞাসা করিলে সে রমণী উত্তর দিল, "তাহারা গিয়া এক তপস্বীকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।" ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং ভণ্ড তপস্বীকে শিক্ষা দিতেছি" বলিয়া বেগে ছুটিয়া গেলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নর্ত্তকীদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া তাহার হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ করিল এবং তাহারা ক্রোধ প্রশমিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন মতাবলম্বী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।" "ক্ষান্তি কাহাকে বলে?" "লোকে গালি দিলে, প্রহার করিলে, কিংবা গ্লানি করিলেও মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তাহার নাম ক্ষান্তি।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইতেছে, তোমার ক্ষান্তি আছে কিনা"। ইহা বলিয়া রাজা

চোরঘাতককে[১] ডাকাইলেন। ঘাতক নিজের ব্যবসানুযায়ী পরশু ও কণ্টককশা[২] লইয়া, কাষায় বস্ত্র পড়িয়া ও রক্তমালা ধারণ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল[৩] এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, আমায় কি করিতে হইবে?" "এই দুষ্ট তপস্বীটা চোর; ইহাকে টানিয়া মাটিতে ফেল, এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, ও দুই পাশে কণ্টককশা দ্বারা দুই হাজার বার আঘাত কর।" ঘাতক তাহাই করিল; বোধিসত্ত্বের ছবি[৪] ছিঁড়িল, চর্ম্ম ছিঁড়িল, মাংস ছিঁড়িল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্তস্রোত ছুটিল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে তাপস, এখন তুমি কোন বাদী বল ত?" "মহারাজ আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন চর্ম্মের নিম্নে আমার ক্ষান্তি আছে; কিন্তু মহারাজ, ক্ষান্তি আমার চর্ম্মের নিম্নে নাই, ইহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; আপনার ইহা দেখিবার সাধ্য নাই।"

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" রাজা আদেশ দিলেন, "এই ভণ্ডতপস্বীর হাত দুইখানা কাটিয়া ফেল।" ঘাতক বোধিসত্ত্বকে গণ্ডিকার[৫] উপর স্থাপিত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিল; তাহার পর রাজা বলিলেন, "পা দুইখানি কাট"। ঘাতক পা দুইখানিও কাটিল। ছিন্ন হস্তপদের প্রান্ত হইতে লাক্ষারসের ন্যায় শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোন বাদী?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন আমার হস্তপদাদির প্রান্তে ক্ষান্তি আছে; কিন্তু আমার ক্ষান্তি সেখানে নাই, গভীরতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।"

অতপর রাজা আদেশ দিলেন, ইহার নাসা ও কর্ণ ছেদন কর।' ঘাতক তাহাই করিল। বোধিসত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে প্লাবিত হইল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোন বাদী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন,

---

[১]। জল্লাদ—যাহারা রাজাজ্ঞায় চোর প্রভৃতি অপরাধীদিগের প্রাণবধ বা অঙ্গচ্ছেদ করিত।

[২]। কাঁটাওয়ালা কশা বা ছড়ি।

[৩]। এই কয়েকটি পদে ঘাতকদিগের বেশ বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়, বধ্যব্যক্তির গলে পীত করবীফুলের মালা ও গাত্রে রক্তচন্দনের পঞ্চাঙ্গুলিক দেওয়া হইত এবং সে যে শূলে আরোপিত হইবে, তাহা তাহাকেই বহন করিয়া যাইতে হইত।

[৪]। ছবি—বহিস্ত্বক্—(cuticle or epidermis); চর্ম্ম (cutis or dermis) প্রকৃত ত্বক।

[৫]। 'গণ্ডিয়া ঠাপেত্বা'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বধস্থানে লইয়া গিয়া। কিন্তু গণ্ডিকা বা ধর্ম্মগণ্ডিকার কথা প্রথমখণ্ডে ন্যগ্রোধমৃগ-জাতকেও দেখা গিয়াছে। পশ্বাদির শিরশ্চেদ করিবার সময়ে তাহাদের গ্রীবা যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখা যায়, বোধ যায় ধর্ম্মগণ্ডিকা শব্দ তাহাই বুঝাইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে block বলে।

"মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে করিবেন না যে ক্ষান্তি আমার নাসাকর্ণাদির কোটিতে আছে; ইহা আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে নিহিত রহিয়াছে" "ভণ্ড জটাধারিন, তুমি শুইয়া থাকিয়া তোমার ক্ষান্তির স্পর্দ্ধা করিতে থাক"। এই বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজা চলিয়া গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের শরীরে রক্ত মুছিয়া দিলেন, হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ প্রভৃতির ছিন্ন প্রান্তে বস্ত্রের পট্টি বান্ধিলেন, তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, আপনার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া আপনি যদি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে রাজার উপরই ক্রুদ্ধ হউন, অন্য কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না।" অনন্তর তিনি এই প্রথম গাথা বলিলেন :

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিয়াছে আপনার দারুণ পীড়ন,
তার(ই) পর, মহাবীর, ক্রোধের প্রকাশ
করুন; রাজ্যের যেন না হয় বিনাশ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথাটি বলিলেন :

হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদিয়া যে জন
করিলেন মোর এই দারুণ পীড়ন,
চিরজীবি হয়ে সেই থাকুন নৃপতি;
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।

এদিকে রাজা উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন বোধিসত্তের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, অমনি দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র যোজন বেধবিশিষ্ট এই মহীমণ্ডল দৃঢ়স্থুল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় সহসা বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং অবীচি হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজকুলে-ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় রাজার দেহ আবৃত করিল। তিনি উদ্যানদ্বারেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি মহানরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্বও সেই দিনেই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরুষেরা এবং নাগরিকগণ গন্ধমাল্যধূপাদি দ্বারা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ কিন্তু বলেন যে বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার হিমালয়েই গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে।

[হ'ল বহুদিন, ছিলেন শ্রমণ ক্ষান্তিব্রত-পরায়ণ;
ক্ষান্তির কারণ কাশীরাজ তাঁর করিল প্রাণহরণ।
পরিণাম সেই নিঠুর কর্ম্মের অহো, কিবা ভয়ঙ্কর!
নরকে থাকিয়া কাশীরাজ যাহা ভুঞ্জিতেছে নিরন্তর।

এই দুইটি গাথা অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই কোপনস্বভাব ভিক্ষু অনাগামীফল প্রাপ্ত হইলেন এবং বহু লোকে স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি লাভ করিল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল কাশীরাজ কলাবু; সারিপুত্র ছিলেন সেই সেনাপতি এবং আমি ছিলাম সেই ক্ষান্তিবাদী তাপস।]

----

৩১৪. লৌহকুম্ভী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, কোশলরাজ একদা রাত্রিকালে নরকনিবাসী চারিটি প্রাণির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। একজন 'দু' অক্ষর উচ্চারণ করিতেছিল, একজন 'যা' অক্ষর, একজন 'না' অক্ষর এবং একজন 'সে' অক্ষর। এই প্রাণি চতুষ্টয় নাকি অতীতজন্মে শ্রাবস্তীনগরেই পরদারপরায়ণ রাজপুত্র ছিল। তাহারা অপরের রক্ষিত ও প্রতিপালিত রমণীগণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আবদ্ধ হইত এবং ইন্দ্রিয়সেবার জন্য বহু পাপ করিত। শেষে শ্রাবস্তীর নিকটেই মরণচক্রে তাহাদের জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহারা চারিটি লৌহকুম্ভীতে পুনজর্ন্মলাভ করে। এই নরক চতুষ্টয়ে তাহারা ষাট হাজার বৎসর পচিতেছিল। ক্রমে তাহারা কুম্ভীগুলির তলদেশ হইতে উপরিভাগে উঠে এবং কুম্ভীমুখের কাণা দেখিতে পায়। তখন "অহো, কবে আমরা এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিব" বলিয়া চারিজনেই যথাক্রমে মহাশব্দে বিলাপ করিতে থাকে।[১]

কোশলরাজ তাহাদের এই শব্দ শুনিয়া মরণভয়ে ভীত হইলেন এবং অরুণোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন।[২] অরুণোদয়কালে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের ত সুনিদ্রা হইয়াছিল?" রাজা বলিলেন, "আচার্য্যগণ, আমার ভাগ্যে সুনিদ্রা হইবে কিরূপে? আমি আজ চারিটি অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়াছি।" ইহা শনিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজার অপায় দূর করিবার জন্যই যেন কর সঞ্চালন করিতে লাগলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কর সঞ্চালন করিতেছেন কেন?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, শব্দগুলি অতি অনিষ্টসূচক।" ইহার কোন প্রতিকার আছে, কি প্রতিকার নাই?" "হউক না অপ্রতিবিধেয়, আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সুশিক্ষিত।" "কি উপায়ে আপনারা

---

[১]। মহাবংশে দেখা যায়, এক রাজা স্বপ্নে আপনাকেই নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন।

[২]। নিসিন্নকো ব অরুণং উট্‌ঠাপেসি—বসিয়া বসিয়াই অরুণকে উঠাইলেন।

প্রতিবিধান করিবেন?” “মহারাজ, আমরা ইহার মহা প্রতিকার করিতে সমর্থ; আমরা সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন[১] করিয়া আপনার অমঙ্গল দূর করিব।” তবে শীঘ্রই তাহার অনুষ্ঠান করুন; চারিটি হস্তী, চারিটি অশ্ব, চারিটি বৃষ, চারিজন মানুষ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বত্তক ও অন্যান্য পক্ষী পর্য্যন্ত চারি চারিটি প্রাণী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক আমার জন্য স্বস্ত্যয়ন করুন।” ব্রাহ্মণেরা ‘যে আজ্ঞা, মহারাজ,” বলিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞস্থলী প্রস্তুত করিলেন, খুঁটা পুতিয়া তাহাতে বহুপ্রাণী বান্ধিয়া রাখিলেন, বহু মৎস্য মাংস ভোজন করিব, বহু ধন লাভ করিব” এই ভাবিয়া অতীব উৎসাহযুক্ত হইলেন এবং ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

মল্লিকাদেবী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা আজ অতি স্ফুর্ত্তির সহিত[২] ছুটাছুটি করিতেছেন কেন?” রাজা উত্তর দিলেন, ‘দেবি, তোমার সে কথায় প্রয়োজন কি? তুমি নিজের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া আছ, আমার যে কি দুঃখ, তাহা ত জান না।” “ব্যাপার খানা কি বলুন না”। “দেবি, আমি এবংবিধ অশ্রোতব্য শব্দ শুনিয়াছি। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ শব্দ শুনিলে কি ফল হয়। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, ইহাতে আমার রাজ্যের, ভোগের বা জীবনের অনিষ্ট সূচিত হইতেছে। তাঁহারা সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিবার প্রস্তাব করিলেন; আমি ইহার অনুমোদন করিয়াছি। তাঁহারা যজ্ঞস্থলী প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং যজ্ঞার্থ যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা লইবার জন্য যাতায়ত করিতেছেন।” “এই শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা জানিবার জন্য, যিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ,—যাঁহার সমকক্ষ ব্রাহ্মণ দেবলোকে ও ভূলোকে কোথাও নাই—মহারাজ তাঁহাকে কিছু বলিয়াছেন কি?” দেবলোকে ও ভূলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কে, দেবি?” “মহাগৌতম সম্যকসম্বুদ্ধ।” “দেবি, আমি ত সম্যকসম্বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি নাই। “তবে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।”

মল্লিকার কথায় রাজা প্রাতরাশ গ্রহণানন্তর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। “ভদন্ত, আমি রাত্রিকালে চারিটি শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিব।

---

[১]। সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ—যে যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি বহু জাতীয় প্রাণীর চারি চারিটি নিহত করিয়া আহুতি দেওয়া হয়।

[২]। উম্‌হাযন্তা বিচরন্তি।

তাঁহারা এখন যজ্ঞের উদ্যোগ করিতেছেন। বলুন ত ভদন্ত, এই শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার ভাগ্যে কি অমঙ্গল ঘটিবে?" শাস্তা বলিলেন, "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ। নরকনিবাসী প্রাণিগণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। আপনিই যে কেবল এখন এই শব্দ শুনিয়াছেন, তাহা নহে; এরূপ শব্দ প্রাচীনকালের রাজারাও শুনিয়াছিলেন; তাঁহারাও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পশুঘাতযজ্ঞ সম্পাদন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে শব্দের প্রকৃত কারণ বলিয়াছিলেন বহু প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করাইয়াছিলেন। এবং স্বস্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীনামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ধ্যানবল লাভ করিয়া ও ধ্যানসুখ ভোগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক রমণীয় বনভূমিতে বাস করিতে থাকেন।

ঐ সময় বারাণসীরাজ চারিজন নারকীয় এই চারিটি শব্দই শুনিতে পাইয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে এইরূপেই বলিয়াছিলেন, তিনটীর একটি না একটী বিপদ ঘটিবেই ঘটিবে এবং সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞদ্বারা তাহার উপশম করিতে হইবে। রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে লইয়া যজ্ঞবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় নিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাবনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীর এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, "আজ আমাকে যাইতে হইবে। আমি গেলে অনেক প্রাণীর মঙ্গল ঘটিবে।" অনন্তর তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে কাঞ্চনপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন।

ঠিক এই সময়েই পুরোহিতের প্রধান শিষ্য গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, "আচার্য্য! পরের প্রাণনাশ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আমাদের বেদে ত একথা নাই।" পুরোহিত বলিলেন, "থাম, বাপু; তোমার কাজ হইতেছে রাজার ধন লইয়া আসা; দেখনা, আমরা কত মৎস্য মাংস খাইতে পাইব! তুমি চুপ করিয়া থাক"। কিন্তু শিষ্য স্থির করিল, 'আমি এ কার্য্যে ইহাদের সহায় হইব না।' সে বাহির হইয়া রাজোদ্যানে গেল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া

প্রণিপাত করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিলেন; সে একান্তে উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "মাণবক, তোমাদের রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করেন ত?" "হাঁ, প্রভু, রাজা ধম্মানুসারে রাজ্যশাসন করেন; কিন্তু গত রাত্রিতে তিনি চারিটি মহাশব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন, সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ দ্বারা আপনার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিব। সেইজন্য রাজা এখন পশুঘাতন দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বহুপ্রাণী স্থূণায় আবদ্ধ হইয়াছে। ভদন্ত, ঐ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া বহু প্রাণীকে যমের মুখ হইতে উদ্ধার করা কি ভবাদৃশ শীলবান মহাপুরুষের কর্ত্তব্য নহে?" "মাণবক, রাজা আমাকে জানেন না। আমিও রাজাকে জানি না, কিন্তু এই শব্দগুলির কারণ জানি। রাজা যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণ করিতে পারি।" "ভদন্ত, দয়া করিয়া এখানে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করুন; আমি রাজাকে লইয়া আসিতেছি।" "বেশ, মাণবক, তুমি রাজাকে আন।"

শিষ্য গিয়া রাজাকে সমস্ত কথা জানাইল। রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি, আপনি সেগুলির প্রকৃত কারণ জানেন, একথা সত্য কি?" "আমি জানি মহারাজ!" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, যাহারা এই সকল শব্দ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বজন্মে বারাণসীর নিকটে অপরের রক্ষিত ও প্রতিপালিত রমণীগণে আসক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুর পর চারিটি লৌহকুম্ভীতে পুনজন্ম প্রাপ্ত হয়। সেখানে তাহারা অতি গাঢ় ও ক্ষাররসযুক্ত উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ হইয়াছে; কুম্ভীগুলির উপরিভাগ হইতে তলদেশে যাইতে ত্রিশ হাজার বৎসর লাগিয়াছে; আবার ত্রিশ হাজার বৎসরে তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়াছে ও কুম্ভীগুলির মুখ দেখিতে পাইয়াছে। সেখান হইতে বাহিরে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চারি জনে চারিটি গাথায় স্ব স্ব দুঃখ জ্ঞাপন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই; কেবল স্ব স্ব গাথার প্রথম অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়া, পুনর্ব্বার লৌহকুম্ভীতে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'দু' এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া নিমগ্ন হইয়াছে, সে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল :

দুষ্কার্য্য অশেষ করি যাপিনু জীবন, হায়!
দাম-হেতু ছিল ধন, দান করি নাই তায়!
ভোগের বিবিধ বস্তু ছিল, সীমা নাই তার;
কিন্তু তাহে আত্মতৃপ্তি না হইল অভাগার।"

কিন্তু সেই পাপী গাথা শেষ করিতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে এই গাথার পূরণ করিয়াছিলেন। অন্য শব্দগুলির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। যে ব্যক্তি

গাথা বলিতে গিয়া 'যা' এই অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :

ষাইট হাজার বর্ষ, একদিন কম নর,
দগ্ধ হইলাম আমি নিরয় মাঝারে হায়!
কখন হইবে অন্ত বল এই যন্ত্রণার?
আর যে সহিতে নারি এ মহাদুঃখের ভার!

যে কেবল 'না' অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :

নাই অন্ত এ দুঃখের, অন্ত হবে কি প্রকারে?
ভাবিয়া কোথাও অন্ত নাহি পায় দেখিবারে।
করেছি তখন পাপ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন?
কাজেই দুঃখের অন্ত হবে না ক কোন দিন।

যে কেবল 'সে' অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গাথা এই :

সেই আমি ত্যাজি যবে এ অতি ভীষণ স্থান
নরজন্ম লভি পুনঃ নিশ্চয় পাইব ত্রাণ,
বদান্য শীলসম্পন্ন তখন হইব অতি;
নিয়ত কুশলকর্ম্মে রহিবে আমার মতি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে একটি একটি করিয়া গাথাগুলি শুনাইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, নরকবাসীর প্রাণীরা এই সমস্ত গাথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পাপের গুরুত্বশতঃ তাহা পারে নাই। তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল; এই শব্দশ্রবণহেতু আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; আপনার কোন ভয় নাই।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন; রাজাও সুবর্ণ-ভেরী বাজাইয়া সেই আবদ্ধ প্রাণীসমূহকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং যজ্ঞকুণ্ড ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন। বোধিসত্ত্বও বহুপ্রাণীর কল্যাণ সাধন করিয়া সেখানে কয়েকদিন যাপন করিলেন এবং স্বস্থানে প্রতিগমনপূর্ব্বক ধ্যানবল অক্ষুন্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিতশিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই তাপস]

---

৩১৫. মাংস-জাতক

[কয়েকজন ভিক্ষু বিরেচক ঔষধ পান করিয়াছিলেন এবং স্থবির সারিপুত্র তাঁহাদের জন্য রসাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, জেতবনের কতিপয় ভিক্ষু বিরেচক তৈল পান করিয়াছিলেন এবং

তাহাদের রসাল খাদ্য আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। শুশ্রূষাকারীরা রসাল খাদ্য আহরণ করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিল, কিন্তু পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়াও রসাল খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না; কাজেই তাহারা বিহারে ফিরিয়া চলিল। ঐ দিন আরও কিছুক্ষণ পরে সারিপুত্রও ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে গিয়াছিলেন। তিনি শুশ্রূষাকারীদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত শীঘ্র ফিরিলে যে?" তাহারা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে জানাইল। তাহা শুনিয়া সারিপুত্র বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে চল" অনন্তর তিনি তাহাদিগকে লইয়া সেই বীথিতেই প্রবেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে পাত্রপূর্ণ করিয়া রসাল খাদ্য দিল এবং শুশ্রূষাকারীরা উহা লইয়া বিহারস্থ পীড়িত ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাইল।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, "ভাই যাহারা বিরেচক ঔষধ খাইয়াছিল, তাহাদের শুশ্রূষাকারীরা রসাল খাদ্য না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল; কিন্তু স্থবির তাহাদিগকে লইয়া পাচকগৃহবীথিতে ভিক্ষা করিয়া প্রচুর রসাল খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহাকে আলোচ্যমান বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, দেখ কেবল সারিপুত্রই যে এখন মাংস[১] লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও মধুরভাষী, প্রিয়বাকপটু পণ্ডিতেরা মাংস লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন এক ব্যাধ প্রচুর মাংস সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়াছিল এবং বিক্রয়ার্থ নগরে যাইতেছিল। ঐ সময়ে বারাণসীবাসী চারিজন শ্রেষ্ঠীপুত্র নগর হইতে বাহির হইয়া যেখানে অনেকগুলি রাস্তা মিশিয়াছিল, এমন স্থানে বসিয়া, কে কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, সেই সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মাংসের শকট দেখিয়া প্রস্তাব করিল, "এই ব্যাধের নিকট হইতে একখণ্ড মাংস আদায় করা যাউক।" অপর তিনজন বলিল, "যাও, আদায় কর গিয়া।" তখন প্রথম শ্রেষ্ঠীপুত্র অগ্রসর হইয়া বলিল, "অরে ব্যাধ, আমায় এক খণ্ড মাংস দে।" ব্যাধ বলিল, "পরের কিছু যাচঞা করিতে হইলে প্রিয়ভাষী হওয়া আবশ্যক। তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে,

[১]। উপরে যে রসালখাদ্যের (রসভক্তের) কথা বলা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় মাংস রন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইত।

তাহারই অনুরূপ মাংসখণ্ড পাইবে।

এসেছ যাচক হয়ে তবু কটু কথা কও;
ক্লোমতুল্য কটুভাষা; ক্লোম[১] লয়ে চলি যাও।"

শ্রেষ্ঠীপুত্র এইরূপে প্রত্যাখাত হইয়া আসিলে আপর এক শ্রেষ্ঠীপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি মাংস চাহিবার সময়ে কি বলিয়াছিলে?" সে উত্তর দিল, "আমি 'অরে ব্যাধ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল "আমিও গিয়া এই ব্যক্তির নিকট মাংস যাচঞা করিব।" অনন্তর সে ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "দাদা, একখণ্ড মাংস দাও না" ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

বলে লোকে মানুষের অঙ্গতুল্য ভাই;
ভাই বলি সম্বোধিলে অঙ্গ দিনু তাই।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ মৃগের অঙ্গমাংস তুলিয়া তাহাকে দান করিল। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?" দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তর দিল, আমি ব্যাধকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" তখন তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল, "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, একখণ্ড মাংস দাও না।" ব্যাধ বলিল, "তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

পুত্র যবে 'বাবা' বলি সম্বোধনে পিতারে।
তখনই হৃদয় তার স্নেহ সিক্ত করে।
'বাবা' বলি সম্বোধিয়া হরিলে হৃদয়;
হৃদপিণ্ড তাই দান করিনু তোমায়।"

ইহা বলিয়া ব্যাধ হরিণের হৃদপিণ্ডসহ মধুর মাংস উত্তোলন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠীপুত্রকে দান করিল। অনন্তর চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে?" তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল, "আমি তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্র বলিল, "আমিও মাংস চাহিব" এবং ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, আমাকে একখণ্ড মাংস দাও ত।" ব্যাধ বলিল "তুমি বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে।

সুখে সুখী, দুখে দুখী, বন্ধু তার নাম;
ভীষণ অরণ্য তুল্য বন্ধুহীন গ্রাম।

---

[১]। পালি অভিধানে দেখা যায়, ত্বকের নিম্নে ও মাংসের উপরে যে শাদা পর্দা থাকে, তাহাকে ক্লোম বলে। ইহা নীরস এবং খাদ্যের মধ্যে গণ্য নহে। দক্ষিণ পার্শ্বের ফুপ্‌ফুপকেও ক্লোম বলে।

জগতে যে কিছু প্রিয় পাই দেখিবারে,
সমস্ত রয়েছে ‘বন্ধু’ শব্দের মাঝারে।
সে হেতু সমস্ত মাংস দিলাম তোমায়;
লয়ে যাও বন্ধু তব যেথা ইচ্ছা হয়।

ব্যাধ মাংস দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে আবার বলিল “এস বন্ধু! আমি এই সমস্ত মাংস তোমার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।” শ্রেষ্ঠীপুত্র ব্যাধের দ্বারা শকট চালাইয়া নিজের গৃহে মাংস লইয়া গেল, সেখানে সমস্ত মাংস তুলিয়া লইল, বহু সম্মানের সহিত ব্যাধের অভ্যর্থনা করিল, তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে সংবাদ দিয়া আনাইল, তাহাদিগকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করাইল, এবং নিজের অধিকারের মধ্যে বাস করাইল। তধবধি শ্রেষ্ঠীপুত্র যাবজ্জীবন সেই ব্যাধের সহিত অভেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল।”

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র, যে সমস্ত মাংস লাভ করিয়াছিল।]

---

৩১৬. শশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে সর্ব্বপরিষ্কার দান সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী নাকি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিবার আয়োজন করিয়া নিজের বাসগৃহের পুরোভাগে এক মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সজ্জিত মণ্ডপে উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করাইলেন, তাঁহাদিগকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্যাদি দান করিলেন এবং “অনুগ্রহ করিয়া কাল আবার আসিবেন,” “অনুগ্রহ করিয়া কাল আবার আসিবেন”, বারবার এইরূপ অনুরোধ করিয়া একাদিক্রমে সপ্তাহকাল নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিনে তিনি বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলেন। ভোজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে শাস্তা বলিলেন, “তুমি যে আমাদের প্রীতি ও পরিতোষ উৎপাদন করিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। এরূপ দানশীলতা পুরাণ পণ্ডিতদিগেরও অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম। যাচক উপস্থিত হইলে পুরাণ পণ্ডিতেরা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন; নিজের মাংস দিয়াও অতিথি সৎকার করিয়াছেন।” অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

---

[১]। ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য অষ্টবিধ দ্রব্য। পাত্র, চীবরত্রয়, কায়বন্ধন, বাসী, সূচী ও পরিস্রাবণ এইগুলি পরিষ্কার নামে অভিহিত।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শশযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন বনে বাস করিতেন। ঐ বনের একদিকে পর্ব্বতপাদ, একদিকে নদী এবং একখানা প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল।

বোধিসত্ত্বের তিনটি বন্ধু ছিল : এক মর্কট, এক শৃগাল ও এক উদ্‌বিড়াল।[১] এই সুপণ্ডিত প্রাণিচতুষ্টয় একত্র বাস করিত। তাহারা স্ব স্ব গোচরস্থানে খাদ্য গ্রহণ করিত, এবং সন্ধ্যাকালে একই স্থানে সম্মিলিত হইত। শশপণ্ডিত বন্ধুত্রয়কে, 'দান করা উচিত', 'শীলরক্ষা করা উচিত', 'উপোসথ পালন করা উচিত' এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাহারা এই উপদেশসমূহ গ্রহণ করিত এবং তাহার পর স্ব স্ব বাসগুল্মে গিয়া শুইয়া থাকিত।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব আকাশে আপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, পরদিন উপোসথব্রত পালন করিতে হইবে। তখন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন, "কল্য উপোসথের দিন। তোমরা তিনজনেই শীলগ্রহণ করিয়া উপোসথব্রত[২] পালন করিবে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দান করিলে তাহা মহাফলপ্রদ হয়। অতএব কোন যাচক উপস্থিত হইলে তোমরা নিজের ভোজ্যবস্তু হইতে অংশ দিয়া তাহাকে ভোজন করাইবে।" মর্কট, শৃগাল ও উদ্‌বিড়াল "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইল এবং স্ব স্ব বাসগুল্মে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র উদ্‌বিড়াল খাদ্যান্বেষণে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক ধীবর সাতটা রোহিত মৎস্য ধরিয়া সেগুলিকে লতাদ্বারা একত্র গাঁথিয়াছিল এবং বালুকাদ্বারা আবৃত করিয়া, আরও মৎস্য ধরিবার অভিপ্রায়ে নদীর অধোদিক গিয়াছিল। উদ্‌বিড়াল মৎস্যগন্ধ অনুভব করিয়া সেইস্থান খনন করিল, মৎস্য দেখিতে পাইয়া সেগুলিকে টানিয়া বাহির করিল এবং "মাছ কয়টি কাহার", তিনবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহই যখন "মাছগুলি আমার" এরূপ কোন উত্তর দিল না[৩] তখন সে মুখ দিয়া লতা

১। 'পালি—উদ্দ', সংস্কৃত 'উদ্র', বাঙ্গালা 'ধেড়ে'।

২। উপোসথ বৌদ্ধসংস্কৃতে 'উপবসথ,' সংস্কৃতে 'পোষধ'। ঐ দিন ন্যায়োপলব্ধেনাহারবিশেষণ কালোপনতমতিথিজনং প্রতিপূজা প্রাণধারণমনুষ্ঠেয়ম।' ১ম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠের পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

৩। অনেক লোকে কেবল অক্ষরার্থে শীলরক্ষা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করে, লেখক ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনবারের এক বারেও কেহ মাছগুলি যে আমার, ইহা বলিল না বটে কিন্তু তাহা বলিয়াই যে উদ্‌বিড়ালের পক্ষে অদত্তাদান হইল না, এমন নহে। কিন্তু উদ্‌বিড়াল ভাবিল, সে বৈধ উপায়েই খাদ্যলাভ করিল;

কামড়াইয়া ধরিল এবং মাছগুলিকে টানিতে টানিতে নিজের বাসগুল্মে লইয়া রাখিল। তখনও আহারের সময় হয় নাই দেখিয়া সে স্থির করিল, 'বেলা হইলে খাইব"; তাহার পর শুইয়া শুইয়া সে দিন যে শীলগ্রহণ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

শৃগালও চরিতে গিয়া দেখিল, এক ক্ষেত্রপালের কুটীরে মাংস পাক করিবার জন্য দুইটি শূল[১], একটা গোধা ও একপাত্র দধি রহিয়াছে। ঐ দ্রব্যগুলির অধিকারী কে, ইহা জানিবার জন্য সে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কাহার?" কিন্তু যখন কেহই কোন উত্তর দিল না, তখন দধির পাত্র তুলিবার জন্য উহাতে যে দড়ি বান্ধা ছিল, তাহা নিজের গলায় পরাইল এবং শূল দুইটি ও গোধাটাকে কামড়াইয়া ঐ সকল দ্রব্য নিজের গুল্মে লইয়া গেল কিন্তু তখনও আহারের সময় হয় নাই বলিয়া সে স্থির করিলেন, 'বেলা হইলে খাইবেন" অনন্তর সে শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

মর্কটও বনে গিয়া আম্রপিণ্ড আহরণ করিল, উহা নিজের বাসগুল্মে লইয়া গেল এবং 'বেলা হইলে আহার করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া শুইয়া শুইয়া শীলচিন্তা করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব কিন্তু যথাসময়ে চরিতে গিয়া দর্ভতৃণ ভক্ষণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তিনি নিজের গুল্মে থাকিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার নিকট যদি কোন যাচক উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে ত ভোজনার্থ তৃণ দিলে চলিবে না। কিন্তু তিলতণ্ডুলাদি কোন ভোজ্য দ্রব্যও আমার নাই। অতএব কোন যাচক আসিলে নিজের গাত্রমাংস দিয়া তাহার সেবা করিব।' বোধিসত্ত্বের এই শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বলশিলাসন[২] উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং শশরাজের শীল পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রথমে উদ্‌বিড়ালের বাসগুল্মে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে দাঁড়াইলেন। উদ্‌বিড়াল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি জন্য দাঁড়াইয়া আছেন?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিত, যদি কিছু আহার পাই, তাহা হইলে উপোসথী হইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে পারি।" উদ্‌বিড়াল আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিল :

তাহাকে চুরিও করিতে হইল না। প্রাণিহিংসাও করিতে হইল না। অতপরঃ শৃগালের সম্বন্ধেও ধর্ম্মের এইরূপ অক্ষরার্থ মাত্র পালন দেখা যাইবে।

[১]। 'শিক্ কাবাব' প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহশলাকা।

[২]। শক্রের আসন পাণ্ডুকম্বল নামে অভিহিত। ইহা শিলাময়, পাণ্ডুবর্ণ এবং কম্বলের ন্যায় আনমনোন্নম শীল অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক।

সাতটা রোহিত মৎস্য জলের মাঝার
ছিল যারা, এবে তারা গৃহেতে আমার।
খাও তাহা যত ইচ্ছা, ক্ষুধা কর নাশ;
বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, শেষে দেখা যাবে। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"[১] অনন্তর তিনি শৃগালের নিকট গেলে সেও জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন; শৃগালও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবারকালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :

অবিদূরে ক্ষেত্রপাল আছে এক জন;
রেখেছিল কুটীরে করি আয়োজন
গোধা এক, দধিভাণ্ড অতি পরিপাটি,
গোদামাংস-পাকহেতু আর শূল দুটি;
রাত্রিকালে খাবে বলি ভেবেছিল মনে;
এনেছি সে সব আমি নিজ বাসস্থানে।
খাও যত ইচ্ছা তব, ক্ষুধা কর নাশ;
বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ব্রাহ্মণরূপী শক্র বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে, কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি মর্কটের নিকট গেলেন; সেও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" তিনি পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। মর্কটও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবারকালে তৃতীয় গাথা বলিল :

পক্ব আম্রফল আর সুশীতল জল,
মনোরম সুশীতল আছে তরুতল।
ভুঞ্জ যথা অভিরুচি, ক্লান্তি কর নাশ;
বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

শক্ররূপী ব্রাহ্মণ এবারও বলিলেন, "আচ্ছা শেষে দেখা যাবে; কাল সকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।" পরিশেষে তিনি শশপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি দাঁড়াইয়া কেন?" শক্র পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি আহারার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আজ আমি আপনাকে এমন দান করিব, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও

---

[১]। উপোসথের পরদিন 'পারণ' করিবেন এই উদ্দেশ্যেই যেন শক্র খাদ্য ভিক্ষা করিতেছিলেন।

দান করে নাই। দেখিতেছি আপনি শীলবান, অতএব প্রাণিহত্যা করিবেন না; আচ্ছা, যান, কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক জ্বলন্ত অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া আমায় জানাইবেন। আমি আত্মোৎসর্গ করিয়া সেই অঙ্গারে পতিত হইব; আমার শরীর পক্ক হইলে আপনি সেই মাংস আহারপূর্ব্বক শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবেন।" শক্রের সহিত এইরূপে আলাপ করিবারকালে বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিয়াছিলেন :

তিল, মুদ্‌গ, তণ্ডুল-শশের কিছু নাই;
অগ্নিতে নিজের দেহ পোড়াইব তাই।
ভোজন করিয়া তাহা ক্ষুধা কর নাশ;
বিশ্রাম লভহ এই বনে করি বাস।

ইহা শুনিয়া শক্র তখনই নিজের অনুভাব বলে জ্বলদঙ্গাররাশি সৃষ্টি করিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের দর্ভময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই অঙ্গারের নিকট গেলেন, তাঁহার রোমান্তরে কীটাদি কোন প্রাণী থাকলে পাছে তাহারাও মারা যায়, এই আশঙ্কায় তিনবার নিজের গা ঝাড়িলেন, এবং সমস্ত দেহ দানকার্য্যে উৎসর্গপূর্ব্বক, রাজহংস যেমন পদ্মপুঞ্জে গিয়া পড়ে, তিনিও সেইরূপ প্রহৃষ্টমনে একলম্ফে সেই অঙ্গাররাশির উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই অগ্নিতে বোধিসত্ত্বের লোমকূপপর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে পারিল না; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কোন হিমগর্ভস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি যে অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অতি শীতল; ইহা আমার লোমকূপ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিতে পারিল না! ইহার কারণ কি, বলুন ত?" শক্র উত্তর দিলেন, "পণ্ডিতবর আমি ব্রাহ্মণ নহি! আমি শক্র। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন, আপনি কেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরাও আমার দানশীলতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলে, আমাকে কখনও দানবিমুখ দেখিতে পাইবে না।" "শশপণ্ডিত, তোমার গুণ অনন্তকল্প প্রকটিত হউক"—ইহা বলিয়া শক্র পর্ব্বত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাহা হইতে রস গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে শশচিহ্ন অঙ্কিত করিলেন। অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বনভূমিতে সেই গুল্মের মধ্যেই সেই তরুণদর্ভাস্তৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে দেবলোকে চলিয়া গেলেন। অতঃপর উক্ত প্রাণিচতুষ্টয় সুখে ও সম্প্রীতভাবে শীলপালন ও উপোসথ-ব্রতধারণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া, সেই সর্ব্বপরিস্কারদাতা স্রোতাপত্তিকাল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই উদ্‌বিড়াল; মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল; সারিপুত্র ছিলেন সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শশপণ্ডিত।]

☞চরিয়াপিটক (১১০) এবং জাতকমালা (৬) দ্রষ্টব্য। জাতকমালাতে এই জাতক শশ-জাতক আখ্যা পাইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ৭০শ জাতকেও এই জাতকের উল্লেখ আছে।

---

৩১৭. মৃতরোদন-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাকি ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া স্নান, আহার ও বিলেপন ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং প্রতিদিন প্রভাত হইলেই শ্মশানে গিয়া শোকসন্তপ্ত মনে রোদন করিতেন। একদিন প্রত্যুষসময়ে শাস্তা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, ঐ ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তির সময় আসন্ন হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, "আমা ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, অতীত বৃত্তান্ত শুনাইয়া শোকাপনোদনপূর্ব্বক এই ব্যক্তিকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিতে পারে। অতএব আমাকেই ইহার আশ্রয়স্থান হইতে হইবে।" পরদিন পিণ্ডচর্য্যা হইতে প্রতিগমন করিয়া আহার শেষ করিবার পর শাস্তা একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ[১] সঙ্গে লইয়া ঐ ভূস্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া সেই ব্যক্তি আসন সজ্জিত করিলেন, এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন শাস্তা ভিতরে গিয়া সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভুস্বামীও শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভূস্বামীন, তোমায় এত চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন?" "ভদন্ত, আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর হইতে আমি এইরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি।" দেখ বাপু, সমস্ত সংস্কারই অনিত্য; যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে[২] তাহাতে চিন্তার কারণ কি আছে? পুরাণ পণ্ডিতেরা, ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিয়াছে,

---

[১]। পশ্চাৎ+শ্রমণ = অপেক্ষাকৃত অল্পবয়ষ্ক শ্রমণ। বিহারের বাহিরে যাইবারকালে ই'হারা স্থবিরদিগের অনুগমন করিয়া থাকেন। স্থবিরদিগের পক্ষে একাকী বাহিরে যাওয়া্ নিষিদ্ধ।

[২]। গ্রীক পণ্ডিত Epictetus-এর সম্বন্ধেও এইরূপ একটা গল্প শুনা যায়। একদিন কোন পরিচারিকা একটা মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। পরদিন এক রমণী মৃতপুত্রের জন্য কান্দিয়াছিল। ইহাতে Epictetus বলিয়াছিলেন "কাল আমি একটা ভঙ্গুর পদার্থ ভাঙ্গিতে দেখিয়াছি; আজ একটা মরণশীল পদার্থকে মরিতে দেখিলাম—"Heri vidi Fragilem frangi, hodie vidi mortalem mori"

ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তায় কাতর হন নাই।” অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্বের ভ্রাতা কুলসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন; বোধিসত্ত্ব ভ্রাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।

কালক্রমে তোমার ভ্রাতার যে পীড়া হইয়াছিল, বোধিসত্ত্বের ভ্রাতারও সেইরূপ পীড়ায় জীবনান্ত হইল। তাঁহার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সহচরগণ একত্র হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কেহই হৃদয়ের শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ক্রন্দন করিলেন না, একবিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করিলেন না।[১] ইহাতে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “দেখ ত, ইহার ভাই মরিয়া গেল, কিন্তু ইহার মুখে শোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। ইহার হৃদয় কি কঠোর! এ বোধ হয় ভ্রাতার মরণই কামনা করিতেছিল, কারণ তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির দুই ভাগই নিজে ভোগ করিতে পারিবে।” লোকে এইরূপে বোধিসত্ত্বের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। “ভাই মরিল, তুমি কান্দিলে না’ বলিয়া জ্ঞাতিরাও তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, “তোমরা মূর্খ, অষ্টলোকধর্ম্ম[২] জান না, সেইজন্যই আমার ভাই মরিয়াছে বলিয়া রোদন কর। আমিও মরিব, তোমরাও মরিবে। তবে ‘আমিও মরিব’ বলিয়াই বা নিজের জন্য কান্দ না কেন? সংস্কারমাত্রই অনিত্য; কোন সংস্কারই (চিরদিন) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তোমরা অজ্ঞানান্ধ এবং অষ্টলোকধর্ম্মানভিজ্ঞ। তোমরা রোদন করিতেছ বলিয়াই আমি রোদন করিব কেন?” অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :

মরেছে, মরেছে বলি করিছ রোদন;
মরিবে যে তার তরে কখন ত নাহি ঝরে
অশ্রুবিন্দু! বল তুমি ইহার কারণ।
শরীরী যতেক ভবে, কে কোথা অমর কবে?

---

[১]। মূলে ‘ন কন্দতি, ন রোদতি’ আছে। ক্রন্দনে ও রোদন কোন প্রভেদ দেখা যায় না। তবে বোধ হয়, লেখক ক্রন্দন দ্বারা বিলাপসহ দুঃখপ্রকাশ এবং রোদন দ্বারা অশ্রুবিসর্জ্জনে দুঃখপ্রকাশ, এইরূপ প্রভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

[২]। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

সকলেই কালবশে ত্যজিবে জীবন।
তবে কেন বৃথা তুমি করিবে রোদন?

দেবতা, মানব, পক্ষী, চতুষ্পদ, উরগ প্রভৃতি জীব আছে যত
অনিত্য শরীরে ভুঞ্জি নানা সুখ পরিণামে সবে পশে মৃত্যুমুখ।
সুখ দুঃখ সব মানব-জীবনে কত যে চঞ্চল, ভাবি দেখ মনে।
তবে কেন বৃথা করিবে ক্রন্দন? শোকে অভিভূত হবে কি কারণ?
ধূর্ত্ত, মদ্যপায়ী, কিংবা মূর্খজন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী মহাবীরগণ
হলে পাপাচারী, ইহারা সকলে না জানিয়া ধর্ম্ম বিজ্ঞে অজ্ঞ বলে।

এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের শোক অপনোদন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত, যিনি ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া সেই জনসঙ্ঘের শোক অপনোদন করিয়াছিলেন।]

---

৩১৮. কণবের-জাতক[১]

[শাস্তা ভিক্ষু পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহস্থাশ্রমস্থ পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্বেও এই রমণীর জন্য অসির আঘাতে তোমার শিরশ্চেদ হইয়াছিল" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যস্থ কোন গৃহপতির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। যে নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে লোকে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। কাজেই বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর চৌর্য্যবৃত্তি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লোকে জানিতে পারিল, তিনি সাহসী ও হস্তীর ন্যায় বলশালী। তাঁহাকে ধরিতে পাবে, কাহারও এমন শক্তি ছিল না।

বোধিসত্ত্ব একদিন কোন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া বিস্তর ধন অপহরণ

---

[১]। 'কণবের' বোধ হয় করবীর পুষ্প। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে এই ফুলের মালা পরাইয়া বধস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। (অভিজ্ঞান—শকুন্তল, ৬ মৃচ্ছকটিক, ১০)

করিয়াছিলেন। নগরবাসীরা রাজার নিকটে গিয়া বলিল "দেব, এক মহাচোর নগর লূঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আপনি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা দিন।" রাজা বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন। নগরপাল রাত্রিকালে স্থানে স্থানে এক এক দল প্রহরী রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে 'বামাল'[১] সুদ্ধ ধরিয়া ফেলিল এবং রাজাকে জানাইল। রাজা নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন, "উহার শিরশ্চেদ কর।" নগরপাল তখন বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করাইল, তাঁহার গলায় রক্ত করবীরের মালা পরাইল, মস্তকে ইষ্টকচূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়াইল, চতুষ্কে চতুষ্কে তাঁহাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করাইল এবং খরস্বর প্রণব বাজাইতে বাজাইতে মশানের দিকে লইয়া চলিল সমস্ত নগরবাসী উল্লাসে বলিতে লাগিল, "যে চোর এতদিন সমস্ত নগর লূঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সে আজ ধরা পড়িয়াছে।"

তখন বারাণসীতে শ্যামা নাম্নী এক গণিকা ছিল। সে তাহার অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের নিকট প্রতি বারে সহস্র মুদ্রা উপহার লইত। সে রাজারও প্রণয়পাত্রী ছিল। পঞ্চশত গণিকা অনুচরীবেশে তাহার পরিচর্য্যা করিত। সে প্রাসাদের পৃষ্ঠ হইতে বাতায়নের ভিতর দিয়া দেখিল, রাজপুরুষেরা বোধিসত্ত্বকে মশানে লইয়া যাইতেছে। চোর হইলেও বোধিসত্ত্বের রূপ অতি মনোহর এবং দেহ অতীব তেজঃপূর্ণ ও দিব্যলাবণ্যময় ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ গণিকা তৎক্ষণাৎ অনুরাগবতী হইল। সে ভাবিতে লাগিল, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে এই পুরুষরত্নকে নিজের স্বামী করিয়া লইতে পারি? একটা উপায় দেখিতেছি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিজের একজন পরিচারিকার হাত দিয়া নগর পালকে এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইল, বলিয়া দিল, "বল গিয়া, এই চোর শ্যামার ভ্রাতা; শ্যামা ভিন্ন ইহার অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই; আপনি এই সহস্র মুদ্রা লইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন।"

পরিচারিকা যথাদেশ কার্য্য সম্পন্ন করিল। নগরপাল কহিল, "এ নামজাদা চোর, ইহাকে এ অবস্থায় ছাড়া আমার সাধ্য নহে; তবে ইহার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন লোক পাই, তাহা হইলে ইহাকে কোন আবৃত যানে বসাইয়া তোমরা স্বামিনীর নিকট পাঠাইতে পারি।" পরিচারিকা গিয়া শ্যামাকে এই কথা জানাইল।

এই সময়ে জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিত। ঐ দিনও সে সূর্য্যাস্তকালে সহস্র মুদ্রা লইয়া শ্যামার গৃহে গিয়াছিল। শ্যামা ঐ অর্থ নিজের কোলে তুলিয়া বসিয়া বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

---

[১]। 'সভোগং গাহাপেত্বা' = অপহৃত ধনসহ ধরাইয়া।

শ্রেষ্ঠীপুত্র জিজ্ঞাসিল, "কান্দিতেছ কেন?" শ্যামা উত্তর দিল, "স্বামীন, ঐ চোর আমার ভ্রাতা; আমি নীচ কর্ম্ম করি বলিয়া ও আমার নিকট আসে না। নগরপালের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম; তিনি বলিয়াছেন, সহস্র মুদ্রা পাইলে উহাকে ছাড়িতে পারেন। এখন এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার কাছে যাইব, এমন লোক দেখিতে পাইতেছি না।" শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামাকে বড় ভালবাসিত। সে বলিল, "আমিই যাইতেছি।" "যদি যাও, তবে তুমি যে সহস্র মুদ্রা আনিয়াছ, তাহাই দাও গিয়া।"

শ্রেষ্ঠীপুত্র তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া নগরপালের নিকটে গেল। নগরপাল শ্রেষ্ঠীপুত্রকে কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে আবৃত যানে বসাইয়া শ্যামার নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল, 'চোরটা নামজাদা। অতএব যখন খুব অন্ধকার হইবে এবং সমস্ত লোকজন ঘুমাইবে, তখন প্রতিনিধিটাকে নিহত করাইব।' এই উদ্দেশ্যে সে মুহুর্ত্তকাল বিলম্ব করিবার জন্য একটা স্থান বাহির করিল, এবং যখন লোকজন সব ঘুমাইল, তখন সে বহুসংখ্যক প্রহরিসহ শ্রেষ্ঠীপুত্রকে মশানে লইয়া গেল, এবং অসি দ্বারা তাঁহার শিরশ্চেদ করিয়া দেহটা শূলে আরোহণপূর্ব্বক নগরে ফিরিয়া আসিল।

সেইদিন হইতে শ্যামা অন্যের হস্ত হইতে উপঢৌকন লওয়া বন্ধ করিল এবং নিয়ত বোধিসত্ত্বের সহবাসে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই রমণী যদি আবার অন্য কাহারও প্রণয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে আমারও প্রাণবধ করাইয়া তাহারই সহিত আমোদপ্রমোদে প্রবৃত্ত হইবে। এ পাপিষ্ঠা অত্যন্ত মিত্রদ্রোহিণী; অতএব আর এখানে না থাকিয়া শীঘ্রই পলায়ন করা উচিত।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, তখন ভাবিলেন, 'রিক্ত হস্তেই বা যাই কেন? ইহার আভরণ ভাণ্ড লইয়া যাইব।' একদিন তিনি শ্যামাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমরা পিঞ্জরস্থ কুক্কুটের ন্যায় নিয়ত একই গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি; চল, একদিন উদ্যানকেলি করি গিয়া।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া শ্যামা খাদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করাইল এবং সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া তাঁহার সহিত আবৃত যানে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিল। সেখানে দুই জনে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই আমার পলায়নের উত্তম অবসর!' তিনি শ্যামার প্রতি উৎকট আসক্তির ভাণ করিয়া তাহাকে এক করবীরগুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাকে এমন নিপীড়ন করিতে লাগিলেন যে, সে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া নিজের উত্তরাসঙ্গে বান্ধিলেন এবং উহা স্কন্ধে তুলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলাইয়া গেলেন।

অতঃপর শ্যামার সংজ্ঞা-সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া পরিচারিকাদের নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" পরিচারিকারা বলিল, "আমরা ত জানি না, আর্য্যে।" "আমি মরিয়াছি, এই ভয়ে বোধ হয় পলাইয়া গিয়াছেন।" সে তখনই বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং "আমার প্রিয় ভর্ত্তার দর্শন পাইলেই আবার অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করিব" এই বলিয়া ভূতলে শুইয়া রহিল। তদবধি সে উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিত না, দুই বার আহার করিত না, মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করিত না। 'যে কোন উপায়েই হউক আর্য্যপুত্রে সন্ধান লইয়া তাঁহাকে এখানে আনিতে হইবে', এই সঙ্কল্পে সে নটদিগকে ডাকাইয়া সহস্র মুদ্রা দিল। নটেরা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যে, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" "তোমাদের অগম্য স্থান নাই; তোমরা গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি সর্ব্বত্র গিয়া সভা করিয়া সভ্যদিগের সম্মুখে প্রথমেই, আমি যে গীতটি শিখাইতেছি, তাহা গান করিবে।" ইহা বলিয়া শ্যামা তাহাদিগকে প্রথম গাথাটী শিক্ষা দিল এবং আবার বলিল, "যদি আর্য্যপুত্র সেই সভায় থাকেন, তাহা হইলে তোমরা এই গাথা গাইলেই তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। তখন তোমরা তাঁহাকে বলিবে, আমি ভাল আছি; এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। যদি তিনি আসিতে না চান, তবে আমায় সংবাদ দিবে।" এইরূপ আদেশ দিয়া শ্যামা নটদিগকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিল। তাহারা বারাণসী হইতে যাত্রা করিয়া নানা স্থানে সভা করিল এবং শেষে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক এই গ্রামেই অবস্থিত করিতেছিলেন। নটেরা এখানে সভা করিয়া প্রথম গীত গান করিল :

সরস বসন্তে করবীর-গুল্ম রক্তপুষ্পে উদ্ভাসিত;
গাঢ় আলিঙ্গনে পীড়িলে শ্যামারে সেথা কাম-বিমোহিত।
মরিয়াছে শ্যামা, এই ভয়ে তুমি করিয়াছ পলায়ন।
আছে শ্যামা ভাল এ সংবাদ দিতে আমাদের আগমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একজন নটের নিকট গিয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ শ্যামা বাঁচিয়া আছে; আমি কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না।" এইরূপ আলাপ করিবারকালে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :

বায়ুবেগে পর্ব্বতের হইয়াছে উৎপাটন,
বায়ুবেগে পৃথিবীর ঘটিয়াছে বিকম্পন,
মৃতা শ্যামা ভাল আছে ফিরি আসি এ সংসারে,—
হেন অসম্ভব বার্ত্তা কেহ কি বিশ্বাস করে?

ইহা শুনিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল :

মরে নাই শ্যামা, পুরুষান্তরের সংসর্গ নাহি সে চায়,
একাহারী হ'য়ে পথপানে চায় তোমার মেলনাশায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সে জীবিত আছে বা না আছে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আমার সংসর্গে শ্যামা পূর্ব্বে নাহি ছিল,
তবু মোর তরে সেই প্রাণান্ত করিল
পূর্ব্ব প্রণয়ীর; তারে বিশ্বাস কি হয়?
কে ক'রে অধ্রুবতরে ধ্রুব-বিনিময়?
কি জানি কখন যদি অপরের তরে
পাপিষ্ঠা আমারও কভু জীবনান্ত করে,
তাই দূরতর স্থানে যাব পলাইয়া;
শ্যামারে সংবাদ এই দাও সবে গিয়া।

নটেরা যাহা যাহা করিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া শ্যামাকে জানাইল। শ্যামা দুঃখীত হইল; কিন্তু সে পুনর্ব্বার প্রকৃতিগতবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সে উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠীপুত্র, ইহার পূর্ব্ব পত্নী ছিল শ্যামা এবং আমি ছিলাম সেই চোর।]

---

৩১৯. তিত্তির-জাতক

[কৌশাম্বী নিকটবর্ত্তী বদরিকারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা স্থবির রাহুলের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ত্রিপর্য্যস্ত-জাতকে (১৬) বলা হইয়াছে। আয়ুষ্মান রাহুল শিক্ষাকাম; তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি সূক্ষ্মচারী; তিনি অবনত মস্তকে আচার্য্যের আজ্ঞাপালন করেন—ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এইরূপ বলাবলী করিয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, "রাহুল পূর্ব্বেও এইরূপ শিক্ষাকাম ও সূক্ষ্মচারী ছিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া আচার্য্যের আজ্ঞা বহন করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সংসারত্যাগান্তে হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন এবং এক রমণীয় কাননে বাস করিতেন।

সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি লবণ ও অম্ল সেবন করিবার অভিপ্রায়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল, নিকটস্থ অরণ্যে তাঁহার জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং চীবরাদি পরিষ্কারসমূহ দিয়া তাঁহাকে সেখানে বাস করাইল।

এই সময়ে উক্ত গ্রামের এক শাকুনিক একটা কোট্‌না তিত্তির[১] ধরিয়া উহাকে পঞ্জরে রাখিয়া যত্নসহকারে শিক্ষা দিত এবং সতর্কতার সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। শাকুনিক তাহাকে বনের ভিতর লইয়া যাইত এবং তাহার শব্দ শুনিয়া যে সকল তিত্তির আসিত, তাহাদিগকে ধরিত।

তিত্তির ভাবিল, 'আমার রবে মুগ্ধ হইয়া আমার অনেক জ্ঞাতিবন্ধু বিনষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমি পাপার্জ্জন করিতেছি।' এইজন্য অতঃপর সে নীরব থাকিল। তিত্তির আর ডাকে না দেখিয়া শাকুনিক একখণ্ড বাঁশের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। তিত্তির বেদনায় কাতর হইয়া ডাকিয়া উঠিল; শাকুনিকও পূর্ব্ববৎ তাহারই সাহায্যে অন্য তিত্তির ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

ইহার পর তিত্তির ভাবিল, 'আমার ত এমন অভিপ্রায় নহে যে, এই তিত্তিরগুলা মরুক। কিন্তু ইহাতেও আমার পাপ হইতেছে না কি? আমি না ডাকিলে ইহারা আসে না; আমি ডাকিলে ইহারা আসে। যাহারা আসে, সকলেই এই শাকুনিকের হস্তে বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমার পাপস্পর্শ হয়, কি না হয়?' তাহার এই সংশয় ছেদ করিতে পারে, তিত্তির এরূপ একজন পণ্ডিতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পর শাকুনিক একদিন বহু তিত্তির ধরিয়া নিজের ঝুড়ি পূরিল, জল পান করিবার নিমিত্ত বোধিসত্ত্বের আশ্রমে গিয়া পঞ্জরখানি বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিল এবং জল পান করিয়া বালুকার উপর নিদ্রা গেল। তাহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া দীপক তিত্তির স্থির করিল, আমি এই তাপসকে আমার সংশয়-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব; ইনি যদি জানেন, তাহা হইলে সদুত্তর দিবেন।' অনন্তর সে পঞ্জরের মধ্যে থাকিয়াই প্রশ্নাকারে প্রথম গাথা বলিল :

---

[১]। মূলে 'দীপকতিত্তিরং' আছে। 'দীপক' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ৮০২ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আছি সুখে; অল্প জল যখন যা'চাই,
পর্য্যাপ্ত প্রমাণে আমি তখন(ই) তা' পাই।
কিন্তু শুনি রব মোর জ্ঞাতিবন্ধুজন
আসি হেথা মারা যায়, দেখি অনুক্ষণ।
হায়! হায়! এ যে মোর বিষম বিপত্তি।
বল হে পণ্ডিত, মোর কি হইবে গতি!

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :
শাকুনিক-হাতে পাড়ি হয়েছে নিমিত্ত মাত্র;
পাপ-ইচ্ছা নাহি তব মনে;
আছ পাপে অপ্রবৃত্ত, সাধু-ইচ্ছা-প্রাণোদিত;
পাপে তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

ইহা শুনিয়া তিত্তির তৃতীয় গাথা বলিল :
শুনি রব জ্ঞাতি সব আসিয়া হেথায়
প্রতিদিন শাকুনিক-হাতে মারা যায়;
আমার(ই) কারণে লয় পায় আসিয়া জ্ঞাতিকুল
এ সন্দহে চিত্ত মোর হয়েছে ব্যাকুল।

তখন বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :
নাই-পাপ ইচ্ছা মনে, শুদ্ধমতি, উদাসীন
তুমি শুধু হেরিছ নয়নে
করিতেছে অবিরত শাকুনিক পাপ যত;
পাপ তোমা স্পর্শিবে কেমনে?

বোধিসত্ত্ব তিত্তিরকে এইরূপে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তিত্তিরের মনে 'পাপ করিতেছি' বলিয়া যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, বোধিসত্ত্বের উপদেশ তাহা বিদূরিত হইল। অতঃপর ব্যাধ নিদ্রাত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পঞ্জর লইয়া প্রস্থান করিল।

[**সমবধান :** তখন রাহুল ছিল সেই তিত্তির এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩২০. সুত্যাগ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির কোন পল্লীগ্রামে কিছু প্রাপ্য ছিল। তাহা আদায় করিবার জন্য[২] তিনি সস্ত্রীক সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে একখানা শকট পাইলেন, পরে লইয়া যাইবেন এই অভিপ্রায়ে উহা এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন এবং শ্রাবস্তীর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। পথে তাঁহারা একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, 'এই পাহাড়টা যদি সোণার হয়, তাহা হইলে আমায় কিছু দিবেন কি?" ভূস্বামী বলিলেন, "তুমি পাবার কে? তোমায় কিছুই দিব না," এই উত্তরে রমণী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির হৃদয় কি কঠোর! এই পাহাড়টা সোণার হইলেও আমায় কিছুমাত্র দিবে না বলিতেছে!

অনন্তর এই দম্পতী জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া জল পান করিবার অভিপ্রায়ে বিহারে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে গিয়া জল পান করিলেন। এদিকে শাস্তা সেইদিন প্রত্যুষকালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহাঁদের স্রোতাপত্তিফললাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের পরিবেণে উপবেশন করিয়াছিলেন; তাঁহার দেহ হইতে ষড়ুবর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল।

ভূস্বামী ও তাঁহার ভার্য্যা জল পান করিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" আমাদের কিছু পাওনা ছিল; তাহা আদায় করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" শাস্তা ভূস্বামীর ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া ভাবিলেন, "উপাসিকে, তোমার পতি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও উপকারী ত?" রমণী উত্তর দিলেন "ভদন্ত আমি ইহাঁর সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি আমার প্রতি নিঃস্নেহ। আজ একটা পর্ব্বত দেখিয়া ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদি এটা সুবর্ণময় হয়, তাহা হইলে আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দিবেন ত? কিন্তু ইহাঁর হৃদয় এমনই কঠোর যে, তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।" "উপাসিকে, তোমার স্বামী এইরূপই বলেন বটে, কিন্তু যখন ইনি তোমার গুণ স্মরণ করেন, তখন তোমাকে সকলের

---

[১]। যাহা অনায়াসে ত্যাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ যাহা দিলে নিজের কোনই অভাব বোধ হয় না।

[২]। উদ্ধারং সাধেস্সামি ইতি—উদ্ধার = পাওনা; ইহা হইতে বাঙ্গালা 'উধার' (কর্জ) হইয়াছে।

উপর প্রভূত্ব দিয়া থাকেন।” স্বামী, স্ত্রী উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, “ভদন্ত, আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন”। তখন শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বকৃত্যকার অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজার পুত্র উপরাজ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি পিতাকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, ‘কে বলিতে পারে, এই পুত্রই সুবিধা পাইলে আমার অনিষ্ট করিবে না?[১] অনন্তর তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তুমি নগরে বাস করিতে পারিবে না; তুমি এখন অন্যত্র গিয়া বাস কর; পরে, আমার জীবনান্তে রাজত্ব করিবে।” রাজপুত্র “যে আজ্ঞা” বলিয়া নিজের প্রধানা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল। উপরাজ নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা জানিতে পারিলেন, এবং বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা বলিলেন, “আর্য্যপুত্র, এই পর্ব্বত যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমাকে ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন কি?” ইহার উত্তরে রাজপুত্র বলিলেন, “তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব না।” রমণী এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘তাই ত, আমি স্নেহবশত ইহাঁকে ত্যাগ করিতে পারি নাই; সেজন্য বনে পর্য্যন্ত ইহাঁর অনুগমন করিয়াছি, অথচ ইনি এমনই কঠোরহৃদয় যে এখন এই কথা বলিতেছেন! রাজা হইয়াই বা ইনি আমার কি ভাল করিবেন?’

ব্রহ্মদত্তকুমার বারাণসীতে গিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং উক্ত রমণীকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। কিন্তু রমণীর ভাগ্যে ‘অগ্রমহিষী’ এই নামমাত্রই লাভ হইল; রাজা তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন সম্মান বা সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিলেন না; এমন কি তিনি জীবিত আছেন, বা না আছেন, সে সম্বন্ধেও কোন সংবাদ রাখিতেন না।

রাজার এইরূপ আচরণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই রমণী রাজার উপকারিকা, রাজার জন্য ইনি নিজের দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া

---

[১]। অসিতাভু (২৩৫) জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বনবাসিনী হইয়াছিলেন; রাজা কিন্তু ইহাঁকে ভুলিয়া অন্য রমণীদিগের সহিত সুখসম্ভোগে রত। যাহাতে অগ্রমহিষীই সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' অনন্তর একদিন তিনি অগ্রমহিষীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি, আমি আপনার নিকট একমুষ্টি অন্নও পাই না, আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং এমন নিষ্ঠুর হইয়াছেন?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকেও দিতাম। আমি যখন নিজেই কিছু পাই না, তখন আপনাদিগকে কি দিতে পারি? রাজা এখন আমাকে কি দিয়া থাকেন, বলুন ত। বনবাস হইতে ফিরিবারকালে পথে একটা পর্ব্বত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই পর্ব্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমায় ইহার কিঞ্চিৎ দান করিবেন কি না? এই উত্তরে আপনাদের রাজা বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমায় কিছুই দিব না।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" অগ্রমহিষী বলিলেন, "কেন পারিব না?" "বেশ কথা, আমি রাজার নিকটে থাকিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি এই সব কথা বলিবেন।" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বেশ বাবা, তাহাই করিব।"

অতঃপর অগ্রমহিষী যখন রাজাকে প্রণাম করিতে গিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যে, আমরা আপনার নিকট কিছুই পাই না।" অগ্রমহিষী বলিলেন, "বাবা আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকেও কিছু কিছু দিতাম। আপনাদের রাজাই বা আমাকে এখন কি দিয়া থাকেন? আমরা যখন বন হইতে ফিরিতেছিলাম, তখন পথে একটা পর্ব্বত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "আর্য্যপুত্র, এই পর্ব্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমাকে ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন ত?' ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কে তুমি? তোমায় কিছুই দিব না।' বিবেচনা করিয়া দেখুন ত, সামান্য মুখের কথায়, যাহা তিনি অক্লেশে দান করিতে পারিতেন, তাহাও তিনি দিতে পারেন নাই!" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথায় এই বৃত্তান্ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন :

মুখের কথায় মাত্র হয় যে সহজ দান,
তাহাও আমাকে ইনি কভু নাহি দিতে চান।
পর্ব্বত তোমায় দিনু, শুধু এই কটী কথা
মুখে না সরিল এঁর পাইনু হৃদয়ে ব্যাথা।
মুখের কথায় দান যে জন করিতে নারে,
অন্য দান তার কাছে কি পাইতে পারে?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

করিতে পারিবে যাহা কর তা স্বীকার;
অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার।
অস্বীকার করি যে না করে সম্পাদন,
মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।

ইহা শুনিয়া রাণী কৃতাঞ্জলিপুটে তৃতীয় গাথা বলিলেন :

পাইলা অশেষ দুঃখ অরণ্যে যখন,
সত্যের সেবায় রত ছিল তব মন।
সত্যধর্ম্মে দৃঢ়মতি তব, নরপতি;
সত্যের প্রভাবে তুমি লভিবে সদ্গতি।

মহিষীর মুখে রাজার এইরূপ গুণগান শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথায় মহিষীর গুণকীর্ত্তন করিলেন :

দুর্দ্দিনে সহাস্যে পরি তপস্বিনী-বেশ
সহিলেন স্বামীসহ বনবাস-ক্লেশ,
উদিল সৌভাগ্যসূর্য্য যখন আবার,
স্বামীর সুখেতে যাঁর আনন্দ অপার;
তিনিই পরমা ভার্য্যা, রমণী-রতন,
সর্ব্বাংশে সদৃশী পত্নী তোমার, রাজন!

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আপনার যখন দুঃখের দিন ছিল, তখন ইনি সেই দুঃখের ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন; অতএব ইহার সমুচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য।" বোধিসত্ত্বের কথায় মহিষীর গুণগ্রাম রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল; তিনি বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার বচনে এখন দেবীর গুণের কথা আমার মনে পড়িয়াছে।" অনন্তর তিনি মহিষীকে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের অধিকার দান করিলেন। "আপনার দয়াতেই রাণীর গুণের কথা আমার স্মরণ হইয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্বকেও তিনি প্রচুর উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই ভূস্বামী ছিল বারাণসীর রাজা; এই উপাসিকা ছিলেন সেই রাজমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞এই জাতকের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের পটুভক্ত-জাতক (২২৩) তুলনীয়।

----

৩২১. কুটী-দূষক-জাতক

[এক দহর ভিক্ষু স্থবির মহাকাশ্যপের পর্ণশালা পোড়াইয়া দিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অস্থিতিকালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ঘটনা রাজগৃহে হইয়াছিল। তখন নাকি মহাকাশ্যপ রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী অরণ্যকুটিকায় বাস করিতেছিলেন। দুইজন দহর ভিক্ষু তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত। তাহাদের একজন স্থবিরের উপকারক, অপর জন দুবৃর্ত্ত[১] ছিল। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের সেবার জন্য যখন যাহা করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাহা যেন সে নিজেই করিয়াছে এইরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিত। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের মুখ ধুইবার জল আনিয়া রাখিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রমাণ করিয়া বলিত, "ভদন্ত জল রাখা হইয়াছে, আপনি মুখ ধুন" প্রথম ব্যক্তি যথাকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পরিবেণের চারিদিক ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু স্থবিরের যখন বাহিরে আসিবার সময় হইত, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে সেখানে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া দেখাইত যে, সে যেন নিজেই ঝাঁট দিতেছে।

একদিন সুবৃত্ত দহর ভাবিল, 'এই দুর্ব্বৃত্ত, আমি যাহা করি, তাহা নিজের কাজ বলিয়া প্রতিপাদন করে; ইহার শঠতা ধরাইয়া দিতেছি।' অনন্তর দুর্ব্বৃত্ত একদিন গ্রাম হইতে ভোজনান্তে ফিরিয়া নিদ্রিত হইলে সুবৃত্ত স্থবিরের স্নানের জল গরম করিয়া পিছনের কুঠরীতে রাখিয়া দিল এবং একনালি[২] মাত্র জল উনানে চাপাইয়া রাখিল। এদিকে দুর্ব্বৃত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে গিয়া দেখিল জল হইতে বাষ্প উঠিতেছে। সে ভাবিল, অপর ভিক্ষু জল গরম করিয়া স্নানের ঘরে রাখিয়াছে; এবং তাড়াতাড়ি স্থবিরের নিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, স্নানের ঘরে গরম জল রাখা হইয়াছে; আপনি স্নান করুন।" স্থবির বলিলেন, "আচ্ছা, স্নান করিতেছি।" কিন্তু তাহার সহিত স্নানের ঘরে গিয়া তিনি গরম জল দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "জল কোথা?" তখন দুর্ব্বৃত্ত ছুটিয়া অগ্নিশালায় গেল এবং শূন্যপ্রায় পাত্রে যে অল্প জল গরম হইতেছিল, তাহার মধ্যে ওড়ং নামাইয়া দিল। শূন্যপাত্রের তলে ওড়ং লাগায় ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। তদবধি লোকে এই দুর্ব্বৃত্তকে "উদঙ্কশব্দক" এই আখ্যা দিল।

এদিকে দ্বিতীয় দহর ভিক্ষু তখনই পিছনের কুঠরী হইতে জল আনিয়া স্থবিরকে স্নান করিতে অনুরোধ করিল। স্থবির উদঙ্কশব্দকের দুর্ব্বৃত্ততা বুঝিতে

---

[১]। মূলে 'দুব্বত্তো' এই পদ আছে। 'বত্তং = ভিক্ষুদিগের চতুর্দ্দশবিধ কর্ত্তব্য। দুব্বত্ত = যে এই সকল কর্ত্তব্যে অবহেলা করে। অপর ভিক্ষু এই জাতকে 'বত্তসম্পন্ন' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

[২]। নালি = প্রস্থ = ৪ কুড়ব = ৯৬ তোলা।

পারিলেন; সে যখন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, শ্রমণের পক্ষে স্বকৃত কর্ম্মকেই নিজে করিয়াছি, ইহা বলা উচিত; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তিনি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যাবাদী হন। অতএব এখন হইতে তুমি এরূপ অবৈধ আচরণ করিও না।" ইহাতে উদঙ্কশব্দক এত ক্রুদ্ধ হইল যে, পরদিন সে স্থবিরের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় গেল না। স্থবির সে দিন অন্য একজনকে লইয়া ভিক্ষায় গেলেন। এদিকে উদঙ্কশব্দক স্থবিরের একজন ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "স্থবির কোথায়?" উদঙ্কশব্দক বলিল, "তিনি বিহারেই আছেন; তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" "তাঁহার জন্য কি কি দ্রব্য চাই?" "অমুক দ্রব্য দিন," ইহা বলিয়া উদঙ্কশব্দক ঐ সকল দ্রব্য লইয়া নিজের রুচিমত এক স্থানে গেল এবং সেখানে সমস্ত ভোজন করিয়া বিহারে ফিরিল।

ইহার পরদিন স্থবির নিজে ঐ বাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিলেন। বাড়ীর লোকেরা বলিল, "আপনার অসুখ করিয়াছে? আপনি না কি কাল বিহারেই ছিলেন? আমরা অমুক দহর ভিক্ষুর হাতে আপনার জন্য ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলাম। আপনি তাহা আহার করিয়াছিলেন ত?" স্থবির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; তিনি আহারান্তে বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যাকালে যখন উদঙ্কশব্দক তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ শ্রামণের, অমুক গ্রামের অমুক বাড়ীতে গিয়া তুমি জানাইয়াছিলে, আমার জন্য এই এই দ্রব্য চাই; কিন্তু শেষে নাকি তুমি সেই সমস্ত দ্রব্য নিজেই ভোজন করিয়াছিলে? ভিক্ষুর পক্ষে এরূপ বাগ্‌বিজ্ঞাপ্তি[১] নিতান্ত অসঙ্গত; সাবধান আর কখনও এরূপ অনাচার করিও না।" ইহাতে উদঙ্কশব্দক স্থবিরের প্রতি অতিমাত্র জাতক্রোধ হইল। সে ভাবিল, এই স্থবিরটা কাল একটু জলের জন্য আমার সহিত কলহ করিয়াছে। এখন আবার, গত কল্য ইহার ভক্তের বাড়ীতে যে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কলহ করিতেছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, ইহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য। অনন্তর পরদিন যখন স্থবির ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন সে মুদ্‌গর লইয়া সমস্ত ভোজন পাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং পর্ণশালাখানি দগ্ধ করিয়া পালাইয়া গেল। এই পাপিষ্ঠ যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন নরলোকেই প্রেতের ন্যায় বাস করিত; সে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অবীচি মহানরকে পুনজন্ম প্রাপ্ত হইল। তাহার অনাচারের কথাও লোকসমাজে প্রকাশ পাইল।

একদিন রাজগৃহের কতিপয় ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। তাঁহারা

---

[১]। ভিক্ষুরা গৃহস্থের দ্বারদেশে কেবল দাঁড়াইবেন; কখনও বাক্যে বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রার্থনা জানাইবেন না।

ভিক্ষুদিগের সাধারণ শালায় পাত্রচীবর রাখিয়া শাস্তার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহাদিগকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভদন্ত, আমরা রাজগৃহ হইতে আসিতেছি।" "সেখানে এখন কোন আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন?" "স্থবির মহাকাশ্যপ।" "কাশ্যপ ভাল আছেন ত?" তিনি সুখে আছেন বটে; কিন্তু তাঁহার এক সার্দ্ধবিহারিক তাঁহার উপদেশ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ণশালা পোড়াইয়াছে ও পলায়ন করিয়াছে" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এরূপ মূর্খের সংসর্গে না থাকিয়া কাশ্যপের পক্ষে একাকী থাকাই ভাল ছিল।" ইহা বলিয়া তিনি ধর্ম্মপদের[১] নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

ধর্ম্মপথে যবে তুমি কর বিচরণ,
সাবধানে করিবে সঙ্গীর নির্ব্বাচন।
সদৃশ তোমার মিলে, কিংবা শ্রেষ্ঠ গুণে
তাঁহার(ই) সংসর্গ তুমি খুঁজিবে যতনে!
না পাইলে হেন জন একাকী থাকিবে;
মূর্খের সংসর্গ তবু সর্ব্বদা ত্যজিবে।

ইহার পর শাস্তা পুনর্ব্বার সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, এই কুটীরদাহক যে কেবল এ জন্মেই উপদেষ্টার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শৃঙ্গিল বিহঙ্গযোনিতে[২] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে নিজের মনোমত এক কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কুলায় এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম-ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল; তাহাতে এক মর্কট এমন কাতর হইয়াছিল যে, শীতে তাহার দাঁত দুপাটি ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। এই অবস্থায় সে গিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবারকালে প্রথম গাথা বলিলেন :

---

[১]। বালবর্গ-৬১।

[২]। শৃঙ্গিল বিহঙ্গ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠান্তর 'সহিল'। কিন্তু ইহারও অর্থ বুঝা যায় না।

হস্ত, পাদ আর মস্তক তোমার, মানুষের মত দেখিবারে পাই;
তবে কি কারণ, বল হে, বানর, থাকিবার তব স্থান কোন নাই?

ইহা শুনিয়া বানর দ্বিতীয় গাথা বলিল :

হস্ত, পাদ আর মস্তক আমার মানুষের মত সত্যই, শৃঙ্গিল;
মানুষের যাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার, সেই প্রজ্ঞা কিন্তু বিধি নাহি দিল।

তখন বোধিসত্ত্ব অপর গাথা দুইটি বলিলেন :

লঘুচেতা, সদা চিত্ত অস্থির যাহার,
অনিষ্ট-ঘটনে যার আনন্দ অপার,
সর্ব্বদা চঞ্চলমতি, হেন অভাগার
ভাগ্যে সুখভোগ, বল হবে কি প্রকার?
ত্যজ নিজ কুস্বভাব, করিয়া যতন
কর চেষ্টা হইবারে শীলপরায়ণ;
তা হ'লে অচিরে করি কুলায় নির্ম্মাণ
শীত-বাত হ'তে তুমি পাবে পরিত্রাণ।

ইহা শুনিয়া মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল 'পাখীটি এমন কুলায়ে বসিয়া আছে যে, তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল যাইতে পারিতেছে না। সেইজন্যই এ আমাকে ঘৃণার সহিত এইরূপ বলিতেছে। আচ্ছা, আমি ইহাকে এই সুখের বাসায় আর থাকিতে দিতেছি না।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য লাফ দিল; বোধিসত্ত্ব উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন; মর্কট তাঁহার কুলায় ভাঙ্গির ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল।

[**সমবধান :** তখন এই পর্ণশালাদাহক ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শৃঙ্গিল-বিহঙ্গ]

☞পঞ্চতন্ত্র ১/১৮/ অস্থানে উপদেশ দেওয়া মূর্খতার কাজ, ইহা শিক্ষা দেওয়া পঞ্চতন্ত্রকারের উদ্দেশ্য কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে।

---

৩২২. দদ্দভ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তীর্থিকদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তীর্থিকেরা নাকি জেতবনের পুরোভাগে নানা স্থানে কণ্টকময়

---

[১]। প্রথম গাথার প্রথম শব্দ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। দদ্দভ = ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ।

শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শুইয়া থাকিত, পঞ্চাগ্নি[১] সাধন করিত এবং আরও নানাপ্রকার মিথ্যা তপস্যা করিত। একদা বহুসংখ্যক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যা করিয়া জেতবনে ফিরিবার সময়ে এই মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া শাস্তার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন, তীর্থিক শ্রমণদিগের এইরূপ তপশ্চরণে কোন সুফল আছে কি?" শাস্তা বলিলেন, "তীর্থিয়দিগের এই সমস্ত কঠোর-ব্রতে কোন সুফল বা বিশিষ্ট গুণ নাই। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, ভালরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এইরূপ তপশ্চরণ মলস্তূপের উপরিস্থ রত্ন-সদৃশ, কিংবা শশকশ্রুত ধুপ্‌ধাপ্‌-শব্দসদৃশ।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত 'ধুপ্‌ধাপ্‌-শব্দসদৃশ' কি, তাহা আমরা জানি না। দয়া করিয়া বলুন।" তাঁহাদের প্রার্থনায় শাস্তা তখন সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর এক অরণ্যে বাস করিতেন। তখন পশ্চিম সমুদ্রের তটে এক বন ছিল; তাহাতে অনেক বিল্ব ও তালবৃক্ষ জন্মিয়াছিল। একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারা উঠিয়াছিল। একটা শশক তাহার তলে বাস করিত। সে এক দিন চরিয়া স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তালপর্ণের নিম্নে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই পৃথিবীটার যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় থাকিব।' সেই সময়ে একটা বিল্বফল তালপত্রের উপরে পতিত হইল। শশক সেই শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'তাই ত, পৃথিবীর নিশ্চয় ধ্বংস হইতেছে!' সে এক লম্ফে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল না। সে মরণ ভয়ে অতি বেগে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, আর একটা শশক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, তুমি এত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন?" সে উত্তর দিল, "ভাই আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না।" তখন অপর শশকও "ভাই কি হইয়াছে" বলিতে বলিতে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রথম শশক তখন একটু থামিল, কিন্তু পশ্চাতে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিল, "ভাই পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় শশকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন আরম্ভ করিল। অতঃপর আর একটা শশক তাহাকে দেখিল, আর একটা শশক আবার শেষেরটাকে দেখিল, এইরূপ শত সহস্র শশক একত্র হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে এক মৃগ, এক শূকর, এক গোকর্ণ[২], এক মহিষ, এক গবয়, এক গণ্ডার, এক ব্যাঘ্র, এক সিংহ ও এক হস্তী তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়নের হেতু

---

[১]। চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড এবং মস্তকোপরি সূর্য্য রাখিয়া তপস্যা।

[২]। এক জাতীয় বৃহৎ হরিণ।

জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে, তখন তাহারাও পলায়নপর হইল। শেষে ক্রমে এত ইতর প্রাণী একসঙ্গে সম্মিলিত হইল যে, তাহারা একযোজন পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া ছুটিতে লাগিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই পশুসঙ্ঘকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যখন শুনিলেন পৃথিবীর ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'পৃথিবীর ত কখনও ধ্বংস হইতে পারে না; ইহারা নিশ্চিত কোন শব্দ শুনিয়া একে আর ভাবিয়াছে; আমি সবিশেষ চেষ্টা না করিলে ইহারা সকলেই বিনষ্ট হইবে। ইহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সিংহবেগে তাহাদের পুরোভাগে গিয়া পর্ব্বতপাদে দাঁড়াইলেন এবং তিনবার সিংহনাদ করিলেন। পশুরা সিংহভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থামিল এবং একসঙ্গে গা ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইল। বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদের মাঝখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা পলাইতেছ কেন?" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে বলিয়া।" "পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে, ইহা কে দেখিল?" "হস্তীরা বলিতে পারে।" বোধিসত্ত্ব তখন হস্তীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না; সিংহেরা বলিতে পারে।" সিংহেরা বলিল, "আমরা জানি না, ব্যাঘ্রেরা জানে।" ব্যাঘ্রেরা বলিল, "আমরা জানি না, গণ্ডারেরা জানে।" গণ্ডারেরা বলিল, "আমরা জানি না, গবয়েরা জানে।" গবয়েরা বলিল, মহিষেরা জানে।" মহিষেরা বলিল, "গোকর্ণেরা জানে।" গোকর্ণেরা বলিল, "শূকরেরা জানে।" শূকরেরা বলিল, "মৃগেরা জানে।" মৃগেরা বলিল, আমরা জানি না, শশকেরা জানে।" বোধিসত্ত্ব শশকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা "এই আমাদিগকে বলিয়াছে" বলিয়া প্রথম শশককে দেখাইয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ শশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত সৌম্য, সত্যই কি পৃথিবী ধ্বংস হইতেছে?" "হাঁ প্রভু, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" কোথায় থাকিয়া দেখিলে?" "সমুদ্রতীরে যে বেল ও তাল গাছের বন আছে, আমি সেখানে একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারার তলায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, পৃথিবীর যদি ধ্বংস হয় তবে কোথায় যাইব? ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীর-ধ্বংসের শব্দ শুনিয়া আমি পলাইয়াছি।"

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, নিশ্চয় সেই তালবৃক্ষের পত্রের উপর পক্ব বিল্বফল পড়ায় 'ধুপ্' শব্দ হইয়াছিল। এই শশকটা সেই শব্দ শুনিয়া, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে এই সিদ্ধান্ত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতেছি।' তিনি পশুসমূহকে আশ্বাস দিলেন এবং সেই শশককে সঙ্গে লইয়া বলিলেন, "এই শশক যে স্থানে দেখিয়াছে, সেখানে গিয়া জানিয়া আসিতেছি, প্রকৃতই পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে কি না। আমি যতক্ষণ না ফিরি,

ততক্ষণ তোমরা, যে যেখানে আছ, ঠিক সেইখানে থাক।” অনন্তর তিনি শশককে নিজের পৃষ্ঠে লইয়া সিংহবেগে লম্ফ দিতে দিতে সেই তালবনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তাহাকে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, “এস তুমি যে স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস হইতে দেখিয়াছ, আমাকে তাহা দেখাও।” “প্রভু আমার সাহসে কুলাইতেছে না।” ‘এস না, কোন ভয় নাই।” কিন্তু শশক কিছুতেই বিল্ববৃক্ষের নিকটে যাইতে পারিল না; সে অনতিদূরে থাকিয়া বলিল, “প্রভু, ঐ খানে ‘ধপ্’ শব্দ হইয়াছিল। অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

যেখানে বসতি করি, ‘ধপ্’ শব্দ শুনি;
কিসে যে করিল ‘ধপ্’ তাহা নাহি জানি।
ইহার অধিক কিছু বলিতে আমার
নাই সাধ্য; হোক, প্রভু মঙ্গল তোমার।

শশক এইরূপ বলিলে, বোধিসত্ত্ব বিল্ববৃক্ষমূলে গিয়া তালপত্রের নিম্নে শশকের শয়নস্থান এবং তালপত্রোপরি পতিত বিল্বফল দেখিয়া, পৃথিবীর যে ধ্বংস হইতেছে না, ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলেন, এবং শশককে পুনর্ব্বার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইয়া অতি শীঘ্র সিংহবেগে সেই পশুসঙ্ঘের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন, এবং তোমাদের কোন ভয় নাই’ এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। যদি তখন বোধিসত্ত্ব না থাকিতেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত প্রাণী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইত। বোধিসত্ত্বের জন্যই তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

‘ধপ্’ শব্দে বেল পড়ে তরুতলে; শশক চমকি উঠি
পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে ভাবি, অমনি পলাল ছুটি
শশকের বাক্যে অন্য যত মৃগ, সন্ত্রাসে উন্মত্ত মনে,
সত্য কিংবা মিথ্যা না বিচারি কেহ ধাইল তাহার সনে।
স্রোতাপত্তি-আদি কোন মার্গে যার জন্মে নাই কিছু জ্ঞান;
হেন পৃথগ্‌জন অন্যের বচনে কুপথে করে প্রয়াণ।
অন্ধবৎ তারা; পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি স্থাপন
ভ্রমে যে সে পথে; সত্য মিথ্যা নিজে নাহি করে নিরূপণ।
শীল-প্রজ্ঞাবান, জিতেন্দ্রিয়, ধীর, সংযমী, বিরাগী যাঁরা
পরের বুদ্ধিতে প্রত্যয় স্থাপন কভু না করেন তাঁরা।

(এই তিনটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা)।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

---

৩২৩. ব্রহ্মদত্ত-জাতক

[শাস্তা আটবীর নিকটস্থ অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটীকার-শিক্ষাপদসম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মণিকণ্ঠজাতকে (২য় খণ্ড, ২৫৩) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা বহু যাচঞা ও বহু বিজ্ঞাপ্তি দ্বারা[২] ভিক্ষোপার্জ্জন কর, ইহা প্রকৃত কি?" ভিক্ষুরা আপনাদের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রাচীনকালে কোন ভূপতি পণ্ডিতদিগকে স্ব স্ব ইচ্ছামত দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা একতল পাদুকাযুগল চাহিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু লজ্জাবশত এবং পাপের আশঙ্কায় উপস্থিত লোকসমূহের সমক্ষে মুখ ফুটিয়া একটীও কথা বলেন নাই, গোপনে আপনাদের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে কাম্পিল্যরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে পঞ্চালবংশীয় এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক নিগমগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তে গমন করেন। সেখানে তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমুল সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেন।

হিমবন্তে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে আসিলেন এবং একদা উত্তর পঞ্চাল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পরদিন তিনি ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহার চালচলন দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে লইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলেন; সেখানে তাঁহাকে রাজকীয় খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি সেই উদ্যানেই বাস করিবেন, এই অস্বীকার করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব এই সময় হইতে নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষা শেষ হইলে হিমবন্তে ফিরিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'পথ চলিতে হইলে

---

[১]। সূত্রবিভঙ্গ ৬।১। কুটী—কুটীর। ভিক্ষুদিগকে কুটীর নির্ম্মাণার্থে যে উপদেশ পালন করিতে হইবে, তাহাকে কুটীকার-শিক্ষাপদ বলা যায়। ২য় খণ্ডের মণিকণ্ঠ-জাতকের (২৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তু ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। বিজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে কুটীদূষক-জাতকের (৩২১) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আমাকে একতল পাদুকা[১] ও একটা পাতার ছাতা যোগাড় করিতে হইবে। রাজার কাছে এই দুই দ্রব্য চাহিব।' অনন্তর একদিন রাজা গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'এখন পাদুকা ও ছাতা চাহিব, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, 'দেও বলিয়া যাচঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা; যাহার নিকট কোন দ্রব্য যাচঞা করা যায়, সে যদি বলে, আমার ইহা নাই, তাহা হইলে সেও এক প্রকার ক্রন্দনই করে। এত লোকের সমক্ষে আমি এইভাবে ক্রন্দন করিব এবং মহারাজ অতি ক্রন্দন করিবেন, ইহা হইতে দিব না। অতএব কোন নিভৃত স্থানে মহারাজকে একাকী পাইলে দুই জনেই নীরবে গোপনে ক্রন্দন করিব।'

ইহা স্থির করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে কিছু গোপন-কথা আছে।" ইহা শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাচঞা করিলে রাজা যদি না দেন, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হইবে। অতএব যাচঞা করিবই না।' ইহার ফলে সে দিন তিনি প্রার্থিতব্য দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ যান; শেষে দেখা যাইবে, কি বলিব।"

ইহার পর আর এক দিনও রাজা উদ্যানে আসিলে, বোধিসত্ত্ব উক্ত কারণে তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া যাচঞা করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে এইরূপে একে একে বার বৎসর কাটিয়া গেল। তখন রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী সর্ব্বদাই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন-কথা আছে, কিন্তু লোকজন যখন চলিয়া যায়, তখনও কিছুমাত্র বলিতে ইহাঁর সাহসে কুলায় না। গোপনে বলিবার ইচ্ছা লইয়াই ইনি বার বৎসর কাটাইলেন। হয়ত চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এখন ভোগবাসনায় ইহাঁর মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এবং রাজত্ব প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাজত্বের নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছেন না বলিয়া নীরব থাকিতেছেন। আজ ইনি রাজ্যাদি যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। সে দিনও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন-কথা আছে।" কিন্তু যখন রাজপুরুষেরা এ কথা শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, তখন তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন রাজা বলিলেন, "আপনি এই বার বৎসর কাল প্রায় প্রতিদিনই বলেন, আমার সঙ্গে গোপন-কথা আছে;

---

[১]। ভিক্ষুদিগের জুতার তলা একখানা চামড়ার। তবে অপরে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, এমন জুতার তলা দুইখানা চামড়ার হইলেও তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। তিলমুষ্টি-জাতক (২৫২) দ্রষ্টব্য।

কিন্তু গোপনে বলিবার সুবিধা পাইয়াও আপনি কিছুই বলিতে পারেন না। আমি আপনাকে রাজ্যাদি সমস্তই দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যাহা অভিপ্রায় করেন, নির্ভয়ে বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি যাহা চাহিব, আপনি তাহাই দিবেন ত?" "হাঁ ভদন্ত, তাহাই দিব।" "মহারাজ পথ চলিবার জন্য আমার একতল পাদুকা ও একটা পর্ণচ্ছত্র আবশ্যক। "এই বার বৎসরকালে আপনি এই দুইটি মাত্র দ্রব্য চাহিতে পারেন নাই!" "হাঁ মহারাজ, এই দুইটি মাত্র দ্রব্য চাহিতেই বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।" "এইরূপ ঘটিবার কারণ কি?" "মহারাজ, 'আমায় ইহা দিন' এই বলিয়া যাচঞা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা। আবার যদি কেহ তাহা দিতে না পারিয়া বলেন, 'ইহা আমার নাই', তাহা হইলে তিনিও ক্রন্দন করেন বলিতে হইবে। আপনার নিকট যাচঞা করিলে আপনি যদি না দিতেন, তাহা হইলে বহুলোকের সমক্ষে আপনার ও আমার, উভয়েরই রোদন করা হইত। যাহাতে তাহারা এ দৃশ্য দেখিতে না পায়, এইজন্যই আমি গোপনে বলিতে চাহিয়াছিলাম।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটি গাথা বলিলেন :

যাচঞার দ্বিবিধ ফল করি নিবেদন :
অলাভ অথবা বহুলাভ-সঙ্ঘটন।
যাচঞায়, ক্রন্দনে আর ভেদ কোন নাই;
যাচিত যে, যদি নাহি থাকে তার ঠাঁই,
চাই যাহা, নাই কথা মুখে আনা তার
ক্রন্দনসমান; দেখ করিয়া বিচার।
পঞ্চালের প্রজা পাছে পায় দেখিবারে
ক্রন্দন করিতে, ভূপ, তোমারে, আমারে,
এই ভয়ে ইচ্ছা মোর হয়েছিল মনে,
নিজের প্রার্থনা আমি জানাব গোপনে।

রাজা বোধিসত্ত্বের এই গৌরব-লক্ষণ দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিবার সময় এই গাথা বলিলেন :

পুঙ্গবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম, গ্রহণ করুন আপনি।
সাধু যিনি তাঁর সাধুকে সেবিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে?
শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিষয়ভোগ চাই না; আমি যাহা চাই, তাহাই আমায় দিন।" অনন্তর একতলিক পাদুকা এবং পর্ণচ্ছত্র গ্রহণপূর্ব্বক তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত শীলরক্ষক ও উপোসথ-পালক হইতে উপদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাকে থাকিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা না

শুনিয়া হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩২৪. চর্ম্মশাটক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চর্ম্মশাটক-নামক এক পরিব্রাজকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিবাসন ও প্রাবরণ[১] উভয়ই চর্ম্মনির্ম্মিত ছিল। ইনি একদিন পরিব্রাজকারাম হইতে বাহির হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং যেখানে ভেড়ার লড়াই হইত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটা ভেড়া তাঁহাকে দেখিয়া ঢুসা মারিবার জন্য পিছনে হঠিয়া গেল। পরিব্রাজক ভাবিলেন, মেষ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে; কাজেই তিনি নিজে হঠিয়া গেলেন না। তখন মেষ মহাবেগে ছুটিয়া তাঁহার উরুদেশ এমন প্রহার করিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন। কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া এই ব্যক্তি দুঃখ পাইলেন, এই সংবাদ ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকটিত হইল। ভিক্ষুরা এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ, ভাই, চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক কল্পিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া বিনষ্ট হইলেন।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ‘দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি কল্পিত সম্মানের লোভে মারা গিয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন এক চর্ম্মশাটক পরিব্রাজক বারাণসীতে শিক্ষা করিবারকালে মেষদিগের যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সে মেষকে প্রথমে হঠিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, পশুটা তাহাকে সম্মান দেখাইতেছে। এই বিশ্বাসে সে নিজে হঠিল না,—স্থির করিল, ‘এই বিশাল নরলোকে, দেখিতেছি, কেবল এই মেষটাই আমার গুণ বুঝিতে পারিয়াছে।’ সে মেষটার অভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া এই গাথাটি বলিল :

---

[১]। অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস।

চতুষ্পদকুলে তুমি শ্রেষ্ঠ, মেষবর;
যেমন চরিত্র তব, রূপ মনোহর।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের রাখিলে সম্মান;
ধন্য তুমি! নাহি কেহ তোমার সমান।

তখন বণিক বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজককে নিষেধ করিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

ক্ষণকাল মাত্র দেখি, শুনহে ব্রাহ্মণ
করো না এ চতুষ্পদ বিশ্বাস স্থাপন।
অতি বলে প্রহার করিবে, এ ইচ্ছায়
মেষগণ প্রথমে পশ্চাতে হঠি যায় ।
যদি না এখনি কর পলায়ন,
দারুণ প্রহারে নষ্ট হইবে জীবন।

পণ্ডিত বণিক এই কথা বলিতে না বলিতেই মেষটা মহাবেগে আসিয়া পরিব্রাজকের "উরুদেশে প্রহারপূর্ব্বক তাহাকে ধরাশায়ী করিল। সে ভূতলে পড়িয়া থাকিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল।

[শাস্তা তদবস্থা বর্ণনা করিবার জন্য এই তৃতীয় গাথা বলিলেন :

'ভাঙ্গিয়াছে উরু, ভিক্ষাপাত্র মোর গড়াগড়ি যায়,
সর্ব্বস্ব-বিনাশ হইল আমার কি বলিব হায়!
দুই বাহু তুলি এইরূপে বিপ্র করিছে ক্রন্দন;
এস শীঘ্র সবে; না রক্ষিলে তারে মরিবে ব্রাহ্মণ।]

পরিব্রাজক চতুর্থ গাথা বলিল :

মেষের প্রহারে আজ আমার যেমন
ভূতলে পড়িয়া, হায়, ঘটিল মরণ।
অপূজ্যেরে পূজা করে যেই মূঢ়মতি,
তাহারও ঘটিবে ভাগ্যে এরূপ দুর্গতি।

এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সেই পরিব্রাজক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[**সমবধান :** এই চর্ম্মশাটক ছিল সেই চর্ম্মশাটক; এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক।]

---

৩২৫. গোধা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (জাতক ১২৮, ১৩৮ ইত্যাদি)। উপস্থিত প্রসঙ্গে ভিক্ষুরা সেই ভণ্ডকে শাস্তার নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, এই সেই ভণ্ড ভিক্ষু।" শাস্তা উত্তর দিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ডামি করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোধা-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বলিষ্ঠদেহ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অবিদূরে এক দুঃশীল তাপসও পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব চরিতে চরিতে একদিন সেই পর্ণশালা দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই কুঠীর নিশ্চয় কোন শীলসম্পন্ন তপস্বীর হইবে।' তিনি সেখানে গমন করিলেন এবং তাপসকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। একদিন তপস্বীর কোন শিষ্যগৃহে অতি উৎকৃষ্ট রসনাতৃপ্তিকর মাংস প্রস্তুত হইয়াছিল। তাপস তাহা আহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি মাংস?" শিষ্যেরা বলিল, "ইহা গোধামাংস।" তাপস রসনাতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া স্থির করিল, 'আমার আশ্রমে নিয়ত যে গোধা আসিয়া থাকে, তাহাকে মারিয়া যথারুচি পাক করিব ও খাইব।' অনন্তর সে ঘৃত, দধি, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে গেল এবং বোধিসত্ত্বের আগমন-প্রতীক্ষায়, নিজের কাষায়বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গার লুকাইয়া রাখিয়া পর্ণশালাদ্বারে অতীব শান্তশিষ্টভাবে বসিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব সে দিন আশ্রমে গিয়া সেই দুষ্টেন্দ্রিয়সম্পন্ন তাপসকে দেখিয়াই ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি বোধ হয় আমার সজাতির মাংস খাইয়াছে, অতএব ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।' তিনি ভণ্ড তাপসের অধোবাত স্থানে গিয়া তাহার শরীরগন্ধ অনুভব করিলেন এবং সে যে গোধামাংস খাইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইয়া আর তাহার নিকটে গেলেন না; সেখান হইতেই প্রতিবর্ত্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে আসিলেন না দেখিয়া তাপস মুদ্গার নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের শরীরের উপর না পড়িয়া লাঙ্গুলের প্রান্তে লাগিল। তাপস বলিল, "যা, আমার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই বলিয়া বাঁচিয়া গেলি।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি তোমার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম বটে; কিন্তু তুমি ত চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না?" অনন্তর তিনি পলায়ন করিয়া সেই আশ্রমের চংক্রমণকোটিস্থ বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং বিবরান্তর দিয়া

মুখ বাহির করিয়া সেই তাপসের সহিত আলাপচ্ছলে দুইটি গাথা বলিলেন :

নাহি জানিতাম চরিত্র তোমার; ভাবিতাম তুমি সাধু সদাচার;
নিকটে তোমার গেনু সে কারণ; মুদ্গার প্রহারে বুঝিনু এখন
কপট তাপস তুমি দুরাশয়; ধার্ম্মিকের বেশে রয়েছ হেথায়।
রে পাপিষ্ঠ! তোর জটায় কি ফল? অজিন বসনে কি বা হবে বল?
অন্তরে মল যায় কি কখন করিলে কেবল বাহির-মার্জ্জন?

তাহা শুনিয়া কূটতাপস তৃতীয় গাথা বলিল :

এস গোধারাজ, ফিরিয়া এখানে; তুষিব তোমরা শালি-ভক্ত দানে।
পিপ্পলী, লবণ, জীরক, আর্দ্রক, তৈল আদি দ্রব্য মুখের রোচক।
আছে হেথা সব প্রভূত-প্রমাণ; নির্ভয়ে খাইয়া তুষ্ট কর প্রাণ।

তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :

লবণ, পিপ্পলী খাইলে তোমার অহিত নিশ্চিত ঘটিবে আমার।
প্রবেশিব তাই বল্মীক ভিতর; পাব সেথা শত শত সহচর।

এই গাথা শুনাইয়া বোধিসত্ত্ব তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "রে কূট জটাধারিন, তুই যদি এখানে থাকিস্ তাহা হইলে আমি যে যে গ্রামে চরিতে যাই, সেই সকল গ্রামের মানুষদিগকে বলিব, তুই বেটা চোর। তোকে ধরাইয়া দিব এবং তোর সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যদি ভাল চাস্ তবে শীঘ্র পলাইয়া যা।" ইহাতে সেই ভণ্ড জটাধারী সেস্থান হইতে পলায়ন করিল।

[**সমবধান :** তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূটতাপস; এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

☞এই আখ্যায়িকার সহিত প্রথম খণ্ডের বিড়াল-জাতক (১২৮) ও গোধা-জাতক (১৩৮) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রোমক-জাতক (২৭৭) তুলনীয়।

---

৩২৬. কক্কারু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। দেবদত্ত যখন সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সহিত সেই সকল ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে দেবদত্তের মুখ হইতে উষ্ণরক্ত বাহির হইয়াছিল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলিয়া

---

[১]। কক্কারু এক প্রকার স্বর্গীয় পুষ্প। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ইহার কোন প্রতিশব্দ দেখা যায় না।

সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়াছিল; এখন পীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেখ কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাদী ছিল, এবং কেবল যে এ জন্মেই মিথ্যা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ দুঃখ পাইয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে অন্যতম দেবপুত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্তের সময়ে একবার বারাণসীতে এক মহা উৎসব হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নাগ, সুপর্ণ এবং দেবতারা পর্য্যন্ত বারাণসীতে গিয়া ভূতলে দাঁড়াইয়া এই উৎসব দেখিয়াছিলেন; ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন হইতে চারিজন দেবপুত্র কক্কারু-নামক দিব্য পুষ্পের শিরোমাল্য ধারণ করিয়া সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী সেই দিব্যপুষ্পের গন্ধে আমোদিত হইল; কাহারা এই সকল পুষ্প ধারণ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য লোকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেবপুত্রেরা দেখিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে খুঁজিতেছে। তাঁহারা রাজাঙ্গণ হইতে উৎপতনপূর্ব্বক দেবানুভাববলে আকাশে আসীন হইলেন। চারিদিকে অসংখ্য লোক সমবেত হইল এবং “আপনারা কোন দেবলোক হইতে আসিয়াছেন” এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উত্তর দিলেন, “আমরা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে আসিয়াছি।” “কি উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন?” “উৎসব দেখিবার জন্য।” “এগুলি কি পুষ্প?” “কক্কারু-নামক দিব্য পুষ্প।” “দেবগণ! দেবলোকে আপনারা অন্য পুষ্প ধারণ করিবেন; এগুলি আমাদিগকে দান করুন।” যাঁহারা মহানুভাব, এই দিব্য পুষ্প কেবল তাঁহাদেরই উপযুক্ত; মনুষ্যলোকে যাহারা নীচাশয়, দুষ্টমতি, দুঃশীল ও সদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, তাহারা ইহা পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু যে সকল মনুষ্যের অমুক অমুক গুণ আছে, তাহারা ইহা পাইতে পারে।” অনন্তর জ্যেষ্ঠ্য দেবপুত্র প্রথম গাথা বলিলেন :

কায়ে যে না করে কভু পরস্ব হরণ,
বাক্যে যে না করে কভু মিথ্যা উচ্চারণ,
সৌভাগ্যে প্রমত্ত কভু নাহি হয় যেই,
দিব্যপুষ্প ধারণের উপযুক্ত সেই।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, ‘আমার ত এসকল গুণের একটিও নাই; তথাপি মিথ্যা বলিয়া পুষ্পগুলি গ্রহণ ও পরিধান করি না কেন? তাহা হইলে

লোকে ভাবিবে, আমি পরম গুণবান।' অনন্তর আমর এই সমস্ত গুণ আছে' বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ্য দেবপুত্রের হস্ত হইতে পুষ্প লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং দ্বিতীয় দেবপুত্রের নিকটে পুষ্প চাহিলেন। দ্বিতীয় দেবপুত্র বলিলেন :

ধর্ম্মপথে চরি করে বিত্ত উপার্জ্জন,
অসাধু উপায়ে নাহি হরে পরধন।
মত্ত নাহি হয় যেবা ভোগের সময়,
দিব্যপুষ্প-ধারণের যোগ্য সেই হয়।

পুরোহিত এবারও "আমার এই সকল গুণ আছে" বলিয়া পুষ্পগুলি লইলেন ও পরিধান করিলেন, এবং তৃতীয় দেবপুত্রের নিকটে তাঁহার পুষ্পগুলি চাহিলেন। তৃতীয় দেবপুত্র বলিলেন :

কর্ত্তব্যপালনে চিত্ত সদা স্থির হয়,
(হরিদ্রাবর্ণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়,)[১]
স্থাপিয়া অচলা শ্রদ্ধা সাধুর বচনে,
শীল রক্ষা করে যেই সদা প্রাণপণে,
পাইলে সুস্বাদ দ্রব্য একা নাহি খায়,
এ মালা তাহার(ই) শুধু শিরে শোভা পায়।

পুরোহিত পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমার এই সমস্ত গুণ আছে।" তিনি পুষ্পগুলি লইয়া পরিধান করিলেন এবং চতুর্থ দেবপুত্রের নিকটে তাঁহার পুষ্পগুলি চাহিলেন। চতুর্থ দেবপুত্র বলিলেন :

সমক্ষে, পরোক্ষে কিংবা ভ্রমেও কখন
সাধুদের নিন্দাবাদ করেনা যে জন,
প্রতিজ্ঞাপালনে কভু কাতর যে নয়,
দিব্যপুষ্প-ধারণের যোগ্য সেই হয়।

"আমাতে এই সমস্ত গুণই আছে" বলিয়া পুরোহিত সে পুষ্পগুলিও গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন।

দেবপুত্রগণ এইরূপে পুরোহিতকে চারিটি শিরোমাল্যই দান করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহার পরেই পুরোহিতের অসহ্য শিরোবেদনা জন্মিল; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কেহ যেন তাঁহার মস্তক তীক্ষ্ণ শস্ত্রাগ্রদ্বারা মথিত কিংবা লৌহ যন্ত্রদ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। তিনি বেদনায় উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গড়াগড়ি দিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। লোকে

---

[১]। মূলে 'অহালিদ্দং চিত্তং' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, "হলিদ্দিরাগো বিয ন খিপ্পং ভিজ্জতি।

জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়েছে?" পুরোহিত বলিলেন, "আমাতে যে সকল গুণ নাই, সেগুলি আছে—এই মিথ্যা কথা বলিয়া দেবপুত্রগণের নিকট পুষ্প চাহিয়াছিলাম। আমার মাথা হইতে এইগুলি খুলিয়া লও।' লোকে মালাগুলি খুলিতে গেল, কিন্তু পারিল না; সেগুলি যেন লৌহপট্টদ্বারা তাঁহার মস্তকে বান্ধা রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইল। তখন লোকে পুরোহিতকে তুলিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া গেল। সেখানেও তিনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দুঃশীল বামণটা মারা যায়; এখন কি করিব বল।" অমাত্যেরা পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, পুনর্ব্বার উৎসবের ব্যবস্থা করা যাউক, তাহা হইলে দেবপুত্রেরা বোধ হয় আবার আসিবেন।" তদনুসারে রাজা পুনর্ব্বার উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। দেবপুত্রেরাও পুনর্ব্বার আসিলেন এবং রাজাঙ্গণে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন; তাঁহাদের পুষ্পগন্ধের সমস্ত নগরী আমোদিত হইল; বহুলোক সমবেত হইল; এবং দুঃশীল ব্রাহ্মণকে আনিয়া দেবপুত্রদিগের সম্মুখে উপুড় করিয়া শোওয়াইল। "আমার রক্ষা করুন বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেবপুত্রেরা বলিলেন, "তুমি দুঃশীল ও পাপরত; অতএব এই সকল পুষ্পধারণের যোগ্য নও। তুমি জানিয়া শুনিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে চাহিয়াছিলে। অতএব নিজের মিথ্যাবাক্যের ফলভোগ করিয়াছ।" সেই জনসঙ্ঘের সমক্ষে ব্রাহ্মণকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া দেবপুত্রেরা ব্রাহ্মণের মস্তক হইতে পুষ্পগুলি খুলিয়া লইলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে সদুপদেশ দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণ; দেবপুত্রদিগের মধ্যে একজন ছিলেন কাশ্যপ, একজন ছিলেন মৌদ্গাল্লায়ন, একজন ছিলেন সারিপুত্র, এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র।]

---

৩২৭. কাকবতী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই সময়ে উক্ত ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি?" "কামপ্রবৃত্তি।" "দেখ, রমণী-জাতি অরক্ষণীয়া; কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা

এক রমণীকে মহাসমুদ্রের মধ্যে শাল্মলিদ্রুহতটস্থ[১] দেবভবনে রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাকবতী নাম্নী অপ্সরাসদৃশী সুন্দরী রমণী বোধিসত্ত্বের অগ্রমহিষী ছিলেন। এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু কুণাল জাতকে (৫৩৬) সবিস্তর প্রদত্ত হইবে। এখানে কেবল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

ঐ সময়ে এক সুপর্ণরাজ মনুষ্যবেশে রাজার নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেন। তিনি ক্রমে কাকবতীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া একদিন তাঁহাকে লইয়া সুপর্ণলোকে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার সহবাসে সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া রাজা নটকুবের নামক গন্ধর্ব্বকে বলিলেন, "তুমি গিয়া কাকবতীর অনুসন্ধান কর।" নটকুবের অনুসন্ধান করিয়া এক সরোবরের তীরে সুপর্ণরাজকে দেখিতে পাইল, এরকবনে[২] শুইয়া রহিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন সেখান হইতে যাইবেন বুঝিল, তখন তাঁহার পালকের মধ্যে বসিয়া সুপর্ণভবনে গমন করিল। সেখানে সে কাকবতীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া আবার সেই সুপর্ণরাজের পালকের মধ্যে বসিয়া নরলোকে ফিরিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন রাজার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন নিজের বীণা লইয়া দ্যূতমণ্ডলের নিকট গিয়া রাজার সম্মুখে গীতচ্ছলে প্রথম গাথা বলিল :

প্রেয়সী আমার আছেন কোথায় জানি না ক আমি হায়!
এই মনোহর গাত্রগন্ধ তাঁর অনুমানে বুঝা যায়।[৩]
সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি তাঁরে; কিন্তু কোন দূরদেশে
না জানি আবদ্ধ রয়েছেন তিনি এবে মোর ভাগ্যদোষ।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

জম্বুদ্বীপ বেষ্টন করিয়া সুবিশাল
রয়েছে সাগর তুলি তরঙ্গ উত্তাল;

১। শাল্মলিদ্রুহ—সুমেরু পর্ব্বতস্থ একটী হ্রদ। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ শাল্মলিবনে সুপর্ণেরা বাস করে।

২। এরক—এক প্রকার তৃণ।

৩। সংসর্গহেতু সুপর্ণরাজের গাত্র হইতে কাকবতীর গাত্রগন্ধ নির্গত হইতেছে এই অভিপ্রায়।

কেবুক নামেতে মহানদী তার পর,
তারপর শাল্মলি-কানন মনোহর;
লঙ্ঘি সপ্ত পারাপার, বল, কি কৌশলে
শাল্মলি-কাননে তুমি প্রবেশ করিলে?

ইহা শুনিয়া নটকুবের তৃতীয় গাথা বলিলেন :

তোমারি সাহায্যে পার হই পারাবার,
তোমারি সাহায্যে নদী হইলাম পার;
সপ্ত সমুদ্রের পারে তুমিই লইলা;
শাল্মলি-কাননে তুমি তুলি দিলা।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ চতুর্থ গাথা বলিলেন :

ধিক্ মোরে, হায়, বুদ্ধি নাই মম; এ বিশাল দেহ জড়পিণ্ডসম।
নিজ বণিতার হয় যেই জার, তাহাকেই পৃষ্ঠে বহি বার বার!

অতঃপর সুপর্ণরাজ কাকবতীকে আনিয়া বারাণসীরাজকে দিলেন এবং নিজের আসা বন্ধ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নটকুবের এবং আমি ছিলাম বারাণসীর রাজা।]

---

৩২৮. অননুশোচনীয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক মৃতদার ভূস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি পত্নীবিয়োগের পর স্নানাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন ও কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তিনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেন; কিন্তু কুটীরে যেমন দীপ জ্বলে, তাঁহার অন্তঃকরণেও সেইরূপ স্রোতাপত্তিমার্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিরাজ করিতেছিল। একদিন শাস্তা প্রত্যুষকালে ত্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই শোকাপনোদনপূর্ব্বক ইহাকে স্রোতাপত্তিমার্গ দান করিতে পারিবে না; অতএব আমি ইহার আশ্রয় হইব।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি ভিক্ষাচর্য্যার পর আহার গ্রহণ করিলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া সেই ভূস্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ভূস্বামী প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে ভূস্বামী তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবশেন করিলেন। তখন শাস্তা

জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি নীরব রহিয়াছ কেন?" "ভদন্ত, আমার ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে; সেই শোকেই আমার মনে অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই।" "দেখ, উপাসক, যাহা ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে; তাহা ভাঙ্গিলে সে জন্য দুশ্চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পত্নীর মৃত্যুর পর, যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, ইহা মনে করিয়া দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

[এই আখ্যায়িকার অতীতবস্তু দশনিপাতে চুল্লবোধি-জাতকে (৪৪৩) বলা যাইবে। সংক্ষেপতঃ বৃত্তান্তটী এই :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই জাতকে মহাসত্ত্ব কুমার-ব্রহ্মচারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[১]

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি গৃহধর্ম্ম করিব না; আপনাদের মৃত্যুর পর প্রব্রাজক হইব।" কিন্তু মাতাপিতা যখন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এক সুবর্ণপ্রতিমা[২] গড়াইয়া বলিলেন, "যদি এইরূপ কুমারী পাই, তাহা হইলে বিবাহ করিব।"

বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সেই সুবর্ণ প্রতিমাকে একখানা আচ্ছাদিত যানে বসাইয়া অনেক লোকজন সঙ্গে দিয়া বলিলেন, "যাও, সমস্ত জম্বুদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যেখানে এই সুবর্ণপ্রতিমার অনুরূপা ব্রাহ্মণ কুমারী দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে এই প্রতিমার বিনিময়ে সেই কুমারীকে লইয়া আসিবে।" তখন এক পুণ্যবান সত্ত্ব ব্রহ্মালোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল সম্মিতভাষিণী।[৩] যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন এই কুমারীর বয়স ষোল বৎসর হইয়াছিল। তিনি পরমসুন্দরী, নয়নানন্দদায়িনী, অপ্সরাসদৃশী এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তাঁহারও মনে কখনও কুভাবের উদয় হয় নাই; তিনি এতদিন পরমব্রহ্মচারিনী-ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। যাহারা কাঞ্চন প্রতিমা লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল,

---

১। অর্থাৎ তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

২। সুবর্ণপ্রতিমার কথা কুশ-জাতকেও (৫৩১) দেখা যায়।

৩। মূলে 'সম্মিল্লভাসিনী'আছে। কিন্তু ইহার কোন অর্থ বুঝা যায় না।

একদিন তাহারা এই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামবাসীরা তাহা দেখিয়া বলিল, "এ যানে অমুক ব্রাহ্মণের কন্যা সম্মিতভাষিণী রহিয়াছে কেন?" প্রতিমানুযাত্রীরা ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিল এবং সম্মিতভাষিণীকে প্রার্থনা করিল। সম্মিতভাষিণী তাঁহার মাতাপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনাদের জীবনান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আমার গৃহধর্ম্ম পালন করিবার ইচ্ছা নাই।" তাঁহারা বলিলেন, "সে কি কথা?" তাঁহারা সুবর্ণপ্রতিমা গ্রহণ করিলেন এবং বহু অনুচর সঙ্গে দিয়া সম্মিতভাষিণীকে বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব ও সম্মিতভাষিণী, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাঁহারা এক গৃহে, এক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কখনও পরস্পরকে ব্রহ্মচর্য্য বিরোধিভাবে দেখিলেন না; দুইজন ভিক্ষু বা দুইজন ব্রহ্মচারী যেমন নির্দ্দোষভাবে একত্র বাস করেন, তাঁহারাও সেইরূপ বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক সম্মিতভাষিণীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে আমার কুলসম্পত্তি অশীতিকোটি প্রমাণ; তোমার পৈতৃক সম্পত্তিরও পরিমাণ অশীতিকোটি; তুমি এই সমস্ত লইয়া গৃহধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হও; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" সম্মিতভাষিণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনি প্রব্রজ্যা লইলে আমিও প্রব্রজ্যা লইব; আমি আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" 'তবে এস" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিলেন এবং লোকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহারা দুই জনই ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

হিমবন্তে এইরূপে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী একবার লবণাম্লাসেবনার্থ অবতরণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময়ে সুকুমারী পরিব্রাজিকা বিস্বাদ ও নানাবিধতণ্ডুলজাত মিশ্রভক্ত-গ্রহণবশত রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। উপযুক্ত ঔষধের অভাবে তিনি অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। একদিন ভিক্ষাচর্য্যার সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নগরের দ্বারে বহন করিয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে একটা ধর্ম্মশালায় একখানা ফলকের উপর তাঁহাকে শোওয়াইয়া নিজে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের ফিরিবার পূর্ব্বেই পরিব্রাজিকার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার অলৌকিক রূপদেখিয়া বহু লোকে শব বেষ্টনপূর্ব্বক রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ভিক্ষান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার

পত্নী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল বলিলেন, "যাহা ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিয়াছে, সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; সংস্কার মাত্রেরই এই গতি।" অতঃপর প্রশান্তমনে সেই ফলকের এক পার্শ্বে বসিয়াই তিনি ভিক্ষালব্ধ মিশ্র খাদ্য আহার ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। শবের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল লোক ছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে ছিলেন?" আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পাদপরিচারিকা ছিলেন।" ভদন্ত, আমরা শোক সংবরণ করিতে পারিতেছি না, রোদন ও পরিদেবন করিতেছি; আপনি কেন রোদন করিতেছেন না?" "ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইহাঁকে কিয়ৎপরিমাণে আমার বলিতাম; এখন পরলোকগতা হইয়াছেন; এখন ইনি ত আমার কেহই না। এখন ইনি অন্যের বশে পতিত হইয়াছেন; আমি কেন রোদন করিব?" সমস্ত লোকদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইবার জন্য অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :

ত্যজি দেহ পরলোকে গিয়াছেন যাঁরা,
জীবিতের তুলনায় অসংখ্য তাঁহারা।[১]
সেই অসংখ্যের দলে প্রেয়সী আমার
মিশিয়াছে; নাহি ফল ভাবনায় তার।
সস্মিতভাষিণী নাই; তবু, সে কারণ,
শোকে নাহি অভিভূত হয় মোর মন।
যে তোমারে ছাড়ি গেছে, তাহারই
কারন শোকে যদি অভিভূত হয় তব মন,
মৃত্যুবশে সদাগত দেখিয়া নিজেরে
শোকে অভিভূত হও কাজ কর্ম্ম ছেড়ে।
গৃহে স্থিত, সুখাসীন অথবা শয়ান,
অথবা পথেতে তুমি করিছ প্রয়াণ,—
যেখানেই যেইভাবে কাটাও সময়,
প্রতি নিমিষেতে তব হয় আয়ুঃক্ষয়।
দিন দিন আয়ুঃক্ষীণ হয় আমাদের;
আয়ুষ্কাল সমান নহে ত সকলের।

[১]। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও এই ভাব দেখা যায়। আলেকজাণ্ডারকে কিন্তু ভারতবর্ষীয় একজন সন্ন্যাসী ইহার বিপরীত বুঝাইয়াছিলেন। কাহাদের সংখ্যা অধিক, জীবিতদিগের বা মৃতদিগের,—আলেকজাণ্ডার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন, জীবিতদিগেরই সংখ্যা অধিক, কারণ মৃতদিগের ত কোন সত্তা নাই।

জীবিত দয়ার পাত্র; দুঃখের মোচন
করিতে তাদের হও যত্নপরায়ণ;
কিন্তু যারা মরিয়াছে, তাহাদের তরে
বৃথা কেন শোকে তব অশ্রুবিন্দু ঝরে?

এইরূপে চারিটি গাথার মহাসত্ত্ব অনিত্যতার ভাব বুঝাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। সমবেত লোকেরা পরিব্রাজিকার শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিল। বোধিসত্ত্ব হিমবন্তে গিয়া ধ্যান নিরত হইলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন রাহুলজননী ছিলেন সম্মিতভাষিণী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩২৯. কালবাহু-জাতক

[দেবদত্তের যখন ভিক্ষা, উপহার ও সম্মানপ্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়, তখন শাস্তা বেণুবন অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তথাগতের উপর অতি অন্যায়রূপে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রাণবধের জন্য ধানুক নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন দেবদত্ত নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায়ের কথা কাহারও অবিদিত রহিল না। তাঁহার জন্য নানা স্থানে নিয়ত যে ভক্তাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল, লোকে তাহা বন্ধ করিল; রাজাও তাঁহার মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। এইরূপে লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়া শেষে তিনি সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত উপহার-প্রাপ্তি ও সম্মানলাভের অভিলাষী হইয়া সমস্তই পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত লুপ্তলাভ ও হতমান হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :][১]

* * *

---

[১]। ইহার সহিত সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতকের (২৪১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু তুলনীয়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ধনঞ্জয়ের সময়ে বোধিসত্ত্ব শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাধ। তিনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এবং বৃহৎকায় ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। একদা এক ব্যাধ এই দুইটি পক্ষীকেই ধরিয়া বারাণসীরাজকে উপহার দিল। রাজা তাঁহাদিগকে সুবর্ণপিঞ্জরে রাখিলেন, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজা খাওয়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পানের নিমিত্ত শর্করামিশ্রিত জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের যথেষ্ট আদর যত্ন হইতে লাগিল; যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু সুখকর, তাঁহারা সমস্তই পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর এক বনেচর কালবাহু নামক একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মর্কট আনিয়া রাজাকে দান করিল। শেষে আসিয়াছে বলিয়া তাহার আরও অধিক আদর যত্ন হইতে লাগিল এবং শুকদ্বয়ের আদর যত্নের ত্রুটি ঘটিল। রাধ বোধিসত্ত্ব লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন, এজন্য তিনি ইহাতে কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠের প্রকৃতিতে সেরূপ কোন উৎকৃষ্ট গুণ ছিল না বলিয়া মর্কটের আদর যত্ন তাহার অসহ্য হইল। সে অগ্রজকে বলিল, "দাদা, পূর্ব্বে এই রাজভবনে লোকে আমাদিগকেই সুস্বাদু ভোজ্য দিত; এখন আমরা কিছুই পাই না; এখন কালবাহু মর্কটই সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। রাজা ধনঞ্জয়ের নিকট উৎকৃষ্ট খাদ্য ও আদর যত্ন না পাইলে আমাদের এখানে থাকিয়া কি লাভ? চল, আমরা বনে গিয়া বাস করি।" অগ্রজের সহিত এই আলাপ করিবার সময়ে প্রোষ্ঠপাদ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

অন্ন, পান পূর্ব্বে যাহা এ রাজভবনে,
পাইতাম, কপি তাহা ভূঞ্জে এইক্ষণে।
পূর্ব্বের মতন আর করে না যতন,
ধনঞ্জয়; এস করি কাননে গমন।

ইহা শুনিয়া রাধ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

লাভালাভ, সুখদুঃখ, যশ ও অযশ,
নিন্দা ও প্রশংসা সব(ই) অনিত্যতাবশ।
আজ আছে, কাল নাই, করি এ বিচার
কর, প্রোষ্ঠপাদ ভাই, দুঃখ পরিহার।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও প্রোষ্ঠপাদ সেই মর্কটের প্রতি অসূয়াশূন্য হইতে পারিল না। সে তৃতীয় গাথা বলিল :

রাধ, তুমি বুদ্ধিমান; জানা আছে তব
কি হইবে ভবিষ্যতে, কি বা অসম্ভব।
কি উপায়ে আমরা পারিব তাড়াইতে

অধম মর্কটে এই রাজবাটী হ'তে
বল, দাদা, দয়া করি, ধরি দুটী পায়;
দেখিলে ইহারে হেথা, তিষ্ঠা হয় দায়।

ইহা শুনিয়া রাধ চতুর্থ গাথা বলিলেন :

দেখিয়া ভ্রূকুটি এর, কর্ণসঞ্চালন,
রাজকুমারেরা ভয় পাইবে যখন,
তখনি ইহারে সবে দূর করি দিবে;
নির্ব্বাসন-পথ কপি নিজেই লভিবে।
বহুদূরে পুনর্ব্বার বনের মাঝারে ;
ভ্রমিতে হইবে এরে অন্নপান তরে।

ঠিক তাহাই ঘটিল; কয়েক দিন যাইতে না যাইতে কালবাহুর ভ্রূকুটি ও কর্ণাদি অঙ্গের ভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারেরা ভয় পাইল; তাহার ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল; রাজা 'ব্যাপার কি' জিজ্ঞাসা করিয়া কালবাহুর কীর্ত্তি জানিতে পারিলেন এবং আদেশ দিলেন, "ওকে দূর করিয়া দাও।" এইরূপে কালবাহু বিতাড়িত হইল এবং শুকদ্বয় পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল কালবাহু; আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধ।]

---

৩৩০. শীলমীমাংসা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[১] এই আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজের পুরোহিত ছিলেন।]

* * *

বোধিসত্ত্ব নিজের চরিত্র পরীক্ষার্থ তিন দিন হিরণ্যফলক হইতে কার্ষাপণ হরণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে রাজার নিকট চোর বলিয়া ধরাইয়া দিল। তিনি রাজার সম্মুখে নীত হইয়া বলিলেন :

শীলেই কল্যাণ হয়, শীলের সমান
এ জগতে অন্য গুণ নাহি বিদ্যমান।

---

[১]। ১ম খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (৮৬) এবং ২য় খণ্ডের শীলমীমাংসা-জাতক (২৯০) বর্ত্তমান খণ্ডের এই নামধেয় ৩৬২ম জাতক ও দ্রষ্টব্য।

বিষধর সর্প এক ছিল শীলবান,
সেই হেতু কেহ তার না বধিল প্রাণ।

প্রথম গাথায় এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন। অনন্তর, একদিন এক শ্যেন মাংস বিক্রেতার দোকান হইতে একখণ্ড মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন অন্য অনেক শকুন তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক পাদ, নখ, তুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। শ্যেন সেই পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া মাংসপেশীটা ত্যাগ করিল এবং অপর একটা শকুন উহা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাকেও উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর যে যে শকুন একে একে উহা গ্রহণ করিল, অপর শকুনে তাহাদেরও অনুধাবন করিল; যাহারা একে একে ছাড়িয়া দিতে লাগিল, কেবল তাহারাই নিরুপদ্রব হইল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'মানুষের বাসনা মাংসপেশীসদৃশ; ইহা পোষণ করিলে দুঃখ, পরিত্যাগ করিলে সুখ।' এই চিন্তা করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

যতক্ষণ শ্যেনের নিকটে মাংস ছিল,
অন্য শ্যেনে এর কত কষ্ট দিল।
কিন্তু মাংসখণ্ড শেষে ছাড়িল যখন,
কেহ না করিল এর পশ্চাতে ধাবন।
সেইরূপ এ জগতে যারা অকিঞ্চন,
হয় না কখন(ও) তারা হিংসার ভাজন।[১]

বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পথে সন্ধ্যাকালে কোন গ্রামে এক গৃহস্থের গৃহে শয়ন করিলেন। ঐ গৃহস্থের পিঙ্গলা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে এক পুরুষের সহিত সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিল, 'তুমি অমুক সময়ে আসিও।' অনন্তর সে প্রভুদিগের পা ধুইয়া দিল এবং তাঁহারা যখন শয়ন করিলেন, তখন জারের আগমন-প্রতীক্ষায় দেহলীর উপর বসিয়া, 'এই আসিতেছে', 'এই আসিতেছে' ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রথম ও মধ্যম যাম অতিক্রম করিল; শেষে যখন ভোর হইল, তখন 'সে এখন আসিবে না' ভাবিয়া নিরাশ হইল এবং শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মেয়েমানুষটা, আমার জার এখনই আসিবে, এই আশায় এতক্ষণ বসিয়া ছিল; এখন সে আসিবে না বুঝিয়া নিরাশ হইয়াছে এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইন্দ্রিয় সেবার আশায়

১। "ইহজগতে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বপেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৬ম অধ্যায়।

দুঃখের নিদান এবং নৈরাশ্য সুখকর।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ফলবতী আশা সুখের আগার; নৈরাশ্যের হয় সুখের সঞ্চার।
আশায়, নৈরাশ্যে ভেদ কিছু নাই, আশাতেও সুখ, নৈরাশ্যেও তাই।
যথাকালে তার দেখা দিবে জার, এই আশা বড় ছিল পিঙ্গলার।
সে আশা নৈরাশ্যে হ'ল পরিণত; তখন পিঙ্গলা সুখে নিদ্রাগত।

বোধিসত্ত্ব পরদিন ঐ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিলেন, এক তাপস ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাসীন আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'ইহলোকেই বল, পরলোকেই বল, ধ্যানসুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন সুখ নাই।' এই চিন্তা করিয়া তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :

সমাধিতে যে আনন্দ উপজে আত্মার
ইহামূত্র তার তুল্য নাহি অন্য আর।
সমাধিস্থ আত্মপর কাহার (ও) কখন
না করেন হিংসা, তাঁর মহিমা এমন!

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞালাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

☞মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ম ও ১৭৮ম অধ্যায়ে এবং সাঙ্খ্যসূত্রে (৪। ১১) পিঙ্গলার কথা আছে। "পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়াই পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৭৮ম অধ্যায়। "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"—সাঙ্খ্যসূত্রে (৪।১১)। মহাভারতের শ্যেনের পরিবর্ত্তে ক্রৌঞ্চের উল্লেখ দেখা যায়— "ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে দেখিলেই নিরামিষ ব্যক্তিরা তাহাকে বিনাশ করে, ইহা দেখিয়া একটি ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমসুখলাভে সমর্থ হইয়াছিল।" সাঙ্খ্যসূত্রে (৪।৫) কিন্তু শ্যেনের নামই আছে— "শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগভ্যাম।" ইহার ব্যাখ্যাও অন্যরূপ : একব্যক্তি এক শ্যেনশাবক পুষিয়াছিল; কিছুকাল পরে, বৃথা কষ্ট দেই কেন বলিয়া সে উহাকে ছাড়িয়া দিল। ইহাতে শ্যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী হইল; এবং পালকের বিচ্ছেদে দুঃখীও হইল (অর্থাৎ সংসারে কেবল সুখ নাই)।

তুং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম।
আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥

---

৩৩১. কোকালিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু তক্কারিক-জাতকে[১] সবিস্তর বর্ণিত আছে।]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত বাচাল ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার বাচালতাদোষ সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। উহার উপরে একটা আম্রবৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে একটা কাকের কুলায়ে একটা কৃষ্ণা কোকিলা নিজের অণ্ড নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল। কাকী ঐ অণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যথাকালে তাহা হইতে কোকিল শাবক নির্গত হইল; কাকী তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া জানিত। সে তুণ্ড দ্বারা খাদ্য আনিয়া ঐ শাবকটিকে খাওয়াইত। কিন্তু পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বেই একদিন শাবকটি অকালে কোকিলরবে ডাকিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া কাকী ভাবিল, 'এ যে এখনই অন্য ডাক ডাকিতেছে; বড় হইলে না জানি আরও কি করিবে!" সে তুণ্ডাঘাতে উহার প্রাণ নাশ করিয়া কুলায় হইতে ফেলিয়া দিল। মৃত শাবকটি রাজার পাদমূলে পতিত হইল।

রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রবর, এ কি হইল?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন যে উপমা খুঁজিতেছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি।" তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, তাহারা অকালে অধিক কথা বলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাই প্রাপ্ত হয়। এটা, মহারাজ, কোকিল-শাবক; অকালে ডাকিয়াছিল; কাজেই, 'এটা আমার পুত্র নয়' ইহা বুঝিতে পারিয়া কাকী ইহাকে তুণ্ডাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যই হউক, ইতর প্রাণীই হউক, যে অকালে বহুভাষী হয়, তাহার এইরূপই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

অকালে যে নিরর্থক বহুকথা কয়,
কোকিল-শাবক-সম নিহত সে হয়।
সুশাণিত শস্ত্রঘাতে, কিংবা হলাহলে
তত শীঘ্র ঘটে না ক বিনাশ কাহার,

---

[১]। ৪৮১-সংখ্যক। দ্বিতীয় খণ্ডের কচ্ছপ-জাতকও (২১৫) দ্রষ্টব্য।

যত শীঘ্র অসংযত বচনের ফলে
অকাল-ভাষীর হয় জীবন-সংহার।
অতএব কালাকাল সকল সময়
হইবে সংযতভাষী অতি সাবধানে;
পরম আত্মীয় যেই, তার(ও) সন্নিধানে
যা আসে মুখে তা বলা সমীচীন নয়।
পরিণাম করি চিন্তা সুধী বিচক্ষণ
যথাকালে বলে যেই সংযত বচন,
হেলায় অরাতিকুলে পারে সে নাশিতে,
সুপর্ণ যেমন ক্ষম ভুজঙ্গে গ্রাসিতে।

রাজা বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া তদবধি মিতভাষী হইলেন, এবং বোধিসত্ত্বের পদগৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিক দান করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন কোকালিক ছিল সেই কোকিল-শাবক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য]

---

৩৩২. রথলট্‌ঠি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের পুরোহিতকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদা রথারোহণে নিজের ভোগগ্রামে যাইতেছিলেন। পথে বড় ভিড় হইয়াছিল; রথ হাঁকাইয়া যাইতে যাইতে তিনি কতকগুলি শকট আসিতেছে দেখিলেন এবং "তোমাদের গাড়ী সরাও", "তোমাদের গাড়ী সরাও" বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথাপি কেহই গাড়ী সরাইল না দেখিয়া তিনি ক্রোধভরে অগ্রগামী শকটের চালককে লক্ষ্য করিয়া প্রতোদ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু উহা রথধুরে প্রতিহত হইয়া তাঁহারই ললাটে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ আহত স্থান ফুলিয়া উঠিল। তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট "গাড়োয়ানেরা আমায় মারিয়াছে" বলিয়া অভিযোগ করিলেন। রাজা শকটচালকদিগকে ডাকাইয়া বিচার করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, পুরোহিতেরই দোষ।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পুরোহিত রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন যে, গাড়োয়ানেরা তাঁহাকে মরিয়াছে; কিন্তু তিনি নিজেই এই অভিযোগে পরাস্ত হইলেন।" এইসময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া

বলিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ঈদৃশ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বিনিশ্চয়ামাত্য ছিলেন।[১] একদা রাজার পুরোহিত নিজের ভোগগ্রামে যাইবারকালে, এক্ষেত্রে যেরূপ শুনিয়াছ, সেইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকটে অভিযোগ করিলে রাজা নিজেই বিচারাসনে বসিয়া শকটচালকদিগকে ডাকাইলেন এবং অভিযোগের বিষয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বলিলেন, "তোরা আমার পুরোহিতকে মারিয়াছিস্; তাহার কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে।" অনন্তর তিনি আদেশ দিলেন, "এই ব্যাটাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজভাণ্ডারে আনয়ন কর।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ আপনি, প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অনুসন্ধান না করিয়াই এই বেচারিদের সর্ব্বস্বহরণের ব্যবস্থা করিলেন! কিন্তু এরূপও দেখা যায়, লোকে কোন কোন সময়ে নিজেকেই নিজে প্রহার করিয়া 'অপরে আমায় প্রহার করিয়াছে' এইরূপ বলিয়া থাকে। অতএব, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান না করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা সবিশেষ শুনিয়া আদেশ দিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :

আঘাত করিয়া বলে হয়েছি আহত;
জয়ী বলে হইয়াছি আমি পরাজিত;
হেন মিথ্যা-অভিযোগ শুনি কত শত
সর্ব্বদা রাজার দ্বারে হয় উপস্থিত।
ধর্ম্ম-অবতাররূপ কিন্তু রাজা যিনি,
বিচার কি করিবেন এক পক্ষে শুনি?
এই হেতু পণ্ডিতেরা শুনেন যতনে
উভয় পক্ষে যাহা আছে বলিবার;
শুনি সব যথাধর্ম্ম করেন বিচার;
উচ্চ নীচ ভেদ নাই ধর্ম্মাধিকরণে
অলস গৃহস্থ, কামভোগী আর
প্রব্রাজক—তবু প্রজ্ঞা নাই যার,
না শুনি বিচার করে যে ভূপতি,

[১]। বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (Judge)।

পণ্ডিত, অথচ যেবা ক্রুদ্ধমতি—
অসাধু ইহারা বলিনু নিশ্চয়;
করুন যাহা ইচ্ছা হয়।
ক্ষত্রিয় রাজার এই ধর্ম্ম সনাতন,
উভয় পক্ষের কথা করিয়া শ্রবণ,
যথাশাস্ত্র দোষ গুণ করেন নির্ণয়
অর্থী আর প্রত্যর্থীর, যেরূপ যা হয়।
সাবধানে শুনি সব করিলে বিচার,
দিন দিন বৃদ্ধি হয় সুযশ রাজার।

বোধিসত্ত্বে কথা শুনিয়া রাজা যথাধর্ম্ম বিচার করিলেন; যথাধর্ম্ম বিচারে পুরোহিতের দোষই প্রতিপন্ন হইল।

[**সমবধান :** তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

৩৩৩. গোধা-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভূস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্বে সবিস্তর বলা হইয়াছে (সুত্যাগ-জাতক, ৩২০) ভূস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী যখন প্রাপ্য আদায় করিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ব্যাধেরা তাঁহাদের ভোজনের জন্য একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে জল আনিতে পাঠাইয়া নিজেই সমস্ত গোধাটা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে বলিয়াছিলেন, "ভদ্রে, গোধাটা পলাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন, "বেশ করিয়াছ; পাককরা গোধা পলাইয়া গেলে আমরা কি করিতে পারি?"

অনন্তর ঐ রমণী জেতবনে জল পান করিয়া শাস্তার নিকট উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসিকে তোমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে হিতকাম, সস্নেহ ও উপকারক ত?" রমণী বলিলেন, "ভদন্ত, আমি ইহার সম্বন্ধে হিতকাঙ্ক্ষিণী ও স্নেহপরায়ণা বটি: কিন্তু ইনি আমার সম্বন্ধে নিঃস্নেহ," ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তাহা হউক; তুমি কোন চিন্তা করিও না; এ লোকটীর স্বভাবই এই: কিন্তু যখন তোমার গুণ স্মরণ করে, তখন এ তোমাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভক্ত-জাতকের (২২৩) সহিতও ইহার সাদৃশ্য বিবেচ্য। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা উক্ত জাতক হইতে অবিকল গৃহীত।

দান করিয়া থাকে।” অনন্তর উক্ত দম্পতীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

এই আখ্যায়িকার অতীত বস্তুও, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই মত। প্রভেদের মধ্যে এই : তাঁহারা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন ব্যাধেরা দুই জনকেই ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহাদের ভোজনার্থ একটা পাককরা গোধা দিয়াছিল এবং রাজকন্যা ইহা লতা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া পথ চলিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা সরোবর দেখিয়া পথ ছাড়িয়া একটা অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র বলিলেন, “ভদ্রে, তুমি গিয়া সরোবর হইতে পদ্মপত্রে জল আনয়ন কর; তাহার পর আমরা মাংস খাইব।” রাজকন্যা তখন গোধাটাকে শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং জল আনিবার জন্য গেলেন। রাজপুত্র সেই অবসরে সমস্ত গোধাটা উদরস্থ করিলেন; কেবল উহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগটী হাতে লইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এদিকে রাজকন্যা জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, “ভদ্রে, গোধাটা শাখা হইতে অবতরণ করিয়া বল্মিকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; আমি ছুটিয়া তাহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়াছিলাম; টানাটানিতে লাঙ্গুলটা ছিড়িয়া গেল এবং আমি যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহাই আমার হাতে রহিল।” “তা হউক, আর্য্যপুত্র! অগ্নিপক্ব গোধা যদি পালাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? চলুন, আমরা এখন যাই।” ইহা বলিয়া জলপানপূর্ব্বক তিনি (পতির সহিত) বারাণসীতে গমন করিলেন।

রাজপুত্র রাজপদ লাভ করিয়া এই রমণীকে অগ্রমহিষী করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পদানুরূপ মানমর্য্যাদা দিলেন না। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে পদোচিত সম্মান দিবার ইচ্ছায় একদিন রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “রাণী মা, আমরা আপনার নিকট কিছুই পাই না, ইহা সত্য নয় কি? আমাদের দিকে আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়ে না কেন?” মহিষী বলিলেন, “বাবা, আমিও ত রাজার কাছে কিছুই পাই না। নিজে না পাইলে আপনাদিগকে কি দিব বলুন? রাজা আমাকে এখন কি দিয়া থাকেন? বনবাস হইতে যখন ফিরি, তখন একটা অগ্নিপক্ব গোধা ইনি একাই খাইয়াছিলেন।” “সে কি, রাণী মা? মহারাজ কখনও এমন কাজ করিবেন না। আপনি ও কথা আর মুখে আনিবেন না।” “আমি যাহা বলিলাম, তাহা আপনি ভাল বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু মহারাজ ও আমি বেশ বুঝিয়াছি।” অনন্তর রাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

চিনিনু তোমায়, যবে, রথিকুলবর,
বসিলাম দুই জনে কানন ভিতর।

অগ্নিপক্ব গোধা করি বন্ধন ছেদন
অশ্বত্থের শাখা হ’তে করে পলায়ন!
বাহির বল্কল-বেশ, কিন্তু নিম্নে তার
ছিল বর্ম্ম, ছিল সুশাণিত তরবার।
তথাপি রোধিতে নাহি পারিলেন, হায়;
অগ্নিপক্ব গোধা বনে পলাইয়া যায়!”

রাণী এইরূপ সভামধ্যে রাজার দুর্ব্ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রকটিত করিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “আর্য্যে, যেদিন হইতে আপনি পতির অপ্রিয় হইয়াছেন, সেদিন হইতে এখানে রহিয়াছেন কেন? ইহাতে আপনাদের দুই জনেরই অপ্রীতি হইতেছে ত বৈ নয়।” অনন্তর তিনি এই দুইটি গাথা বলিলেন :

নমস্কার করে যেই কর তারে নমস্কার,
সেবে যে, সেবিবে তারে—এই লোক-ব্যবহার।
প্রতি-উপকারে তুষ্ট রাখে উপকারী জনে,
হিতৈষীর হিত—চেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে।
ভুলেও যে করে না ক সাহায্য কার(ও) কখন,
অপরের সহায়তা পাইবে সে কি কারণ?
যে তোমায় করে ত্যাগ, তুমি ত্যাগ কর তায়,
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।”

বোধিসত্ত্ব এইরূপ বলিতে না বলিতেই মহিষীর গুণের কথা রাজার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি বলিলেন, “আমি এতদিন তোমার গুণের দিকে লক্ষ্য করি নাই। এখন পণ্ডিত পুরুষের কথায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আমার সমস্ত রাজ্য তোমায় দান করিলাম।

যথাসাধ্য প্রিয় তব করিব সাধন;
কৃতজ্ঞতা ক্ষত্রিয়ের প্রধান ভূষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিনু তোমায়;
যাকে যাহা ইচ্ছা হয়, দাও তুমি তায়।”

ইহা বলিয়া রাজা দেবীকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করিলেন এবং ‘ইহাঁরই অনুগ্রহে মহিষীর গুণের কথা আমার মনে পড়িল’, ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্বকেও প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতাচার্য্য।]

---

৩৩৪. রাজাববাদ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) সবিস্তর বলা হইবে। এই প্রসঙ্গে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, প্রাচীনকালের রাজাও পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। তিনি রমণীয় হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন, বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে একদা রাজা, কেহ তাঁহার অগুণবাদী আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একে একে রাজভবনস্থ লোকদিগকে, রাজভবনের বহিঃস্থ লোকদিগকে, নগরের অভ্যন্তরস্থ লোকদিগকে, নগরের বহিঃস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহার নিন্দা করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন, জনপদবাসীদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতবেশে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি নিজের অগুণবাদী লোক দেখিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। শেষে, হিমবন্ত প্রদেশের অধিবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবে, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে তিনি বনে বিচরণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাভিবাদিত হইয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব বন হইতে সুপক্ব বটফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন। এই

---

[১]। ইহার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের **১৫১**ম জাতক তুলনীয়।

ফলগুলি বলকারক এবং শর্করাচুর্ণের ন্যায় মধুর ছিল। তিনি রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "মহাপুণ্যবান আপনি এই মধুর বটফল ভোজন করিয়া জল পান করুন।" রাজা তাহাই করিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এই পাকা বটফলগুলি যে এত মধুর হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "পুণ্যাত্মন, রাজা এখন যথাধর্ম্ম এবং নিরক্ষেপভাবে শাসন করেন, সেই জন্যই ফলগুলি মধুর হইয়াছে।" "অধার্ম্মিক রাজার সময়ে কি ফলগুলি অমধুর হয়, ভদন্ত? "হাঁ পুণ্যাত্মন, রাজা অধার্ম্মিক হইলে তৈল, মধু, গুড় ইত্যাদি এবং বন্য ফলমূল সমস্ত অমধুর হয়, তাহাদের বলকারিকা শক্তি থাকে না; কেবল ইহাই নহে, সমস্ত রাজ্যই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজারা ধার্ম্মিক হইলে সমস্ত খাদ্যই মধুর ও বলকারক হয়, সমস্ত রাজ্যই বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছিলেন, নিশ্চয় তাহাই বটে।" কিন্তু তিনি যে নিজেই রাজা একথা না জানাইয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের উক্তির সত্যতা পরীক্ষার্থ ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, 'এখন দেখা যাউক', এই সঙ্কল্পে তিনি পুনর্ব্বার উক্ত আশ্রমে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ আলাপ করিয়া তাঁহাকে বটফল খাইতে দিলেন। কিন্তু রাজার মুখে ইহা এবার তিক্ত লাগিল। "তিনি, আঃ কি বিস্বাদ!" ইহা বলিয়া উহা থুৎকারের সহিত ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "ভদন্ত, এই ফল বড় তিক্ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাপুণ্যবন্ রাজ এখন নিশ্চয় অধার্ম্মিক হইয়াছেন; রাজারা অধার্ম্মিক হইলে বন্যফলমূলাদি সমস্তই নীরস ও তেজোহীন হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যদ্যপি নিজে বক্রপথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতার পশ্চাতে ঋজু পথ পরিহরি যায় বক্র পথে।
সেইরূপ লোক যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি হন নিজে পাপাচারে রত, দেখি তাঁরে পাপ-পথে ধায় অন্য যত।
অধর্ম্মের পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজ্যের সর্ব্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি।
গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুঙ্গব যদ্যপি নিজে ঋজু পথে চলে,
পালের সমস্ত গরু নেতারে দেখিয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ঋজু পথে গিয়া।
সেইরূপ লোকে যাঁরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেতা বলি সর্ব্বলোকে জানে,
তিনি যদি নিজে হন পুণ্যব্রতে রত, দেখি তাঁরে পুণ্যপথে চলে অন্য যত।
ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে সুখী সর্ব্বজন; পুণ্যপথে করে সবে সদা বিচরণ।

বোধিসত্ত্বে মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া রাজা তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমিই পূর্ব্বে বটফল মধুর করিয়াছিলাম, আবার আমিই ইহা তিক্ত করিয়াছি। এখন আবার ইহা মধুর করিব।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যপালনপূর্ব্বক সমস্তই পূর্ব্ববৎ মধুর ও সুখকর করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ অধর্ম্মাচারী রাজার রাজ্যে যে অশান্তি ঘটে, মণিচোর-জাতকেও (১৯৪) তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

---

৩৩৫. জম্বুক-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সুগতলীলানুকরণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে সুবিস্তর বলা হইয়াছে।[১] এখানে ইহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

শাস্তা সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবদত্ত তোমায় দেখিয়া কি করিল?" সারিপুত্র উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আপনার অনুকরণে তিনি আমার হাতে একখানা ব্যজন দিয়া শুইলেন; তাহার পর কোকালিক জানুদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। অতএব আপনার অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি দুঃখই পাইলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া দুঃখ পাইল, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্তের একটা গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি একটা মহিষ বধ করিয়া আহারান্তে জল পান করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শৃগাল তাঁহাকে দেখিতে পাইল। পলাইবার সাধ্য নাই দেখিয়া শৃগাল

---

[১]। প্রথম খণ্ডের লক্ষণ-জাতক (১১) ও বিরোচন-জাতক (১৪৩) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বিলীনক-জাতক (১৬০), বীরক-জাতক (২০৪) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বিরোচন-জাতকে পাষ্ণিঘাতের কথা আছে।

তাঁহার সম্মুখে পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "জম্বুক, তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" শৃগাল বলিল, "ভদন্ত আমি, আপনার সেবা করিব।" "তবে আমার সঙ্গে এস।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং প্রতিদিন মাংস আনিয়া তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

সিংহের প্রসাদ পাইয়া শৃগাল হৃষ্টপুষ্ট হইল এবং একদিন তাহার মনে গৰ্ব্ব জন্মিল। সে সিংহের নিকটে গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি চিরদিন আপনার গলগ্রহ হইয়া আছি। আপনি নিত্য মাংস আনিয়া আমায় পোষণ করিতেছেন; আজ আপনি এখানেই থাকুন; আমি গিয়া একটা হাতী মারি এবং নিজে খাইয়া আপনার জন্য মাংস আনয়ন করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জম্বুক, তোমার এ সাধ ভাল হয় নাই; যাহারা হাতী মারিয়া মাংস খায়, তাহাদের কুলে তোমার জন্ম হয় নাই। আমিই বরং হাতী মারিয়া তোমাকে তাহার মাংস খাওয়াইতেছি। হস্তী মহাকায় জন্তু; যাহা তোমার জাতিবিরুদ্ধ তাহা করিতে যাইও না। আমার কথা শুন :

মহাকায় দীর্ঘদন্ত মাতঙ্গে বধিতে
যে জন্তুর আছে শক্তি এই পৃথিবীতে,
হয়নি সে কুলে জন্ম, শৃগাল, তোমার।
অতএব বৃথা গৰ্ব্ব কর পরিহার।

কিন্তু শৃগাল সিংহের নিষেধ না মানিয়া গুহা হইতে বাহির হইল, তিনবার হুক্কু হুক্কু করিয়া শব্দ করিল, এবং পৰ্ব্বতপাদে দৃষ্টিপাতপূৰ্ব্বক দেখিতে পাইল, একটা কৃষ্ণকায় হস্তী যাইতেছে। অমনি তাহার কুম্ভোপরি পতিত হইবার অভিপ্রায়ে সে লম্ফ দিল; কিন্তু কুম্ভোপরি না পড়িয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তাহার সম্মুখে পা তুলিয়া শৃগালের মস্তকোপরি রাখিল; মস্তক তখনই ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল। শৃগাল মুমূর্ষুরব করিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল; হস্তী ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব গিয়া পৰ্ব্বতশিখর হইতে শৃগালকে নিহত দেখিয়া ভাবিলেন, 'নিজের গৰ্ব্বহেতুই শৃগালের প্রাণ গেল।' অনন্তর তিনি এই তিনটি গাথা বলিলেন :

সিংহ নহে, তবু যেই করে অভিমান,
বলবীৰ্য্যে হই আমি সিংহের সমান,
ধরাশায়ী হ'য়ে মৃত্যু ঘটিবে তাহার,
আক্রমি হস্তীরে যথা ঘটিল শিবার।
মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ বলি পরিচিত,
বৃষস্কন্ধ, মহাবলবীৰ্য্য সমন্বিত—

না ভাবিয়া, পরিণাম, হয় যদি কেহ
বিবাদেতে অগ্রসর ইহাঁদের সহ,
ধরাশায়ী হ'য়ে মৃত্যু ঘটিবে তাহার
আক্রমি হস্তীরে যথা ঘটিল শিবার।
আপন ওজন বুঝি চলে যেই জন,
না ভাবিয়া কোন কথা বলে না কখন,
সুমন্ত্রণা লয় সদা পণ্ডিত সকাশে,
মিথ্যা কথা কভু যার মুখে নাহি আসে,
কর্ত্তব্য সাধনে সেই সফলতা পায়;
অবিকুল তার ঠাঁই মানে পরাজয়।

বোধিসত্ত্ব এই গাথাত্রয়ে ইহলোকের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

----

৩৩৬. বৃহচ্ছত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ধূর্ত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[১]]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। একদা বারাণসীরাজ মহতী সেনা লইয়া কোশল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়ী হইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কোশলরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন।

কোশলরাজের ছত্রনামক এক পুত্র ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে পলায়নপূর্ব্বক তক্ষশিলায় গিয়া বেদত্রয় ও অষ্টাদশ শিল্পে[২] ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অতঃপর

---

[১]। পূর্ব্বে যে ইহার কোন প্রত্যুৎপন্নবস্তু বলা হইয়াছে, তাহা দেখা যায় না। **১**ম খণ্ডের কুহক-জাতকে (৮৯) ধূর্ত্তের কথা আছে বটে; কিন্তু সেখানেও প্রত্যুৎপন্নবস্তু উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) বলা হইবে; এইরূপ লিখিত আছে।

[২]। "অট্‌ঠরসান চ সিপ্‌পানি।" পূর্ব্বে কয়েকটি জাতকে ইহাকে 'অষ্টাদশ বিদ্যা' এইরূপ ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। বিদ্যা (scence) এবং শিল্প (art)এক নহে। অষ্টাদশ শিল্প বলিলে কি কি বুঝিতে হইবে? সংস্কৃত সাহিত্যে চতুঃষষ্টি কলা বা শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়; যথা : ধনুর্ব্বেদ, নৃত্য, গীত ইত্যাদি বোধ হয় ইহারই দুই চারিটী এক এক সঙ্গে মিশাইয়া পালিগ্রন্থকারেরা শিল্পসংখ্যা আঠারটী মাত্র ধরিয়াছেন।

তিনি তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে করিতে[১] এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামের নিকটে এক বনের মধ্যে পঞ্চ শত তাপস পর্ণশালায় বাস করিতেন। রাজকুমার তাঁহাদের নিকট গিয়া স্থির করিলেন, ইহাঁদের কাছেও কিছু শিখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক, ঐ সকল তাপসের যাহা জানা ছিল, তাহা আয়ত্ত করিলেন এবং কালক্রমে তাঁহাদেরই গুরুস্থানীয় হইলেন।

রাজকুমার একদিন তাপসদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ[২], আপনারা মধ্যদেশে যান না কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "মধ্যদেশের লোক না কি সুপণ্ডিত, তাহারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অনুমোদন করায়[৩],আশীর্ব্বচন বলায়, এবং যাহারা এইরূপ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, তাহাদিগকে ভৎর্সনা করে। আমরা সেই ভয়েই মধ্যদেশে যাই না।" "আপনারা সেজন্য ভীত হইবেন না; আমিই এ সকল কাজ করিব।" "তাহা করিলে আমরা যাইতে পারি।" ইহা বলিয়া সকলেই স্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রাদি উপকরণ লইয়া যথাসময়ে মধ্যদেশে উপনীত হইলেন।

বারাণসীরাজ কোশলরাজ্য হস্তগত করিবার পর তাহার শাসনার্থ কর্ম্মচারী[৪] নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কোশলরাজের যে সঞ্চিত ধন ছিল, সমস্ত লইয়া নিজে বারাণসীতে ফিরিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ঐ ধন ধাতুনির্ম্মিত ভাণ্ডে পুরিয়া উদ্যানের ভিতরে মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন তাপসেরা যখন বারাণসীতে উপনীত হইলেন, রাজা তখন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন।

তাপসেরা রাজোদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন[৫], তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া নিজের বেদির উপর বসাইলে; তাঁহাদের

---

[১]। 'সব্বসময়-সিপ্পানি সিক্খন্তো'। সময় = দৃষ্টি (doctrine)।

[২]। 'মারিস' (সংস্কৃত মারিষ)—সম্মানার্থক সম্বোধন পদ ('মাদৃশ' শব্দ কি?)

[৩]। কেহ ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে বা চীবরাদি দান করিলে, সে যে উত্তম কাজ করিয়াছে, ভিক্ষুদিগকে ইহা বলিতে হয়। ইহার নাম অনুমোদন করা। ইহা পাশ্চাত্য সমাজের post-prandial speech-স্থানীয়; তবে ইহার সহিত মাদকদ্রব্য-সেবনের কোন সংস্পর্শ নাই।

[৪] 'রাজয়ুত্তে ঠপেত্বা ঠপেত্বা—পাঠান্তর 'রাজপুত্তে'। পূর্ব্বকালে দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনার্থ রাজবংশজ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা হইত।'

[৫]। 'ইরিয়াপথে পসীদিত্বা'। ইরিয়াপথ = ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ স্থান, শয়ন, গমন ও আসন। ভিক্ষুগণ এমনভাবে দাঁড়াইবেন, শুইবেন, চলিবেন ও বসিবেন, যেন তাহাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয়।

আহারার্থ যবাগূ ও খাদ্য দিলেন, এবং যতক্ষণ তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত না হইলেন, ততক্ষণ নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ছত্র সুকৌশলে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া রাজার মন হরণ করিলেন এবং ভোজনান্তে অতি বিচিত্র ভাষায় অনুমোদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার অনুরোধে তাপসেরা অঙ্গীকার করিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা রাজোদ্যানেই বাস করিবেন।

ছত্র নিধি উদ্ধার করিবার মন্ত্র জানিতেন। উদ্যানে বাস করিবার অবসর পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'এই রাজা আমার যে পৈতৃক ধন আনিয়াছেন, তাহা কোথায় পুতিয়া রাখিয়াছেন?' অনন্তর মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সমস্ত ধন সেই উদ্যানেই নিহিত আছে, তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই ধন লইয়া, ইহারই বলে আমাকে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে হইবে।' তিনি তাপসদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি কোশলরাজের পুত্র। বারাণসীপতি যখন আমাদের রাজ্য জয় করেন, তখন আমি অজ্ঞাতবশে বাহির হইয়া এতকাল নিজের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছি। এখন আমি আমার পৈতৃকধন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইহা দ্বারা আমার পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিব। আপনারা কি করিবেন, বলুন।" তাপসেরা উত্তর দিলেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।" বেশ, তাহাই করিবেন" বলিয়া ছত্র বড় বড় চামড়ার থলি প্রস্তুত করাইলেন এবং রাত্রিকালে ভূমি খনন করিয়া ধনভাণ্ডগুলি তুলিলেন। তিনি থলিগুলি ধন দ্বারা এবং ভাণ্ডগুলি তৃণদ্বারা পূর্ণ করাইলেন, এবং ঐ পঞ্চশত তাপস ও অন্য বহুলোক দ্বারা সমস্ত ধন বহন করাইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া তিনি বারাণসীরাজের সমস্ত কর্ম্মচারীকে বন্দী করাইলেন এবং প্রাকার, অট্টালিকা প্রভৃতির এরূপ সুন্দর সংস্কার করিলেন যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজারই ইহা যুদ্ধদ্বারা অধিকার করিবার সম্ভাবনা থাকিল না। এইরূপে নিরুদ্বেগ হইয়া ছত্রকুমার শ্রাবস্তীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে লোকে বারাণসীরাজকে সংবাদ দিল যে, তাপসেরা উদ্যান হইতে ধন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তিনি উদ্যানে গিয়া ভাণ্ডগুলি খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে কেবল তৃণ রহিয়াছে। ধননাশে তাঁহার মহাশোক জন্মিল; তিনি নগরে গিয়া কেবল 'তৃণ', 'তৃণ' এই বলিয়া প্রলাপ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই ইহাঁর শোক অপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব আমিই ইহাঁকে নিঃশোক করিব।' অনন্তর একদিন আলাপের সময়ে রাজা যখন প্রলাপ করিতে লাগিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :

তৃণ তৃণ বলি করিছ প্রলাপ;
কে তোমার তৃণ করেছে হরণ?
তৃণ ছাড়া কথা নাই কেন মুখে?
বণ কোন তৃণে তব প্রয়োজন?

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

এসেছিলে হেথা ছত্র ব্রহ্মচারী,
বহুশাস্ত্রবিৎ অতি দীর্ঘকায়;
ধন রত্ন মম সব করি চুরি
ভাণ্ডে পূরি তৃণ পলাইয়া যায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

অল্প-বিনিময়ে বহু পাইবার ইচ্ছা যদি থাকে, ইহাই তাহার
কর্ত্তব্য, রাজন্; ছত্র সেকারণ পৈতৃক সম্পত্তি করেছে গ্রহণ
বিনিময়ে রাখি তৃণরাশি তার। দুঃখ এতে কেন হইবে তোমার?

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন :

শীলবান লোকে করে কি কখন এরূপ অসাধু পথাবলম্বন?
মুঢ়েই সতত এই পথে চলে; চরিত্র যাহার পদে পদে টলে,
দুঃশীল সে জন নাহিক সংশয়; কেবল পাণ্ডিত্যে কিবা ফল হয়?

রাজা এইরূপে ছত্রের নিন্দা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের কথায় বীতশোক হইয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই ধুর্ত্ত ছিল সেই দীর্ঘকায় ছত্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

৩৩৭. পীঠ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জনপদ হইতে জেতবনে আসিয়াছিলেন এবং পাত্রচীবর যথাস্থানে রাখিয়া ও শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া শ্রামণেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রাবস্তীনগরের কোন কোন ব্যক্তি আগন্তুক ভিক্ষুদিগের অভ্যর্থনা ও যত্ন করিয়া থাকেন?" "মহাশয়, এখানে অনাথপিণ্ডদ-নামক মহাশ্রেষ্ঠী এবং বিশাখা-নাম্নী মহোপাসিকা আছেন। ইহাঁরা ভিক্ষুসঙ্ঘের মহোপকারী—এমন কি মাতা-পিতৃস্থানীয়।" ভিক্ষু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "বেশ" এবং পরদিন ভোরেই অনাথপিণ্ডদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন অন্য কোন ভিক্ষুই সেখানে উপস্থিত হইতেই পারেন নাই। অসময়ে উপস্থিত

হইলেন বলিয়া তিনি গৃহস্থিত কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন না। কাজেই সেখানে কিছু না পাইয়া তিনি বিশাখার দ্বারে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বড় বেশী আগে গেলেন বলিয়া কিছুই পাইলেন না। এইরূপে এখানে সেখানে পর পর গিয়া তিনি পুনর্ব্বার যখন ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, যবাগূ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন, ভক্তপ্রাপ্তির আশায় একবার এখানে, একবার সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; এবং শেষবার প্রত্যেক স্থানেই গিয়া দেখিলেন, ভক্ত-বিতরণও শেষ হইয়াছে। তখন তিনি বিহারে প্রতিগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি ত দেখিলাম, দুই বাড়ীর লোকেই শ্রদ্ধাহীন, অথচ এই ভিক্ষুরা বলেন যে, এরূপ শ্রদ্ধান্বিত গৃহস্থ আর নাই।" তিনি দুই বাড়ীর লোককেই নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক যে ভিক্ষু জনপদ হইতে আসিয়াছেন তিনি নাকি অসময়ে গৃহস্থদের বাটীতে গিয়াছিলেন বলিয়া ভিক্ষা পান নাই। সেইজন্য এখন তাঁহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ কথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তোমার ক্রোধের কারণ কি? যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও তাপসেরা গৃহের দ্বারে গিয়া ভিক্ষা পান নাই; তথাপি তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। হিমবন্ত প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস করিবার পরে তিনি একদা লবণ ও অম্ল সেবন করিবার জন্য বারাণসীতে গিয়া এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন।

তখন বারাণসীতে একজন শ্রদ্ধাবান ও ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। 'নগরে কোন গৃহস্থ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান বোধিসত্ত্ব যখন ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন লোকে এই ব্যক্তিরই নাম করিল। কাজেই বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঐ সময়ে শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনে গিয়াছিলেন; তাঁহার কোন লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলনা বলিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল না; কাজেই বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠী রাজভবন হইতে ফিরিতেছিলেন; তিনি পথে বোধিসত্ত্বেকে

দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং আসনে বসাইলেন। অনন্তর তিনি পাদপ্রক্ষালন, তৈলমর্দ্দন, যবাগূখাদ্যাদি-দানে বোধিসত্ত্বকে তৃপ্ত করিয়া ভোজনকালে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং ভোজন সমাপ্ত হইলে একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, এতকাল কোন অর্থী, কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহ হইতে সমুচিত সৎকারাভ্যর্থনা না পাইয়া প্রতিনিবর্ত্তন করেন নাই; কিন্তু আজ আমার লোকজন আপনাকে দেখিতে পাই নাই বলিয়া, আপনি কি আসন, কি পানীয়, কি পাদোদক, কি যবাগূভক্ত—কিছুই না পাইয়া ফিরিতেছিলেন। ইহা আমাদেরই দোষ; দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করুন।

বসিবার তরে দেয় নি আসন[১];
ভোজ্যপেয় কিছু দেয় নি তোমায়;
হইয়াছে দোষ; ক্ষম তপোবন;
এই ভিক্ষা আমি মাগি তব পায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

ক্রুদ্ধ আমি, শ্রেষ্ঠী হইনা কখন; হয়নি আমার কোপের কারণ,
অথবা অপ্রিয়; শুধু একবার মনেতে বিতর্ক হইয়াছে আমার—
প্রত্যাখ্যান করা অতিথি-জনের বুঝি কুলধর্ম্ম হবে ইহাদের।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী দুইটি গাথা বলিলেন :

পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি-জনের।
আসন-পানীয়-খাদ্য আদি দান করি রাখি মোরা অতিথির মান
পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম এ কুলের অভ্যর্থনা করা অতিথি-জনের।
সেবে যথা লোকে জ্ঞাতিবন্ধুগণ, করি সেই ভাবে অতিথি অর্চ্চন।

বোধিসত্ত্ব সেখানে কিয়দ্দিন বাস করিয়া বারাণসীর শ্রেষ্ঠীকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন এবং তৎপরে হিমালয়ে প্রতিগমনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহে সিদ্ধিলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১। "ন তে পীঠং অদাসিংহ"—গাথার এই অংশ হইতেই এই জাতকের নাম 'পীঠ-জাতক' হইয়াছে।

৩৩৮. তুষ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে কুমার অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর জননী কোশলরাজের কন্যা। প্রবাদ আছে, অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন, তখন তাঁহার জননী প্রবল সাধ জন্মিয়াছিল যে, মহারাজ বিম্বিসারের দক্ষিণ জানুর রক্ত পান করিবেন।[১] পরিচারিকাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাদিগকে এই উৎকট বাসনার কথা জানাইয়াছিলেন। যখন বিম্বিসার ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিষীর নাকি এইরূপ দোহদ জন্মিয়াছে; ইহার পরিণাম কি বলুন।" দৈবজ্ঞেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, দেবীর গর্ভজাত সন্তান আপনার প্রাণবধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে।" রাজা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র যদি আমাকেই মারিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাতে দুঃখ কি? তিনি শস্ত্রদ্বারা দক্ষিণ জানু চিরিয়া সুবর্ণ-পাত্রে রক্ত ধারণ করিলেন এবং দেবীকে উহা পান করাইলেন।

কিন্তু রাজ্ঞী ভাবিলেন, 'যদি আমার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করে, তবে সে পুত্রে আমার প্রয়োজন নাই।' এই কারণে তিনি গর্ভপাত করিবার জন্য কুক্ষি মর্দ্দন করাইতে ও কুক্ষিতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক স্বেদ দেওয়াইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে লোকে বলিতেছে, আমার পুত্র নাকি আমার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্য লইবে। তাহাতে ক্ষতি কি? আমি ত অজর অমর হইয়া আসি নাই। আমাকে পুত্রমুখ দেখিতে দাও। এখন হইতে গর্ভপাতনের জন্য আর কখনও ওরূপ অবৈধ চেষ্টা করিও না।" কিন্তু রাজ্ঞী নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাহার পর উদ্যানে গিয়া কুক্ষি মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা ইহাও জানিতে পারিলেন এবং রাজ্ঞীর উদ্যানগমন বারণ করিলেন।

যথাকালে রাজ্ঞী পূর্ণগর্ভা হইয়া পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মিবার পূর্ব্বেই কুমার পিতৃশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এজন্য নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইল অজাতশত্রু।[২] তিনি কুমারোচিত আদর-যত্নের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজভবনে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহন করিলেন রাজা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সুস্বাদ ভক্ষ্য

---

[১]। তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগল্পে জীবকের আখ্যায়িকাতেও এই অস্বাভাবিক সাধের উল্লেখ দেখা যায়।

[২]। পালি সাহিত্যে আরও কোন কোন শব্দের এইরূপ বিচিত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন, হিন্দুদিগের পুরন্দর (শত্রুদুর্গবিনাশক ইন্দ্র) বৌদ্ধদিগের পুরিন্দদ, কেননা তিনি পূর্ব্বজন্মে পুরীতে পুরীতে বহু দান করিয়াছিলেন।

ভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরিচারকেরা কুমারকে বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাজার কাছে ছিল। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহবশত রাজা পুত্রকে তুলিয়া কোলে বসাইলেন, পুত্রগত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্রকেই আদর করিতে লাগিলেন—ধর্ম্মকথা আর তাঁহার কানে গেল না। শাস্তা তাঁহার প্রমাদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীনকালে রাজারা পুত্রদের আচরণ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়াছিলেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের মৃত্যু হইলে ইহাদিগকে আনিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিও।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজকুমার এবং ব্রাহ্মণকুমারকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। বারাণসীরাজের এক পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার নিকটে গিয়া বেদত্রয় এবং সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজকুমার সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি রাজকুমারের শরীর অবলোকন করিয়া বুঝিলেন, 'এই ব্যক্তির পুত্র ইহাকে বিপদে ফেলিবে।' অনন্তর 'আমি অনুভাববলে ইহার বিঘ্ন নিরাকরণ করিব' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি চারিটি গাথা রচনা করিয়া কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন দেখিবে, তোমার পুত্রের বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে, তখন অন্ন ভোজন করিবারকালে প্রথম গাথাটি পড়িবে; যখন মহাসভায় লোকে তোমায় দর্শন করিতে আসিবে, তখন দ্বিতীয় গাথাটি পড়িবে; প্রাসাদে অধিরোহণ করিবার সময়ে সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটি পড়িবে এবং নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলির উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটি পড়িবে। রাজপুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ হইলেন, শেষে রাজার মৃত্যু হইলে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন উদ্যানক্রীড়ার্থ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে কুমার তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'পিতার প্রাণবধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে।' তিনি নিজের ভৃত্যদিগের নিকটে এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাহারা বলিল, "এ অতি উত্তম সঙ্কল্প; বৃদ্ধাবস্থায় রাজশ্রী লাভ করিলে তাহা বিফল; যে কোন উপায়ে রাজাকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।" কুমার বলিলেন, "আমি পিতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

অনন্তর একদিন কুমার কিছু বিষ লইয়া পিতার সহিত সায়মাশে উপবেশন করিলেন। রাজা অন্নপাত্রে অন্ন পতিত হওয়া মাত্র প্রথম গাথাটি বলিলেন :

তুষের কেমন স্বাদ, কি আস্বাদ তণ্ডুলের,
ইন্দুরের জানা তাহা আছে বিলক্ষণ;
একটি একটি করি ছাড়াইয়া তুষ তাই
আঁধারেই করে তারা তণ্ডুল ভক্ষণ।

'ধরা পড়িয়াছি' এই ভয়ে কুমার অন্নপাত্রে বিষ মিশাইতে পারিলেন না। তিনি আসন হইতে উঠিলেন, পিতাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে সেই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "আজ ত আমার অভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন কি উপায়ে রাজাকে মারিব, তাহা বল।" তাহারা সকলে তদবধি উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে, যাহাতে অন্য কেহ শুনিতে না পারে এইভাবে, মন্ত্রণা করিতে লাগিল এবং বলিল, "এক উপায় আছে; যখন দরবার হইবে, তখন আপনি খড়ুগ লইয়া অমাত্যদিগের মধ্যে থাকিবেন এবং রাজাকে যেমন অন্যমনস্ক দেখিবেন, অমনি খড়ুগের আঘাতে তাঁহাকে বধ করিবেন।" কুমার বলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" তিনি দরবারের সময়ে খড়ুগ লইয়া সভায় গেলেন এবং ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাজাকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই রাজা দ্বিতীয় গাথাটি আবৃত্তি করিলেন :

অরণ্যে সঙ্গীর সনে, গ্রামে বসি কাণে কাণে
করিয়াছ যে মন্ত্রণা, জানি সমুদায়;
এখনও যে কারণ হেথা তব আগমন,
অজ্ঞাত আমার কাছে কিছুমাত্র নয়।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমার বৈরভাব জানিতে পারিয়াছেন।' তিনি পলায়ন করিয়া ভৃত্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহারা সাত আট দিন পরে বলিল, "কুমার, আপনি যে আপনার পিতার শত্রু, তাহা তিনি জানেন না। আপনি কেবল ইহা অনুমান করিয়াছেন। যাহা যাউক, আপনি ইহাঁকে মারিলে চলিবে না।" ইহার পর একদিন কুমার খড়ুগ লইয়া সোপানশীর্ষস্থ প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা সোপানশীর্ষে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথাটি বলিলেন :

জাতি-ধর্ম্ম-অনুসারে জন্মিল যে পুত্র, তার
আশঙ্কায় কপি তারে দন্তের দংশনে
নির্মুষ্ক করিয়া দিল, শিশু বলি না ছাড়িল—
পুত্র-হেতু হেন ভয় উপজিল মনে।[১]

[১]। ত্রয়োধর্ম্মা-জাতক (৫৮) দ্রষ্টব্য।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা আমাকে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি ভয়ে পলাইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "পিতা আমাকে দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছেন।" তাহারা অর্দ্ধমাস এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া বলিল, "কুমার, আপনার পিতা যদি এই ষড়ুযন্ত্র জানিতেন, তাহা হইলে এতদিন সহ্য করিয়া থাকিতেন না। এ আপনার অনুমানমাত্র। তাঁহাকে যে কোন উপায়ে মারুন।" অনন্তর কুমার একদিন খড়ুগ লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, 'আজ আসিলেই খড়ুগঘাতে নিহত করিব' এই উদ্দেশ্যে পল্যঙ্কের নিম্নে শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাজা সায়মাশ-গ্রহণানন্তর অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া শয়নের জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্থ গাথাটি বলিলেন :

ভয়ে ভয়ে হেথা সেথা গমনাগমন তব,
কাণা ছাগ চরে যথা সর্ষপের ক্ষেতে;
জানি সব, জানি আর রয়েছে যে লুকাইয়া
দুষ্টাশয় পুষি মনে শয্যার নিম্নেতে।

কুমার ভাবিলেন, 'পিতা সবই জানিয়াছেন; এখন আমার প্রাণবধ করিবেন।' তিনি ভয় পাইয়া শয্যার নিম্নদেশ হইতে বাহির হইলেন, খড়ুগখানি রাজার পাদমূলে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব আমায় ক্ষমা করুন" এবং উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন। রাজা বলিলেন, "তুমি ভাব, তুমি যাহা কর তাহা কেহই জানে না।" তিনি কুমারকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা বোধিসত্ত্বের গুণ বুঝিতে পারিলেন। ইহার পর কালক্রমে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক কুমারকে বন্ধনাগার হইতে বাহির করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, প্রাচীনকালের রাজারা শঙ্কিতব্যকে শঙ্ক করিয়া চলিতেন।" কিন্তু বিম্বিসারের ইহাতেও চৈতন্যোদয় হইল না।

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞এই আখ্যায়িকার সহিত মুষিক-জাতক (৩৭৩) তুলনীয়। Gesta Romanorum নামক পাশ্চাত্ত্য কথাগ্রন্থেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে [১০৩ (৯৫)]। বানর নিজ পুত্রকে নির্মুষ্ক করে, ইহা ত্রয়োধর্ম্মা জাতকেও (৫৮) দেখা যায়।

---

৩৩৯. বাবেরু-জাতক[১]

[তীর্থিকদিগের উপহারাদিপ্রাপ্ত ও মানসম্ভ্রমলাভ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখন তীর্থিকেরা লোকের নিকট প্রচুর উপহার পাইতেন; কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের যেরূপ হয়, তাঁহাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তাঁহারা লোকের নিকট উপহার বা মানসম্ভ্রম কিছুই পাইতেন না। ভিক্ষুরা তাঁহাদের এই অবস্থান্তর সম্বন্ধে একদা ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও যতদিন গুণবানের আবির্ভাব ঘটে নাই, ততদিন নির্গুণেরাই উৎকৃষ্ট উপহারাদি পাইতেন; কিন্তু গুণবানদিগের আবির্ভাবের পর তাঁহাদের উপহারপ্রাপ্তি কিংবা মানসম্ভ্রমভোগ, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ময়ুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমরূপবান হইয়াছিলেন এবং এক অরণ্যে বাস করিতেন। এক সময়ে কতিপয় বণিক নৌকায় একটা ‘দিশা কাক’[২] লইয়া বাবেরু রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বাবেরু রাজ্যে নাকি কোন পক্ষী ছিল না। তত্রত্য অধিবাসীরা গমনাগমন করিবারকালে দেখিতে পাইল, বণিক্‌দিগের নৌকার মাস্তুলের উপর কাকটা বসিয়া আছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্তে মুখ ও তুণ্ডই বা কি সুন্দর! ইহার চক্ষু দুইটি যেন মণিগোলক!” তাহারা কাকের এইরূপ প্রশংসা করিয়া বণিকদিগকে বলিল, “মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগকে এই পাখীটা দিন; আমাদেরই ইহা আবশ্যক; আপনারা ত স্বদেশে অন্য পাখী পাইবেন।” বণিকেরা উত্তর দিল, “যদি প্রয়োজন হয়,

---

১। বাবেরু কোন স্থানের নাম তাহা স্থির করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে ইহা ব্যাবিলম।

২। ‘দিসাকাক’। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন বিদেশী কাক। কিন্তু বিদেশী কাক বলিলে কি বুঝাইবে? পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রে দিক নির্ণয় করিবার জন্য পোষা কাক সঙ্গে লইয়া যাইত এবং দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিত। কাক সহজ বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিত যে, সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাক দিশাকাক নামে অভিহিত হইত।

মূল্য দিয়া ক্রয় করুন।” “এক কাহন লইয়া দিন্!” “না এক কাহণে দিব না।” অনন্তর বাবেরুবাসীরা ক্রমে দর বাড়াইয়া শেষে বলিল, “আচ্ছা, একশ কাহণ লইয়া দিন।” বণিকেরা বলিল, “এ পাখীটা দিয়া আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তোমাদিগকেও চটাইতে পারি না।” তাহারা একশ কাহণ লইয়া কাকটাকে বিক্রয় করিল।

বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিল, এবং তাহার আহারার্থ নানাপ্রকার মৎস্য, মাংস ও বন্যফল দিয়া যত্ন করিতে লাগিল। সেদেশে অন্য পাখী ছিল না বলিয়া দশবিধ অসদ্ধর্ম্মযুক্ত[১] কাকই পরম আদর যত্ন পাইতে লাগিল।

ইহার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবেরুরাজ্যে যাইবার সময়ে একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা ময়ূরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, হাততালি দিলে নাচিত। যখন বাবেরুরাজ্যের বহুলোক ঐ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, তখন ঐ ময়ূরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধূননপূর্ব্বক মধুর রব করিতে ও নাচিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাবেরুবাসীরা অত্যন্ত প্রীত হইল এবং বণিক্‌দিগকে বলিল, “মহাশয়গণ, এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।” বণিকেরা বলিল, “আমরা প্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিলাম; তাহা তোমরা লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট ময়ূরটা আনিয়াছি; এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পক্ষী লইয়া আসিতে পারিব না।” “তাহা হউক, মহাশয়গণ; আপনারা দেশে গিয়া অন্য ময়ূর পাইবেন; এটা আমাদিগকে দিয়া যান।” অনন্তর মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে তাহার একহাজার কাহণ দিয়া উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে সপ্তরত্নময় বিচিত্র পঞ্জরে রাখিল এবং উহার আহারার্থ মৎস্য, মাংস, বন্যফল, মধু, লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়া আদর যত্ন করিতে লাগিল। ফলতঃ ময়ূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। ময়ূরের আগমনের পর কাকের আদর কমিল; সে পূর্ব্বের মত খাদ্য-পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করিত না। খাদ্য ও ভোজ্য না পাইয়া কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে মলপূর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল।

শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীতবস্তুর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দেখাইয়া অভিসম্বুদ্ধ

---

[১]। কাকের দশ অসদ্ধর্ম্ম : নিল্লজ্জত্তং, অতিভয়সীলত্তং, আহারলোভত্তং, আরগূহনত্তং, গূল্হহারন্য পুনরপরিয়েসনত্তং, অসুচিভক্খণত্তং, অনিট্ঠটলকখলত্তং, অনিট্ঠরাবত্তং, চোরত্তং, বলিপুট্ঠত্তং।

হইলেন এবং নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

যতদিন দেখে নাই চিত্রপুচ্ছ, য়িখাবান মঞ্জুস্বর ময়ূর কেমন,
মৎস্যমাংস-উপচারে বাবেরুবাসীর সবে করেছিল কাকের পূজন।
কিন্তু যবে মঞ্জুভাষী ময়ূর নৌকায় আসি বাবেরুতে হ'ল উপস্থিত,
কাকের আদর যত্ন সুমধুর ভোজ্যপেয়—অমনি হইল অন্তর্হিত।
যতদিন ঘটে নাই অজ্ঞান-তিমিরনাশী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের উদয়,
পাইত লোকের কাছে ভক্তি, পূজা, নানাবিধ শ্রমণ-ব্রাহ্মণসম্প্রদায়।
কিন্তু যবে বুদ্ধ আসি চিত্তগ্রাহী ব্রহ্মভাষে করিলেন ধর্ম্মের দেশন,
হতমান, হৃতলাভ হইল তীর্থিক সব; আর কেহ করে না যতন।

[**সমবধান :** তখন নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

---

৩৪০. বিষহ্য-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) বলা হইয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে শাস্তা অনাথপিণ্ডদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবরাজ শক্র আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দান করিও না; কিন্তু প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা তাঁহার এ নিষেধ না মানিয়া দান করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন অশীটিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল বিষহ্য। তিনি পঞ্চশীলবান ও দানব্রত ছিলেন; দান করিতে পারিলেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্দ্বার, নগরের মধ্যভাগ এবং নিজের বাসগৃহ, এই ছয় স্থানে ছয়টি দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন ছয় লক্ষ লোক ভিক্ষার্থ সমাগত হইত। বোধিসত্ত্ব নিজে এবং এই সকল ভিক্ষু একইরূপ ভক্ত গ্রহণ করিতেন। ফলতঃ বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে দান করিতেন যে, সমস্ত জম্বুদীপে কাহারও হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন ছিল না।

বোধিসত্ত্বের দানের প্রভাবে শক্রভবন কম্পিত হইল,—দেবরাজের

---

[১]। জাতক মালায় এই আখ্যায়িকার নাম অবিষহ্য শ্রেষ্ঠী-জাতক।

পাণ্ডুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে আসনচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?' তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, বিষহ্য-শ্রেষ্ঠী মুক্তহস্তে এরূপ দান বিতরণ করিতেছেন যে, জম্বুদ্বীপে আর হলকর্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজন নাই। তিনি ভাবিলেন, 'বিষহ্য বুঝি এই দানের বলে আমাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং শক্র হইবে, এই ইচ্ছা করিয়াছে! অতএব ধননাশ করিয়া ইহাকে দরিদ্রদশায় ফেলিব; আর যাহাতে দান না করিতে পারে, তাহা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের ধন, ধান্য, তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য, এমন কি দাস দাসী ও কর্ম্মচারীগণ— সমস্ত অপহরণ করিলেন। যাহারা এইরূপে দান হইতে বঞ্চিত হইল, তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জানাইল, "স্বামিন, দানশালাগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে; আপনি যেখানে যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমাদের যাহার যাহা আবশ্যক, এখান হইতে লও; আমার দান কিছুতেই বন্ধ করিও না।" অনন্তর তিনি ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দানপ্রবর্ত্তন করাও।" কিন্তু ঐ রমণী সমস্ত ঘর খুঁজিয়া মাষমাত্র দ্রব্যও দেখিতে পাইলেন না; তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমাদের পরিহিত বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; সমস্ত বাড়ীই খালি।" তাঁহারা সপ্তরত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহাও শূন্য; তাঁহারা দুইজন ভিন্ন গৃহে অন্য কোন লোকও দেখা গেল না।

মহাসত্ত্ব তখন পুনর্ব্বার ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, দান ত বন্ধ করিতে পারিব না; সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, কিছু পাও কি না।" ঐ সময়ে এক ঘাসিয়াড়া নিজের কাস্তে, বাঁক ও ঘাস বান্ধিবার দড়ি বোধিসত্ত্বের দরজার কাছে ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পত্নী ইহা কুড়াইয়া লইলেন এবং স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, জীবনে কখনও ঘাস কাটি নাই; আজ ঘাস কাটিয়া আনিব এবং তাহা বেচিয়া অবস্থানুরূপ দান করিব।"

দানব্রত বন্ধ হইবে এই ভয়ে বোধিসত্ত্ব সেই কাস্তে, বাঁক ও দড়ি লইয়া নগরের বাহির হইলেন, এক ঘাসের জমিতে গেলেন, ঘাস কাটিয়া দুইটা আঁটি বান্ধিলেন, 'একটায় আমাদের আহার চলিবে, একটায় দান করিতে পারিব' এই স্থির করিয়া আঁটি দুইটা বাঁকে বান্ধিলেন এবং নগরদ্বারে গিয়া উহা বেচিয়া যে দুই মাষা পাইলেন, তাহার একটা যাচককে দিলেন। কিন্তু সেখানে বহুযাচক উপস্থিত ছিল; সকলেই বলিতে লাগিল, "আমায় দিন," "আমায় দিন।" কাজেই বোধিসত্ত্ব অপর ভাগও দান করিলেন এবং ভার্য্যার সহিত সেদিন অনাহারে কাটাইলেন। এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। কিন্তু সপ্তম

দিবসে যখন তিনি তৃণাহরণ করিতেছিলেন, তখন ললাটে রৌদ্র লাগিবামাত্র তাঁহার চক্ষু পুড়িতে লাগিল; তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তৃণগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এরূপ হইবারই কথা, কেন না তিনি স্বভাবতঃ কুমারদেহ ছিলেন; তাহার উপর আবার সপ্তাহকাল আহার করেন নাই। শক্র তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন; তিনি তখনই গিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

এতদিন, বিষহ্য, দিয়াছ তুমি দান;
তার ফলে ঘটিয়াছে বিত্ত-অবসান।
এখন সংযতভাবে দানেতে বিমুখ
হ'য়ে ভোগ কর স্থায়ী সম্পদের সুখ।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "শক্র নিজেই নাকি দান করিয়া, শীল রক্ষা করিয়া, পেষাধব্রত পালন করিয়া ও সপ্তব্রতপদের উদ্‌যাপন[১] করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছেন। যে দানব্রত আপনার ঐশ্বর্য্যের মূল, আপনি এখন তাহাই বারণ করিতেছেন। এরূপ আচরণ সাধুজনবিগর্হিত।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :

শুনিয়াছি সাধুমুখে এই উপদেশ, যদিও সাধুর ঘটে দুর্দ্দশা অশেষ,
তথাপি তাঁহারা নাহি হয়েন কখন, অকার্য্যসাধনে রত, সহস্রনয়ন!
শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে যদি আত্মভোগ তরে না দিয়া অপরে কেহ ধন রক্ষা করে,
শত ধিক্ ধনে তার, ত্রিদশ-ঈশ্বর! হেন ধনে প্রয়োজন নাহিক আমার।

যে পথে চলিয়া যায় একখানি রথ, অন্য রথ চলে পুনঃ ধরি সেই পথ।
পূর্ব্বে যে পথের আমি লয়েছি শরণ। এখনও করিব, শক্র, সে পথে গমন।

যতক্ষণ থাকে কিছু, দিব অকাতরে, কিছুই না থাকে যদি দিব কি প্রকারে?
যদিও এখন আমি অতীত দুর্গত, তবু না ভুলিব দানরূপ মহাব্রত।

বোধিসত্ত্বকে নিবৃত করিতে অসমর্থ হইয়া শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্যে দান কর?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি শক্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব চাই না; সর্ব্বজ্ঞত্ব-লাভের জন্য দান করি।" শক্র তাঁহার বচনে প্রীত হইয়া স্বহস্তে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জন করিলেন; তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর তৎক্ষণাৎ অপার আনন্দে পূর্ণ হইল। শক্রের অনুভাববলে তাঁহার সর্ব্ববিধ বিভব ও উপকরণাদি

---

[১]। "সত্তবত্তপরানি পুরেত্বা"—মাতাপেত্তিভরণং, কুলেজেট্‌ঠাপচায়নং, সনাহসখিলসম্ভাসণং, পেসুনেয্যপ্‌পহায়েনং, মচ্‌ছেবিনয়, সচ্চং, অককোধনং।

ফিরিয়া আসিল। শক্র বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন্, তুমি এখন হইতে প্রতিদিন দ্বাদশ লক্ষ দান করিও।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের গৃহে অপরিমাণ ধন রাখিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীবনিতা এবং আমি ছিলাম বিষহ্য-শ্রেষ্ঠী।]

---

৩৪১. কন্দরী-জাতক

এই জাতকের আখ্যায়িকা কুণাল-জাতক (৫২৩) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৪২. বানর-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধার্থ চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে বেণুবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।][1]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। একদা তাঁহার হৃদয়মাংস খাইবার জন্য গঙ্গাবাসিনী এক শিশুমারীর বলবান দোহদ জন্মিল এবং সে শিশুমারকে এই অভিলাষ জানাইল। শিশুমার স্থির করিল, 'বোধিসত্ত্বকে জলে ডুবাইয়া মারিব এবং হৃদয়মাংস আনিয়া শিশুমারীকে দিব।' এই উদ্দেশ্যে সে মহাসত্ত্বকে বলিল, "এস না, ভাই, ঐ দ্বীপে বন্যফল খাইতে যাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি কেমনে যাইব?" "তোমাকে আমার পিঠে বসাইয়া লইতেছি।" বোধিসত্ত্ব শিশুমারের মনোভাব জানিতেন না; তিনি এক লাফে তাহার পিঠে বসিলেন। শিশুমার কিয়দ্দূর গিয়া ডুবিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন?" "তোমাকে মারিয়া আমার ভার্য্যাকে তোমার হৃদয়মাংস খাইতে দিব।" "মূর্খ, তুমি ভাবিয়াছ, আমার হৃদয়মাংস বুঝি আমার বুকের ভিতর আছে।" "তবে তুমি উহা কোথায় রাখিয়াছ?" "ঐ যে উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে, দেখিতে পাইতেছ না?" "দেখিতে ত পাইতেছি। উহা আমায় দিবে কি?" "দিব বৈ কি।" শিশুমার

---

[1]। শিশুমার-জাতক (২৩৮), বানবেন্দ্র-জাতক (৫৭) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মূর্খতাবশত বোধিসত্ত্বকে লইয়া নদীতীরে সেই উড়ুম্বর বৃক্ষের মূলে গেল। বোধিসত্ত্বও তাহার পিঠ হইতে লাফ দিয়া উড়ুম্বর গাছের উপরি গিয়া বসিলেন এবং এই গাথাগুলি বলিলেন :

পেরেছি ফিরিতে আমি জল হ'তে স্থলে;
আবার কি পড়িল, হে, তোমার কবলে?
কাজ নাই আম, জাম, কাঁঠালে আমার,
সাগরের পারে আছে বাগান যাহার।
তার চেয়ে উড়ুম্বর ফল ভাল, ভাই,
খেতে যাহা বিপদের শঙ্কা কোন নাই।
আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায়
যে না পারে নির্দ্ধারিত অবিলম্বে, হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে;
পাইবে যাতনা মূঢ় অনুতাপানলে।
আকস্মিক বিপদ হইলে উপস্থিত,
প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত।
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন;
অনুতাপ-ভোগ তার না হয় কখন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার এবং আমি ছিলাম সেই বানর।]

☞পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ) এই আখ্যায়িকাটী প্রায় এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে কেবল শিশুমারের পরিবর্ত্তে মকরের নাম আছে।

---

৩৪৩. কুন্টণি-জাতক[১]

[কোশলরাজের প্রাসাদে একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত। জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহাকে অবলম্বন করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ক্রৌঞ্চী নাকি কোশলরাজ্যের দৌত্য করিত[২]। তাহার দুইটি শাবক ছিল। একদা রাজা ক্রৌঞ্চীকে একখানা পত্র দিয়া অন্য এক রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রৌঞ্চী চলিয়া গেলে রাজভবনস্থ বালকেরা শাবক দুইটিকে

---

[১]। কুন্টণি = ক্রৌঞ্চী (শ্যেনজাতীয় পক্ষী)।

[২]। ইহাতে দেখা যায় পক্ষী দ্বারা পত্রপ্রেরণ পুরাকালে এদেশেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। নলোপাখ্যানেও ইহার ধ্বনি আছে।

হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। সে ফিরিয়া শাবকদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার শাবক দুইটি মারিয়াছে?" লোকে বলিল, "অমুকে অমুকে মারিয়াছে।"

এই সময়ে রাজবাড়ীতে একটা পোষা বাঘ ছিল। তাহার প্রকৃতি অতি ভীষণ ও পরুষ ছিল; সে কেবল বন্ধনবলেই স্থির হইয়া থাকিত। একদিন ঐ বালকেরা সেই বাঘ দেখিতে গেল। ক্রৌঞ্চীও তাহাদের সঙ্গে বাঘের কাছে গেল; এবং 'ইহারা যেমন আমার শাবক দুইটি মারিয়াছে, আমিও ইহাদের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেছি, এই উদ্দেশ্যে বালকদিগকে ধরিয়া ব্যাঘের পাদমূলে ফেলিয়া দিল। বাঘ তৎক্ষণাৎ মুর্‌মুর্‌ করিয়া তাহাদিগকে উদরস্থ করিল। 'এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল' ভাবিয়া ক্রৌঞ্চী তখনই উড়িয়া হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই, রাজবাড়ীর একটা ক্রৌঞ্চী নাকি যে ছেলেরা তাহার শাবকগুলি মারিয়াছিল, তাহাদিগকে বাঘের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া নিহত করাইয়াছে এবং নিজে পলাইয়া গিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ক্রৌঞ্চী নিজের অপত্যঘাতকদিগের জীবনান্ত করাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম ও নিরপেক্ষভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারাও গৃহে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্তা একটা ক্রৌঞ্চী থাকিত এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে কেবল এই : ক্রৌঞ্চী ব্যাঘ্র দ্বারা বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়া চিন্তা করিল, 'আমি আর এখানে বাস করিতে পারি না; আমাকে অন্যত্র যাইতে হইবে; কিন্তু যাইবার সময়েও রাজাকে বলিয়া যাইব না; তাঁহাকে বলিয়া যাইব।' অনন্তর সে রাজার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইল এবং বলিল, "প্রভু আপনারই অনবধানবশত বালকেরা আমার শাবক দুইটি মারিয়াছে; আমিও ক্রোধবশত সেই বালকদিগের প্রাণবধ করাইয়াছি। অতএব আমার আর এখানে থাকিবার সাধ্য নাই।

থাকিয়া তোমার গৃহে পেয়েছি আদর কত নিত্য;
এখন তোমারি দোষে যাই আমি চলিয়া অন্যত্র।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

পাপে পাপ-প্রতিশোধ করিয়াছ, তবে কেন আর
বৈরভার উপশম হইবে না এখন তোমার?

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছ, এই ভাবি মনে,
ভুলিয়া অপত্যশোক থাক তুমি আমার ভবনে।

ক্রৌঞ্চী বলিল :

ক্ষতি যার হয় আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
উভয়ের মধ্যে পুনঃ জনমে না প্রীতির বন্ধন।
তাই আর এই স্থানে থাকিতে না মন মোর লয়;
চলিলাম, রথিবর, ছাড়ি তোমা, যেথা ইচ্ছা হয়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

ক্ষতি যার হয়, আর ক্ষতি তার করে যেই জন,
এই উভয়ের মধ্যে জন্মে পুনঃ প্রীতির বন্ধন,
যদি আমি উভয়েই হয় স্থির, ধীর, শুদ্ধমতি।
কেবল মূর্খের মধ্যে এ সদ্ভাব অসম্ভব অতি।
তাই বলি যেও নাক; থাক তুমি ভবনে আমার;
আমরা ত মূর্খ নই; হবে পুনঃ প্রীতির সঞ্চার।

ক্রৌঞ্চী বলিল, "সে যাহাই হউক, প্রভু, আমি আর এখানে থাকিতে পারিবনা।" ইহা বলিয়া সে রাজাকে প্রণাম করিল এবং হিমবন্ত প্রদেশে উড়িয়া গেল।

[**সমবধান :** তখন সেই ক্রৌঞ্চী সেই ক্রৌঞ্চী ছিল এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব, ১৩৯ অধ্যায়) রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পক্ষী পূজনীর যে কথা আছে, তাহাও প্রায় এইরূপ। পূজনী নিজের পুত্রহন্তা রাজকুমারের চক্ষুদ্বয় নষ্ট করিয়াছিল; রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, অপকারীর প্রত্যপকার করায় উভয়েরই তুল্যাপরাধ হইয়াছে, অতএব পূজনীয় স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পূজনীয় সে কথা না শুনিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। 'কুন্টাণি' শব্দটী 'পূজনী' শব্দেরই রূপান্তর কি?

তন্ত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, একটা সাপে এক কাকের শাবক খাইয়াছিল বলিয়া কাক এক সোণার বালা চুরি করিয়া সাপের গর্ত্তে রাখিয়া দেয়, যাহার বালা চুরি যায়, সে খুঁজিতে খুঁজিতে সাপের বাসায় উহা পায় এবং সাপটাকে মারিয়া ফেলে।

---

৩৪৪. আম্রচোর-জাতক

[এক স্থবির অতি সাবধানে আম্রফল রক্ষা করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, এই ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক জেতবনের প্রত্যন্ত এক আম্রবনে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আম্রবৃক্ষ হইতে যে সকল ফল পড়িত, তিনি সেগুলি নিজে খাইতেন, নিজের আত্মীয়স্বজনকেও দিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে কয়েকজন আম্রচোর আম পাড়িয়া কতক খাইয়াছিল, কতক লইয়া গিয়াছিল। এই সময় চারি জন শ্রেষ্ঠীকন্যা অচিরবতীতে স্নান করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই আম্রবনে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ স্থবির ফিরিয়া আসিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পান এবং 'তোমরাই আমার আম খাইয়াছ' বলিয়া ধুম ধাম করেন। শ্রেষ্ঠীকন্যাগণ বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিতেছি; আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল যে খাও নাই।" "শপথ করিতেছি ভদন্ত"। এই বলিয়া শ্রেষ্ঠীকন্যাগণ শপথ করে। স্থবির এইরূপে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়া দেন।

তাঁহার এই কীর্ত্তির কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু নাকি, তিনি যে আম্রবনে বাস করেন সেখানে শ্রেষ্ঠীকন্যারা প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে শপথ করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ব্যক্তি এখন যেমন, পূর্ব্বেও সেইরূপ আম্ররক্ষক ছিল এবং শ্রেষ্ঠীকন্যাদিগকে শপথ পর্য্যন্ত করাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন এক জটাধারী কূটতপস্বী বারাণসীর নিকটে নদীতীরস্থ এক আম্রবনে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক আম্র রক্ষা করিত; যে সকল আম পড়িত, সেগুলি নিজে খাইত ও আত্মীয়স্বজনকে দিত এবং নানারূপ মিথ্যাচরণদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র একদিন ভাবিতে লাগিলেন, সম্প্রতি মনুষ্যলোকে কে মাতাপিতার সেবা করে, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পরিজন দিগের সম্মান করে, কে দানশীল, শীলরক্ষক ও পোষধব্রতাচারী, কে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করে, আর কেই বা অনাচারে রত হইয়াছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা মনুষ্যলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উক্ত আম্ররক্ষক দূরাচার কূটজটাধারীকে

দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, এই ভণ্ডজটাধারী কৃৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি শ্রামণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আম্রবন রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; ইহাকে সমুচিত ভয় দেখাইতে হইবে।' অনন্তর এই তপস্বী ভিক্ষায় বাহির হইলে শক্র নিজের অনুভাববলে সমস্ত আম পাড়িয়া লুকাইয়া রাখিলেন—বোধ হইল যেন চোরে সব লইয়া গিয়াছে। সে সময়ে বারাণসী হইতে চারিজন শ্রেষ্ঠীকন্যা ঐ আম্রবনে প্রবেশ করিয়াছিল। কূটতপস্বী আশ্রমে ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া "তোরাই আমার আম খাইয়াছিস্" বলিয়া আটক করিলেন। তাহারা বলিল, "ভদন্ত, আমরা এই মাত্র আসিয়াছি; আমরা আপনার আম খাই নাই।" "তবে শপথ করিয়া বল।" "শপথ করিলে ত যাইতে পারিব?" "হাঁ, শপথ করিলে যাইতে পারিবি।" তখন "যে আজ্ঞা" বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠা, সে শপথ করিল :

কলপ দিয়া সাজায় মাথা, পাকা চুলগুলি
শন্না দিয়া একে একে ফেলে টানি তুলি,—
এমন বুড়া সোয়ামী যেন ভাগ্যে তাহার হয়,
আম চুরি যে পোড়ামুখী করল মহাশয়!

তপস্বী তাহাকে পৃথক স্থানে রাখিয়া দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠীকন্যাদ্বারা শপথ করাইলেন। সে বলিল :

বয়স হবে বিশ, পঁচিশ বা উন্ত্রিশ বছর,
তবু ভাগ্যে জুট্‌বে নাক মনের মতন বর;
বুড়াকালেও আইবুড়ো নাম ঘুচবে না তাহার,
আমগুলি যে পোড়ামুখী খেয়েছে তোমায়।

দ্বিতীয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা শপথ করিয়া পৃথক স্থানে গেলে তৃতীয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা বলিল :

বাহির হবে বঁধুর তরে একলা অভিসারে,
যাবে দূরে, কথা আছে দেখতে পাবে তারে;
তবু বঁধু দেখা তারে দিবে না নিশ্চয়,
আম চুরি যে যে পোড়ামুখী করল, মহাশয়!

তৃতীয়া শ্রেষ্ঠীকন্যা শপথ করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন চতুর্থা শ্রেষ্ঠীকন্যা বলিল :

সেজে গুজে মালা প'রে চন্নন দিয়ে গায়
এক্‌লা খাটে শুয়ে যেন রাত্তির সে কাটায়,
খেয়েছে যে পোড়ামুখী এই বাগানের আম;
সত্তি সত্তি তিন সত্তি দিব্বি গালিলাম।

"তোমরা অতি উৎকৃষ্ট শপথ করিয়াছ; সম্ভবত অন্য লোকেই আম খাইয়াছে। অতএব তোমরা এখন যাইতে পার।" এই বলিয়া তপস্বী শ্রেষ্ঠীকন্যাদিগকে বিদায় দিল। তখন শক্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কূটতপস্বীকে এমন ভয় দেখাইলেন যে, সে পালাইবার পথ পাইল না।

[**সমবধান :** তখন এই আম্ররক্ষক বৃদ্ধ ছিল সেই কূটজটাধারী; এই শ্রেষ্ঠীকন্যা চারিটি ছিল সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা চারিটি, আমি ছিলাম শক্র।]

----

৩৪৫. গজকুম্ভ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অলস ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; শেষে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বড় অলস ছিলেন। কি ধর্ম্মের আবৃত্তি, কি প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নদ্বারা জ্ঞানের উন্নতি, কি কার্য্যকারণনির্ণয়ে চিত্তের একাগ্রতাসাধন, কি আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতির[২] সেবাশুশ্রূষা,[১]—প্রকৃতিগত আলস্যবশত ইহার কোন বিষয়েই তাঁহার

---

[১]। 'গজকুম্ভ' একপ্রকার অতি মন্দগামী জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজী অনুবাদক 'কুম্ভ' শব্দটিকে 'কূর্ম্ম' মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ কূর্ম্ম শব্দ পালিতে কূর্ম্ম হয়। বিশেষতঃ (আখ্যায়িকায় যেরূপ দেখা যায়) কূর্ম্ম কখনও বাগানে বিচরণ করে না, তরুকোটরেও বাস করে না। আমার মনে হয়, ইহা শম্বুকজাতীয় প্রাণী। বর্ষাকালে এরূপ শম্বুক বাগানে বিচরণ করিয়া গলিত পত্রাদি খাইয়া থাকে। ইহার পৃষ্ঠের কুব্জাকার এবং ইহার শুণ্ডদ্বয় দেখিয়া লোকে যে ইহাকে গজকুম্ব বলিত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয়, কোন অভিধানে এই শব্দটি পাওয়া গেল না। সিংহলী জাতকেও 'গজকূম্ভ' শব্দটি অবিকল গৃহীত হইয়াছে। সিংহল দ্বীপে না কি এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটকে লোকে গজকূম্ভ বলে।

[২]। আচার্য্য-উপাধ্যায়—এই শব্দ দুইটির সম্বন্ধে মনু বলেন :

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দিজঃ,
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ
যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে। ২। ১৪০, ১৪১।

[কল্প = যজ্ঞবিদ্যা; রহস্য = উপনিষৎ।] ইহাতে বুঝা যায়, যিনি আধ্যাত্মিক গুরু, তিনি আচার্য্য; যিনি সাধারণ শিক্ষাদাতা এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, তিনি উপাধ্যায়।

যত্ন ছিল না। সেখানে দশজনে বসিয়া গল্পগুজব করিত, তিনি সেখানে বসিয়াই সময় কাটাইতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার আলস্যের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভিক্ষু নাকি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও আলস্যাভিভূত হইয়া সময়ক্ষেপ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি বড় অলস ছিল।" অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। বারাণসীরাজের প্রকৃতি অতি অলস ছিল। বোধিসত্ত্ব রাজার এই কুস্বভাব দূর করিবার উপায় দেখিতেন। একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা অতি অলস গজকুম্ভ দেখিতে পাইলেন। এই অলস প্রাণী নাকি সমস্ত দিন চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলির বেশী অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাকে দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এই প্রাণীর নাম কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, লোকে ইহাকে গজকুম্ভ বলে; ইহারা অতি অলস, সমস্ত দিন এইভাবে চলিয়াও এক কি দুই অঙ্গুলি মাত্র অগ্রসর হইতে পারে।" অনন্তর তিনি গজকুম্ভের সহিত আলাপে প্রবৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে গজকুম্ভ, তোমাদের ত এইরূপ মন্দগতি; যদি দাবাগ্নি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি কর বল ত?

লোল জিহ্বা বিস্তারিয়া দাবাগ্নি যখন
ধায়, করি ভস্মীভূত পথে যাহা পায়,
মন্দগতি সরীসৃপ, শুধাই তোমায়,
কি উপায়ে রক্ষা কর তখন জীবন?"

ইহা শুনিয়া গজকুম্ভ বলিল :

শত শত আছে হেথা তরুর কোটর, পৃথিবীতে রয়েছে বিষয় বহুতর;
যদি না প্রবেশি মোরা কোনটীতে তার, তবেই মরণ আমা সবাকার।

তখন বোধিসত্ত্ব আর দুইটি গাথা বলিলেন :

---

[১]। ধর্ম্মের আবৃত্তি = উদ্দেস (উদ্দেশ)। প্রশ্নপ্রতিপ্রশ্ন = পরিপুচ্ছা (পরিপৃচ্ছা)। কার্য্যকারণনির্ণয় একাগ্রতা যোনিসোমনসিকার (যোনি = প্রজ্ঞা, জ্ঞান)। উপাধ্যায়াদির শুশ্রূষা = বত্তপটিবত্ত।

মন্দগতি যেখানেতে মঙ্গল-নিদান,
সেখানে যে ত্বরা করি হয় আগুয়ান;
কল্যাণ-কারণ পুনঃ ক্ষিপ্রতা যেখানে,
তন্দ্রাবেশে মন্দ মন্দ চলে সেই খানে;—
স্বার্থনাশ ঘটে তার নাহিক সংশয়,
পদাঘাতে শুষ্কপূর্ণ চুর্ণ যথা হয়।
বিলম্বে কর্ত্তব্য যাহা, বিলম্বে যে করে,
আশুকরণীয়ে তথা তন্দ্রা পরিহরে,
শুক্লপক্ষে শশী যথা ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
সেরূপ সৌভাগ্য তার বাড়িবে নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্বের বাক্য শুনিয়া রাজা তদবিধ আলস্য ত্যাগ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই অলস ভিক্ষু ছিল সেই গজকুম্ভ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

---

৩৪৬. কেশব-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রীতিভোজন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজন হইত। সেই শ্রেষ্ঠীর গৃহ সর্ব্বদা ভিক্ষুদিগের বিশ্রামভূমি (পানাহারের স্থান) ছিল, উহা ভিক্ষুদিগের কাষায়বসনের আভায় উদ্‌ভাসিত, এবং ভিক্ষুগাত্রস্পৃষ্ট পূত বাতে পবিত্র হইত। একদিন কোশলরাজ নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘ দেখিতে পাইয়া সঙ্কল্প করিলেন, 'আমিও এই আর্য্যসঙ্ঘকে নিয়ত ভিক্ষাদান করিব।' তিনি বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "আমাকেও ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবিরত দান করিবার অনুমতি দিন।" তখন হইতে রাজভবনে প্রতিদিন ভিক্ষুদিগকে একবৎসরের পুরাতন গন্ধশালির অন্ন ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু ঐ খাদ্য যে প্রীতির ও স্নেহের সহিত কেহ স্বহস্তে পরিবেষণ করিবে, এমন লোক ছিল না; রাজমন্ত্রীরা অন্ন পরিবেষণ করাইতেন, (কিন্তু স্বহস্তে দিতেন না); কাজেই ভিক্ষুরা সেখানে বসিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না; তাঁহারা নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অন্ন লইয়া স্ব স্ব শিষ্যগৃহে যাইতেন শিষ্যদিগকে ঐ অন্ন দান করিতেন এবং শিষ্যেরা সুস্বাদু বা বিস্বাদ যাহা দিত, তাহাই খাইতেন।

একদিন রাজার জন্য বহুবিধ ফল আনীত হইয়াছিল। রাজা বলিলেন, "এ সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দাও।" কিন্তু ভৃত্যেরা ভোজনগৃহে গিয়া ভিক্ষুদিগের জনপ্রাণী

দেখিতে পাইল না। তাহারা রাজাকে এই কথা জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তাঁহাদের ভোজনকাল উপস্থিত হয় নাই কি?" "ভোজনকাল এই বটে, কিন্তু ভিক্ষুরা মহারাজের গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রিয় শিষ্যদিগের বাটীতে যান, এখানে যে অন্ন পান সমস্ত তাহাদিগকে দান করেন, এবং তাহারা ভাল মন্দ যাহা দেয়, তাহাই আহার করিয়া থাকেন।" রাজা ভাবিলেন, "আমরা ত সুস্বাদ অন্নই দিয়া থাকি; অথচ তাহা ভক্ষণ না করিয়া ভিক্ষুরা অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন, ইহার কারণ কি? শাস্তাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, সেই খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা প্রীতিসহকারে প্রদত্ত হয়। স্নেহসহকারে, প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভোজ্যবণ্টন করে, আপনার গৃহে এরূপ লোকের অভাব। কাজেই ভিক্ষুরা আপনার গৃহ হইতে অন্ন লইয়া স্ব স্ব প্রীতিভাজন শিষ্যদিগের গৃহে যায় এবং তত্তৎস্থানে অন্ন গ্রহণ করে। মহারাজ, প্রীতির মত রস আর নাই। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে চতুর্মধুর দিলেও তাহা প্রীতিপ্রদত্ত শ্যামাক[১] ভক্তের ন্যায় রসনাতৃপ্তিকর নহে। পুরাকালে পণ্ডিতদিগের রোগ হইয়াছিল; পঞ্চকুলের রাজবৈদ্য[২] তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোগের উপশম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই পণ্ডিতেরা যখন আপনাদের প্রীতির পাত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানকার লবণহীন নীবারশ্যামাকের যবাগূই অলবণ, জলমাত্রসিক্ত শাকের সহিত পান করিয়া তাঁহারা নীরোগ হইয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীররাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল কল্পকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং তাহার পর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া যান।

তৎকালে কেশব নামক এক তাপস পঞ্চশত তাপসের আচার্য্য ছিলেন এবং শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সেই পঞ্চশত অন্তেবাসীর শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি

---

[১]। শ্যামাক—শ্যাম (শ্যরামা) নামক এক প্রকার ঘাসের বীজ। নীবার = বন্যব্রীহি, বনজধান্য।

[২]। পঞ্চ ভেসজ্জকুল'। ইহাতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা-তন্ত্রাবলম্বী বৈদ্য-পরিবার বুঝিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

কেশব তপস্বীর হিতকামনা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রীতির সঞ্চার হইল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে কেশব সেই সকল তাপস সঙ্গে লইয়া লবণ ও অম্লসেবন করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋষিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইলেন, নিজের গৃহেই ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া উদ্যানে বাস করাইলেন।

অতঃপর বর্ষাকাল অতীত হইলে কেশব রাজার নিকট বিদায় চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করুন; যুবক তপস্বীদিগকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "বেশ, তাহাই হউক" বলিয়া কেশব জ্যেষ্ঠ অন্তেবাসীর (বোধিসত্ত্বের) সহিত শিষ্যদিগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে একাকী বারাণসীতে রহিলেন। কল্প হিমবন্তে গিয়া তপস্বীদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে কেশব কল্পের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইলেন; কল্পকে দেখিবার জন্য তাঁহার এত আকাঙ্খা জন্মিল যে, তিনি নিদ্রা সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অনিদ্রাবশত তিনি ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারিলেন না, তন্নিবন্ধন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার উদরে ভয়ানক বেদনা জন্মিল। রাজা পঞ্চ বৈদ্যকুল লইয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না।

তখন কেশব রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার মরণ ইচ্ছা করেন, না আরোগ্য কামনা করেন?" রাজা বলিলেন, "সে কি ভদন্ত? আমি আপনার আরোগ্যই চাই।" "তাহা হইলে আমাকে হিমবন্তে পাঠাইয়া দিন।" "আচ্ছা, ভদন্ত, তাহাই করিতেছি।" রাজা নারদ নামক অমাত্যকে বলিলেন, "ভদন্তকে লইয়া কতকগুলি বনেচর সমভিব্যাহারে হিমবন্তে যাও।" নারদ কেশবকে সেইভাবেই হিমবন্তে লইয়া নিজে প্রতিগমন করিলেন।

কল্পকে দেখিবামাত্র কেশবের মানসিক রোগ প্রশমিত হইল; তাঁহার উৎকণ্ঠাও কমিয়া গেল। কল্প তাঁহাকে লবণহীন, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পত্রের সহিত শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ খাইতে দিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পথ্য সেবন করিবামাত্রই তিনি রক্তামাশয় হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

অতঃপর কেশব কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত রাজা নারদকে পুনর্ব্বার হিমবন্তে প্রেরণ করিলেন। নারদ গিয়া দেখিলেন, কেশব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, বারাণসীরাজ পঞ্চ

বৈদ্যকুল লইয়াও আপনাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই; কল্প আপনার কিরূপ চিকিৎসা করিয়াছেন?” এই প্রশ্ন করিবারকালে নারদ নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

নরনাথ কাশীরাজ-শকতি যাঁহার আছে সর্ব্বমনোরথ পূর্ণ করিবার,
ছাড়ি তাঁরে ভগবান কেশবের প্রীতি কল্পের আশ্রমে কেন করিতে বসতি?

ইহা শুনিয়া কেশব বলিলেন :

সব রমণীয় হেথা; দেখ, তরুগণ কেমন সুস্বাদ ফল করে বিতরণ!
ততোহধিক সুমধুর কল্পের আলাপ সতত নারদ, হরে আমার সন্তাপ।

“কল্প আমার তৃপ্তির জন্য অলবণ, অসিদ্ধ, জলমাত্রসিক্ত পর্ণ এবং শ্যামাক ও নীবারের যবাগূ পান করাইয়া থাকেন, তাহাতেই আমার শরীরের ব্যাধি উপশমিত হইয়াছে। আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি।” নারদ বলিলেন :

রাজালয়ে তৃপ্ত যাঁর হইত রসনা
সমাংস শালির অন্ন করিয়া ভোজন,
এবে তিনি শ্যামাক নীবার অলবণ
খেয়ে কি আস্বাদ পান বুঝিতে পারি না।

কেশব বলিলেন :

স্বাদু কিংবা স্বাদহীন, অল্প বা অধিক,
প্রীতি যদি নাহি থাকে, সে খাদ্যেরে ধিক্‌
প্রীতিই পরম রস, পরশে ইহার
সব খাদ্যে পাই আমি আস্বাদ সুধার।

এই কথা শুনিয়া নারদ রাজার নিকট প্রতিগমন করিলেন এবং কেশব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন নারদ; বকব্রহ্ম[১] ছিলেন কেশব এবং আমি ছিলাম কল্প।]

---

৩৪৭. অয়ঃকূট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকোত্তর-চরিত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) বলা হইবে।]

* * *

---

[১]। বকব্রহ্ম-ব্রহ্মলোকবাসী অন্যতম দেবতা। ইনি অনিত্যত্ব স্বীকার করিতেন না; অতঃপর বুদ্ধ ইহাঁকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। [বকব্রহ্ম-জাতকের (৪০৫) প্রত্যুৎপন্নবস্তু দ্রষ্টব্য।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

তখন লোকে মঙ্গল কামনায় দেবার্চ্চনা করিত এবং বহু ছাগ, মেষ প্রভৃতি বধ করিয়া দেবতাদিগকে পূজা দিত। কিন্তু বোধিসত্ত্ব ভেরীবাদনদ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কেহই প্রাণিহত্যা করিতে পারিবে না।

যক্ষেরা মাংসবলি হইতে বঞ্চিত হইয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা হিমবন্ত প্রদেশে যক্ষসভা করিয়া এক অতি দুরাচার যক্ষকে বোধিসত্ত্বের প্রাণবধার্থ প্রেরণ করিল। এই দুরাত্মা গৃহচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ড এক জ্বলন্ত লৌহখণ্ড লইয়া তাহারই প্রহারে বোধিসত্ত্বকে নিহত করিবে, এই অভিপ্রায়ে রাত্রির মধ্যম যাম অতীত হইবামাত্র বোধিসত্ত্বের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্তভাব ধারণ করিল। ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তিনি সেই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং বজ্র হস্তে লইয়া যক্ষের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বোধিসত্ত্ব যক্ষকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এ এখানে দাঁড়াইয়া কেন? এ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, না মারিতে আসিয়াছে?" তিনি যক্ষের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

গৃহের চূড়ার মত প্রকাণ্ড লৌহের খণ্ড ল'য়ে শূন্যে কেন দাঁড়াইয়া?
রক্ষিবে কি মোরে তুমি? অথবা ভেবেছ মনে দণ্ডাঘাতে ফেলিবে মারিয়া?

বোধিসত্ত্ব যক্ষকেই দেখিতেছিলেন, তিনি শক্রকে দেখিতে পান নাই; যক্ষ কিন্তু শক্রের ভয়ে তাঁহাকে প্রহার করিতে পারিতেছিল না। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি তোমার রক্ষার জন্য এখানে আসি নাই; এই জ্বলন্ত অয়ঃকূটের আঘাতে তোমাকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। কিন্তু শক্রের ভয়ে প্রহার করিতে পারিতেছি না।" এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য সে দ্বিতীয় গাথা বলিল :

তোমার বধরে তরে রাক্ষসের দূত হ'য়ে আগমন এখানে আমার;
কিন্তু শক্র দেবরাজ রক্ষিছেন নিজে আসি; তাই শির অক্ষত তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অপর দুইটি গাথা বলিলেন :

দেবেন্দ্র, সুজার পতি,[১] দেবলোকে রাজ্য যাঁর, যদি রক্ষা করেন আমায়,
গর্জ্জুক পিশাচগণ, আসুক রাক্ষস যত; মন মোর ভয় নাহি পায়।

---

[১]। বৌদ্ধমতে শক্রের স্ত্রীর নাম সুজা এবং সেইজন্য শক্রের নামান্তর সুজাস্পতি।

কুম্ভাণ্ড,[১] পাংশুপিশাচ,[২] যক্ষরক্ষো ভূতপ্রেত, পারে যত করুক গর্জ্জন,
উৎপাদিয়া মহাভীতি; তবু তারা সঙ্গে মোর বুঝিতে না সমর্থ কখন।

যক্ষকে বিদূরিত করিয়া শক্র মহাসত্ত্বকে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই; এখন হইতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি নির্ভয়ে থাকুন।" অনন্তর তিনি শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন অনুরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

---

৩৪৮. অরণ্য-জাতক

[কোন যুবক এক স্থূলা কুমারীর প্রলোভনে পড়িয়াছিল।[৩] তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু খুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা হইবে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া নিজে বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহিরে যাইতেন।

একদিন দস্যুরা কোন প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণপূর্ব্বক কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বন্দীদিগের মধ্যে এক কুমারী পলায়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং তাহার হাবভাব দেখিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্র প্রলুব্ধ হইল। সে যুবককে শীলভ্রষ্ট করিয়া বলিল, "চল আমরা এখান হইতে যাই।" যুবক বলিল, "বাবাকে আসিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া যাইব।" "আচ্ছা, তাঁহাকে দেখিয়াই যাইবে।" ইহা বলিয়া কুমারী আশ্রমের বাহিরে গিয়া

---

[১]। কুম্ভাণ্ড—দেবযোনিবিশেষ। "কুম্ভমত্তরহস্‌সঙ্গা মহোদরা যক্ষা।"

[২]। পাংশুপিশাচ—পুরীষাশী প্রেত; ইহাদের জঠর গুহার ন্যায় বৃহৎ, অথচ মুখ সুচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয় না।

[৩]। 'স্থূলা' শব্দের ব্যাখ্যা খুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকের (৪৭৭) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলিয়াছেন, খুল্ল কুমারিকা বলিলে স্থূলাঙ্গী কুমারিকা বুঝায় না; যে কুমারী পঞ্চবিধ কামগুণে পূর্ণা, তাহাকে স্থূলা বলা যায়। এখানে স্থূল শব্দ ইংরাজী coarse শব্দের তুল্যার্থবাচক।

পথের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আশ্রমে ফিরিলে তাঁহার পুত্র প্রথম গাথা বলিল :

বন ত্যজি গ্রামে আমি চলি যদি যাই,
বল পিতঃ দয়া করি, তোমায় শুধাই,
কি চরিত্র, কি আকার দেখিয়া লোকের
মিশিব মিত্রের মত সঙ্গে তাহাদের?

বোধিসত্ত্ব পুত্রকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনটি গাথা বলিলেন :

তাহার হইবে তুমি বিশ্বাসভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ'তে যে চায় তোমার,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার।

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট-কামনা
ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে' না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ,
যখন যাইবে যেই তুমি ছাড়ি এই বন।
হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার
এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায়
তাহার চঞ্চল চিত্ত নানা দিকে ধায়;
ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, এমন লোকের
সংসর্গে বিপদ, বৎস ঘটে মানবের।
ত্যজিবে এরূপ বন্ধু অতি সাবধানে;
যদিও থাকিতে হয় জনহীন স্থানে।

ইহা শুনিয়া তাপস কুমার বলিল, "পিতঃ, এই সকল গুণসম্পন্ন লোক আমি কোথায় পাইব? আমি কোথাও যাইব না; আপনার নিকটেই থাকিব।" অনন্তর সে প্রতিনিবৃত্ত হইল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব পুত্রকে কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং উভয়েই অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মালোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই যুবক এবং এই কুমারী ছিল সেই তাপসকুমার ও সেই কুমারী, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩৪৯. সন্ধিভেদ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবারকালে পৈশুন্যশিক্ষাপদ সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা শুনিতে পাইলেন যে, ষড়ুবর্গীয় ভিক্ষুরা পরের নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। তিনি ষড়ুবর্গীয়দিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সকল ভিক্ষু দল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও কলহ ভালবাসে, এবং যাহারা বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ সংগ্রহ করিয়া থাক; সেজন্য যেখানে বিবাদ ছিল না, সেখানেও বিবাদ জন্মে এবং একবার জন্মিলে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; একথা সত্য কি?" ষড়ুবর্গীয়েরা বলিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" তখন শাস্তা তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিশুন বাক্য তীক্ষ্ণ অসির প্রহার সদৃশ, দৃঢ় বিশ্বাসও ইহা দ্বারা নিমেষের মধ্যে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়; যে ইহাতে কাণ দেয়, সে নিজের বন্ধুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সিংহ ও বৃষের দশা প্রাপ্ত হয়।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তক্ষশিলায় গিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেই যথাধর্ম্ম রাজ্য করিতেন।

একদা এক গোপালক অরণ্যমধ্যস্থ গোশালায় গরুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ফিরিবারকালে অনবধানতাবশত একটা গর্ভিণী গবীকে ফেলিয়া আসিয়াছিল। এই গবীর সহিত একটা সিংহীর বন্ধুতা জন্মিল। তাহারা দৃঢ় সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিত। কিয়ৎকাল পরে গবী ও সিংহী উভয়েই এক একটা শাবক প্রসব করিল। এই শাবক দুইটীর মধ্যে কৌলিক মিত্রতাবশত প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল; এবং তাহারা একত্র বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর এক বনেচর এই প্রাণিদ্বয়ের মিত্রতা লক্ষ্য করিল। সে বনজাত নানাবিধ দ্রব্য লইয়া বারাণসীতে গেল এবং রাজাকে সেই সমস্ত উপহার দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, বনে কিছু আশ্চর্য্য দেখিতে পাইলে কি?" বনেচর বলিল, "মহারাজ আর কিছু দেখি নাই; কিন্তু এক সিংহ ও এক বৃষের মধ্যে অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তাহারা এক সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে।" রাজা বলিলেন, "যদি তৃতীয় কোন প্রাণী ইহাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তাহা হইলে ভয়ের কারণ হইবে। যখন দেখিবে তৃতীয় কোন প্রাণী আসিয়া জুটিয়াছে, তখন আমায় সংবাদ দিবে।" "যে আজ্ঞা মহারাজ।"

---

[১]। পৈশুন্য—পরনিন্দা, পরের গ্লানি রচনা করিবার অভ্যাস।

বনেচর বারাণসীতে গেলে এক শৃগাল সিংহ এবং বৃষের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বনেচর অরণ্যে ফিরিয়া ইহা দেখিতে পাইল এবং তৃতীয় এক প্রাণী যে আসিয়া জুটিয়াছে, রাজাকে এই কথা জানাইবার জন্য আবার নগরে গেল।

এদিকে শৃগাল চিন্তা করিতে লাগিল, 'সিংহমাংস ও বৃষমাংস ভিন্ন অন্য এমন কোন মাংসই নাই, যাহা আমি না খাইয়াছি। এখন এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া ইহাদের মাংস খাইব। এই সঙ্কল্প করিয়া সে উভয়ের কাণেই, 'ও তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছে' এইরূপ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরে উভয়ের মধ্যে কলহ জন্মাইয়া উভয়কে মরণদশায় আনয়ন করিল।

বনেচর গিয়া বারাণসী রাজকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, তাহাদের সঙ্গে তৃতীয় একটা জন্তু আসিয়া জুটিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কে সে?" "শৃগাল মহারাজ।" "সে উভয়ের বন্ধুত্ব বিনাশ করিয়া উভয়কে নিহত করাইবে। আমরা গিয়া দেখিব, সেই দুইটা জন্তুই মরিয়াছে।" ইহা বলিয়া রাজা রথারোহণে বনেচর-প্রদর্শিত পথে গিয়া দেখেন, তাহারা পরস্পর কলহ করিয়া মারা গিয়াছে এবং শৃগাল পরম পরিতোষসহকারে একবার সিংহের, একবার বৃষের মাংস খাইতেছে। দুইটা জন্তুই মরিয়াছে দেখিয়া রাজা রথে বসিয়াই সারথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই গাথাগুলি বলিলেন :

সিংহের যে খাদ্য তাহা বৃষে কভু ভক্ষণ না করে;
সিংহে সিংহী, বৃষে গবী লয় বাছি বিহারের তরে।
যে যে হেতু কলহের উদ্ভব হইয়া থাকে প্রায়,
কিছুই ত সাধারণ ইহাদের দেখা নাহি যায়।

তথাপি, সারথে, দেখ শৃগালের ধূর্ত্ততা কেমন,
একে অপরের কাছে নিন্দি করে বন্ধুত্ব ছেদন
তীক্ষ্ণ অসিধারে যথা; তাই বৃষ, আর পশুরাজ,
পশুকুলে যে অধম, তারি খাদ্য হইয়াছে আজ!

সন্ধিভেদী পিশুনের বচন যে করিবে বিশ্বাস,
মিত্রদোহে সে মূর্খের ঘটিবে অচিরে সর্ব্বনাশ।
যে শয্যায় শুইয়াছে মহাবল এই পশুদ্বয়,
তাহাকেও সে শয্যায় শুইতে হইবে নিঃসংশয়।

কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান সন্ধিভেদী জনের বচন
অতি অশ্রদ্ধেয় ভাবি না করেন বিশ্বাস কখন।
এই হেতু তাঁহাদের হয় সুখে জীবনযাপন,—
অকৃত্রিম মিত্রলাভ, দেহ-অন্তে স্বরগে গমন।

রাজা এই গাথাগুলি বলিলেন, এবং সিংহের কেশর, চর্ম্ম, নখ ও দন্ত সংগ্রহ করাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ]

☞পঞ্চতন্ত্রের 'মিত্রভেদ'-নামক অংশে এবং হিতোপদেশের 'সুহৃদ্‌ভেদ'-নামক অংশে এই আখ্যায়িকাটীই বীজকথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; তবে তত্তৎ প্রকরণে সন্ধিভেদী ছিল দুইটা শৃগাল—করটক ও দমনক; এবং কলহে কেবল বৃষই নিহত হইয়াছিল।

বর্ণরোহ-জাতকে (৩৬১) দেখা যায়, শৃগালের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছিল।

----

৩৫০. দেবতাপ্রশ্ন-জাতক

দেবতাপ্রশ্ন উম্মার্গজাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

পঞ্চ নিপাত

৩৫১. মণিকুণ্ডল জাতক

[এক অমাত্য কোশলরাজের অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[১]]

*   *   *

এই আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। দুষ্ট অমাত্য কোশলরাজকে আনিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করাইয়াছিল এবং বোধিসত্ত্বকে বন্ধনাগারে নিক্ষিপ্ত করাইয়াছিল। কাশীরাজ ধ্যান উৎপাদনপূর্ব্বক আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া ছিলেন। তাহাতে চোররাজের দেহে দাহ জন্মিয়াছিল। চোররাজ তখন বারাণসীরাজের নিকট গিয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন :

দারা, পুত্র, অশ্ব, রথ,   মণিকুণ্ডলাদি আভরণ—
ভোগের যা ছিল তব,   হস্তগত আমার এখন।
এমন শোকের কালে   কি হেতু না পাও কষ্ট মনে?
বিস্তারিয়া বল শুনি,   এত ধৈর্য্য লভিলে কেমনে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নের গাথাগুলি বলিলেন :

কখন(ও) ভোগের বস্তু   জীবদ্দশাতেই চলি যায়,
কখনও বা ছাড়ি ভোগ,   মৃত্যুমুখে পশে জীব, হায়!
হেরি আমি, হে বিষয়ী,   অনিত্যতা ভোগীর এমন,
ঐশ্বর্য্যাদিনাশ-শোকে   অভিভূত হই না কখন।
শুক্ল পক্ষে শশধর   উদিয়া আকাশে বৃদ্ধি পায়,
কিন্তু পুনঃ কৃষ্ণ পক্ষে   ক্রমশঃ বিলীন হ’য়ে যায়।
যে সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে   অগ্নি বর্ষি দহে চরাচর,
সায়াহ্নে নিস্তেজ সেই   পশে অস্তাচলের ভিতর।

---

[১]। ২য় খণ্ডের শ্রেয়োজাতক (২৮২) এবং তৃতীয় খণ্ডের একরাজ-জাতক (৩০৩) দ্রষ্টব্য। ১ম খণ্ডের মহাশীলবজ্জাতকের (৫১) অতীত বস্তুও তুলনীয়।

করি আমি, হে অরাতি, মনে মনে এই আন্দোলন
ঐশ্বর্য্যাদি-নাশ-শোকে অভিভূত হই না কখন।

মহাসত্ত্ব চোররাজের নিকট এইরূপে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাঁহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন :

অলস গৃহস্থ, কামী, প্রজ্ঞাহীন প্রব্রাজক, আর
যে রাজা উভয় পক্ষ না জানিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ
অসাধু বলিয়া সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন।
উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে,
কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয় তাঁর; গুণগান করে সর্ব্বজনে।[১]

অনন্তর কোশলরাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোশলে চলিয়া গেলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই কোশলরাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

---

৩৫২. সুজাত-জাতক

[কোন ভূস্বামীর পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি পিতার মৃত্যুর পর অবিরত পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন; কিছুতেই শোক দমন করিতে পারেন নাই। শাস্তা দেখিতে পাইলেন, এই ব্যক্তির স্রোতাপত্তি-ফললাভের সময় আসিয়াছে। তিনি শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাপূর্ব্বক একজন অনুচর শ্রমণ সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভূস্বামী তাঁহার উপবেশনের জন্য আসন স্থাপন করিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি কি শোক করিতেছ?" উপাসক উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, আমি শোকে কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ, পুরাকালে বিজ্ঞজনে পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পিতার জন্য শোক পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

---

[১]। এই গাথা দুইটি রথলট্‌ঠি-জাতকেও (৩৩২) দেখা যায়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল সুজাতকুমার। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার পিতা এত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্মশান হইতে বৃদ্ধের অস্থি আহরণ করিয়া , উদ্যানে মৃত্তিকাস্তূপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার মধ্যে নিহিত করিয়াছিলেন। তিনি যখনই সেখানে যাইতেন, তখনই পুষ্পদ্বারা সেই স্তূপের পূজা করিতেন। তিনি অবিরত পরিদেবন করিতেন এবং স্নান, অনুলেপন ও ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যেও মন দিতেন না।

বোধিসত্ত্ব পিতার এই দশা দেখিয়া ভাবিলেন, 'দাদা মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা শোকে কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন; আমি ছাড়া আর কেহই ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। কোন একটা উপায় বাহির করিয়া ইঁহার শোকাপনোদন করিতে হইতেছে।'

অনন্তর একদিন নগরের বাহিরে একটা মরা গরু দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তৃণ ও জল লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ "খাও, খাও, পান কর পান কর" বলিতে লাগিলেন। সেখান দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহারা ইহা দেখিয়া বলিল, "সৌম্য সুজাত, তুমি কি পাগল হইয়াছ যে মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সকল লোক তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার ছেলে পাগল হইয়াছে; সে একটা মরা গরুকে ঘাস ও জল খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূস্বামীর পিতৃশোক দূরে গেল এবং পুত্রশোক উপস্থিত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া বলিলেন, "বাবা সুজাত, তুমি ত পণ্ডিত। তুমি কেন মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?

বুড়া গরু এটা গিয়াছে মরিয়া; তবু কেন তুমি ইহার লাগিয়া
কাটি কচি ঘাস, আনি ত্বরা করি করিছ প্রলাপ 'খাও খাও' বলি?
অন্ন আর জলে মরা গরুটার দেহে না হইবে প্রাণের সঞ্চার।
পাগলের মত বৃথা এ প্রলাপ কর কি কারণ? বল মোর বাপ।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দুইটি গাথা বলিলেন :

আছে মাথা এর, আছে পা, ক'খানি, কাণ দুইটার(ও) হয়নি ক হানি,
তাই মনে হয় গরুটা উঠিয়া, হে অবোধ পিতঃ, বেড়াবে চরিয়া।
পিতামহ মোর গিয়াছেন চলি; শির, হস্ত, পাদ তাঁহার সকলি
হইয়াছে ভস্ম; তবু স্তূপপাশে রোদন আপনি করেন কি আশে?
কাণ্ড আপনার বুঝিতে না পারি; কে বড় পাগল, দেখুন বিচারি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বের পিতা ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমার পুত্র পণ্ডিত; ইহলোকের ও পরলোকের কৃত্য সমস্তই ইহার জানা আছে। আমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই বাছা এই কাজ করিয়াছে।’ অনন্তর তিনি বলিলেন, “বৎস সুজাত, তুমি প্রজ্ঞাবান; সমস্ত সংস্কারই[১] যে অনিত্য তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমি এখন হইতে আর শোক করিব না। তোমার মত পুত্রই পিতার শোকাপনোদন করিতে পারে।

ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সলিলসেচনে
অচিরাৎ যথা হয় নির্ব্বাপিত,
হৃদয়ের ব্যথা উপদেশদানে
করিয়াছ সেই মত প্রশমিত
শোকশল্য মোর হৃদয় মাঝারে
প্রবিষ্ট হইয়া দিতেছিল ক্লেশ;

উপদেশদানে উদ্ধারিলে তারে; পিতৃশোক মোর হইল নিঃশেষ।
শুনিয়া তোমার বচন, সুজাত, শোকশল্য মোর হ’ল অপগত।
অবিলতা এবে গিয়াছে ঘুচিয়া; কান্দিব না আর পিতারে স্মরিয়া।
প্রজ্ঞা আর দয়া যাহার ভূষণ, সে করে অন্যের শোকাপনোদন,
করিলে যেমন, সুজাত, পিতার বুক হতে শোক-শল্যের উদ্ধার।”

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সুজাত।]

---

৩৫৩. ধোনসাখ-জাতক[২]

[শাস্তা শিশুমারগিরির সন্নিহিত ভেষকলাবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে রাজকুমার বোধির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। বোধি উদয়নের পুত্র; তিনি এই সময়ে শিশুমারগিরিতে বাস করিতেন। তিনি শিল্পনিপুণ একজন বর্দ্ধকীকে ডাকাইয়া কোকনদ-নামক একটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার আজ্ঞা

---

[১]। ‘সংস্কার’ শব্দের অর্থ ৯৬) পৃষ্ঠের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[২]। এই জাতকের ‘ধোনসাখ’ নাম কেন হইল, বুঝা যায় না। ৪র্থ গাথাতে ‘ধোনসাখ’ ন্যগ্রোধ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং টীকাকার অর্থ করিয়াছেন ‘পত্থটসাখ’ = প্রসৃতশাখ (with spreading branches); কিন্তু ‘ধোন’ শব্দের অর্থ যে কিরূপে ‘প্রসৃত’ হইল, তাহা কোথাও বলা হয় নাই।

ছিল যে, ঐ প্রাসাদ যেন অন্যান্য রাজাদিগের প্রাসাদের মত না হয়। কিন্তু পাশে ঐ শিল্পী অন্য কোন রাজার জন্যও এতাদৃশ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, এই ঈর্ষ্যায় তিনি হতভাগ্যের চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়াছিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার ক্রমে ভিক্ষুদিগের জ্ঞান-গোচর হইল। তাঁহার একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছ, ভাই বোধিরাজ এরূপ সুনিপুণ শিল্পীর চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করিয়াছেন। অহো! তিনি কি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই রাজপুত্র অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিল; কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই পাষণ্ড এক সহস্র ক্ষত্রিয়ের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক দেবতাদিগকে মাংস বলি দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। জম্বুদ্বীপের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বালকেরা তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসীরাজের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও তাঁহার নিকট গিয়া বেদত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই রাজপুত্র স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও দুরাচারভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ বৎস, তুমি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। পারুষ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী; সেই ঐশ্বর্য্যের অপগম হইলে লোকে সাগরবক্ষে ভগ্নপোতের ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অতএব তুমি নিজের কুস্বভাব ত্যাগ কর।" অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটা গাথা দ্বারা তিনি রাজকুমারকে উপদেশ দিয়েছিলেন :

কুশল, সম্পদ, স্বাস্থ্য, সকলি অনিত্য ভাবে।
ঘটে যদি ভাগ্যের বিপ্লব,
বিশাল সাগরবক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
দশা যেন নাহি হয় তব।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল,— শুভে শুভ, পাপে পাপ,
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম;
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন পায় ফল;—
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম।[১]

---

[১]। দ্বিতীয় গাথাটি চুল্লনন্দিক-জাতকেও (২২২) দেখা যায়।

ব্রহ্মদত্তকুমার আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন; পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া উপরাজ্য লাভ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিঙ্গিক-নামক-এক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহার পুরোহিত হইলেন। পিঙ্গিক ঐশ্বর্য্যলোভে একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি এই রাজা দ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের অন্য সকল রাজাকে বন্দী করাইতে পারি, তাহা হইলে ইনি একরাজ হইবেন এবং আমিও একরাজে পৌরোহিত্য করিতে পারিব।' অনন্তর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া তিনি রাজাকে নিজের পরামর্শমত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। রাজা মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন এবং এক রাজার নগর আক্রমণপূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিলেন। এইরূপে ক্রমে তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজত্ব আত্মসাৎ করিলেন এবং সহস্র ভূপাল পরিবৃত হইয়া তক্ষশিলা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই নগরের প্রাকারাদির এরূপ সংস্কার করাইয়াছিলেন যে, ইহা শত্রুপক্ষের দুর্জেয় হইয়াছিল।

বারাণসীরাজ গঙ্গাতীরে[১] এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ও উপরে চন্দ্রাতপ বিন্যাস করিয়া তাহার মধ্যে নিজের শয্যা রচনা করাইলেন এবং সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তিনি জম্বুদ্বীপের সহস্র রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও তিনি তক্ষশিলা অধিকার করিতে পারিলেন না। এইজন্য একদিন তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি এতগুলি রাজা সঙ্গে আনিয়াও তক্ষশিলা অধিকার করিতে অসমর্থ হইলাম; এখন কি করা যায়, বলুন।" পুরোহিত পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই সহস্র রাজার চক্ষু উৎপাটন করুন; ইহাদের কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ মধুর মাংস[২] লউন; তাহা দ্বারা এই বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করুন, অন্ত্রগুলি দ্বারা মালার আকারে বৃক্ষটীকে বেষ্টন করুন, রক্তদ্বারা ইহার কাণ্ডে পঞ্চাঙ্গুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে।" "এ অতি উত্তম প্রস্তাব," ইহা বলিয়া রাজা যবনিকার অন্তরালে মহাবল মল্লদিগকে রাখিয়া দিলেন, রাজাদিগকে একে একে ডাকাইয়া নিষ্পীড়ন দ্বারা নিঃসজ্ঞ করাইলেন, তাঁহাদের চক্ষুগুলি উৎপাটন করাইলেন, তাঁহাদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক মাংস তুলিয়া লইলেন, দেহগুলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন, উক্তরূপে বৃক্ষদেবতার পূজা করিলেন, বলিদানোপযোগী ভেরী

---

[১]। তক্ষশিলায় গঙ্গা কোথায়? বোধ হয় এখানে গঙ্গা শব্দে শুধু 'নদী' বুঝাইতেছে। 'গঙ্গা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নদী' বসাইলেও অসঙ্গতি থাকে না।

[২]। জীব দেহের পাঁচটী অঙ্গের মাংস মধুর বলিয়া গণ্য। কিন্তু সেই পাঁচটী অঙ্গ কি কি, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

বাজাইলেন এবং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে নগরে অট্টালক হইতে একটা যক্ষ আসিয়া তাঁহার একটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার মহা যন্ত্রণা হইল; তিনি বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে ফিরিয়া আসিলেন এবং রচিত শয্যায় উত্তানভাবে শুইয়া পড়িলেন। তখন একটা গৃধ্র একখানি তীক্ষ্ণাগ্র অস্থি গ্রহণ করিয়া ঐ বৃক্ষের উপর বসিয়া মাংস খাইতেছিল। মাংস খাইয়া সে অস্থিখানি ফেলিয়া দিল; লৌহশূলের ন্যায়; তীক্ষ্ণ অস্থির অগ্রভাগ রাজার বামচক্ষুর উপর পতিত হইল; তাহাতে সেই চক্ষুও বিদ্ধ হইল। এতকাল পরে এখন বোধিসত্ত্বের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "প্রাণীগণ বীজানুরূপ ফলের ন্যায় কর্ম্মানুরূপ পরিণতি লাভ করে, আচার্য্য যেন বর্ত্তমান ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গলকারণ :
'যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিও না কভু বাছাধন।'[১]
এই সেই বটবৃক্ষ, সুবিস্তৃত শাখা যার
করিলাম চন্দনে চর্চ্চিত;
পিঙ্গিকের কথা শুনি সহস্র ক্ষত্রিয়ে আনি
যার তলে করিনু নিহত।
যে দুঃখ পাইল তারা, নিজে ভোগ করিতেছি
সেই স্থানে বসিয়া এখন,
হাতে হাতে ফলিয়াছে আমার পাপের ফল
অনুতাপে দগ্ধ এবে মন।"

এইরূপে পরিদেবনপূর্ব্বক তিনি অগ্রমহিষীকে স্মরণ করিয়া বলিলেন :

প্রেয়সী উর্ব্বরী, শ্যামা[২] ললিতাবিলাসবতী,
দেহ-যষ্টি চন্দনে চর্চ্চিত
হেরি তব, পরাজয় মানে সৌভাঞ্জন-শাখা
মলয় মারুতে আন্দোলিত।
কোথা র'লে এ সময়? মরিতে বসেছি আমি;—
ততোহধিক যাতনা আমার,

---

[১]। এই গাথাটি চুল্লনন্দিক-জাতকেও (২২২) দেখা যায়।

[২]। 'শ্যামা' শব্দটি বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃতঃ—শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে।

জীবনের অবসানে তব চন্দ্রমুখখানি
দেখিতে না পাইলাম আর।

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাজা দেহত্যাগ করিলেন এবং নরকে পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। ঐশ্বর্য্যলুব্ধ পুরোহিত তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না; পুরোহিতের নিজের ভাগ্যেও ঐশ্বর্য্যলাভ হইল না। রাজার মৃত্যু হইলেই তাঁহার সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

[**সমবধান :** তখন বোধিরাজকুমার ছিলেন সেই চোররাজ; দেবদত্ত ছিল পিঙ্গিক; এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

---

৩৫৪. উরগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে এক পুত্রশোকাতুর ভূস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভার্য্যা ও পিতার মরণে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিল,[১] তাহার বৃত্তান্ত এবং এই জাতকের বর্ত্তমান বস্তু একরূপ। এই প্রসঙ্গেও শুনা যায়, শাস্তা পূর্ব্ববৎ উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি শোকার্ত্ত হইয়াছ?" ভূস্বামী উত্তর দিয়াছিলেন, "ভদন্ত, আমার পুত্রের মৃত্যু হওয়া অবধি আমি শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছি।" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ ভদ্রে! যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গে, যাহা নশ্বর তাহাই বিনষ্ট হয়। এরূপ বিপ্রয়োগ যে কেবল ব্যক্তি বিশেষের বা স্থান বিশেষের ভাগ্যে ঘটে, তাহা নহে; নিখিল বিশ্বে,[২] ত্রিলোকে[৩] এমন কেহ নাই,

---

[১]। অশ্বক-জাতকে (২০৭) মৃত পত্নীর এবং সুজাত-জাতকে (৩৫২) মৃত পিতার জন্য শোকের কথা আছে। মৃতরোদন-জাতকে (৩১৭) মৃতভ্রাতার জন্য শোকের উল্লেখ দেখা যায়।

[২]। 'অপরিমাণেসু চক্কবালেসু'—অসংখ্য চক্রবালে। বৌদ্ধ সাহিত্যে চক্রবালগুলি সমতল বলিয়া বর্ণিত; ইহার মধ্যভাগে মেরু। প্রত্যেক চক্রবালের জন্য স্বতন্ত্র সূর্য্য ও চন্দ্র নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল বিদ্যমান রহিয়াছে।

[৩]। 'তিসু ভবেসু' অর্থাৎ কামভব, রূপভব ও অরূপভব। কামভব বলিলে কামলোকে সত্ত্বা বুঝায়। কামলোক ১১ ভাগে বিভক্ত—৬টি দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি ও নিরয়। শেষের চারিটি 'অপায়' নামে পরচিত। ইহার পর রূপব্রহ্মলোক; ইহা ১৬টি অংশে বিভক্ত। সর্ব্বোপরি চারিটি অরূপব্রহ্মলোক।

যে মরণশীল নহে। এরূপ কোন সংস্কারই[1] দেখা যায় না, যাহা চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে। সত্ত্বমাত্রেই মরণধর্ম্মশীল সংস্কার মাত্রেই ভঙ্গুর। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইলে, যাহা নশ্বর তাহার নাশ হইল ভাবিয়া শোক করেন নাই।” ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর দ্বারসন্নিহিত এক গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার একপুত্র ও এককন্যা, এই দুইটী সন্তান ছিল। পুত্রটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি নিজেই অনুরূপ কুল হইতে একটি কুমারী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বাড়ীতে একজন দাসীও ছিল। ইহাকে লইয়া তাঁহারা ছয় জন এক বাটীতে থাকিতেন—বোধিসত্ত্ব নিজে, তাঁহার ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু ও দাসী। এই ছয়টি প্রাণী অতি সম্প্রীতিভাবে পরম সুখে একত্র বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব অপর পাঁচ জনকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ দিতেন : “তোমরা যেরূপ পাইবে, সেই মত দান করিবে, শীল রক্ষা করিয়া চলিবে, উপোসথ ব্রত পালন করিবে, যে কোন সময়েই যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা মনে রাখিবে। তোমরা যে মরণশীল, ইহা ভাবিবে; প্রাণি মাত্রেরই মরণ ধ্রুব এবং জীবিত অধ্রুব, ইহা চিন্তা করিবে। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য ও ক্ষয়শীল ইহা জানিয়া দিবারাত্র অপ্রমত্তভাবে চলিবে।” তাহারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত এবং অপ্রমত্তভাবে ‘মরণস্মৃতি’ রক্ষা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব পুত্রের সহিত ক্ষেত্রে গিয়া কর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি চাষ করিতে লাগিলেন, তাহার পুত্র ক্ষেত্রের খড়কূটা একত্র করিয়া তাহাতে আগুন দিল। এই স্থানের অবিদূরে একটা বল্মীকের ভিতর একটা বিষধর সর্প থাকিত। ধূম লাগিয়া তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া বিবর হইতে বাহির হইল এবং ‘এই লোকটাই আমাকে কষ্ট দিয়াছে’ ভাবিয়া বোধিসত্ত্বের পুত্রের দেহে চারিটা দন্ত প্রবেশ করাইয়া দংশন করিল। ইহাতে সে তখনই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

পুত্র মরিয়া ভূতলে পড়িয়াছে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব গরুগুলি ফেলিয়া তাহার

---

[1]। সংস্কার—যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্তই সংস্কার নামে বিদিত এবং সমস্তই অনিত্য। কেবল আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুইটি নিত্য। ‘সব্বে সংখারা অনিচ্চা’ = ‘সর্ব্বমুৎপাদি ভঙ্গুরম’।

নিকটে গেলেন এবং যখন দেখিলেন তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন তাহাকে তুলিয়া একটা বৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন এবং সেখানে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিলেন। তিনি একবারও রোদন বা পরিদেবন করিলেন না; 'ভঙ্গুর পদার্থই ভাঙ্গে; যে মরণধর্ম্মশীল সে মরিয়াছে; সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; সংস্কার মাত্রেরই ধ্বংস হয়' এইরূপ অনিত্যভাব মনে আনিয়া পূর্ব্ববৎ ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্বের এক প্রতিবেশী তাঁহার ক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বাড়ী যাইতেছ কি?" সে উত্তর দিল "হাঁ, মহাশয়।" তাহা হইলে আমাদের বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিবে, আজ পূর্ব্বের ন্যায় দুই জনের আহার আনিতে হইবে না; এক জনের আনিলেই চলিবে; এতদিন দাসী একাই আমাদের আহার লইয়া আসিত; আজ যেন তাঁহার চারি জনেই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া এখানে আসেন।" ঐ ব্যক্তি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণীকে ঐ সকল কথা জানাইল। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ।"

ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র মারা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহের কম্পন মাত্রও হইল না। ঈদৃশ প্রশান্তচিত্তা ব্রাহ্মণী শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং আহার হাতে লইয়া অপর তিনজনের সহিত ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহাঁদের কেহই রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। মৃতপুত্র যেখানে ছিল, সেই ছায়াতেই বসিয়া বোধিসত্ত্ব আহার করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিলেন, শবটী চিতায় তুলিলেন, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন এবং তৎপরে মৃতদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না। সকলের মনে তখন মরণস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের শীলের তেজে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে এইস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' অনন্তর কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, ঐ পাঁচটী প্রাণীর শীলতেজেই তাঁহার আসন উত্তপ্ত হইয়াছে। তিনি ইহাতে প্রসন্ন হইয়া স্থির করিলেন, 'আমি ইহাদের নিকটে গিয়া সিংহনাদে ইহাদের সহিত আলাপ করিব এবং তাহার পর ইহাদের গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া আসিব।"

এই সঙ্কল্প করিয়া শক্র অতিবেগে চিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "প্রভু,

আমরা একটা মানুষ পোড়াইতেছি।” “আমার মনে হইতেছে, তোমরা মানুষ পোড়াইতেছ না, একটা মৃগ মারিয়া পাক করিতেছে।” “না প্রভু, তাহা নয়; আমরা মানুষই পোড়াইতেছি।” তবে হয়ত এ লোকটা তোমাদের শত্রু ছিল।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “এ আমার ঔরস পুত্র ছিল, প্রভু; শত্রু নয়।” “পুত্রকে বোধ হয় তুমি ভাল বাসিতে না।” “প্রভু এ আমার অতি প্রিয় পুত্র ছিল।” “তবে কান্দিতেছ না কেন?” বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়দ্বারা না কান্দিবার কারণ বলিলেন :

ব্যাধি বা বার্দ্ধক্যে হলে জীর্ণ কলেবর
বিষয়-ভোগের শক্তি না থাকে তখন;
তাই জীব ত্যজি দেহ যার লোকান্তর,
ত্যজে জীর্ণ ত্বক যথা ভুজঙ্গমগণ।[১]

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায় হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্র ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এ লোকটা আপনার কে হইত?” ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, “বাছাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, স্তন্যপান করাইয়াছিলাম, হাত পা চালাইতে শিখাইয়াছিলাম। নিজের গর্ভজাত পুত্রকে এইরূপে মানুষ করিয়াছিলাম।” “ছেলের বাপে পুরুষধর্ম্মবশত না কান্দিতে পারেন; মায়ের মন ত অতি কোমল; আপনি কান্দিতেছেন না কেন?” ব্রাহ্মণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছিলেন :

এসেছিল কোথা হতে, ডাকে নাই কেহ;
না বলিয়া গেছে চলি ছাড়ি এই দেহ;
আগমন যে প্রকার, গমন(ও) তেমন;
কি হেতু করিব শোক তাহার কারণ?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?

১। তুং গীতা ২।২২— বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি,
তথা শরীরাণি বিছায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

জ্ঞাতি বন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পাশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া শক্র বোধিসত্ত্বের কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, এই লোকটী তোমার কে হইত?" কুমারী উত্তর দিলেন, "প্রভু, ইনি আমার ভাই ছিলেন।" "মা, ভগিনী ত ভাইকে বড় ভাল বাসে; তথাপি তুমি কান্দিতেছ না, ইহার কারণ কি?" তখন সেই কুমারী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন :

ত্যাজি অন্নজল, কান্দি, কৃশ করি কায়
কি ফল লভিব আমি, শুধাই তোমায়।
শোকে অভিভূত মোরে করিয়া দর্শন
আরও কষ্ট পাইবেন জ্ঞাতিবন্ধু-জন।

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;

না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভগিনীর কথা শুনিয়া শক্র ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ লোকটী তোমার কে হইত!" তিনি উত্তর দিলেন "প্রভু, ইনি আমার পতি ছিলেন।" "পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হয়; তুমি তবে কান্দিতেছ না কেন?" তখন ঐ রমণী না কান্দিবার কারণ বলিতেছেন :

আকাশে যাইতে দেখি পূর্ণ শশধরে
বৃথা যথা কান্দে শিশু পাইবার তরে,
তেমনি নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ;
মৃতদেহে সঞ্চয়ের কি আবার জীবন?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায়;
না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।

যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

ভার্য্যার কথা শুনিয়া শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, এ লোকটী তোমার কে ছিল?" দাসী উত্তর দিল, "ইনি আমার প্রভু ছিলেন।" "এ তোমাকে নিশ্চয় পীড়ন ও প্রহার করিত এবং দুর্ব্বাক্য বলিত; কাজেই আপদ্ গেল ভাবিয়া তুমি কান্দিতেছ না।" "প্রভু, এমন কথা বলিবেন না; ইঁহার প্রকৃতি ওরূপ ছিল না। ইনি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন; ইহাঁর প্রীতির ও দয়ার কথা কি বলিব? লোকের কোলে পিঠে গড়া ছেলেও যা, ইনিও আমার তাই ছিলেন।" "তবে কান্দিতেছ না কেন?" দাসী না কান্দিবার কারণ বলিতেছে :

জলের কলস যদি ভাঙ্গে একবার,
যুড়িতে তাহার চেষ্টা বৃথা যে প্রকার,
তেমনি নিষ্ফল শোক প্রেতের কারণ;
মৃতদেহে সঞ্চরে কি আমার জীবন?

শ্মশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায়,
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন?
জ্ঞাতিবন্ধু কান্দে সব করি হায়, হায,

না পশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেবন।
যথাকর্ম্ম গতিলাভ করেছে যে জন,
তার তরে নাই কোন শোকের কারণ।

সকলের মুখেই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া শক্র প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা অপ্রমত্তভাবে মরণস্মৃতি রক্ষা করিয়াছ। এখন হইতে তোমাদিগকে আর স্বহস্তে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইবে না। আমি দেবরাজ শক্র। আমি তোমাদের গৃহ অপরিমাণ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিব; তোমরা দান দিবে, শীল রক্ষা করিবে, পোষধ পালন করিবে এবং অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ পরিবারকে উপদেশ দিয়া শক্র তাহাদের গৃহে অপরিমিত ধন রাখিলেন এবং স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন কুব্জোত্তরা[১] ছিলেন সেই দাসী; উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই

---

[১]। ইনি কৌশাম্বী নগরের ঘোষিত শ্রেষ্ঠীর গর্ভদাসী ছিলেন; ইহার নাম ছিল উত্তরা। দেহ ঈষৎ কুজ ছিল বলিয়া ইনি কুব্জোত্তরা আখ্যা পাইয়াছিলেন। ঘোষিত শ্রেষ্ঠী ভদ্রিক শ্রেষ্ঠীর কন্যা শ্যামাবতীকে নিজের কন্যারূপে পালন করিয়াছিলেন। কুব্জোত্তরা শ্যামার পরিচর্য্যা করিতেন এবং শেষে শ্যামার সঙ্গে উজ্জয়িনীরাজ উদয়নের বিবাহ হইলে

কন্যা; রাহুল ছিলেন সেই পুত্র, ক্ষেমা ছিলেন সেই মাতা; এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণ।]

---

৩৫৫. ঘট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক অমাত্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে[১], ইহারও বর্ত্তমান বস্তু সেইরূপ। অমাত্য বড় উপকারী ছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিতেন; কিন্তু শেষে কর্ণেজপদিগের কথা শুনিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারানিক্ষিপ্ত করেন। অমাত্যবর কারাগৃহে থাকিয়াই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন; রাজাও তাহার গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। শাস্তা অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোন অনর্থ ঘটিয়াছিল?" অমাত্য উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, কিন্তু অনিষ্ট হইতেই আমার ইষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে; আমি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, কেবল তুমিই যে অনিষ্ট হইতে ইষ্ট আহরণ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উক্ত অমাত্যের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক 'ঘটকুমার' এই নাম পাইয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলা নগরে গিয়া সর্ব্বশিল্প আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এক অমাত্য বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে বঙ্করাজ রাজত্ব করিতেন। অমাত্য বঙ্করাজের নিকটে গিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে,[২] সেই প্রকারে তাঁহাকে নিজের

সেখানে গিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া "বহুশ্রুতা উপাসিকা" এই আখ্যা লাভ করেন। ইহার পরে শ্যামাবতীও বৌদ্ধ উপাসিকা হইয়াছিলেন। উদয়নের অন্য এক মহিষীর চক্রান্তে অগ্নিদাহে শ্যামবতীর মৃত্যু হয়; কিন্তু কুব্জোত্তরা সে সময়ে মারা গিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না।

[১]। শ্রেয়ো-জাতক (২৮২)।

[২]। শ্রেয়ো-জাতক (২৮২)।

কুপরামর্শমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন। বঙ্করাজ বারাণসীরাজ্য অধিকার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন; বঙ্করাজের শরীরে দারুণ জ্বালা হইল। তিনি কারাগারে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বের সুবর্ণমুকুরোপম, প্রফুল্ল পদ্মশ্রীযুক্ত মুখ অবলোকন করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

অপর সকলে মগ্ন শোকের সাগরে; অশ্রুধারা তাহাদের নয়নেতে ঝরে;
কিন্তু তুমি যথাপূর্ব্ব প্রসন্ন-বদন! বল, ঘট, শোক তব নাই কি কারণ?

বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি দ্বারা অশোকের কারণ বলিলেন :

শোক করি, বল, বঙ্ক, কেহ কি কখন
অতীত সুখের মুখ করি দরশন?
কিংবা শোকে ভবিষ্যতে সুখ কি ঘটায়?
কোন কালে শোক কারো হিতকর নয়।
আহারে না থাকে রুচি শোকের জ্বালায়;
রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ হয় কায়।
শোকে যদি অভিভূত হয় কোন জন,
দেখিয়া দুর্দ্দশা তার হাসে শত্রুগণ।
লভেছি এমন পদ আমি ধ্যানবলে,
গ্রামে বা অরণ্যে থাকি, জলে কিংবা স্থলে,
কোথাও হবেনা সাধ্য শোকের কখন
স্পর্শিতে হৃদয় মোর, শুন, হে রাজন।
যত কিছু কাম্য সুখ অন্তর মাঝারে
ধ্যানবলে যদি কেহ উৎপাদিতে নারে,
লভুক সে অধিকার অখণ্ড ধরার,
তথাপি অদৃষ্টে সুখ না আছে তাহার।

এই গাথা চারিটা শুনিয়া বঙ্ক বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাসত্ত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অপরিহীনধ্যানবলে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন বঙ্করাজ এবং আমি ছিলাম ঘট রাজা।]

---

৩৫৬. কারণ্ডিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে ধর্ম্মসেনাপতির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, ব্যাধ, ধীবর প্রভৃতি যে সকল দুঃশীল লোক স্থবিরের নিকট আসিত, অথবা তিনি যাহাদিগকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইতেন সকলেরই নিকট তিনি শীল ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, "তোমরা শীল গ্রহণ কর।" তাহারা স্থবিরকে সম্মান করিত বলিয়া তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিতে পারিত না; তাহারা মুখে শীল গ্রহণ করিত, কিন্তু কাজে উহা রক্ষা করিত না; যাহার যে ব্যবসায়, সে তাহাই করিয়া বেড়াইত। ইহা জানিয়া স্থবির একদিন নিজের সার্দ্ধবিহারিক দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই সকল লোকে আমার নিকট শীলব্রত গ্রহণ করে বটে, কিন্তু পালন করে না।" সার্দ্ধবিহারিকেরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শীলব্রত দিয়া থাকেন, ইহারা আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা গ্রহণ করে। অতঃপর আপনি এরূপ লোকদিগকে শীলব্রত দিবেন না।"

সার্দ্ধবিহারিকদিগের উত্তর শ্রবণে স্থবির অসন্তুষ্ট হইলেন। ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ ভাই, স্থবির সারিপুত্র নাকি যাহাকে দেখেন তাহাকেই শীলব্রত দান করেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, সারিপুত্র পূর্ব্বেও যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই, না চাহিলেও, শীলব্রত দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। এই আচার্য্য কৈবর্ত্ত প্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকেই অযাচিতভাবে, "শীল গ্রহণ কর" "শীল গ্রহণ কর" বলিয়া শীলব্রত দিতেন; কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কখনও শীল রক্ষা করিত না। আচার্য্য একদিন অন্তেবাসীদিগকে লোকের এইরূপ আচরণের কথা জানাইলেন। অন্তেবাসীরা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি ইহাদের রুচির বিরুদ্ধে শীল দান করেন, সেই জন্যই ইহারা উহা ভঙ্গ করে। এখন হইতে যাহারা চাহিবে তাহাদিগকেই শীল দিবেন, অযাচকদিগকে দিবেন না।" এই উত্তরে আচার্য্যের অনুতাপ জন্মিল; তথাপি তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই পূর্ব্ববৎ শীল দিতেন।

একদিন কোন গ্রামের লোকে ব্রাহ্মণবাচনের[১] জন্য ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আচার্য্য কারণ্ডিককে[২] ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি যাইব না; তুমি এই পঞ্চশত শিষ্য লইয়া যাও; এবং আশীর্ব্বাদান্তে লোকে আমার জন্য যে অংশ দিবে, তাহা লইয়া আইস।" কারণ্ডিক সেখানে গেলেন এবং ফিরিবার কালে পথে একটা কন্দর দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমাদের আচার্য্য যাহাকে দেখেন, না চাহিলেও তাহাকে শীল দান করেন; এখন হইতে যাহাতে কেবল যাচকদিগকেই শীল দান করেন, তাহার উপায় দেখিতেছি।' ইহা ভাবিয়া যখন সেই শিষ্যগণ সুখে বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তিনি উঠিয়া একখণ্ড প্রকাণ্ড শিলা তুলিয়া কন্দরের মধ্যে ফেলিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ আরও শিলা ফেলিতে লাগিলেল। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা উঠিয়া বলিল, 'আচার্য্য, আপনি এ কি করিতেছেন?" বোধিসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। তখন শিষ্যেরা ছুটিয়া প্রধান আচার্য্যকে ঐ কাণ্ড জানাইল। আচার্য্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিবারকালে প্রথম গাথা বলিলেন :

একাকী অরণ্যে আগ্রহের সহ শিলা করি আহরণ
কন্দরের মধ্যে ফেল বার বার, কারণ্ডিক, কি কারণ?

ইহা শুনিয়া আচার্য্যের প্রবোধার্থ কারণ্ডিক বলিলেন :

সাগরবেষ্টিত ধরা সমতল হবে করতলবৎ,
তাই ভাঙ্গি গিরি শিলা খণ্ড আনি করি দরীগর্ভসাৎ।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন :

বিপুলা পৃথিবী; কি সাধ্য লোকের করে সমতল তায়?
এই এক গুহা পুরিতে তোমার হইবে জীবন ক্ষয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

ধরা সমতল করিতে শকতি কারো যদি নাহি থাকে,
তা হ'লে, ব্রাহ্মণ আমিও একটী প্রশ্ন করি আপনাকে :
নানা মতিগতি নানা মানুষের; ভাবিয়াছেন কি মনে,
শীলব্রত দিয়া এক(ই) পথে আনি চালাইব সব জনে?

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উচিত উত্তর দিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অন্য লোকের সহিত তাঁহার একমত না হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "কাণ্ডরিক, আমি আর এরূপ করিব না।

---

[১]। ব্রাহ্মণেরা ভোজনান্তে নিমন্ত্রণকারককে আশীর্ব্বাদ করিতেন। বোধ হয় এইজন্য ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণবাচন একার্থবাচক হইয়াছে।

[২]। বোধিসত্ত্বেরই নাম ছিল কারণ্ডিক।

সংক্ষেপে আমার হিতের কারণ দিলা যেই উপদেশ,
পালিব যতনে যতদিন মোর না হবে জীবন শেষ।
পারে না ক কেহ ধরারে করিতে সমতল সব ঠাঁই;
একপথে সব মানুষে আনিতে সাধ্য মানুষের নাই।”[১]

আচার্য্য এইরূপে শিষ্যের গুণকীর্ত্তন করিলেন। শিষ্যও আচার্য্যের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

[**সমবধান :** তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম কারণ্ডিক মাণবক।]

---

৩৫৭. লট্‌কা-জাতক[২]

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, “দেখ ভাই, দেবদত্ত অতি নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় ও দুরাচার। তাহার হৃদয়ে প্রাণীর প্রতি কণামাত্রও দয়া দেখা যায় না।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, “দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অতি নিষ্করুণ ছিল।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুদর্শন ও মহাকায় হইয়াছিলেন এবং অশীটি সহস্র পরিমিত বারণযূথের অধিপতি হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন।

---

[১]। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস্ ইউরোপের পশ্চিমখণ্ডবাসী খ্রীষ্টানদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে একমতাবলম্বী করিবার জন্য বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি শেষে রাজত্যাগ করিয়া এক মঠে বাস করিতেন। এই সময়ে কতকগুলি ঘড়ি লইয়া তিনি প্রতিদিন যাহাতে সমস্ত ঘড়িতেই ঠিক এক সময় রাখে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেন না। অনন্তর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি কি মূর্খ! যখন এই নির্জীব পদার্থগুলিকে একভাবে চালাইতে পারিতেছি না, তখন কি যুক্তিবলে চৈতন্যসম্পন্ন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একপথে চালাইবার জন্য এত রক্তপাত করিয়াছিলাম?”

[২]। বর্ত্তক জাতীয় একপ্রকার পক্ষী (পালি-লটুকিক)।

একদা এক লট্টুকা হস্তীদিগের বিচরণক্ষেত্রে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল। অণ্ডগুলি পরিণত হইলে শাবকেরা তাহাদের আবরণ ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। তাহাদের পক্ষোদ্গম হয় নাই; উড়িবারও সাধ্য নাই, এমন সময়ে মহাসত্ত্ব অশীতি সহস্র বারণ পরিবৃত হইয়া আহারার্থ বিচরণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

হস্তী দেখিয়া লট্টুকা ভাবিল, "ঐ হস্তীরাজ আমার শাবকদিগকে পাদতলে মর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলিবে। সময় থাকিতে, আমি শাবকদিগের পরিত্রাণার্থ ইহাঁর নিকট ধর্ম্মসঙ্গত রক্ষা প্রার্থনা করিব।" ইহা স্থির করিয়া সে নিজের পক্ষদ্বয় তুলিয়া পৃষ্ঠোপরি একত্র করিল[১] এবং বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে থাকিয়া এই গাথা বলিল :

গজরাজ—যষ্টিবর্ষ বয়স যাঁহার,[২]
এ অরণ্যে একমাত্র যাঁর অধিকার—
যশস্বী যূথের গতি; লট্টুকা দুর্ব্বলা অতি
পক্ষ যুড়ি মাগে বর তাঁহার নিকটে,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না ঘটে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার শাবকগুলি রক্ষা করিতেছি।" তিনি গিয়া এমনভাবে দাঁড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেশে নিরাপদ রহিল, এবং যখন আশি হাজার হাতী সকলেই চলিয়া গেল তখন লট্টুকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের পশ্চাতে একটা একচর হস্তী আসিতেছে; সে আমাদের কথা শুনিবে না। সে আসিলে তাহার নিকটও অভয় প্রার্থনা করিয়াও এবং শাবকগুলি রক্ষা করিও।" মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লট্টুকা একচর গজের প্রত্যুদ্গমন করিয়া, পঞ্চদ্বয়ের সাহায্যে প্রাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :

অরণ্যনিবাসী গজকুলের রতন,
নির্ভয়ে করেন যিনি একা বিচরণ
পর্ব্বতের সানুদেশে; অবলা লট্টুকা বনে
মাগিছে প্রাঞ্জলি হয়ে যুড়ি পক্ষদ্বয়,
শাবকগুলির যেন বিনাশ না হয়।

---

[১]। অর্থাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছে এই ভাব দেখাইল।

[২]। অনেক স্থানেই মহাবলগজ-সম্বন্ধে 'সট্ঠিহায়ন' এই বিশ্লেষণ দেখা যায়। হস্তীর আয়ুষ্কাল প্রচলিত বিশ্বাসমত ১২০ বৎসর ধরিলে ষাট বৎসর বয়সে তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যেও "কুঞ্জরাঃ যষ্টিহায়নাঃ" উৎকৃষ্ট হস্তী পরিগণিত।

একচর গজ এই কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :

বধির, লট্টুকে, তোর শাবক সকল;
দিতে কি পারিবি বাধা? তোর নাই বল।
আন্ গিয়া শত শত তোর মত প্রাণী যত;
বাম পদাঙ্কেতে মোর চুর্ণ হবে সব;
কি সাহস কিন্তু হেথা করিলি প্রসব?

ইহা বলিয়াই সে শাবকগুলিকে পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূত্রস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বংহণ করিতে করিতে চলিয়া গেল। লট্টুকা বৃক্ষশাখায় বসিয়া বলিল, এখন মনে করিতে করিতে যাও; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু করিতে পারি বা না পারি। তুমি জান না যে কায়বল ও জ্ঞানবলের মধ্যে কত অন্তর। আমি তোমাকে তাহা শিখাইতেছি।" এইরূপে দুষ্ট হস্তীকে তর্জ্জন করিতে করিতে সে চতুর্থ গাথা বলিল :

সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কায়বল
ফলেনা কাহারো ভাগ্যে কেবল সুফল।
মূর্খের যে বল থাকে, তারেই ফেলে বিপাকে;
নিজে টানি আনে মূর্খনিজের মরণ;
বল শুধু হয় তার বিনাশ-কারণ।
ছানাগুলি অবলায়— করিলে তুমি বারংবার
প্রতিশোধ এর তুমি পাইবে অচিরে;
দিবে সমুচিত দণ্ড দুর্ব্বলে বলীরে।

ইহা বলিয়া লট্টুকা কয়েকদিন একটা কাকের পরিচর্য্যা করিল। কাক তাহার সেবায় তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?" লট্টুকা উত্তর দিল, আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; কেবল এই প্রার্থনা করি যে, আপনি যেন তুণ্ডাঘাতে সেই একচর গজের চক্ষু দুইটা খুঁড়িয়া তুলেন।" কাক বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন লট্টুকা এক নীল মক্ষিকার উপাসনা আরম্ভ করিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমার কি উপকার করিব?" লট্টুকা বলিল, "আমি চাই যে, কাক যখন একচর গজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িবেন।" নীল-মক্ষিকা বলিল, "বেশ, তাহাই করিব।" অবশেষে লট্টুকা এক মণ্ডুকের পরিচর্য্যা করিল। মণ্ডুক জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি চাও?" যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহা শুনিয়া সে যখন পর্ব্বতের উপরে উঠিবে, আপনি তখন অবতরণ করিয়া

প্রপাতের[১] আধোদেশে ডাকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা।” মণ্ডুক এই কথা শুনিয়া বলিল, “বেশ, তাহাই করিব।”

অনন্তর একদিন কাক তুণ্ডাঘাতে সেই হস্তীর দুইটি চক্ষুই উৎপাটন করিল। এবং নীল মক্ষিকাক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিম্বজাত কৃমিগুলি হস্তীর মেদমাংস খাইতে লাগিল, এবং সে বেদনায় উন্মত্ত ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে মণ্ডুক পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া শব্দ করিল। ‘ওখানে নিশ্চয় জল আছে’ এই বিশ্বাসে হস্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিল; ইত্যবসরে ভেক অবতরণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া আবার শব্দ করিল। হস্তী তখন আবার ভাবিল, “ঐ খানেই বুঝি জল আছে’ এবং প্রপাতাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লট্টুকা বলিল, “এতদিনে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম।” অনন্তর সে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া হস্তীর স্কন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পর নিজের কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[শাস্তা বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, কাহারও সহিত শত্রুতা করা ভাল নয়; দেখনা কেন, এমন মহাবল হস্তীকেও এই চারিটি প্রাণী একত্র হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :

লট্টুকা, মণ্ডুক, কাক, নীলমক্ষি আর,—
মিলিয়া করিল এরা গজের সংহার।
বৈরভাব অকারণ করে যেই উৎপাদন,
এই পরিণাম তার করি দরশন
কারো সঙ্গে শত্রুতা না করিবে কখন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই একচর গজ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

☞এই জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের (১। ১৫) চটক-দম্পতীর আখ্যায়িকা প্রায় এক। পঞ্চতন্ত্রে দুষ্ট হস্তীর বধের জন্য চটকার সহায় হইয়াছিল এক কাষ্ঠকূট, এক ভেক ও এক মক্ষিকা।

---

[১]। প্রপাত—ভৃগুদেশ (precipice)।

৩৫৮. চুল্লধর্ম্মপাল-জাতক

[দেবদত্ত নানা জন্মে বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবারকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্মে দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই; কিন্তু চুল্লধর্ম্মপাল-জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্বের বয়স যখন কেবল সাত মাস, সেই সময়ে দেবদত্ত তাঁহার হস্ত, পাদ ও মস্তক ছেদন করিয়াছিল এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর অসির আঘাতে মালার আকারে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। দদ্দর জাতকে[১] দেখা যায় দেবদত্ত তাঁহার গ্রীবানিষ্পীড়ন করিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং চুল্লীতে মাংস পাক করিয়া খাইয়াছিল। ক্ষান্তিবাদী-জাতকে[২] দেখা যায়, সে তাঁহাকে দুই সহস্রবার কষাঘাত করাইয়াছিল, তাঁহার হস্ত, পাদ, নাসা ও কর্ণ ছেদন করাইয়াছিল, তঁহাকে জটা ধরিয়া টানিয়া লওয়াইয়াছিল, এবং উত্তানভাবে শোওয়াইয়া তাঁহার উদরে পদাঘাত করিয়াছিল। এই নিদারুণ প্রহারে সেই দিনই বোধিসত্ত্বের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। চুলনন্দিক-জাতকে এবং বৈবৃতিক কপি-জাতকেও[৩] দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণসংহার করিয়াছিল। এইরূপে বহুজন্মেই দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধ আর্বিভূত হইলেও সে এই চেষ্টা পরিহার করে নাই।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণসংহারার্থ সর্ব্বদাই চক্রান্ত করিতেছে। সে ধানুষ্ক নিয়োজিত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় অবগত হইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন সে আমার কিছুমাত্র ভয় জন্মাইতে পারে না। আমি যখন তাহার পুত্র হইয়া 'ধর্ম্মপালকুমার' এই নাম ধারণ করিয়াছিলাম, তখনও সে আমার প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং আমার দেহের চারি পাশে অসিদ্বারা এরূপ আঘাত করাইয়াছিল যে ক্ষতগুলি রক্তপুষ্পমালার ন্যায় দেখাইয়াছিল" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

---

[১]। ইতঃপূর্ব্বে যে দুইটি দদ্দর-জাতক পাওয়া গিয়াছে [২য় খণ্ড (১৭২) এবং বর্ত্তমান খণ্ড (৩০৪)] সে দুইটিতে এ ঘটনার উল্লেখ নাই।

[২]। ৩১৩।

[৩]। এ দুইটি জাতক কোথায় আছে তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপ্রতাপ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ধর্ম্মপাল। তাঁহার বয়স যখন সাত মাস, সেই সময়ে একদিন মহিষী তাঁহাকে গন্ধোদকে স্নান করাইয়া অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন এবং বসিয়া খেলা দিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহিষী পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং পুত্রস্নেহে বিভোর হইয়াছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়াও উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। রাজা ভাবিলেন, 'এ, দেখিতেছি, পুত্র পাইয়া এখনই গর্ব্বিত হইয়াছে; আমাকে আর বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না; পুত্র যখন বড় হইবে, তখন হয়ত আমাকে মানুষ বলিয়াই মনে করিবে না। আমি এখনই ইহার পুত্রের প্রাণবধ করাইব।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চোর-ঘাতককে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি ঘাতকোচিত বেশে এখানে এস।" সে কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং রক্তমালা ধারণ করিয়া, স্কন্ধোপরি পরশু রাখিয়া এবং উপধান ও ঘটি হাতে লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেব, কি উদ্দেশ্যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "তুমি দেবীর শয়নাগারে গিয়া ধর্ম্মপালকে লইয়া আইস।"

রাজা যে ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, মহিষী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া কান্দিতেছিলেন। চোর-ঘাতক গিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল, তাঁহার হাত হইতে কুমারকে কাড়িয়া লইল এবং তাঁহাকে লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'এখন কি করিব, মহারাজ?" "এক খানা ফলক আনাও এবং আমার সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপর উহাকে শোওয়াও।" ঘাতক তাহাই করিল। এদিকে চন্দ্রাদেবী বিলাপ করিতে করিতে পুত্রের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিলে ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ?" "ধর্ম্মপালের হাত দুই খানা কাটিয়া ফেল।" এই নিদারুণ আজ্ঞা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী বলিলেন, "আমার ছেলেটির বয়স সাত মাস মাত্র। বাছা আমার কিছুই জানে না; উহার কোন দোষ নাই; যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা আমার। অতএব আমারই হাত কাটিবার আজ্ঞা দিন।" এই প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ,
মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন;
প্রকৃত দোষীর হোক হস্তের ছেদন।

রাজা ঘাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে বলিল, 'কি করিব, মহারাজ"? রাজা বলিলেন "বিলম্ব না করিয়া হাত দুইখানা কাটিয়া ফেল।" ঘাতক

তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে কুমারের বংশকোরক সদৃশ কোমল হস্তযুগল কাটিয়া ফেলিল। হাত কাটা গেল, কিন্তু কুমার ক্রন্দন করিলেন না, ক্ষান্তি ও মৈত্রীর বলে যাতনা সহ্য করিলেন। চন্দ্রা কিন্তু তাঁহার ছিন্ন হস্তকোটি কোলে লইলেন এবং রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ঘাতক রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে হইবে, মহারাজ?" রাজা বলিলেন, "পা দুই খানি কাট।" তাহা শুনিয়া চন্দ্রা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ,
মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন;
প্রকৃত দোষীর হোক পাদের ছেদন।

রাজা পুনর্ব্বার ঘাতককে আদেশ দিলেন; সে কুমারের দুই খানি পাই কাটিয়া ফেলিল। চন্দ্রা পা দুইখানিও কোলে লইয়া রক্তাক্ত দেহে পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, ছেলের হাত পা কাটা গেলেও মা তাহার পোষণ করে। আমি মজুর খাটিয়া বাছাকে প্রতিপালন করিব; আপনি ইহাকে আমায় দিন।" এ দিকে ঘাতক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের আদেশ পালিত হইয়াছে ত? আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি?" "এখনও শেষ হয় নাই।" "তবে আর কি করিতে হইবে?" মাথাটা কাট।" তখন চন্দ্রা তৃতীয় গাথা বলিলেন :

বুদ্ধিদোষে করিয়াছি আমি মহাদোষ,
মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিয়াছে রোষ।
অতএব ধর্ম্মপালে করুন মোচন;
প্রকৃত দোষীর হোক মস্তকচ্ছেদন।

ইহা বলিয়া তিনি নিজের মস্তক বাড়াইয়া দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ, কি করিব?" "ছেলেটার মাথা কাট।" ঘাতক মাথা কাটিয়া বলিল, "রাজাজ্ঞা সম্পন্ন হইল কি?" "এখনও হয় নাই।" "আর কি করিতে হইবে?" 'ইহাকে অসিমুখে এরূপে ধারণ কর যে ক্ষতটা দেহ বেষ্টন করিয়া রক্তপুষ্প-মালার মত দেখায়।" ঘাতক তখন ধড়টা ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিয়া উহাকে আসির অগ্রভাগদ্বারা ধরিল এবং এরূপভাবে ক্ষতবেষ্টিত করিল যে বোধ হইতে লাগিল, উহা মালা পরিয়াছে। এইরূপে আঘাত করিবার সময়ে মাংসখণ্ডগুলি রাজার বেদীর উপর পড়িতে লাগিল। চন্দ্রা সেই মাংসখণ্ডগুলি কুড়াইয়া কোলে তুলিতে লাগিলেন এবং বেদীর উপরেই পরিদেবন করিতে করিতে বলিলেন :

হিতৈষী অমাত্য কেহ নাই কি রাজার,
দয়াবশে নিবারিতে এই অত্যাচার?
বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, করো না নিধন,
এ তব ঔরস পুত্র, কুলের নন্দন।"
হিতকামী জ্ঞাতিজন নাই কি রাজার
দয়াবশে নিবারিতে এই অত্যাচার?
বলিতে ইঁহারে, "প্রভু, করো না নিধন,
এ তব আত্মজ পুত্র, কুলের নন্দন।"

এই দুই গাথা বলিবার পর চন্দ্রাদেবী হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন এবং তৃতীয় গাথা বলিলেন :

যে বাহুতে করিতাম চন্দনলেপন,
ছিন্ন, রক্তলিপ্ত তাহা হয়েছে এখন!
পৃথিবী আছিল যার উত্তরাধিকার,
ছিন্ন পাদ, ছিন্ন শির, এ দশা তাহার!
শোকেতে শ্বাসের রোধ হতেছে আমার;
কি বলিব? নাহি আর সাধ্য বলিবার।

চন্দ্রা এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, এবং বাঁশবনে আগুন লাগিলে বাঁশ যেমন ফাটিয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ ফাটিয়া গেল; সেখানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। রাজাও আর পল্যঙ্কে তিষ্ঠিতে পরিলেন না; তিনি বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন; বেদীর কাষ্ঠফলক চিরিয়া দুই ভাগ হইল; তিনি তাহার ভিতর দিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অন্তর এই বিপুলা ধরিত্রী (যাহার ঘনত্ব দ্বিলক্ষাধিক চতুর্নহুত[১] যোজন) তাঁহার অগুণের ভারবহনের অসমর্থা হইয়া বিদীর্ণ হইল; মহাবিবর দেখা দিল; অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া রাজকুল ব্যবহার্য্য রক্তকম্বলের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিবেষ্টন করিল এবং তাঁহাকে অবীচিতে নিক্ষেপ করিল। অমাত্যেরা চন্দ্রাদেবীর ও বোধিসত্ত্বের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই রাজা; মহাপ্রজাবতী ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

---

[১]। নহুত—একের পিঠে আটাশটা শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

৩৫৯. সুবর্ণমৃগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে শ্রাবস্তী বাসিনী এক কুলকন্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের শিষ্যশ্রেষ্ঠীভুক্ত শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থে কন্যা। ইনি শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের অনুরক্তা, সদাচারশীলা, সুপণ্ডিতা এবং দানাদি পুণ্যব্রতা ছিলেন। ঐ নগরেই উক্ত গৃহস্থের স্বজাতি, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিক[১] অপর এক পরিবারে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। তাঁহার মাতা পিতা বলিলেন, "আমাদের কন্যা শ্রদ্ধাবতী, ধর্ম্মপরায়ণা, ত্রিরত্নে অনুরক্তা, দানাদি পুণ্যাভিরতা; কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিক; আপনারা আমাদের কন্যাকে যথারুচি দান করিতে, ধর্ম্মকথা শুনিতে, বিহারে যাইতে, শীলরক্ষা করিতে ও উপোসথ পালন করিতে দিবেন না; অতএব আমরা আপনাদের ঘরে তাহাকে সম্পাদন করিব না; আপনাদের ন্যায় মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কোন কুল হইতে কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া লউন।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও বরপক্ষের লোকে বলিল, "আপনাদের কন্যা আমাদের গৃহে গিয়া, যাহা যাহা বলিলেন, ইচ্ছামত সমস্তই করিবেন; আমরা বারণ করিব না; কন্যাটী আমাদিগকে দিন।" ইহাতে কন্যার মাতা পিতা বলিলেন।" "যদি আপনারা এরূপ অঙ্গীকার করেন, তবে আমাদের কন্যাকে লইতে পারেন।"

অনন্তর শুভ নক্ষত্রে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং বরপক্ষ বধূ লইয়া গেল। পতিগৃহে গিয়া ঐ কুলকন্যা বধূচিত সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, পতিকেই দেবতা জ্ঞান করিলেন, এবং শ্বশুর শ্বাশুড়ীর রীতিমত সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন; "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আমাদের কুলহিতৈষী স্থবিরদিগকে কিছু দান করি।" পতি উত্তর দিলেন, "বেশ ত; তুমি যথারুচি দান কর। ইহা শুনিয়া রমণী স্থবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাযত্নে তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া বলিলেন, "ভদন্তগণ, এই কুলের সকলেই মিথ্যাদৃষ্টিক; ইহাঁরা শ্রদ্ধারহিত এবং ত্রিরত্নের গুণানভিজ্ঞ। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত ইহাঁরা ত্রিরত্নের মাহাত্ম্যে বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনারা এই গৃহে আসিয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।" স্থবিরেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদবধি প্রত্যহ উক্ত বাড়ীতে গিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

ইহার পর ঐ রমণী স্বামীকে আর একদিন বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, স্থবিরেরা প্রতিদিনই এখানে আসিতেছেন, অথচ আপনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন না কেন?" তাঁহার স্বামী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দেখা করিব।" পরদিন যখন

---

[১]। অর্থাৎ বৌদ্ধেতর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত।

স্থবির দিগের ভোজন শেষ হইল, তখন রমণী তাঁহার স্বামীকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্বামী স্থবিরদিগের নিকটে গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ধর্ম্মসেনাপতি তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। তিনি স্থবিরের ধর্ম্মকথা শুনিয়া এবং চালচলন ও আকার প্রকার দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তদবধি স্বহস্তেই স্থবিরদিগের আসনাদি সজ্জিত করিতেন, পানীয় জল ছাঁকিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের ভোজনকালে ধর্ম্মকথা শুনিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি কাটিয়া গেল। অতঃপর একদিন স্থবির সারিপুত্র স্বামী স্ত্রী উভয়ের নিকট ধর্ম্মকথা বলিবার কালে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহাতে দুই জনেই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর মাতা পিতা হইতে বাড়ীর দাস কর্ম্মকর পর্য্যন্ত[১] সকলেরই মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইল এবং সকলেই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত হইল।

আরও কিছুদিন অতীত হইলে ঐ রমণী স্বামীকে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি লাভ? আমার ইচ্ছা হয় যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।" স্বামী উত্তর দিলেন, "উত্তম প্রস্তাব; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।" ইহা বলিয়া তিনি পত্নীকে মহাসমারোহে ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রমে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজে শাস্তার নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রথমে প্রব্রজ্যা ও পরে উপসম্পদা দিলেন। অনন্তর স্বামী, স্ত্রী উভয়েই বিদর্শনসম্পন্ন[২] হইয়া অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক দহর ভিক্ষুণী নিজের এবং স্বামীর, উভয়েরই সদ্ধর্ম্মপরায়ণতার হেতু হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে প্রব্রজ্যা লইয়া বিদর্শনসম্পন্ন হইয়াছেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই রমণী যে কেবল এখন স্বামীকে রাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও ইনি প্রাচীন পণ্ডিতদিগকে মরণপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।" অনন্তর কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতিমনোহভিরাম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, বিষাণ রজতদামসদৃশ, চক্ষু

---

[১]। দাসেরা ক্রীত (slaves) ; 'কর্ম্মকরা' বেতনভোগী স্বাধীন শ্রমজীবী (servants) |

[২]। পালি 'বিপস্সনা'—তত্ত্বজ্ঞান (ইহা অর্হৎদিগের একটি লক্ষণ)।

দুইটি মণিগোলকোপম এবং মুখ রক্তকম্বল পিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার পদচতুষ্টয় যেন লাক্ষারসে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত।[১] তাঁহার ভার্য্যাও সর্ব্বাংশে তাঁহারই ন্যায় অঙ্গশ্রীসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহারা সুখে সম্প্রীতিভাবে বাস করিতেন। অশীতি সহস্র বিচিত্র মৃগ বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিত।

পতী-পত্নী এইরূপে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দিন এক ব্যাধ মৃগবীথিতে পাশ স্থাপন করিল; বোধিসত্ত্ব মৃগদিগের পূরতঃ গমন করিবারকালে উহাতে তাহার পদ বদ্ধ হইল। তিনি পাশ ছিন্ন করিবার জন্য পা টানিলেন; ইহাতে তাঁহার চর্ম্ম ছিন্ন হইল; তিনি আবার পা টানিলেন; ইহাতে মাংস ছিন্ন হইল; আবারও টানিলেন; ইহাতে স্নায়ু কাটিয়া গেল এবং পাশ গিয়া অস্থিতে সংলগ্ন হইল। কিছুতেই পাশ ছিঁড়িতে না পারিয়া বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে অভিভূত হইলেন এবং মৃগেরা পাশবদ্ধ হইলে যেরূপ রব করে, সেইরূপ রব করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৃগেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। তাঁহার ভার্য্যাও পলাইয়াছিলেন; কিন্তু মৃগদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ আমার স্বামীরই ভয়ের কারণ জন্মিয়াছে।' তিনি অতিবেগে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাশ্রুমুখে বলিলেন, 'স্বামীন আাপনি ত মহাবল; আপনি কেন এই পাশে কাতর হইয়াছেন? বল প্রয়োগ করিয়া এখনই ইহা ছিঁড়িয়া ফেলুন।" তিনি স্বামীর উৎসাহবর্দ্ধনার্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

মহামৃগ—সুবর্ণের আভা যাঁর পায়—
তিনি কেনঃপাশে বদ্ধ? করুন বিক্রম,
ছিঁড়ুন এ চর্ম্মরজ্জু, চলুন আবার
চরি গিয়া বনে মোরা। আপনা বিহনে
আর না হইবে সুখ কপালে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

বিক্রমপ্রকাশে ত্রুটি করি নাই কোন।
দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগে করেছি
ধরাতলে পদাঘাত-যদি সেই উপায়ে
ছিঁড়িতে পারি এ পাশে; কিন্তু বৃথা চেষ্টা!
যতই ছিঁড়িতে চাই এ দৃঢ় বন্ধনে,
ততই যাতনা বাড়ে পায়েতে আমার।

---

[১]। মৃগরূপী বোধিসত্ত্বের রূপবর্ণনার জন্য একটীই মামুলী রীতি। তু ন্যাগ্রোধমৃগ-জাতক (১২)।

তখন মৃগী বলিলেন স্বামিন, ভয় পাইবেন না। আমি নিজের ক্ষমতাবলে ব্যাধের নিকটে যাচঞা করিব, নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিয়া আপনার জীবন ভিক্ষা লইব।" মহাসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী তাঁহার রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া রহিল। এদিকে ব্যাধ অসি শক্তি হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মৃগী বলিলেন, "স্বামিন্, ব্যাধ আসিতেছে; আমি নিজের ক্ষমতাবলে আপনাকে মুক্ত করিব; আপনি ভয় পাইবেন না।" বোধিসত্ত্বকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মৃগী ব্যাধের আগমনপথে গেলেন এবং একটু হঠিয়া পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভু আমার স্বামী সুবর্ণমৃগ শীলাচারসম্পন্ন এবং অশীতি সহস্র মৃগের অধিপতি।" এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার্থ নিজের প্রার্থনা জানাইবার কালে মৃগী তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ভূতলে পলাশপর্ণ করুন আস্তৃত
মাংস রাখিবার তরে; নিষ্কাশিত করি
অসি তব, অগ্রে বধ করুন আমায়,
তার পর বধিবেন এই মৃগরাজে।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিল, 'তাইত, যাহারা মানুষ তাহারাও ত স্বামীর জন্য নিজের প্রাণ দেয় না; তির্য্যগ্‌জাতির ত দূরের কথা! এ কি ব্যাপার? এই প্রাণী মধুর মানুষী ভাষায় কথা বলিতেছে! আমি আজ ইহার এবং ইহার পতির, উভয়েরই জীবন দান করিব।' সে মৃগীর প্রতি অতিপ্রসন্ন হইয়া চতুর্থ গাথা বলিল :

মৃগীর মুখেতে পূর্ব্বে মানুষীর ভাষা
শুনি নাই; দেখি নাই হেন মৃগী কভু।
বধিব না তোমারে বা মহামৃগে আমি;
যাও চলি, হও সুখী বিহরি এ বনে।

বোধিসত্ত্বকে সুখী দেখিয়া মৃগী অত্যন্ত আহলাদিত হইল এবং ব্যাধকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে পঞ্চম গাথা বলিল :

মৃগরাজে মুক্ত দেখি যে আনন্দ মোর
উপজিল মনে আজ, সেইরূপ যেন
জ্ঞাতিমিত্রগণ সহ আনন্দ অপার
তব ভাগ্যে, ব্যাধরাজ, হয় চিরকাল।

বোধিসত্ত্বও ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যাধ আজ আমার, এই মৃগীর এবং অশীতি সহস্র মৃগের জীবন দান করিয়াছে। এ আমার আশ্রয়স্থানীয় হইয়াছে; আমারও কর্ত্তব্য যে ইহাকে আশ্রয় দি।' বোধিসত্ত্ব উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ছিলেন;

তিনি স্থির করিলেন, 'যে আমায় দান করিয়াছে, তাহাকে প্রতিদান করা উচিত।' তিনি নিজের বিচরণ- ক্ষেত্রে একখণ্ড মণি দেখিয়াছিলেন। এখন ব্যাধকে তাহা দান করিয়া বলিলেন, 'সৌম্য, এখন হইতে প্রাণাতিপাত ইত্যাদি পাপ করিও না; এই মণি লইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন কর, স্ত্রী পুত্র পালন কর এবং দানশীলাদি পুণ্যপরায়ণ হও।" এইরূপে ব্যাধকে উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন ছন্ন[১] ছিল সেই ব্যাধ; এই দহর ভিক্ষুণী ছিলেন সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

---

৩৬০. সুশ্রোণি-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? "সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত! "কি দেখিয়া?" "এক অলংকৃত রমণী দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, কিছুতেই রমণীদিগের চরিত্র রক্ষা করা যায় না। পুরাণ পণ্ডিতেরা রমণীদিগকে সুপর্ণভবনে রাখিয়াও তাহাদের চরিত্র-রক্ষণে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর শাস্তা উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে সেই প্রাচীন কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে তাম্ররাজ রাজত্ব করিতেন। সুশ্রোণি নাম্নী এক পরম সুন্দরী রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব সুপর্ণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নাগদ্বীপ সেরুম দ্বীপ-নামে অভিহিত হইত। বোধিসত্ত্ব ঐ দ্বীপে সুপর্ণভবনে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে যাইতেন এবং মানববেশ ধারণ করিয়া তাম্ররাজের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া লোকে সুশ্রোণিকে বলিল, "আমাদের রাজার সহিত এক পরম রূপবান যুবক দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে।" ইহাতে সুশ্রোণির ঐ যুবককে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি একদিন অলঙ্কার পরিধান করিয়া দ্যূতমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন এবং পরিচারিকাদিগের

---

[১]। একজন ভিক্ষুর নাম। এই ব্যক্তি তীর্থিকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

[২]। এই জাতক কাকবতী-জাতকেরই (৩২৭) রূপান্তর।

মধ্যে অবস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে লাগিলেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে দেখিলেন এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

সুপর্ণরাজ বোধিসত্ত্ব স্বীয় অনুভাববলে বারাণসীতে ঝটিকা উত্থাপিত করিলেন। গৃহপতনভয়ে রাজভবনের সমস্ত লোক বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের অনুভাববলে অন্ধকার জন্মাইলেন এবং সুশ্রোণিকে লইয়া আকাশ পথে নাগদ্বীপে নিজের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। সুশ্রোণি কোথায় গিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিল না। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং পূর্ব্ববৎ বারাণসীতে রাজার সহিত দ্যূত ক্রীড়া করিতে যাইতেন।

রাজার স্বর্গ নামক একজন গন্ধর্ব্ব ছিল। মহিষী কোথায় গিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি স্বর্গকে বলিলেন, "তুমি যাও, সমস্ত স্থলপথ ও জলপথ তন্ন তন্ন করিয়া, দেবী কোথায় গিয়াছেন তাহা নির্ণয় কর।" এই বলিয়া তিনি স্বর্গকে বিদায় দিলেন।

স্বর্গ পাথেয় গ্রহণ করিয়া বাহির হইল এবং বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে শেষ ভৃগুকচ্ছ নগরে[১] উপস্থিত হইল। তখন ভৃগুকচ্ছের কতিপয় বণিক সুবর্ণভূমিতে[২] যাইতেছিল। স্বর্গ তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, "আমি গন্ধর্ব্ব; আপনারা যদি নৌকাভাড়া না লন, তাহা হইলে আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমি গান বাজনা করিব। আপনারা আমাকে লইয়া চলুন।" বণিকেরা বলিল, "আমরা সম্মত হইলাম।" অনন্তর তাহারা স্বর্গকে লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা নির্ব্বিঘ্নে বহুদূর অগ্রসর হইলে নাবিকেরা স্বর্গকে ডাকিয়া বলিল, "গান বাজনা কর।" স্বর্গ বলিল, "গান করিব বটে, কিন্তু আমি গান করিলে মাছগুলো ছুটাছুটি করিবে; তাহাতে পোত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা আছে।" নাবিকেরা বলিল, "সে কি কথা? সামান্য একটা লোকে গান করিবে, তাহাতে মাছগুলো বিচলিত হইবে কেন? তুমি আরম্ভ কর।" "করিতেছি; কিন্তু শেষে যেন আপনারা আমার উপর রাগ না করেন।" ইহা বলিয়া স্বর্গ বীণায় মূর্চ্ছনা দিয়া তন্ত্রীর স্বরের সহিত গীতস্বরের সুন্দর লয় রাখিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া মৎস্যগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। একটা মকর লাফ দিয়া নৌকার উপর পড়িল এবং তাহাতে নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বর্গ একখানি কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া বায়ুবেগে চলিতে চলিতে নাগদ্বীপস্থ সুপর্ণভবন সন্নিহিত একটা বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইল।

১। বর্ত্তমান ভরৌচ।

২। সুবর্ণভূমি—ব্রহ্মদেশ (গ্রীকদিগের Golden Chersonese)।

সুপর্ণরাজ যখন দ্যূতক্রীড়ার জন্য যাইতেন, তখন সুশ্রোণি বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বেড়াইতেন। তিনি বেলাভূমিতে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গগন্ধর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?" স্বর্গ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সুশ্রোণি বলিলেন, "ভয় নাই।" তিনি এইরূপে আশ্বাস দিয়া স্বর্গকে দুই হাতে তুলিয়া বিমানে লইয়া গেলেন, এবং শয্যায় শোওয়াইলেন। অনন্তর স্বর্গ সুস্থ হইল। তখন সুশ্রোণি তাহাকে দিব্য ভোজ্য খাইতে দিলেন, দিব্য গন্ধোদকে স্নান করাইলেন, দিব্য বস্ত্র পরিধান করাইলেন, সুগন্ধি দিব্য পুষ্পে বিভূষিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার দিব্য শয্যায় শয়ন করাইলেন। তিনি এইরূপে স্বর্গের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যখন সুপর্ণরাজ ফিরিয়া যাইতেন, তখন তিনি স্বর্গকে লুকাইয়া রাখিতেন; কিন্তু সুপর্ণরাজ চলিয়া গেলেই কামমোহিত হইয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন।

ইহার প্রায় দেড়মাস পরে বারাণসীর কয়েকজন বণিক্ কাষ্ঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিবার জন্য নাগদ্বীপের সেই বটবৃক্ষের নিকট অবতরণ করিল। স্বর্গ তাহাদের সহিত নৌকারোহণ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, রাজার সহিত দেখা করিল এবং দ্যূতক্রীড়ার সময়ে বীণা লইয়া প্রথম গান করিল :

তিমিরের[1] গন্ধ ল'য়ে বহিবে পবন;
পশিছে শ্রবণে ক্ষুদ্র সাগর-গর্জ্জন;[2]
হেথা হ'তে বহুদূরে, সুশ্রোণি সাগর-পারে
আছে তাম্রসনে পুনঃ মিলন-আশায়;
ভাবিয়া সে কথা মোর বুক ফেটে যায়।

ইহা শুনিয়া সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

কিরূপে সাগর-পারে করিলে গমন?
কি উপায়ে নাগদ্বীপ করিলে দর্শন?
বল করি কি উপায় দেখিতে পাইলে তায়;
জানিতে হয়েছে মোর বড় কৌতুহল;
সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি বিস্তারিয়া বল।

স্বর্গ তখন তিনটী গাথা বলিল :

---

[1]। টীকাকার বলেন, 'তিমির' একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার পুষ্প।
[2]। 'কুসমুদ্দো'। ক্ষুদ্র সাগর বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, সুপর্ণ যাহা দুর্লঙ্ঘ্য মনে করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব, যে উপায়েই হউক, তাহা পার হইয়াছিল।

বণিকেরা যেতেছিল অর্থের কারণ
ভৃগুকচ্ছ হ'তে করি পোতে আরোহণ;
মকরে ভাঙ্গিল তরী; একটি ফলক ধরি
ভাসিতে ভাসিতে মোর রক্ষা হ'ল প্রাণ;
দেখিলাম নাগদ্বীপ সুপর্ণবিমান।
চন্দনে যাঁহার গাত্র নিত্য লিপ্ত হয়,
এমন রমণী এক দেখিলা আমায়।
সস্নেহে তনয়ে যথা অঙ্কে তুলি ল'ন মাতা,
আমায় কোমল করে করি উত্তোলন
সুপর্ণবিমানে ভদ্রা করিলা স্থাপন।
মদিরাক্ষী দিলা মম ভোগের কারণ
দিব্য অন্ন, জল, বস্ত্র বিচিত্র শয়ন;
দিলা আত্মদেহ পরে আমার ভোগের তরে;
ইহার অধিক আর বলিয়া কি কাজ?
বলিলাম সত্য কথা, শুন, তাম্ররাজ!

গন্ধর্ব্ব যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন সুপর্ণের মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি সুপর্ণভবনে লইয়া গিয়াও এই রমণীর চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলাম না! এরূপ দুঃশীলা রমণীতে আমার কি কাজ?' অনন্তর তিনি সুশ্রোণিকে আনিয়া রাজাকে দিলেন এবং সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও আসেন নাই।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুপর্ণরাজ।]

---

৩৬১. বর্ণারোহ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাস্থবিরদ্বয় একদা নিতান্ত নির্জন স্থানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার নিকট বিদায় লইয়া নিজেরাই স্ব স্ব

[১]। তু—সন্ধিভেদ-জাতক (৩৪৯); তিব্বতদেশীয় গল্প (৩৩); পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ প্রকরণের বীজকথা।

পাত্রচীবর হস্তে লইলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিহারপূর্ব্বক জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী এক জন সেবক ইহাঁদেরই বাসস্থানের নিকটে অবস্থিতি করিত। স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে পরমসুখে একত্র বাস করিতেছেন দেখিয়া সে ভাবিল, 'দেখা যাউক, ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে পারা যায় কি না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে স্থবির সারিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, আর্য্য মহাদৌদ্গাল্যায়ন স্থবিরের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি? "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, বাপু?" তিনি আপনার অগুণ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে সারিপুত্রের কোন প্রতিপত্তিই থাকিবে না; জাতি, গোত্র, কুল, জন্মস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি বা ঋদ্ধি, কিছুতেই তিনি আমার তুল্যকক্ষ নহেন।" সারিপুত্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি এখন যাও।"

এই ব্যক্তি পরদিন আবার স্থবির মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকটে গিয়া উক্তরূপ বলিল। তিনিও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, এখন তুমি যাও" এবং নিজেই সারিপুত্র স্থবিরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই এই উচ্ছিষ্টভোজী তোমায় কিছু বলিয়াছে কি?" "হাঁ ভাই।" "আমাকেও বলিয়াছে; ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।" "বেশ কথা, তাড়াইয়া দাও।" তখন মহামৌদ্গাল্যায়ন আঙ্গুলে তুড়ি দিতে দিতে সেই পিশুনকারককে বলিলেন, "দূর হও, তোমাকে এখানে থাকিতে হইবে না।" কাজেই সে দূরীভুত হইল।

স্থবিরদ্বয় সম্প্রীতভাবে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ষাবাস ত সুখে সম্পন্ন হইয়াছে?" "ভদন্ত, এক উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।" "দেখ সারিপুত্র, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া শেষে পলাইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সেই বনে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র কোন পর্ব্বতগুহায় বাস করিত। এক শৃগাল তাহাদের পরিচর্য্যা করিত; সে উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিল। সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, "আমি

কখনও সিংহের বা বাঘের মাংস খাই নাই। এই দুইটা জন্তুর মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে হইবে। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া মারা যাইবে; তখন ইহাদের মাংস খাইব।' এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া সে সিংহের নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, ব্যাঘ্রের সহিত আপনার কিছু শত্রুতা আছে কি?" "একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, সৌম্য!" "ভদন্ত, তিনি আপনার নিন্দা করিয়া বেড়ান—বলেন, 'আমি মারা গেলে কি দেহের সৌন্দর্য্যে, আয়তনে ও গাম্ভীর্য্যে, কি জাতিবলবীর্য্যে, এই সিংহ আমার কলামাত্র গুণও পাইবে না।" ইহার পর শৃগাল ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকেও এইরূপ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র সিংহের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি কি এই কথা বলিয়াছ?" এই প্রশ্ন করিবার সময়ে ব্যাঘ্র প্রথম গাথা বলিল :

'বর্ণের প্রকর্ষে জাতিবলবীর্য্যে সুবাহু[১] আমার তুল্যকক্ষ নয়,'
বলেছ কি তুমি একথা সুদন্ত? বলেছ যে ইহা বিশ্বাস না হয়।

ইহা শুনিয়া সিংহ শেষের চারিটি গাথা বলিল :

বর্ণের প্রকর্ষে জাতিবলবীর্য্যে সুদন্ত আমার সমকক্ষ নয়,'
বলেছ কি তুমি একথা সুবাহু? বলেছ যে ইহা বিশ্বাস না হয়।
পিশুন বচন করিয়া শ্রবণ চাও যদি তুমি বধিতে আমায়,
এখন হইতে এক সঙ্গে থাকা তোমার আমার ঘটিবে না, হায়!
যার তার কথা বিশ্বাস যে করে শীঘ্র তার হয় বান্ধব-বিচ্ছেদ;
থাকে না মিত্রতা, জনমে শত্রুতা; পরের কথায় হয় সুহৃদভেদ।
পাছে করে মোর অনিষ্ট এ ভয়ে সদা সাবধানে করে যেই জন
মিত্রের চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন।
তনয় যেমন নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে জননীর বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
মিত্রের হৃদয়ে তেমনি বিশ্বাস স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পায়।
দুইটী হৃদয় পরস্পর যদি এইরূপ হয় বিশ্বাসভাজন,
প্রকৃত মিত্রতা তাহাকেই বলে; নাহি সাধ্য করো করে তা ছেদন।

সিংহ এই গাথা চারিটি দ্বারা মিত্রগুণ বর্ণনা করিলে ব্যাঘ্র নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইল এবং অতঃপর উভয়েই সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। শৃগাল সেখানে হইতে পলাইয়া অন্যত্র গেল।

[**সমবধান :** তখন এই উচ্ছিষ্টভোজী ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা, যিনি বনের মধ্যে এই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

১। 'সুবাহু' ব্যাঘ্রের এবং 'সুদন্ত' সিংহের নাম।

৩৬২. শীলমীমাংসা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, রাজা নাকি এই ব্যক্তিকে শীলসম্পন্ন মনে করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহার অধিক সম্মান করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা যে আমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করেন, তাহা আমি শীলসম্পন্ন এই নিমিত্ত, না আমি শাস্ত্রচর্চ্চায় রত এই মনে করিয়া?' তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার মীমাংসা করিয়া দেখিবেন শীলের মহত্ত্ব অধিক, না শাস্ত্রজ্ঞানের। এই জন্য একদিন তিনি কোষাধ্যক্ষের ফলক[১] হইতে একটী কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া সেদিন বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। ক্রমে যখন তৃতীয় বারও ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলেন, তখন কোষাধ্যক্ষ তাঁহাকে লোপত্রখাদক বলিয়া ধরাইয়া দিলেন এবং রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্রাহ্মণ কি অপরাধ করিয়াছেন?" "ইনি রাজকীয় ধন আত্মসাৎ করিয়াছেন।" "কি গো ঠাকুর, এ কথা সত্য কি?" "মহারাজ, আমি আপনার ধন আত্মসাৎ করি নাই। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, জগতে শীল বড়, না শাস্ত্রজ্ঞান বড়। এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত আমি তিনবার কার্ষাপণ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার পর ইনি আমাকে বন্ধন করিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিলাম, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শীলই উৎকৃষ্ট; আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" অতঃপর রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লইয়া নিজের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত না ফিরিয়াই তিনি জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা চাহিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন, উপসম্পদ্‌ও দিলেন। উপসম্পন্ন হইবার অল্পদিন পরেই তিনি বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ব্রাহ্মণ নিজের শীলমীমাংসা করিতে গিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং বিদর্শন লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা শীলের গুণ পরীক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন এবং মুক্তিপদ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

---

[১]। যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া স্বর্ণমুদ্রাদি গণা যায়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পৌরোহিত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব পঞ্চশীল পালন করিতেন; রাজাও তাঁহাকে শীলসম্পন্ন জানিয়া সবিশেষ শ্রদ্ধা করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাজা যে আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন, ইহার কারণ কি? আমি শীলবান এজন্য, না আমি বিদ্বান্ এজন্য?" এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি, বর্ত্তমান বস্তুতে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ করিলেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তখনও সমস্তই সেই প্রকার ঘটিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন আমি বুঝিতে পারিলাম, বিদ্যা অপেক্ষা শীলেরই প্রভাব অধিক।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত পাঁচটী গাথা বলিলেন :

শীল আর বিদ্যা, এই দুয়ের ভিতর,
কোনটী পাইতে যোগ্য অধিক আদর?
হয়েছিল মনে এই প্রশ্নের উদয়;
বিদ্যা হ'তে শীল বড়, জানিনু নিশ্চয়।
উচ্চ কুলে জন্ম কিংবা অতি সুশ্রী দেহ,
শীল-তুলনায় এরা নহে কিছু কেহ।
শীল-ধনে ধনী যেই বিদ্যায় তাহার
নাহি কোন প্রয়োজন, বুঝিলাম সার।
রাজা বল, প্রজা বল,[১] করে যেই জন
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মের পথে বিচরণ,
ইহকাল, পরকাল, নষ্ট হয় তার;
অধর্ম্মের হেতু ঘটে দুর্গতি অপার।
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চারি, চণ্ডাল, পুক্কস,
যদি নাহি হয় কেহ অধর্ম্মের যশ,
দেহান্তে সমতা লভে ত্রিদিব-ভবনে,
জাতিভেদ পায় লোপ শীলের কারণে।
বেদ বল, বংশ বল, কিংবা মিত্রগণ,
কেহ নয় পারত্রিক সুখের কারণ।
কেবল বিশুদ্ধ শীল করিলে পালন,
হয় জীব পরকালে সুখের ভাজন।

[১]। খত্তিয়ো বেস্‌সো।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শীলের গুণ বর্ণনা করিয়া রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, সেই দিনেই হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই ব্যক্তি, যিনি শীলের প্রভাব পরীক্ষা করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন।]

---

৩৬৩. হ্রী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডিকদের বন্ধু এক প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার উভয় বস্তুরই এক নিপাতের নবম বর্গের শেষ জাতকে (অকৃতজ্ঞ-জাতক—৯০) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর লোকজন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, তাহাদের সমস্ত দ্রব্যই কাড়িয়া লইল দেখিয়া, পলায়ন করিয়াছে, এই কথা যখন বারাণসী শ্রেষ্ঠীর কর্ণগোচর হইয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে যাহারা ইহাদের নিকট গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সম্পাদন করে নাই বলিয়াই ইহারা এখন প্রতি সৎকার লাভ করিতে পারিল না।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিয়াছিলেন[১]।

কুপথে চলিতে মনে নাই যার ভয়, 'মিত্র আমি তব' শুধু মুখে এই কয়,
ঘৃণা কিন্তু করে সদা তোমারে অন্তরে, তব হিত অনুষ্ঠান কদাপি না করে।
মুখে এক, কাজে আর, হেন শঠ জনে কখনো আপন বলি ভাবিও না মনে।

করিতে পারিবে যাহা কর তা' স্বীকার; অস্বীকার কর যাহা অসাধ্য তোমার;
অঙ্গীকার করি যে না করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিন্দে সাধুজন।[২]

'পাছে করে মোর অনিষ্ট', এ ভয়ে সদা সাবধানে করে যেই জন
চরিত্রে মিত্রের ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন।

---

[১]। বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদবশতঃ এই গাথাগুলি অনাথপিণ্ডদের মুখে দেওয়া হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ-জাতকে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদ ঘটনাটী শাস্তাকে জানাইয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া শাস্তা মিত্রধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা গাথা বলিয়াছিলেন। এখানেও উপসংহার-ভাগ হইতে বুঝা যায় যে, গাথাগুলি শাস্তারই উক্তি।

[২]। এই গাথাটি সুত্যাগজাতকেও (৩২০) আছে।

তনয় যেমন নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে জননীর বুকে সুখে নিদ্রা যায়,
মিত্রের হৃদয়ে তেমনি বিশ্বাস স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পায়।
দুইটি হৃদয় পরস্পর যদি এইরূপ হয় বিশ্বাসভাজন,

প্রকৃত মিত্রতা তাহাকেই বলে নাহি সাধ্য কারো করে তা ছেদন।[১]
কল্যাণমিত্রের সহ মিত্রতার ভার যতনে বহন করে বুদ্ধি আছে যার।
প্রশংসার যোগ্য ইহা, সুখের আকর, উপজে আনন্দ ইথে উত্তর উত্তর।

করিলে বিবেকশান্তিরসামৃত পান জীবের যাতনা যত হয় অন্তর্দ্ধান।
ধর্ম্মপ্রীতি রস পান করিয়া তখন, নির্ভয়ে নিষ্পাপে জীব করে বিচরণ।[২]

[মহাসত্ত্ব এইরূপে পাপ মিত্রসংসর্গে উদ্বিগ্ন হইয়া বিজনবাসজনিত ক্ষমতাবলে ধর্ম্মদেশনের সর্ব্বোত্তমফলরূপ মহাপরিনির্ব্বাণামৃত-প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিছিলেন।]

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী।]

---

৩৬৪. খদ্যোত-প্রাণক-জাতক

এই খদ্যোতপ্রাণক প্রশ্ন মহা-উন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) সবিস্তর বলা যাইবে।

৩৬৫. অহিতুণ্ডিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইতঃপূর্ব্বে শ্যালক-জাতকে (২৪৯) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও সেই বৃদ্ধ পল্লীগ্রামবাসী এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়া তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিতেন ও প্রহার করিতেন। ইহাতে বালকটি বিহার হইতে পলাইয়া যায়। তাহার পর ভিক্ষু তাহাকে আবার প্রব্রজ্যা দেন এবং আবারও পূর্ব্বের মত উৎপীড়িত করেন। এইরূপে সে যখন তৃতীয় বার প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখনও ভিক্ষু তাহাকে পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা লইতে বলিলেন। কিন্তু সে এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, প্রব্রজ্যা-গ্রহণ ত দূরের কথা, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেও ইচ্ছা করিল না।

---

[১]। বর্ণারোহজাতকেও (৩৬১) গাথাটি আছে।

[২]। ধর্ম্মপদ ২০৫ (সুখবর্গ) নিদ্দরে ।= নির্দ্দরো। এই 'দর' হইতে বাঙ্গালা 'ডর' হইয়াছে।

একদিন ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ নিজের শ্রামণেরের সহিত এক সঙ্গেও থাকিতে পারেন না, তাহাকে ছাড়িতেও পারেন না। সে তাঁহার দোষ দেখিয়া এখন তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় না। সে নিজে কিন্তু ভাল ছেলে।"

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্বেও এই শ্রামণের সুহৃদয় ছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের দোষ দেখিয়া শেষে তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চায় নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ধান্যবণিককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এক অহিতুণ্ডিক একটা মর্কট ধরিয়া তাহাকে সাপের সহিত খেলা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। সাপুড়ে মর্কটটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে রাখিয়া সাত দিন সাপ খেলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই সময়ে মর্কটটার জন্য খাদ্য ও ভোজ্য দিতেন।

সাতদিন অতীত হইলে সাপুড়ে ফিরিয়া আসিল। সে উৎসবক্রীড়ায় সুরাপান করিয়া মত্ত হইয়াছিল; আসিয়াই বংশদণ্ড দ্বারা মর্কটটাকে তিনবার প্রহার করিল, তাহাকে বান্ধিয়া লইয়া একটা উদ্যানে গেল এবং সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে মর্কট কোনরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং সেখানে বসিয়া আম খাইতে লাগিল। সাপুড়ে জাগিয়া দেখে, মর্কট গাছে উঠিয়াছে। সে ভাবিল, 'ইহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর মর্কটের সহিত আলাপ করিয়া প্রথম গাথা বলিল :

যাদু আমায়, মুখ দেখে তোর দুখ থাকে না প্রাণে,
পাশা খেলায় হারি আমি এসেছি এখানে।
দু'চারটা আম দে ফেলে বাপ, খেয়ে পেট জুড়াই;
তোর(ই) বুদ্ধির জোরে আমি অন্নবস্ত্র পাই।

ইহা শুনিয়া মর্কট শেষ গাথাগুলি বলিল :

মিছা কথা বল্‌ছ তুমি কখন যা হয় নাই;
মর্কটের মুখ চাঁদপানা হয়, কোথায় শুনলে, ভাই?
ধানের গোলায় খিদের জ্বালায় ছিলাম আমি পড়ি;
মাতাল হ'য়ে মারলে আমায়; ভুলব কেমন করি?

যে কষ্টেতে দোকান ঘরে করেছি শয়ন,
রাজ্য পেলেও ভুলতে তাহা পারব না কখন।
যে ভয় তুমি দেখাইলে, পড়লে মনে তা'
দিব না আম একটী তোমায়, যতই চাও না।
ভদ্রবংশে জন্মেছে যেই, সুখে থাকে ঘরে,
সুখে থাকে জীব যেমন মায়ের জঠরে।
অকাতরে দান করে, বুদ্ধি আছে যার,
তাকেই কেবল মিত্র বলি জানি আপনার।

ইহা বলিয়া মর্কট গহন বনে প্রবেশ করিল।

[**সমবধান :** তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অহিতুণ্ডিক, এই শ্রামণের ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই ধান্য-বণিক।]

---

৩৬৬. গুল্মিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কি দেখিয়া?" "এক অলংকৃত রমণীকে দেখিয়া।" "দেখ ভিক্ষু, গুল্মিক-নামক এক যক্ষ পথে মধুসদৃশ যে হলাহল রাখিয়া দিত, তাহা যেরূপ, পঞ্চকামগুণও[১] সেইরূপ।" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি একদা পঞ্চশত শকটে পণ্যদ্রব্য পূরিয়া বিক্রয়ার্থ যাইবারকালে রাজপথের নিকটস্থ এক অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অনুচরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, এই পথে বিষাক্ত পত্রপুষ্পফল প্রভৃতি আছে; তোমরা পূর্ব্বে যাহা খাও নাই, এমন কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিলে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া খাইও না। এখানে যক্ষেরা পথে ভক্তপূট ও মধুর বন্যফল রাখিয়া তাহার উপর বিষ ছড়াইয়া দিয়া থাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সকল দ্রব্যও খাইও না।" বণিকদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সেই অরণ্যপথে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে গুল্মিক-নামক এক যক্ষ সেই বনের মধ্যভাগে পথের উপর

---

[১]। পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে যে সকল বাসনা জন্মে, সেগুলি "পঞ্চকামগুণ" নামে অভিহিত।

কতকগুলি পাতা ছড়াইয়া হলাহল-মিশ্রিত মধু রাখিয়া দিত এবং নিজে যেন মধু সংগ্রহ করিতেছে এই ভাব দেখাইবার জন্য পথের এপাশে ওপাশে গাছগুলো টোকা দিতে দিতে যাতায়াত করিত। যাহারা জানিত না, তাহারা ভাবিত, কেহ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পথের উপর মধু রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা উহা খাইত এবং মারা যাইত। তখন যক্ষেরা আসিয়া তাহাদের মাংস খাইত।

বোধিসত্ত্বের অনুচরেরাও এই মধু দেখিতে পাইল এবং যাহারা স্বভাবতঃ লোলজিহ্ব, তাহারা লালসা দমন করিতে অসমর্থ হইয়া উহা ভক্ষণ করিল; কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব' এই স্থির করিয়া উহা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। বোধিসত্ত্ব উহাদিগকে দেখিবামাত্র যাহার হাতে যাহা ছিল সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন। যাহারা প্রথমেই খাইয়াছিল তাহারা মরিয়া গেল; যাহারা অল্পমাত্র উদরস্থ করিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে বমনকারক ঔষধ দিলেন এবং বমনান্তে চতুর্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের অনুভাববলে তাহাদের জীবন রক্ষা হইল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া পণ্য বিক্রয়পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথাগুলি বলিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :

দেখিতে মধুর মত; রসে গন্ধে খাঁটি মধু, কিন্তু অতি তীব্র হলাহল,
অরণ্যে গুল্মিক রাখে, খাদ্য সংগ্রহের তরে ভুলাইতে পথিকের দল।

ভাবিয়া প্রকৃত মধু সেই উগ্র বিষ যারা লোভে পড়ি করিল ভক্ষণ,
যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে মূর্খগণ সেইক্ষণে ত্যজিল জীবন।

হিতাহিত বিচারিয়া সেই বিষ পরিত্যাগ করেছিল বুদ্ধিমান যারা;
দারুণ বিষের জ্বালা ভূগিল না সে কারণ; সুখে পথ অতিক্রম তারা।
এইরূপ মানুষের সর্ব্বনাশ হেতু হেথা মার করে লোভ প্রদর্শন
পঞ্চকামগুণ-রূপ অতিতীব্র হলাহল প্রতিপদে করিয়া ক্ষেপণ।

এই পঞ্চকামগুণ প্রত্যক্ষ যমের মত গুহারূপ দেহমাঝে রয়;
অথবা আমিষযুক্ত ব্যাধের বাগুরা যথা—লোভে তার জীব নষ্ট হয়

সুধী যারা, সাবধানে জানিয়া আসন্নমৃত্যু অনুক্ষণ করেন বর্জ্জন
ঐ পঞ্চকামগুণে; কভু না করেন কিছু, হয় যাহে পাপ-উৎপাদন।
সত্য ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

---

৩৬৭. শারিক-জাতক[১]

["দেবদত্ত আমার ত্রাস পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই", শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই বাক্য অবলম্বনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রাম্যগৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষের মূলে ক্রীড়া করিতেন। একদা কোন বৃদ্ধ বৈদ্য গ্রামে কোন কাজ না পাইয়া বাহিরে ঐ বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল, বিটপান্তরে একটা সাপ মাথা গুটাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমি ত গ্রামে কিছুই পাইলাম না; এই বালকদিগকে ভুলাইয়া সর্পটার দ্বারা দংশন করাইতে পারিলে, ইহাদের চিকিৎসা করিয়া কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "যদি শালিকের ছানা দেখিতে পাও, তবে ধর কি না, বল ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ধরি বই কি।" "তবে দেখ, ঐ ডালের মধ্যে একটা শালিকের ছানা শুইয়া রহিয়াছে।" উহা যে সাপ, তাহা না জানিয়া বোধিসত্ত্ব গাছে চড়িলেন এবং গলা ধরিয়া বুঝিলেন উহা সাপ। তখন তিনি উহাকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন এবং জোরে ফেলিয়া দিলেন। সর্পটা গিয়া বৈদ্যের গ্রীবাদেশে পড়িল এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া এমন খাবল খাবল করিয়া কামড়াইতে লাগিল যে, সে সেখানেই পড়িয়া গেল। সাপটাও তখন পলায়ন করিল। তখন অনেক লোক আসিয়া মৃত বৈদ্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মহাসত্ত্ব সেই সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

শারিকা শাবক বলি কৃষ্ণসর্পে ধরাইল যে কুবুদ্ধিদাতা আমাদের;
দেখ ব্যর্থ অভিসন্ধি। সে সর্পদংশনে শেষে মৃত্যু তার ঘটিল নিজের।
করেনি প্রহার কভু, দেয়নি আঘাত কোন, তবু তারে মারিতে যে-চায়,
এই দুষ্ট-বুদ্ধি বেদ্য মরিল যেরূপে আজ, মরে নিজে সেই দুষ্টাশয়।[২]
বায়ু প্রতিকূলে কেহ পাংশুমুষ্টি নিক্ষেপিলে পড়ে তাহা তা'রি নিজ গায়;
যে উপায়ে এই পাপাত্মা অন্যের বধের চেষ্টা করেছিল, নিজে মরে তায়।
নির্দ্দোষ নির্ম্মল চিত্ত, শুদ্ধিমতি পুরুষের কর যদি অনিষ্ট-কামনা,
পাবে বিপরীত ফল; ফিরি আসি গায়ে পড়ে প্রতিবাতক্ষিপ্ত ধূলিকণা।

---

[১]। পালি শালিয়, বাঙ্গালা শালিক।

[২]। এই গাথা এবং ইহার পরবর্তী আর একটি গাথা প্রায় এক।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই বৃদ্ধ বৈদ্য, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান বালক।]

---

৩৬৮. ত্বকসার-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, এই জাতকেও সমস্তই তদ্রূপ হইয়াছিল, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু এই জাতকে] বৈদ্যের মৃত্যু হইলে গ্রামবাসীরা "মানুষ খুন করিলি" বলিয়া বালকদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং "চল, তোদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাই" বলিয়া তাহাদিগকে বারাণসীতে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব পথে অপর বালকদিগকে এই উপদেশ দিলেন : "তোমরা ভয় পাইও না, রাজার সমক্ষেও নির্ভয়ে ও প্রফুল্লমুখে থাকিবে। রাজা আমাদিগেরই সহিত প্রথমে কথা বলিবেন; তখন কি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিব।" তাহারা "এ অতি উত্তম পরামর্শ" বলিয়া তাহাই করিল। রাজা তাহাদের নির্ভয় ও সন্তুষ্টভাব দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালকেরা নরহত্যাপরাধে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আনীত হইয়াছে; কিন্তু ঈদৃশ কষ্ট পাইয়াও ইহারা, ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, পরম সন্তোষের চিহ্ন দেখাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহারা কি কারণে দুঃখ করিতেছে না।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :

বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়া বেন্ধেছে সবায়; তবু হাসি সবাকার মুখে; দেখা যায়!
পড়িয়া শত্রুর হাতে বল, কি কারণ, হও নাই তোমা সবে বিষাদে মগন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শেষ গাথাগুলি বলিলেন :
বিপত্তির কালে কেহ করিয়া ক্রন্দন, পায় কি সুফল কভু, বলুন, রাজন!
শত্রু হাসে দেখি তারে বিপদে কাতর; কান্দি না আমরা সেই হেতু, নৃপবর!

---

[১]। পালি 'তচসার' বাঙ্গালা 'বাঁশ'।

কিন্তু যেই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান জন বিপদেতে অভিভূত নহেন কখন,
হেরি তাঁর অবিকৃত সুপ্রসন্ন মুখ শত্রুগণ মনে মনে পায় বড় দুখ।
মন্ত্র জপি, শুনি উপদেশ পণ্ডিতের, উৎকোচে তুষিয়া মন রাজপুরুষের,
করিয়া প্রয়োগ কিংবা সুমিষ্ট বচন, অথবা করিয়া নিজ কুলের কীর্ত্তন
দমন করিবে শত্রু; যে উপায় যেথা প্রয়োজ্য, প্রয়োগ তাহা করিবেক সেথা।
কিন্তু আপনার কিংবা অন্যের চেষ্টায় ইচ্ছামত ফল যদি নাহি পাওয়া যায়,
নির্ব্বিকার থাকে সুধী; ভাবে এই সার, করিয়াছি, সাধ্য যাহা; কি করিব আর?

বোধিসত্ত্বের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন, তাঁহারা নির্দ্দোষ। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইলেন এবং মহাসত্ত্বের মহাসম্মান করিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্যের পদ দিলেন এবং অপর বালকদিগকেও অতি সম্মানের সহিত অন্যান্য পদে নিযুক্ত করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ; স্থবির ও অনুস্থবিরেরা ছিলেন সেই সকল বালক এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বালক।]

----

৩৬৯. মিত্রবিন্দ-জাতক[①]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কটুভাষী ও অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহামিত্রবিন্দ জাতকে বলা যাইবে।]

* * *

এই মিত্রবিন্দক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছিল। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত সে নিরয়বাসীদিগের যন্ত্রণাস্থানে উপনীত হইয়াছিল। সেখানে সে উৎসাদ নরককে এক নগর মনে করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে সে মস্তকে ক্ষুরচক্র ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে বোধিসত্ত্ব দেবপুত্র হইয়া উৎসাদ নরকে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিত্রবিন্দক জিজ্ঞাসা করিবারকালে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিল :

কি আমি করেছি, যাতে রুষ্ট এত দেবগণ?
কি পাপে এ ক্ষুরচক্র মস্তকে করে ভ্রমণ?

[①]। প্রথম খণ্ডের ৪১শ, ৮২ম, ১০৪ম, জাতক এবং চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৯ সংখ্যক-জাতক দ্রষ্টব্য।]

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :

স্ফাটিক, রাজত, মণিময়, হিরন্ময়,
ছাড়িয়া প্রাসাদ তুমি এই চতুষ্টয়[১]
কি হেতু আসিলে হেথা? দুরাকাঙ্ক্ষার যারা,
কর্ম্মফল এইরূপে ভোগ করে তারা।

অতঃপর মিত্রবিন্দক তৃতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :

ভেবেছিনু অন্য স্থানে আরও পাব সুখ;
তাই ছেড়ে এসে শেষে ভুঞ্জি এত দুখ।

তখন বোধিসত্ত্ব শেষের গাথা দুইটি বলিয়াছিলেন :

আগে চার, পরে আট, ষোল পরে তার,
বত্রিশ রমণী পেলে, তথাপি তোমার
আশা না পুরিল, তাই করিছ এখন
তীক্ষ্ণধার ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।
ইচ্ছা-হত পুরুষের মস্তক উপর
এইরূপে ক্ষুরচক্র ক্রমে নিরন্তর।
আকাঙ্ক্ষা তাদের বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ,
কিছুতেই হয় নাক বাসনা পূরণ;
'আরও চাই' এই ভাব মনে নিরন্তর;
ক্ষুরচক্র তাই বহে মস্তক উপর।

ইহার পর মিত্রবিন্দক যখন আবার কিছু বলিতেছিল, সেই সময়ে চক্র তাহার উপরে পতিত হইয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিল; কাজেই সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তখন দেবপুত্র দেবস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই অবাধ্য ও কটুভাষী ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র।]

---

[১]। এই চারিটি মূলে যথাক্রমে রমণক, সদামত্ত দুভক ও ব্রহ্মত্তর নামে অভিহিত হইয়াছে। দিব্যাবদানে (মৈত্রকন্যকাবদান) প্রাসাদের পরিবর্ত্তে চারিটি নগরের নাম দেখা যায়—রমণক, সমাদত্ত, নন্দন ও ব্রহ্মোত্তর।

৩৭০. পলাশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপনিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে[১] বলা যাইবে। এই জাতকে দেখা যায়, শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পাপকে সর্ব্বদাই শঙ্কা করিতে হয়; বটাঙ্কুরের ন্যায় অল্পমাত্র হইলেও ইহা লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও শঙ্কিতব্যকে শঙ্কা করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর চিত্রকূট পর্ব্বতে সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন এবং প্রতিদিন হিমবন্ত প্রদেশের এক হ্রদে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিয়া কুলায়ে ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহার গমনাগমন-পথে এক প্রকাণ্ড পলাশবৃক্ষ ছিল। যাইবার ও ফিরিবার কালে তিনি তাহার শাখায় বিশ্রাম করিতেন। এইরূপে তাঁহার সঙ্গে উক্ত বৃক্ষবাসিনী দেবতার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

একদা এক পক্ষী কোন বটবৃক্ষের পক্বফল খাইয়া ঐ পলাশবৃক্ষে বসিয়াছিল, এবং যেখানে কাণ্ড হইতে শাখা নির্গত হইয়াছে, সেইখানে মলত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পর সেখানে বটের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। উহা যখন চতুরঙ্গুলি-প্রমাণ হইল, তখন রক্তবর্ণের অঙ্কুরের সঙ্গে হরিদ্বর্ণ পত্র শোভা পাইতে লাগিল। হংসরাজ তাহা দেখিয়া বৃক্ষদেবতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই পলাশ, যে বৃক্ষে বটের অঙ্কুর জন্মে, অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া নাকি তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব এই অঙ্কুরটাকে আর বাড়িতে দিও না; দিলে তোমার বিমান নষ্ট। এখনই গিয়া, ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেল। যাহা আশঙ্কার কারণ, তাহাকে আশঙ্কা করাই কর্ত্তব্য।" পলাশদেবতার সঙ্গে উল্লিখিতরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

হংস বলে পলাশেরে[২] "হইয়াছে অঙ্কুর উত্থিত,
আছে এবে কোলে, শেষে মর্ম্মচ্ছেদ করিবে নিশ্চিত।"

পলাশ-দেবতা ইহা শুনিলেন, কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

---

[১]। প্রজ্ঞা-জাতক কোথায় আছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

[২]। এই অংশ শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।

বাড়ুক এই বটাঙ্কুর, হব আমি আশ্রয় ইহার
জনক জননী যথা; পুত্র এই হইবে আমার।

অতঃপর হংসরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন :

কোলে যারে পুষিতেছ, ভয়ানক ক্ষীরতরু সেই;
বৃদ্ধি এর নহে ভাল, জানাইয়া গেনু আমি এই।

বৃক্ষদেবতাকে পুনর্ব্বার এই উপদেশ দিয়া হংসরাজ পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক চিত্রকূট পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। তদবধি আর তিনি ঐ পলাশবৃক্ষের নিকটে যাইতেন না। এদিকে বটের চারাটি ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। তাহাতেও এক বৃক্ষদেবতা উৎপন্ন হইলেন। বট বৃদ্ধি পাইয়া পলাশকে বিদীর্ণ করিল এবং শাখাশুদ্ধ পলাশ দেবতার বিমান পড়িয়া গেল। তখন পলাশ-দেবতা হংসরাজের কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "হংসরাজ এই অনাগত ভয় দেখিতে পাইয়াই আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন; আমি কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।" এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে পলাশ দেবতা চতুর্থ গাথা বলিলেন :

সুমেরুসদৃশ এই বটতরু দেখাইছে ভয়;
না শুনি হংসের কথা এবে মোর এ দুর্দ্দশা হয়।

বটতরু ক্রমে আরোও বৃদ্ধি পাইল, পলাশকে খণ্ড বিখণ্ড করিল; কেবল উহার কাণ্ডটা স্থাণুর ন্যায় অবশিষ্ট থাকিল। পলাশ-দেবতার বিমানও সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :

নহে বাঞ্ছনীয় বৃদ্ধি; নাশিবে আশ্রয়ে সেই আপনি বাড়িয়া।
শঙ্কিতব্যে সে কারণ অঙ্কুরে উৎপাটি সূধী দেয় ফেলাইয়া।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ-হংস।]

---

৩৭১. দীঘিতিকোসল-জাতক[১]

[কৌশাম্বীর কতিপয় ভিক্ষু পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা জেতবনে উপস্থিত হইয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিলে, শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লোকের যেমন ঔরসপুত্র, তোমরাও

[১]। তুল-জাতক ৪২৮; মহাবগ্‌গ ১০,২।

সেইরূপ আমার মুখজ পুত্র।[১] পিতা যে উপদেশ দেন, তাহা লঙ্ঘন করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। তোমরা কিন্তু আমার উপদেশানুসারে চল না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। যে রাজা তাঁহাদের মাতাপিতাকে নিহত করিয়াছিলেন, ও রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সেই রাজাই যখন বনমধ্যে তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন নাই। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :

এই জাতকের উভই বস্তুই সঙ্ঘভেদক-জাতকে[২] সবিস্তর বলা হইবে।]

* * *

বারাণসীরাজ বনমধ্যে একপার্শ্বে ভর দিয়া পড়িয়া আছেন, এই অবস্থায় দীর্ঘায়ুঃ কুমার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার টিকি ধরিয়া তুলিলেন এবং ভাবিলেন, 'যে পাপিষ্ট আমার মাতাপিতাকে বধ করিয়াছে, আজ তাহাকে চৌদ্দ টুকরা করিয়া কাটিব।' কিন্তু অসি উত্তোলন করিবার কালে তিনি মাতাপিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিব না। অতএব এই পাপিষ্ঠকে কেবল ভয় দেখাইয়া নিরস্ত হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

প'ড়েছ আমার হাতে তুমি অসহায়;
পরিত্রাণ লভিবারে আছে কি উপায়?

তখন বারাণসীরাজ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

প'ড়েছি তোমার হাতে আমি অসহায়;
পরিত্রাণ লভিবারে নাহিক উপায়।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

বিনা সুচরিত,[৩] বিনা সুমিষ্ট বচন, আর কিছু রুধিবে না তোমার মরণ।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা যদি করিতে প্রদান, তথাপি না হ'ত আজ তব পরিত্রাণ।
অমুক দিয়াছে গালি করেছে প্রহার,
পরাভব করিয়াছে, হারিয়াছে ধন,
এ ভাব যে জন করে মনেতে পোষণ,
বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা থাকে সদা তার।

---

[১]। অর্থাৎ তোমরা আমার উপদেশ শুনিয়া ও তদনুসারে চলিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়াছে।

[২]। সঙ্ঘভেদক-জাতক কোথায় আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

[৩]। অর্থাৎ আমার পিতৃদত্ত উপদেশপালন।

অমুক দিয়াছে গালি, করেছে প্রহার।
পরাভব করিয়াছে, হারিয়াছে ধন,
যে না করে এই ভাব মনেতে পোষণ,
বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা থাকে নাক তার।[১]
শত্রুতায় শত্রুতার নাহি হয় উপশম;
মৈত্রী করে শত্রুজয় এই ধর্ম্ম সনাতন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার অনিষ্ট করিব না, আপনিই আমার প্রাণবধ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিজের অসি বারাণসীরাজের হস্তে দিলেন। তখন বারানসীরাজও শপথ করিয়া বলিলেন, "আমিও আপনার অনিষ্ট করিব না।" অনন্তর তিনি দীর্ঘায়ু কুমারের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যদিগের সম্মুখে লইয়া বলিলেন, 'মহাশয়গণ, ইনি কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুঃ কুমার; ইনি আমার প্রাণ দিয়াছেন, আমি ইহাঁর কোন অনিষ্ট করিতে পারি না।" ইহার পর তিনি কুমারকে নিজের দুহিতা দান করিলেন এবং তাঁহাকে পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি উভয় রাজাই পরমসুখে ও সম্প্রীতভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তদানীন্তন মাতাপিতা এখন মহারাজকুলে বর্ত্তমান এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ু কুমার।]

---

৩৭২. মৃগপোতক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন। শ্রামণের প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত; কিন্তু শেষে পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে বৃদ্ধ শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে অসমর্থ হইয়া একদিন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ অমুক বৃদ্ধ শ্রামণেরে মৃত্যুবশতঃ পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন; ইনি বোধ হয় 'মরণস্মুতি' ভাবনার বহির্ভূত হইবেন।"[২] এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই বালকের

---

[১]। ধর্ম্মপদ ৫ (৩-৫)।

[২]। অর্থাৎ ইনি বোধ হয় মরণস্মৃতি ভাবনা করেন না; করিলে, শ্রামণেরের মৃত্যুতে কখনও এত কাতর হইতেন না।

মৃত্যুনিবন্ধন এই ভিক্ষু পরিদেবনপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রত্ব করিতেন। তখন কাশীরাজ্যবাসী এক ব্যক্তি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া বন্যফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তিনি একদিন বনমধ্যে এক মাতৃহীন মৃগশাবক দেখিয়া তাহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং আহার দিয়া পুষিতে লাগিলেন। মৃগশাবক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইল। তপস্বী তাহাকে নিজের পুত্রস্থানীয় করিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন মৃগশাবক অত্যধিক তৃণ খাইয়া তাহা জীর্ণ করিতে পারিল না ও মরিয়া গেল। তপস্বী তখন, "হায়, আমার পুত্র মরিয়াছে" বলিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ শক্র মনুষ্যলোক পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি তপস্বীর এই কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়া আকাশে আসীন হইলেন এবং প্রথম গাথা বলিলেন :

অনাগার, ছেদিয়াছ সংসার-বন্ধন;
তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ?

ইহা শুনিয়া তাপস দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

কি মানুষ, কিবা মৃগ, হৃদয়ে সবাই
একত্র থাকিলে হয় প্রেমের সঞ্চার;
তাই শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের,
সংবরিতে অশ্রু নাই সাধ্য অপরের।

তখন শক্র দুইটি গাথা বলিলেন :

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যে জন,
তার তরে কর যদি অশ্রু বিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে?
ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা সাধুগণে ভণে।
অতএব ঋষি, তুমি কান্দিও না আর;
কান্দিলেও পাইবে না সে মৃগ আবার।
রোদনে পাইতে প্রাণ যদি প্রেতগণ,
তা'হ'লে সকলে মিলি করিয়া রোদন,
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে
ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্র এইরূপ বলিলে, তখন তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, রোদনে কোন ফল নাই। অনন্তর তিনি শক্রের স্তুতি করিয়া তিনটি গাথা বলিলেন :

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মম হ'ল অপনীত;
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।
করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত;
শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।
অপনীত শল্য এবে; নাহি শোক আর;
আবিলত' মনে কিছু নাহিক আমায়।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমায়, শক্র প্রবোধ-বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া স্বীয় স্থানে গমন করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই তাপস, এই শ্রামণের ছিল সেই মৃগ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞জড়ভরতের উপাখ্যানেও দেখা যায়, ভরতমুনি মৃগশাবককে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

---

৩৭৩. মুষিক-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে তুষ-জাতকে[১] সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা দেখিলেন, রাজা যুগপৎ নিজের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে অজাতশত্রু হইতেই রাজার মহতী বিপৎ ঘটিবে। অতএব তিনি বলিলেন, "মহারাজ, 'যে আশঙ্কার পাত্র, তাহাকে শঙ্কা করিতে হইবে' এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রাচীনকালের রাজারা নিজের পুত্রদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দেহ চিতায় ভস্মীভূত হইলেই কুমারেরা রাজত্ব করিবেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

[১]। ৩৩৮-সংখ্যক।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কালে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজের যবকুমার নামক পুত্র তাঁহার নিকট সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গৃহে প্রতিগমন করিতে অভিলাষী হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য অঙ্গবিদ্যা প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির পুত্র হইতে বিঘ্ন ঘটিবে। তিনি এই বিঘ্ন শান্তির মানসে, কি উপমা প্রয়োগ করিলে কুমারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের একটা অশ্ব ছিল এবং সেই অশ্বের পায়ে একটা ব্রণ হইয়াছিল। ব্রণের চিকিৎসার জন্য অশ্বটাকে গৃহেই রাখা হইত। অশ্বশালার অনতিদূরে একটা কূপ ছিল। একটা মূষিকা অশ্বশালায় প্রবেশপূর্ব্বক অশ্বের ঐ ক্ষত হইতে পূয খাইতে আরম্ভ করিল। অশ্বটা একদিন বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, মূষিক যখন ব্রণ খাইতে আসিল, তখন তাহাকে পদাঘাতে নিহত করিল ও কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। পুয খাইবার জন্য মূষিকা আসিতেছে না দেখিয়া অশ্বপালেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "অন্য দিন মূষিকা পুয খাইতে আসিত; এখন তাহাকে দেখা যায় না কেন?"

বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'অন্যে না জানিয়া, 'মূষিকা কোথায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে; আমি কিন্তু জানি যে, অশ্ব তাহাকে মারিয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছে।' তিনি এই ঘটনাটিকেই উপমার বিষয়ীভূত করিয়া প্রথম গাথা রচনাপূর্ব্বক রাজকুমারকে দিলেন। অনন্তর তিনি আর একটী উপমা খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে সেই অশ্বটীর ব্রণ ভাল হইল; সে একদিন যবের ক্ষেত্রে গিয়া যব খাইবার মানসে বৃতির ছিদ্র দিয়া নিজের মুখ বাড়াইল। বোধিসত্ত্ব এই ঘটনাটিকেও উপমাস্থানীয় করিয়া দ্বিতীয় গাথাটি রচনা করিলেন ও কুমারকে দিলেন। তৃতীয় গাথাটি তিনি নিজের প্রজ্ঞাবলেই রচনা করিলেন এবং উহা কুমারকে দিবার সময়ে বলিলেন, "বৎস তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে স্নানের পুষ্করিণীতে যাইবার সময়ে প্রথম সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম গাথাটি আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। যখন বাসগৃহে প্রবেশ করিবে, তখন সর্ব্বনিম্নের সোপানে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বিতীয় গাথাটি আবৃত্তি করিয়া যাইবে, এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিলে তৃতীয় গাথা পাঠ করিবে।" এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

কুমার রাজধানীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাজ, পরে পিতার মৃত্যু হইলে নিজেই রাজা হইলেন। তাঁহার একপুত্র জন্মিল। তাহার যখন ষোল বৎসর বয়স হইল, তখন রাজ্যলোভে তাহার পিতৃহত্যা করিবার বাসনা জন্মিল। সে

পরিচারকদিগকে বলিল, "আমার পিতা এখনও যুবা; ইঁহার শ্মশান-সৎকার দেখিবারকালে আমি নিজেও জরাজীর্ণ হইব। সে সময়ে রাজ্যলাভ করিলে তাহাতে কি ফল হইবে?" পরিচারকেরা উত্তর দিল, "দেব, প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়া বিদ্রোহী হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে; আপনি কোন উপায়ে পিতার প্রাণসংহার করিয়াই রাজ্য গ্রহণ করুন।" এই পরামর্শই উত্তম বিবেচনা করিয়া কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং রাজা সায়ংকালে যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন, সেখানে অসিহস্তে অবস্থিত হইয়া স্থির করিল, 'এখানেই পিতার প্রাণবধ করিব।'

সে দিন সন্ধ্যাকালে রাজা মূষিকা-নাম্নী দাসীকে আদেশ দিলেন, "স্নানের পক্ষিরিণীতে গিয়া সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস, আমি স্নান করিব।" সে গিয়া পুষ্করিণীপৃষ্ঠ পরিষ্কার করিবার সময়ে কুমারকে দেখিতে পাইল। পাছে নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচারিত হয়, এই ভয়ে কুমার দাসীকে দুই টুকরা করিয়া কাটিল এবং পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। এদিকে রাজা স্নানের জন্য আসিলেন। অন্যান্য লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "মূষিকা কোথায় গেল, সে যে এখনও ফিরিল না।" সেই সময়ে রাজাও নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিতে বলিতে পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন :

কোথা গেল বলে সবে, কিন্তু জানেনা ক কেহ।
কেবল আমিই জানি, কূপে আছে মূষিকার দেহ।

ইহা শুনিয়া কুমার ভাবিল, 'আমি যাহা করিয়াছি, পিতা তাহা জানিতে পারিয়াছেন' ইহাতে সে ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরিচারকদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। তাহারা সাত আট দিন পরে তাহাকে আবার বলিল, "দেব রাজা যদি জানিতেন, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন না; তিনি সম্ভবতঃ অনুমানবলেই উহা বলিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার প্রাণবধ করুন।" এই কথায় কুমার পুনর্ব্বার একদিন খড়্গ হস্তে লইয়া সোপানপাদমূলে অবস্থিত হইল এবং যখন রাজা সেখানে আসিলেন, তখন কিরূপে তাঁহাকে প্রহার করিবে, তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। ঠিক সময়ে রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা আবৃত্তি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন :

ফিরিছ গর্দ্দভবৎ ইতস্ততঃ বল কি কারণ?
কূপে বধি মূষিকারে যব খেতে হয়েছে মনন?

কুমার ভাবিল, রাজা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। সে উত্রাসে পলায়ন করিল; কিন্তু অর্দ্ধমাস অতীত হইতে না হইতেই 'রাজাকে দর্ব্বীপ্রহারে বধ করিব' এই সঙ্কল্পে এক দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী হস্তে লইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রাজা তখন নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটি বলিতে বলিতে সর্ব্বোচ্চ

সোপানে অধিরোহণ করিলেন :

নির্ব্বোধ বালক তুমি, শিশুর মতন
বয়স তোমার এবে; হস্তে উত্তোলন
করিয়াছ দীর্ঘদণ্ড দর্ব্বী তবে কেন?
অচিরে যমের বাড়ী যেতে হবে জেন।

সেদিন আর কুমারের পলায়নের সাধ্য রহিল না, সে রাজার পাদমূলে পড়িয়া নিজের জীবন ভিক্ষা করিল। রাজা তাহাকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে অলংকৃত রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, এ বিঘ্ন যে ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াই, আমায় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণাচার্য্য আমাকে এই গাথা তিনটি দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অতিমাত্র হৃষ্টতুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত শেষ গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :

অন্তরীক্ষে বাস,[১] কিংবা আত্মজ আমার
হয় নাই হেতু মোর জীবন রক্ষার।
উদ্যত নিজেরি পুত্র করিতে হনন;
শ্লোকের মাহাত্ম্যে আজ পাইনু জীবন।
তুচ্ছ বা উত্তম কিংবা মধ্যম প্রকার,
যতনে অর্জ্জন কর সকল বিদ্যার।
যদিও প্রয়োগে আশু না আসে তোমারি,
যে বিদ্যার যে উদ্দেশ্য, বুঝহ বিচারি।
হয়ত আসিতে পারে এমন সময়,
তুচ্ছ বিদ্যা হ'তে ভাল হবে ফলোদয়।

ইহার পর কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল এবং সেই কুমারই সিংহাসন লাভ করিল।

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

---

৩৭৪. খুল্লধনুর্গ্রহ-জাতক

[এক ভিক্ষু তাহার গৃহস্থাশ্রমে ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষু যখন

---

[১]। অন্তরীক্ষ = দেববিমান। যেখানে বাস করিলে বোধ হয় লোকে এরূপ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

বলিলেন, "ভদন্ত, আমার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীই আমার উৎকণ্ঠার কারণ," তখন শাস্তা বলিলেন, "শুন ভিক্ষু, এই রমণী যে কেবল এখনই তোমার অনিষ্টকারিকা, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারই জন্য অসিদ্বারা তোমার শিরচ্ছেদ হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্রের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণ কুমার তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া 'খুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিত' এই নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মনে করিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কুমার আমার ন্যায় শিল্পপারদর্শী হইয়াছে'; অতএব তিনি তাঁহাকে নিজের কন্যা দান করিলেন। তিনি পত্নীসহ বারাণসী যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে একটা হস্তী একটা অঞ্চল জনহীন করিয়াছিল। কেহই সেই পথে অধিরোহণ করিতে সাহস করিত না। লোকে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে ঐ পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ বারণ করিল; কিন্তু তিনি ভার্য্যাকে লইয়া সেই বনপথে অধিরোহণ করিলেন। তিনি যেমন বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, অমনি হস্তী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি হস্তীর কুম্ভে শর বিদ্ধ করিলেন। ঐ শর অতি তীক্ষ্ণ ছিল; উহা এমন বেগে নিক্ষিপ্ত হইল যে হস্তীর মস্তক বিদূর্ণ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া বাহির হইল। ইহাতে হস্তীটি সেইখানে ভূপতিত হইল। ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত এইরূপে উক্ত অঞ্চল নিরুপদ্রব করিয়া বনান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে পঞ্চাশ জন দস্যু পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত। লোকে ধনুর্গ্রহ পণ্ডিতকে এ পথেও যাইতে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ঐ পথে অধিরোহণ করিলেন এবং দস্যুরা যেখানে একটা মৃগ মারিয়া পথপার্শ্বে মাংস পাক করিয়া আহার করিতেছিল, সেইখানে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাকে নানাভরণ-শোভিতা ভার্য্যাসহ আসিতে দেখিয়া দস্যুরা দেখিবামাত্রই বুঝিল, তিনি একজন অসামান্য লোক; কাজেই, তিনি যে একাকী ইহা দেখিয়াও, সে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দিল না।

ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত ভার্য্যাকে এই বলিয়া দস্যুদিগের নিকট পাঠাইলেন, "যাও, বল গিয়া, 'যে, মাংস পাক করিতেছ, তাহা ইহাতে আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও'; এবং উহারা যে মাংস দিবে তাহা লইয়া আইস।" ঐ রমণী গিয়া বলিল, "আমাদিগকে একটা শূলের মাংস দাও।" "ঐ ব্যক্তি অসাধারণ পুরুষ", ইহা বলিয়া দস্যুদলপতি মাংস দেওয়াইল। কিন্তু ঐ মাংস অপক্ব ছিল, কারণ

দস্যুরা ভাবিয়াছিল, 'আমরা যে মাংস পাক করিয়াছি, তাহা উহাকে খাইতে দিব কেন?' খুল্লধনুর্গ্রহ নিজের বীর্য্য বুঝিতেন; দস্যুরা তাঁহাকে অপক্ক মাংস দিয়াছে দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। দস্যুরা ভাবিল, 'কি? ঐ বুঝি কেবল একমাত্র ব্যাটাছেলে, আর আমরা সব মেয়ে মানুষ!' তাহারা তর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ধনুর্গ্রহ ঊনপঞ্চাশটা বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের ঊনপঞ্চাশ জনকে ধরাশায়ী করিলেন; কিন্তু দস্যুদলপতিকে বিদ্ধ করিবার জন্য আর বাণ ছিল না। তাঁহার তূণীরে নাকি কেবল পঞ্চাশটি বাণ ছিল; তাহার একটী দ্বারা তিনি হস্তী বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া এই সময়ে ঊনপঞ্চাশটি বাণই ছিল। তিনি দস্যু দলপতিকে ভূতলে ফেলিয়া তাঁহার বুকের উপর বসিলেন এবং 'ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব' এই সঙ্কল্পে ভার্য্যার হস্তে যে খড়্গ ছিল, তাহা চাহিলেন। কিন্তু এই সময়েই উক্ত রমণী দস্যুদলপতির রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার হস্তে খড়্গের মুষ্টি এবং স্বামীর হস্তে উহার ফলক স্থাপিত করিল। দস্যু মুষ্টি ধরিয়া ফলক টানিয়া লইল এবং এক আঘাতে ধনুর্গ্রহের শিরশ্চেদ করিল।

এইরূপে ধনুর্গ্রহকে বধ করিয়া দস্যু ঐ রমণীকে গ্রহণ করিল এবং যাইবার সময়ে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিল। রমণী উত্তর দিল, "তক্ষশিলায় যে সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, আমি তাঁহার কন্যা।" "এই ব্যক্তি তোমাকে কিরূপে লাভ করিয়াছিল?" "এই ব্যক্তি আমার পিতার ন্যায় সর্ব্বশিল্পে সুপণ্ডিত হইয়াছিল। উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পিতা আমাকে ইহার হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, যে ব্যক্তি কুলধর্ম্মতঃ আমার স্বামী, তাহারই প্রাণবধ করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া দস্যু ভাবিল, 'যে পাপিষ্ঠা এইরূপে নিজের পতিকে মারিতে পারে, সে অন্য কাহাকে দেখিয়া আমাকেও মারিতে পারে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত।' এই সঙ্কল্প করিয়া যাইতে যাইতে সে পথিমধ্যে একটা ছোট নদীর তীরে উপস্থিত হইল। ঐ নদীটা সচরাচর অগভীর, কিন্তু সেই সময়ে জলপূর্ণ ছিল। সে রমণীকে বলিল, "ভদ্রে, এই নদীতে একটা দুবৃত্ত কুম্ভীর আছে; এখন কি করা যায়, বল ত।" রমণী বলিল, "স্বামীন, আপনি আমার সমস্ত আভরণ উত্তরাসঙ্গে পুটুলি করিয়া ওপারে রাখিয়া আসুন; শেষে আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন।" দস্যু বলিল, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।" অনন্তর সে সমস্ত আভরণ লইয়া নদীতে নামিল এবং ব্যস্ততার ভাণ দেখাইয়া পরপারে গমনপূর্ব্বক দুষ্টাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। রমণী তাহা দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "স্বামীন, আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন যে! এরূপ করিতেছেন কেন? আসুন, আমাকেও লইয়া যান।" দস্যুর সহিত এইরূপ কথা কহিবার সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :

হে ব্রাহ্মণ, লয়ে মোর সর্ব্ব আভরণ
নদী পার হয়ে তুমি করিছ গমন!
ফের শীঘ্র, ত্বরা করি মোরে কর পার;
আমি যে একান্ত এবে অধীনী তোমার।

ইহা শুনিয়া দস্যু পরপারে থাকিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :

ছিল না সংসর্গে মম, তবু মোর তরে
সংসর্গেতে ছিল যার তারে ত্যাগ করে!
ধ্রুব ত্যজি অধ্রুবরে যে করে সেবন
বিশ্বাসের পাত্র সেই নহে কদাচন।
কিজানি কখন(ও) যদি অপরের তরে
পাপিষ্ঠা আমার(ও) কভু জীবনান্ত করে!
অতএব এই স্থান ত্যজিয়া এখন
নিরাপদ দূরদেশে করিব গমন।[১]

"আমি আরও দূরতর স্থানে যাইতেছি, তুমি এখানে থাক" এই বলিয়া দস্যু আভরণভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল; পাপিষ্ঠা যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। উদ্দাম প্রবৃত্তির দোষেই সে পাপিষ্টার এইরূপ বিপত্তি ঘটিল। সে অনাথা হইয়া এক এড়গজ[২] গুল্মের নিকট বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

ঐ সময়ে শক্র ভূলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুর্দ্দম্য কুপ্রবৃত্তির দোষে স্বামিহীনা ও জারপরিত্যক্তা সেই রমণীকে কান্দিতে দেখিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, 'উহাকে নিগ্রহ করিয়া ও লজ্জা দিয়া আসিতে হইবে।' তিনি মাতলি ও পঞ্চশিখকে[৩] সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া বলিলেন, "মাতলি তুমি মৎস্য হও; পঞ্চশিখ তুমি শকুন হও; আমি নিজে শৃগাল হইয়া মাংসপিণ্ড মুখে লইয়া এই রমণীর সম্মুখবর্ত্তী স্থান দিয়া যাইব। আমাকে সেখানে দিয়া যেমন যাইতে দেখিবে, মৎস্যরূপী মাতলি জল হইতে লম্ফ দিয়া আমার পুরোভাগে পড়িবে, আমি মুখধৃত মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লম্ফ দিব। তখন শকুনরূপী পঞ্চশিখ মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িবে, মৎস্যরূপী মাতলিও পুনর্ব্বার নদীতে গিয়া পড়িবে।" তাঁহারা

---

[১]। এই গাথার সহিত ৩১৮-সংখ্যক-জাতকে তৃতীয় গাথা তুলনীয়।

[২]। Cassia Tora.

[৩]। পঞ্চশিখ একজন গন্ধর্ব্বের নাম। জাতকে ইনি শক্রের অনুচররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

উভয়েই "যে আজ্ঞা, দেবরাজ" বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিলেন। মাতলি মৎস্য হইলেন; পঞ্চশিখ শকুন হইলেন; শক্র শৃগাল হইয়া মুখে মাংসপিণ্ড লইলেন এবং ঐ রমণী পুরোভাগে গমন করিলেন। তখন মৎস্য জল হইতে উল্লম্ফন করিয়া শৃগালের সম্মুখে পড়িল; শৃগাল মুখধৃত মাংসপিণ্ড ফেলিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য লাফ দিল, শকুন মাংসপিণ্ড লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, শৃগাল দুয়ের কিছুই লাভ করিতে না পারিয়া সেই এড়গজ গুল্মের দিকে বিষণ্ণবদনে চাহিয়া রহিল। ঐ রমণী তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'অতি লালসাবশতঃ এই শৃগাল মৎস্য মাংস উভয়ই হারাইল।' অনন্তর সে যেন একটা কূটপ্রশ্নের সমাধান করিয়াছে এইভাবে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

তাহা শুনিয়া শৃগাল তৃতীয় গাথা বলিল :

এড়গজ গুল্ম হতে অট্টহাস্য কার আমি করি গো শ্রবণ?
নৃত্যগীত বাদ্য আদি কিছুই ত নাই হেথা হাস্যের কারণ।
হেরি অতি বিপরীত চরিত তোমার আমি, শুন গো সুন্দরী!
ক্রন্দনের কালে হাস্য, এ অতি অদ্ভুত দৃশ্য, দেখলো বিচারি।

ইহা শুনিয়া সেই রমণী চতুর্থ গাথা বলিল :

মূর্খ তুমি শিখাধম, বুঝি বটে নাই,
হারাইয়া মৎস্য মাংস মুখে তব ছাই।

তখন শৃগাল পঞ্চম গাথা বলিল :

সহজে অন্যের ছিদ্র দেখিবারে পাই,
আত্মচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র আছে কিংবা নাই।
নিজ দোষে হারাইলে পতি আর জার;
দুঃখ কি আমার বেশী, অযথা তোমার?

শৃগালের কথা শুনিয়া রমণী আবার বলিল :

মৃগরাজ, সত্য তুমি বলিলে বচন;
করিব এস্থান হতে অন্যত্র গমন।
লভি পুনঃ অন্য ভর্ত্তা, তাঁরে ভালবাসি,
হইয়া থাকিব তাঁর চরণের দাসী।

অনন্তর সেই অনাচারিণী দুঃশীলার কথা শুনিয়া দেবরাজ শক্র অবশিষ্ট গাথাটি বলিলেন :

মৃত্তিকানির্ম্মিত স্থালী হয়েছে যেজন,
কাংস্যস্থালী পুনঃ সেই করিবে হরণ।
যে পাপে হয়েছ লিপ্ত অভাগিণী,
পুনঃ সেই পাপ করি হবে কলঙ্কিণী।

পাপিষ্ঠাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া এবং তাহার অনুতাপ জন্মাইয়া শক্র নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল-প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত; ইহার ভার্য্যা ছিল সেই দুষ্টা রমণী এবং আমি ছিলাম দেবরাজ শক্র।]

☞কণবের জাতক (৩১৮), পঞ্চতন্ত্র (লব্ধপ্রণাশ-তন্ত্র, ৮) এবং ঈষপের কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব, এই তিনটি গল্পের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার সৌসাদৃশ্য তুলনীয়। কুক্কুরের পক্ষে কিন্তু প্রতিবিম্ব দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক।

আমাদের দেশে অনেক প্রাচীনার মুখেই এই গল্প শুনিয়াছি। তাঁহারা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিতেন :

হায়রে জম্বুরালি①, মৎস্য মাংস দুই হারালি

ইহাতে শৃগাল উত্তর দিয়াছিল :

আত্মচ্ছিদ্র" ন জানামি পরচ্ছিদ্রং অন্বিয্যামি।
জম্বুরালি = জম্বুক অর্থাৎ শৃগাল।

---

৩৭৫. কপোত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোলুপ ভিক্ষুর কথা ইতঃপূর্ব্বে নানা প্রকারে[১] বলা হইয়াছে। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" "হাঁ ভদন্ত," 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি অতি লোলুপ ছিলে এবং লোভের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে বাস করিতেন। ঐ ঝুড়িটা তাঁহার নীড় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

---

①। প্রথম খণ্ডের কপোত-জাতক (৪২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের লোল-জাতক (২৭৪)।

১। প্রথম খণ্ডের (৪২) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের লোল-জাতক (২৭৪)।

একদা এক কাক মৎস্য-মাংসের লোভে বোধিসত্ত্বের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিল। সে একদিন বহু মৎস্য-মাংস দেখিয়া ভাবিল, 'ইহা খাইতে হইবে।' অনন্তর সে ঝুড়ির মধ্যে শুইয়া কোঁথাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই"; কিন্তু কাক উত্তর দিল, "আমার অজীর্ণ হইয়াছে; আজ তুমিই একাকী যাও।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন, কাকও ভাবিল, 'আমার কণ্টক স্বরূপ শত্রু চলিয়া গিয়াছে; এখন যথারুচি মৎস্য-মাংস খাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :

এখন হয়েছি সুস্থ, রোগ আর নাই; এবে নিষ্কণ্টক আমি, গিয়াছে বালাই।
তুষিব হৃদয়ে এবে যত ইচ্ছা হয়; মাংসযুক্ত শাকে বল দিয়াছে আমায়।[১]

পাচক মৎস্যমাংস পাক করিয়া রন্ধনশালার বাহিরে গিয়া শরীরের ঘাম পুছিতেছিল, সেইসময়ে কাক ঝুড়ি হইতে বাহির হইয়া ঝোলের পাত্রের ভিতর লুকাইল; তাহাতে পাত্রটায় ক্লিট শব্দ হইল। তচ্ছ্রবণে পাচক ছুটিয়া ঘরের ভিতর গেল, কাকটাকে ধরিয়া তাহার সর্ব্বশরীর হইতে পালক তুলিয়া ফেলিল, কাঁচা আদা ও শ্বেত শরিষা বাটিয়া উহা পচা ঘোলের সহিত মিশাইল, এই মিশ্র পদার্থ কাকটার সর্ব্বশরীরে মাখাইল, একখানা খাপড়া দিয়া ঘসিয়া কাকের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল, সুতা দিয়া ঐ খাপড়া খানা তাঁহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং তদবস্থায় তাহাকে সেই ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া গেল। অনন্তর পারাবত আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন বলাকা আমার বন্ধুর ঝুড়িতে শুইয়া আছে? বন্ধু আসিলে যে রাগ করিবে ও উহাকে মারিয়া ফেলিবে" এইরূপ পরিহাস করিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

মেঘের নাতিনী বলাকা শিখিনী কে তুমি গো চৌরী রয়েছ ওখানে?
বয়স্য আমার বড়ই ক্রোধন; এস শীঘ্র, নয় মরিবে প্রাণে।[২]

ইহা শুনিয়া কাক তৃতীয় গাথা বলিল :

পাচকের ছেলে ছিড়িয়া পালক আদাবাটা মাখি দিয়াছে গায়;
পরিহাস ভাই করিতে কি আছে, হেন দুর্দ্দশায় দেখি আমায়?

---

[১]। অর্থাৎ মাংসের সহিত মিশ্রিত যে শাক পাক করা হইয়াছে তাহা দেখিয়াই আমি বল পাইয়াছি।

[২]। এই গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৪-ম জাতকেও দেখা যায়। মেঘদ্বারা বলাকার গর্ভাধান হয়, পূর্ব্বের কবিরা এইরূপ বলিতেন। এখানে বলাকাকে মেঘের নাতিনী (অথবা নন্দিনী) বলা হইয়াছে। তু.-গর্ভাধানক্ষণ পরিচায়ান্নু নমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়নসুভং খে ভবন্তং বলাকাঃ (মেঘদূত, ৯)।

বোধিসত্ত্ব তখনও পরিহাসপূর্ব্বক চতুর্থ গাথা বলিলেন :

করিয়াছ স্নান, মেখেছ চন্দন, হইয়াছ তৃপ্ত অন্ন আর পানে;
গলেতে শোভিছে বৈদুর্য্য তোমার; গিয়াছিলে কিহে বারাণসীধামে?[১]

ইহার পর কাক পঞ্চম গাথা বলিল :

মিত্র বা অমিত্র কেহ নাহি যেন যায় বারাণসীধামে;
পালক ছিড়িয়া, কাপড়া বান্ধিয়া গলে দেয় সেইখানে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শেষ গাথাটি বলিলেন :

প্রকৃতি তোমার এইরূপ ভাই; আবারও পড়িবে হেন দুর্দ্দশায়,
মানুষের খাদ্য বিহগগণের সুখসেবনীয় কখন(ও) না হয়।

কাককে এইরূপ ভৎর্সনা করিয়া বোধিসত্ত্ব আর সেখানে তিষ্ঠিলেন না; তিনি পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামীফল প্রাপ্ত হইল।]

[**সমবধান :** তখন সেই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক; এবং আমি ছিলাম সেই কপোত।]

---

[১]। বারাণসীর নাম কজঙ্গল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

ষণ্ণিপাত

৩৭৬. অবার্য্য-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক তীর্থনাবিকের[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটা মূর্খ ও অজ্ঞান ছিল। সে বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের বা অপর কোন গুণী লোকের গুণ জানিত না। তাহার স্বভাব অতি উগ্র, পরুষ ও রূঢ় ছিল। একদা এক জনপদবাসী ভিক্ষু বুদ্ধের অর্চ্চনার জন্য যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে অচিরবতীর খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং পাটনীকে কহিলেন, “উপাসক, আমাকে ওপারে যাইতে হইবে; নৌকা দাও।” সে বলিল, “ভদন্ত, এখন অসময়; এ রাত্রি এপারেই কোথাও থাকুন।” “উপাসক, এখানে কোথায় থাকিব? আমাকে লইয়া চল।” ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনি বলিল, “তবে আয়, শ্রমণ।” অনন্তর সে স্থবিরকে নৌকায় তুলিল; কিন্তু ঠিকভাবে নৌকা না চালাইয়া কিয়দ্দূর স্রোতের সহিত চলিল, ঢেউ তুলিয়া স্থবিরের চীবর ভিজাইল এবং অন্ধকার হইলে তাঁহাকে অপর পারে নামাইয়া দিল। স্থবির বিহারে গিয়া সেদিন আর বুদ্ধোপাসনার অবসর পাইলেন না। তিনি পরদিন শাস্তার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; শাস্তাও তাহাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কখন আসিয়াছ?” স্থবির উত্তর দিলেন, “গতকল্য।” “তবে আজ কেন বুদ্ধোপাসনা করিতে আসিলে?” ইহার উত্তরে স্থবির পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, “এই ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও বড় রূঢ় ছিল; এ জন্মে তোমায় ক্লেশ দিয়াছে, পূর্ব্ব জন্মেও পণ্ডিতদিগকে ক্লেশ দিয়াছে।” অনন্তর স্থবিরের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে বন্যফলমূলে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর একদা লবণ ও অম্লসেবনের অভিপ্রায়ে তিনি

১। তীর্থনাবিক—পাটনি।

বারাণসীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম দিন রাজোদ্যানে বাস করিলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার আকার প্রকার দর্শনে প্রীত হইলেন; তাঁহাকে প্রাসাদের ভিতর লইয়া ভোজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি রাজকীয় উদ্যানে বাস করিবেন এই অঙ্গীকার করাইলেন। রাজা প্রতিদিন তাহাকে অর্চ্চনা করিতে যাইতেন; বোধিসত্ত্বও তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "মহারাজ, রাজাদিগকে যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতে হয়; তাঁহারা অগতিচতুষ্টয়[১] পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রদর্শন করিবেন।" প্রতিদিন এইরূপ উপদেশ দিবার কালে বোধিসত্ত্ব দুইটি গাথা বলিতেন :

রথিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি অবনী-ঈশ্বর,
হইবে না ক্রুদ্ধ কভু কাহারও উপর।
থাকিয়া অক্রুদ্ধ নিজে ক্রুদ্ধের শাসন
করেন যে রাজা তিনি ভক্তির ভাজন।
গ্রামে বা অরণ্যে, সমূদ্রেতে কিংবা স্থলে
সর্ব্বত্র এ উপদেশ পালুক সকলে—
হইও না ক্রুদ্ধ কভু কাহার(ও) উপর;
এই সার উপদেশ, শুন রথিবর।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রতিদিন এই গাথা দুইটি শুনাইতেন। রাজা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা আয়ের একখানি গ্রাম দিতে চাহিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

তিনি এইভাবে সেই উদ্যানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর একদিন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখানে বহুকাল কাটাইলাম; এখন একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করা যাউক; তাহার পরে ফিরিয়া আসিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজাকে কিছু না জানাইয়া উদ্যানপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "বাবা, আমার মনে বড় উদ্বেগ জন্মিয়াছে; একবার জনপদে গিয়া ভিক্ষা করিব, তাহার পর এখানে ফিরিব। তুমি রাজাকে এই কথা বলিবে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া গঙ্গার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অবার্য্যপিতানামক এক পাটনি থাকিত। সে বড় মূর্খ ছিল; গুণবানদিগের গুণের আদর করিতে জানিত না, নিজের ক্ষতিবৃদ্ধিও বুঝিত না। যাহারা গঙ্গা পার হইতে আসিত, সে প্রথমে তাহাদিগকে পার করিয়া দিত, পরে খেয়ার কড়ি চাহিত। যাহারা কড়ি দিত না, তাহাদের সহিত তাহার কলহ

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হইত। ইহাতে তাহার লাভ বড় অল্পই হইত, ভাগ্যে অনেক সময় প্রহারও জুটিত। লোকটার এতই অল্পবুদ্ধি ছিল!

এই নাবিক প্রসঙ্গে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :

পাটনি অবার্য্যপিতা খেয়া দিত গঙ্গায় তখন;
অতিবড় মূর্খ সেই; অগ্রে পার করি লোকজন।
চাহিত খেয়ার কড়ি; সে কারণ কলহ হইত;
অর্থলাভসুখ তার কখন(ও) না অদৃষ্টে ঘটিত।

বোধিসত্ত্ব এই নাবিকের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমাকে ওপারে লইয়া চল।" সে বলিল, "শ্রমণ, আমাকে কি বেতন দিবে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমায় ভোগবৃদ্ধি, অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিব।" পাটনি মনে করিল 'এ নিশ্চয় আমায় কিছু দিবে', সে তাঁহাকে অপর পারে লইয়া বলিল, "খেয়ার কড়ি দাও।" "আচ্ছা, দিতেছি" বলিয়া বোধিসত্ত্ব প্রথমে ভোগবৃদ্ধির উপায় বর্ণনা করিলেন :

পার করিবার আগে চাহিবে বেতন;
পার করি চাহিবে না বেতন কখন।
পার হবে, আর যেই হইয়াছে পার
একই মনের ভাব নয় দুজনার।

পাটনি ভাবিল, 'এটা উপদেশ; ইহা ছাড়া বোধ হয় আমাকে আরও কিছু দিবে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ বাপু, এ তোমার ভোগবৃদ্ধির উপায়; এখন অর্থবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় বলিতেছি :

গ্রামে বা অরণ্যে, সমুদ্রেতে কিংবা স্থলে
সর্ব্বত্র এ উপদেশ পালুক সকলে—
হইও না ক্রুদ্ধ কভু কাহার(ও) উপর;
অক্রোধীর ধর্ম্ম অর্থ বাড়ে নিরন্তর।

এই গাথাদ্বারা পাটনিকে ধর্ম্ম ও অর্থবৃদ্ধি করিবার উপায় দেখাইয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাকে ধর্ম্ম ও অর্থবৃদ্ধি করিবার উপায় বুঝাইলাম।" কিন্তু সেই মূর্খ তাঁহার সেই উপদেশ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বলিল, "শ্রমণ, তুমি কি আমায় খেয়ার কড়ি এই দিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ বাবা।" "আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, আমাকে অন্য কিছু দাও।" "বাবা, ইহা ছাড়া ত আমার আর কিছু নাই।" "তবে আমার নৌকায় চড়িলে কেন?" ইহা বলিয়া সে বোধিসত্ত্বকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল এবং তাঁহার মুখে প্রহার করিতে লাগিল।

[এই সময়ে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তপস্বী যে

উপদেশ দিয়া রাজার নিকট হইতে দক্ষিণা স্বরূপ একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, এক মূর্খকে ঠিক সেই উপদেশ দিয়া মুখে আঘাত পাইলেন। অতএব উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপদেশ দিতে হয়, অপাত্রে উপদেশ দেওয়া অকর্ত্তব্য।” অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :

শুনি যেই উপদেশ রাজা দান করে গ্রামবর,
সেই উপদেশ শুনি পাটনি মুখেতে মারে চড়।]

পাটনি যখন বোধিসত্ত্বকে এইরূপে প্রহার করিতেছিল, তখন তাহার ভার্য্যা ভাত লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং তপস্বীকে দেখিয়া বলিল, “স্বামীন, এই ব্যক্তি তপস্বী এবং রাজকুলের গুরু; আপনি ইঁহাকে মারিবেন না।” ইহাতে সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, “তুই এই ভণ্ড তপস্বীকে মারিতে দিবি না!” বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঐ রমণীকেও প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল। তাহার হস্তের অন্নপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল; সে পূর্ণগর্ভা ছিল; তাহার গর্ভপাতও হইল। তখন চারিদিক হইতে লোক সমবেত হইয়া পাটনিকে বেষ্টন করিল এবং “নরহত্যাকারী দস্যু” বলিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন।

[ইহা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া উক্ত ঘটনাই আবার শেষ গাথা দ্বারা অভিব্যক্ত করিলেন :

অন্নপাত্র ভেঙ্গে গেল, গর্ভপাত হ’ল
হিত উপদেশ দিয়া এ ফল লভিল।
কাঞ্চনে আদর নাহি করে পশুগণ!
অবহেলে উপদেশ যত মূর্খ জন।

[অতঃপর রাজা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন এই নাবিক ছিল সেই নাবিক; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৩৭৭. শ্বেতকেতু-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ড ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু উদ্দালক-জাতকে (৪৮৭) বলা যাইবে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরে একজন

সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণবালক তাঁহার নিকট বেদাভ্যাস করিত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠেরনাম ছিল শ্বেতকেতু। সে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বড় জাত্যভিমান করিত। সে একদিন অন্যান্য বালকের সহিত নগরের বাহিরে গিয়াছিল এবং নগরে ফিরিবার কালে এক চণ্ডালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" চণ্ডাল বলিল, "আমি চণ্ডাল।" শ্বেতকেতুর ভয় হইল, পাছে, যে বায়ু চণ্ডালের শরীর স্পর্শ করিয়াছে, তাহা তাহারও শরীর স্পর্শ করে। সে বলিল. "নিপাত যা, ব্যাটা চণ্ডাল! তোর মুখ দেখিলে অযাত্রা। যা, আমার অধোবাতে গিয়া চল"। সে নিজে ছুটিয়া গিয়া চণ্ডালের উপরিবাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু চণ্ডালও শীঘ্রতর চলিয়া শ্বেতকেতুর উপরিবাতে দাঁড়াইল। ইহাতে শ্বেতকেতু আরও গালি দিতে লাগিল, এবং "নিপাত যা, ব্যাটা অপেয়ে" বলিয়া চীৎকার করিল। তখন চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গো?" শ্বেতকেতু বলিল, "আমি ব্রাহ্মণকুমার।" "যদি ব্রাহ্মণ হও, তবে আমি যে প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দিতে পরিবে ত?" "পারিব বৈ কি?" যদি না পার, তবে তোমাকে আমার দুই পায়ের তল দিয়া যাইতে হইবে।" শ্বেতকেতুর নিজ পাণ্ডিত্যসম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল; সে বলিল, "বেশ, তোর প্রশ্ন কর"। চণ্ডাল সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "ব্রাহ্মণকুমার, দিক বলিলে কি বুঝায়?" দিক ত চারিটা, পূর্ব্ব ইত্যাদি।" "আমি তোমাকে এ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি এই সামান্য কথা জান না, অথচ যে বাতাস আমার গায়ে লাগিয়াছে, তাহাকে ঘৃণা করিতেছি!" ইহা বলিয়া সেই চণ্ডাল শ্বেতকেতুর ঘাড় ধরিয়া মাথা নিচু করিল এবং নিজের দুই পায়ের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া দিল।

ব্রাহ্মণবালকেরা গিয়া আচার্য্যের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে শ্বেতকেতু, তুমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছে, ইহা সত্য কি?" শ্বেতকেতু বলিল, "হাঁ গুরুদেব, সেই দাসীপুত্র চণ্ডাল 'দিক কাহাকে বলে ইহাও জান না' বলিয়া আমাকে নিজের পাদান্তরে চালিত করিয়াছে। এখন দেখিব ব্যাটার কত আস্পর্দ্ধা!" ইহা বলিয়া সে ক্রোধভরে বার বার চণ্ডালকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আচার্য্য বলিলেন, "বৎস শ্বেতকেতু, তাহার উপর রাগ করিও না; সে চণ্ডালপুত্র পণ্ডিত; সে তোমাকে সাধারণ দিকের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; অন্য দিকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তুমি যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ বা শিখিয়াছ, তাহা ছাড়া আরও বহুতর বিষয় আছে, যাহা তুমি দেখ নাই, শুন নাই বা শিখ নাই।" এইরূপে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিবারকালে আচার্য্য নিম্নলিখিত দুইটি গাথা বলিল :

করিও না ক্রোধ তুমি, বৎস শ্বেতকেতু!
ক্রোধ নহে মানুষের মঙ্গলের হেতু।
দেখ নাই, শুন নাই, এমন বিষয়
আছে বহুবিধ নাহিক সংশয়।
মাতা পিতা পূর্ব্বদিক বলিয়া কীর্ত্তিত;
প্রশস্ত; দক্ষিণদিক আচার্য্য নিশ্চিত।[১]
যে গৃহস্থ করে অন্নপানবস্ত্রদান,
অভ্যাগত জনে করে আদরে আহ্বান,
সে জন উত্তম দিক জানিবে নিশ্চয়;
এইরূপে শ্বেতকেতু হয় দিঙ্‌নির্ণয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিক্ সেই, আশ্রয়ে যাহার
দুঃখ যায় দূরে, হয় আনন্দ অপার।[২]

মহাসত্ত্ব এইরূপে শ্বেতকেতুকে দিকের কথা বলিলেন। কিন্তু 'আমি চণ্ডালের পাদান্তরে চালিত হইয়াছি' এই অভিমানে শ্বেতকেতু সে স্থানে আর বাস করিল না, সে তক্ষশিলায় গিয়া এক বিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্বশিল্প অধ্যয়ন করিল, আচার্য্যের আজ্ঞা লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিল এবং নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতে করিতে বিবিধ স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। একদা সে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পঞ্চশত তাপস উহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। সে তাহাঁদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং তাঁহাদের সমস্ত শিল্প, মন্ত্র ও আচার আয়ত্ত করিয়া লইল। অনন্তর সে এই সকল তাপস কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া একদিন বারাণসীতে উপস্থিত হইল এবং

---

[১]। মাতাপিতা জন্মদাতা বলিয়া পূর্ব্বদিক এবং আচার্য্য দক্ষিণার্হ বলিয়া দক্ষিণদিক।

[২]। অর্থাৎ নির্ব্বাণ। এই গাথা ব্যাখ্যা করিবার জন্য টীকাকার তৈলপাত্র-জাতক (৯৬) এবং তাহার টীকা হইতে দুইটি গাথা তুলিয়াছেনঃ—

মাতা পিতা পূর্ব্বদিক; আচার্য্য দক্ষিণ; উত্তর অমাত্য বন্ধু; স্ত্রীপুত্র পশ্চিম;
দাস ভৃত্যগণ অধঃ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণ উর্দ্ধদিক বলি সবে করেন কীর্ত্তন।

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন সতর্কতা অতি চাই,
নচেৎ উথলি পড়িবে ভূমিতে তৈল তব, শুন ভাই।
ঠিক সেইমত, অজ্ঞাত দিকের, প্রার্থনা করে যে জন,
অপ্রমত্তভাবে চিত্তরক্ষা যেন করে সেই অনুক্ষণ।

অজ্ঞাত বা অগতপূর্ব্ব দিক্ = নির্ব্বাণ।

স্ত্রীপুত্র পশ্চিম, কেননা ইহারা মমতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে বলিয়া নির্ব্বাণ লাভের পরিপন্থী।

পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে বাহির হইয়া প্রবেশ করিল। রাজা তপস্বীদিগের চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য নিজের উদ্যান ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একদিন তাপসদিগকে ভোজ্য পরিবেষণ করিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে উদ্যানে গিয়া আর্য্যদিগকে বন্দনা করিব।" শ্বেতকেতু উদ্যানে গিয়া তাপসদিগকে সমবেত করিল এবং বলিল, "মারিষগণ, অদ্য রাজা আসিবেন বলিয়াছেন; রাজাকে একবার আরাধনা করিলেই যাবজ্জীবন সুখে থাকা যায়। অতএব তোমরা কেহ কেহ বত্তুলিব্রতে রত হও,[১] কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন কর, কেহ কেহ পঞ্চতপের অনুষ্ঠান কর, কেহ কেহ উৎকটুক প্রধান[২] কর, কেহ কেহ উদকগাহন কর্ম্ম কর, কেহ কেহ বা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে থাক।" তপস্বীদিগকে এই আদেশ দিয়া শ্বেতকেতু নিজে পর্ণশালাদ্বারে পৃষ্ঠাশ্রয়যুক্ত আসনে উপবেশন করিল, সম্মুখে বিচিত্র আধারের উপর পঞ্চবর্ণসমুজ্জ্বল-বস্ত্রাচ্ছাদিত এক খণ্ড পুস্তক রাখিয়া দিল এবং চারি কিংবা পাঁচ জন সুশিক্ষিত বালক যে সকল স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সেইগুলির ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে রাজা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল লোকের মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি শ্বেতকেতুকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন এবং পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ভোগের বাসনা নাই; কর্কশ অজিনবাস;
যত্নের অভাবে শিরে বহিছে জটার পাশ;
পঙ্কলিপ্ত দন্তরাজি, করে না কভু মার্জ্জন;
দেখিতে বিকটমূর্ত্তি; তবু কি প্রশান্ত মন!
একমনে জপে মন্ত্র; মানুষের সাধ্য মত
মুক্তিহেতু অনুষ্ঠান করে এরা অবিরত;
অসার সংসার ইহা বুঝিয়াছে ঋষিগণ; ।
অপায় হইতে মুক্তি লভেছে কি সে কারণ?

ইহা শুনিয়া পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :

সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন
পাপে রত, ধর্ম্মপথে চলে না কখন,

---

[১]। অর্থাৎ অধোমুখ হইয়া ঝুলিতে আরম্ভ কর।(?)

[২]। উৎকটুক প্রধান—উৎকটিকাসনস্থ হইয়া তপস্যা করা। এই আসনে পা দুইখানি বিস্তার করিয়া দেহের উর্দ্ধভাগের সহিত লম্বভাবে রাখিতে হয়।

সহস্র বেদেও কভু না পারে রক্ষিতে
হেন শীলহীন জনে অপার হইতে।

পুরোহিতের বাক্যে শুনিয়া রাজা তাপসদিগের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন রহিলেন না। তখন শ্বেতকেতু ভাবিল, 'পূর্ব্বে এই রাজা তাপসদিগের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু পুরোহিত সেই প্রসাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমার একবার পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যক।' অনন্তর পুরোহিতের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল :

সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে
কোন শীলহীন জনে অপার হইতে,
বেদ-অধ্যয়ন তবে হবে কি নিষ্ফল?
সত্য, বিপ্র, শীল আর সংযম কেবল?

ইহার উত্তরে পুরোহিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

নিষ্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন;
সত্য যে সংযম শীল, তাহাও নিশ্চয়;
বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্ত্তির অর্জ্জন;
শীল-সংযমের বলে শান্তিলাভ হয়।

পুরোহিত এইরূপে শ্বেতকেতুর আপত্তি খণ্ডন করিলেন, তপস্বীদিগের সকলকে গৃহী করিলেন এবং তাহাদিগকে ফলক[১] ও আয়ুধাদি দিয়া রাজার সর্ব্বপ্রধান উপস্থাপকদিগের মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রবাদ আছে যে এইরূপেই মহন্ততরকদিগের[২] উৎপত্তি হইয়াছিল।

[**সমবধান :** তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল শ্বেতকেতু, সারিপুত্র ছিলেন সেই চণ্ডাল এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

----

৩৭৮. দরীমুখ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।]

---

[১]। ফলক—কাষ্ঠনির্ম্মিত ঢাল। বোধ হয় এই সময়ে চর্ম্মের ঢাল প্রচলিত ছিল না।

[২]। মূলে 'মহন্ততরকে কত্বা' এই আছে। মহন্ততরক শব্দটি মহন্ত শব্দের উত্তর 'তর' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন ষড় হইতেও বড়—এই অর্থ। রাজরক্ষীদিগের মধ্যে ইহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদ ছিল। See life of Hiouen Thsung p. 257.

পুরাকালে রাজগৃহ নগরে মগধরাজ রাজত্ব করিতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'ব্রহ্মদত্তকুমার।' তিনি যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন রাজপুরোহিতেরও এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুরোহিত-পুত্রের মুখ অতি শোভাময় ছিল ও তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'দরীমুখ।'[1]

এই কুমারদ্বয় রাজকুলেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের প্রিয় সখা হইলেন এবং ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত এবং আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করিবার ও দেশচরিত্র জানিবার অভিলাষে তাঁহারা বহু গ্রামনিগমাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং একটা দেবগৃহে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শাস্ত্রপাঠ শুনাইবার উদ্দেশ্যে পায়স পাক করা হইয়াছিল এবং যথাস্থানে আসন সজ্জিত করা হইয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা কুমারদ্বয়কে ভিক্ষার্থ উপস্থিত দেখিয়া মনে করিল, ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছেন; তখন তাহারা উভয়কে ভিতরে লইয়া গেল এবং মহাসত্ত্বের আসনে শুদ্ধবস্ত্র (শ্বেতবস্ত্র) ও দরীমুখের আসনে রক্তকম্বল আস্তৃত করিয়া দিল। দরীমুখ এই নিমিত্ত দেখিয়া জানিতে পারিলেন, সেইদিন তাঁহার বন্ধু বারাণসীর রাজা এবং তিনি তাঁহার সেনাপতি হইবেন। তাঁহারা সেখানে ভোজন করিলেন এবং শাস্ত্রপাঠ শুনিয়া গৃহস্থকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক রাজোদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব মঙ্গলশিলাপট্টে শুইয়া পড়িলেন এবং দরীমুখ বসিয়া তাঁহার পাদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ইহার সাতদিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। পুরোহিত তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং মৃত রাজা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া সাতদিন উপর্য্যুপরি সুসজ্জিত রথ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত রথ-প্রেরণের ব্যাপার মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) বলা যাইবে।

রথ নগর হইতে নির্গত হইল; চতুরঙ্গিণী সেনা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিল; শত শত বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। এইরূপে রথখানি শেষে উদ্যানদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। দরীমুখ বাদ্যধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন, "আমার সখার জন্য সুসজ্জিত রথ আসিয়াছে; তিনি অদ্যই রাজা হইয়া আমাকে সেনাপতি করিবেন; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কি প্রয়োজন? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইব।" এই

---

[1]। দরী = গুহা। ইহা হইতে সৌন্দর্য্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে কি বুঝিতে হইবে—পুরোহিত—তনয়ের মুখবিবর অস্বাভাবিকরূপে বড় ছিল বলিয়া তিনি এই নাম পাইয়াছিলেন?

সঙ্কল্প করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে কিছু না বলিয়াই একান্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে পুরোহিত উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, মঙ্গলশিলাপট্ট-শয়নে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পাদদ্বয়ের লক্ষণসমূহ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি পুণ্যবান; ইনি দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত মহাদ্বীপ-চতুষ্টয়ের রাজত্ব করিতে সমর্থ; কিন্তু ইঁহার রীতি কিরূপ, তাহা দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি একসঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে আদেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে বস্ত্র অপনীত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন, পুনর্ব্বার বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ শয়ন করিলেন এবং যখন রথ থামিল,[১] তখন উঠিয়া শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন।

ইহা দেখিয়া পুরোহিত জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "দেব, এ রাজ্য আপনারই হইল।" "রাজা কি অপুত্রক ছিলেন?" "হাঁ দেব।" "তাহা হইলে আপত্তি কি?" অনন্তর সেই উদ্যানেই তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তিনি মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না, মহাজন-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজদ্বারে অবস্থিত হইয়া অমাত্যদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিলেন এবং তৎপরে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে উদ্যান জনশূন্য হইয়াছে দেখিয়া দরীমুখ মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখে একটা শুষ্ক পত্র পতিত হইল। তিনি এই শুষ্ক পত্র দেখিয়া পদার্থমাত্রেরই ক্ষয়-ব্যয়ধর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন, সমস্তই যে ত্রিলক্ষণযুক্ত[২] ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং পৃথিবীকে আনন্দধ্বনি দ্বারা উন্নাদিত করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ প্রাপ্ত হইলেন।[৩] অমনি তাঁহার দেহ হইতে গৃহীর চিহ্ন সমস্ত অন্তর্হিত হইল, আকাশ হইতে ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে সন্নদ্ধ হইল; তিনি নিমিষের মধ্যে অষ্টপরিষ্কারধর, ইর্য্যাপথসম্পন্ন, শতবর্ষবয়স্ক স্থবিরে পরিণত হইলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশস্থ নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন।[৪]

এদিকে বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রভূত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হওয়ায় তিনি চল্লিশ বৎসর কাল দরীমুখকে স্মরণ করিলেন না। অনন্তর চত্বারিংশ বর্ষে দরীমুখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি

---

[১]। রথ ত আগেই আসিয়াছিল।

[২]। তিলক্খনং = অনিচ্চং, দুক্খং, অনত্তং। সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ ভোগ করে, সমস্তই মিথ্যা।

[৩]। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক বুদ্ধ হইলেন।

[৪]। প্রত্যেক বুদ্ধেরা এই গুহায় বাস করেন।

ভাবিলেন, 'দরীমুখ আমার সখা; সে এখন কোথায়?' তখন দরীমুখকে দেখিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তদবধি কি অন্তঃপুরে, কি রাজসভায়, "আমার সখা দরীমুখ এখন কোথায়? যে আমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহার বহু সম্মান করিব," এইরূপ বলিতেন। এইরূপে দরীমুখকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। প্রত্যেক বুদ্ধ দরীমুখও পঞ্চাশ বৎসরের পর একদিন চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সখা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'সখা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রকন্যাদি পাইয়া তাঁহার বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে; আমি গিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশপথে ভ্রমণপূর্ব্বক রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং শিলাপট্টে সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। উদ্যানপাল তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসিল, "ভদন্ত, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" দরীমুখ উত্তর দিলেন, "নন্দমূলক গুহা হইতে।" "ভদন্তের নাম কি?" "ভদ্র, আমার নাম দরীমুখ প্রত্যেকবুদ্ধ।" "ভদন্ত কি আমাদের রাজাকে জানেন?" "জানি বৈ কি? যখন গৃহী ছিলাম, তখন তিনি আমার সখা ছিলেন।" "ভদন্ত, আপনাকে দেখিবার জন্য রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছে; আপনার আগমন-বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিব।" "যাও, বল গিয়া।" উদ্যানপাল গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, দরীমুখ আসিয়া শিলাপট্টে বসিয়া আছেন। রাজা বলিলেন, "তবে আমার সখা সত্য সত্যই আসিয়াছেন! আমি গিয়া তাঁহাকে দেখিব।" তিনি রথে আরোহণ করিলেন, বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন, প্রত্যেক বুদ্ধকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে আসীন হইলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেছ ত? তুমি ত ধনের জন্য প্রজাপীড়ন কর না? তুমি ত দানাদি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক?" অনন্তর তিনি রাজাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া আবার বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; এখন তোমার বিষয়ভোগ পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় আসিয়াছে।" রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

পঙ্ক-মহাপঙ্ক বিষয়-সেবন, দৃঢ়মূল ইহা, ভয়ের কারণ।
ইহার মতন জীবে কলঙ্কিতে ধুলি, ধুম ছাড়া পাই না দেখিতে।
ত্যজ গৃহ ব্রহ্মদত্ত নৃপবর, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করহ সত্বর।

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা দ্বারা নিজের বিষয়ভোগবন্ধন বর্ণনা করিলেন :

বিষয়-বাসনা-বদ্ধ, বিষয়ানুরক্ত,
বিষয়-ভোগেতে আমি হইয়াছি মত্ত।

সত্য বটে, এ আসক্তি ভয়ের কারণ;
কিন্তু প্রাণ যাবে এরে করিলে বর্জ্জন।
তাই আমি অসমর্থ-ত্যজিতে এ বিষ;
বহু পুণ্য কর্ম্ম কিন্তু করি অহর্নিশ।[১]

বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যাগ্রহণে অসামর্থ্য জানাইলেও প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ তাঁহাকে ছাড়িলেন না; তাঁহাকে আবার উপদেশ দিলেন :

বিষয়ী জনের ভাবি বিষ পরিণাম উদ্ধারিতে দয়াবশে উপদেশ দান
করেন যাঁহারা, যদি তাঁদের বচন অবহেলা করি চলে কোন মূর্খ জন,
শ্রেয়ঃ বলি মনে কর বিষয়-বাসনা পুনঃ পুনঃ ভুঞ্জে সেই জঠর যন্ত্রণা।[২]

মূত্র-পুরীষেতে পূর্ণ নরক ভীষণ মাতৃগর্ভ; তাই তারে শঙ্কে সুধীগণ।
কিন্তু কামাসক্ত জীব ত্যজিতে না পারে ভোগ; তাই পশে হেন যন্ত্রণা আগারে।[৩]

গর্ভে প্রবেশ এবং পুষ্টিরাভ করিতে যে দুঃখ হয়, এইরূপে তাহা বলিয়া গর্ভ হইতে ভুমিষ্ট হইবার সময়ে যে কষ্ট, তাহা দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ দরীমুখ, সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :

মল-রক্ত-শ্লেষ্মলিপ্ত দেহটী লইয়া আসে জীব গর্ভ হ'তে বাহির হইয়া

---

[১]। এখানে টীকাকার বলিয়াছেন—যনি দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে নৈষ্ক্রম্যধর্ম্মকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অন্যতম উপায় বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি এ জন্মে নিষ্ক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, ইহার কারণ কি? জগতে অষ্টবিধ উন্মত্ত আছে :—(১) কামোন্মত্ত; ইহারা লোভের দাস; (২) ক্রোধোন্মত্ত; ইহারা নিষ্ঠুরতার দাস; (৩) দৃষ্ট্যুন্মত্ত; ইহারা বিপর্য্যাসবশগত, অর্থাৎ সকল বিষয়ে বিপরীত দর্শন করে। (৪) মোহোন্মত্ত; ইহারা অজ্ঞানের দাস; (৫) যক্ষোন্মত্ত; ইহারা ভূতপ্রেতাদির বশগত; (৬) পিত্তোন্মত্ত; ইহারা পিত্তকর্তৃক পীড়িত; (৭) সুরোন্মত্ত; ইহারা পানবশগত; (৮) ব্যসনোন্মত্ত; ইহারা শোকবশগত। বোধিসত্ত্ব এই জাতকে কামোন্মত্ত হইয়াছিলেন।
এই প্রসঙ্গে নৈষ্ক্রম্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য টীকাকার নিদানকথা হইতে তিনটি গাথা তুলিয়াছেন :

অভিনিষ্ক্রমণ অতি বন্ধুজন প্রিয়; পারমিতা মধ্যে ইহা তৃতীয় স্থানীয়।
যতনে এ পারমিতা কর হে পালন, সম্বোধি লভিতে যদি ব্যগ্র তব মন।
দীর্ঘকাল কারাগারে বদ্ধ জীব যথা মুক্তি চায়, নাহি পেয়ে কোন সুখ সেথা,
তেমনি জানিও অতি দুঃখকর তব ভীষণ বন্ধনাগার সর্ব্ববিধ ভব।
নিষ্ক্রমণ-অভিমুখে হও আগুয়ান; লভিবে সম্বোধি; পাবে চির পরিত্রাণ।

[২]। ধর্ম্মপদ ৫। ৩৫২।
[৩]। এই গাথার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের কায়নির্ব্বিণ্ণ জাতকের (২৯৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় গাথা তুলনীয়।

যে যে দ্রব্য স্পর্শ তারা করে সে সময়, সকলেই দেয় কষ্ট; সুখ নাহি হয়।
প্রত্যক্ষ আমার যাহা, বলিলাম তাই, অপরের মুখে আমি কিছু শুনি নাই।
বহুপূর্ব্ব জন্মকথা করি হে স্মরণ, তাই এই উপদেশ দিতেছি, রাজন্।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রত্যেক বুদ্ধ এইরূপে রাজাকে সুমধুর উপদেশ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অবশিষ্ট অর্দ্ধ গাথা বলিলেন :

দরীমুখ বিচিত্র, মধুর নানা গাথা বলি বুঝাইলা সুমেধেরে[১] ধর্ম্মকথা।

প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ভোগের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকে নানা উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমি আপনাকে বিষয়-ভোগের দুঃখ এবং প্রব্রজ্যার সুখের কথা বলিলাম; আপনি অপ্রমত্ত হউন।" অনন্তর সুবর্ণরাজহংসের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘগর্ভ মর্দ্দন করিতে করিতে নন্দমূলক পর্ব্বতে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ মহাসত্ত্ব মস্তকে দশনখসমুজ্জ্বল অঞ্জলি সংলগ্ন করিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিলেন এবং রোরুদ্যমান প্রজাবৃন্দের মমতা এবং বিষয়ভোগেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া জীবনান্তে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

["কথান্তে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভ করিল।]

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

----

৩৭৯. মেরু-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান-গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার লোকে তাঁহার চাল চলন দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছিল; তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিল, তিনি ঐ গ্রামের সন্নিধানেই

---

[১]। সুমেধ = সুন্দর বা তীক্ষ্ণ মেধাবিশিষ্ট (রাজা ব্রহ্মদত্ত)।
[২]। বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমবন্ত প্রদেশের একটা পর্ব্বতের নাম মেরু (পালি = মেরু)।

অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়াছিল, বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহাকে বাস করাইয়াছিল এবং তাঁহার অতি আদর যত্ন করিয়াছিল। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে যখন কয়েকজন শাশ্বতবাদী[১] ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তখন লোকে তাঁহাদের পরামর্শে স্থবিরকে ত্যাগ করিয়া শাশ্বতবাদীদিগকেই আদর যত্ন করিতে লাগিল। অতপরঃ যখন উচ্ছেদবাদীরা আসিল, তখন তাহারা শাশ্বতবাদীদিগকে ছাড়িয়া উচ্ছেদবাদীদিগের উপদেশানুসারে চলিতে লাগিল। পরিশেষে কয়েকজন অচেলক আসিল; তখন উচ্ছেদবাদীরাও পরিত্যক্ত হইল এবং অচেলকদিগের আদর বাড়িল।[২] গুণাগুণানভিজ্ঞ এইরূপ লোকের সংসর্গে অতি কষ্টে বাস করিয়া সেই ভিক্ষু বর্ষাবসানে প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তার নিকটে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বর্ষাকাল কোথায় যাপন করিলে?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "প্রত্যন্তের সন্নিকটে।" সুখে ছিলে ত" "ভদন্ত, গুণাগুণাজ্ঞ লোকের সংসর্গে থাকিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে একদিনও অতিবাহিত করেন নাই; তুমি নিজের গুণাগুণাজ্ঞদিগের সংসর্গে থাকিলে কেন?" অনন্তর ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণ-হংসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাঁহারা উভয়ে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। একদিন তাঁহারা হিমবন্তে চরিয়া চিত্রকূটে ফিরিবার সময়ে পথিমধ্যে মেরু-নামক কাঞ্চন-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন এবং তাহারা শিখরোপরি উপবেশন করিলেন। এই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পক্ষী ও চতুষ্পদগণ স্ব স্ব গোচরভূমিতে নানাবর্ণবিশিষ্ট দেখাইত, কিন্তু পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেই উহার প্রভার কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিত। বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহার কারণ জানিতেন না। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিবারকালে দুইটী গাথা বলিলেন :

কাকোল, বায়স, আর পক্ষিকুলোত্তম আমরা, সবাই হেথা হই হেমোপম।

---

[১]। শাশ্বতবাদী = যাহারা আত্মা ও লোক (spirit and matter) উভয়কেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করে। উচ্ছেদবাদীরা বলে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস পায়; ইহারা বৌদ্ধদের ন্যায় পুনর্জন্ম স্বীকার করে না।

[২]। অচেলক (ন + চেলক) অর্থাৎ মগ্ন সন্ন্যাসীরা, বোধহয়, দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগাধম শৃগাল, সবাই হেমবর্ণ হেথা! এর নাম কিবা? তাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :
নাগরাজ মেরু এই, ইহার প্রভায় সর্ব্বপ্রাণী আসি হেথা হেমবর্ণ পায়।

ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ হংস অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

সজ্জনে না পায় মান, করে তার অপমান,
অথচ অসাধুজনে দেয় বহুমান,
এরূপ বিচিত্র প্রথা আছে প্রচলিত যেথা,
দিনেকের বাসযোগ্য নহে সেই স্থান।
শূর, ভীরু, দস্যু, জড়, উচ্চ, নীচ, ছোট বড়,
যেখানে সকলে পায় সমান সম্মান,
করি সে স্থান বর্জ্জন চলে যান সাধুজন;
নাহি এ গিরির কোন তারতম্য জ্ঞান।
কে উত্তম কে অধম, কাহাকে বলে মধ্যম,
এ বিচার করিবার শক্তি কিছু নাই;
নাহি বুঝে দিগ্ বিদিক্, এমন মেরুরে ধিক্!
ছাড়ি এরে চল মোরা অন্যস্থানে যাই।

এইরূপ বলিয়া উভয়েই উড়িয়া চিত্রকূটে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ হংস।]

---

৩৮০. আশঙ্কা-জাতক

[এক ভিক্ষু তাহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে[১] বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রকৃতই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, হাঁ ভদন্ত।" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ? কে?" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন, তিনি।" "দেখ শ্রমণ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বেও তুমি

---

[১]। ৪২৩।

ইহারই জন্য চতুরঙ্গিণী সেনা ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে তিন বৎসর মহাদুঃখে বাস করিয়াছিলে।” ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে এক পুণ্যবান প্রাণী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ঐ অঞ্চলের পদ্মসরোবরের একটা পদ্মের গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সরোবরের অন্যান্য পদ্ম পুরাণ হইয়া খসিয়া পড়িল, কিন্তু এই পদ্মটার কুক্ষি ক্রমে বড় হইতে লাগিল; উহা শুকাইয়া পড়িল না। বোধিসত্ত্ব স্নান করিতে গিয়া ঐ পদ্ম দেখিয়া ভাবিলেন, ‘অন্য সমস্ত পদ্ম পড়িয়া গেল, কিন্তু এই পদ্মটা পড়া দূরে থাকুক, ইহার কুক্ষিটা আরও বড় হইয়াছে; ইহার কারণ কি?’ তিনি স্নানবস্ত্র পরিধান করিয়া জলের ভিতর দিয়া উহার নিকটে গেলেন এবং উহা খুলিয়া সেই কন্যাটীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি কন্যাটীকে নিজের দুহিতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং তাহাকে পর্ণশালায় আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কন্যাটি ষোড়শবর্ষে উপনীত হইল। সে দেখিতে পরম সুন্দরী ও রূপবতী হইল; তাহার বর্ণ দেববর্ণের অপেক্ষা হীন হইলেও মনুষ্যের বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হইল। একদা শক্র বোধিসত্ত্বকে অর্চ্চনা করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “এ মেয়েটি কোথায় পাইলেন।” বোধিসত্ত্ব যেরূপে উহাকে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। তখন শক্র বলিলেন, “ইহাকে কি দেওয়া যায়?” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “মারিষ, ইহার জন্য বাসস্থান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজ্যের ব্যবস্থা করুন।” “যে আজ্ঞা, ভদন্ত”। ইহা বলিয়া শক্র তাহার বাসের জন্য স্ফটিকপ্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন, এবং ভোগের জন্য দিব্য শয্যা, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার ও দিব্য অন্নপানের ব্যবস্থা করিলেন। কন্যাটি যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতে চাহিত, তখন উহা অবতরণ করিত; এবং সে অধিরোহণ করিলেই উহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইত। কন্যাটি বোধিসত্ত্বের সেবা শুশ্রূষা করিত এবং প্রসাদে বাস করিত।

একদা এক বনেচর এই ব্যাপার দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল,

"ভদন্ত, এই কন্যাটি আপনার কে হয়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটি আমার কন্যা।" বনেচর বারাণসীতে গিয়া রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আমি হিমবন্তপ্রদেশে এক তপস্বীর এক পরমসুন্দরী কন্যা দেখিয়া আসিয়াছি।" কেবল ইহাই শুনিয়া রাজা ঐ কন্যার প্রতি অনুরাগী হইলেন। তিনি বনেচরকে পথপ্রদর্শক করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনাসহ সেই অঞ্চলে গমন করিলেন এবং স্কন্ধবার স্থাপনপূর্ব্বক বনেচরকে সঙ্গে লইয়া ও অমাত্যপরিবৃত হইয়া আশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, রমণীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ; আমিই আপনার কন্যার প্রতিপালনের ভার লইব।"

বোধিসত্ত্ব কন্যাটির 'আশঙ্কা' এই নাম রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মনে "পদ্মের ভিতর কি আছে" এই আশঙ্কা (সন্দেহ) হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জলে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজাকে "এই কন্যা লইয়া যাও" এরূপ সোজা উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই কুমারীর নাম জানেন, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া যাইতে পারেন।" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলেই জানিতে পারি।" "আমি বলিব না; আপনি যখন নিজে জানিতে পারিবেন, তখনই ইহাকে লইয়া যাইবেন।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদবধি কন্যাটির কি নাম হইতে পারে, অমাত্যদিগের সহিত ইহার নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল নাম সহজে জানা যায় না, তিনি সেই সকল নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় অমুক নাম হইবে।" কিন্তু তিনি যখনই কোন নাম করিতেন, তখনই বোধিসত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বলিতেন, "না, এ নাম নয়।" নাম অবধারণ করিতে গিয়া রাজা এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুরা তদীয় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধরিতে লাগিল; সর্পের উপদ্রব হইল; মক্ষিকার উপদ্রব হইল এবং বহু লোকে হিমে অবসন্ন হইয়া মারা গেল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এই রমণীতে আমার কি প্রয়োজন'? তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আশঙ্কা কুমারী স্ফটিক বাতায়ন বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নাম জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। তুমি হিমবন্তেই থাক; আমরা চলিয়া যাইতেছি"। আশঙ্কা কুমারী বলিল, "আপনি চলিয়া গেলে কুত্রাপি মাদৃশী অন্য কোন রমণী পাইবেন না। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে চিত্রলতাবনে

আশাবতী[১] নামে এক প্রকার লতা আছে; তাহার ফলের ভিতর দিব্য পানীয় জন্মিয়া থাকে। যাহারা উহা একবার মাত্র পান করে, তাহারা চারিমাস কাল মত্ত অবস্থায় থাকিয়া দিব্য শয্যায় শয়ন করে। এই লতা সহস্র বৎসরে একবার মাত্র ফল ধারণ করে। সুরাশৌণ্ড দেবপুত্রগণ দিব্যপান-পিপাসা সহ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, 'আমরা এই ফল লাভ করিব।' তাঁহারা ঐ লতার কোন রোগ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিদিন উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি কিন্তু এক বৎসর মাত্র যাপন করিয়াই উৎকণ্ঠিত হইতেছেন! আশার ফললাভের নামই সুখ; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।" অনন্তর সে এই তিনটি গাথা বলিল :

চিত্রলতাবনে আছে আশাবতী লতা;
প্রসবে একটী ফল সহস্র বৎসরে;
দূরলব্ধ সেই ফল পাইবার তরে
পুনঃ পুনঃ পূজে তারে যতেক দেবতা।

আশায় বান্ধিয়া বুক থাকহ, রাজন; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।
আশার নির্ভর করি পক্ষী এক ছিল; দুরাশা সে, তবু তাহা পূরণ হইল।
অতএব আশা ত্যাগ করো না, রাজন; ফলবতী আশা হয় সুখের কারণ।

এই কথায় রাজার মন আবদ্ধ হইল; তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক একবারে দশ দশটী নাম বাহির করিতে লাগিলেন। এইরূপে নাম অনুসন্ধান করিতে করিতে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। কিন্তু কোন দশটি নামের মধ্যেই তাপস কন্যার নাম উঠিল না; "আপনার কন্যার অমুক নাম" বলিলেই বোধিসত্ত্ব উহা অস্বীকার করিতেন। তখন রাজা আবার ভাবিলেন, "এ রমণীতে আমার কি প্রয়োজন?" তিনি আশ্রম হইতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু সেবারও সেই কন্যা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা বলিলেন 'তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কন্যা বলিল, "কেন যাইতেছেন, মহারাজ?" তোমার নাম জানিতে পারিলাম না বলিয়া।" "মহারাজ, নাম জানিতে পারিবেন না কেন? আশা কখনও অপূর্ণ থাকে না; এক বক পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত হইয়াও নিজের ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে আপনি কেন লাভ করিতে পারিবেন না? ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অপেক্ষা করুন।

প্রবাদ আছে যে একদিন একটা বক কোন পদ্মসরোবরে চরিয়াছিল, এবং

---

[১]। টীকাকার বলেন যে, ঐ লতার ফলে আশা সঞ্জাত হয় বলিয়া উহার নাম আশাবতী; আর যে সকল দেবতা ঐ দেবোদ্যানে প্রবেশ করিতেন, বৃক্ষলতাদির প্রভার তাঁহাদের শরীরের বর্ণ বৈচিত্র্য ঘটিত; এই নিমিত্ত উহার নাম চিত্রলতাবন।

সেখান হইতে উড়িয়া এক পর্ব্বতের মস্তকে গিয়া বসিয়াছিল। সে ঐ দিন পর্ব্বতোপরিই বাস করিল এবং পরদিন ভাবিল, 'আমি এই পর্ব্বত-মস্তকে বেশ সুখে আছি; যদি এখান হইতে অবতরণ না করিয়া এখানেই খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় পান করিয়া অদ্যকার দিনও বাস করিতে পারি, তবে কি সুখই হয়!' ঠিক ঐ দেবরাজ শক্র অসুরদিগকে পরাভবপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, 'আমার মনোরথ ত পূর্ণ হইল; অরণ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই?' অনন্তর চিন্তা করিয়া তিনি সেই বককে দেখিতে পাইলেন এবং স্থির করিলেন, 'ইহার মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে।' বক যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অদূরে একটা নদী বহিত। শক্র সেই নদীকে বন্যার জলে পূর্ণ করিয়া পর্ব্বতের মস্তকোপরি চালাইয়া দিলেন; কাজেই বক সেখানেই বসিয়া মৎস্য ভক্ষণ ও জলপান করিল এবং সেদিনও সেখানে বাস করিল। তাহার পর জল কমিয়া গেল। মহারাজ, এইরূপে বক তাহার আশা ফলবতী করিয়াছিল; আপনি কেন করিতে পারিবেন না?" অনন্তর সে আবার 'আশায় বান্ধিয়া বুক' ইত্যাদি গাথা বলিল।

রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং কন্যার রূপে আবদ্ধ ও বাক্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে অশক্ত হইলেন। তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া এক শত নাম সংগ্রহ করিলেন। ইহা করিতে করিতে আরও এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এইরূপে একে একে তিন বৎসর অতীত হইলে রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "এই একশত নামের মধ্যে আপনার কন্যার নাম বোধ হয় অমুকটী হইবে।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না মহারাজ, আপনি এখনও জানিতে পারেন নাই।" "তবে এখন আমি প্রস্থান করি" বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। আশঙ্কাকুমারী পূর্ব্ববৎ স্ফাটিকে বাতায়নের নিকটে ছিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি থাক, আমি চলিলাম।" কুমারী জিজ্ঞাসিল, "কেন মহারাজ?" "তুমি কেবল বাক্য দ্বারাই আমাকে তৃপ্ত করিতেছ, প্রণয় দ্বারা নহে; তোমার মধুর বচনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আমি তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; এখন প্রস্থান করিব।

তুষিলে আমায় বলি মধুর বচন,
কার্য্যে তব সন্তোষের না দেখি কারণ।
কুরণ্ডক মাল্য,[১] যার বর্ণ সমুজ্জ্বল,
গন্ধহীন বলি তার হয় কিবা ফল?

---

[১]। মূলে 'মালা সেরেব্যকস্‌স' আছে। টীকাকার 'সেরেব্যকস্‌স' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কণ্টক' কুরণ্ডকস্‌স বোধ হয় ইহা কোন গন্ধহীন পীতবর্ণ পুষ্প।

মিত্রতাবন্ধন শুধু সুমিষ্ট বচনে;
স্থায়ী নাহি হয় কভু শুন বরাননে।
সুখভোগ হয় নাক কেবল কথায়;
মিত্র যে, তাহারে ভালবাসা দিতে হয়।
প্রকৃত করিবে যাহা, বলিবে তাহাই,
করিবে না যাহা, তাহা বলিতে নাই।
করিবে না, তবু মুখে করিব যে বলে,
ঘৃণা করে সেই জনে পণ্ডিত সকলে।
সেনাবল এতদিনে হইয়াছে ক্ষয়;
পাথেয় ফুরায়ে গেছে; এ আশঙ্কা হয়,
প্রাণও বুঝি যায় কবে; হায় সে কারণ,
সময় থাকিতে আমি করিব গমন।

রাজার কথা শুনিয়া আশঙ্কাকুমারী বলিল, "মহারাজ আপনি ত আমার নাম জানেন? এইমাত্র না তাহা উচ্চারণ করিলেন! এখন পিতার নিকট গিয়া আমার নাম বলুন এবং আমাকে লইয়া চলুন।

বলিল যে নাম, রথিবর, এবে, সেই নাম আমি ধরি।
বল গে পিতারে, বল, মহারাজ, বল গিয়া ত্বরা করি।"

তখন রাজা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার কন্যার নাম আশঙ্কা।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি যখন তাহার নাম জানিয়াছেন তদবধি সে আপনার হইয়াছে। আপনি তাহাকে লইয়া যান।" এই অনুমতি পাইয়া রাজা মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ফাটিকে বিমানের দ্বারে গমন করিলেন, এবং বলিলেন, "ভদ্রে, এখন এস, তোমার পিতা তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন।" আশঙ্কা বলিল, "আসুন মহারাজ, আমিও গিয়া পিতার নিকট বিদায় লইব।" অনন্তর সে স্ফাটিকে প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিল, "যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন" বলিয়া ক্ষমা চাহিল এবং রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল। রাজা তাহাকে লইয়া বারাণসীতে গমন করিলেন; এবং বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়া তাহার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[সমবধান : তখন এই ব্যক্তির পত্নী ছিল আশঙ্কাকুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

৩৮১. মৃগালোপ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে, এক অবাধ্য ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি নাকি বড় অবাধ্য?" সে উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত।" "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তুমি অবাধ্য ছিলে এবং সেই অবাধ্যতার জন্য পণ্ডিতদিগের উপদেশ পালন না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল 'অপরান্ন'।[১] তিনি গৃধ্রগণপরিবৃত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃগালোপ নামক পুত্র বিলক্ষণ বলশালী ছিল। অন্য গৃধ্রেরা যত উর্দ্ধে উড়িতে পারিত, মৃগালোপ সে সীমাও অতিক্রম করিয়া যাইত। গৃধ্রেরা গৃধ্ররাজকে জানাইল, "আপনার পুত্র অতি উচ্চে উড়িয়া থাকে।" গৃধ্ররাজ পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি নাকি অতি উচ্চে উড়িয়া থাক অতি উচ্চে উড়িতে গেলে তোমার প্রাণ বিনাশ হইবে।

নিরাপদ নহে, বৎস, এই তব আচরণ;
অত উর্দ্ধে শকুনেরা করে না ক বিচরণ।

পৃথিবী সেখান হ'তে হইবে প্রতীয়মান
চতুষ্কোণ একখণ্ড কৃষ্ট ক্ষেত্রের সমান।
ফিরিবে সেখান হতে, এই যেন থাকে মনে;
উঠিতে তাহার ঊর্ধ্বে যাইও না কোন ক্রমে।

পূর্ব্বেও বিহঙ্গ কত করেছিল উড্ডয়ন
দর্পভরে স্বাভাবিক সীমায় করি লঙ্ঘন;
বায়ুবেগে প্রাণনাশ হয়েছিল সবাকার;
তাই বলি অত ঊর্ধ্বে উড়িতও না, বাছা, আর।

মৃগালোপ উপদেশের অবাধ্য ছিল; সে পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিল না; সে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর অন্তরীক্ষে উড়িতে লাগিল; তাহার পিতা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিয়া গেল; যে পথে কালবাত[২] প্রবাহিত হয়

---

[১]। 'অপরান্ন, এখানে গৃধ্রের নাম। পালিভাষায় ইহাতে তিল, কুলত্থ প্রভৃতি কতিপয় শস্যও বুঝায়।

[২]। অন্তরীক্ষমণ্ডলের একটি বায়ুপ্রবাহের নাম। সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবহ, আবহ, সংবহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর নাম দেখা যায়।

তাহাও ভেদ করিয়া গেল; শেষে সে বৈরন্ত বাতের অভিমুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে যেমন বৈরন্তবাতাহত হইল, অমনি তাহার শরীর খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া আকাশেই লীন হইয়া গেল।

[অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটি গাথা বলিলেন :

বৃদ্ধ পিতা অপরান্ন, না শুনি বচন তাঁর
গেল কালবাত ভেদি বৈরন্তের অধিকার।
পুত্র, দারা, অনুজীবি ছিল তার আর যত
অবাধ্যতা-দোষে তার সকলেই হল হত।[১]

বৃদ্ধের শাসন-বাক্যে যে না করে কর্ণপাত,
অবশ্য সে অবাধ্যের ঘটিবেক বিনিপাত,
ঘটেছিল অতিদৃপ্ত গৃধ্রনন্দনের যথা,
সীমা লঙ্ঘি উড়িল যে না শুনি পিতার কথা।

[**সমবধান :** তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল মৃগালোপ; এবং আমি ছিলাম অপরান্ন।]

---

৩৮২. শ্রীকালকর্ণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি স্রোতাপত্তি-ফলপ্রাপ্তির সময় হইতে অখণ্ডভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন। ইঁহার ভার্য্যা পুত্রকন্যা, দাস এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও সকলে শীল পালন করিতেন। একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হইল; ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অনাথপিণ্ডদ নিজেও শুচি তাহার পরিজনবর্গও শুচি।" সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরাও সপরিবারে শুচি ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, শীল রক্ষা করিতেন এবং পোষধকর্ম্ম করিতেন। তাঁহার ভার্য্যা, পুত্রকন্যা, দাস-ভৃত্যাদিও পঞ্চশীল পালন করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি

---

[১]। গৃধ্র ইহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। নচেৎ সকলেই 'হল হত' ইহার পরিবর্ত্তে 'পড়িল বিপদে কত', এইরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

'শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠী' এই নামে বিদিত ছিলেন। একদা তিনি ভাবিলেন, 'যদি আমা অপেক্ষা শুদ্ধতর-চরিত কেহ আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যে পল্যঙ্কে উপবেশন করি বা যে শয্যায় শয়ন করি, তাঁহাকে তাহা দেওয়া সঙ্গত হইবে না; তাঁহাকে অনুচ্ছিষ্ট ও অপরিভুক্ত দ্রব্য দেওয়াই উচিত।' এই বিচার করিয়া তিনি নিজের বৈঠকখানার[১] এক পার্শ্বে নূতন পল্যঙ্ক ও একটি শয্যা প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন।

এই সময়ে চতুর্মহারাজিক[২] দেবলোকে মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্যা কালকর্ণী[৩] এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা শ্রী, এই দুইজন বহু গন্ধ মাল্য লইয়া কেলি করিবার জন্য অনবতপ্ত হ্রদে গিয়াছিলেন। ঐ হ্রদে স্নানের জন্য তীর্থ আছে : বুদ্ধগণ বুদ্ধতীর্থে প্রত্যেক বুদ্ধগণ প্রত্যেক বুদ্ধতীর্থে, ভিক্ষুরা ভিক্ষুতীর্থে, তপস্বীরা তাপসতীর্থে, চতুর্মহারাজিকাদি ষড়বিধ কামস্বর্গের দেবপুত্রগণ দেবপুত্রতীর্থে এবং দেবকন্যাগণ দেবদুহিতুতীর্থে স্নান করিয়া থাকেন। শ্রী ও কালকর্ণী সেখানে গিয়া 'আমি প্রথমে স্নান করিব' 'আমি প্রথমে স্নান করিব' বলিয়া কলহ আরম্ভ করিলেন। কালকর্ণী বলিলেন, "আমি জগৎ শাসন করি, অতএব আমি অগ্রে স্নান করিবার উপযুক্ত।" শ্রী বলিলেন, "আমি

---

[১]। পালি উপট্ঠান = উপস্থান।

[২]। ১ম খণ্ডের ২১৯ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। বৌদ্ধসাহিত্যে এই মহারাজগণ দিক্‌পালস্থানীয়—উত্তরদিকের রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণের রাজা বিরূধ, পশ্চিমের রাজা বিরূপাক্ষ, পূর্ব্বের রাজা বৈশ্রবণ।

[৩]। কালকর্ণী অলক্ষ্মী; কিন্তু অলক্ষ্মী হইলেও দেবতা, কাজেই পূজার্হা। হিন্দুরাও অলক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে অলক্ষ্মীর পূজা হয়। পূজক বাটীর বাহিরে গোবরের পুতুলে কৃষ্ণপুষ্প দিয়া পূজা করেন। ধ্যানের মন্ত্র এই :
অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চ্চিতাং গৃহসম্মার্জ্জনীহস্তাং গর্দ্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং।

প্রণামের মন্ত্র এই :

অলক্ষ্মীস্তং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ মরা দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীং॥
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোগৃর্হে নিত্যং স্থিরা তত্র ভবিষ্যসি॥
গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোর্গৃহীত্বা চাশুভং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি॥

ইহার পর বালকেরা কুলা বাজাইয়া অলক্ষ্মীকে বিদায় দেয়। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় কোন কোন পল্লীতে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে রাত্রিকালে বালকেরা কুলা বাজাইয়া বলে, 'দূর যা, দূর যা. এ বাড়ীর অলক্ষ্মী ও বাড়ী যা।"

মহাজনদিগের ঐশ্বর্য্যদায়ক পথের প্রদর্শিকা; অতএব আমি প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য।" অনন্তর দুই জনেই বলিলেন, 'আমাদের মধ্যে অগ্রে স্নান করিবার যোগ্য, তাহা মহারাজচতুষ্টয় জানিবেন।" তদনুসারে তাঁহারা মহারাজদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের মধ্যে কে প্রথমে স্নান করিবার যোগ্য?" ধৃতরাষ্ট্রও বিরূপাক্ষ উত্তর দিলেন, "আমাদের ইহা বিচার করিবার সাধ্য নাই।" তাঁহারা বিরূধ ও বৈশ্রবণের উপর বিচারের ভার দিলেন। তাঁহারাও বলিলেন, "আমরা অসমর্থ; তোমাদিগকে স্বামিপাদমূলে পাঠাইতেছি।" ইহা বলিয়া তাহারা কন্যাদ্বয়কে শক্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

শক্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, "এই দুইজন আমার অনুচরদিগের কন্যা; আমি এই বিবাদের বিচার করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন, "বারাণসীতে শুচিপরিবার নামক এক শ্রেষ্ঠী আছেন; তাঁহার গৃহে এক অনুচ্ছিষ্ট আসন ও এক অনচ্ছিষ্ট শয্যা থাকে; যে ঐ আসনে উপবেশন ও ঐ শয্যায় শয়ন করিতে পারিবে, সেই অগ্রে স্নান করিতে উপযুক্ত হইবে।" ইহা শুনিয়া কালকর্ণী তৎক্ষণাৎ নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবিলেপনে অঙ্গলেপন ও নীলমণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডবৎ অতিবেগে দেবলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক মধ্যমযামে শ্রেষ্ঠীভবনের উপস্থানদ্বারে শয্যার অবিদূরে নীলরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে আসীনা হইলেন। শ্রেষ্ঠী চক্ষু উন্মেলন করিয়া তাঁহাকে, দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিয়াই তাঁহাকে অতি অপ্রিয়া ও কুরূপা বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা কে বসিয়া ওখানে?
কার কন্যা তুমি বল, জানিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

বিরূপাক্ষ-সুতা আমি, কালকর্ণী নাম,
অলক্ষ্মী, প্রচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠীবর;
তোমার নিকট মাগি থাকিবার স্থান;
করিব এখানে বাস নিরন্তর।

তখন বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

কিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার,
লোকের নিকট হয় বসতি তোমার?
শুনিয়া উত্তর আমি করিব নির্ণয়
প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করা কি না যায়।

ইহা শুনিয়া কালকর্ণী নিজের গুণবর্ণনার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন :

ভণ্ড, ধূর্ত্ত, ঈর্ষা, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্রিয়ের যারা দাস,
এরা প্রিয় মম; হয় ইহাদের প্রলব্ধ অর্থের নাশ।

অতঃপর কালকর্ণী পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম গাথাও বলিলেন :

ক্রোধন, অক্ষান্ত, পরপরীবাদ রত
নিন্দুক, নিষ্ঠুর লোক ধরাধামে যত
প্রিয়তর এরা মোর জানিবে সতত।

অদ্য কিংবা কল্য কোন কার্য্য সম্পাদন
করিলে নিজের হবে উন্নতিসাধন,
যে জন না জানে ইহা, উপদেশ দানে
উপজে যাহার ক্রোধ পূজ্যে নাহি মানে
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, ঘৃণার ভাজন
সকল মিত্রের কাছে হয় যেই জন,
সেই মম প্রিয়পাত্র; আশ্রয়ে তাহার
অসুখের লেশমাত্র থাকে না আমার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব অষ্টম গাথা দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন :

ছাড়ি যাও, কালি, তুমি ত্বরা এই স্থান;
আমাতে এ সব গুন নাই বিদ্যমান।
আছে অন্য কত গ্রাম, নিগম, নগর
খোঁজ গে সে সব স্থানে মনোমত বর।

ইহাতে কালকর্ণী মনে কষ্ট পাইলেন এবং পরবর্ত্তী গাথা বলিলেন :

আমিও তোমায় জানি; মনের মতন
কোন গুণ নাই তব জানি বিলক্ষণ।
লক্ষ্মীছাড়া মানুষের নাহিক অভাব,
অর্জ্জে যারা কু-উপায়ে প্রচুর বিভব।
আমি আর দেবনামা সোদর আমার,
উভয়ে সে বিত্ত মোরা করি ছারখার।
কাজ কি তোমার সেই আসন-শয্যায়?
এর চেয়ে বেশী পাব অন্যত্র নিশ্চয়।

কালকর্ণী প্রস্থান করিলে দেবকন্যা শ্রী সুবর্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া সুবর্ণবর্ণের বিলেপন মাখিয়া এবং সুবর্ণসদৃশ অলঙ্কার ধারণ করিয়া উপস্থানদ্বারে পীতরশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে সমভূমিতে সমপাদে, সগৌরবভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :

দিব্যবর্ণে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া ভূতলে সুন্দরভাবে কেগো দাঁড়াইয়া?
কে তুমি, কাহার কন্যা, বল শুভাসনে! পরিচয় দাও, আমি জানিব কেমনে?

ইহা শুনিয়া শ্রী বলিলেন :
অপার ঐশ্বর্য্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নামে মহারাজ সুবিখ্যাত এই ধরাধামে।
আমি তাঁর কন্যা এই দিনু পরিচয়; শ্রী আমি, আমিই লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি পূজে আমারে সবাই; বাসস্থান মাগিতেছি আসি তব ঠাঁই।
বাস হেতু স্থান দাও, ওহে শ্রেষ্ঠীবর; থাকিব তোমার সঙ্গে আমি নিরন্তর।

ইহার পর শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন :
কিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার;
লোকের নিকট হয় বসতি তোমার?
উত্তর শুনিয়া, লক্ষ্মী, করিব নির্ণয়
প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করা কি না যায়।

শ্রী উত্তর দিলেন :
শীতে, গ্রীষ্মে, বাতাতপে, দংশ-সরীসৃপ মাঝে ক্ষুধাতৃষ্ণা সহি অকাতরে
যথাকালে নিজ কার্য্য সাধিতে সতত ব্যস্ত— সে জন আমার মন হরে।
অক্রোধন, মিত্রবান, ত্যাগী শীলপরায়ণ; কুটিলতা জানে না কেমন,
সাধুপথে চলি সদা অর্জ্জে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মৈত্রীভাবে পূর্ণ যার মন,
বচনে অমৃত ক্ষরে ঐশ্বর্য্যে নম্রতা ধরে, গৃহে হেন সুশীল জনের
বিপুলা হইয়া থাকি; উর্ম্মিমালা প্রতিভাত হয় যথা বক্ষে সাগরের
মিত্রামিত্র উচ্চকক্ষ, সমকক্ষ, নীচকক্ষ, পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যে জন
হিত কি অহিত করে— সমভাবে সবে দেখে; মুখে কটু সরে না বচন,
সকলে সমান প্রীতি এরূপে দেখায় যারা, প্রিয় তারা হয় মোর অতি,
ইহাকালে পরকালে তাদের সংস্পর্শে থাকি চিরদিন করি হে বসতি।
কিন্তু যদি কেহ মোরে লভি ভাবে গর্ব্বভরে শ্রী আমার বান্ধা আছে ঘরে,
উক্ত কোন গুণ ত্যাগ করি সে বিশ্বাসভরে কুপথেতে বিচরণ করে,
নরককুণ্ডের তুল্য ভাবি আমি সে মুর্খেরে, অবিলম্বে ত্যজি তারে যাই;
পাপের সংস্পর্শ যেথা, শ্রী কি কভু থাকে সেথা? শুধু পুণ্যশীলে আমি চাই।
নিজকর্ম্মবলে হয় লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী লাভ; এই রীতি সর্ব্বত্র জগতে।
লক্ষ্মীবান, লক্ষ্মীছাড়া একে কভু অপরেরে করিতে না পারে কোন মতে।

মহাসত্ত্ব শ্রীদেবীর এই বাক্যে শুনিয়া অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "অই অনুচ্ছিষ্ট আসন ও শয্যা আপনারই উপযুক্ত; আপনি উপবেশন ও শয়ন করুন।" শ্রী সেখানে থাকিলেন এবং পর দিন প্রত্যূষকালে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্মহারাজিক দেবলোকে গমনপূর্ব্বক অনবতপ্ত হ্রদে অগ্রে স্নান

করিলেন। শ্রেষ্ঠীগৃহের সেই শয্যা শ্রীদেবীকর্ত্তৃক পরিভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া “শ্রীশয়ন” নামে অভিহিত হইল। ‘শ্রীশয়নের’ এইরূপেই উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই জন্যই এখনও লোকের গৃহে লক্ষ্মীর জন্য যে শয্যা থাকে, তাহাকে শ্রীশয়ন বলে।[1]

[**সমবধান :** তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন শ্রীদেবী এবং আমি ছিলাম সেই শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠী।]

☞দেবীদ্বয়ের বিবাদ সম্বন্ধে এই জাতকের সহিত সুধাভোজন-জাতক (৫৩৫) তুলনীয়। কিন্তু শেষোক্ত জাতকে শ্রীকেও নানা দোষযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

----

৩৮৩. কুক্কুট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। “তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি”, শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসিলে ঐ ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, “এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া কামক্লিষ্ট হইয়াছি, ভদন্ত।” ইহাতে শাস্তা বলিয়াছিলেন, “দেখ, রমণীরা বিড়ালীর ন্যায়; তাহারা বঞ্চনা করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া পুরুষকে প্রথমে আপনার বশে লয়, শেষে তাহার বিনাশ করে।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বনে কুক্কুটরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু শত কুক্কুটপরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে এক বিড়ালী বাস করিত, সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কুক্কুটদিগকে বঞ্চনা করিয়া ভক্ষণ করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার কাছে নিজকে ধরা দেন নাই। ইহাতে বিড়ালী ভাবিল, ‘এই কুক্কুট অত্যন্ত শঠ; কিন্তু এ আমার শঠতা ও উপায়কুশলতা জানে না; আমি তোমার ভার্য্যা হইব, এই কথা বলিয়া ইহাকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজের বশে আনিতে ও খাইতে হইবে।’ ইহা স্থির করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে বৃক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহার গোড়ায় গিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় যাচঞা করিল :

---

[1]। আমাদের গৃহে লক্ষ্মীর কোটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি ইত্যাদি থাকে; লক্ষ্মীর শয্যা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

চিত্রপত্রে আচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ তোমার, শিরে প্রলম্বিত চূড়া অতি চমৎকার!
হইব তোমার ভার্য্যা এই সাধ মনে; এস ত্বরা করি, মোরে লব বিনা পণে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই বিড়ালী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন ভক্ষণ করিয়াছে; এখন প্রলোভন দেখাইয়া আমাকেও খাইতে চায়; ইহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

তুমি মনোরমে হও চতুষ্পদ প্রাণী; দ্বিপদ আমরা সবে, জানত, কল্যাণি!
মৃগীসনে বিহগের বিবাহ-বন্ধন সম্ভবে না; কর অন্যে পতিত্বে বরণ।

বিড়ালি ভাবিল, 'কুক্কুটটা দেখিতেছি অতীব শঠ; যাহা হউক, ইহাকে যে কোন উপায়ে প্রতারিত করিয়া খাইবই খাইব।' ইহার পর সে তৃতীয় গাথা বলিল :

বিশুদ্ধা কুমারী আমি; এ রূপ-যৌবন করিব, বিহগরাজ, তোমার অর্পণ।
মিষ্টভাবে বসি পাশে তুষিব তোমায়; ধর্ম্মপত্নী বলি তুমি লওহে আমায়।
কিংবা যদি ইচ্ছা হয়, করহ প্রচার, আজ হতে দাসী আমি হইব তোমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ আপদকে তিরস্কার করিয়া দূর করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :

শকুন-খাদিনী তুমি রক্ত কর পান, লুকাইয়া বধ নিত্য কুক্কুটের প্রাণ;
ধর্ম্মপত্নী হবে বলি পতিত্বে আমায় এসেছ বরিতে, ইহা ভাবা নাহি যার।

ইহা শুনিয়া বিড়ালী পলায়ন করিল; সে দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইল না।

[অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনটি গাথা বলিলেন :

চতুরা রমণী যদি দরশন করে রূপগুণযুত কোন পুরুষপ্রবরে,
ভুলায় তাহারে বলি মধুর বচন, বিড়ালী বলিয়াছিল কুক্কুটে যেমন।
আকস্মিক বিপদে প্রতিকারোপায় যে না পারে নির্দ্ধারিতে অবিলম্বে, হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে; পাইবে যাতনা মূঢ় অনুতাপানলে।[১]
আকস্মিক বিপদ হইলে উপস্থিত, প্রত্যুৎপন্নমতি করে উপায় বিহিত;
শত্রুর কবলে তার না হয় পতন, না পড়ে বিড়ালীরগ্রাসে কুক্কুট যেমন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন আমিই ছিলাম সেই কুক্কুটরাজ।]

☞৪৪৮ সংখ্যক জাতকের আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ। ঈষপে দেখা যায়,

---

[১]। এই গাথা এবং পরবর্ত্তী গাথার অধিকাংশ বানর-জাতকেও (৩৪২) দেখা যায়।

একটা উল্কামুখী কুক্কুটকে বৃক্ষতলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কুক্কুটের বন্ধু এক কুক্কুর উল্কামুখীটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

বিরুট স্তূপে এই জাতক প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে; তাহা দেখিয়া মনে হয় আখ্যায়িকাটিতে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ আরও একটী পাত্র ছিল।

----

৩৮৪. ধর্ম্মধ্বজ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভণ্ড ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।" অনন্তর সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষিগণপরিবৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যস্থ এক দ্বীপে বাস করিতেন। একদা কাশীরাজ্যবাসী কতিপয় বণিক একটা দিশা কাক[১] সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল। সমুদ্র-মধ্যে তাহাদের পোত-ভঙ্গ হইল। কাক ঐ দ্বীপে গিয়া ভাবিল, 'এখানে দেখিতেছি বহু পক্ষী আছে; আমাকে ভণ্ডামি করিয়া ইহাদের অণ্ড ও শাবকগুলি খাইতে হইবে।' সে পক্ষিসমূহের মধ্যে অবতরণপূর্ব্বক নিজের মুখ বিস্তার করিয়া ও একপদে ভর দিয়া ভূতলে দাঁড়াইল। পক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" সে উত্তর দিল "আমার নাম ধার্ম্মিক।" "এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?" আমি দ্বিতীয় পাদ নিক্ষপ করিলে পৃথিবী সে ভার ধারণ করিতে পারিবে না।" "হাঁ করিয়া আছ কেন?" "আমি অন্য কোন আহার গ্রহণ করি না; কেবল বায়ু পান করি।" এইরূপ বলিয়া সে পক্ষীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; শ্রবণ কর।" অনন্তর তাহাদের উপদেশার্থ সে প্রথম গাথা বলিল :

শুন মোর উপদেশ, জ্ঞাতি-বন্ধুগণ, ধর্ম্মপথে অপ্রমাদে কর বিচরণ।
করহ ধর্ম্মের সবা, হইবে কল্যাণ। ধার্ম্মিকেরা ইহামূত্র সদা সুখ পান।

কাক যে তাহাদের অণ্ড খাইবার অভিপ্রায়ে কুহক করিয়া এইরূপ বলিতেছে, পক্ষীরা তাহা বুঝিতে পারিল না; তাহারা কাকের প্রশংসার্থ দ্বিতীয় গাথা বলিল :

---

[১]। মূলে 'দিসা কাক' এই শব্দ আছে। বাবেরু-জাতকেও (৩৩৯ এই শব্দ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের জাতকে পূরাতত্ত্ব অংশে দ্রষ্টব্য।

ভদ্র, ধর্ম্মপরায়ণ এ বিহগবর, রহিয়াছে একপদে করিয়া নির্ভর;
করিতেছে, আমাদের হিতের কারণ। বড়ই মধুরভাবে ধর্ম্মের দেশন।

শকুনেরা এইরূপে উক্ত দুঃশীল কাকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আপনি অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অণ্ডও শাবকগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া তাহারা চরায় যাইতে লাগিল। কাকও, তাহারা চরায় গেলে, পেট পুরিয়া অণ্ড ও শাবক খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের যখন ফিরিবার সময় হইত, তখন সে শান্তশিষ্টভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া ও একপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পক্ষীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শাবকগুলি দেখিতে পাইত না; তাহারা "কে আমাদের শাবক খাইয়াছে" বলিয়া মহাশব্দে বিলাপ করিত। সেই কাককে পরম ধর্ম্মিক ভাবিয়া তাহারা কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন সন্দেহ করিত না।

অনন্তর একদিন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইতঃপূর্ব্বে ত আমাদের কোন বিঘ্ন ছিল না; কিন্তু যে দিন এই কাক আসিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিঘ্ন ঘটিতেছে। ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।" ইহা স্থির করিয়া একদিন তিনি অন্যান্য পক্ষীর সহিত চরায় গেলেন এইরূপ দেখাইয়া পথ হইতে ফিরিলেন এবং এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে কাক, পাখীগুলো চরায় গিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিঃশঙ্কমনে আসন হইতে উঠিল তাহাদের নীড়ে গিয়া অণ্ড ও শাবক উদরস্থ করিল এবং ফিরিয়া গিয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক একপদে দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্তর পক্ষীরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সকলকে সেইস্থানে সমবেত করিয়া বলিলেন, "কে আমাদের শাবকগুলির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি অদ্য স্বচক্ষে পাপ কাককেই শাবক খাইতে দেখিয়াছি। অতএব এস, আমরা আপদটাকে ধরিয়া ফেলি।" ইহা বলিয়া তিনি সমস্ত পক্ষী আনয়নপূর্ব্বক কাকটাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, কাক পলায়ন করিলেও যেন উহাকে পুনর্ব্বার ধরা হয়। অনন্তর তিনি শেষ গাথা বলিলেন :

জাননা চরিত এর, সেহেতু ইহার
প্রশংসা ধরেনা মুখে তোমা সবাকার।
মুখে বলে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, শুধু আমাদের
অণ্ড ও শাবকে পেট পূরিতে নিজের।
মুখে বলে একরূপ, কাজে করে আর;
বাক্যে আছে কার্য্যে নাই ধরম ইহার।
বদনে মধুরবাণী; মনের ভিতর
প্রবেশিতে দুরাত্মার সাধ্য নাহি কার।

কুপশায়ী কৃষ্ণসর্প এই পাপাশয়
ধর্ম্মধ্বজ শুধু পল্লীগ্রামে সাধু হয়।
সরল পল্লীর লোক, সাধ্য কি তাদের
দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতি জানে হেন পামরের?
তুণ্ডপক্ষপদাঘাতে বধ দুরাত্মারে;
থাকিতে সংসর্গে এর কেহ নাহি পারে।

এইরূপ বলিয়া শকুনরাজ নিজেই এক লম্ফে কাকের মস্তকে পড়িয়া তুণ্ডাঘাত করিলেন; তখন অন্য পক্ষীরাও তুণ্ড, পাদ ও পক্ষদ্বারা প্রহারে প্রবৃত্ত হইল এবং ধূর্ত্ত কাক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

[**সমবধান :** তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই শকুনরাজ।]

☞এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত বিড়ালতপস্বী ও জরদ্গব গৃধ্রের গল্প তুলনীয়।

---

৩৮৫. নন্দিকমৃগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি গৃহীদিগের ভরণপোষণ কর, ইহা সত্য কি?" "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" তাঁহারা তোমার কে হন?" "তাঁহারা আমার মাতাপিতা।" "সাধু, ভিক্ষু, সাধু। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মাতাপিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কোশলরাজ্যে সাকেত নগরে কোশলরাজ রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার নাম হইয়াছিল 'নন্দিক মৃগ'। তিনি শীলাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং মাতাপিতার পোষণ করিতেন।

কোশলরাজ তখন বড় মৃগয়াসক্ত ছিলেন; তিনি প্রজাদিগকে কৃষিকার্য্যাদি করিবার অবসর দিতেন না; প্রতিদিন বহুজনপরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় যাইতেন। একদিন প্রজারা সভা করিয়া প্রস্তাব করিল, "মহাশয়গণ, রাজা আমাদের কাজকর্ম্ম মাটি করিতেছেন এবং গৃহস্থালী উচ্ছিন্ন করিতেছেন। আমরা যদি অঞ্জনবনোদ্যানটী ঘিরিয়া, তাহাতে একটা দরজা রাখি, ভিতরে পুকুর কাটি, ঘাস

রুই, লাঠি, মুগুর ইত্যাদি হাতে লইয়া বনে যাই, সেখানকার সমস্ত গুল্মে আঘাত করিয়া মৃগগুলা বাহির করি, লোকে যেমন গরুর পাল বাথানে লইয়া যায় সেইরূপে মৃগদিগকে ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া আনি, এবং দরজা বন্ধ করিয়া রাজাকে সংবাদ দিই, তাহা হইলে কেমন হয়? তাহা হইলে, বোধ হয়, আমরা আপন আপন কাজকর্ম্ম করিবার অবসর পাইব।" সকলেই এই মন্ত্রণায় সায় দিয়া বলিল, "ইহাই আমাদের প্রকৃষ্ট উপায়।" অনন্তর তাহারা সকলে সমবেত হইয়া উদ্যানটীকে সাজাইল এবং বনে গিয়া প্রতিদিকে এক যোজন পরিমিত স্থান ঘিরিয়া ফেলিল। ঐ সময়ে নন্দিক তাঁহার মাতাপিতাকে লইয়া একটা ক্ষুদ্র গুল্মের ভিতর ভূমিতে শুইয়াছিলেন। লোকে ঢাল ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া ঐ গুল্মটী বেষ্টন করিল এবং কেহ কেহ মৃগ খুঁজিবার জন্য গুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া নন্দিক স্থির করিলেন, "আজ আমাকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! বাবা! এই লোকগুলো গুল্মের ভিতর আসিলে আমাদের তিন প্রাণীকেই দেখিতে পাইবে। আপনারা কেবল একটী উপায়ে জীবন রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদের জীবন আমার জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাদের জীবন রক্ষা করিব; লোকে যখন গুল্মে প্রহার আরম্ভ করিবে, আমি তখনই বাহির হইব; তাহারা ভাবিবে, এই ক্ষুদ্রগুল্মে কেবল একটা মৃগ-ছিল। ইহা ভাবিয়া তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিবে না; আপনারা সাবধান হইয়া থাকিবেন।" অনন্তর তিনি মাতাপিতার নিকট ক্ষমা লইয়া গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে লোকে গুল্মের নিকটে গিয়া গুল্মে প্রহার করিল; অমনি নন্দিক তাহা হইতে বাহির হইলেন। লোকে মনে করিল, এই গুল্মে কেবল একটা মৃগই ছিল; কাজেই তাহারা গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিল না। নন্দিক গিয়া মৃগদিগের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

লোকে সমস্ত মৃগ ঘিরিয়া উদ্যানের ভিতর তাড়াইয়া লইয়া গেল, দ্বার বন্ধ করিয়া রাজাকে জানাইল এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

তদবধি রাজা প্রতিদিন উদ্যানে গিয়া একটা মৃগ শরবিদ্ধ করিতেন এবং কখন তাহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, কখনও বা লোক পাঠাইয়া আনাইতেন। মৃগেরা আপন আপন বার স্থির করিয়াছিল; যাহার যখন বার আসিত, সে তখন এক পার্শ্বে গিয়া থাকিত; রাজা তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেন। নন্দিক পুষ্করিণীতে জল পান করিতেন এবং তৃণ খাইতেন; অনেক দিন তাঁহার বার উপস্থিত হয় নাই।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর নন্দিককে দেখিবার জন্য তাঁহার

মাতা পিতার বড় ইচ্ছা হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাদের পুত্র নন্দিক মৃগরাজ নাগবলসম্পন্ন এবং বীর্য্যবান; সে যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত বৃতি লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিবে। তাহাকে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া দেখি।' ইহা্‌ স্থির করিয়া তাঁহারা পথের নিকট গিয়া রহিলেন এবং এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, আপনি কোথায় যাইতেছেন।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'সাকেতে।" তখন পুত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রথম গাথা বলিলেন :

সাকেত নগরে, দ্বিজ, হয় যদি তোমার গমন,
যাইবে অঞ্জন বনে, আছে যেথা মোদের নন্দন
নন্দিক নামেতে মৃগ; দয়া করি বলিবে তাহায়,
বৃদ্ধ তোর মাতা পিতা, বাছা, তোরে দেখিবার চায়।

'বেশ বলিব" এই আশ্বাস দিয়া ব্রাহ্মণ সাকেতে গেলেন এবং পর দিনই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া 'নন্দিক মৃগ কে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দিক তাঁহার সমীপে গিয়া বলিলেন, "আমি নন্দিক।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ইচ্ছা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া নন্দিক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ আমি যাইতে পারি; বৃতি লঙ্ঘন করিয়াও যাইতে পারি; কিন্তু আমি রাজদত্ত পানভোজনাদি ভোগ করিয়াছি; কাজেই তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছি; বিশেষতঃ এই মৃগদের সঙ্গে বহুদিন একস্থানে রহিয়াছি; অতএব রাজার এবং ইহাদের কোন উপকার না করিয়া এবং নিজের বলের পরিচয় না দিয়া প্রস্থান করা সঙ্গত হইবে না। যে দিন আমার বার আসিবে, সে দিন ইহাদের সকলেরই কল্যাণসাধন করিয়া মনের সুখে ফিরিয়া যাইব।" এই অর্থ সুব্যক্ত করিবার জন্য নন্দিক দুইটি গাথা বলিলেন :

অন্নপান আদি বহুদ্রব্য ভোগ করেছি রাজার ঠাঁই;
শুধু অন্ননাশ করেছি রাজার, ইহা না দেখাতে চাই।
চাপহস্তে যবে আসিবেন রাজা বিঁধিতে আমায় বাণে
সম্মুখে তাঁহার পার্শ্ব আপনার রাখিব নির্ভয়প্রাণে
উপজিবে সুখ তখন আমার ঋণ হতে মুক্তি পাব;
সে সুখের দিন আসিবে যখন পিতৃদরশনে যাব।

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নন্দিকের বার উপস্থিত হইল। সে দিন রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব একপার্শ্বে অবস্থিত রহিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে শরসংযোগ করিলেন। এ অবস্থায় অন্য মৃগেরা মরণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে; কিন্তু বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিলেন না; মৈত্রীভাবকে সম্মুকে রাখিয়া নির্ভয়ে

নিজের বিশাল পার্শ্ব রাজার দিকে ফিরাইয়া দিলেন, এবং নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের মৈত্রীভাবের প্রভাবে রাজা শরনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, শরনিক্ষেপ করিতেছেন না কেন; উহা নিক্ষেপ করুন।" "মৃগরাজ, শর নিক্ষেপ করিতে আমার সাধ্য নাই।" "তবেই ত মহারাজ গুণবানদিগের গুণ বুঝিতে পারিতেছেন।" রাজা বোধিসত্ত্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ধনুক ত্যাগ করিলেন, এবং বলিলেন, "এই অচেতন তুচ্ছ ধনুকও যখন তোমার গুণ জানিতে পারিয়াছে, তখন আমি সচেতন মানুষ হইয়াও কেন জানিতে পারিব না? আমাকে ক্ষমা কর; আমি তোমায় অভয় দিতেছি।" "মহারাজ, আমাকে অভয় দিলেন; কিন্তু এই উদ্যানস্থ মৃগদিগের সম্বন্ধে কি করিবেন?" "ইহাদিগকেও অভয় দিলাম।" অনন্তর ন্যগ্রোধমৃগ-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত বনচর মৃগ, আকাশচর পক্ষী এবং জলচর মৎস্যাদির জন্য রাজার নিকট অভয় গ্রহণ করিয়া এবং রাজাকে পঞ্চশীলে স্থাপিত করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, অগতিসমূহ পরিহার করিয়া দশরাজধর্ম্ম পালন করেন এবং অক্রোধনভাবে যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করেন।

দান, শীল, ত্যাগ, ক্ষান্তি, তপঃ, সারল্য, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ এই সব
কুশলকারক ধর্ম্ম রয়েছে আমাতে, তাই
নিয়ত পরমা প্রীতি, মানসিক শান্তি পাই।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গাথাকারে রাজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকদিন রাজার নিকট বাস করিলেন, তাহার পর, সমস্ত প্রাণীই যে অভয় পাইয়াছে, সুবর্ণভেরীবাদন দ্বারা নগরে সেই সংবাদ ঘোষণা করাইয়া তিনি রাজাকে অপ্রমত্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া মাতাপিতাকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

[চতুষ্পদ মৃগকুলে লভিয়া জনম পূর্ব্বে হয়েছিনু দেখিতে সুন্দর;
ধরিয়া নন্দিক নাম সেবিতাম মাতা পিতা; ছিনু আমি মৃগকুলেশ্বর।
তখন কোশল রাজ্যে প্রাসাদের অবিদূরে অঞ্জন নামেতে ছিল বন;
ছিল উহা নিয়োজিত রাজার আদেশক্রমে আমারই বাসের কারণ।
একদা বধিতে মোরে অধিজ্যধনুক করে, যুড়ি তাহে অতি তীক্ষ্ণ শর
প্রবেশি সে বনমাঝে বহুঅনুচরসহ দেখা দিলা কোশল-ঈশ্বর।
নিষ্কম্প-হৃদয়ে তাঁর সম্মুখেতে রাখি পার্শ্ব থাকিলাম আমি দাঁড়াইয়া;
পাইলাম বড় সুখ, হইলাম ঋণমুক্ত; মাতৃপার্শ্বে গেলাম ছুটিয়া।
এই কয়েকটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা]

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** হারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন তখনকার সেই মৃগমাতা ও মৃগপিতা; সারিপুত্র ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

---

৩৮৬. খরপুত্র-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত!" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিয়াছে?" "আমার গৃহস্থাশ্রমের ভার্য্যা।" "দেখ ভিক্ষু, তোমার এই স্ত্রী অনর্থকারিকা; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে যাইতেছিলে; কেবল পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে যখন সেনক রাজত্ব করিতেন, তখন বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। সেনকের সহিত তখন এক নাগরাজের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। সেই নাগরাজ না কি নাগভবন হইতে বাহির হইয়া স্থলে খাদ্য গ্রহণ করিতেন। একদিন গ্রাম্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "ওরে, একটা সাপ রে!" বলিয়া তাঁহাকে লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপণে প্রহার করিয়াছিল। রাজা সেনক তখন উদ্যানে কেলি করিতে যাইতেছিলেন; গ্রাম্য বালকেরা কি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন তাহারা একটা সাপ মারিতেছে, তখন তিনি আদেশ দিলেন, "মারিতে দিওনা ছোঁড়াগুলাকে তাড়াইয়া দাও।"

গ্রাম্য বালকেরা বিতাড়িত হইলে নাগরাজ প্রাণলাভ করিলেন, নাগভবনে প্রতিগমনপূর্ব্বক বহু রত্ন লইয়া আসিলেন নিশীথকালে সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঐ সমস্ত রত্ন দান করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার কৃপাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" রাজার সহিত এইরূপে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নাগরাজ তদবধি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি নাগকন্যাদিগের মধ্য হইতে এক কামপরায়ণা নাগকন্যাকে রাজার রক্ষণার্থ নিয়োজিত করিলেন এবং রাজাকে একটী মন্ত্র দিয়া বলিলেন, "যখন এই কন্যাকে দেখিতে পাইবেন না, তখন এই মন্ত্র আবৃত্তি করিবেন।"

সেনক একদিন উদ্যানে গিয়া ঐ নাগকন্যার সহিত জলকেলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে সে একটা উদকসর্প দেখিয়া মনুষ্যবিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার সহিত কুক্রিয়ায় রত হইল। রাজা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'নাগকন্যা কোথায় গেল?' অনন্তর তিনি সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া দেখিতে পাইলেন, সে কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বংশখণ্ড দ্বারা প্রহার করিলেন। সে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। নাগরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি যে ফিরিয়া আসিলে?" সে উত্তর দিল, "আপনার বন্ধু, তাঁহার কথা শুনি নাই বলিয়া, আমার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া সে আঘাতের চিহ্ন দেখাইল। নাগরাজ প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তিনি চারিজন নাগবালক ডাকিয়া তাহাদিগকে সেনকের নিকট পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ করিবে এবং নিঃশ্বাসবাত দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত ও নিহত করিবে। রাজা যখন শয়ন করিলেন, নাগবালকেরা গিয়া তখন তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল। ঐ সময় রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "ভদ্রে, নাগকন্যাটি কোথায় গিয়াছে জান কি?" রাণী উত্তর দিলেন, "না, মহারাজ!" "আমি আজ যখন পুষ্করিণীতে কেলি করিতেছিলাম, তখন সে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া এক উদকসর্পের সহিত অনাচার করিয়াছিল; তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য "আর কখনও এরূপ করিও না" বলিয়া আমি তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়াছিলাম। এখন আমার ভয় হইতেছে, সে পাছে নাগলোকে গিয়া আমার বন্ধুকে আর কিছু বলিয়া আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করে।" এই কথা শুনিয়া নাগবালকেরা তখনই নাগলোকে প্রতিগমনপূর্ব্বক নাগরাজকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইল। নাগরাজ শ্রবণমাত্র অতি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনকের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন, সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং "ইহাই আমার দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করুন" বলিয়া সেনকে এমন একটি মন্ত্র দিলেন, যাহার প্রভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্র দিবার কালে তিনি রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই মন্ত্রটী অমূল্য। কিন্তু আপনি যদি কখনও ইহা অপরকে দান করেন, তাহা হইলে তখনই আপনাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মরিতে হইবে।" "বেশ আমি সতর্ক হইয়া চলিব," বলিয়া রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি পিপীলিকার পর্য্যন্ত ভাষা বুঝিতে সমর্থ হইলেন।

একদিন সেনক রাজদেবীর উপর বসিয়া মধু ও গুড় মিশাইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বিন্দু মধু, এক বিন্দু গুড় এবং একখণ্ড পিষ্টক ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "রাজার বেদীতে মধুর কলসী ভাঙ্গিয়াছ, তাঁহার গুড়ের ও পিষ্টকের

শকট উল্‌টিয়া পড়িয়াছে; তোমরা কে কোথায় আছ, মধু, গুড় ও পিষ্টক খাও এসে।" রাজা পিপীলিকার এই চীৎকার শুনিয়া হাস্য করিলেন। রাজার কাছে রাণী বসিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজা হাসিলেন কেন?' ইহার পর রাজা ভোজন ও স্নান শেষ করিয়া[১] পল্যঙ্কে উপবেশন করিলে এক পুং মক্ষি তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এস ভদ্রে, আমরা কেলি করি।" স্ত্রীমক্ষি বলিল, 'স্বামীন, একটু অপেক্ষা করুন'। রাজার জন্য এখনই গন্ধ আসিবে; তাহা বিলেপন করিলে, রাজার পাদমূলে গন্ধচুর্ণ পড়িবে; আমি সেখানে থাকিয়া সুগন্ধা হইব, তাহার পর রাজার পৃষ্ঠে বসিয়া আমরা কেলি করিব।" রাজা একথা শুনিয়াও হাসিলেন। রাণী আবার ভাবিলেন, 'রাজা কি দেখিয়া হাসিলেন? ইহার পর রাজা যখন সায়মাশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন একটা অন্নপিণ্ড ভূতলে পড়িল; তাহা দেখিয়া একটা পিপীলিকা চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাজভবনে অন্নশকট ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু অন্ন আহার করে এমন কেহ এখানে নাই।" ইহা ভাবিয়া রাজা আবার হাসিলেন। রাণী সুবর্ণ চমস লইয়া রাজাকে পরিবেষণ করিতেছিলেন; তাঁহার সন্দেহ হইল, 'রাজা আমাকে দেখিয়াই হাসিতেছেন কি?' তিনি শয্যায় উঠিয়া রাজার সহিত শয়ন করিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি কারণে হাসিলেন বলুন।" রাজা উত্তর দিলেন, "আমার হাসিবার কারণ জানিয়া তোমার কি হইবে?' কিন্তু শেষে রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করায় তিনি হাসিবার কারণ বলিলেন। তখন রাণী প্রার্থনা করিলেন, "আপনি যে মন্ত্র জানেন, তাহা আমাকে দিতে হইবে।" রাজা উত্তর দিলেন, "তাহা আমার দিবার সাধ্য নাই"। কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়াও রাণী পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা বলিলেন, "আমি যদি তোমাকে এই মন্ত্র দিই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাণী ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, "আপনি মরুন বা বাঁচুন, আমাকে মন্ত্রটী দিন।" রাজা স্ত্রৈণতাবশত "আচ্ছা, দিব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং এই মন্ত্র দিয়া আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইবে" ইহা বলিয়া রথারোহণে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, এই মূর্খ রাজা স্ত্রীর অনুরোধে অগ্নি-প্রবেশ করিতে যাইতেছে; ইহার প্রাণরক্ষা করিব।' তিনি অসুরকন্যা সুজাকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সুজাকে ছাগী করিলেন ও নিজে ছাগ হইলেন এবং সমবেত জনসমূহের অদৃশ্য হইয়া

---

[১]। অগ্রে ভোজন, শেষে স্নান, ইহা কিছু অস্বভাবিক। পূর্ব্বে রাজা খাইতেছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে স্নান বাকী রাখিয়াছিলেন কেন?

রাজরথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কেবল রাজরথের সৈন্ধব গর্দ্দভ এবং রাজা নিজে দেখিতে পাইলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। রাজার সহিত বাক্যলাপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এমনভাবে দেখা দিলেন, যেন ছাগীর সহিত মৈথুন ধর্ম্মে রত হইয়াছেন। রথবাহী একটা সৈন্ধব গর্দ্দভ বলিল, "সৌম্য ছাগ, ছাগ যে মূর্খ ও নির্লজ্জ ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখি নাই। যে অত্যাচার কেবল সঙ্গোপনেই অনুষ্ঠাতব্য, তুমি আমাদের এত প্রাণীর সমক্ষে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অথচ কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছ না! এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে।

পণ্ডিতের মুখে শুনি ছাগলের বুদ্ধি নাই;
হেরিয়া ইহার কাণ্ড বুঝিলাম সত্য তাই।
লোকের সমক্ষে করে কর্ত্তব্য যাহা গোপনে;
তথাপি মূর্খের কিছু লজ্জা নাহি হয় মনে!

ইহা শুনিয়া ছাগরূপী শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :

মূর্খতায়, খরপুত্র, কম তুমি নও বড়,
রজ্জুতে আবদ্ধ আছ, বাঁকিয়াছে ওষ্ঠাধর,
অবনত হয়ে আছে মুখখানি বল্‌গাভারে,
তবু মূর্খ মুক্তি পেলে পলায়ন নাহি করে!
তুমি মূর্খ; তোমা হইতে বেশী মূর্খ সেই জন,
রথে চড়ি উদ্যানেতে করিতেছে যে গমন।

রাজা উভয় প্রাণীরই কথা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই জন্য ইহা শুনিয়াই শীঘ্র রথ ফেরত পাঠাইলেন। এদিকে গর্দ্দভ ছাগের কথা শুনিয়া চতুর্থ গাথা বলিল :

মূর্খ আমি, অজরাজ, জান তাতে ক্ষতি নাই;
সেনক রাজারে তুমি মূর্খ কেন বল, ভাই?

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝাইবার জন্য শক্র পঞ্চম গাথা বলিলেন :

লভিয়া উত্তম মন্ত্র ভার্য্যারে করিবে দান,
সেই হেতু হারাইবে এই মূর্খ নিজ প্রাণ।
নিজের হইলে মৃত্যু, বল ত, গর্দ্দভবর,
এ ভার্য্যা কি এরই ভার্য্যা এরই থাকিবে তাহার পর?

ছাগের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অজরাজ, আমার কেহ হিতকারী থাকিলে সে তোমা ভিন্ন আর কেহ নয়। বলত, এখন আমার কর্ত্তব্য কি।" শক্র উত্তর দিলেন "মহারাজ, কোন প্রাণীরই আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু নাই। কোন একজনকে ভাল বাসিলেই যে তাহার জন্য আত্মবিনাশ করিতে বা আত্মসম্পৎ

নাশ করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

আপনার মত যারা, কর্ত্তব্য তাদের নয়
প্রিয়ের সেবার তরে করিতে নিজের ক্ষয়।
জগতে আত্মার তুল্য নাহি অন্য কোন ধন;
তাই বুদ্ধিমান করে সতত আত্মরক্ষণ।
থাকিলে জীবন, যবে হবে তব অভ্যুদয়,
শত শত প্রিয় ব্যক্তি লভিবে তুমি নিশ্চয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে উপদেশ দিলেন। রাজা ইহাতে অতি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অজরাজ, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি শক্র; তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তোমাকে মৃত্যু হইতে মোচন করিবার জন্য আসিয়াছি।" "দেবরাজ, আমি নারীকে মন্ত্র দিব বলিয়াছিলাম; এখন কি করব?" 'তোমাদের দুইজনেরই যাহাতে বিনাশ হয়, এমন কাজ করা অসঙ্গত। শিক্ষা দিতে হইলে এই উপচার প্রয়োগ করিতে হয়' ইহা বলিয়া রাণীকে কয়েকবার প্রহার করাইবে; তাহা হইলেই তিনি আর মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।" রাজা, "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর রাজা উদ্যানে গিয়া রাণীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে মন্ত্র গ্রহণ করিবে কি?" রাণী বলিলেন, "হাঁ মহারাজ।" "তাহা হইলে যথারীতি উপচার কর।" "কি উপচার?" তোমার পৃষ্ঠে শতবার আঘাত করা হইবে, কিন্তু তুমি তাহাতে কোনরূপ আর্ত্তনাদ করিতে পারিবে না।" রাণী মন্ত্র পাইবার লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক।" রাজা ভৃত্যদিগের হাতে কশা দিয়া রাণীর উভয় পার্শ্বে প্রহার আরম্ভ করাইলেন। দুই তিন আঘাত সহ্য করিবার পর রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই।" কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, তুই আমাকে মারিয়া মন্ত্র লইতে চাহিয়াছিলি" বলিয়া তিনি রাণীর পৃষ্ঠদেশ নিশ্চর্ম্ম করাইলেন। রাণীর সাধ্য রহিল না, যে মন্ত্রের আর মুখে আনেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইহার পত্নী ছিল সেই রাণী, সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্ব (গর্দ্দভ?) এবং আমি ছিলাম শক্র।]

☞ আরব্য নৈশোপাখ্যান মালায় দ্বিতীয় আখ্যায়িকার সহিত এই আখ্যায়িকার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

---

৩৮৭. সূচী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহাউম্মার্গ-জাতকে[১] প্রদত্ত হইবে। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও প্রজ্ঞাবান ছিলেন।" অনন্তর তিনি এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক কর্ম্মকারকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বংশগতশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন। বোধিসত্ত্ব যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহার অবিদূরে অন্য এক গ্রামে একহাজার ঘর কর্ম্মকার বাস করিত। এই সহস্র কর্ম্মকারের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল এবং বহু ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার এক পরম রূপবতী, অপ্সরোপম ও জনপদকল্যাণী লক্ষণসম্পন্না কন্যা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকে বাসী, পরশু, ফলা, পাচন[২] প্রভৃতি প্রস্তুত করাইবার জন্য যখন ঐ গ্রামে যাইত, তখন প্রায়ই এই কন্যাকে দেখিতে পাইত এবং স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া পথে ঘাটে, যেখানে দশজনে এক সঙ্গে বসিত বা মিলিত, সেখানেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত। বোধিসত্ত্ব তাহার রূপের কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি জাতানুরাগ হইলেন, সেই রমণীকে নিজের পাদচারিকা করিবার উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট-জাতীয় লৌহ গ্রহণপূর্ব্বক এক অতি সুক্ষ্ম অথচ দৃঢ় সূচিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং উহার এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। উহা এমন হাল্‌কা হইল যে, জলে ফেলিলে ভাসিতে লাগিল। তিনি এই সূচিকার জন্য উক্তরূপে একটি কোষও প্রস্তুত করিলেন এবং তাহারও এক প্রান্তে বিঁধ কাটিলেন। এই প্রকারে তিনি একে একে উক্ত সূচিকার জন্য সাতটি কোষ গঠন করিলেন। কিরূপে যে তিনি এই অদ্ভুত কার্য্য করিলেন তাহা অবক্তব্য, কারণ বোধিসত্ত্বদিগের জ্ঞান মাহাত্ম্যবশতঃ তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহাই সুসম্পন্ন হয়।

বোধিসত্ত্ব সূচীটি একটা নালিকার মধ্যে ফেলিয়া থলিতে পুরিলেন এবং তাহা লইয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া, প্রধান কর্ম্মকার যে রাস্তার ধারে বাস করেন, সেখানে গেলেন এবং তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইয়া সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কে মূল্য দিয়া আমার নিকট

---

[১]। ৫৪৬।

[২]। প্রাজন (সংস্কৃত); বাঙ্গালা ও পালি "পাচন"।

হইতে এই সূচী ক্রয় করিবে গো?" তিনি প্রধান কর্ম্মকারের গৃহসমীপে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :

শাণে ঘসা সরু অতি সূচ কিনবে কে?
খুব চোখাল আগাটী তার, দেখনা এসে।
তার ছেঁদাটিও বেশ,
পরাতে তার সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

ইহা বলিয়া তিনি আবার দ্বিতীয় গাথা দ্বারা সূচিকার গুণ বর্ণনা করিলেন :

মাজা ধসা আগাগোড়া সুগোল সূচ নিবে?
এমন শক্ত, ঘা দিলে তায় নেহান বিন্ধিবে!
তার ছেঁদাটিও বেশ।
পরাতে তায় সূতা কারো হয় না কোন ক্লেশ।

এই সময়ে প্রধান কর্ম্মকার প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়াছিলেন এবং সেই কুমারী তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিল। লোকের বুকে টাট্‌কা মাংসপিণ্ড আবদ্ধ হইলে সহস্র ঘট জল পান করিলে যেমন তাহার শান্তি হয়, বোধিসত্ত্বের মধুরস্বর শুনিয়া কুমারীরও সেইরূপ হইল। সে ভাবিল, 'কে এত মুধুরস্বরে কামারের গ্রামে সূচিকা বিক্রয় করিতেছে? সে এখানে কি কাজে আসিয়াছে? একবার জানিতে হইতছে।' অনন্তর সে তালবৃন্তখানি রাখিয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং বারন্দায় দাঁড়াইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথা বলিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে; এই বোধিসত্ত্ব উক্ত কুমারীর জন্যই এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। কুমারী তাঁহাকে বলিল, "যুবক, এ রাজ্যের সকল লোকে এই সূচী প্রভৃতি কিনিতে আসে। তুমি কি অবোধ! কর্ম্মকারের গ্রামে সূচী বিক্রয় করিতে চাও! তুমি সারাদিন সূচীর গুণ ব্যাখ্যা করিলেও কেহই তোমার হাত হইতে উহা গ্রহণ করিবে না। যদি মূল্য পাইতে ইচ্ছা কর, তবে গ্রামান্তরে যাও।

সূচ বল, বড়শী বল, যে জন যা চায়।
এই খানে তা তৈয়ার হয়ে অন্য গাঁয়ে যায়;
হেথা হাজার ঘর কামার,
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?
নানা রকম অস্ত্র শস্ত্র এখান হ'তে যায়;
এখানকার যে কামার ভাল জানে তা সবায়।
হেথা হাজার ঘর কামার;
এসে হেথা সূচ বেচিতে ইচ্ছা হয় কার?

কুমারীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি জান না বলিয়াই এরূপ বলিতেছ?

বুদ্ধি যার থাকে ঘটে বেচ্‌তে পারে সে
যত ইচ্ছা তত সূচ কামারের গাঁয়ে।
যে জন নিপুণ কর্ম্মকার,
কোনটা সোজা, কোনটা কঠিন জানা আছে যার,
জিনিস দেখলেই বুঝিতে সে পারে গুণ তার।
যে সূচ আমি, সুলোচনে, বেচতে এসেছি,
পিতা তোমার একটীবার তা দেখতে পান যদি,
আমায় দিবেন আদর করে,
তোমার সঙ্গে আর যত ধন আছে তাঁহার ঘরে।

প্রধান কর্ম্মকার উভয়ের সমস্ত কথা শুনিয়া "মা, একবার এখানে এস" বলিয়া কন্যাকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন "কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলে?" কুমারী বলিল, "বাবা, একটা লোক সূচ বেচিতেছে; তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।" "তাকে ডাক।" কুমারী গিয়া ডাকিল এবং বোধিসত্ত্ব গিয়া প্রধান কর্ম্মকারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন গ্রামে বাস কর!" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি অমুক গ্রামে বাস করি এবং অমুক কর্ম্মকারের পুত্র।" "এখানে আসয়িাছ কেন?" "সূচ বেচিতে।" "বাহির কর; তোমার সূচ দেখিব।" বোধিসত্ত্ব ইচ্ছা করিলেন যে, সকলের সম্মুখে নিজের গুণের পরিচয় দিবেন। এই জন্য তিনি বলিলেন, 'এক এক করিয়া না দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে দেখিলে ভাল হয় না কি?" প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন "উত্তম কথা"। তিনি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মকার একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "তোমার সূচ আন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, একটা নেহান[১] ও একটা জলপূর্ণকাংস্যস্থালী আনিতে আদেশ করুন।" তখন ঐ দুই দ্রব্য আনীত হইল; বোধিসত্ত্ব থলি হইতে নালিকা বাহির করিয়া দিলেন। প্রধান কর্ম্মকার তাহা হইতে সূচী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই কি তোমার সূচ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ সূচ নহে; সূচের কোষ।" প্রধান কর্ম্মকার পরীক্ষা করিয়া ইহার কোনটি আগা কোনটি গোড়া বুঝিতে পারিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া নখ দ্বারা কোষটী অপনীত করিলেন, "এইটা সূচ, এইটা কোষ" বলিয়া সমস্ত লোককে দেখাইলেন এবং সূচীটি প্রধান কর্ম্মকারের হস্তে দিয়া কোষটি তাঁহার পাদমূলে

---

[১]। অধিকরণী।

রাখিয়া দিলেন। তখন প্রধান কর্ম্মকার বলিলেন, "এইটি বোধ হয় সূচ।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এটাও সূচের কোষ"। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার নখ দ্বারা কোষটী পৃথক করিলেন। এইরূপে তিনি একে একে সাতটি কোষ প্রধান কর্ম্মকারের পাদমূলে রাখিয়া প্রকৃত সূচীটি তাঁহার হাতে দিলেন। অমনি সহস্র কর্ম্মকার ধন্য ধন্য করিয়া অঙ্গুলি ছোটন ও চেল সঞ্চালন করিয়া উঠিল। তাহার পর প্রধান কর্ম্মকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার এই সূচের বল কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আচার্য্য, "কোন বলবান পুরুষকে নেহান্‌টা তুলিতে বলুন, জলের থালাখানা তাহার নীচে রাখিতে বলুন এবং নেহানের মাঝখানে এই সূচ ধরিয়া ঘা দিতে বলুন।" প্রধান কর্ম্মকার তাহাই করিলেন এবং নেহানের মধ্যে সূচীর অগ্রভাগ ধরিয়া ঘা দিলেন। সূচীটা তৎক্ষণাৎ নেহান বেধ করিয়া জলের উপর এমনভাবে পড়িল যে তাহার এক চুলও জলের উপরে বা নীচে রহিল না। "আমরা এতকাল কানেও শুনিতে পাই নাই যে, কোথাও এরূপ কর্ম্মকার আছে", ইহা বলিতে বলিতে সমবেত কর্ম্মকারেরা আবার অঙ্গুলি ছোটন ও সহস্র সহস্র বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন প্রধান কর্ম্মকার কন্যাকে ডাকিয়া সেই সভার মধ্যেই বলিলেন, "এই কুমারী তোমারই উপযুক্ত।" ইহা বলিয়া তিনি জলাঞ্জলি পাত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর যখন এই প্রধান কর্ম্মকারের মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্বই সেই প্রধান কর্ম্মকার হইলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।]

[**সমবধান :** তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই কর্ম্মকার-দুহিতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ম্মকার।]

---

৩৮৮. তুণ্ডিল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক মরণভীরু ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিযাছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তী নগরের এক সন্ত্রাস্তবংশে জন্মিয়াছিলেন; পরে বৌদ্ধ শাসনে প্রবেশ করেন। ইনি সর্ব্বদা মরণভয়ে ভীত ছিলেন। বৃক্ষের শাখা অল্পমাত্র বিচলিত হইলে, একখানা যষ্টি পড়িয়া গেলে, কোন পক্ষী বা চতুষ্পদে শব্দ করিলে বা এইরূপ অন্য কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তিনি কুক্ষিদেশে আহত শশকের ন্যায় মরণভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিয়া বেড়াইতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু অল্পমাত্র শব্দ শুনিলেই কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে। প্রাণীমাত্রের মরণই ধ্রুব এবং জীবিত অধ্রুব, ইহা ত যত্নসহকারে মনে রাখা কর্ত্তব্য।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কিহে, তুমি বড় মরণভীরু, একথা সত্য কি?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি মরণভীরু ছিল। অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শুকরীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শূকরী পরিণত-গর্ভা হইয়া দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল। সে একদিন পুত্রদ্বয়কে লইয়া একটা গর্ত্তে শুইয়াছিল। এই সময়ে বারাণসীর এক বৃদ্ধা কার্পাসক্ষেত্র হইতে এক ঝুড়ি কার্পাস লইয়া যষ্টি দ্বারা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। শূকরী এই শব্দ শুনিয়া মরণভয়ে পুত্রদ্বয়কে ত্যাগ করিয়াই পলায়ন করিল। শূকর-শাবক দুইটাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি বৃদ্ধার অপত্যস্নেহ জন্মিল; সে তাহাদিগকে ঝুড়িতে ফেলিয়া গৃহে লইয়া গেল, বড়টীর নাম মহাতুণ্ডিল, ছোটটীর নাম খুল্লতুণ্ডিল রাখিল এবং দুইটীকেই পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিল। ক্রমে এই শূকর শাবক দুইটি বড় হইয়া স্থূলদেহসম্পন্ন হইল। অনেকে বৃদ্ধাকে বলিল, "মূল্য লইয়া আমাদিগকে দাও"; কিন্তু বৃদ্ধা কাহাকেও দিল না; সে বলিত "ইহারা আমার ছেলে।"

একবার কোন পর্ব্বের দিন কয়েকজন ধূর্ত্ত মদ্য পান করিতেছিল। তাহাদের যখন মাংস ফুরাইয়া গেল, তখন তাহারা মাংস কোথায় পাওয়া যাইবে ভাবিতে লাগিল। পরে যখন জানিতে পারিল বৃদ্ধার গৃহে শূকর আছে, তখন তাহারা মূল্য লইয়া সেখানে গেল এবং বলিল, "মা, মূল্য লইয়া আমাদিগকে একটা শূকর দাও।" বৃদ্ধা উত্তর দিল, "বেশ বলিলে বাবা! কেহ কি মূল্যের লোভে নিজের ছেলেকে মাংসখোরদিগের হাতে দিতে পারে?" বৃদ্ধা ধূর্ত্তদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহারা আবার বলিল, "মা, শূকরে কখনও মানুষের পুত্র হইতে পারে? দাও একটা শূকর।" যখন পুনঃ পুনঃ এইরূপে চাহিয়াও তাহারা শূকর পাইল না, তখন তাহারা বৃদ্ধাকে সুরাপান করাইল এবং সে মত্ত হইলে বলিল, "মা, তুমি শূকর দিয়া কি করিবে? মূল্য লইয়া ইচ্ছামত ব্যয় কর।" ইহা বলিয়া তাহারা বৃদ্ধার হাতে কতিপয় কার্ষাপণ দিল। বৃদ্ধা কার্ষাপণগুলি পাইয়া বলিল, "বাবা, মহাতুণ্ডিলকে দিতে পারিব না; তোমরা খুল্লতুণ্ডিলকে লইয়া যাও।" ধুর্ত্তেরা জিজ্ঞাসিল, "সে কোথায়?" "সে ঐ গুল্মের ভিতর আছে।" "তাহাকে ডাক।" 'তাহার আহারের জন্য ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এই কথায় ধূর্ত্তেরা মূল্য দিয়া একপাত্র ভাত কিনিয়া আনিল। বৃদ্ধা উহা লইয়া দরজার নিকট যে শূকরদ্রোণি ছিল, তাহা পূরিল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। ত্রিশজন

ধূর্ত্ত ও পাশ হাতে লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা, "আমার বাবা, খুল্লতুণ্ডিল" বলিয়া শব্দ করিল; তাহা শুনিয়া মহাতুণ্ডিল ভাবিল, "এতকাল ত মা খূল্লতুণ্ডিলকে আগে ডাকেন নাই; আমাকে প্রথমে ডাকিতেন; আজ নিশ্চয় আমাদের পক্ষে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।" তিনি কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, মা তোমায় ডাকিতেছেন; গিয়া দেখ কি জন্য। খূল্লতুণ্ডিল গুল্ম হইতে বাহির হইয়া দেখিল ভাতের দ্রোণির কাছে ঐ লোকগুলো দাঁড়াইয়া আছে। ইহাতে সে ভাবিল 'আজ আমার মরণ উপস্থিত হইয়াছে'। সে মরণভয়ে ভীত হইয়া ফিরিল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জ্যেষ্ঠের নিকটে গেল। সেখানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মহাতুণ্ডিল বলিল, 'ভাই, তুমি কাঁপিতেছ ও ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? কেনইবা প্রবেশ-পথের দিকে তাকাইয়া আছ?" খূল্লতুণ্ডিল নিজে যাহা দেখিয়াছে, তাহা বুঝাইবার কালে গাথা বলিল :

নূতন রকম ভাত দিয়াছে আনিয়া;
পূর্ণ দ্রোণি-মাতা তার কাছে দাঁড়াইয়া;
পাশ হস্তে তাঁর পাশে আরো কত জন;
খাইতে আমার আজ নাহি সরে মন।[১]

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই খুল্লতুণ্ডিল, যে উদ্দেশ্যে মাতা এতদিন শূকর পুষিয়াছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। তুমি কোন চিন্তা করিও না।" অনন্তর তিনি বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত মধুরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে করিতে দুইটী গাথা বলিলেন :

কাঁপিতেছ ভয়ে, চাও পাইতে আশ্রয়;
কোথা যাবে? ত্রাণের ত নাহিক উপায়।
মনের আনন্দে অন্ন করগে ভোজন;
মাংসহেতু করে লোকে শূকরপোষণ।
কর স্নান নিরমল হ্রদের জলেতে;
স্বেদমল ধুয়ে ফেল শরীর হইতে;
নব বিলেপন আসি করহ গ্রহণ,
গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন।

বোধিসত্ত্ব দশপারমিতা স্মরণ করিয়া মৈত্রীপারমিতাকে নিজের পুরোভাগে রাখিয়া প্রথম পাদ উচ্চারণ করিবামাত্র সেই শব্দ দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী

---

[১]। পূর্ব্বে আঁকাড়া চাউলের ভাত বা পোড়া ভাত খাইতাম; দ্রোণিও পূর্ণ থাকিত না; কিন্তু আজ ভাত ভাল, দ্রোণিও পূর্ণ।

নগরে সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল। রাজা, উপরাজ প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী যেমন এই শব্দ শুনিলেন, অমনি ছুটিয়া আসিলেন। যাহারা আসিল না, তাহারাও গৃহে থাকিয়া শুনিতে লাগিল। রাজপুরুষেরা সেই গুল্ম ভাঙ্গিয়া স্থানটা সমভূমি করিল এবং বালুকা ছড়াইয়া দিল। ধূর্ত্তদের মত্ততা ছুটিয়া গেল; তাহারাও পাশ ছাড়িয়া ধর্ম্মদেশন শুনিতে লাগিল। বৃদ্ধারও নেশা ভাঙ্গিল। মহাসত্ত্ব সেই মহাজনের মধ্যে খূল্লতুণ্ডিলকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া খূল্লতুণ্ডিল ভাবিল, 'আমার ভ্রাতা এইরূপ বলিতেছেন বটে; কিন্তু আমাদের বংশে কেহই ত পুষ্করিণীতে নামিয়া অবগাহন করেনা, শরীরের স্বেদমলও ধোয় না, পূর্ব্ববিলেপন ত্যাগ করিয়া নববিলেপনও গায়ে মাখে না। অতএব তিনি কি অভিপ্রায়ে আমায় এরূপ বলিলেন?' এই প্রশ্ন করিবার সময় সে চতুর্থ গাথা বলিল :

নিরমল হ্রদ তুমি কারে বল, ভাই;
'স্বেদমলে' কি বুঝিব তোমায় শুধাই।
কিরূপ তোমার সেই নববিলেপন,
গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবহিতকর্ণে শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিবার সময়ে দুইটী গাথা বলিলেন :

ধর্ম্ম অপঙ্কিল হ্রদ, অবগাহি তায়
পাপরূপ স্বেদমল দূর করা যায়,
শীল নববিলেপন, সৌরভ যাহার
নিয়ত অক্ষুন্ন থাকে ব্যাপি চরাচর।[১]

---

[১] । এই অংশের ব্যাখ্যার টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন :

কুসুমের, চন্দনের কিংবা তগরের।
গন্ধ নাহি যার প্রতিকুলে বাতাসের॥
সজ্জনের গন্ধ কিন্তু প্রতিবাতে ধায়।
স্পর্শে তার সর্ব্বদিক সুপবিত্র হয়।
তগর, চামেলী, পদ্ম, অথবা চন্দন-
গন্ধ নহে ইহাদের উত্তম তেমন
পুণ্যত্মায় শীলগন্ধ উত্তম যেমন।
তগরের, চন্দনের গন্ধ কিবা ছার,
অল্পমাত্রস্থানে হয় প্রসর ইহার;
শীলগন্ধ সর্ব্বব্যাপী; স্বর্গে দেবগণ
আঘ্রাণ করিয়া তায় হন হৃষ্টমন। ধম্মপদ (৫। ৫৪। ৫৬)।

মাংস খাবে এ উল্লাসে এই অজ্ঞগণ
বড় সুখী হইয়াছে, জানি বিলক্ষণ।[১]
শরীর ধারণও বড় নহে সুখকর,
মৃত্যুভয়ে সদা জীব কাঁপে থর থর।
শীলবান ত্যজে প্রাণ হাসিতে হাসিতে,
হাসে যথা লোকে পৌর্ণমাসী রজনীতে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্ম্মদেশন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সমবেত বৃহজ্জনসঙ্ঘ শত সহস্রবার অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল, চেল সঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং সমস্ত অন্তরীক্ষ সাধুকারশব্দে পুর্ণ হইল। বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয় রাজ্য দিয়া পূজা করিলেন, বৃদ্ধাকে বহু ধনাদি দিয়া সম্মান করিলেন, তাঁহাদের উভয়কেই গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন, নববস্ত্র পরিধান করাইলেন, গলে মণিরত্নাদি পরাইলেন, নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিলেন, এবং তাঁহাদের রক্ষার্থ বহু অনুচর দিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীল দান করিলেন, বারাণসী ও কাশীরাজ্যের সমস্ত অধিবাসীও শীলসমূহ পালন করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব প্রতি পক্ষান্তদিবসে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন এবং বিচারালয়ে বসিয়া তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাজ্যে কোন কূটার্থকারক দেখা যাইত না।

কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করাইলেন, এবং বিচার সংক্রান্ত একখানি পুস্তক লেখাইয়া বলিলেন, "অতঃপর

---

[১]। এই অংশের ব্যাখ্যার টীকাকার নিম্নলিখিত গাথার্দ্ধ ও গাথাত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন :

যতদিন পাপের না পরিণতি হয়, মধুজ্ঞান করে পাপে যত দুষ্টাশয়।
-ধর্ম্মপদ (৫। ৬৯)।

জ্ঞানহীন, কুকর্ম্মেতে রত যেইজন, নিজেই নিজের করে শত্রুতাচরণ।
পরিণাম না বুঝিয়া পাপে রত হয়; শেষে কিন্তু পায় পাপফল বিষময়।
-ধম্মপদ (৫। ৬৬)।

যে কাজ করিলে শেষে জন্মে অনুতাপ,
কান্দিয়া ভুগিতে হয় কুফল যাহার,
সাধু যেই, কভু সেই করি হেন পাপ
মুক্তিপথ রুদ্ধ নাহি করে আপনার।
-ধম্মপদ (৫। ৬৭)।

দণ্ড পাইবার ভয়ে কাঁপে জীবগণ; সকলেরই প্রিয় অতি আপন জীবন।
অতএব সর্ব্বজীবে ভাবি আত্মবৎ করে না প্রহার কিংবা প্রাণ-অতিপাত
-ধম্মপদ (১০। ১৩০)।

তোমরা এই পুস্তক দেখিয়া বিচার করিবে।” এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিয়া এবং অপ্রমত্তভাবে উপদেশ দিয়া তিনি খুল্লতুণ্ডিলের সহিত অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া রাজ্যের সকল লোকে রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব এ সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ষাট হাজার বৎসর বলবান ছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মরণভয়ভীরু ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এই মরণভয়ভীরু ভিক্ষু ছিল খুল্লতুণ্ডিল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কাশীবাসী লোক এবং আমি ছিলাম মহাতুণ্ডিল।]

----

৩৮৯. সুবর্ণকর্কট-জাতক

[স্থবির আনন্দ শাস্তার জন্য নিজের জীবন ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ‘খণ্ডহাল জাতকে’[১] ধনুর্দ্ধরনিয়োজন সম্বন্ধে এবং ধনপালের গর্জ্জন সম্বন্ধে[২] খুল্লহংস জাতকে[৩] বলা যাইবে। ঐ সময়ে ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল; ভিক্ষুরা বলিয়াছিলেন, “দেখ ভাই, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দ শৈক্ষের পক্ষে যতদূর সম্ভব, প্রতিসম্ভিদা পাইয়াছেন বলিয়া, যখন ধনপালক ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাণরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।” শাস্তা সভায় গিয়া যখন তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

* * *

পুরাকালে রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে শালিন্দী নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব তখন ঐ গ্রামের এক কর্ষক-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থালী আরম্ভ করিলেন। তিনি ঐ গ্রামের পূর্ব্বোত্তর দিকে মগধরাজ্যে

---

[১]। ৫৪২।

[২]। প্রথম খণ্ডের ২১শ জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

[৩]। ৫৩৩।

সহস্র করীস[১] ভুমি কর্ষণ করিতেন। তিনি একদিন ভৃত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে চাষ করিতে আদেশ দিয়া মুখপ্রক্ষালনের জন্য ক্ষেত্রের একপ্রান্তস্থ একটা ডোবায় গেলেন। ঐ ডোবায় একটী সুন্দর ও সুপ্রকৃতি বিশিষ্ট সুবর্ণকর্কট থাকিত। বোধিসত্ত্ব দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া মুখ ধুইতেছেন, এমন সময়ে ঐ কর্কট তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তুলিয়া নিজের উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে ফেলিলেন, তাহাকে লইয়া ক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানকার কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবারকালে তাহাকে সেই ডোবায় নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। তদবধি ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি প্রথমেই সেই ডোবায় যাইতেন এবং কর্কটটাকে উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে লইয়া তাহার পর নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিনই ক্ষেত্রে যাইতেন। তাঁহার চক্ষুতে পঞ্চ প্রসাদ চিহ্ন এবং তিনটি মণ্ডল অতি সুন্দরভাবে বিরাজ করিত। তাঁহার ক্ষেত্রের এক প্রান্তস্থিত একটা তালবৃক্ষে কাককুলায়ে একটা কাকী ছিল; বোধিসত্ত্বের চক্ষু দেখিয়া তাহার উহা খাইতে ইচ্ছা হইল এবং সে স্বামীকে বলিল, ‘স্বামীন, আমার একটা সাধ হইয়াছে।” কাক জিজ্ঞাসিল, “কি সাধ হইয়াছে, প্রিয়ে?” “এক ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটি খাইবার ইচ্ছা।” “তোমার এ সাধ ত ভাল নয়; কাহার সাধ্য, ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটি আনিতে পারে?” “তোমার যে সাধ্য নাই, আমি তাহা জানি। কিন্তু এই তালগাছের নিকটে বল্মীকের মধ্যে যে কৃষ্ণসর্প আছে, তাহার উপাসনা কর; সে ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়া মারিবে; তখন তুমি উহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া আনিবে।” এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কাক তদবধি সেই কৃষ্ণসর্পের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বোধিসত্ত্ব যে সকল শস্য বপন করিয়াছিলেন, সেগুলির যখন থোড় হইয়াছিল, সে সময়ে কর্কটাও বেশ বড় হইয়াছিল। এই সময়ে এক দিন সর্প কাককে বলিল, “ভদ্র, তুমি অবিরত আমার উপাসনা করিতেছ? বল, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?” কাক বলিল, “প্রভু, এই ক্ষেত্রস্বামীর চক্ষু দুইটী খাইবার জন্য আপনার দাসীর বড় সাধ জন্মিয়াছে; আপনার ক্ষমতাবলে চক্ষু দুইটি পাইবার আশায় আমি আপনার উপাসনা করিতেছি।” সর্প তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, “এ ত কোন কঠিন কাজ নয়; তুমি চক্ষু দুইটা পাইবে।”

ইহার পরদিন, কৃষ্ণসর্প ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেত্রসীমার নিকটে পথপার্শ্বে তৃণের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিবারকালে প্রথমে ডোবায়

---

[১]। এক করীস = ৪ অম্মণ = ৮ একার। তাহা হইলে বোধিসত্ত্বের ভূমি পরিমাণ প্রায় আট হাজার একার বা ২৫০০০ বিঘা ছিল।

নামিয়া মুখ ধুইলেন, সুবর্ণকর্কটের প্রতি জাতস্নেহ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে উত্তরীয় বস্ত্রের ভিতর রাখিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সর্প অতিবেগে ছুটিয়া তাঁহার পায়ের নীচে দংশন করিল এবং সেখানেই তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া বল্মীকের মধ্যে পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্বের পতন, তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণকর্কটের বহির্লম্ফন এবং উড়িয়া আসিয়া বোধিসত্ত্বের বক্ষঃস্থলে কাকের উপবেশন, এই ঘটনাগুলি পর পর নিমিষের মধ্যে হইয়া গেল। কাক বসিয়া বোধিসত্ত্বের চক্ষুর ভিতর নিজের তুণ্ড প্রবেশ করাইল। কর্কট ভাবিল, "এই কাকের চক্রান্তেই আমার বন্ধুর বিপদ ঘটিয়াছে; ইহাকে ধরিলে সাপটা নিশ্চয় আসিবে।" সে, কামারে যেমন সাঁড়াশী দিয়া ধরে, সেইরূপে নিজের শৃঙ্গদ্বারা দৃঢ়রূপে কাকের গ্রীবা ধরিল এবং তাহাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিয়া শেষে একটু ঢিল দিল। তখন কাক সর্পকে ডাকিতে লাগিল, "বন্ধু, তুমি আমায় ছাড়িয়া পলাইলে কেন? এই কর্কটটা আমায় বধ করিতেছে? আমার প্রাণ বাহির হইবার আগে আসিয়া উদ্ধার কর।"

অস্থিত্বক,[১] জলচর, আয়তনয়ন,
লোমহীন, শৃঙ্গ যার দেখিতে ভীষণ,
হেন মৃগ অভিভূত করেছে আমায়;
কান্দি তাই ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।
এস, সখে, শীঘ্র শীঘ্র করহ উদ্ধার;
কি কারণ হইতেছে বিলম্ব তোমার?[২]

ইহা শুনিয়া সর্প বিশাল ফণা বিস্তারপূর্ব্বক কাককে আশ্বাস দিতে আসিল।

[এই ভাব সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

বিস্তারি বৃহৎ ফণ, ফোঁস ফোঁস শব্দ করি, কর্কটের কাছে সাপ যায়
সখারে করিতে রক্ষা; কর্কট দ্বিতীয় শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে ধরিল তাহার।

অতঃপর সর্পকেও বিলক্ষণ যাতনা দিয়া কর্কট বন্ধন একটু শিথিল করিল। সর্প ভাবিল, 'কর্কটে বায়সের মাংস খায় না, সর্পের মাংসও খাই না, তবে আমাদের দুই জনকেই ধরিয়াছে কেন?' এই চিন্তা করিয়া সে তৃতীয় গাথা বলিল :

কর্কটে ধরে না কভু ভোজনের তরে
বায়সের বা সর্পে, তাই শুধাই তোমারে,

[১]। অর্থাৎ যাহার ত্বক্ অস্থির ন্যায় দৃঢ়, অথবা যাহার ত্বক্ নাই, অস্থিই ত্বকের কাজ করে।
[২]। দ্বিতীয় খণ্ডের কর্কট জাতকেও (২৬৭) এই গাথা আছে।

হে আয়তনেত্র, তুমি আমা দুই জনে
আবদ্ধ করিলে কেন সুদৃঢ় বন্ধনে?

ইহা শুনিয়া কর্কট দুইটী গাথা দ্বারা ধরিবার কারণ বলিল :

এ ব্যক্তি আমার অতি হিতপরায়ণ, জল হতে তুলি মোরে করিয়া যতন
লয়ে যান নিজ সঙ্গে; মরণে ইহাঁর জন্মিবে দারুণ দুঃখ হৃদয়ে আমার।
ইঁহার মরণে আমি হব অসহায়; আমার রক্ষার কোন না রবে উপায়।
পরিপুষ্ট দেহ মোর করিয়া দর্শন মারিতে আমায় যাবে কত শত জন;
স্বাদু, স্থূল, সুমধুর মাংসের আশায় কাকেও বধিতে চেষ্টা করিবে আমায়।

ইহা শুনিয়া সর্প চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোন উপায়ে উহাকে বঞ্চনা করিয়া কাকের ও নিজের দুই জনেরই মুক্তি লাভ করিতে হইবে।' অনন্তর সে কর্কটকে বঞ্চনা করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিল :

শুধু যদি এই হেতু আমা দুই জনে আবদ্ধ করেছ তুমি সুদৃঢ় বন্ধনে
উঠুক বাঁচিয়া তব সখা, আমি তার করিতেছি দেহ হ'তে উদ্ধার।
আমারে, কাকেরে আর ছাড় শীঘ্র, ভাই; বিষ যদি গাঢ় হয়, রক্ষা তবে নাই।

ইহা শুনিয়া কর্কট চিন্তা করিল, 'সর্পটা এক উপায় প্রয়োগ করিয়া কাকের ও নিজের মুক্তি সাধনপূর্ব্বক পলায়ন করিবে ভাবিয়াছে; আমি যে কেমন উপায়কুশল, এ তাহা জানে না। যাহাতে সর্পটা সঞ্চরণ করিতে পারে, আমি সেইভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিব; কিন্তু কাকটাকে ছাড়িব না।' ইহা স্থির করিয়া সে সপ্তম গাথা বলিল :

সর্পেরে ছাড়িব আগে, কাকে না ছাড়িব;
আবদ্ধ করিয়া দুষ্ট কাকের রাখিব।
বিষমুক্ত হয়ে মিত্র লভিলে জীবন,
দিব মুক্তি কাকে, দিনু সর্পেরে যেমন।

ইহা বলিয়া সর্প যাহাতে অনায়াসে চলিতে পারে, কর্কট এইভাবে শৃঙ্গ শিথিল করিল। সর্প বোধিসত্ত্বের দেহ হইতে বিষ তুলিয়া লইল; তাঁহার দেহ নির্ব্বিষ হইল। তাঁহার আর কোন যন্ত্রণা থাকিল না; দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। তখন কর্কট ভাবিল, 'এই দুষ্ট প্রাণী দুইটা যদি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে আমার বন্ধুর মঙ্গল হইবে না; অতএব দুইটারই প্রাণসংহার করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, লোকে যেমন কাটারি দিয়া উৎপলমুকুল কাটে, সেইরূপে শৃঙ্গদ্বারা সে উভয়েরই মস্তক ছেদ করিয়া প্রাণনাশ করিল। ইহা দেখিয়া কাকীও সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। বোধিসত্ত্ব যষ্টিদ্বারা সর্পের শরীর বিদ্ধ করিয়া একটা গুল্মের উপর ফেলিয়া দিলেন, সুবর্ণকর্কটকে ডোবায় রাখিলেন এবং স্নান করিয়া শালিন্দীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি কর্কটের

সহিত তাহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।]

[**সমবধান :**

দেবদত্ত কাক, মার কৃষ্ণসর্প, আনন্দ কর্কট ছিল;
আমি দ্বিজ সেই, র্কট যাহারে নষ্ট প্রাণ পুনঃ দিল।

সত্য ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে স্রোতাপত্তি-মার্গ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। গাথায় কাকীর উল্লেখ নাই; সেই বুদ্ধের সময়ে চিঞ্চামাণবিকা হইয়াছিল।]

☞পঞ্চতন্ত্রের শেষ আখ্যায়িকা এক কর্কট-কর্ত্তৃক কৃষ্ণসর্পের প্রাণনাশ এবং স্বীয় পালক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার কথা আছে। কিন্তু জাতকের আখ্যায়িকার সহিত ইহার প্রভেদও বিস্তর।

---

৩৯০. মদীয়ক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে এক আগন্তুক শ্রেষ্ঠী অতি ধনবান ছিল। কিন্তু সে নিজেও কিছু ভোগ করিত না, অন্যকেও কিছু দিত না। সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট খাদ্য-পানীয় উপনীত হইলে সে তাহা গ্রহণ করিত না; সে আমানিমাত্র মিশাইয়া ক্ষুদের যাউ খাইত; তাহাকে সুবাসিত কাশীজাত বস্ত্র দিলে সে তাহা পরিত না; লোকে গুড় বান্ধিবার জন্য যে স্থূল পশমী কম্বল ব্যবহার করে তাহাই পরিত; উৎকৃষ্ট, অশ্বযুক্ত মণি কনক শোভিত রথ উপনীত হইলেও সে তাহা ছাড়িয়া অতি জীর্ণ রথে চড়িয়া পর্ণছত্রের নীচে বসিয়া যাতায়াত করিত। এইরূপে যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্য কার্য্যের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া সে অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল এবং রৌরব নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। লোকটা অপুত্রক ছিল; এই নিমিত্ত তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজপুরুষেরা সপ্তদিবারাত্র বহন করিয়া রাজভবনে লইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তি রাজভবনে আনীত হইলে রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, এ কয়দিন আপনি বুদ্ধোপাসনা করিতে আসেন নাই কেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীবাসী আগন্তুক শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি অস্বামিক বলিয়া আমার প্রাসাদে আনিয়াছি; ইহাতে এক সপ্তাহ লাগিয়াছে। এত ধন লাভ করিয়াও সে ব্যক্তি নিজে ইহার কিছুই ভোগ করে

---

[১]। আগন্তুক—অর্থাৎ যে অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া বাস করিতেছিল।

নাই; অপরকেও দান করে নাই; ইহার ধন রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায় ছিল; সে একদিনের তরেও সুস্বাদু ভোজনাদির রস অনুভব না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরূপ কৃপণ, মৎসরী ও পাপাত্মা কি হেতু এত ধন লাভ করিয়াছিল, কেনই বা ইহার চিত্ত ভোগে আসক্ত হয় নাই?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, নিজ কর্ম্মফলেই তাহার ধনলাভ এবং লব্ধধনে নিজের অপরিভোগ ঘটিয়াছিল। "অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিত। তাহার ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল না; সে এত কৃপণ ও মৎসরী ছিল যে কাহাকেও কিছু দিত না; নিজেও কিছু ভোগ করিত না; সে একদিন রাজদর্শনে যাইবারকালে তগরশিখি-নামক প্রত্যেক বুদ্ধকে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভদন্ত, আপনি ভিক্ষা পাইয়াছেন কি?" তগরশিখী উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠীন, দেখিতেছ ত আমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছি।" তখন শ্রেষ্ঠী তাহার অনুচরকে বলিয়াছিল, "ইঁহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাও, আমার পল্যঙ্কে উপবেশন করাও, এবং আমার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত আছে, তাহা ইহাঁর পাত্রে পূর্ণ করিয়া দাও।" সে ব্যক্তি প্রত্যেক বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠীর ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে বসাইল এবং শ্রেষ্ঠীর ভার্য্যাকে সংবাদ দিল। ঐ রমণী নানাবিধ অগ্ররসযুক্ত অন্ন দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া প্রত্যেক বুদ্ধকে দিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধ ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠী তখন রাজভবন হইতে ফিরিতেছিল; প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখিয়া সে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল "ভদন্ত, আপনি খাদ্য পাইয়াছেন কি?" "হাঁ মহাশ্রেষ্ঠীন, আমি পাইয়াছি।" শ্রেষ্ঠী পাত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া মনে আনন্দলাভ করিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'আমার ভৃত্য বা দাসেরা এই অন্ন খাইতে পাইলে কত পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিত; হায়! আজ আমার বড়ই ক্ষতি হইল!"

* * *

"লোকে দান করিবার পরে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, এইরূপে শ্রেষ্ঠীর পক্ষে তাহা অপরিপুর্ণ রহিল। দান করিবারকালে লোকের মনে যদি তিনটি ভাব পরিপূর্ণ হয়, তবেই সে দান হইতে মহাফল লাভ করা যায়।

দানের ইচ্ছায় হবে হরযিত মন,
দানকালে উপজিবে আনন্দ অপার,

করি দান অনুতাপ হবে না কখন,—
বংশ বৃদ্ধি হয় তার এই ধর্ম্ম যার।
চিত্তের প্রসন্নভাব দান করিবার পূর্ব্বে; দানকালে সুখের সঞ্চার;
দানান্তে আনন্দভোগ,— এ তিন লক্ষণযুত দানে বলি সর্ব্বযজ্ঞসার।

মহারাজ, আগন্তুকশ্রেষ্ঠী প্রত্যেক বুদ্ধ তগরশিক্ষীকে ভিক্ষা দিয়াছিল বলিয়া এ জন্মে বহুবিত্ত লাভ করিয়াছিল; কিন্তু দানান্তে সে মনের পশ্চাদ্ভাব[১] প্রসন্ন করিতে পারে নাই বলিয়া ঐ বিত্ত উপভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, এ ব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে নাই কেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "পুত্রালাভও তাহারই কৃতকর্ম্মের ফল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠীর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ভরণ পোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং নিজে গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গৃহদ্বারের নিকটে দানশালা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মহাদানে রত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্র যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন বোধিসত্ত্ব বিষয়-ভোগে দুঃখ এবং নৈষ্ক্রম্যে সুখ দেখিয়া দারাপুত্রসহ নিজের বাসভবন ও ঐশ্বর্য্য কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "অপ্রমত্তভাবে দানধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিও"। এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠেরও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। সে ক্রমে বড় হইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠ ভাবিতে লাগিল, 'আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রটী জীবিত থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগ হইবে; অতএব ইহাকে বধ করিতে হইবে।' এই অভিসন্ধি করিয়া সে একদিন ঐ বালকটিকে নদীতে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল। সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলে কোথায়?" কনিষ্ঠ বলিল, "সে নদীতে সাঁতার খেলিতেছিল; তারপর তাহাকে কত খুঁজিলাম কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না।" ইহা শুনিয়া ঐ রমণী রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নীরব রহিলেন।

---

[১]। পালি—'অপরচেতন'।

এদিকে বোধিসত্ত্ব এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং এই কুকাণ্ড লোকের নিকট প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বারাণসীতে অবতরণ করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন এবং দানশালা দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই পাপাত্মা দানশালাটীও ধ্বংস করিয়াছে!" এদিকে কনিষ্ঠ তাঁহার আগমনের কথা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং সেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব আহারান্তে উপবেশন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিষ্টালাভ করিতে করিতে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার ছেলেকে ত দেখিতেছি না; সে কোথায়?" কনিষ্ঠ উত্তর দিল, "ভদন্ত, সে মারা গিয়াছে।" "কিরূপে মারা গেল?" "জলখেলি করিবার স্থানে মারা গিয়াছে, কিন্তু কিরূপে মরিয়াছে তাহা আমি জানি না।" "নরাধম, তুমি জান না বলিতেছ! তোমার দুষ্কর্ম্ম আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি কি নিজেই তাহাকে ডুবাইয়া মার নাই? যে ধন রাজাদি কর্ত্তৃক[১] বিনষ্ট হইয়া, তুমি কি তাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিবে?" তোমাতেও 'মদীয়ক' পক্ষীতে[২] প্রভেদ কি? অনন্তর বোধিসত্ত্ব বুদ্ধসুলভ কৌশলের সহিত নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা ধর্ম্মদেশনা করিতে লাগিলেন :

মদীয়ক নামে বিহঙ্গম এক ছিল অতিস্বার্থপর,
পিপ্পলশাখায় থাকিত বসিয়া সেই সানুদরীচর।
পিপ্পলের ফল খাইত যখন অপর বিহগ যত,
'আমার' 'আমার' বলিয়া রোদন করিত সে অবিরত।
সে যবে কান্দিত হেন দীনভাবে, অপর বিহগগণ
যাইত চলিয়া মনের সুখেতে সে ফল করি ভক্ষণ।
দেখি তাহা পুনঃ মদীয়ক বসি কান্দিত করুন রবে—
"আমার, আমার" আমার এ ফল, খেয়ে চলি গেল সবে।"
অর্জ্জি বহুধন না করে যেজন আত্মভোগ তরে ব্যয়,
জ্ঞাতিবন্ধুগণে কিংবা বিতরণ, যার যাহা প্রাপ্য হয়,
এই হতভাগ্য বিহগের মত 'আমার' 'আমার' বলি,
নিরর্থক অর্থে, যাইবে তাহার সারাটী জীবন চলি।
ভোজ্য, আচ্ছাদন, গন্ধ বিলেপন, ভোগের পদার্থ যত,
বারেকের তরে নাহি ভাগ্যে তায়; দুঃখে দিন হয় গত।

---

[১]। রাজা, তস্কর, অরি, অগ্নি ও জল এই পাঁচটি ধননাশক।
[২]। এই পাখী 'মদীয়' 'মদীয়' (আমার, আমার) শব্দ করিত বলিয়া মদীয়ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

নিজে পায় দুঃখ; আত্মীয় স্বজন, তাদেরও সুখের তরে,
সঞ্চিত ধনের ভ্রমেও কখন নিয়োজন নাহি করে।
'আমার, আমার এই সব ধন' বলি সে করে ক্রন্দন,
করে রক্ষা তায়;— কিন্তু হায় হায়, পরিশেষে সেই ধন।
রাজা যা তস্করে লয়ে যায় হরে, কিংবা যে অপ্রিয় তার,
কেননা সে জন দায়াদ এখন অপুত্রক অভাগার।
নিজে ক'রে ভোগ, জ্ঞাতির পোষণ করে, সুখী বলি তার;
লভি যশ হেথা, দেহ-অবসানে স্বর্গ-সুখ সেই পায়।

মহাসত্ত্ব অনুজকে এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া পুনর্ব্বার দান দেওয়াইবার সুব্যবস্থা করিলেন এবং হিমবন্তে গিয়া অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, এই আগন্তুক শ্রেষ্ঠী পূর্ব্বজন্মে ভ্রাতষ্পুত্রকে বধ করিয়াছিল এ জন্মে পুত্রকন্যা লাভ করিতে পারে নাই।]

[**সমবধান :** তখন এই আগন্তুকশ্রেষ্ঠী ছিল সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর।]

----

৩৯১. ধ্বজবিহেঠ-জাতক[১]

[শাস্তা সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন। এই সম্বন্ধে তিনি জেতবনে অবস্থিতি-কালে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু মহাকৃষ্ণজাতকে[২] বলা যাইবে। "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত সর্ব্বলোকের হিতার্থ বিচরণ করিতেন, "ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন এক বিদ্যাধর নিজের বিদ্যা-প্রভাবে নিশীথকালে রাজভবনে গিয়া মহিষীর সহিত কুব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল। মহিষীর পরিচারিকারা ইহা জানিতে পারিল; তিনি নিজেও রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "দেব, অর্দ্ধরাত্রিকালে একটা পুরুষ আসিয়া আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক আমার সহিত কুব্যবহার করে।" রাজা

---

[১]। বিহেঠ = পীড়ন। উপসংহারে দেখা যায় এই জাতকের নামান্তর "পব্বজিতবিহেঢ়"। যদি 'বিহেঢ়' না হইয়া 'বিহেঠ' হয় তবে শেষোক্ত নামই সমীচীন হইবে।

[২]। ৪৬৯।

জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ইহার শরীরে এমন কোন চিহ্ন করিতে পার কি না, যাহা দ্বারা ইহাকে ধরা যাইতে পারে?" "হাঁ মহারাজ, তাহা পারিব।" অনন্তর মহিষী উৎকৃষ্ট হিঙ্গুল আনাইয়া একটা পাত্রে রাখিলেন; যথাসময়ে ঐ পুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ কুক্রিয়া করিল; কিন্তু সে যখন যাইতেছিল, তখন মহিষী তাহার পৃষ্ঠে ঐ হিঙ্গুলের পঞ্চাঙ্গুলিক দিলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে রাজাকে ইহা জানাইলেন। রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন "তোমরা চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া যাহার পৃষ্ঠে হিঙ্গুলের চিহ্ন দেখিতে পাইবে, তাহাকে ধরিয়া আনিবে।"

ঐ বিদ্যাধর রাত্রিকালে কুক্রিয়া করিয়া দিনমানে শ্মশান-ভূমিতে এক পদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিত। তাহাকে দেখিয়া রাজপুরুষেরা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাধর দেখিল, তাহার কুকাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। সে নিজের বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া আকাশপথে উড্ডয়নপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া লোকজন ফিরিয়া আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখিতে পাইয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহারাজ।" "সে কে?" "সে একজন প্রব্রাজক।" [ইহা বলিবার কারণ এই যে, সে রাত্রিতে অনাচার করিয়া দিবাভাগে প্রব্রজিতের বেশে থাকিত।] রাজা ভাবিলেন, "এই সব লোক দিনমানে শ্রমণের বেশে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে কুক্রিয়ায় রত হয়।' এই জন্য তিনি প্রব্রাজকদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মিথ্যাদৃষ্টি[১] অবলম্বন করিলেন। তিনি ভেরী বাজাইয়া প্রচার করিলেন, "আমার রাজ্য হইতে সমস্ত প্রব্রাজক পলায়ন করুক। অতঃপর লোকে আমার অধিকারে প্রব্রাজক দেখিলেই তাহাদিগকে রাজদণ্ড দিবে।"

এই আদেশে ত্রিশতযোজনব্যাপী কাশীরাজ্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক সমস্ত প্রব্রাজক অন্যান্য রাজধানীতে আশ্রয় লইল; অধিবাসীদিগকে উপদেশ দিতে পারে এখন কোন শ্রমণ ব্রাহ্মণই আর কাশীরাজ্যে রহিল না। উপদেশের অভাবে লোকে দুর্দ্দান্ত ও দানশীলবিমুখ হইল এবং মরণান্তে প্রায় সকলেই নরকাদি অপায়ে জন্মলাভ করিতে লাগিল, কেহই স্বর্গে দেবজন্ম প্রাপ্ত হইল না। শক্র দেখিলেন, স্বর্গে আর নূতন দেবতার আবির্ভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, বিদ্যাধরের অপরাধ হেতু বারাণসীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রব্রাজকদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই এই রাজার মিথ্যাধর্ম্মসেবা রহিত করিতে পারিবে না। আমি রাজার এবং তাঁহার রাজ্যবাসীদিগের মঙ্গল সাধন করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নন্দমূল গুহায়

[১]। মিথ্যাদৃষ্টি—বুদ্ধশাসনে বিরোধী মত।

প্রত্যেক বুদ্ধদিগের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমাকে একজন বৃদ্ধ প্রত্যেক বুদ্ধ দিন। আমি কাশীবাসীদিগকে সদ্ধর্ম্মে আনয়ন করিব।" শত্রু একজন প্রবীণ প্রত্যেক বুদ্ধই পাইলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রচীবর নিজে বহন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাতে থাকিলেন, মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং অতি রূপবান যুবকের বেশে সমস্ত নগরের উপর দিয়া তিনবার বিচরণপূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইয়া আকাশে সমীসীন হইলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, "দেব, এক পরম সুন্দর যুবক এক শ্রমণকে আনিয়া রাজদ্বারের সন্নিধানে আকাশে উপবিষ্ট হইয়াছে।" রাজা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি নিজে অতি রূপবান শ্রমণ হইয়াও কি নিমিত্ত এই এই কুরূপ শ্রমণের পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে নমস্কার করিতেছ?" এইরূপ আলাপ করিবার সময়ে রাজা প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :

এ অতি কুৎসিতকায়; তুমি রূপবান
তবু কেন দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ইহার
কৃতাঞ্জলিপুটে এরে কর নমস্কার?
কি নাম ইহার বল, তোমার কি নাম?

শক্র উত্তর দিলেন, "মহারাজ, শ্রমণগণ গুরুস্থানীয়, কাজেই ইহাঁর নাম বলা আমার কর্ত্তব্য নহে; তবে আমার নাম বলিতেছি :

অষ্টাঙ্গিক মার্গে সদা করি বিচরণ, লভেন অর্হত্ত্বফল যে জন, রাজন্
জনমমরণশীল কোন দেব তাঁর নাম, গোত্র মুখে নাহি আনে আপনার।
দিতেছি কেবল তাই নিজপরিচয়, ত্রিদশেন্দ্র শক্র আমি বলিনু নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা দ্বারা, ভিক্ষুকে নমস্কার করিলে কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন :

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
বল, শক্র, কি সুফল ভাগ্যে, হয় তার,
কি সুখে দেহান্তে তার জন্মে অধিকার?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন :

শুদ্ধশীল ভিক্ষুর পশ্চাতে থাকি যেবা
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি করে তাঁর সেবা,
লোকের প্রশংসালাভ দৃষ্ট ফল তার;
অদৃষ্ট-দেহান্তে স্বর্গবাসে অধিকার।

শক্রের কথায় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইল; তিনি সন্তোষসহকারে পঞ্চম গাথা বলিলেন :

অহো কি সৌভাগ্য মোর হইয়াছে আজ!
দেখা দিলি মোরে ভুতনাথ দেবরাজ!
শুদ্ধশীল ভিক্ষুবরে আনিয়া হেথায়,
বর্ণিয়া অশেষ গুণ দিলা পরিচয়!
এখন হইতে করি পুণ্য অনুষ্ঠান
দেহ-অন্তে দিব্যধামে করিব প্রস্থান!

ইহা শুনিয়া শক্র পণ্ডিতের (প্রত্যেকবুদ্ধের) মহাত্ম্যকীর্ত্তন করিবার জন্য ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, বহুগুণধর বহুবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর,
প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন মহাজন; হেরি এ'রে হেরি মোরে, করহ রাজন্,
এখন হইতে বহু পুণ্য অনুষ্ঠান; ইহা সূত্র হবে সদা তব যশোগান।

ইহা শুনিয়া রাজা শেষ গাথা বলিলেন :

শুনিয়া, দেবেন্দ্র, তব মধুর বচন
অহঙ্কার আজ আমি করিনু বর্জ্জন।
নাই আর ক্রোধ, চিত্তে স্থিরা প্রসন্নতা
লভিয়াছি তব মুখে শুনি ধর্ম্মকথা।
অকাতরে দিব আমি অতিথি যা চায়;
কর আশীর্ব্বাদ, শক্র, প্রণমি তোমায়।

এইরূপ বলিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রত্যেক বুদ্ধ আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, "মহারাজ, সে ব্যক্তি বিদ্যাধর, শ্রমণ নহে। আপনি এখন হইতে জানিবেন যে, ধরিত্রী তুচ্ছ নহে; এখানে অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন। অতএব দান করিবেন, শীলরক্ষা করিবেন, পোষধ পালন করিবেন।" শক্রও নিজের অনুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে চলিবে।" নগরবাসীদিগকে এই উপদেশ দিয়া তিনি ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, 'যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসুন।' অনন্তর তাঁহারা দুইজনেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন।

[**সমবধান :** তখন সেই প্রত্যেক বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন; তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৩৯২. বিসপুপ্প-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোশলরাজ্যস্থ কোন অরণ্যের অদূরে বাস করিবারকালে একদা পদ্মসরোবরে অবতরণপূর্ব্বক একটা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইয়াছিল এবং অধোবাতে দাঁড়াইয়া উহার ঘ্রাণ লইয়াছিল। ইহাতে সেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "মারিব, আপনি গন্ধচৌর; আপনি যাহা করিলেন, তাহা একপ্রকার চৌর্য্য।" বনদেবতা এইরূপে তিরস্কার করিলে সেই ভিক্ষু জেতবনে ফিরিয়া গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষু, তুমি কোথায় ছিলে?" আমি অমুক বনে ছিলাম; কিন্তু সেখানে বনদেবতা এইরূপে আমার ভীত উৎপাদন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুষ্পের ঘ্রাণ লইতে গিয়া কেবল তুমিই যে তিরস্কৃত হইয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীনকালে পুরাণ পণ্ডিতেরাও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গণ্ডগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এক পদ্মসরোবরের নিকটে বাস করিতেন। একদিন তিনি সরোবরে অবতরণ করিয়া একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের ঘ্রাণ লইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া এক দেবকন্যা বৃক্ষস্কন্ধবিবরে অবস্থিতা হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন :

এ ফুল তোমার কেহ করে নাই দান;
তথাপি লইলে তুমি ইহার আঘ্রাণ!
এও একরূপ চৌর্য্য নাহিক সংশয়;
গন্ধচৌর হইয়াছ তুমি মহাশয়।

তখন বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :

হরি নাই, ভাঙ্গি নাই; শুধু দূর হ'তে
পঙ্কজের গন্ধ পশে আমার নাসাতে।
তবে কেন গন্ধচৌর বল গো আমায়?
চুরি না করিয়া চোর—এত বড় দায়!

---

[১]। ভিসপুপ্‌প = পদ্মফুল।

এই সময়ে একটা লোক ঐ সরোবরে গিয়া মৃণাল খনন করিতে ও পদ্ম তুলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দূরে থাকিয়া ঘ্রাণ লইতেছিলাম বলিয়া আমায় তিরস্কার করিলে, আর এই লোকটাকে কিছুই বলিতেছ না।

খুঁড়িছে মৃণাল আর ছিঁড়িছে কমল!
এ হেন নিষ্ঠুরে কেন কিছু নাহি বল?"

দেবকন্যা চতুর্থ ও পঞ্চম গাথা উক্ত ব্যক্তিকে কিছু না বলিবার কারণ বুঝাইলেন :

মলমূত্রে লিপ্ত যথা ধাত্রীর বসন,
দুষ্কর্ম্মকারীরা পাপে দূষিত তেমন।
হেন জনে বলিবার কিছু মোর নাই;
নীরবে দুষ্কর্ম্ম এর হেরিতেছি তাই।
পুণ্যশীল শ্রমণ তোমার মত যারা,
উপদেশ পাইবার উপযুক্ত তারা।
নিষ্পাপ,—নিয়ত যারা করে প্রযতন
কিরূপে পবিত্রভাবে যাপিবে জীবন,
অল্পমাত্র পাপ যদি তাদের চরিতে
কোন সূত্রে কোনকালে পারে প্রবেশিতে,
যত আছে গুণ তাহা আচ্ছাদন করে,
করে যথা মহামেঘ প্রদীপ্ত ভাস্করে।[১]

দেবকন্যা-কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব মনের আবেগে ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

প্রকৃতি আমার তুমি জান সবিশেষ,
তাই, দেবি, কৃপা করি দিলা উপদেশ।
হেন অকার্য্যেতে রত দেখিলে আবার,
করিও আমায় যথোচিত তিরস্কার।

অতঃপর দেবকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :

এ নর ব্যবসা মম, নহি ভৃত্য তব;
তোমায় রক্ষিতে কেন রত সদা রব?
যে পথে চলিলে তুমি পাবে দিব্যস্থান,
নিজেই খুঁজিয়া তার করহ সন্ধান।

---

[১]। তু. In beauty faulis conspicuous grow,
As smallest specks are seen on snow—Gay.

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন; বোধিসত্ত্বও ধ্যান অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

[**সমবধান :** তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞"অদত্তাদান পাপ" এই উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বোধ হয় উল্লিখিত জাতকটী রচিত হইয়া থাকিবে। হাস্যরসোদ্দীপনের-কিংবা সময়-বিশেষে শঠে শাঠ্যপ্রয়োগের উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্যও এই শ্রেণীর দুই একটি গল্প দেখা যায়। ফরাসী করি Rabelais এর গ্রন্থে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন সুপকারের গৃহের বাহিরে সুপগন্ধ অনুভব করিতে করিতে রুটি খাইয়াছিল, এইজন্য সুপকার সুপগন্ধের মূল্য চাহিয়াছিল এবং এক বিদূষকের পরামর্শে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সূপকারের ফলকোপরি একটা মুদ্রা কয়েকবার বাজাইয়া, শব্দের দ্বারা গন্ধের মূল্য দিয়াছিল। কথাসরিৎসাগরে দেখা যায়, এক রাজা কোন গন্ধর্ব্বকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়া গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ দেন নাই, বলিয়াছিলেন, তুমি গান করিয়া আমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছ, আমিও অর্থ দিতে চাহিয়া তোমাকে ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি দিয়াছি।

---

৩৯৩. বিঘাস-জাতক[১]

[শাস্তা পূর্ব্বারামে অবস্থিতি করিবারকালে কতিপয় কেলিশীল ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। স্থবির মহামৌদ্গল্ল্যায়ন একবার তাহাদের বাসগৃহ কাঁপাইয়া তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে ভিক্ষুরা একদা ধর্ম্মসভায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তিরা কেবল কেলিই ভাল বাসিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

[১]। 'বিঘাস' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'উচ্ছিষ্ট; কিন্তু এখানে ইহা বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতির সেবা হইলে যে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে, এখানে বিঘাস শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইতেছে। এই জন্য উচ্ছিষ্টভোজী নিন্দার এবং বিঘাসাদ প্রশংসার পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। তখন কাশীরাজ্যের একটি গ্রামে সপ্ত সহোদর বিষয়ভোগের দোষ দেখিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং মেধ্যারণ্যে বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা যোগানুষ্ঠানে মন না দিয়া যাহাতে কেবল দেহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় সেই উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে শুকবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন এবং একটা বৃক্ষে উপবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :

বিঘাসাদ লোকে হয় সুখের ভাজন;
দৃষ্ট ফল,—ইহলোকে প্রশংসা-অর্জ্জন।
অদৃষ্ট অপর ফল-দিব্যাধামে বাস,
ভঙ্গুর দেহের যবে ঘটিবে বিনাশ।

সপ্ত সহোদরের মধ্যে একজন শুকের কথা শুনিয়া অপর সহোদরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

শুকে যদি কথা কয় মানুষের মত,
শুনে নাকি মন দিয়া বিজ্ঞজন যত?
শুন, এই শুক, মম সহোদরগণ,
করিতেছে আমাদের প্রশংসাকীর্ত্তন।

কিন্তু শক্র ইহা অস্বীকারপূর্ব্বক তৃতীয় গাথা বলিলেন :

গলিতমাংসাশী তোরা; প্রশংসাকীর্ত্তন
করি না তোদের আমি কোন, মূর্খগণ।
তোরা উচ্ছিষ্টের ভোক্তা, ঘৃণার্হ সবার;
বিঘাস কখন(ও) নাহি করিস্ আহার।

শক্রের কথা শুনিয়া সপ্ত সহোদরই একসঙ্গে চতুর্থ গাথা বলিলেন :

প্রব্রাজক বেশে, ধরি জটার বন্ধন
শিরোপরি, সপ্তবর্ষ করিনু যাপন
খাইয়া বিঘাসমাত্র এই বন মাঝে;
তিরস্কারযোগ্য তবে হইনু কি কাজে?
আমরাই যদি হই নিন্দার ভাজন,
প্রশংসা তোমার ঠাঁই পাবে কোন জন?

তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে লজ্জা দিয়া পঞ্চম গাথা বলিলেন :

সিংহ-ব্যাঘ্র আদি যত শ্বাপদ এ বনে,
বাঁচিতেছ তাহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে।

তবু বল বিঘসাদ আমরা সবাই!
ছিছি ছিছি তোমাদের কারও লজ্জা নাই!

ইহা শুনিয়া তাপসেরা বলিলেন, "যদি আমরা বিঘাসাদ না হইলাম, তবে কি আচরণদ্বারা বিঘাসাদ হওয়া যায়?" শক্র তাঁহাদিগের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যে ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

তুষি অগ্রে অন্নদানে শ্রমণে ব্রাহ্মণে,
আগন্তুকে, অভ্যাগত অন্য প্রার্থী জনে,
অবশিষ্ট থাকে যাহা নিজে শেষে খায়,
পণ্ডিতেরা বিঘাসাদ বলেন তাহায়।

তাপসদিগকে এইরূপে লজ্জা দিয়া শক্র স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।]

[**সমবধান :** তখন এই কেলিশীল ভিক্ষুরা ছিল সেই সপ্ত সহোদর এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

৩৯৪. বর্ত্তক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহার লোভের কথা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই লোভী?" সে উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত।" "দেখ কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তুমি বড় লোভপরায়ণ ছিলে, এই লোভের জন্য সমগ্র বারাণসীনগরের হস্তী, গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতির শবেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, এবং তাহা হইতে অধিক পাইবার আশায় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন বনে তিক্ত তৃণবীজ খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। তখন বারাণসীতে এক অতি লোভী কাক ছিল। সে হস্তী-প্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ খাইত; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আরও ভাল দ্রব্য পাইবার আশায় বনে গেল এবং সেখানে বন্যফলভোজী বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই বর্ত্তকটা খুব স্থূলদেহ হইয়াছে; আমার বোধ হয় এ অতি মধুর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব, এ কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া, আমিও তাহাই খাইব এবং হৃষ্টপুষ্ট হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে, বোধিসত্ত্ব যে ডালে বসিয়াছিলেন তাহার উপরের

ডালে, গিয়া বসিল। সে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :

ভাল খাবার, তেল ঘি আর খাও, মামা কত;
তবু তোমার শরীর কৃশ! বুঝতে পারি না ত!

ইহা শুনিয়া কাক তিনটি গাথা বলিল :

চারিদিকে শত্রু, বাবা; খাবার খুঁজতে গেলে,
শত্রুরা সব করে তাড়া ইটপাটকেল ফেলে;
সদাই করে বুক দুর দুর; কাকের সে কারণ
শরীর কভু হয়না মোটা, শুন, বাছাধন।
পাপ করে তাই ভয়ে ভয়ে কাটায় তারা কাল;
ভাগ্যে যদি আহার জুটে, তাও লাগেনা ভাল।
কৃশ কেন শরীর আমার বুঝলে ত এখন?
অতি দুঃখে কাটেরে, বাপ, কাকের জীবন।
তুমি বাছা, ঘাসের ভিভ বীজমাত্র খাও;
তেল, ঘি আদি ভাল দ্রব্য কখনও না পাও;
তবু তোমার শরীর মোটা! এ যে চমৎকার;
কারণটা এর বল খুলে, বাপধন আমায়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের স্থূলদেহ হইবার কারণ বলিলেন :

অল্পে তুষ্ট— চিন্তা বেশী করি না কখন
খাবার তরে বেশী দূরে করি না গমন;
যা পাই তাই খেয়ে থাকি সে জন্য মাতুল,
দেহটী মোর বিলক্ষণ হইয়াছে স্থূল।
অল্পে তুষ্ট— দুশ্চিন্তার যে ধারে নাক ধার,
প্রমাণ বুঝি যা পায় তাই করে যে আহার,
জীবিকার তরে সে জন কষ্ট নাহি পায়।
সুখের উপায় মামা, আমি বলিনু তোমায়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।]

[**সমবধান :** তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক।]

----

৩৯৫. কাক-জাতক[১]

[এই আখ্যায়িকাও শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটা ঝুড়িতে[২] বাস করিতেন। এক কাকও তাহার বিশ্বাস ভাজন হইয়া সেখানে থাকিত। [অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় আখ্যায়িকাটিকে সবিস্তর বলিতে হইবে।] পাচক কাকের পালকগুলি ছিঁড়িয়া তাহার গায়ে ঝাল বাটনা মাখাইল, একটা কড়ি ছেঁদা করিয়া তাহার গলায় বান্ধিয়া দিল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। বোধিসত্ত্ব বন হইতে ফিরিয়া তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন এবং পরিহাসপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :

অনেক দিনের বন্ধু আমার; গলায় মাণিকটি;
কি সুন্দর দাড়ির বাহার ছাঁট পরিপাটি!

ইহা শুনিয়া কাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :

রাজার কাজে ব্যস্ত বড়, পাই না অবসর;
নখ চুল তাই বেড়ে ছিল বড়ই আমার।

নাপিত যখন দিল দেখা বহুদিনের পর,
নখ কাটায়ে দাড়ি কামায়ে হয়েছি সুন্দর।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

নাপিত পাওয়া বড়ই কঠিন; সৌভাগ্য তোমার,
পেয়ে তারে চুল কাটায়ে হয়েছ সুন্দর।
কিন্তু আমি বুঝতে নারি ওটী কি গলায়,
কিন্ কিন্ যায় হচ্ছে শব্দ, শুনলে প্রাণ জুড়ায়।

তখন কাক দুইটি গাথা বলিল :

বিলাসী সব মানুষ পরে কণ্ঠে মণির হার,
দেখে আমি অনুকরণ করেছি তাহার।

---

[১]। প্রথম খণ্ডের কপোত-জাতক (৪২), দ্বিতীয় খণ্ডের রুচির-জাতক (২৭৪) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের কপোত-জাতক (৩৭৫) দ্রষ্টব্য।

[২]। 'নীড়পচ্ছিয়ং' যে ঝুড়িতে পারাবত প্রভৃতি বাসা করে।

ভেবো না ক আমি শুধু করি পরিহাস;
কণ্ঠে না দুলিলে মণি হয় কি বিলাস?
ঈর্ষ্যা যদি হয় দেখি দাড়িটি আমার,
নাপিত ডেকে তোমাকেও করিব সুন্দর।
দাড়ি কাটায়ে মাণিক দিব তুষতে সখায় মন;
বন্ধু আমার সেজে গুজে বুঝবে সুখ কেমন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

বলিতে কি, তুমি ছাড়া আর কোথাও, ভাই,
হেন মণি পরতে কেহ উপযুক্ত নাই।
সঙ্গে তোমায় থাকা আমার নহে প্রীতিকর;
এখন তাই মাগি বিদায়; চললেম বন্ধুবর।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামীফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

সপ্ত নিপাত

৩৯৬. কুক্কু-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ত্রিশকুন জাতকে (৫২১) বলা যাইবে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজা কুপথে চলিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে রাজত্ব করিতেন; তিনি জনপদবাসীদিগের পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য একটা প্রকৃষ্ট উপমা খুঁজিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে রাজার বাসগৃহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, কারণ তখনও উহার ছাদ হয় নাই। লোকে গোপানসীগুলি[১] বসাইয়া তাহার উপর চূড়াটা রাখিয়া দিয়াছিল; কিন্তু গোপানসীগুলিকে তখনও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে নাই। রাজা ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া গোলাকার চূড়াটা দেখিতে পাইলেন। পাছে উহা তাঁহার উপর পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তিনি তখনই ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং আবার উপরের দিকে তাকাইয়া ভাবিলেন, 'চূড়াটা কি আশ্রয় করিয়া আছে? গোপানসীগুলিই বা কিসের উপর ভর দিয়া রহিয়াছে?' বোধিসত্ত্বকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবারকালে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন :

সার্দ্ধহস্ত উচ্চ, অষ্টবিতস্তিপ্রমাণ
পরিধি চূড়ার এই; সুন্দর নির্ম্মাণ
শিশু আর শালে এর; কিরূপে উপরে
রহিয়াছে স্থির? ভাঙ্গি নীচে নাহি পড়ে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছি।' তিনি বলিলেন :

---

[১]। প্রথম গাথার প্রথমপদের শেষার্দ্ধ 'কুক্ক' শব্দ হইতে এই জাতকের কুক্কু নাম হইয়াছে। কুক্কু শব্দের অর্থ হাত (= ২৪ অঙ্গুলি)।
[১]। গোপানসী = কুটীরাদি পার্শ্বকা বা এড়োকাঠ।

বক্রাকার শালময়ী ত্রিশ গোপানসী
চারিদিকে সমদূরে চাপিয়াছে কসি,
উপরেতে স্থিরভাবে আছে চূড়া তাই;
নীচে পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই
বন্ধু অকৃত্রিম, আর মন্ত্রী শুদ্ধাচার,—
সম্পদে বিপদে যার হিতৈষী রাজার—
হেন পরিষদগণে হয়ে পরিবৃত
বুদ্ধিমান্ রাজা যদি থাকেন সতত,
লক্ষ্মী তার চিরস্থিরা, শুন হে রাজন,
গোপানসী-ধৃতভার চূড়াটী যেমন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, রাজা তখন নিজের চরিত্রের কথা ভাবিলেন। তিনি দেখিলেন, 'চূড়াটা না থাকিলে গোপানসীগুলি স্ব স্ব স্থানে থাকিতে পারে না; গোপানসীগুলি চাপিয়া না ধরিলে চূড়াটাও স্থির থাকিতে পারে না। গোপানসী ভাঙ্গিলে চূড়া পড়িয়া যাইবে। ঠিক এইরূপ রাজা অধার্ম্মিক হইলে, তিনি নিজের বন্ধু, অমাত্য, সেনা, এবং রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না; কাজেই তাহারা হীনবল হইয়া পড়ে। তাহারা রাজার সাহায্য করে না, কাজেই রাজার ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়। অতএব রাজার ধর্ম্মপথে চলা উচিত।' এই সময়ে কয়েকজন লোক রাজাকে একটা বাতাবিলেবু[২] উপহার দিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে উহা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি এই লেবুটা খাও।" বোধিসত্ত্ব উহা হাতে লইয়া বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা ইহা খাইতে না জানে, তাহারা তিক্ত বা অম্ল করিয়া ফেলে; কিন্তু যাহারা জানে, তাহারা তিক্ত রস দূর করিয়া এবং অম্লরস নষ্ট না করিয়া লেবুর প্রকৃত আস্বাদ পায়।" অনন্তর এই উদাহরণ দ্বারা তিনি রাজাকে ধনসংগ্রহের পথ প্রদর্শন করিলেন :

ছুরি দিয়া অল্পে অল্পে ছাড়াইতে হয়
লেবুর কর্কশ ত্বক; ত্বকসুদ্ধ খেলে
হইবে লেবুর স্বাদ তিক্ত অতিশয়;
সুস্বাদ পাইবে, ভূপ, ত্বক ছাড়াইলে।

২। মূলে মাতুলুঙ্গ' এই পদ আছে। ছুরি দিয়া ছড়াইয়া ভিতরের খোসাগুলি খাইতে হয়; উপরের খোসাটাও অতি কর্কশ; ইত্যাদি দেখিয়া আমি ইহাকে বাতাবি লেবু বা তৎসদৃশ অন্য কোন লেবু মনে করিলাম। Batavia হইতে প্রথমে আনীত হয় বলিয়া যে এই লেবুর বাতাবি নাম হইয়াছে, ইহা বোধ হয় ঠিক নহে। পূর্ব্ববঙ্গে এই লেবুর নাম 'ছোলং'। ইহা সংস্কৃত 'ছোলঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ।

সেইরূপ নগরাদি হতে সুধীজন
করুক সংগ্রহ অর্থ না করি পীড়ন।
প্রজাগণ শ্রদ্ধা করে ধার্ম্মিক রাজারে;
না করি অন্যের ক্ষতি ধন তাঁর বাড়ে।[১]

রাজা বোধিসত্ত্বে সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে করিতে পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইলেন। সেখানে বালসূর্য্যসঙ্কাশ, প্রস্ফুটিত এবং জলদ্বারা অননুলিপ্ত একটা পদ্ম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সখে, এই পদ্মটী জলে জন্মিয়াও জলদ্বারা অনুলিপ্ত হয় নাই।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজাদিগেরও ঠিক এইরূপ হওয়া উচিত।" তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা রাজাকে উপদেশ দিলেন :

কি সুন্দর শোভা পায় সরোবরে শতদল,
অমল ধবল মূল, চৌদিকে নির্ম্মল জল;
দিনমণি-দরশনে হাসে হয়ে বিকসিত!
ধুলি বা কর্দ্দমস্পর্শে নাহি হয় কুলষিত।
ন্যায়মার্গপরায়ণ, শুদ্ধকর্ম্মা, পুণ্যব্রত,
ভ্রমেও না হন যিনি পরের পীড়নে রত,
রাজ্যরূপ সরোবরে তিনি পদ্ম মনোহর;
পাপকলুষিত নাহি হন হেন নৃপবর।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভের উপযুক্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।]

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য]

---

৩৯৭. মনোজ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মহিলামুখ-জাতক (২৬)

---

[১]। এই গাথায় ব্যাখ্যায় টীকাকার নন্দিক-মৃগ জাতকের (৩৮৫) একটি গাথা উদ্ধার করিয়াছেন :

দান, শীল, ত্যাগ, ক্ষান্তি, তপঃ সারল্য, মার্দ্দব,
অক্রোধ, অহিংসা আর অবিরোধ,—এই সব
কুশলকারক ধর্ম্ম রয়েছে আমাতে, তাই
নিয়ত পরমা প্রীতি, মানসিক শান্তি পাই।

সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষু, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ভিক্ষু বিপক্ষসেবী ছিল" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক সিংহীর সহিত বাস করিতেন এবং একটী পুত্র ও একটী কন্যা— এই দুইটি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল মনোজ। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেও এক সিংহকন্যাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে এক পরিবারে পাঁচটী প্রাণী বাস করিতে লাগিল। মনোজ বন্য মহিষাদি মারিয়া মাংস আনিত এবং তদ্দ্বারা মাতা, পিতা, ভগীনীও পত্নীর ভরণপোষণ করিত।

একদিন মনোজ শ্বোচরভূমিতে দেখিতে পাইল, গৈরিক-নামক শৃগাল পলায়নে অক্ষম হইয়া পেটের উপর ভর দিয়া পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র মনোজ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বন্ধু!" শৃগাল বলিল, "আমি আপনার সেবাশুশ্রূষা করিতে ইচ্ছা করি।" "বেশ, তুমি আমার উপস্থাপক হও।" ইহা বলিয়া মনোজ গৈরিককে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাসগুহায় ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা মনোজ, শৃগালেরা দুঃশীল ও পাপপরায়ণ; তাহারা সকলকে অকৃত্যে প্রবর্ত্তিত করে; অতএব তুমি ইহাকে নিজের কাছে আসিতে দিও না।" কিন্তু এরূপে বারণ করিয়াও বোধিসত্ত্ব পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। একদিন অশ্বমাংস খাইবার জন্য গৈরিকের বড় ইচ্ছা হইল। সে মনোজকে বলিল, "মহাশয়, পূর্ব্বে কখনও খাই নাই, এক অশ্বমাংস ছাড়া এমন আর কোন মাংসই নাই। অতএব আসুন, আমরা একটা ঘোড়া ধরি।" মনোজ জিজ্ঞাসিল, "ভাই, ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাইবে?" "বারাণসী নগরে নদীর তীরে।" মনোজ শৃগালের পরামর্শ গ্রহণ করিল এবং অশ্বেরা যখন স্নান করিতেছিল, তখন একটা অশ্ব ধরিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া অতিবেগে নিজের গুহাদ্বারে ফিরিয়া গেল। মনোজের পিতা অশ্ব মাংস খাইয়া বলিলেন, "বৎস, অশ্বগণ রাজভোগ্য; রাজারা বহু কৌশলজ্ঞ, তাঁহারা নিপুণ ধনুর্দ্ধর দ্বারা (সিংহব্যাঘ্রাদিকে শর-বিদ্ধ করান; এইজন্য অশ্বমাংসভোজী সিংহেরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে না; তুমি এখন হইতে অশ্ব ধরিও না।" কিন্তু মনোজ পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্ব ধরিতে লাগিল। সিংহে অশ্ব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে শুনিয়া রাজা নগরের মধ্যেই অশ্বদিগের জন্য একটা পুষ্করিণী খনন করাইলেন। মনোজ সেখানে গিয়াও অশ্ব ধরিতে লাগিল। রাজা তখন অশ্বশালা প্রস্তুত করিয়া তাহারই মধ্যে তৃণ ও জল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মনোজ প্রাকারের উপর উঠিয়া অশ্বশালার ভিতর হইতেও অশ্ব লইয়া যাইতে লাগিল।

তখন রাজা একজন ধনুর্দ্ধরকে ডাকাইলেন। এই ব্যক্তি বিদ্যুদ্বেগে শরনিক্ষেপ করিতে পারিত। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'বাবা, তুমি সিংহটিকে শরবিদ্ধ করিতে পারিবে কি?" সে বলিল, "পারিব।" অনন্তর, প্রাকারের নিকটে সিংহ যে পথ দিয়া আসিত, সেইখানে একটা অট্টক[১] প্রস্তুত করিয়া সে তাহার মধ্যে রহিল। সিংহ আসিয়া নগরের বহিঃস্থ শ্মশানে শৃগালকে রাখিল এবং অশ্ব ধরিবার জন্য নগরের মধ্যে লফাইয়া পড়িল। সিংহেরা যখন আগমন করে, তখন অতি দ্রুতবেগে চলে, ইহা ভাবিয়া ধনুর্দ্ধর তখন তাহাকে বিদ্ধ করিল না; কিন্তু সে যখন একটা অশ্ব লইয়া যাইতেছিল, তখন গুরুভারবহন-হেতু তাহার গতি মন্দ হইয়াছে দেখিয়া নারাচ দ্বারা তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ বিদ্ধ করিল। নারাচটা এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, উহা সিংহের দেহের পূর্ব্বভাগ ভেধ করিয়া আকাশে চলিয়া গেল। "বিদ্ধ হইয়াছি" বলিয়া সিংহ চীৎকার করিয়া উঠিল; ধনুর্দ্ধর সিংহকে ভেধ করিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় জ্যা নির্ঘোষ করিতে লাগিল। শৃগাল সিংহের আর্ত্তনাদ এবং ধনুকের টঙ্কার শুনিয়া ভাবিল, 'আমার বন্ধু বিদ্ধ হইয়াছে; তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। যে মরিয়াছে, তাহার সহিত আমার মিত্রতা কি? অতএব এখন আমার স্বাভাবিক বাসস্থান বনভুমিতে চলিয়া যাই।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সে দুইটি গাথা বলিলেন :

আনত হইল চাপ, জ্যা করে টঙ্কার, নিশ্চয় মনোজ মরে, বান্ধব আমার।
যথাসুখ যাব আমি এবে বনান্তরে, মৃতের সহিত বল মিত্রতা কে করে?
জীবিত অপর মিত্র লইব খুঁজিয়া; বাঁচিব যাহার আমি আশ্রয় লভিয়া।

এদিকে মনোজ একবেগে ছুটিয়া গুহাদ্বারে অশ্বটাকে ফেলিল এবং নিজেও প্রাণত্যাগ করিয়া ভুতলে পতিত হইল। তাহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ বাহিরে গিয়া দেখিল, মনোজ রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে, তাহার ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রাব হইতেছে;—পাপজনের সংসর্গে পড়িয়া মনোজের জীবনান্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা, ভগিনী ও ভার্য্যা যথাক্রমে নিম্নলিখিত চারিটি গাথা বলিল :

পাপীর সংসর্গে যদি থাকে কোন জন, স্থায়ী সুখ ভাগ্যে তার ঘটে না কখন।
গৈরিকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হারায়ে' জীবন আছে মনুজ পড়িয়া।
পাপী যব বন্ধু হেন লাভিয়া নন্দন মাতার না হয় কভু আনন্দবর্দ্ধন।
মৃতদেহ মনুজের রয়েছে পড়িয়া নিজেরই রক্তের স্রাবে রঞ্জিত হইয়া।
বিচক্ষণ হিতকামী বন্ধুর বচন যে না শুনে, হবে দশা তাহার এমন।
এ দশা, অধিকতর দুর্দ্দশা তাহার মিত্রবাক্য অবহেলা-হেতু দুর্ণিবার।
উত্তম হইয়া করে যেই জন অধমের সনে মিত্রতা স্থাপন,

---

[১]। অট্টক—tower। এখানে বোধ হয় 'মাচাং' এই অর্থ ধরিতে হইবে।

এই মত-এর বেশী দুর্দ্দশায় পড়ি সেই মুর্খ জীবন হারায়।
এই মৃগরাজ সেবিয়া শৃগালে শরবিদ্ধ হয়ে শুয়েছে ভূতলে।

সর্ব্বশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা :
নীচে সেবি লোকে অধঃপাতে যায়, সমানে সেবিলে নাহি দোষ তার।
উত্তমে যে সেবে, অচিরে সে নর উন্নতির পথে হয় অগ্রসর।
তাই নিজহিত চায় যেই জন, করে সেই উত্তমে অর্চ্চন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল। এই বিপক্ষসেবক ছিল মনোজ। উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার ভগিনী, ক্ষেমা ছিলেন তাহার ভার্য্যা, রাহুলমাতা ছিলেন তাহার মাতা এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

৩৯৮. সুতনু-জাতক

[একজন ভিক্ষু তাঁহার মাতাকে পোষণ করিতেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু শ্যামজাতকে[১] বলা যাইবে।]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দুঃস্থ গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল সুতনু। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি মজুরি করিয়া মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে মাতারও ভরণপোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি একদিন বহু অনুচরসহ এক বা দুই যোজন বিস্তীর্ণ এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ঘোষণাদ্বারা সকলকে জানাইলেন, "যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকে এত অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।" যে পথে মৃগগুলি নিশ্চিত যাতায়াত করিত, অমাত্যেরা সেইস্থানে একখানি গুপ্ত কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাজাকে তাহাতে থাকিতে দিলেন। অনন্তর লোকে মৃগদিগের বাসস্থানগুলি ঘিরিয়া কোলাহল আরম্ভ করিল এবং তাহা শুনিয়া যে সকল মৃগ উঠিয়া ছুটিল, তন্মধ্যে একটা এণিমৃগ রাজা যেখানে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে

---

[১]। ৫৪০।

বিদ্ধ করিবার জন্য শর নিক্ষেপ করিলেন। মৃগটি আত্মরক্ষার কৌশল জানিত[১] রাজার শর তাহার মহাপার্শ্বভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া[২] সে ঘুরিয়া, প্রকৃতই যেন শরবিদ্ধ হইয়াছে এইভাবে শুইয়া পড়িল। মৃগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন; কিন্তু মৃগ উঠিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিল। তখন অমাত্য প্রভৃতি সকলে রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা মৃগের অনুধাবন করিলেন এবং সে যখন ক্লান্ত হইল, তখন খড়ুগদ্বারা তাহাকে দ্বিধা ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই দুই টুকরা একখানা দণ্ডে বাঁধিলেন, লোকে যেমন বাঁকে বোঝা লইয়া যায়, সেইভাবে বহন করিতে করিতে পথপার্শ্ববর্ত্তী একটা বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার তলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঐ বটবৃক্ষে মখাদেব-নামক এক যক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা ঐ তরুর ছায়ায় যাইত, বৈশ্রবণের বরে সে তাহাদিগকে খাইবার অধিকার পাইয়াছিল। রাজা যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, তখন সে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "থাম, তুমি আমার ভক্ষ্য"। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?" "আমি যক্ষ; এই বৃক্ষে জন্মলাভ করিয়াছি। যাহারা এই স্থানে প্রবেশ করে, তাহারা আমার খাদ্য।" রাজা সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "কেবল আজই খাইবে, না চিরদিন খাইতে চাও?" "পাইলে ত চিরদিনই খাইব।" "তবে আজ এই মৃগটা খাও ও আমাকে ছাড়। আমি কাল হইতে প্রতিদিন একপাত্র অন্নসহ একজন লোক পাঠাইব।" "বেশ; কিন্তু সাবধান, যে দিন না পাঠাইবে সে দিন তোমাকেই খাইব।" "আমি বারাণসীর রাজা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই।" যক্ষ রাজার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি নগরে গিয়া একজন বিচক্ষণ অমাত্যকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখন কর্ত্তব্য কি?" অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কতদিনের জন্য এরূপ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন কি?" "না, তাহা ত লই নাই।" "এরূপ অঙ্গীকার করিবার কালে সময় নির্দ্দেশ না করিয়া ভাল করেন নাই। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; কারাগারে বহু বন্দী আছে।" "তবে আপনিই এ কাজের ভার লউন, আমার প্রাণ বাঁচান।" অমাত্য যে 'আজ্ঞা' বলিয়া প্রত্যহ কারাগার হইতে একটী লোক বাহির করিয়া তাহার হাতে অন্নপাত্র দিয়া যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, পাঠাইবার কালে হতভাগ্য বন্দীকে প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানাইতেন না। যক্ষ অন্ন খাইত, মানুষটাকেও খাইত। এইরূপে ক্রমে কারাগার নির্ম্মনুষ্য হইল; অন্নপাত্র লইয়া

---

[১]। 'উগ্‌গহিতমায়'-যে মায়া বা মৃগমায়া শিখিয়াছিল। খরাবিদ্যা-জাতকের (১৫) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। মহাপার্শ্ব-দক্ষিণ বা বামপার্শ্ব-পশ্চাতের বা সম্মুখে ভাগ নহে।

যাইবার লোক না পাইয়া রাজা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। অমাত্য তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "জীবিতাশা হইতে ধনাশা বলবত্তরা; আসুন আমরা হস্তীর স্কন্ধে সহস্র মুদ্রার একটা ভাণ্ড রাখিয়া ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করি যে, যে ব্যক্তি যক্ষের জন্য অন্নপাত্র লইয়া যাইবে, সে এই সহস্র মুদ্রা পাইবে।" অনন্তর এইরূপ ব্যবস্থা হইল। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি জন খাটিয়া এক মাষা বা অর্দ্ধ মাষামাত্র উপার্জ্জন করি; তাহা দ্বারা অতি কষ্টে আমার মাতার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। অতএব ধন লইয়া মাকে দিব এবং যক্ষের নিকট যাইব। যদি যক্ষকে দমন করিতে পারি, তাহা হইলে ত মঙ্গলেরই কথা; যদি না পারি, তাহা হইলেও আমার মাতা সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।' তিনি তাঁহার মাতাকে এই অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "না, বাবা! আমার ধনের প্রয়োজন নাই।" এইরূপে বৃদ্ধা দুইবার তাঁহার পুত্রের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। তৃতীয় বারে বোধিসত্ত্ব মাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাজপুরুষাদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, সহস্রমুদ্রা আনুন, আমি অন্নপাত্র লইয়া যাইব।" অনন্তর তিনি সহস্রমুদ্রা গ্রহণ করিয়া মাতাকে দিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি যক্ষকে দমনপূর্ব্বক লোকের সুখসম্পাদন করিব এবং অদ্যই ফিরিব, তখন তোমার অশ্রুক্লিন্নমুখে হাস্য দেখা দিবে।" তিনি মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের সহিত রাজার নিকটে গেলেন এবং প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কি হে বাপু! তুমি অন্ন লইয়া যাইবে?" "হাঁ মহারাজ!" "তোমার কি কি দ্রব্য আবশ্যক"! "মহারাজ, আপনার সুবর্ণ পাদুকাযুগল চাই।" "কেন"? "মহারাজ, বৃক্ষমূলে ভুমির উপর যাহারা থাকে, যক্ষ কেবল তাহাদিগকেই খাইতে পারে; আমি তাহার অধিকৃত ভূমির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইব না; পাদুকার উপর দাঁড়াইব।" "আর কি চাও, বল।" "আপনার ছত্রটি, মহারাজ।" "ছত্রদ্বারা কি হইবে?" "যে তাহার বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইবেন, সেই যক্ষের খাদ্য হইবে। আমি তাহার বৃক্ষচ্ছায়ায় থাকিব না, ছত্রের ছায়ায় থাকিব।" "আর কি চাও?" আপনার খড়ুগ চাই।" "ইহাতে কি করিবে?" "যক্ষাদি অমনুষ্যেরাও আয়ুধহস্ত লোককে ভয় করে।" "আরও কিছু চাও কি?' "আপনি যে অন্ন আহার করেন, মহারাজ, তাহা দিয়া পূর্ণ করিয়া আপনার সুবর্ণ ভোজনপাত্রটীও দিতে হইবে।" "ইহা কি জন্য?" "মহারাজ, আমার ন্যায় পণ্ডিত পুরুষের পক্ষে মৃৎপাত্রে কদন্ন বহন করিয়া যাওয়া অসঙ্গত।" "বেশ বাপু"। ইহা বলিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সমস্ত দেওয়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দ্রব্যগুলি লইয়া যাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় নাই; আমি আজ যক্ষকে দমন করিয়া এবং আপনাকে নিরুদ্বেগ করিয়া ফিরিব।" তিনি রাজাকে

প্রণাম করিয়া সমস্ত উপকরণসহ যক্ষের বাসস্থানে গেলেন, অনুচরদিগকে বটবৃক্ষের অদূরে রাখিয়া দিলেন, নিজে সুবর্ণপাদুকা পরিধান করিলেন, কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিলেন, মস্তকের উপর শ্বেতছত্র তুলিলেন এবং সুবর্ণপাত্রে অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক যক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। যক্ষ পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'অন্যান্য দিন যেভাবে লোক আসিয়া থাকে, এ লোকটী ত সেভাবে আসিতেছে না। ইহার কারণ কি?' এদিকে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষসমীপে গিয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা অন্নপাত্রটি বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে ঠেলিয়া এবং নিজে ছায়ার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

পবিত্র সমাংস অন্ন তোমার কারণ
হাতে মোর দিয়া রাজা করিল প্রেরণ।
থাক যদি, মখাদেব, বৃক্ষের ভিতর,
বাহির হইয়া এস, পূরহ উদর।

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিল 'এই লোকটাকে বঞ্চনা করিয়া ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। তাহার পর ইহাকে ভক্ষণ করিব।' সে বলিল :

এস তুমি, মানবক, ছায়ার ভিতরে সুপযুক্ত অন্নপাত্র লয়ে তব করে।
অন্ন, আর তুমি নিজে, উভয়ে আমার বারাণসীরাজদত্ত খাদ্য অদ্যকার।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটি গাথা বলিলেন :

অল্প হেতু বহু ক্ষতি হইবে তোমার;
মৃত্যুভয়ে খাদ্য কেহ না আনিবে আর।
প্রত্যহ পবিত্র অন্ন, স্বাদু, রসযুত
পাও; তাহে তুষ্ট নও, এ বড় অদ্ভুত।
আমারে যদ্যপি আজ করহ ভক্ষণ,
কে আসিবে অন্ন তব করিতে বহন?

যক্ষ ভাবিল, ত্রাণবক যাহা কহিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত।' সে প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুইটি গাথা বলিল :

যা বলিলে সত্য তাহা; খাইলে তোমারে
আর না জুটিবে লোক অন্ন আনিবারে।
অনুমতি দিনু আমি, গৃহে ফিরে যাও,
দুঃখিনী মাতারে তব শান্তিসুখ দাও।
খড়্গ, ছত্র অন্নপাত্র, সমস্ত লইয়া যাও
যাও ঘরে, হোক সুখী তোমায় দেখিয়া
দুঃখিনী জননী তব, তুমিও তাহার
দরশনে সুখ লাভ করহ অপার।

যক্ষের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; যক্ষের দমন করিয়াছি; বহু ধন লাভ করিয়াছি; রাজার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।' তিনি সন্তুষ্টচিত্তে যক্ষের অনুমোদনার্থ অবশিষ্ট গাথাটি বলিলেন :

ধন লভি, রাজাদেশ করিয়া পালন পাইনু পরমা প্রীতি; তোমারও তেমন
জ্ঞাতিবন্ধুগণসহ সুখ যেন হয়; এই আশীর্ব্বাদ, যক্ষ, করিনু তোমায়।

অতঃপর যক্ষকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, তুমি পূর্ব্বে অকুশল কর্ম্ম করিয়া নিষ্ঠুর, পুরুষ, এবং অন্যের রক্তমাংসভোজী যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এখন হইতে প্রাণাতিপাতাদি কর্ম্ম হইতে বিরত হও।" অনন্তর শীলের প্রশংসা এবং দুঃশীলের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তিনি যক্ষকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কহিলেন, "বনে থাকিয়া তোমার কি লাভ হইবে? এস, তোমাকে নগরদ্বারে বসাইব এবং যাহাতে তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য পাও, তাহার ব্যবস্থা করিব।" অনন্তর তিনি যক্ষের সহিত সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন, খড়ুগাদি যক্ষের দ্বারাই বহন করাইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে রাজাকে জানাইল, সুতনু মাণবক যক্ষকে লইয়া আসিতেছে। রাজা অমাত্য পরিবৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রত্যুদ্গমন করিলেন, যক্ষকে নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদিবার ব্যবস্থা করিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা অধিবাসীদিগকে সমবেত করিলেন এবং তাহাদের নিকট বোধিসত্ত্বের গুণবর্ণনা করিয়া তাঁহাকে সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। তিনি নিজেও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গপরায়ন হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন অঙ্গুলিমাল ছিল সেই যক্ষ, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

☞এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত-বর্ণিত বকরাক্ষসের কথা তুলনীয়। বক নিহত হইয়াছিল, যক্ষ উপদেশবলে শীলসম্পন্ন হইয়াছিল।

---

৩৯৯. গৃধ্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নিজের বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টি মাতাপিতাকে গৃধ্রগুহায় রাখিয়া গোমাংসাদি আহারণপূর্ব্বক তাহাদের পোষণ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর শ্মশানে এব নিষাদ মধ্যে মধ্যে গৃধ্র ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিত। একদিন বোধিসত্ত্ব গোমাংস অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ শ্মশানে প্রবেশপূর্ব্বক ফাঁদে পা দিয়া আবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করিলেন না, নিজের বৃদ্ধ মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমার মাতাপিতা কি উপায়ে জীবন যাপন করিবেন? আমি যে পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাও তাঁহারা জানিতে পারিবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহারা এখন অনাথ হইয়া পর্ব্বতগুহাতেই অনাহারে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিবেন।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

পাশবদ্ধ হয়ে আমি নিলীকের[১] বশে আজ পড়িয়াছি নাহি কোন আশা।
গিরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ; তাঁদের কি ঘটিবে দুর্দ্দশা?

তাঁহার এই পরিদেবন শুনিয়া নিষাদপুত্র দ্বিতীয় গাথা এবং তৎপরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয়, নিষাদপুত্র চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

"কি দুঃখ? কি হেতু দুঃখ? মানুষের মত ভাষা পক্ষী হয়ে কর ব্যবহার!
শুনি নাই পূর্ব্বে ইহা দেখি নাই কোন কালে; এ যে অতি অদ্ভুত ব্যাপার!"
"গিরিগুহাশায়ী মোর জনক-জননী বৃদ্ধ; করি আমি তাঁদের পোষণ;
পড়েছি তোমার বশে; কি উপায়ে এবে তাঁরা করিবেন জীবনধারণ?"
'শতৈক যোজন দূরে শব পায় দেখিবারে, হেন তীক্ষ্ণদৃষ্টি গৃধ্রগণ;
নিকটে রয়েছে পাশ; তবু না দেখিলে তায়! বল তুমি ইহার কারণ।"[২]
"আয়ুঃশেষ হয় যবে, মৃত্যু আসি দেয় দেখা; কিছুতেই নাহিক নিস্তার;
অদূরে বিস্তৃত পাশ রয়েছে তথাপি তাহা নাহি থাকে সাধ্য দেখিবার।"
"গিরিগুহাশায়ী তব জনক জননী বৃদ্ধ; কর গিয়া তাঁদের পোষণ;
দিনু আমি অনুমতি; যাও ফিরি নিজালয়ে; সুখী কর জ্ঞাতিবন্ধুগণ।"
"তুমিও নিষাদবর, জ্ঞাতিবন্ধুগনসহ হও যেন সুখের ভাজন;
বৃদ্ধ মাতা পিতা মোর রয়েছেন গুহামাঝে; করি গিয়া তাঁদের পোষণ।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া সানন্দ অন্তরে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন, সর্ব্বশেষের গাথাটি বলিয়া মুখ পূরিয়া মাংস লইলেন এবং

---

[১]। ঐ ব্যাধের নাম নিলীক।

[২]। এই গাথা দুইটি দ্বিতীয় খণ্ডের গৃধ্রজাতকেও (১৬৪) দেখা যায়। তত্রত্য পাদটীকাও দ্রষ্টব্য।

গুহায় গিয়া মাতাপিতাকে তাহা খাইতে দিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন ছন্দক[১] ছিল সেই নিষাদপুত্র, মহারাজবংশীয়েরা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম সেই গৃধ্ররাজ।]

---

৪০০. দর্ভপুষ্প-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শাক্যপুত্র উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বীতস্পৃহতাদি গুণ পরিহারপূর্ব্বক মহাবাসনার দাস হইয়াছিলেন। বর্ষাবাসের প্রারম্ভে তিনি দুই তিনটি বিহার পরিগ্রহণ করিতেন এবং তাহার একটীতে ছত্র বা পাদুকা ও একটীতে পরিব্রাজকযষ্টি বা জলের কলস রাখিয়া একটিতে নিজে বাস করিতেন। একদা তিনি কোন পল্লীবিহারে বাসা লইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুদের পক্ষে সংযতস্পৃহা হওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষুরা চীবরান্নাদি যাহা পাইবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; তাঁহারা পাত্রচীবরাদি সম্বন্ধে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না।" তিনি এমন সুন্দরভাবে এই সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তখন মনে হইল আকাশে যেন পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইতেছে। তাঁহার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা মনোরম পাত্রচীবর দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং মৃৎপাত্র ও পাংশুচীবর[১] মাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভিক্ষুরা এইরূপে যাহা ফেলিয়া দিলেন, তিনি সেইগুলি নিজের বাসগৃহে তুলিয়া রাখিলেন, বর্ষাবসানে প্রবারণার উৎসব সমাপণ করিয়া সেই দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিলেন এবং তাহা লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বনমধ্যে একটা বিহার ছিল। তিনি যখন উহার পশ্চাদ্‌ভাগে উপনীত হইলেন, তখন লতায় তাঁহার পা জড়াইয়া গেল। এই বিহারেও কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটিবে ইহা ভাবিয়া তিনি উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষু বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইখানি স্থূল শাটক এবং একখানি সূক্ষ্ম কম্বল পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা উপনন্দকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন,—ভাবিলেন,

---

[১]। ছন্দক শুদ্ধোদনের সারথি।

[২]। দর্ভ = কুশ ঘাস। বর্ণসাদৃশ্য বা পুচ্ছসাদৃশ্যহেতু আখ্যায়িকানায়ক শৃগালের নাম 'দর্ভপুষ্প'।

৬। আবর্জ্জনাস্তূপে যে সব ছেঁড়া ন্যাকড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এই স্থবির আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। তাঁহারা উপনন্দকে বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এই বর্ষাবাসিক দ্রব্যগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; আপনি এইগুলি ভাগ করিয়া দিন।" উপনন্দ বলিলেন, "বেশ, ভাগ করিয়া দিতেছি।" তিনি প্রত্যেককে একখানি স্থূল শাটক দিলেন, এবং "আমি বিনয়ধর, অতএব ইহা আমারই প্রাপ্য" বলিয়া সুক্ষ্ম কম্বলটী নিজে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কম্বলটী স্থবিরদ্বয়ের বড় প্রিয় ছিল; তাঁহারাও উপনন্দের সহিত জেতবনে গিয়া বিনয়ধর ভিক্ষুদিগকে এই কাণ্ড জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্তগণ, যাঁহারা বিনয়ধর, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপে পরস্ব লুণ্ঠন করিয়া গ্রাস করা ন্যায়সঙ্গত কি?" উপনন্দ স্থবির যে সকল পাত্রচীবররাশি লাইয়া আসিয়াছিলেন, ভিক্ষুরা তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি ত বড় পুণ্যবান; তুমি বহু পাত্রচীবর লাভ করিয়াছ।" উপনন্দ সব কথা খুলিয়া বলিলেন, "ভাই, আমার পুণ্য কোথায়? আমি এই এই উপায়ে এ সকল পাইয়াছি।"

অনন্তর ধর্ম্মসভায় এই কথা উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাক্যপুত্র উপনন্দ অতি লোভী, অতি তৃষ্ণাবান।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "উপনন্দ যাহা করিয়াছে, তাহা আত্মোন্নতির অনুকুল নহে। যে ভিক্ষু অপরকে উন্নতির উপায় বলিবে, অগ্রে তাহাকে নিজে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে; তাহার পর সে অপরকে উপদেশ দিবে।"

নিজে হও সর্ব্ব অগ্রে কর্ত্তব্যে নিরত,
অন্যজনে উপদেশ দিও তার পরে।
এই পথে সাবধানে চলিলে সতত
কোন দোষ অনুভব পণ্ডিতে না করে।

ধর্ম্মপদের এই গাথা দ্বারা ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া শাস্তা আবার বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও উপনন্দ মহালোভী ছিল; সে যে কেবল এই ব্যক্তিদিগের দ্রব্য আত্মসৎ করিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও পরস্ব গ্রাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নদীতীরে এক বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। তখন মায়াবি-নামক এক শৃগাল ভার্য্যার সহিত নদীতীরস্থ এক স্থানে বাস করিত। একদিন শৃগালী শৃগালকে বলিল, "স্বামীন, আমার একটা বড় সাধ জন্মিয়াছে; আমার টাট্‌কা রুই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" শৃগাল বলিল, "কোন চিন্তা নাই, আমি আনিয়া দিতেছি।" সে

নদীর তীরে গিয়া নিজের পাগুলি লতাদ্বারা ঢাকিয়া জলের ধারে ধারে যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে গম্ভীরচারী ও অনুতীরচারী-নামক দুইটা উদ্‌বিড়ালী নদীতীরে মৎস্য অনুসন্ধান করিতেছিল। গম্ভীরচারী একটা বৃহৎ রোহিত মৎস্য দেখিয়া অতিবেগে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছ কামড়াইয়া ধরিল। মৎস্যটা খুব বলবান ছিল; সে গম্ভীরচারীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তখন গম্ভীরচারী অনুতীচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাছটা খুব বড়, ইহাতে আমাদের উভয়েরই প্রচুর আহার হইবে; অতএব শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর।" এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিবারকালে সে প্রথম গাথা বলিল :

ধরিয়াছি বড় মাছ; টানিয়া আমায় মহাবেগে নদীমধ্যে চলিয়া যে যায়।
তুমি অনুতীরচারী, পশ্চাতে আমার থাকিয়া সাহায্য কর; পাবে পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া অনুতীরচারী দ্বিতীয় গাথা বলিল :

আশ্বাস গম্ভীরচারী দিতেছি তোমায়, দৃঢ়রূপে রাখ ধরি, যে না পলায়।
হেলায় তুলিবে মৎস্য, সুপর্ণ যেমন বিল হতে অজগরে করে উত্তোলন।

অনন্তর দুইটি উদ্‌বিড়াল মিলিয়া রোহিত মৎস্যটাকে স্থলে টানিয়া তুলিল এবং মারিয়া ফেলিল। কিন্তু তখন উভয়েই পরস্পরকে "ভাগ কর দেখিন্" বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল; এবং ভাগ করিতে অসমর্থ হইয়া মাছ ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে শৃগাল সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া উদ্‌বিড়ালদ্বয় প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক বলিল, "সৌম্য দর্ভপুষ্প, এই মৎস্যটি আমরা উভয়ে মিলিয়া ধরিয়াছি; কিন্তু ইহা ভাগ করিতে না পারায় আমাদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে; তুমি ইহা সমান ভাগ করিয়া দাও।

শুন ভাই, দর্ভপুষ্প, মোদের বচন, হয়েছে ভাগের তরে বিবাদ ঘটন।
দাও তুমি ভাগ করি সমান সমান; আমাদের বিবাদের হোক অবসান।"

তাহাদের কথা শুনিয়া শৃগাল নিজের ক্ষমতা কীর্ত্তন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিল :

বিনিশ্চয়-মহামাত্র ছিলাম রাজার, কত শত বিবাদের করেছি বিচার।
করিব এখনি ভাগ সমান সমান; কলহের তোমাদের হবে অবসান।

অনন্তর শৃগাল ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই গাথা বলিল :

ন্যাজা খেয়ে, অনুতীরচারী, তুষ্ট হও;
মুড়াটা, গম্ভীরচারী, তুমি বসি খাও।
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া মাঝে যা থকিবে,
বিচারপতির ভাগেই তাহাই পড়িবে।

এইরূপে মাছটা ভাগ করিয়া শৃগাল বলিল, "তোমরা বিনা কলহে এক জন ন্যাজা ও এক জন মুড়াটা খাও"। অনন্তর নিজে মধ্যম খণ্ডটি মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল; উদ্‌বিড়াল দুইটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। সহস্র মুদ্রা হারাইলে লোকের মুখ যেমন বিষর্ম হয়, তাহাদেরও সেইরূপ হইল এবং তাহারা বিষর্মভাবে ষষ্ঠ গাথা বলিল :

এ মাছে অনেকদিন উদরপূরণ
হ'ত আমাদের হায়! কলহ-কারণ
ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া, যে অংশ উত্তম,
তাহায় হারিয়া গেল শৃগাল অধম।

ভার্য্যাকে আজ রোহিত মৎস্য খাওয়াইবে এই চিন্তায় শৃগাল অতি তুষ্টচিত্তে তাহার নিকট গমন করিল। শৃগালী স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাহার অভিনন্দনার্থ সপ্তম গাথা বলিল :

নব রাজ্য লাভ করি ক্ষত্রিয় ভূপতি
অন্তরে আনন্দ লাভ করেন যেমতি,
পূর্ণমুখ প্রাণেশ্বরে আসিতে দেখিয়া
তেমনি আনন্দে আজ নাচে মোর হিয়া।

এই গাথা বলিবার পর শৃগালী শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে এই মাছ পাইলে?

স্থলচর তুমি; এই মৎস্য জলচর; কেমনে ধরিলে এরে বল প্রাণেশ্বর?"

মাছ কি উপায়ে পাইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য শৃগাল পরবর্ত্তী গাথা বলিল :

বিবাদে দুর্ব্বল করে, হয় ধনক্ষয়,
বিবাদ করিয়া, প্রিয়ে, উদ্‌বিড়ালদ্বয়
হারাইল নিজ খাদ্য, আজ সে কারণ
মায়াবী রোহিত মৎস্য করিবে ভক্ষণ।

সর্ব্বশেষ অভিসম্বুদ্ধ গাথা :

মানুষের(ও) রীতি এই; বিবাদ করিয়া মানুষ বিচারালয়ে যাইবে ছুটিয়া।
করেন বিচারপতি ন্যায়তঃ বিচার; ফল কিন্তু তাহার বড়ই চমৎকার;
বাদী আর প্রতিবাদী সর্ব্বস্বান্ত হয়; রাজকোষে ঘটে শুধু ধন-উপচয়।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান : তখন উপনন্দ ছিল সেই শৃগাল; এই বৃদ্ধদ্বয় ছিল সেই উদ্‌বিড়ালদ্বয় এবং আমি ছিলাম এই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারিকা সেই বৃক্ষ দেবতা।]

☞তু. বানরকর্ত্তৃক বিবদমান বিড়ালদ্বয়ের মধ্যে পিষ্টকবিভাগ; লা-ফন্তেন ৯। ৯; কথাসারিৎসাগরের পুত্রকরাজার আখ্যায়িকা। তন্ত্রাখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক তিত্তির ও এক শশক বাসস্থান লইয়া বিবাদ করিয়া বিড়ালকে মধ্যস্থ মানিয়াছিল। বিড়াল বধিরতার ভাণ করিয়া তাহাদিগের উভয়কে নিজের নিকটে লইয়া মারিয়া খাইয়াছিল।

----

৪০১. দশার্ণ-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমস্থা ভার্য্যার প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই গাথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। “কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?” “হাঁ ভদন্ত।” “কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ?” আমার গৃহস্থাশ্রমস্থা পত্নী।” “দেখ, ভিক্ষু, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা। পূর্ব্বেও তুমি ইহারই কারণে মানসিক রোগে মরিতে বসিয়াছিলেন; শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।” ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে মার্দ্দবমহারাজ-নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সেনককুমার। সেনককুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া মার্দ্দব মহারাজের ধর্ম্মর্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হন। লোকে তাঁহাকে সেনক পণ্ডিত বলিত। তিনি সমস্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন।

একদিন রাজা পুরোহিতপুত্র রাজদর্শনে গিয়া সর্ব্বলঙ্কার-ভূষিতা পরম সুন্দরী অগ্রমহিষীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগবান হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তিনি অনাহারে শয্যাশায়ী হইলেন এবং বন্ধুদিগের জিজ্ঞাসায় ইহার কারণ খুলিয়া বলিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, ‘পুরোহিতপুত্রকে দেখিতে পাই না কেন?’ অনন্তর সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি পুরোহিতপুত্রকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, “আমি সাতদিনের জন্য তোমাকে এই রমণী দিলাম; তুমি সপ্তাহকাল ইহার সঙ্গে গৃহবাস করিয়া অষ্টম দিনে এখানে আনয়ন করিবে।” পুরোহিত-পুত্র “যে আজ্ঞা, মহারাজ,” এই কথা বলিয়া মহিষীকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং কাহাকেও না জানাইয়া

সম্মুখের (?) দ্বার দিয়া পলায়নপূর্ব্বক অপর এক রাজার রাজ্যে গমন করিলেন। লোকে নৌকায় চলিয়া গেলে তাহার যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, তাঁহাদের গমন সম্বন্ধেও তাহাই হইল, তাঁহারা কোথায় গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। রাজা নগরে ভেরীবাদন করাইয়া নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু মহিষী কোথায় গেলেন নির্ণয় করিতে পারিলেন না। মহিষী বিরহে তাঁহার মহাশোক হইল; তাঁহার হৃদপিণ্ড উত্তপ্ত হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল; তদবধি তাঁহার কুক্ষি হইতেও রক্তস্রাব আরম্ভ হইল; ফলতঃ তাঁহার কঠিন পীড়া জন্মিল। বড় বড় রাজবৈদ্যেরা এই ব্যাধির চিকিৎসা করিতে অসমর্থ হইলেন।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, "রাজার কোন শারীরিক পীড়া হয় নাই; ভার্য্যার অদর্শনে ইনি মানসিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। উপায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া ইহাঁর চিকিৎসা করিতে হইবে।' রাজার আয়ুর ও পুক্কুশ-নামক দুইজন পণ্ডিতামাত্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেবীর অদর্শনে রাজার মানসিক পীড়া জন্মিয়াছে; ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পীড়া নাই। রাজা আমাদিগকে বহু অনুগ্রহ করেন; আসুন, আমরা কৌশল প্রয়োগে ইহাঁর চিকিৎসা করি। আমরা রাজপ্রাঙ্গণে বহু লোক সমবেত করাইয়া, যাহারা তরবারি গিলিতে পারে, তাহাদের দ্বারা তরবারি গিলাইব এবং রাজাকে বাতায়নে বসাইয়া সেখান হইতে সমবেত লোকদিগকে দেখাইব। লোকে তরবারি গিলিতেছে দেখিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ইহা হইতে দুষ্কর আর কোন কর্ম্ম আছে কি না?' তুমি ভাই আয়ুর, উত্তর দিবে, 'অমুক বস্তু দান করিব এইরূপ বলা ইহা অপেক্ষাও দুষ্কর।' তাহার পর, ভাই পুক্কুশ, রাজা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন; তুমি উত্তর দিবে, মহারাজ, যে দিবে বলিয়া না দেয়, তাহার বাক্য নিষ্ফল হয়, তাহার সেই কথায় কাহারও উপকার হয় না, কেহ তাহা হইতে খাদ্যও পায় না, পানীয়ও পায় না। কিন্তু যাঁহারা কথায় যাহা, কাজেও তাহাই করেন, যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেন সেইরূপ অর্থ দান করেন, তাঁহাদের কাজ তরবারিগিলন অপেক্ষাও কষ্টসাধ্য।' শেষে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব এক বৃহৎ সভার আহ্বান করিলেন। অতঃপর পণ্ডিতত্রয় রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ অঙ্গনে এক বৃহৎ সভা বসিয়াছে; যাহারা তাহা দেখিবে, তাহাদের দুঃখ দুঃখ বলিযা মনে হইবে না। আসুন, আমরা গিয়া দেখি।" তাঁহারা রাজাকে লইয়া বাতায়ন খুলিয়া সভা দেখাইতে লাগিলেন। সেখানে বহু লোকে যে, যে কৌশল জানিত, তাহা প্রদর্শন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার একখানা উৎকৃষ্ট তরবারি গিলিতেছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই লোকটা তরবারি খানা গিলিতেছে! পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর

কোন কর্ম্ম আছে কি না।” ইহা ভাবিয়া তিনি আয়ুরকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিলেন :

দশার্ণক[১] দেশজাত অসি তীক্ষ্ণধার,
পরের শোণিতপান প্রকৃতি যাহায়;
সভামধ্যে অই ব্যক্তি গিলেছে তাহায়!
বল হে আয়ুর আমি শুধাই তোমায়,
এর চেয়ে দুষ্কর কি আছে কিছু আর?
অসি গিলে, এ য বড় অদ্ভুত ব্যাপার।

আয়ুর দ্বিতীয় গাথায় ইহার উত্তর দিলেন :

নিবেদি তোমার, শুন মাগধ নৃপতি,[২]
ধনলোভে গিলে অসি তীক্ষ্ণধার অতি।
‘দিলাম’ একথা বলা অধিক দুষ্কর;
তার তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর।

আয়ুর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, ‘ইনি বলিতেছেন, এই বস্তু দান করিতেছি, এরূপ বলা অসিগিলন অপেক্ষাও দুষ্কর। আমি দেবীকে দান করিলাম, পুরোহিতপুত্রকে এই কথা বলিয়াছিলাম। অতএব আমি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।’ মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিবার পর রাজা হৃদয়ের শোকভাব কিয়ৎ পরিমাণে লঘু হইল। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, ‘অন্যকে ইহা দিলাম’ ইহা বলা অপেক্ষাও অধিক দুষ্কর আর কিছু আছে কি না?’ এই চিন্তা করিয়া তিনি পুক্কুশ পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিবার সময়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ধর্ম্মঅর্থতত্বজ্ঞ আয়ুর বিজ্ঞবর,
প্রশ্নের উত্তর মোর দিলেন সুন্দর।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে এবে, পণ্ডিতপুক্ষবে,
এর(ও) চেয়েদুষ্কর কি আছে কিছু ভবে?

এই পশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পুক্কুশ চতুর্থ গাথা বলিলেন :

শুধু বাক্যে হয় না ক জীবনধারণ।
শুধু বাক্যে ফলপ্রাপ্তি হয় না কখন।
দিয়া যে প্রদত্ত দ্রব্যে লোভ পরিহরে,
সর্ব্বাপেক্ষা সুদুষ্কর কার্য্য সেই করে।
এর তুলনায় অন্য সমস্ত সুকর;
বলিলাম তোমার, মাগধকুলেশ্বর।

---

[১]। প্রাচীন মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী একটী রাজ্য।

[২]। মাগধগোত্রজ।

পুক্কুশের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, ‘আমি পুরোহিতপুত্রকে, রাণীকে দিলাম, প্রথমে এই কথা বলিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম; অতএব আমিও দুষ্কর কার্য্য করিয়াছি।’ এইরূপ চিন্তায় তাহার শোক আরও কমিয়া গেল। ইহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, ‘সেনক পণ্ডিত অপেক্ষা বুদ্ধিমান আর কেহ নাই। আমি তাঁহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

ধর্ম্ম-অর্থতত্ত্ববিদ পণ্ডিতপ্রবর পুক্কুশ দিলেন মোর প্রশ্নের উত্তর।
জিজ্ঞাসি সেনকে এবে, এর চেয়ে আর
আছে কি জগতে কিছু অধিক দুষ্কর।
থাকে যদি অন্য কিছু এর তুলনায়
দুষ্কর, তা’ দয়া করি বলুন আমায়।

ইহার উত্তরে সেনক ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

হোক অল্প, অনল্প বা, তারে বলি দান,
দিলে যাহা নাহি হয় অনুতাপ-জ্ঞান।
ইহার অধিকতর না দেখি দুষ্কর;
তুলনার এর অন্য সমস্ত সুকর।[১]

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, ‘আমি স্বেচ্ছাক্রমে পুরোহিতপুত্রকে নিজের স্ত্রী দিয়াছি; কিন্তু এখন নিজের মনকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না, শোকে অভিভূত হইয়াছি। ইহা আমার মত লোকের অনুপযুক্ত। মহিষী যদি আমাতে অনুরক্ত হইতেন, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেন না। তিনি যখন আমায় ভালবাসেন না এবং এখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পাইলেই বা আমার কি লাভ?” পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দু যেমন গড়াইয়া যায়, এবংবিধ চিন্তা করিতে করিতে রাজার মন হইতেও সেইরূপ শোক অপনীত হইল। তাঁহার কুক্ষিও তৎক্ষণাৎ সুস্থভাব প্রাপ্ত হইল। তিনি ব্যাধিমুক্ত ও সুখী হইয়া শেষ গাথাদ্বারা বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :

আয়ুর, পুক্কুশ, পণ্ডিত প্রবর দিলেন প্রশ্নের উত্তর সুন্দর।
সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু সদুত্তর তাহা, সেনক পণ্ডিত বলিলেন যাহা।

---

[১]। এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বিশ্বন্তর-জাতক (৫৪৭) হইতে একটী গাথা তুলিয়াছেন :
বাম পাশে বান্ধি অসি, চাপ লয়ে করে, চলিয়াছি পুত্র কন্যা ফিরাবার তরে।
পুত্র কন্যা হারাইব, এই দুঃখ মনে; ফিরায়ে আনিতে চাই তেই দুই জনে।
কিন্তু এ অসাধু ইচ্ছা। যদিই বা তারা পায় কষ্ট, আমি কেন হই আত্মহারা?
সদ্ধর্ম্ম জানিয়া, বল, কেহ কোন কালে দানান্তে হয় কি দগ্ধ অনুতাপানলে?

এইরূপে সেনকের স্তুতি করিয়া রাজা তাঁহাকে বহুধন দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, ইঁহার পূর্ব্বতন পত্নী ছিলেন সেই রাজমহিষী, মৌদগ্‌ল্যায়ন ছিলেন আয়ুর, সারিপুত্র ছিলেন পুক্কুশ এবং আমি ছিলাম সেনক।]

---

৪০২. শক্তুভস্ত্রা-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীতে জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল 'সেনক'। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা মহাসম্মান করিয়া তাঁহাকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন; তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব মধুর ধর্ম্মকথা বলিয়া রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে রাজা দানশীল হইলেন; উপোষথব্রত পালন করিতে লাগিলেন, এবং দশবিধ কুশলধর্ম্ম সম্পাদন[২] করিয়া কল্যাণের পথে চলিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র, বোধ হইতে লাগিল যেন, বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তদিনে রাজা ও উপরাজ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করিতেন; মহাসত্ত্ব ঐ অলংকৃত সভায় শরভচর্ম্মাচ্ছাদিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনা করিতেন; তাঁহার ধর্ম্মকথন সর্ব্বাংশে বুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথনসদৃশ হইত।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধনভিক্ষায় বাহির হইয়া সহস্রকার্ষাপণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ধন অপর এক ব্রাহ্মণের গৃহে গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার

---

[১]। ভস্ত্রা = (পালি 'ভস্তা') চর্ম্মনির্ম্মিত থলি। ইহা হইতে আমাদের 'বস্তা' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে।

[২]। প্রাণাতিপাত. অদত্তাদান, কামসম্বন্ধে মিথ্যাচার, মিথ্যাকথন, পিশুন, পরুষবাক্য প্রয়োগ ও বাচালতা, এই সপ্তবিধ পাপ হইতে বিরতি; এবং অনভিধ্যা (নৈষ্ক্রাম্য), অব্যাপদ ও সম্যগ্‌দৃষ্টি।

ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে শেষোক্ত ব্রাহ্মণের পরিজনবর্গ ন্যস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিল। অতঃপর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার কার্ষ্যাপণগুলি আনয়ন কর।" শেষোক্ত ব্রাহ্মণ কার্ষাপণ দিতে অক্ষম হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে নিজের কন্যা দান করিলেন। ভিক্ষুক পত্নীকে লইয়া বারাণসীর অবিদূরস্থ এক ব্রাহ্মণগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সেই যুবতী রমণী পতিসহবাসে কামবৃত্তি চারিতার্থ করিতে না পারিয়া কোন তরুণ বয়স্ক ব্রাহ্মণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হইল।

[জগতে ষোলটি পদার্থ দেখা যায়, যাহাদের বাসনা সর্ব্বদাই অতৃপ্ত থাকে সমস্ত নদী কুক্ষিগত করিয়াও সাগরের তৃপ্তি হয় না, যতই ইন্ধন পাউক না কেন অগ্নির কখনও তৃপ্তি জন্মে না; রাজ্য যতই বড় হউক না কেন, রাজার কখনও তৃপ্তি জন্মে না। সেইরূপ, পাপে কখনও মূর্খের তৃপ্ত নাই, মৈথুন, অলঙ্কার ও সন্তানোৎপাদন এই তিনে নারীর তৃপ্তি নাই[১], বিহার সম্পত্তিতে ধ্যানীর তৃপ্তি নাই[২]; অপচয়ে অর্থাৎ সম্মান শৈক্ষ্যের তৃপ্তি নাই[৩] কঠোর তপস্যায় (ধুতাঙ্গে) বীতেচ্ছ পুরুষের তৃপ্তি নাই; বীর্য্যপ্রকাশে আরব্ধবীর্য্য ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, বক্তৃতার (ধর্ম্মদেশনায়) বাগ্মীর তৃপ্তি নাই, মন্ত্রণায় রাজনীতি বিশারদের তৃপ্তি নাই, সঙ্ঘসেবায় প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির তৃপ্তি নাই, দানে দাতার তৃপ্তি নাই, ধর্ম্মকথা-শ্রবণে পণ্ডিতের তৃপ্তি নাই, বুদ্ধদর্শনে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাদিগের তৃপ্তি নাই।]

এই ব্রাহ্মণী মৈথুনে অপরিতৃপ্ত হইয়া স্থির করিল, "ব্রাহ্মণকে অপসৃত করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাপাচার করিব।" সে একদিন বিষণ্নভাবে শুইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্রে, তোমার কি হইয়াছে?" সে উত্তর দিল, "ব্রাহ্মণ! আমি তোমার গৃহস্থালীর কাজ করিয়া উঠিতে পারি না; তুমি একজন দাসী আনিয়া

---

[১]। তুল,— নাগ্নি স্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং, নাপগানাং মহোদধি ঃ
নাস্তক: সর্ব্বভুতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ঃ।
মহাভারত অনু ঃ, ৭৩ম ঃ অধ্যায়।

[২]। ধ্যানস্থ হইলে যে বিপুল আনন্দ জন্মে তাহার নাম বিহার। ইহা ত্রিবিধ—দিব্য, আর্য্য ও ব্রহ্ম। কামলোকস্থ দেবতারা যে আনন্দ পান তাহা দিব্যবিহার; স্রোতাপন্ন প্রভৃতি মার্গস্থ ব্যক্তিদিগের আনন্দ আর্য্যবিহার। ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

[৩]। শৈক্ষ্য অর্থাৎ যাহার শিক্ষায় বিষয় আছে। স্রোতাপত্তিমার্গস্থ, স্রোতাপত্তিফলস্থ, ইত্যাদি হইতে অর্হত্ত্ব মার্গস্থ পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আর্য্যপুদ্গল শৈক্ষ্য; অর্হত্ত্বফলপ্রাপ্ত পুদ্গল অশৈক্ষ্য, অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের জন্য তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই।

দাও।” “ভদ্রে, আমার ত ধন নাই; কি দিয়া আনিব?” “ভিক্ষা দ্বারা ধনসংগ্রহের উপায় দেখ এবং তাহা দিয়া দাসী আন।” “বেশ তুমি আমার জন্য পাথেয় সাজাইয়া রাখ।” ব্রাহ্মণী একটা চামড়ার থলিতে বদ্ধ ও আবদ্ধ শক্তু[১] পূরিয়া ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া নানা গ্রাম, নিগম ও রাজধানীতে বিচরণ করিতে করিতে সাত শত কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইলেন। এই অর্থই একজন দাস ও একজন দাসী ক্রয় করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি নিজের গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একস্থানে জলের বেশ সুবিধা আছে দেখিয়া তিনি থলিটা খুলিয়া ছাতু খাইলেন এবং থলিটার মুখ না বান্ধিয়াই জল পান করিবার জন্য জলে নামিলেন। ঐ স্থানে কোন বৃক্ষের কোটরে একটা কৃষ্ণসর্প ছিল। সে ছাতুর গন্ধ পাইয়া থলির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলিত হইয়া ছাতু খাইতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন, থলির মধ্যে কি আছে তাহা না দেখিয়াই উহার মুখ বান্ধিলেন এবং ইহা স্কন্ধে লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথে এক বৃক্ষদেবতা ছিলেন। তিনি তরুকোটরে আশ্রিত হইয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, যদি পথের মধ্যে কোথাও বিশ্রাম কর, তাহা হইলে তুমি নিজে মরিবে; আর যদি আজই বাড়ীতে যাও, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী মরিবে।” ইহা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু দেবতাকে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি মরণভয়ে বিহ্বল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং পরিবেদন করিতে করিতে বারাণসীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন পক্ষান্তপোসথের তিথি ছিল। ঐ তিথিতে বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা বলিতেন। বহুলোকে গন্ধপুষ্পাদি হস্তে লইয়া দলে দলে ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কোথা যাইতেছ?” তাহারা বলিল, “ঠাকুর, আজ সেনক পণ্ডিত মধুর স্বরে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনা করিবেন; তুমি কি ইহা জান না?” ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ‘পণ্ডিতটি, শুনিতেছি, ধর্ম্মকথক; আমি এদিকে মরণভয়ে বিহ্বল। পণ্ডিতেরা নিশ্চিত মহাশোকেরও অপনোদন করিতে পারেন। অতএব আমার কর্ত্তব্য, সেখানে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনি।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ লোকদিগের সহিত ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোক এবং রাজা মহাসত্ত্বকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন; ব্রাহ্মণও মরণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্মাসনের অবিদূরে ছাতুর থলি কাঁধে রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন

---

[১]। বদ্ধ শক্তু—যাহা জল, চিনি প্রভৃতি মিশাইয়া পিণ্ড করা হইয়াছে। এই পিণ্ডগুলি শুকাইয়া রাখিল দীর্ঘকাল থাকে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন ভাজা ছাতু। কিন্তু ইহা বোধহয় সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ সমস্ত ছাতুই শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত করা হয়।

আকাশভাঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইল, কিংবা চতুর্দ্দিকে অমৃতের স্রোত ছুটিল। উপস্থিত সহস্র লোক আনন্দভরে 'সাধু সাধু' বলিয়া ধর্ম্মশ্রবণ করিতে লাগিল।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা সর্ব্বতশ্চক্ষু। মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে প্রঞ্চপ্রসাদ-প্রসন্ন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সভার সর্ব্বত: দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এত লোক মহানন্দে সাধুবাদ দিতেছে ও ধর্ম্মকথা শুনিতেছে; কেবল এই ব্রাহ্মণ বিষণ্নভাবে রোদন করিতেছে; ইহার মনে এমন কোন শোক আছে, যাহার জন্য এ অশ্রুপাত করিতেছে। অতএব, অম্লসংযোগে যেমন তাম্রের কলঙ্ক যায়, কিংবা পদ্মপত্র হইতে যেমন অতি সহজে বারিবিন্দু অপনীত হয়, সেইরূপ আমিও ইহার শোকবেগ প্রতিহত করিয়া ইহাকে বীতশোক ও প্রফুল্লচিত্ত করিব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইব।' অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আামর নাম সেনক পণ্ডিত; আমি এখনই তোমার শোক অপনয়ন করিব; তুমি নিঃশঙ্কমনে সমস্ত কথা খুলিয়া বল।" ব্রাহ্মণের সহিত এইরূপে আলাপ করিবার সময়ে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

বিভ্রান্ত হয়েছে চিত্ত; ইন্দ্রিয়সকল কি হেতু তোমার বল হয়েছে বিকল?
চক্ষু হ'তে ঝরে অশ্রু, হেরি মনে হয়, কি যেন তোমার নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়,
প্রার্থনা তোমার কিবা বল ত, ব্রাহ্মণ; যার তরে করিয়াছ হেথা আগমন।

ব্রাহ্মণ নিজের শোকহেতু বিজ্ঞাপনের জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

গেলে আজ জীবনান্ত পত্নীর আমার;
না গেলে নিজের না কি মৃত্যু দুর্নিবার।
এ দুঃখ, সেনক, মোর কম্পিত হৃদয়;
কেন এ সঙ্কট মোর, বল মহাশয়।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব, ধীবরেরা যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠে জাল নিক্ষেপ করে সেইরূপে, নিজের জ্ঞানজাল বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন : 'প্রাণীদিগের মৃত্যুর বহু কারণ দেখা যায়। কেহ সমুদ্র নিমগ্ন হইয়া মারা যায়; কেহ বা সেখানে ভীষণ মৎস্যাদি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া প্রাণ হারায়, কেহ বা গঙ্গায় পড়িয়া শিশুমার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, কেহ বা বৃক্ষ হইতে পড়িয়া বা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাঘাতে মরে, কেহ বা বিষ খাইয়া, কিংবা উদ্‌বন্ধনে, কিংবা ভৃগুস্থান হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়। মরণের এইরূপ বহু কারণের মধ্যে কি কারণে আজ এই ব্রাহ্মণ, পথে বিশ্রাম করিলে, নিজে মরিবে, অথবা এ গৃহে গমন করিলে ইহার স্ত্রী মরিবে?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্রাহ্মণের স্কন্ধে সেই থলিটা দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, 'সম্ভবতঃ এই থলির মধ্যে একটা কৃষ্ণসর্প আছে। ব্রাহ্মণ প্রাতরাশের সময়ে যখন ছাতু খাইয়া থলির

মুখ না বান্ধিয়াই জল খাইতে গিয়াছিল, তখন ছাতুর গন্ধ পাইয়া সাপটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জল পান করিয়া ফিরিয়া আসিলে থলির মধ্যে যে সাপ গিয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই; থলির মুখ বান্ধিয়া উহা লইয়া আসিয়াছে। এখন যদি পথে বিশ্রাম করে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে ছাতু খাইবার জন্য থলির ভিতর হাত দিবে এবং সর্প ইহার হস্তে দংশন করিয়া জীবনান্ত ঘটাইবে। পথে বিশ্রাম করিলে যে ইহার মরণ হইবে, ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু যদি এ গৃহে চলিয়া যায়; তাহা হইলে থলিটা ইহার ভার্য্যার হস্তগত হইবে। সে থলিতে কি আছে দেখিবার জন্য ইহার মুখ খুলিয়া ভিতরে হাত দিবে, তাহা হইলে সর্পদংশনে তাহারই মৃত্যু ঘটিবে। ব্রাহ্মণ আজ গৃহে গেলে ইহার ভার্য্যাকে যে প্রাণান্ত হইবে, ইহাই তাহার কারণ।' বোধিসত্ত্ব উপায় কুশলতা-বলে এইরূপ অবধারণ করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, 'সর্পটা নিশ্চিত কৃষ্ণসর্প, তেজস্বী ও নির্ভীক। ব্রাহ্মণ চলিবার সময়ে থলিটা কতবার তাহার পার্শ্বে আঘাত করিয়াছেঃ; কিন্তু সাপটা নড়াচড়ায় সাড়া পর্য্যন্ত দেয় নাই। এই যে বৃহৎ সভা হইয়াছে, ইহার মধ্যেও থলিতে যে সাপ আছে, এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। অতএব সাপটা নিশ্চিত খুব তেজস্বী ও নির্ভীক।' উপায় কুশলতাবলে ও দিব্যচক্ষুদ্বারা মহাসত্ত্ব যেন এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি উপায় কুশলতা বলে প্রকৃত ঘটনা অবধারণ করিলেন,—যেন থলির মধ্যে সর্পের প্রবেশ নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই রাজসনাথ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তৃতীয় গাথায় ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

অনেক বিচারি সত্য করিনু নির্ণয়; বলিতেছি বিপ্র ঃ এই মোর মনে লয়,
কৃষ্ণসর্প এই শক্তুভস্ত্রার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আছে তব অগোচরে।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার এই থলিতে ছাতু আছে কি? "আছে, পণ্ডিতবর।" "আজ প্রাতরাশের সময় ছাতু খাইয়াছিলে?" "হাঁ।" "কোথায় বসিয়া খাইয়াছিলে?" বনমধ্যে বৃক্ষমূলে বসিয়া।" "ছাতু খাইয়া যখন জলপান করিতে গিয়াছিলে, তখন থলিটার মুখ বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে কি, না?" "না, পণ্ডিতবর, বান্ধি নাই।" "জল খাইয়া যখন ফিরিয়াছিলে তখন থলির মুখ বান্ধিবারকালে উহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখিয়াছিলে?" "না দেখিয়াই বান্ধিয়াছিলাম।" "দেখ, ব্রাহ্মণ, তুমি যখন জল খাইতে গিয়াছিলে, তখন তোমার অগোচরে ছাতুর গন্ধ পাইয়া একটা সাপ থলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমার মনে হয় ইহাই প্রকৃতই বৃত্তান্ত। তুমি থলিটা নামাইয়া সভার মধ্যে রাখ এবং উহার মুখ খুলিয়া একটু পিছনে হঠিয়া লাঠি দিয়া উহার উপরে আঘাত কর। যখন দেখিবে একটা কৃষ্ণসর্প বাহির

হইয়া ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস করিতেছে, তখন আর তোমার কোন সন্দেহ থাকিবে না।

ভস্ত্রার উপরে দণ্ড করহ প্রহার, দেখিবে বাহির হবে সর্প দুরাচার
দ্বিজিহ্ব, করালমুখ; কেন যায় বার করিছ সন্দেহ? মুখ খোল স্থবিকার।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন; তথাপি তিনি যেরূপ বলিলেন তাহাই করিলেন। সর্পটায় কুণ্ডলোপরি আঘাত লাগায় সে থলির মুখ হইতে বাহির হইয়া সমবেত লোকদিগের দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

[এই ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পঞ্চম গাথা বলিলেন :

ভয়ে ভয়ে সভামধ্যে খুলিল ব্রাহ্মণ ছাতুর মুখে ছিল যে বন্ধন।
ফণা তুলি বাহিরিল অতি ভয়ঙ্কর উগ্রতেজা সর্প এক তীক্ষ্ণবিষধর।

সর্পটা যখন ফণা বিস্তার করিয়া নির্গত হইল, তখন মহাসত্ত্ব যে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন তাহার প্রাগ্‌লক্ষণ দেখা দিল। সহস্র লোকে বিস্ময়ে বস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল, অঙ্গুলি ছোটন আরম্ভ করিল, নিবিড় মেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয়, চতুর্দ্দিক্ হইতে সেইরূপ সপ্তরত্ন বর্ষণ আরম্ভ হইল; শতসহস্র কণ্ঠে সাধুকার-ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে যেমন মহাশব্দ হয়, সেখানে সেইরূপ শব্দ উত্থিত হইল। বুদ্ধলীলায় এইরূপ প্রশ্নের সদুত্তর অসাধারণ প্রজ্ঞার ফল। কেবল জাতির গৌরবে কিংবা কুল-মান-ধনের বলে কেহই এরূপ দূরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির বিদর্শন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তিনি আর্য্যমার্গের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া অমৃতোপম মহানির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হন এবং শ্রাবক-পারমিতা[১], প্রত্যেকবুদ্ধি ও সম্যকসম্বুদ্ধি আয়ত্ত করেন। ফলতঃ অমৃতোপম মহাপরিনির্ব্বাণ সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য যে যে গুণ আবশ্যক, প্রজ্ঞাই তাহাদের মধ্যে প্রধান; অবশিষ্ট গুণগুলি প্রজ্ঞার অনুচর মাত্র। এই জন্যই কথিত আছে যে—

কুশলকারক আছে যত গুণ, প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠ সবাকার,
নক্ষত্রমণ্ডলে অতিক্রম সবে শোভে যথা শশধর।
প্রজ্ঞা আছে যাঁর অনুগামী তাঁর অপর সদ্‌গুণ যত;
শীল, শ্রী, সদ্ধর্ম্ম, স্বতঃই তাঁহার সঙ্গে থাকে অবিরত।]

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিলে এক সাপুড়ে সর্পটার মুখ বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গেল এবং বনের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার

---

[১]। শ্রাবক-পারমিতা বা শ্রাবক-বোধি = অর্হতেরা যে প্রজ্ঞা লাভ করেন।

সমীপে গিয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে এই অৰ্দ্ধগাথা বলিলেন :

আহা কি অপূর্ব্বলাভ করেছেন জনক ভূপতি!
মহাপ্রাজ্ঞ সেনকেরে রেখেছেন সদা নিজপাশে

এইরূপে রাজার স্তুতি করিয়া ব্রাহ্মণ থলি হইতে সপ্তশত কার্ষাপণ বাহির করিলেন এবং মহাসত্ত্বের তুষ্টিসাধনার্থ উপহার দিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :

অজ্ঞান তিমিরনাশী[1] সর্ব্বজ্ঞ কি তুমি মহামতি?
প্রজ্ঞার প্রভাব তব ভাবিলে হৃদয় কাঁপে ত্রাসে।[2]
ভিক্ষা করি আনিয়াছি এই সপ্তশত কার্ষাপণ;
দিলাম তোমারে সব; দয়া করি করহ গ্রহণ।
প্রজ্ঞার প্রভাবে তব প্রাণরক্ষা হইল আমার;
তোমারি কৃপায় রাজ অকল্যাণ হ'ল না ভার্য্যার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব অষ্টম গাথা বলিলেন :

মধুর বিচিত্র গাথা করিয়া রচন পণ্ডিতে না করে কভু বেতন গ্রহণ।
বরঞ্চ আমরা ধন দিব হে তোমায়; লয়ে তাহ যাও, বিপ্র, তুমি নিজালয়।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণের সহস্র কার্ষাপণপূরণার্থ যত অবশ্যক, ততগুলি কার্ষাপণ দেওয়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ব্রাহ্মণ কে তোমাকে ধনভিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল!" "আমার ভার্য্যা।" "সে বৃদ্ধা না তরুণী?" "তিনি তরুণী।" "তাহা হইলে সে নিশ্চয় অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে অনাচারে রত হইয়াছে। নির্ভয়ে কুক্রিয়া করিবার উদ্দেশ্যে সে তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল তুমি যদি এই কার্ষাপণগুলি ঘরে লইয়া যাও, তাহা হইলে সে তোমার এই কষ্টার্জ্জিত ধন নিজের জারকে দান করিবে। অতএব তুমি সোজাসুজি গৃহে না গিয়া গ্রামের বাহিরে কোন বৃক্ষমূলে বা অন্য কোথাও কার্ষাপণগুলি রাখিয়া দিবে এবং তাহার পর গৃহে যাইবে।" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রামসমীপে গিয়া একটা বৃক্ষের মূলে কার্ষাপণগুলি রাখিলেন এবং সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী জারের সঙ্গে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া 'ভদ্রে' বলিয়া ডাকিলেন। রমণী তাহার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিল, দীপ

---

[1]। মূলে 'বিবত্তচ্ছদ্দ' এই পদ আছে। বিবৃত্তচ্ছদ্ম অর্থাৎ যিনি অজ্ঞানজাল তুলিয়া লইয়াছেন। ইহা বুদ্ধের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়।

[2]। মূলে 'ঞানম্ নু তে ভিংসরূপং' এইরূপ আছে। চলিত বাঙ্গালাতেও ভয়ানক শব্দটা কখনও কখনও অত্যন্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নিবাইয়া দ্বার খুলিল, ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলে জারকে বাহির করিয়া দ্বারের নিকট রাখিল এবং নিজে ঘরে গেল; গিয়া দেখে থলিতে কিছুই নাই। তখন সে জিজ্ঞসা করিল, "ব্রাহ্মণ, তুমি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে গিয়া কি পাইলে?" "আমি সহস্র কার্ষাপণ পাইয়াছি।" "তাহা কোথায়?" "অমুক স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি। কোন চিন্তা নাই; ভোরে গিয়া আনিব।" ব্রাহ্মণী বাহিরে গিয়া জারকে এই কথা জানাইল। সে তখনই গিয়া, যেন তাহার সোপার্জ্জিত ধন এইভাবে উহা গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ পরদিন গিয়া দেখেন কার্ষাপণগুলি নাই। তিনি তখনই বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?" "পণ্ডিতবর, আমার কার্ষাপণগুলি পাইতেছি না।" তোমার স্ত্রীকে কার্ষাপণের কথা বলিয়াছিলে কি?" "বলিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ঐ দুষ্টাই জারকে জানাইয়াছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভার্য্যার কোন কুলোপগ ব্রাহ্মণ[১] আছে কি?" "আছে।" "তোমারও আছে?" "আছে।" তখন মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সাতদিনের ব্যয়োপযুক্ত অর্থ দেওয়াইয়া বলিলেন, "যাও, প্রথম দিনে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে— তোমার কুলের সাতজনকে এবং তোমার ভার্য্যার কুলের সাতজনকে। ইহার পর প্রতিদিন এক একটী ব্রাহ্মণ কমাইবে এবং সপ্তম দিনে তোমার একটি এবং তোমার ভার্য্যার একটী, এই দুইটি মাত্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। তোমার ভার্য্যার পক্ষ হইতে কোন ব্রাহ্মণ উপর্য্যুপরি সাত দিনই উপস্থিত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া আমাকে জানাইবে।" ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলেন এবং মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতবর, যে ব্রাহ্মণ সাতদিনই ভোজন করিয়াছে, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে লোক দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আনাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক বৃক্ষের মূলে এই ব্রাহ্মণের সঞ্চিত কার্ষাপণগুলি ছিল; তুমি তাহা লইয়াছ কি?" সে বলিল, 'না, মহাশয়।" "তুমি জাননা কি, আমার নাম সেনক পণ্ডিত? আমি তোমার দ্বারাই কার্ষাপণগুলি আনাইতেছি।" ইহাতে ভীত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, "হাঁ, আমি লইয়াছি।" "লইয়া কি করিয়াছ?" "অমুক স্থানে রাখিয়াছি।" তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি দুষ্টাকেই ভার্য্যারূপে রাখিতে ইচ্ছা কর, না অন্য ভার্য্যা চাও?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, সেই রমণীই আমার ভার্য্যা থাকুক।" বোধিসত্ত্ব আবার লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণের কার্ষাপণগুলি ও ব্রাহ্মণীকে আনাইলেন এবং চোর ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কার্ষাপণগুলি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি চোরের দণ্ডবিধান করিলেন এবং তাহাকে

---

[১]। যে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পূজাপার্ব্বণাদি করেন ও ধর্ম্মকথা শুনান।

নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন; তিনি ব্রাহ্মণীকেও দণ্ড দিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে নিজের নিকটে বাস করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন বৃদ্ধ সেই ব্রাহ্মণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা, বুদ্ধের অনুচরবর্গ ছিল সেই সভাস্থ ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম সেনক পণ্ডিত।]

---

৪০৩. অস্থিসেন-জাতক

[শাস্তা আলবির নিকটস্থ অগ্রাল্‌ব চৈত্যে অবস্থিতিকালে কুটীকারশিক্ষাপদ সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মণিকণ্ঠ-জাতকে (২৫৩) বলা হইয়াছে। শাস্তা সেই ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখন অন্যশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও সাধুরা কখনও যাচ্‌ঞা করেন নাই। রাজারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন; তথাপি যাচঞায় অপরের অপ্রীতি ও বিরক্তি জন্মে, এই বিবেচনায় তাঁহারা কখনও কিছু প্রার্থনা করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল অস্থিসেন-কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন। অনন্তর বিষয়ভোগে দুঃখ উপলদ্ধি করিয়া তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দীর্ঘকাল হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল-সেবনার্থ লোকালয়ে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। ইহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। রাজা তাঁহার আচার ও চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ডাকাইয়া প্রাসাদতলে

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের মণিকণ্ঠ-জাতকের (২৫৩) এবং এই খণ্ডের ব্রহ্মদত্ত-জাতকের (৩২৩) পুত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তাঁহার অনুমোদন শুনিলেন এবং অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া অঙ্গীকার গ্রহণপূর্ব্বক রাজোদ্যানে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার মহাসত্ত্বের অর্চ্চনা করিতে যাইতেন।

একদিন মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথায় অতিমাত্র প্রীতি হইয়া রাজা বলিলেন, "মহাত্মন, কোন বস্তু আপনার আবশ্যক তাহা বলুন; আমার রাজ্য পর্য্যন্ত (আপনাকে দান করিব।) কিন্তু মহাসত্ত্ব 'ইহা আমাকে দিন' এমন কোন কথাই বলিলেন না। [অন্য যাচকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা করিত; বলিত আমাকে 'ইহা দিন।' ঐ বস্তু রাজার প্রিয় না হইলেও তিনি দানও করিতেন।] রাজা ভাবিতে লাগিলেন, যাচক ও ভিক্ষুকেরা ইহা দিন, উহা দিন বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করে; কিন্তু কতদিন হইল আমি আর্য্য অস্থিসেনকে, তিনি যাহা চান তাহাই দিব, বলিয়াছি; অথচ তিনি কিছুই চাহিলেন না। তিনি দেখিতেছি বিচক্ষণ প্রজ্ঞাবান অথবা উপায়কুশল। জিজ্ঞসা করিয়া দেখি ব্যাপার কি।' অনন্তর একদিন প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া অন্যে কেন যাচঞা করে এবং অস্থিসেন কোন যাচঞা করেন না, ইহা জানিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

কত ভিক্ষু, যাহাদের সঙ্গে কভু নাহি পরিচয়,
মাগে ভিক্ষা; তুমি কেন কিছু নাহি চাও, মহাশয়?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

অপ্রিয় যাচক অপ্রিয় যাচিত, যদি নাহি করে প্রদান ঈপ্সিত।
যাচঞা আমি নাহি করি একারণ; অসন্তুষ্ট তুমি হ'য়ো না রাজন্।

এই কথা শুনিয়া তিনটি গাথা বলিলেন :

ভিক্ষা বৃত্তি যার, যথাকালে সেই যাচন যদি না করে,
পায় কষ্ট নিজে; পুণ্যানুষ্ঠানের অন্যের সুযোগ হরে।
ভিক্ষাবৃত্তি আর যথাকালে যদি সে জন যাচন করে,
থাকে সুখে নিজে; দেয় অবসর অন্যে পুণ্যার্জ্জনতরে।
সুপ্রাজ্ঞ যাহারা, যাচক দেখিয়া ক্রুদ্ধ তাহা নাহি হয়;
তুমি ব্রহ্মচারী অতিপ্রিয় মোর; চাও যাহা মনে লয়।

এইরূপে রাজাকর্ত্তৃক ইচ্ছামত প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইলেও বোধিসত্ত্ব কিছুমাত্র প্রার্থনা করিলেন না। রাজা যখন এইরূপে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তখন বোধিসত্ত্বও প্রব্রাজকদিগের পদ্ধতি-প্রদর্শনার্থ বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা বিষয়ভোগী ও গৃহী যাচঞা তাহাদেরই অভ্যস্ত; ইহা প্রব্রাজকদিগের পক্ষে শোভা

পায় না। যাঁহারা প্রব্রাজক, তাঁহারা প্রব্রাজকগ্রহণের সময় হইতে পরিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিবেন—গৃহীদের ন্যায় চলিবেন না।" প্রব্রাজক পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

মুখ ফুটি, কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা
যাচঞা না করেন কভু প্রজ্ঞাবান যাঁরা।
বুদ্ধিমান্ উপাসক আপনা হইতে
প্রাজ্ঞের অভাব যত পারেন বুঝিতে।
গৃহস্থের দ্বারে আর্য্য দাঁড়ান নীরবে;
অন্য যাচঞা তাঁহাদের কভু না সম্ভবে।

বোধিসত্তের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান উপাসক নিজেই বুঝিতে পারিয়া কুলোপগ প্রব্রাজককে দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে এই এই দ্রব্য দান করিলাম।

পুঙ্গবের সহ সহস্র রোহিণী দিলাম; গ্রহণ করুন আপনি।
সাধু, যিনি, তাঁর সাধুজনে দিতে অদেয় কি কিছু আছে পৃথিবীতে?
শুনি আপনার গাথা ধর্ম্মযুত হৃদয় আমার হইয়াছে পূত।"[১]

কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই দান অস্বীকার করিলেন; তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি অকিঞ্চন হইব, এই সঙ্কল্পে প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমার গোধনে প্রয়োজন নাই।" অতঃপর রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন; তিনি নিজেও অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম অস্থিসেন।]

---

৪০৪. কপি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের পৃথিবীগর্ভে প্রবেশ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত ভুগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং

[১]। এই গাথাটি ব্রহ্মদত্ত-জাতকেও (৩২৩) দেখা যায়।

কহিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অনুচরবর্গসহ বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চশত কপিপরিবৃত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে বাস করিতেন। তখন দেবদত্ত কপিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অপর পঞ্চশত কপিসহ সেই উদ্যানেই অবস্থিতি করিত।

একদিন রাজাপুরোহিত উদ্যানে গিয়া স্নানান্তে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া বাহির হইতেছিলেন। তখন একটা দুষ্ট কপি উদ্যানদ্বার তোরণের মস্তকে বসিয়াছিল। সে পুরোহিতের মস্তকোপরি মলত্যাগ করিল এবং পুরোহিত যখন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহার মুখেও ঐরূপ করিল। পুরোহিত ফিরিলেন এবং কপিদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন, "বেশ, দেখা যাবে, তোদিগকে ইহার প্রতিফল দিতে পারি কি না।" অনন্তর তিনি আবার স্নান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, কপিরা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ সহস্র কপিকেই জানাইলেন, "শত্রুর বাসস্থানে বাস অকর্ত্তব্য; অতএব সমস্ত কপিই পলায়ন করিয়া অন্যত্র যাউক!" একটা অবাধ্য কপি নিজের অনুচিরদিগকে লইয়া পলায়ন করিল না—সে বলিল, "যাহা হয়, পরে দেখা যাইবে।" বোধিসত্ত্ব কিন্তু নিজের অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

এক দাসী ধান ভাঙ্গিত। সে রৌদ্রে শুকাইবার জন্য কতকগুলি ধান বিছাইয়া দিয়াছিল। একটা ছাগ ঐ ধান খাইতেছে দেখিয়া দাসী তাহাকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ দিয়া আঘাত করিল। ছাগটার শরীর জ্বলিয়া উঠিল; সে পলায়ন করিয়া হস্তীশালার পার্শ্ববর্ত্তী এক তৃণকুটীরের বেড়ায় গা ঘসিতে লাগিল। ইহাতে তৃণকুটীরে আগুন লাগিল, সেখান হইতে গিয়া হস্তীশালাইয়াও আগুন ধরিল; এবং অনেক হস্তীর পিঠ পুড়িয়া গেল। হস্তীবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে লাগিল।

পুরোহিত কপিদিগকে ধরিবার উপায় চিন্তা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি একদিন রাজদর্শনে গিয়া উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "আচার্য্য, আমার অনেক হাতীর পিঠে ঘা হইয়াছে; হস্তীবেদ্যেরা ইহার প্রতীকার জানে না; আপনি কোন ঔষধ জানেন কি? "জানি, মহারাজ"। "কি বলুন ত।" "মর্কটের বসা।" "কোথায় পাওয়া যাইবে?" "আপনার উদ্যানেই বহু মর্কট আছে।" রাজা অমনি

আদেশ দিলেন, 'উদ্যানের মর্কটগুলা মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।' তখন তীরন্দাজেরা গিয়া সেই পঞ্চশত কপিকে শরবিদ্ধ করিয়া মারিল। কেবল যে কপিটা সকলের বড় ছিল, সেইটা পলাইবার সময়ে শরাহত হইয়াও সেখানে পড়িয়া গেল না; সে বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গিয়া পড়িল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা দেখিল, সে তাহাদেরই বাসস্থানে আসিয়া মরিয়াছে।' তাহারা গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল, অমুক কপি শরাহত হইয়া মরিয়াছে।' বোধিসত্ত্ব সেখানে গিয়া কপিগণমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিতেরা যেরূপ উপদেশ দেন সেইভাবে বলিলেন, "যাহারা শত্রুস্থানে বাস করে, তাহারা এইরূপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" কপিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বলিলেন :

আছে যথা শত্রুজন, বুদ্ধিমান চলি যান বর্জ্জন করিয়া সেই স্থানে।
এক কিংবা দুই রাত্রি, ঘটিবে ইহারই মধ্যে বিপত্তি শত্রুর সন্নিধানে।
লঘুচেতা যেইজন, হয় সে পরম শত্রু অনুচরগণের নিজেয়;
এক বানরের হেতু না ত্যজি অরাতিস্থান নাশ হল বানরের যূথের।
নির্ব্বোধ, পণ্ডিতম্মন্য স্বেচ্ছামত চলে যদি, অবহেলি পণ্ডিতের কথা,
মৃত্যুশয্যা অবিলম্বে ঘটিবে তাহার ভাগ্যে, যূথপতি বানরের যথা।
থাকে যদি দেহে বল মূর্খের, তাহে কি ফল? অক্ষম সে যূথের রক্ষণে;
দীপক তিত্তির যথা[1] জ্ঞাতির অহিতকারী, বিপদে সে ফেলে জ্ঞাতিজনে।
কিন্তু ধীর বলবান অধিনেতা যদি হন, শক্ত তিনি যূথের রক্ষণে,
জ্ঞাতিবন্ধু হিতকারী বিরাজেন তিনি ভবে শত্রু যথা ত্রিদর্শনভবনে।
বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শীলে অলঙ্কৃত যেই জন, ধন্য সেই পুরুষপ্রবর;
আত্মহিত, পরহিত, উভয়ই সম্পাদন হয় তাঁহার কার্য্যে নিরন্তর।
দেখ অগ্রে ভাবি মনে, বিদ্যাবুদ্ধিশীলধনে ধনী তুমি হইয়াছ কত;
তার পরে হও গিয়া গণেশ, রক্ষক, কিংবা একাকী প্রব্রজ্যাধর্ম্মরত।

বোধিসত্ত্ব কপিরাজ হইয়াও এইরূপে বিনয় পিটকের কথা বলিলেন।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই অবাধ্য কপি, দেবদত্তের অনুচরেরা ছিল সেই কপির অনুচর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কপিরাজ।]

☞পঞ্চতন্ত্রে (অপরীক্ষিতকারক, ৯) দেখা যায়, বানর-বসায় অশ্বদিগের বহ্নিদাগদোষ প্রশমিত হয়, লোকের এই বিশ্বাস ছিল : "কপীনাং মেদসা দোষো বহ্নিদাসমুদ্ভব অস্বানাং নাশমভ্যেতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।"

---

[1]। দীপক তিত্তির—দ্বিতীয় খণ্ডের ৮২৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এই জাতক ১ম খণ্ডের কাক-জাতকের (১৪০) রূপান্তর; প্রভেদের মধ্যে শেষোক্ত জাতকে কপির পরিবর্ত্তে কাক পাত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

---

৪০৫. বকব্রহ্ম-জাতক[১]

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বকব্রহ্মার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মলোকই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল; ব্রহ্মলোক হইতে লোকান্তরে গমন, বা নির্ব্বাণ-নামক কোন পদার্থ নাই, বকের এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি জন্মিয়াছিল।

বকব্রহ্মা পূর্ব্বের এক জন্মে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন বলিয়া বৃহৎফল-নামক দশম রূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে পঞ্চশত কল্পপরিমাণ আয়ুঃ ভোগ করিয়া তিনি শুভকৃৎস্ন নামক নবম রূপব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর চতুঃযষ্টি কল্প আয়ুঃ অতিবাহিত করিয়া তিনি আভাস্বর ব্রহ্মলোকে গমন করেন। আভাস্বর ব্রহ্মলোকে আয়ুঃপরিমাণ অষ্ট কল্প মাত্র। কিন্তু এখানে অবস্থিতি করিবার সময়ে বকের এই মিথ্যাদৃষ্টি জন্মে। তিনি যে উর্দ্ধতম ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন এবং আভাস্বর ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই দুইটি বিষয় স্মরণ ছিল না বলিয়াই তিনি উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ভগবান বকের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং বলবান পুরুষ যেমন অবলীলাক্রমে আকুঞ্চিত বাহু প্রসারিত করে, কিংবা প্রসারিত বাহু আকুঞ্চিত করে, সেইরূপে জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বক স্বাগত বচন উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, ‘আসিতে আজ্ঞা হউক, মারিষ; আপনি বহুদিন এখানে আসিবার সুবিধা গ্রহণ করেন নাই; এ ধাম নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত; ইহাই কেবল্য ধাম, ইহার পরিবর্ত্তন নাই; ইহার আদি নাই, অবনতি নাই, ধ্বংস নাই; এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, পুনরুৎপন্নও হয় না। এই লোক-প্রাপ্তিই নির্বাণ; ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধতর কোন গতি নাই।” ইহা শুনিয়া ভগবান বককে বলিলেন, “বক ব্রহ্মা দেখিতেছি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। যখন তিনি অনিত্যকে নিত্য বলিতেছেন...

---

[১]। বৌদ্ধমতে ব্রহ্মারা দেবতাদিগের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় সত্ত্ব। তাঁহারা সর্ব্ববিধ কামনা বর্জিত এবং শীতাতপ প্রভৃতি ভৌতিক দুঃখের অতীত। ব্রহ্মগণ ১৬টি রূপব্রহ্মলোক এবং ৪টি অরূপব্রহ্মলোকে বাস করেন (১ম খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাব্রহ্মা (বা ব্রহ্মা সহাম্পতি) ইহাঁদের রাজা। বৌদ্ধমতে বিশ্ব বহু চক্রবালের সমষ্টি। প্রতি চক্রবালের একজন মহাব্রহ্মা আছেন।

ইত্যাদি, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গতি থাকিলেও যখন তিনি ইহাকেই পরমা গতি বলিতেছেন, তখন নিশ্চিত তিনি অবিদ্যার আচ্ছন্ন হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বক ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি 'তুমি ইহা বলিতেছ, তুমি ইহা বলিতেছ' বলিয়া অনুধাবনপূর্ব্বক আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।' যেমন কোন দুর্ব্বল চোর দুষ্ট চারি বার প্রহার পাইলে, "আমি কি ইহাই চোর; অমুক চোর অমুক চোর" বলিয়া সমস্ত সঙ্গীকে ধরাইয়া দেয়, সেইরূপ বকব্রহ্মাও ভগবানের প্রশ্নে ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মলোকের নিত্যতা-সম্বন্ধে অন্য অনেকেও যে তাঁহার সহিত একমত, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন :

দ্বিসপ্ততি ব্রহ্মা মোরা, অজাত, অমর, পুণ্যকর্ম্মা; তেঁই হই লোকের ঈশ্বর।
পরম প্রজ্ঞার ধাম এই নিত্য স্থান; এর চেয়ে উর্দ্ধে কিছু নাই বিদ্যমান—
এরূপ জপেন অন্য সত্ত্ব শত শত সকলেই তাঁরা মোর সঙ্গে একমত।

ইহা শুনিয়া শাস্তা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

আয়ুঃ তব অল্প হেথা, দীর্ঘ কিছু নয়; দীর্ঘ তবু ভাব কেন এরে, মহাশয়?
কোটিকল্পকাল[১] তব জন্ম জন্মান্তরে ঘটেছে বা, সব আছে আমার অন্তরে।

তখন বক তৃতীয় গাথা বলিলেন :

আমি ত অনন্তদর্শী, শুন ভগবান, জন্মজরাশোকাতীত আছি বিদ্যমান।
ব্রত শীল পুরাকালে কি করেছি কবে, জানিয়া এখন তাহা কি বা ফল হবে?
তথাপি আমার পক্ষে যদি জানিবার থাকে কিছু, বল তাহা, শুনি একবার।

তখন ভগবান বকের অতীত জীবনসমূহের বৃত্তান্ত বুঝাইবার জন্য চারিটি গাথা বলিলেন :

বহুলোক মরুদেশে নিদাঘ-পীড়নে
পিপাসায় হয়েছিল ওষ্ঠাগত প্রাণ;
ব্রতশীলবান, তুমি, কতই যতনে
রক্ষিলা সে সব জীবে করি বারি দান।
এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা,
নিদ্রা অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।

দস্যুগণ গ্রাম লুঠি, বন্দী করি সবে লইয়া যাইতেছিল পুরাকালে যবে,
এণি-কূলে ছিলা তুমি ব্রতশীলবান করিলা কৃপার বশে আর্ত্তগণে ত্রাণ।

---

[১]। মূলে শত "সহস্সানং নিয়ব্বুদানং" আছে। ১-এর পিঠে ৬৩টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহার নাম নিরর্ব্বুদ। ইহার শত সহস্র এক অহহ। এই সকল সংখ্যা সামান্য গণিতবেত্তাদিগের ধারণাতীত।

এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা, নিদ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।
নাগরাজ নিষ্ঠুর মনুষ্যবধ তরে যখন ধরিল নৌকা গঙ্গার উপরে,
নিজবলে অভিভূত করিয়া তাহার উদ্ধারিলা বিপন্নের তুমি, মহাশয়।
এখনও স্মরি আমি সেই পুণ্যকথা, নিদ্রা-অবসানে লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।
ছিলাম তোমার শিষ্য আমি পুরাকালে; কল্প এই নামে মোরে ডাকিত সকলে।
অপার তোমার প্রজ্ঞা, ব্রতশীলাচার সমস্তই পরিজ্ঞাত আছিল আমার।
এখনও স্মরি আমি তর পুণ্যকথা, নিন্দ্রান্তে প্রবুদ্ধ লোকে স্মরে স্বপ্ন যথা।[১]

---

[১]। টীকাকার এই গাথাচতুষ্টয়-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রাচীন কথাগুলি দিয়াছেন :

(১) বকব্রহ্মা কোন প্রাচীন কল্পে তপস্বী ছিলেন। তিনি মরুকান্তারে অবস্থিতি করিয়া বহুপ্রাণীকে জলপান করাইতেন। একদা এক সার্থবাহ পঞ্চশত শকটসহ ঐ কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অনুচরগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাতদিন ছুটাছুটি করে। সে জন্য তাহাদের ইন্ধন ফুরাইয়া যায়; তাহারা অনাহারে ও পিপাসায় প্রাণের আশা ছাড়িয়া দেয়। তপস্বী ধ্যানবলে তাহাদের দূরবস্থা জানিতে পারেন। তিনি তখন ঋদ্ধিবলে গঙ্গাস্রোতকে সার্থবাহদিগের নিকটে প্রেরণ করেন এবং মরুদেশে এক বন সৃষ্টি করিয়া মনুষ্য ও গোদিগের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দেন।

(২) বকব্রহ্মা একজন্মে তপস্বী হইয়া এণি নামে এক নদীর তীরে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিধানে বাস করিতেন। একদা কতিপয় দস্যু পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং গ্রামবাসীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। পথে তাহারা কয়েকজন প্রহরী রাখিয়া অন্নপাকের জন্য এক পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করে। এদিকে তপস্বী গোমহিষ, বালকবৃন্দ প্রভৃতিদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে চতুরঙ্গিণী সেনা সৃষ্টি করিয়া রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে দস্যুদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। দস্যুরা যে সকল প্রহরী রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া গুহায় গিয়া এই সংবাদ দেয়। দস্যুরা ভাবিয়াছিল, রাজা আসিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বিফল। তাহারা সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী ফেলিয়া আহার না করিয়াই সেই স্থান হইতে পলায়ন করে।

(৩) কোন প্রাচীনকালে বকব্রহ্মা গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতেন। তখন লোকে দুই তিনখানা নৌকা যুড়িয়া উহার উপরে পুষ্পমণ্ডপ প্রস্তুত করিত এবং উহাতে আরোহণ করিয়া পান ভোজন করিতে করিতে আত্মীয় স্বজনের গৃহে যাইত। তাহারা পীতাবশিষ্ট সুরা ও ভুক্তাবশিষ্ট অম্লমাংসাদি গঙ্গায় ফেলিয়া দিত। 'ইহারা মস্তকোপরি উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করিতেছে' ইহা ভাবিয়া গঙ্গাগর্ভস্থ নাগরাজ বড় ক্রুদ্ধ হইলেন, 'এখনই ইহাদিগকে নিমজ্জিত করিব' এই অভিপ্রায়ে এক বিশাল দ্রোণির ন্যায় দেহধারণপূর্ব্বক জলভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং ফণা বিস্তার করিয়া তাহাদের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরোহীরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ইহা শুনিয়া তপস্বী তৎক্ষণাৎ সুপর্ণবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরাজ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন।

(৪) কল্পের কথা বর্ত্তমান খণ্ডের কেশবজাতকে (৩৪৬) বলা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিরাবশ্যক।

শাস্তার কথায় বকের নিজ কৃতকর্ম্ম স্মরণ হইল এবং তিনি শাস্তার স্তুতি করিয়া অবশিষ্ট গাথাটি বলিলেন :

যে জন্মে আমি যে কার্য্য করেছি সাধন,
প্রজ্ঞাবলে সব তব হয়েছে স্মরণ।
বুদ্ধ তুমি, সব জান; তব অগোচর
কিছু মাত্র নাই এই বিশ্বের ভিতর।
অত্যুজ্জ্বল দেহচ্ছটা সে হেতু তোমার
উদ্ভাসিত করিয়াছে ধাম আভাস্বর।

শাস্তা এইরূপে নিজের বুদ্ধগুণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা ও সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া দশ সহস্র ব্রহ্মার চিত্ত আসক্তি ও পাপচিন্তা হইতে বিমুক্ত হইল। এইরূপে ভগবান বহু ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া ব্রহ্মলোক হইতে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং উক্তরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকে সমবধান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন কেশব তাপস ছিলেন সেই বকব্রহ্ম এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

---

৪০৬. গান্ধার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ভৈষজ্য-সঞ্চয়-শিক্ষাপদ সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু রাজগৃহ নগরে ঘটিয়াছিল। যখন আয়ুষ্মান্ পিলিন্দিক বৎস উদ্যান পালকের[২] পরিজনবর্গকে মুক্ত করিবার জন্য রাজভবনে

---

[১]। মহাবর্গ ৬। ১৫, ১০। ভৈষজ্য বলিলে, এখানে ঘৃত, নবনীত, মধু তৈল ও গুড়, এই পঞ্চ দ্রব্য বুঝিতে হইবে। "যানি পন তানি গিলানানং ভিক্খুনং পটিসাযনীযানি ভেসজ্জানি, সেয্যথীদং সপ্পি নবনীতং তেলং মধু ফাণিতং তানি পটিগ্গহেত্বা সত্তাহপরমং সন্নিধিকারকং পরিভুঞ্জিতব্বানি। তং অতিক্কামযতো নিস্সগ্গিযং।—ভি. প্রা. (পাত্রবর্গ)।

[২]। "আরামিক" শব্দে আদৌ "উদ্যানপাল" অর্থবাচক হইলেও এখানে "ভৃত্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পিলিন্দির বচ্ছ (পিলিন্দক বৎস)-সম্বন্ধে মহাবর্গে এইরূপ দেখা যায় : তিনি একদা একটা গুহায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে বিম্বিসার সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ একজন ভৃত্য দিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধদেবের অনুমতি লইয়া পিলিন্দিক বৎস রাজার এই দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু রাজা একথা ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর পঞ্চশত দিন অতীত হইলে রাজা যখন নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, তখন অনুতপ্ত হইয়া পিলিন্দিক বৎসের নিকট পঞ্চশত ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান

গিয়া ঋদ্ধিবলে সমস্ত প্রাসাদ সুবর্ণময় করিয়াছিলেন, তখন লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থবিরকে পঞ্চভৈষজ্য উপহার দিয়াছিল। স্থবির সে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। ভিক্ষুগণ এককালে বহুভৈষজ্য পাইয়া, যে যেমন পারিলেন, কেহ হাঁড়িতে, কেহ ঘটে, কেহ থলিতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "শ্রমণেরা অতিলোভী; ইহারা ঘরের ভিতর ভৈষজ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে।" এই বৃত্তান্ত শাস্তার কর্ণগোচর হইলে তিনি নিয়ম করিলেন যে, কোন পীড়িত ভিক্ষুর জন্য ভৈষজ্য [আনীত হইলে তাহা সাত দিনের মধ্যে ব্যবহার করিতে হইবে।] অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন পণ্ডিতেরা, অন্য শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এবং পঞ্চশীলমাত্র রক্ষা করিয়াও সঞ্চয়ের বিরোধী ছিলেন,—যাহারা লবণ ও শর্করা মাত্র পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তোমরা কিন্তু এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় দিনের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিতেছ!" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

করিলেন। এই গ্রামের নাম হইল আরামিক গ্রাম বা পিলিন্দিক গ্রাম। পিলিন্দিক বৎস ঐ গ্রামে ভিক্ষাচর্য্যায় যাইতেন। তিনি একদিন গিয়া দেখিলেন, গ্রামে উৎসব হইতেছে, বালকবালিকারা মাল্যাদি পরিয়া আনন্দে বেড়াইতেছে, কেবল এক দরিদ্রের কন্যা মাল্যাদি আভরণ না পাইয়া কান্দিতেছে।" 'আমি তোমাকে আভরণ দিতেছি" বলিয়া পিলিন্দিক বৎস তাহার গলে একটা খড়ের বিড়া পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার ঋদ্ধিবলে উহা অপূর্ব্ব হেমহারে পরিণত হইল। বিম্বিসার শুনিলেন, ঐ বালিকার গলে যে হার আছে, তাঁহার গৃহেও সেরূপ হার দেখা যায় না। তিনি স্থির করিলেন, উহা অপহৃত বস্তু। এ জন্য তিনি বালিকা ও তাহার মাতা পিতা প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। এই কথা শুনিয়া পিলিন্দিক বৎস রাজভবনে গমন করিলেন; তাঁহার প্রভাবে রাজভবন তৎক্ষণাৎ হেমনয় হইল। বিম্বিসার নিজের ভ্রম বুঝিয়া আরামিক পরিজনবর্গকে মুক্তি দিলেন।

পিলিন্দিক বৎস শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঋদ্ধিবল-সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত গল্প এই : একদা তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় যাইবার সময়ে দেখিলেন, একটা লোক এক ঝুড়ি পিপ্পলি মাথায় লইয়া যাইতেছে। পিলিন্দিক জিজ্ঞাসিলেন, "তোর ঝুড়িতে কি আছে রে?" লোকটা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "ইন্দুরের বিষ্ঠা।" অনন্তর সে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখে পিপ্পলিগুলি মুসিকবিষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পর সে ঝুড়ি লইয়া আবার পিলিন্দিকের নিকটে গেল এবং তিনি উহাতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর দিল পিপ্পলি আছে।" তখন সেই মুসিকবিষ্ঠা আবার পিপ্পলিতে পরিণত হইল।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধাররাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন। তখন মধ্যদেশে বিদেহ রাজ্যে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। যদিও এই উভয় রাজার পরস্পর দেখা শুনা নাই, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল এবং একে অপরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। তৎকালে লোকের দীর্ঘায়ুঃ ছিল। তাহারা ত্রিশ হাজার বৎসর বাঁচিত।

একদা গান্ধাররাজ পৌর্ণমাসীর পোষধ দিবসে শীল গ্রহণ করিয়া[১] মহাতলে সুবিন্যস্ত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রাচীদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত ধর্ম্মকথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে, যে পুর্ণচন্দ্র সমস্ত নভোমণ্ডলব্যাপী হইবে মনে হইতেছিল, তাহাকে রাহু আসিয়া গ্রাস করিল। অমনি চন্দ্রের প্রভা অন্তর্হিত হইল; অমাত্যেরা চন্দ্রমণ্ডল দেখিতে না পাইয়া রাজাকে বলিলেন, "চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।" রাজা চন্দ্রের দিকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন. 'এই চন্দ্র আগন্তুক উপক্লেশে নিস্প্রভ হইয়াছে; আমার পক্ষে এই রাজানুচরগণ উপক্লেশ; রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমিও যদি নিস্প্রভ হই, তাহা হইলে ভাল হইবে না। অতএব আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল গগনতল বিহারী চন্দ্রেয় ন্যায় প্রব্রজ্যাবলম্বন করিব। অন্যকে উপদেশ দিয়া আমার কি লাভ? আমি নিজকুলে ও প্রজাগণে অনাসক্ত হইয়া এখন অবধি নিজেকেই উপদেশ দিব। ইহাই আমার কর্ত্তব্য।' ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন"। এইরূপে তিনি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিদেহরাজ বণিক্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু সুখে আছেন ত?" বণিকেরা তাঁহাকে গান্ধাররাজের প্রব্রজ্যা গ্রহণ-বৃত্তান্ত জানাইল। তাহা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু যখন প্রব্রাজক হইয়াছেন, তখন আমিই বা রাজ্য দিয়া কি করিব? তিনি সপ্তযোজন-বিস্তীর্ণ মিথিলা নগরী, তিনি শত যোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য, ষোড়শ সহস্র গ্রাম, পরিপুর্ণ ধনভাণ্ডারসমূহ এবং ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী পরিত্যাগপূর্ব্বক, পুত্রকন্যাদির কথা মন হইতে দূরীভূত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে প্রব্রজ্যাগ্রহণান্তর ফলাহারী হইয়া প্রশান্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। বিদেহের তাপস গান্ধারের তাপসের সহিত দেখা করিতেন। একদা পুর্ণিমা তিথিতে তাঁহার বৃক্ষমূলে বসিয়া ধর্ম্মকথা

---

[১]। অর্থাৎ তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া।

বলিতেছেন, এমন সময়ে গগনতলে বিরাজমান চন্দ্র রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইল। চন্দ্রের প্রভা নষ্ট হইল কেন, ইহা জানিবার জন্য বিদেহ তাপস উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞসা করিলেন, “আচার্য্য, কে এই চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া প্রভাহীন করিয়াছে?” গান্ধার তাপস বলিলেন, “অন্তেবাসিক, ইহার নাম রাহু। এই রাহুই চন্দ্রের একমাত্র উৎপীড়ক; এ চন্দ্রকে প্রভা বিকিরণ করিতে দেয় না। আমি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, ‘এই পরিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আগন্তুক উৎপীড়ক দ্বারা প্রভাহীন হইয়াছে; রাজ্যও আমার পক্ষে উৎপীড়ক। অতএব রাহু যেমন চন্দ্রকে নিস্প্রভ করিল, রাজ্য সেইরূপে আমাকে নিস্প্রভ করিবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’ এইরূপে রাহুগৃহীত চন্দ্রকে আমি আমার আলম্বন করিলাম এবং মহারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলাম।” “আচার্য্য, তাহা হইলে বুঝিলাম, আপনি গান্ধাররাজা।” “হাঁ, আমি গান্ধারের রাজা ছিলাম।” “আচার্য্য, আমিও মিথিলা রাজ্যের বিদেহ নগরস্থ বিদেহ নামক রাজা। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা না হইলেও বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল নয় কি?” “আপনি কি দেখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন?” “আমি শুনিলাম, আপনি প্রব্রজ্যা লইয়াছেন এবং ভাবিলাম, প্রব্রজ্যার গুণ দেখিয়াই আপনি প্রব্রাজক হইয়াছেন। সেইজন্য আপনাকেই আমার আলম্বন মনে করিয়া আমি রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রাজক হইয়াছি।” অতঃপর তাপসদ্বয় পরস্পরের সংসর্গে অতীব সম্প্রীতভাবে ফলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হিমবন্তপ্রদেশে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তাঁহারা একদা লবণ ও অম্লসেবনার্থ হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকে তাহাদের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইল, তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল, তাঁহারা সেখানে অবস্থিতি করিবেন এই অঙ্গীকার করাইয়া অরণ্যমধ্যে রাত্রিযাপনের স্থানাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন এবং তাঁহাদের ভোজনার্থ পথপার্শ্বে এক উদকসুলভ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। তাঁহারা প্রত্যন্তগ্রামে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া এই পর্ণশালায় উপবেশন করিতেন এবং ভোজনান্তে বাসস্থানে চলিয়া যাইতেন। লোকে তাঁহাদিগকে আহার্য্য বস্তু দিবারকালে কোন দিন পাতায় লবণ দিত, কোন দিন বা লবণহীন খাদ্যই দিত। তাহারা একদিন একটা পাতার ঠোঙ্গার অনেক লবণ দিয়াছিল। বিদেহতাপস উহা লইয়া বোধিসত্ত্বের ভোজনকালে তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ দিলেন, নিজেও উপযুক্ত পরিমাণে লইলেন, এবং যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে ভাবিয়া অবশিষ্ট লবণ ঠোঙ্গায় বান্ধিলেন ও ঘাসের আঁটির মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

অতঃপর একদিন তাঁহাদের অলবণ আহার জুটিল। বিদেহতাপস গান্ধারতাপসকে ভিক্ষাভাজন দিয়া বাসের আঁটির ভিতর হইতে লবণ আনিলেন, এবং বলিলেন, "আচার্য্য, লবণ গ্রহণ করুন।" গান্ধার-তাপস বলিলেন, "আজ ত লোকে লবণ দেয় নাই; তুমি লবণ কোথায় পাইলে?" "আচার্য্য, পূর্ব্বে একদিন প্রচুর লবণ দিয়াছিল। যে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, সে দিন কাজে লাগিবে বলিয়া আমি উদ্‌বৃত্ত লবণ রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "নির্ব্বোধ, তুমি ত্রিশতযোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছ এবং অকিঞ্চনভাব প্রাপ্ত হইয়াছ; এখন আবার তোমার লবণের দানায় তৃষ্ণা জন্মিয়াছে!" অনন্তর তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব প্রথম গাথা বলিলেন :

ষোড়শ সহস্র গ্রাম, ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার,
ত্যাজিয়া হইলা এবে সঞ্চয়ী আবার তুমি! ছি, ছি, তব একি ব্যবহার!"[১]

এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া বিদেহতাপস গান্ধার-তাপসের প্রতিপক্ষ হইলেন;—তিনি ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি নিজের দোষ দেখিতে পান না, কেবল আমারই দোষ দেখেন। আপনি যখন রাজ্য ছাড়িয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন, তখন স্থির করিয়াছিলেন না কি যে অন্যকে উপদেশ দিয়া কি হইবে, নিজেকেই উপদেশ দিবেন'? এখন আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন কেন বলুন ত?

ত্যাজিয়া গান্ধার রাজ্য ধনরত্নে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভাণ্ডার
শাসন বিরত হয়ে আবার শাসনে ইচ্ছা! ছি ছি, তব একি ব্যবহার!"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

ধর্ম্মকথা বলি আমি; অধর্ম্ম দেখিলে মোর মনে হয় ঘৃণার উদয়;
ধর্ম্মকথা বলি কেহ অপরের হিত তরে কভু নাহি পাপে লিপ্ত হয়।[২]

বোধিসত্ত্বে কথা শুনিয়া বিদেহ তাপস বলিলেন, "বক্তব্য বিষয় সুসঙ্গত

---

[১]। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও ভিক্ষুর পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ; সঞ্চয়ী ঈশানকে সনাতন গোস্বামী দণ্ডিত করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকেরা তাহা জানেন।

[২]। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার টীকাকার ধর্ম্মপদ হইতে নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় তুলিয়াছেন।

বর্জ্জ্য যাহা প্রদর্শন করেন যে সুধীজন, দোষ দেখি করেন ভর্ৎসন,
ভজ সে পণ্ডিতবরে; গুপ্তনিধি তব করে আনি তিনি করেন অর্পণ।
হেন গুরু ভজে যেই কদাপি না হয় সেই কোনরূপ পাপের ভাজন।
দোষ দেখি তিরস্কার, উপদেশ-দান, আর পাপ হ'তে বিনিবৃত্ত করা,
এই ধর্ম্ম পণ্ডিতের; প্রিয় তিনি-ধার্ম্মিকের; দ্বেষে তাঁরে অধার্ম্মিক যাঁরা।

হইলেও যদি তদ্দ্বারা অপরের মনে আঘাত লাগে ও অপরের রোষ জন্মে, তাহা হইলে তাহা বলা উচিত নহে। কেহ কুণ্ঠ ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, আপনার অতি কঠোর বাক্যে আমারও সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে।

যে কথা শুনিলে দুঃখ উপজে অন্যের মনে, হোক তাহা অতি সারবতী,
তথাপি তা মুখে আনা, পণ্ডিত জনের পক্ষে, হয় না কি অনুচিত অতি[১]?"

তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :

"হো'ক ক্রুদ্ধ অবহেলি উপদেশ দিক্ ফেলি, ফেলে লোকে ভুষামুষ্টি যথা;
তথাপি বলিব আমি; পাপ না স্পর্শিবে মোরে যতক্ষণ কর ধর্ম্ম-কথা;

দেখ আনন্দ![২] যে কুম্ভকার কেবল অদগ্ধ মৃত্তিকা লইয়া কাজ করে, আমি তাহার ন্যায় নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিব না। আমি পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিব; যাহা সার তাহাই থাকিবে।" কুম্ভকার যেমন মৃৎপাত্রগুলিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া যেগুলি অদগ্ধ তাহা গ্রহণ করে না, কেবল সুদগ্ধগুলি গ্রহণ করে, বুদ্ধশাসনের অনুমোদিত পথে থাকিলে সেই রূপ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া, যে সকল ব্যক্তি সুদগ্ধভাণ্ডসদৃশ, কেবল তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বুঝাইবার জন্য বিদেহতাপসকে উপদেশ দিবার সময়ে বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন :

পণ্ডিতের উপদেশে বুদ্ধিবিনয়ের যদি উৎকর্ষ না হয় সংঘটন,
দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানহীন মানুষ বিপথে চলে, বনে অন্ধ মহিষ যেমন।
আচার্য্যের শিক্ষাগুণে সুশিক্ষিত সদাচার সুবনীত আছে লোক যত
গৃহী কি সন্ন্যাসী-দেখি চরিত্র তাদের, অন্যে হয়ে থাকে সুপথে চালিত।[৩]

ইহা শুনিয়া বিদেহতাপস বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি এখন অবধি আমাকে উপদেশ দিবেন। আমি স্বভাবতঃ অসহিষ্ণু বলিয়া আপনার সহিত তর্ক করিয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।" অনন্তর তিনি মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন; সেখানে বোধিসত্ত্ব বিদেহতাপসকে কৃৎস্ন পরিকর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন; বিদেহ তাহা অভ্যাস করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ

---

[১]। তুং. "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

[২]। বিদেহরাজ উত্তরকালে জন্মান্তর লাভ করিয়া 'আনন্দ' নামে অভিহিত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়াই যেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে আনন্দ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

[৩]। এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার ক্ষুদ্রকপাঠ হইতে নিম্নলিখিত গাথা তুলিয়াছেন :

ত্রিপিটকে পারগতা, সর্ব্বশিল্পে নিপুণতা, সাবধানে শিক্ষিত বিনয়
বচনের মধুরতা, এই চারিগুণ হয় সর্ব্ববিধ মঙ্গল আলয়।

প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই জনেই অপরিহীন-ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই বিদেহরাজ এবং আমি ছিলাম সেই গান্ধাররাজ।]

---

৪০৭. মহাকপি-জাতক[১]

[শাস্তা জতেবনে অবস্থিতিকালে জ্ঞাতিজনের হিতচেষ্টা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৫) বলা যাইবে। ভিক্ষুরা যখন ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, সম্যকসম্বুদ্ধ জ্ঞাতিগণের হিতানুষ্ঠান করেন," তখন শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিয়াছিলেন, "তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও জ্ঞাতিদিগের উপকার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর দীর্ঘায়ত-দেহ ও বহুবলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অশীতি সহস্র বানরের অধিনেতা হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতেন। তখন গঙ্গাতীরে বহুশাখা প্রশাখাসম্পন্ন, সান্দ্রচ্ছায়, বহুপত্রযুক্ত, গিরিকূটসমুন্নত একটা আম্রবৃক্ষ (কেহ কেহ বলেন, ন্যগ্রোধ বৃক্ষ) ছিল। তাহার অতি মধুর ও দিব্যগন্ধযুক্ত রসাল ফলগুলি আয়তনে বড় বড় ঘটের মত হইত। একটি শাখার ফল স্থলে পড়িত; এক শাখার ফল গঙ্গাজলে পড়িত; আর দুই শাখার ফল, ইহাদের মধ্যে, বৃক্ষমূলে পড়িত। বোধিসত্ত্ব কপিযূথ সঙ্গে লইয়া ঐ বৃক্ষের ফল খাইবার সময় ভাবিয়াছিলেন, কোন না কোন দিন এই ফল জলে পড়িলে আমাদের বড় বিপদ ঘটিতে পারে।' এই জন্য তিনি, যে শাখাটি জলের উপর ছিল, তাহাতে একটি ফলও রাখিতেন না; পুষ্পোদগ্মের সময়ে, কিংবা ফলগুলি যখন কেবল কলায় প্রমাণ হইত, তখনই বানরদিগের দ্বারা হয় ভক্ষণ করাইতেন, নয় ছিড়িয়া ফেলাইতেন। কিন্তু এত সতর্কতার মধ্যেও একবার একটা ফল পিপিলিকা-নির্ম্মিত পত্রপূটের অন্তরালে সহস্র বানরের চক্ষু এড়াইয়া

---

[১]। জাতকমালা—২৭। ইহাতে দেবদত্তের কোন উল্লেখ নাই,—আম্রফলের পরিবর্ত্তে 'পরিপক্কতালফলাধিকতরপ্রমাণ' ন্যগ্রোধ ফলের কথা আছে।

রহিয়া গেল; এবং যথাকালে পাকিয়া নদীতে পড়িল ও ভাসিয়া চলিল। বারাণসীর রাজা নদীর উর্দ্ধ ও অধোদেশে জাল বান্ধিয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন। উক্ত আম্র ফলটী ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার উর্দ্ধজালে আসিয়া ঠেকিল। রাজা সমস্ত দিন জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবেন, তখন কৈবর্ত্তেরা জাল তুলিতে গিয়া ঐ ফল দেখিতে পাইল এবং উহা কি ফল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না, মহারাজ!" "কাহারা জানে, বল ত?" "বনেচরেরা জানিতে পারে।" রাজা তখনই বনেচরদিগকে ডাকাইলেন; এবং তাহাদের নিকট জানিতে পারিলেন যে উহা আম্রফল। তখন তিনি ছুরিকা দ্বারা ফলটা কাটিলেন, অগ্রে এক টুকরা বনেচরদিগের দ্বারা খাওয়াইলেন এবং শেষে নিজে খাইলেন, অন্তঃপুরচারিণীদিগকে দিলেন, অমাত্যদিগকেও খাওয়াইলেন। এই আম্রফলের দিব্যরসে রাজার সমস্ত শরীরে অপূর্ব্ব তৃপ্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি রসতৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আম্রবৃক্ষ কোথায় আছে?" তাহারা বলিল, "হিমবন্তপ্রদেশে নদীতীরে।" তখন তিনি বহু নৌসংঘাটি[১] প্রস্তুত করাইলেন এবং নদী উজাইয়া চলিলেন। বনেচরেরা পথ দেখাইয়া চলিল। এইরূপে তিনি যে কতদিন চলিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি সেই স্থানে উপনীত হইলেন; বনেচরেরা বলিল, "মহারাজ, ঐ সেই বৃক্ষ।" তখন রাজা নৌকাগুলি লাগাইয়া বহুলোকসহ পদব্রজে চলিলেন; বৃক্ষমূলে শয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং আম্রফল এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিলেন এবং অগ্নি জ্বালাইলেন।

এ দিকে সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে মহাসত্ত্ব নিশীথকালে স্বীয় অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। অশীতি সহস্র বানর শাখা হইতে শাখান্তরে গিয়া আম্র খাইতে লাগিল। ইহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বানরদিগকে দেখিয়া লোকজনদিগকে জাগাইলেন এবং তীরন্দাজদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, "যাহাতে এই ফলখাদক বানরেরা পলাইতে না পারে, এইভাবে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরবিদ্ধ কর; কল্য আম্রের সহিত বানর মাংস খাইব।" তীরন্দাজেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টন করিল এবং শরসন্ধান করিয়া দাঁড়াইল। ইহা দেখিয়া বানরেরা মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল; এবং পলায়ন

---

[১]। দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি বুড়িলে তাহাকে 'নৌসংঘাটি বলা যাইতে পারে। ইহাতে নৌকা সহজে ডুবিতে পারে না।

করিতে অসমর্থ হইয়া মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "দেব, বানরেরা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেই তাহাদিগকে শরবিদ্ধ করিবে, এই অভিপ্রায়ে তীরন্দাজেরা এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এখন আমাদের উপায় কি?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

অনুচরদিগকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব, যে শাখাটি ঠিক ঋজুভাবে উঠিয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলেন, যে শাখা গঙ্গাভিমুখে গিয়াছিল তাহার উপর গেলেন, তাহার অগ্রভাগ হইতে এক লম্ফে শতধনু অতিক্রমপূর্ব্বক গঙ্গার অপর তীরস্থ একটা গুল্মের উপর পতিত হইলেন। সেখান হইতে নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তিনি শূন্যে কতদূর লাফাইয়া আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়া লইলেন এবং একটা বেত্রলতার মূলচ্ছেদ করিয়া ও ছাল ছড়াইয়া ভাবিলেন, 'এতটা গাছে বান্ধা থাকিবে এবং এতটা শূন্যে থাকিবে।' এইরূপে তিনি কেবল দুই অংশের মাপ লইলেন। কিন্তু যে অংশ নিজের কোমরে বান্ধা থাকিবে, তাহা ধরিতে ভুলিলেন। অনন্তর তিনি বেত হইতে উক্ত দুই মাপের পরিমাণ এক অংশ লইলেন এবং উহার একপ্রান্ত নদীতীরস্থ একটা বৃক্ষে এবং অপরপ্রান্ত নিজের কটিদেশে বান্ধিয়া বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘবেগে শূন্যপথে শতধনু অতিক্রম করিলেন। কিন্তু নিজের কটিদেশে যতটা বান্ধা ছিল, বেত কাটিবার সময়ে তাহা ধরেন নাই বলিয়া তিনি সেই আম্রবৃক্ষের উপরে গিয়া পড়িতে পারিলেন না; কেবল দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে উহার শাখা ধরিয়া বানরদিগকে সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, "তোমরা যত শীঘ্র পার আমার পিঠের উপর দিয়া এই বেতের সাহায্যে অপর পারে গিয়া নিরাপদ হও।" তখন সেই অশীতি সহস্র বানর মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্তও বানর হইয়াছিল এবং তাহাদেরই মধ্যে ছিল। সে ভাবিল, 'এই আমার শত্রুর পৃষ্ঠদেশে দেখিবার (অর্থাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিবার) উপযুক্ত সময়।' সে একটা উচ্চ শাখায় উঠিয়া মহাবেগে মহাসত্ত্বের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। ইহাতে মহাসত্ত্বের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইল, তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। দেবদত্ত তাঁহাকে বেদনায় উন্মত্ত করিয়া চলিয়া গেল। মহাসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন।

রাজা জাগিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বানরদিগের ও মহাসত্ত্বের সমস্ত কাণ্ড দেখিযা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বানররাজ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়াও নিজের প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞানপূর্ব্বক অনুচরদিগের আপন্নিবারণ করিল।" অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি মহাসত্ত্বের উপর প্রীতিমান হইয়া স্থির করিলেন, 'এই কপিরাজের প্রাণবধ করা বিগর্হিত হইবে। ইহাকে কোন কৌশলে নামাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিব।' তিনি নৌসংঘাটি অধোগঙ্গায় সরাইয়া

লইলেন, তদুপরি এক উচ্চ মঞ্চ বান্ধাইলেন এবং মহাসত্ত্বকে তাহার উপর আস্তে আস্তে নামাইলেন। তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কাষায় বস্ত্র দ্বারা আবৃত করাইলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইলেন, তাঁহাকে সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন, তাঁহার শয্যার উপর তৈলচর্ম্ম আস্তৃত করাইলেন এবং তাহাকে তদুপরি শয়ন করাইয়া নিজে তদপেক্ষা নিম্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রথম গাথা বলিলেন :

সংক্রম[১] নিজের দেহ করিলা তারিতে
কপিগণে তুমি মহা বিপদ হইতে!
কি হও ত্াঁদের তুমি, কে তারা তোমার,
জানিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

বানরযূথের রাজা আমি, অরিন্দম!
এদের রক্ষার ভার আমার উপর;
হয়েছিল ইহাদের বিপত্তি বিষম,
সভয়ে কাঁপিতেছিল সমস্ত বানর।
তাই আমি এক লম্ফে হইলাম পার
শত সুবিস্তৃতধনুঃপ্রমাণ[২] আকাশ;
পড়িয়া অপর পারে বাঁধিনু আমার
কটিদেশে দৃঢ়রূপে বেত্রলতা-পাশ।
এ বৃক্ষে আসিতে লম্ফ দিলাম আবার;
বেগে ছুটে মেঘ যথা বায়ুর তাড়নে;
লতা ছিল ছোট, তাই ধরিনু ইহার
শাখা এক দুই হাতে আমি প্রাণপণে।

শাখা আর লতা ধরি এরূপে যখন আকাশে ঝুলিনু আমি, শাখামৃগগণ
করিয়া প্রণাম মোরে, মম-পৃষ্ঠোপরি গিয়াছে চলিয়া দুঃখ-সাগরেরে তরি।
লতার বন্ধন, কিংবা আসন্ন মরণ, কিছুই আমার নহে দুঃখের কারণ।
ছিলাম যাদের আমি রাজা এতকাল, তাদের সুখেতে সুখী হয়েছি, ভুপাল!
উপমার স্থল এই, করেছি যে কাজ শিখাইতে রাজধর্ম্ম, শুন, মহারাজ!
জ্ঞানী যে ভুপতি তিনি সতত যতনে রত হন প্রজাদের কল্যাণসাধনে।
চৌর, জনপদবাসী, বল ও বাহন— সবারই উন্নতি তাঁর লক্ষ্য অনুক্ষণ।

---

[১]। সংক্রম—(পালি সংকম)-বাঙ্গালা 'সাঁকো'।
[২]। ধনু = ছিলা না পরাইলে ধনুকের দণ্ড যতদূর বিস্তৃত হয় ততটা। ৪ হাত = ১ ধনু।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা রাজোচিত সমারোহের সহিত এই কপিরাজের শরিরকৃত্য সম্পাদন করুন।" তিনি মহিলাদিগকেও আদেশ দিলেন, "তোমরা রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেশে উল্কা হস্তে লইয়া কপিরাজকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শ্মশানে যাও।" তখন অমাত্যেরা শতশকটপূর্ণ কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করিলেন, রাজোচিত সমারোহের সহিত মহাসত্ত্বের শরীরকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন এবং তাঁহার কপালাস্থি লইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা মহাসত্ত্বের চিতার উপর একটা চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে দীপ জ্বালাইলেন এবং গন্ধমাল্যদিদ্বারা প্রেত পূজা করাইলেন। অনন্তর তিনি কপালাস্থিখানি সুবর্ণখচিত করাইলেন; তাহাও গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অর্চ্চিত হইল; লোকে উহা কুন্তাগ্রে তুলিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এইভাবে সকলে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাসত্ত্বের কপালাস্থি রাজদ্বারে রক্ষিত হইল। রাজার আদেশে সমস্ত নগর অলংকৃত হইল; এবং তিনি সপ্তাহকাল ঐ অস্থির পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি এই ধাতু[১] লইয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, গন্ধমাল্যাদিদ্বারা ইহার পূজা করিতেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে যথাধর্ম্ম রাজ্য করিয়া তিনি স্বর্গলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধপুরুষেরা ছিলেন সেই রাজার অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞সাঁচীর স্তূপতোরণে এই জাতকটি শিলায় উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ একটি গল্পই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

---

৪০৮. কুম্ভকার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়ে পাপের নিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পানীয়-জাতক (৪৫৯) বলা যাইবে। তখন শ্রাবস্তীর পঞ্চশত বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক, যেখানে অনাথপিণ্ডদ কোটি সুবর্ণ দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেইখানে বাস করিতেছিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্র সময়ে ইঁহাদের মনে কামচিন্তার উদ্রেক হইল। শাস্তা রাত্রিতে তিনবার এবং দিনমানে

---

[১]। ধাতু—relic, মহাপুরুষদিগের অস্থি-নখ-দন্তাদি।

চারিবার, সর্ব্বশুদ্ধ দিনে রাত্রিতে সাতবার আপন শিষ্যদিগের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ফলতঃ কিকি পক্ষী[১] যেমন তাহার অণ্ডের, চমরী গো যেমন তাহার পুচ্ছেয়, মাতা যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের, একচক্ষুব্যক্তি যেমন তাহার চক্ষুটীর রক্ষাবিধান করে, শাস্তাও সেইরূপ নিজের শিষ্যদিগকে রক্ষা করিতেন এবং যখনই বুঝিতেন, কাহারও মনে পাপচিন্তার উদ্রেক হইয়াছে, তখনই সেই পাপচিন্তার নিগ্রহ করিতেন। সে দিন নিশীথকালে তিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা জেতবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি উক্ত ভিক্ষুদিগের পাপচিন্তা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষুদিগের মনে যে পাপচিন্তা দেখা দিয়াছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে ইহাদের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হইবে। অতএব এখনই ইহাদের পাপের নিগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিব। তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া আনন্দকে ডাকিলেন, এবং কোটিসুবর্ণক্রীত স্থানে যে সকল ভিক্ষু আছে তাহাদিগকে সমবেত কর" ইহা বলিয়া নিজে বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "দেখ মনে পাপ প্রবেশ করিলে তাহার বশে থাকা ভাল নহে, পাপরূপ শত্রু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের মহাবিনাশ করিয়া থাকে। সেই জন্য পাপ অল্পমাত্র হইলেও ভিক্ষুদিগের তাহা নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র কারণ লক্ষ্য করিয়াই হৃদয়নিহিত পাপচিন্তার নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য প্রত্যক বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজধানীর উপকণ্ঠবর্ত্তী কোন গ্রামে[২] এক কুম্ভকার কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি কুম্ভকার বৃত্তিদ্বারা তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন।

ঐ সময়ে কলিঙ্গরাজ্যে দন্তপুর নগরে করণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা বহু অনুচরসহ উদ্যানে যাইবার কালে উদ্যানদ্বারে এক ফলভরে নমিত মধুর ফলবিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ দেখিয়া গজস্কন্ধে বসিয়াই হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক এক থলি আম ছিঁড়িয়া লইলেন এবং উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলায় উপবেশনপূর্ব্বক যাহাদিগকে দিবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট আম্র নিজে খাইলেন। রাজা যে সময়ে এই বৃক্ষের আম্র লইলেন, তখন হইতে, অপরেও লইতে পারে এই বিশ্বাসে অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলেই

---

[১]। নীলকণ্ঠ (blue jay)।

[২]। মুলে 'দ্বারগামে' আছে।

উহা হইতে আম পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া গাছে চড়িতে লাগিল, ঠেঙ্গাইয়া ডাল পালা ভাঙ্গিল, কাঁচা ফলগুলি পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিল। রাজা সমস্ত দিন উদ্যানে কেলি করিয়া সায়ংকালে অলংকৃত গজস্কন্ধে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতিগমন করিবার সময়ে ঐ বৃক্ষটী দেখিতে পাইলেন, অবতরণপূর্ব্বক উহার মূলদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বৃক্ষটী সকালবেলা ফলভরে অবনত হইয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছিল! তখন ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন লোকের তৃপ্তি হইত না, তাহারা আবার দেখিত। এখন লোকে ফল লইয়া গিয়াছে, শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়াছে; ইহাকে সম্পূর্ণরূপে শোভাহীন করিয়াছে!' ইহার পর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একটা নিষ্ফল আম্রবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটী নিজের ফলহীনতাবশতঃ তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপর বৃক্ষটি ফলশালিতাবশত এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনও ফলিতবৃক্ষ সদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে ধনবান তাহারই ভয়; নির্ধনের ভয় নাই। অতএব আমিও নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় হইব।' এই রূপে ফলিত বৃক্ষকে নিজের আলম্বন করিয়া তিনি উহার মূলদেশে থাকিয়াই লক্ষণত্রয়[1] চিন্তা করিলেন, এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার ফলে তিনি তখনই প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, 'এখন আমি মাতৃকুক্ষিকুটীর ভগ্ন করিলাম, আমাকে আর ভবত্রয়ের[2] কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না; আমার পক্ষে এখন সংসাররূপ মলভূমি[3] শোধিত হইল। আমার অশ্রুসমুদ্র শুষ্ক হইল, অস্থিপ্রাকার ভগ্ন হইল; আমাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন সর্ব্বলঙ্কারমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অমাত্যেরা গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি এখানে বহুক্ষণ অবস্থিত আছেন।" করণ্ডু বলিলেন, "আমি এখন রাজা নহি; আমি প্রত্যকবুদ্ধ।" "প্রত্যেকবুদ্ধেরা ত আপনার মত নহেন!" তাঁহারা কীদৃশ?" "তাঁহারা মুণ্ডিমস্তক ও মুণ্ডিতাধরোষ্ঠ; তাঁহারা পীতবস্ত্রধারী; তাঁহারা কোন কুলে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় কিংবা রাহুযুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়; তাঁহারা হিমালয়স্থ নন্দমূল গুহায় বাস করেন। মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের এই সমস্ত লক্ষণ।" তখন রাজা নিজের হস্ত তুলিয়া মস্তক স্পর্শ করিলেন, অমনি

---

[1]। অনিচ্চং, দুক্খং অনত্তং—অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্মতা; সব অনিত্য, সব ক্লেশময়, সব মিথ্যা।

[2]। কাম, রূপ, অরূপ অর্থাৎ কামলোকে (পৃথিবীতে ইত্যাদিতে), রূপলোকে (শরীরী দেবতাদিগের লোকে) এবং অরূপ ব্রহ্মলোকে।

[3]। সংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ।

তাঁহার সমস্ত গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; এবং শ্রমণ-চিহ্ন সমস্ত দেখা দিল :

ত্রিচীবর পাত্র, বাসী,[১] সূচী ও পরিস্রাবণ,
লয়ে এই অষ্ট পরিষ্কার,
প্রকৃত ভিক্ষু যে জন জীবন করে যাপন,
নাহি অন্য প্রয়োজন তার।

শ্রমণের উক্ত অষ্টবিধ দ্রব্যই রাজার দেহে সংলগ্ন হইল। তিনি আকাশে আসীন হইয়া জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন এবং বায়ুপথে উত্তর হিমবন্তে নন্দমূল গুহায় চলিয়া গেলেন।

গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে নগ্‌গজি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাসাদের উপরিতলে পল্যঙ্কমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অদূরে এক রমণী এক এক হস্তে এক একটি মণিবলয় পরিধান করিয়া গন্ধ পেষণ করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'মণিবলয়গুলি দূরে দূরে পৃথক থাকিলে তাহাদের সঙ্ঘট্ট হয় না, তাহাদের সঙ্ঘট্টজনিত রুনু রুনু ধ্বনিও হয় না।' এ দিকে, ঐ রমণী দক্ষিণ হস্ত হইতে বলয়গাছটি খুলিয়া বামহস্তে পরিল, এবং দক্ষিণহস্ত দ্বারা গন্ধদ্রব্য একত্র করিয়া আবার পেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার বামহস্তের প্রথম বলয়ের সহিত দ্বিতীয় বলয়ের সঙ্ঘট্ট হইয়া শব্দ হইতে লাগিল। রাজা এই বলয়দ্বয়কে পরস্পর সঙ্ঘট্টজনিত শব্দ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'বলয় দুইগাছি যখন পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকে, তখন সঙ্ঘট্ট হয় না, কিন্তু এক গাছির সহিত আর এক গাছি লগ্ন হইলেই সঙ্ঘট্ট ও শব্দ হয়। প্রাণীরাও ঠিক এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত বা কলহ হয় না; কিন্তু দুইজন একত্র হইলেই তাহারা পরস্পরের স্বার্থে আঘাত করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। আমি কাশ্মীর ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের অধিপতি; আমিও এখন অবধি একবলয়ের সদৃশ হইব এবং অপরের শাসন না করিয়া আত্মশাসনে রত থাকিব।' এইরূপে বলয়সঙ্ঘট্টনকে আলম্বন করিয়া উক্ত রাজা সেখানে বসিয়াই ত্রিলক্ষণ উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্বের মত।

বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা প্রাতরাশ সমাপনানন্তর অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটে অবস্থিতিপূর্ব্বক রাজপথ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী মাংসবিপণি হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, এবং গৃধ্র ও অন্যান্য পক্ষীরা ঐ মাংস গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তুণ্ডাঘাতে

---

[১]। ক্ষুর।

পক্ষাঘাতে ও পদাঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পাছে প্রাণ যায়, এই আশঙ্কায় শ্যেনটা শেষে মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিল। অমনি আর একটা পক্ষী উহা গ্রহণ করিল; অন্যান্য পক্ষীরা তখন শ্যেনটাকে ছাড়িয়া দিয়া এই পক্ষীটাকেই আক্রমণ করিল। সেও বিপন্ন হইয়া ঐ মাংস ত্যাগ করিল এবং আর একটা উহা গ্রহণ করিল; তাহারও ঐরূপ দুর্দ্দশা হইল। রাজা পক্ষীগুলিকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যে যে মাংসখণ্ড গ্রহণ করিল সেই সেই দুঃখ পাইল, যে যে তাহা পরিত্যাগ করিল, সেই সেই নিরুদ্‌বেগ হইল। যে ব্যক্তি পঞ্চকামগুণের বশীভূত হয়, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়; অন্যে সুখ ভোগ করে। বহু লোকের পক্ষেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।[১] আমার ষোড়শ সহস্র রমণী আছে; আমার পক্ষেও (ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া এবং) পঞ্চ কামগুণপরিহার করিয়া মাংসপিণ্ডত্যাগী শ্যেনের ন্যায় নিরুদ্বেগ ও সুখী হওয়া কর্ত্তব্য।' মনে মনে ধীরভাবে এই রূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেখানে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উত্তর পঞ্চাল রাজ্যে কাম্পিল্য নগরে দুর্মুখ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন প্রাতরাশের পর সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া অমাত্যগণসহ উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট অবস্থিতিপূর্ব্বক রাজাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এমন সময়ে একটা গোশালার দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং উহা হইতে কয়েকটা বৃষ নির্গত হইয়া কামবশে একটা গভীর পশ্চাতে ছুটিল। ইহাদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণবিষাণ বৃষ অন্য একটা বৃষকে আসিতে দেখিয়া কামমাৎসর্য্যে অভিভূত হইয়া তীক্ষ্ণবিষাণদ্বারা তাহার সক্‌থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গে আঘাতে করিল। সেই আঘাতে শেষোক্ত বৃষটার ক্ষতস্থান হইতে অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইতর প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীরীই কামপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এই বৃষটা কামবশেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; অন্য প্রাণীরাও কামের প্রভাবে কম্পিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াকারী এই কাম পরিহার করাই আমার কর্ত্তব্য।' এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেখানে দাঁড়াইয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ করিলেন এবং তত্ত্বদৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্বের মত।

উল্লিখিত প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয় একদা, ভিক্ষাচর্য্যার বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নন্দমূলগুহা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পর্ণলতার দন্তকাষ্ঠ দ্বারা অনবতপ্তহ্রদে

---

[১]। তু.—শীলমীমাংসা-জাতক (৩৩০)।

দন্তধাবন করিলেন, শরীরকৃত্য সম্পাদনান্তর মনঃশিলাতলে উপবেশনপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন এবং ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া পঞ্চবর্ণ মেঘের উপর পাদক্ষেপ করিতে করিতে বারাণসী নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী সেই গ্রামের নিকটে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা এক সুবিধাজনক স্থানে চীবর পরিধান করিলেন এবং পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন, তাঁহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া সজ্জিত আসনে উপবেশন করাইলেন, দক্ষিণোদক দানপূর্ব্বক সুরসাল খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং একান্তে আসীন হইয়া জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, ভবদীয় প্রব্রজ্যা কি সুন্দর দেখাইতেছে! ভবদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিপ্রসন্ন ও দেহের বর্ণ পরিশুদ্ধ। বলুন ত, কোন আলম্বন গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছেন?" জ্যেষ্ঠ প্রত্যেকবুদ্ধের ন্যায় অপর প্রত্যেক বুদ্ধদিগের নিকটে গিয়াও তিনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধচতুষ্টয়, আমি অমুক রাজ্যে অমুক নগরে অমুক রাজা ছিলাম ইত্যাদি পরিচয় দিয়া এক এক জন যথাক্রমে নিম্নলিখিত এক একটি গাথা বলিলেন :

যাইতে উদ্যানে, পথে, কানন মাঝারে দেখিলাম ফলবান তরু সহকারে।
বিশাল, শ্যামল কিন্তু সেই বৃক্ষস্বামী হেরিনু শ্রীহীন যবে, ফিরিলাম আমি।
ফল পাইবার তরে লগুড় মারিয়া শাখাপল্লবাদি লোকে ফেলেছে ভাঙ্গিয়া।
ফলহেতু হেরি তার হেন বিড়ম্বন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।
বিমৃষ্ট, বিবিধবর্ণমণিতে রচিত বলয়যুগল, শ্রেষ্ঠশিল্পিবিনির্ম্মিত,
পরিয়া দুহাতে বামা করিল যখন পেষণ গন্ধের শব্দ হল না তখন।
দুগাছি যেমন কিন্তু এক হাতে পরে, সজ্ঘট্টন-ধ্বনি পশে শ্রবণবিবরে।
একাকী থাকার গুণ করি দরশন তথাপি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।
মাংস লয়ে পক্ষী যবে উড়িয়া চলিল বহু পাখী আসি তারে আক্রম করিল।
বিষয়ীর এদুর্দ্দশা করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।
যুথমধ্যে মহাবল মহাককুমান কামহেতু বৃষ এক হারাইল প্রাণ।
কামের এ পরিণাম করি দরশন তখনি প্রব্রজ্যা আমি করিনু গ্রহণ।

বোধিসত্ত্ব এক একটি গাথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু ভদন্ত, সাধু। এইরূপ আলম্বন সকল ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই অনুরূপ।" এইরূপে তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধদিগের স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মদেশ শুনিয়া গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা চলিয়া গেলে তিনি প্রাতরাশ গ্রহণপূর্ব্বক সুখাসীন হইয়া ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, এই প্রত্যেক বুদ্ধ চারিজন রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। ইঁহারা এখন অকিঞ্চন, অপরিবাধ এবং প্রব্রজ্যাসুখে সুখী। আমি কিন্তু মজুরী দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতেছি। আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? তুমি সন্তান দুইটির রক্ষার ভার লইয়া গৃহে থাক।

করণ্ডু কলিঙ্গরাজ, গান্ধারের রাজা
নগ্‌গজী যাঁহার নাম, বিদেহ-ঈশ্বর
নিমি, পঞ্চালের পতি দুর্মুখ-ইহারা
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ত্যজি, প্রব্রজ্যা লইয়া
অকিঞ্চনভাবে কাল যাপিছেন এবে।
দেখিলে স্বচক্ষে তুমি, কেমন এঁদের
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা-সমান উজ্জ্বল
পুণ্যপূত দিব্য দেহ হয়েছে এখন!
আমিও, ভার্গবি, ত্যজি সর্ব্ববিধ কাম
বিচরিব আজ হ'তে একাকী নির্জ্জনে।"

বোধিসত্ত্বের পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "স্বামিন, প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া আমার মনও ঘরে তিষ্ঠিতেছে না।

ইহাই উত্তমকাল, ইহা হ'তে আর উপযুক্ত কাল ভাগ্যে হবে না আমার।
হেন উপদেষ্টা আর পাব না কখন; যাব একা চলি করি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
পুরুষের করমুক্ত পক্ষিণী যেমতি, সর্ব্বত্র হইবে মোর অবিরোধ গতি।"

বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। বোধিসত্ত্বকে বঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় ভার্গবী বলিলেন, "স্বামিন্, আমি ঘাটে যাইতেছি, আপনি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখিবেন।" ইহা বলিয়া যেন কলস লইয়া গেলেন এইরূপ ভাণ করিয়া তিনি নগরের বর্হিভাগে সেই তপস্বীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি যখন ফিরিলেন না, তখন বোধিসত্ত্ব নিজেই সন্তান দুইটি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা যখন একটু বড় হইল এবং নিজেরাই বুঝিতে সুজিতে পারিল, তখন তাহাদিগের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ বোধিসত্ত্ব রান্ধিবারকালে কোন দিন ভাতগুলি শক্ত রাখিতে লাগিলেন, কোন দিন গলাইয়া ফেলিতে লাগিলেন; কোন দিন ভাত ভাল করিতেন, কোন দিন বা একেবারে যাউ করিয়া ফেলিতেন, কোন দিন লবণ দিতেন না, কোন দিন বা লবণে পোড়াইয়া ফেলিতেন। বালক ও বালিকা বলিত, "বাবা, আজ ভাত শক্ত আছে;" "আজ গলিয়া গিয়াছে;" "আজ ভাল হইয়াছে;" "আজ নুন দেওয়া হয় নাই"; "আজ নুনে পুড়িয়া গিয়াছে।" বোধিসত্ত্ব তাহাদের কথায় সায় দিতেন এবং ভাবিতেন, 'ইহারা এখন কোন দ্রব্য সুসিদ্ধ, কোনটা অল্পসিদ্ধ, কোন দ্রব্য লবণহীন, কোনটা অতিলবণ ইহা জানে; ইহারা স্ব স্ব চেষ্টার বলেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে। অতএব

এখন আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি সন্তান দুইটিকে জ্ঞাতিবন্ধুগণের গৃহ দেখাইয়া নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নগরের বাহিরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর একদিন এক প্রব্রাজিকা বারাণসীতে ভিক্ষাচর্যা করিবার সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আর্য্য, আপনি বোধ হয় সন্তান দুইটিকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তাহাদিগকে মারি নাই; তাহারা যখন নিজের ক্ষমতাবলেই বুঝিতে সুঝিতে শিখিল, তখন আমি প্রব্রজ্যা লইলাম। তুমি কিন্তু তাহাদের কথা অদৌ ভাব নাই; তাহাদিগকে অসহায় ফেলিয়াই প্রব্রজ্যা-সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলে।

সুপক্ক, অপক্ক কিংবা লবণবজ্জিত,
অধিক লবণযোগে অথবা বিকৃত,—
খাদ্যের এ দোষগুণ বুঝে তারা সবে;
তাই প্রব্রাজক আমি হইয়াছি এবে।
নিশ্চিন্ত এখন মোরা; যে পথে যাহার
চলিতে বাসনা, তাহে বাধা নাই আর।"

পরিব্রাজিকাকে এই উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন। পরিব্রাজিকাও ঐ উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিয়া ইচ্ছামত স্থানে চলিয়া গেলেন। ঐ দিন ব্যতীত আর কখনও ইঁহাদের দুইজনের দেখাদেখি হয় নাই। বোধিসত্ত্ব অতঃপর ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মালোপরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই কুম্ভকারের কন্যা; রাহুলকুমার ছিলেন তাঁহার পুত্র; রাহুলমাতা ছিলেন সেই প্রব্রাজিকা এবং আমি ছিলাম সেই প্রব্রাজক।]

---

৪০৯. দৃঢ়ধর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিবারকালে উদয়ন রাজার[১] ভদ্রবতী নাম্নী হস্তিনীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই হস্তিনীর

[১]। মূলে 'বংসরাজা' পাঠ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হইয়াছেন। কিন্তু এ বিশেষণের এখানে কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

ভাগ্যে যে সুখপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল তাহা এবং উদয়ন রাজার বংশবৃত্তান্ত মাতঙ্গ-জাতকে (৪৯৭)[১] বলা যাইবে।

একদিন প্রাতকালে ঐ হস্তিনী নগর হইতে নিষ্ক্রমণকালে দেখিতে পাইল, অনুপমের বুদ্ধশ্রীসম্পন্ন ভগবান আর্য্যগণ-পরিবৃত হইয়া পিণ্ডচর্য্যার্থ নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে তথাগতের পাদমুলে পতিত হইয়া বলিল, "হে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বলোকতারক ভগবন্, তরুণ বয়সে আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন বৎসরাজ উদয়ন আমাকে কত ভালবাসিতেন—বলিতেন, এই হস্তিনী হইতেই আমার প্রাণরক্ষা হইতেছে; রাজ্য ও রাজমহিষী সমস্তই আমি ইহার গুণে পাইয়াছি। তিনি আমার মহাযত্ন করিতেন, আমাকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিতেন, আমার বাসস্থানে গন্ধদ্রব্যের প্রলেপ দেওয়াইতেন, চারিদিকে বিচিত্র যবনিকা খাটাইতেন, গন্ধতৈলদ্বারা প্রদীপ জ্বালাইতেন; কটাহে ধূপ পেড়াইতেন, মলত্যাগের স্থানে সুবর্ণকটাহ রাখাইতেন, আমাকে বিচিত্র আস্তরণের উপর শোওয়াইতেন এবং রাজোচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য খাওয়াইতেন। কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ ও অপটু হইয়াছি বলিয়া তিনি সে সমস্ত আদর যত্ন বন্ধ করিয়াছেন; আমি অনাথা ও সর্ব্ববিধ উপকরণহীন হইয়া অরণ্যে গিয়া কেতকফলে জীবন ধারণ করিতেছি। প্রভো আমার অন্য কোন আশ্রয় নাই। যাহাতে উদয়ন আমার গুণ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ আদর যত্ন করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।" হস্তিনী বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ প্রার্থনা করিলে শাস্তা বলিলেন, "তুমি এখন যাও; রাজাকে বলিয়া যাহাতে তুমি পূর্ব্বের আদর যত্ন ফিরিয়া পাও, তাহা করিতেছি।"

অনন্তর শাস্তা রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ভোজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, ভদ্রবতী কোথায়?"

বৎসরাজ উদয়নের কথা সংস্কৃত ও পালি উভয় সাহিত্যেই দেখা যায়। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান; সেখানে তিনি রাজপুত্রী বাসবদত্তার বাণীচার্য্য হইয়া শেষে তাঁহাকে হরণ করিয়া কৌশাম্বীতে প্রতিগমন করেন, উত্তরকালে তাঁহার সহিত সিংহলরাজ্যকন্যা রত্নাবলী এবং অঙ্গরাজকন্যা প্রিয়দর্শিকারও বিবাহ হয়—এই সমস্ত কাহিনী ভাস, শ্রীহর্ষ, সুবন্ধু প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বাসবদত্তা-হরণবৃত্তান্ত তখন এদেশের প্রায় সকলেই জানিত। কালিদাস অবন্তীদেশ বর্ণন করিবারকালে "উদয়নকথা-কোবিদগ্রামবৃদ্ধা" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায়, উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং ঐ মহাপুরুষের জীবদ্দশাতেই চন্দনকাষ্ঠদ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

[১]। মাতঙ্গ-জাতকে উদয়নের দুশ্চরিত্রের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তদীয় বংশবৃত্তান্ত কিংবা ভদ্রবতীর কোন বিবরণ নাই।

"আমি জানি না, ভদন্ত" "মহারাজ, উপকারককে পুরস্কারাদি দিয়া বৃদ্ধদশায় তাহা প্রত্যাহরণ করা অনুচিত। সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। ভদ্রবতী এখন জরাজীর্ণা ও অনাথা হইয়া অরণ্যে কেতকফল খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে; আপনি এই বৃদ্ধদশায় যে তাহাকে অনাথা করিয়াছেন তাহা অন্যায়।" ইহার পর শাস্তা ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক যাইবার সময়ে বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বের মত আবার তাহার আদর যত্ন করুন" রাজা তাহাই করিলেন। অচিরে সকল নগরবাসী জানিতে পারিল যে, তথাগত ভদ্রবতীর গুণ বর্ণন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিক্ষুরাও এই সংবাদ শুনিলেন ও ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তা না কি ভদ্রবতীর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাহার পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত ইহার গুণের কথা বলিয়া ইহার নষ্ট সৌভাগ্য প্রত্যর্পণ করাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে দৃঢ়ধর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঐ রাজার সেবা করিতেন এবং তাঁহার নিকট প্রভূত সম্মান পাইয়া অমাত্যরত্নের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজার একটী মহাবল ও দৃঢ়কায় উষ্ট্রী ছিল।[১] সে এক দিনে শতযোজন চলিতে পারিত; রাজার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করিত এবং সংগ্রামকালে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শত্রু দমন করিত। এই উষ্ট্রী আমার বড় উপকারিকা, ইহা মনে করিয়া রাজা তাহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার দিয়াছিলেন। ফলতঃ উদয়ন যেমন ভদ্রবতীর আদর যত্ন করিতেন, দৃঢ়ধর্ম্মাও ঐ উষ্ট্রীর সেইরূপ আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু কালবশে সে যখন জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইল, তখন আর তাহার আদর যত্ন রহিল না, তাহার সমস্ত ভোগের সামগ্রী রহিত হইল। সে তদবধি অনাথা হইয়া বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণধারণ করিত।

একদিন রাজবাটীতে মৃন্ময় পাত্রের অভাব হইয়াছিল। রাজা কুম্ভকারকে

---

[১]। মূলে 'ওট্‌ঠিব্যাধি' এই পদ আছে। ওট্‌ঠি = উষ্ট্রী; কিন্তু ব্যাধি শব্দের অর্থ কি? ইংরাজী অনুবাদক নিরুপায় হইয়া, বোধ হয়, বর্ত্তমানবস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, হস্তিনী (she-elephant) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার ত কোন হেতুই দেখা যায় না। সম্ভবতঃ 'ওট্‌ঠিব্যাধি' দুষ্ট পাঠ। সিংহলী অনুবাদ ওটু ডেন (উষ্ট্র ধেনু, a she-camel) এই শব্দ দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

ডাকাইয়া বলিলেন, “শুনিতেছি, মাটির পাত্রের অভাব হইয়াছে।” “মহারাজ, গোবর আনিবার জন্য গাড়িতে গরু যুতিতে হইবে;[১] কিন্তু গরু পাইতেছি না।” “ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “আমাদের সে উষ্ট্রীটা কোথায়?” “সে নিজের ইচ্ছামত চরিতেছে।” রাজা কুম্ভকারকে সেই উষ্ট্রী দান করিয়া বলিলেন, “তুমি এখন হইতে তাহাকে গাড়িতে যুতিয়া গোময় আনিবে।” “যে আজ্ঞা” বলিয়া কুম্ভকার তদবধি তাহাই করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ উষ্ট্রী একদিন নগর হইতে বাহির হইবার কালে দেখিতে পাইল, বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিতেছেন। সে বোধিসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে করিতে বলিল, “প্রভো, তরুণ বয়সে আমার দ্বারা বহু উপকার হইত বলিয়া রাজা আমার কত আদর যত্ন করিতেন; এখন আমার বৃদ্ধাবস্থায় সমস্তই রহিত করিয়াছেন; আমার কথা তাঁহার মনে নাই; আমি অন্যথা হইয়া বনে বনে ঘাস ও পাতা খাইয়া প্রাণরক্ষা করিতেছি; এই ত আমার ঘোর দুর্দ্দশা; ইহার উপর আবার গাড়ীতে যুতিবার জন্য তিনি আমার কুম্ভকারকে দান করিয়াছেন। আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন শরণ নাই; আমি রাজার যে কত উপকার করিয়াছি আপনি তাহা সমস্তই জানেন। পূর্ব্বের আদর যত্ন যাহাতে ফিরিয়া পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।

বহিয়াছি কত ভার; শল্য, অসি বান্ধি বুকে পরাক্রমে করেছি সমর;
এতও কি দৃঢ়ধর্ম্মা হন নাই মোর প্রতি পরিতুষ্ট, হে পণ্ডিতবর?
দৌত্যে, যুদ্ধে, কত তাঁর করিয়াছি উপকার দেখায়েছি পৌরুষ, বিক্রম;
আমার সে সব কাজ ভুলিলেন মহারাজ; এবে আমি পশুর অধম।
অনাথা, অবন্ধু এবে মরিব অচিরে আমি; শেষে কিনা দিলেন আমায়
গোময়বহন তরে এ নিষ্ঠুর কুম্ভকারে! বলিতে যে বুক ফাটি যায়।

উষ্ট্রীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “তুমি দুঃখ করিও না; আমি রাজাকে বলিয়া, যাহাতে তুমি পূর্ব্বের মত আদর-যত্ন পাও তাহা করিতেছি।” তাহাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজার নিকট এই কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার অমুকা-নাম্নী উষ্ট্রী না অমুক স্থানে নিজের বুকে শল্য বান্ধিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল? অমুক দিন না গ্রীবায় পত্র বান্ধিয়া তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং সে উহা লইয়া একশত যোজন চলিয়াছিল? আপনিও তখন তাহার সবিশেষ আদর যত্ন করিতেন। সে উষ্ট্রীটা এখন কোথায় মহারাজ!” “আমি তাহাকে গোময়-বহনার্থ কুম্ভকারকে দান করিয়াছি।” “মহারাজ, তাহাকে কুম্ভকারের গাড়িতে যুতিবার জন্য দিয়া আপনি

[১]। মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে গোময়ের প্রয়োজন কি? খুঁটা করিয়া গোড়াইবার উদ্দেশ্য কি?

ভাল কাজ করেন নাই।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব চারিটি গাথা বলিলেন :

যতদিন কার(ও) কাছে পাব কাজ, এ প্রত্যাশা করে লোক, যত্নে তারে সেবে;
বলক্ষয়ে বিতাড়ন উষ্ট্রীর ভাগ্যে যেমন অকৃতজ্ঞ রাজাদেশে এবে।
পূর্ব্বকৃত উপকার ভুলি উপকারকের বৃদ্ধকালে অযত্ন যে করে,
ইষ্টনাশ হয় তার; যা কিছু করিতে চায়, সমস্ত আশায় ছাই পড়ে।
পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরি উপকারের বৃদ্ধকালে করে যে যতন,
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার; যা কিছু করিতে চায়, হয় সর্ব্ব আশার পূরণ।
সমবেত হেথা যারা সকলেরে দেই আমি এই উপদেশ হিতকর—
কৃতজ্ঞ হইও সবে; কৃতজ্ঞতাবলে লোকে স্বর্গসুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব রাজাও উপস্থিত অন্য সকল ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সেই উষ্ট্রীর পূর্ব্ববৎ আদর যত্নের ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন ভদ্রবতী ছিল সেই উষ্ট্রী; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই অমাত্য।]

---

৪১০. সোমদত্ত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক শ্রামণেরকে প্রব্রজ্যা দিয়া আনিয়াছিলেন। বালকটী তাঁহার সেবা করিত, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে কোন সাংঘাটিক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ তাহার প্রাণবিয়োগের পর রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দেখিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, অমুক বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণের মৃত্যুবশত রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছেন; বোধ হয় তিনি মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানরহিত।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ভিক্ষু এই শ্রামণেরে মৃত্যুতে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শত্রু ছিলেন। তখন বারাণসীর এক আঢ্য ও মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক

হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। তিনি একদিন বন্য ফল সংগ্রহ করিবারকালে একটা হস্তীশাবক দেখিয়া তাহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং তাহাকে পুত্রস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহার সোমদত্ত এই নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি তৃণপত্র আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতেন এবং সযত্নে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

কালে হস্তীশাবকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইল; কিন্তু একদিন অত্যদিক আহার করিয়া অজীর্ণদোষহেতু দর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাপস তাহাকে আশ্রমের ভিতরে রাখিয়া বন্যফল সংগ্রহ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই হস্তীটা প্রাণত্যাগ করিল। তপস্বী ফল লইয়া ফিরিবারকালে ভাবিলেন, 'অন্যান্য দিন বাছা আমার প্রত্যুদ্গমন করিয়া থাকে; আজ ত তাহাকে দেখিতেছি না আজ সে কোথায় গেল?' এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

বহুদূরে বনমাঝে হয়ে অগ্রসর
প্রত্যুদ্গমন মোর করিত কুঞ্জর।
কোথা সেই সোমদত্ত? আজ কেন তার
কোথাও কানন মাঝে নাহি দেখা যায়?

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন, হস্তীটা চংক্রমণ স্থানের একপ্রান্তে পড়িয়া আছে। তখন তিনি উহার গলা জড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন :

এই যে সে বাছা মোর জীবন ত্যজিয়া
নখচ্ছিন্ন লতাগ্রবৎ রয়েছে পড়িয়া!
ধরাশায়ী হয়ে বাছা রয়েছে এখন;
হায়, হায়, বাছা মোর ত্যজেছে জীবন!

এই সময়ে শক্র জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই তাপস স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছেন; এখন হস্তীশাবককে পুত্র মনে করিয়া পরিদেবন করিতেছেন! আমি ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভ্রম বুঝাইয়া দিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :

অনাগারী, ছেদিয়াছ সংসার-বন্ধন;
তথাপি প্রেতের তরে শোক কি কারণ?[১]

ইহা শুনিয়া তপস্বী চতুর্থ গাথা বলিলেন :

---

[১]। এইটী এবং ইহার পরবর্ত্তী গাথাগুলি মৃগ-জাতকেও (৩৭২) দেখা যায়।

কি মানুষ, কিবা পশু, হৃদয়ে সবার
একত্র থাকিলে হয় প্রেমের হয় প্রেমের সঞ্চার।
তাই শক্র, হয় যবে বিয়োগ একের
সংবরিতে অশ্রু নাহি সাধ্য অপরের।

তখন শক্র তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :

মরিয়াছে যেবা, কিংবা মরিবে যেজন,
তার তরে কর যদি অশ্রুবিসর্জ্জন,
ক্রন্দনের অবসান হবে কি জীবনে?
ক্রন্দন নিষ্ফল ইহা ভণে সাধুগণে।
অতএব, ঋষি, তুমি কান্দিও না আর;
কান্দিলেও পাইবে না সে হস্তী তোমার।
রোদনে পাইত যদি প্রাণ প্রেতগণ,
তাহলে সকলে মিলি করিয়া রোদন
আপন আপন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে
ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে।

শক্রের কথায় তপস্বীর মানসিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া আসিল; তিনি বীতশোক অশ্রুমার্জ্জনপূর্ব্বক শেষ গাথাগুলি দ্বারা শক্রের স্তুতি করিলেন :

ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মম হল নির্ব্বাপিত!
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।
করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত
শোকার্ত্তের পুত্রশোক হ'ল অপনীত।
অপনীত শল্য এবে; নাহি শোক আর;
আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার;
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমার, শক্র, প্রবোধ-বচন।

শক্র এইরূপে তাপসকে উপদেশ দিয়া শক্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

[**সমবধান :** তখন এই শ্রামণের ছিল সেই হস্তি-পোতক; এবং এই বৃদ্ধ ছিল সেই তাপস।]

---

৪১১. সুসীম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দশবলের নিষ্ক্রমণ বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি কোটিকল্পকাল পূর্ণপারমিতাসম্পন্ন হইয়া এখন যে মহানিষ্ক্রমণ দ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বেও আমি ত্রিশত যোজন বিস্তীর্ণ কাশীরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের প্রধানা পত্নীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন বারাণসীরাজেরও এক পুত্র জন্মে। নামকরণ-দিবসে মহাসত্ত্বের সুসীমকুমার এবং রাজপুত্রের ব্রহ্মদত্তকুমার, এই নাম রাখা হয়। নিজের পুত্রের সহিত এক দিবসে জান্মিয়াছেন বলিয়া বারাণসীরাজ বোধিসত্ত্বকে আনাইয়া ধাত্রী দ্বারা উভয়কেই একসঙ্গে পালন করাইতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর কুমারদ্বয় পরমসুন্দর দেবপুত্রের মত দেখাইতে লাগিলেন এবং উভয়েই তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন রাজপুত্র উপরাজ হইলেন; তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত একত্র পানাহার করিতেন এবং এক স্থানে বসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্বের মহাসম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

একদিন রাজার আদেশে নগর সজ্জিত হইল। রাজা ঐরাবতারূঢ় শক্রের ন্যায় এক মত্ত মহামাতঙ্গের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণের জন্য বাহির হইলেন। বোধিসত্ত্বও তাহার পৃষ্ঠে রাজার পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট হইলেন। রাজমাতা পুত্রকে দেখিবার জন্য বাতায়নে বসিয়াছিলেন। যখন নগর প্রদক্ষিণান্তে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাজমাতা পশ্চাৎভাগে আসীন পুরোহিতকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তিকে না পাইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব।' অতঃপর তিনি আহার ত্যাগ করিয়া সেখানে শুইয়া রহিলেন।

রাজা মাতাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়?" লোকে উত্তর দিল, "তিনি পীড়িতা।" ইহা শুনিয়া তিনি মাতার নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কি অসুখ?" রমণী কিন্তু লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন রাজা গিয়া পালঙ্কে

উপবেশনপূর্ব্বক অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া জান, মায়ের কি অসুখ করিয়াছে।" অগ্রমহিষী গিয়া রাজমাতার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারীরা নারীজাতির নিকট কোন কথা গোপন করে না। কাজেই রাজমাতা মহিষীর নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং তাহা শুনিয়া মহিষী গিয়া রাজাকে তাহা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দাও। আমি পুরোহিতকে রাজা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিব।" মহিষী রাজমাতাকে এই আশ্বাস দিলেন; রাজাও পুরোহিতকে ডাকাইয়া এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং বলিলেন, "বন্ধু, তুমি আমার মায়ের জীবন রক্ষা কর। তুমি রাজা হইবে; তিনি অগ্রমহিষী হইবেন, আমি উপরাজ হইয়া থাকিব।" পুরোহিত বলিলেন, "আমি ইহা করিতে পারিব না।" কিন্তু এইরূপে অস্বীকার করিয়াও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে তিনি সম্মত হইলেন। রাজা পুরোহিতকে রাজা করিলেন, নিজের গর্ভধারিণীকে তাঁহার অগ্রমহিষী করিলেন এবং স্বয়ং উপরাজ হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব গৃহধর্ম্মে নিতান্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন; তিনি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি ইন্দ্রিয়সেবায় অনাসক্ত থাকিয়া একাকী দাঁড়াইয়া রহিতেন, একাকী বসিতেন, একাকী শুইতেন। তিনি গৃহে থাকিয়া কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অগ্রমহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করেন না, একাকী দাঁড়াইয়া থাকেন, একাকী বসেন, একাকী শয়ন করেন। ইনি তরুণ বয়স্ক–যুবক; আমি বৃদ্ধা; আমার চুল পাকিয়াছে; আচ্ছা আমি ইহাঁকে বলি না কেন, 'দেব, আপনার মাথায় একগাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে।' এই মিথ্যা কথা বলিয়া সেই উপায়ে আমি ইহার বিশ্বাস জন্মাইব; তাহা হইলে ইনি আমার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এক দিন যেন রাজার মাথায় উকুন খুঁজিতেছেন এই ছলে তিনি বলিলেন, "দেব, আপনিও যে বৃদ্ধ হইলেন! আপনার মাথায় যে এক গাছা পাকা চুল দেখা যাইতেছে!" "ভদ্রে, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ চুল তুলিয়া আমার হাতে দাও।" মহিষী একগাছা চুল তুলিলেন; কিন্তু তাহা ফেলিয়া দিয়া নিজের মাথা হইতে একগাছি পাকা চুল তুলিলেন; এবং উহা রাজার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেব, এই আপনার পাকা চুল।" ইহা দেখিবামাত্র ভীতত্রস্ত বোধিসত্ত্ব কাঞ্চন পট্টসদৃশ ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। তিনি আপনাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন : "সুসীম, তুমি যৌবনে বৃদ্ধ হইলে! তুমি এতদিন মলপঙ্কে নিমগ্ন গ্রাম্য শূকরের ন্যায় কামপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছ; তোমার সাধ্য নাই যে ইহা ছাড়িয়া যাও। এখন বিষয়ভোগ ত্যাগ কর

এবং হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। এখন তোমার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

যথাস্থানে কৃষ্ণকেশে বিমণ্ডিত মস্তক তোমার কি শোভা ধরিত
শুক্ল সেই কেশ, সুসীম তোমার হইয়াছে এবে, তবে কেন আর
থাকিবে সংসারে? হও ধর্ম্মরত; ব্রহ্মচর্য্যকাল এবে সমাগত।

বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন করিলে মহিষী ভাবিলেন, ‘আমি ইহার লোভ জন্মাইতে গিয়া এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবারই পথ খুলিয়া দিলাম।’ তিনি অতিমাত্র ভীতত্রস্ত হইয়া বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার দেহসৌষ্ঠব বর্ণনপূর্ব্বক দুইটি গাথা বলিলেন :

পাকাচুল নর মাথায় তোমার, ছিল উহা দেব, মাথায় আমার।
ভেবেছিনু, মিথ্যা বলিয়া রাজন করিব তোমার হিত সম্পাদন।
হিতে বিপরীত ফল এবে পাই; ক্ষম অপরাধ, এই ভিক্ষা চাই।
তোমার নৃমণি, তরুণ যৌবন, অতি অভিরাম দেহের গঠন।
শোভে দেহযষ্টি প্রথম-উদ্গত বসন্ত আগমে প্ররোহের মত।
ভুঞ্জ রাজসুখ, চাও মোর পানে; কালে যাহা হবে তাহার সন্ধানে
কি হেতু এখন যাইবে চলিয়া উপস্থিত কাম্য বস্তু তেয়াগিয়া?

মহিষীর কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “ভদ্রে, যাহা নিশ্চয় ঘটিবে, তুমি তাহাই বলিয়াছ। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই কৃষ্ণকেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া শণের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিবে। আমিও ত দেখিতেছি, যে সকল রাজকন্যা আজ নীলোৎপল-কুসুমদাম-সুকুমারী, কাঞ্চনবর্ণাভা এবং পূর্ণযৌবন সুলভ বিলাসমত্তা, বয়ঃপরিণতির পর জরাগ্রস্ত হইয়া তাঁহারাও বিবর্ণা হইয়া যান— তাঁহাদের দেহ ভগ্ন হইয়া পড়ে। ভদ্রে, জীবলোকের এইরূপই ভয়াবহ পরিণাম।” অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলায় দুইটি গাথা দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন :

দেখি আজ এক তরুণী কুমারী সুতনু, সুমধ্যা, পরমসুন্দরী,
লতিকার মত বিলাসে ভুলায় পুরুষের মন, যেথা সেই যায়।
অশীতি, নবতি বর্ষ-অবসানে কর দৃষ্টিপাত সেই নারী পানে;
শরীর তাহার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, গোপানসীবৎ[১] হয়েছে বাঁকিয়া;
কাঁপিতে কাঁপিতে করে বিচরণ যষ্টি লয়ে হাতে সে নারী এখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রূপের শোকাবহ পরিণাম দেখাইয়া গৃহধর্ম্মে নিজের অনভিরতি প্রদর্শন করিবার জন্য দুইটি গাথা বলিলেন :

---

[১]। গোপানসী, কুটীরাদির পার্শুকা (১৮২ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

থাকি যবে আমি একাকী শয়নে, এই চিন্তা সদা জাগে মনে মনে।
করিয়া বিচার বুঝিয়াছি সার, গৃহধর্ম্মে সুখ নাহিক আমার।
এসেছে সময় প্রব্রজ্যা লইতে, ব্রহ্মচর্য্যাব্রত পালন করিতে।
উঠিবার কিংবা বসিবার তরে দুর্ব্বলে যেমন রজ্জু হাতে ধরে,
বিবেক-বিহীন অজ্ঞান লোকের গৃহবাস তথা ক্ষণিক সুখের।
ধীর যাঁরা তাঁরা কাটি এ বন্ধন, ত্যাজি কামসুখ প্রব্রাজক হন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে বিষয় ভোগের সুখ ও দুঃখ প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন করিয়া বন্ধুকে আহ্বান করিলেন, তাঁহা দ্বারা রাজ্য পুনর্গ্রহণ করাইলেন এবং রাজশ্রী ও ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কত দুঃখ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে গমনপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেখানে ধ্যানবলে অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মালোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তদ্দ্বারা বহু লোককে অমৃত পান করাইয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান : তখন রাহুল-মাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুসীম কুমার।]

---

৪১২. কোটিশাল্মলি-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাপের নিগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু প্রজ্ঞা-জাতকে[২] বলা যাইবে। এ ক্ষেত্রেও, পঞ্চশত ভিক্ষু কামচিন্তায় অভিভুত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা জেতবনের যে অংশ কোটি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল, সেখানে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহা আশঙ্কিতব্য, তাহাকে আশঙ্কা করিয়া চলা উচিত। যেমন ন্যগ্রোধাদি তরু অন্যবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ পাপও মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করে। পুরাকালে এক দেবতা জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক (কোটি) শাল্মলি বৃক্ষে বাস

---

[১]। পলাশ-জাতকেও (৩৭৪) এই ভাব দেখা যায়। শাল্মলি শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'কোটি'শব্দের সার্থকতা কি? আমার মনে হয় ইহা 'কুটশাল্মলি হইবে। কটুশাল্মলি বা রোহিতক বৃক্ষকে আমরা তিক্তরাজ বলিয়া থাকি। কোথাও কোথাও তিক্তরাজ শব্দটী বিকৃত হইয়া 'পিত্তিরাজ' হইয়াছে। যমাধিকারের ভীষণ কণ্টক যুক্ত এক মহাবৃক্ষও কূট-শাল্মলি নামে অভিহিত।

[২]। জাতকার্থ-বর্ণনায় এই নামে কোন জাতক নাই।

করিতেন। এক দিন একটা পাখী বটের বীজ খাইয়া ঐ বৃক্ষের শাখান্তরে মলত্যাগ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া, উক্ত কারণেই ঐ দেবতা ভয় পাইয়াছিলেন যে অতঃপর তাঁহার বিনাশ হইবে।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক কোটি শাল্মলি বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেন। একদা এক সুপর্ণরাজ সার্দ্ধশতযোজন শরীর ধারণপূর্ব্বক পক্ষঘাতে মহাসমুদ্রের বারিরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সহস্রব্যাম-পরিমিত এক নাগরাজের লাঙ্গুল ধরিয়াছিল এবং সর্প যে খাদ্য মুখে লইয়াছিল, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া বন্য বৃক্ষসমূহের উপর দিয়া ঐ শল্মলি বৃক্ষের অভিমুখে গিয়াছিল। অর্ধোলম্বমান নাগরাজ আপনাকে মুক্ত করিবার আশায় একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষে নিজের কণ্ঠ প্রবেশ করাইয়া বৃক্ষটীকে বেষ্টনপূর্ব্বক ধরিল। সুবর্ণরাজ মহাবল; নাগরাজও মহাকায়; এই জন্য ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল, তথাপি নাগরাজ বৃক্ষটাকে ছাড়িয়া দিল না। সুবর্ণরাজ ন্যগ্রোধবৃক্ষ ও নাগরাজ দুই-ই লইয়া চলিল, ঐ শাল্মলি বৃক্ষে গিয়া নাগটাকে কাণ্ডের উপর ফেলিয়া উদরবিদারণপূর্ব্বক মেদ ভক্ষণ করিল এবং কঙ্কালটা সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষে একটা পক্ষিণী থাকিত। বৃক্ষটা যখন উৎপাটিত হয়, সে তখন উড়িয়া গিয়া কোটিশাল্মলির শাখান্তরে উপবেশন করিয়াছিল। বৃক্ষদেবতা ঐ পক্ষিণীকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, ‘এই পাখীটা আমার কাণ্ডে মলত্যাগ করিবে, তাহা হইতে ন্যগ্রোধের বা প্লক্ষের চারা বাহির হইবে, সেই চারাকালে সমস্ত বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া ফেলিবে, কাজেই আমার এই বিমান নষ্ট হইবে। বৃক্ষদেবতার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কোটিশাল্মলি বৃক্ষটাও আমূল কাঁপিতে লাগিল। সুপর্ণরাজ বৃক্ষটাকে কাঁপিতে দেখিয়া নিম্নলিখিত দুইটি গাথায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল :

দশ শত ব্যাম দীর্ঘ উরগ লইয়া মুখে, বসিলাম আমি মহাকায়;
এত ভার বহি তবু কাঁপিলেনা ভয়ে তুমি; বল দেখি, শুধাই তোমায়,
ক্ষুদ্র এই পক্ষিণীকে— ভার যার তুচ্ছ অতি তুলনায় আমার সহিত,
বহি এবে, হে শাল্মলি, কাঁপিতেছে থর থর! হইয়াছ কেন এত ভীত?

দেবপুত্র ভয়ের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত চারিটি গাথা বলিলেন :
মাংস খাদ্য তব, খাদ্য ফল শুধু এর; বীজ বট প্লক্ষ-উডুম্বর অশ্বত্থের

খেয়ে মোর স্কন্ধোপরি করিবে স্থাপন; হইবে সে সব হ'তে অঙ্কুর উদ্গম।
ঝঞ্ঝাবাত হ'তে তারা আশ্রয়ে আমার রক্ষা পেয়ে ক্রমে হবে বৃহৎ-আকার;
বেষ্টিবে আমায় শেষে হেনভাবে সবে বৃক্ষত্ব আমার, হায়, কিছু নাহি রবে।
দৃঢ়মূল স্থূলস্কন্ধ, বৃক্ষ শত শত বিহগ-আনীত বীজে হইয়াছে হত।
সুবিশাল বনস্পতি–তাহাকেও হায়, অধ্যারূঢ়[১] বৃক্ষ অতিক্রমি বৃদ্ধি পায়!
ভাবি সেই পরিণাম, শুন মহাশয়, সভয়ে কাঁপিয়া উঠে আমার হৃদয়।

বৃক্ষ দেবতার কথা শুনিয়া সুপর্ণ শেষের গাথাটি বলিল :

শঙ্কার কারণে ভীত করে সুধীজন অনাগত ভয় হ'তে আত্মার রক্ষণ।
ইহামূত্র অনাগত ভয় আছে যত,[২] ভাবি সুধী আত্মরক্ষা করেন সতত।

ইহা বলিয়া সুপর্ণ নিজের অনুভাব বলে সেই পক্ষিণীকে ভয় দেখাইল, তাহাতে সে পলাইয়া গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ যাহা আশঙ্কিতব্য, তাহাকে আশঙ্কা করাই কর্ত্তব্য।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান : তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই সুপর্ণরাজ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

৪১৩. ধূমকারি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের আগন্তুক-প্রীতিসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা, যাহারা বংশানুক্রমে তাঁহার সেবা করিত এইরূপ পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুক অভিনবাগত যোদ্ধাদিগের সম্মান-সৎকার করিতেন। অনন্তর প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন তাহা দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করা হইল, তখন পুরাণ যোদ্ধারা যুদ্ধ করিল না, তাহারা ভাবিল, 'আগন্তুকেরা রাজসৎকার পায়, তাহারাই যুদ্ধ করুক।' আগন্তুকেরাও নিশ্চেষ্ট রহিল, কারণ তাহারা স্থির করিল, পুরাণ যোদ্ধারাই যুদ্ধ করিবে। কাজেই বিদ্রোহীরা জয়ী হইল, রাজা পরাজিত হইলে এবং বুঝিলেন যে তাঁহার আগন্তুক-বাৎসল্যই এই পরাভবের কারণ। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া

---

[১]। অধ্যারূঢ় বৃক্ষ-পরগাছা।

[২]। পারলৌকিক অনাগত ভয় বলিলে প্রাণিহত্যাদি পাপজাত নরকযন্ত্রণা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

ভাবিতে লাগিলেন, 'দশবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই কি এই কারণে পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিলেন?' অনন্তর তিনি প্রাতরাশ গ্রহণানন্তর জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একা নহেন, প্রাচীনরাজারাও আগন্তুকবাৎসল্যদোষে পরাজিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্টির-গোত্রজ ধনঞ্জয় নামে এক কৌরবরাজ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহার পুরোহিতকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগমন করিয়া পিতার মৃত্যুর পর পৌরহিত্যে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'বিদূর পণ্ডিত' এই নাম দিয়াছিল।

ঐ সময়ে রাজা ধনঞ্জয় পুরাণ যোদ্ধাদিগের অনাদর করিয়া আগন্তুকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন; তাঁহার প্রত্যান্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে যখন যুদ্ধার্থ সেনা প্রেরিত হইল, তখন "আগন্তুকেরা বুঝুক", "পুরাণ যোদ্ধারা বুঝুক" এইরূপ ভাবিয়া কি পুরাতন যোদ্ধা, কি আগন্তুক যোদ্ধা, কেহই যুদ্ধ করিল না। কাজেই রাজা পরাজিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আগন্তুক-বাৎসল্যবশতঃই তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'বিদূর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেবল আমিই একা আগন্তুকদিগের প্রতি বাৎসল্য দেখাইয়া পরাজিত হইলাম, না অন্য রাজারাও পূর্ব্বে এই কারণে পরাাজিত হইয়াছিলেন।' অনন্তর বিদূর যখন রাজদর্শনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, তখন ধনঞ্জয় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন :

[শাস্তা নিম্নলিখিত অর্দ্ধগাথায় সেই প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিলেন :

ধর্ম্মপ্রিয় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় বিদূরে শুধায়,
"কে একাকী, বল বিপ্র, নানা কারণেতে শোক পায়।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার শোক ত শোকই নহে। পূর্ব্বে ধূমকারিনামক এক অজপাল ব্রাহ্মণ ছিল। সে খুব বড় একটা ছাগযূথ হইয়া বনমধ্যে ব্রজ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ছাগগুলি রাখিত; প্রতি রজনীতে ধুম উৎপাদন করিয়া ছাগদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষীরাদি ভোজন করিত অনন্তর একদা কতকগুলি হেমবর্ণ শরভ দেখিয়া সে তাহাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হইল এবং ছাগগুলিতে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, পূর্ব্বে ছাগের যেরূপ

যত্ন করিত, এখন শরভদিগের সেইরূপ যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু শরৎকালে শরভেরা হিমালয়ে পরাইয়া গেল। ছাগগুলি (যত্নের অভাবে) পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল; শরভেরাও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। এই শোকে ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরোগগ্রস্থ হইয়া অচিরে দেহত্যাগ করিল। ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ আগন্তুকের প্রতি বাৎসল্য দেখাইতে গিয়া এইরূপে আপনা অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে শোকভোগ করিয়াছিল এবং শেষে নিজে পর্য্যন্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।" এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বিদূর নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :

তেজস্বী বাসিষ্ঠ বিপ্র উৎপাদিয়া ধূম সদা রক্ষিতেন অজযূথে বনে;
ধূমগন্ধে বর্ষাকালে মশকার্ত্ত শরভেরা উপস্থিত হ'ল সেই খানে।
যা কিছু আদর যত্ন শরভে এখন পায়; অজযূথে দৃষ্টি নাই আর;
চরে তারা ইচ্ছামতে; কেহ না আছে রক্ষিতে;ক্রমে নাশ হইল সবার।
শরৎ গিয়াছে চলি; নির্মশক বনস্থলী; শরভেরা করিল প্রয়াণ
দুর্গম গিরির মাঝে, আছে যথা উৎসরাজি স্রোতস্বতীকুল-জন্মস্থান।
শরভ গিয়াছে চলি, মরিয়াছে অজগণ, সেই শোকে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ
কিছু দিনে হায়, হায় কৃশ ও বিবর্ণ হয়ে পাণ্ডুরোগে ত্যজেন জীবন।
প্রকৃত আমার যেই, অনাদরে ত্যজি তারে আগন্তুকে প্রীতি যে দেখায়,
ধূমকারী বিপ্রবৎ একাকী সে বহুশোকে, মহারাজ মহাশোক পায়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে প্রবোধ দিলেন। রাজাও বীতশোক হইয়া প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে বহু ধন দান করিলেন। তদবধি তিনি নিজ পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই কৌরব রাজা, রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন সেই ধূমকারী ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম বিদূর পণ্ডিত।]

----

৪১৪. জাগ্রজ্জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একজন উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা পঞ্চশতশকটসার্থ শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া কান্তারমার্গে উপনীত হইয়াছিল। এই স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। সার্থবাহ কোন উদকসুলভ মনোরম প্রদেশে শকটগুলি খুলিয়া খাদ্যেভোজনীয় আয়োজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন; তাঁহার সঙ্গের লোকজন এখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু ঐ উপাসক সার্থবাহের নিকটে এক বৃক্ষমূলে পা-চারি

করিতে লাগিলেন। এদিকে পঞ্চশত চোর ঐ সার্থ লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা উপাসককে পা-চারি করিতে দেখিয়া ভাবিল, 'এই ব্যক্তি ঘুমাইলে লুঠ করিব।' কিন্তু উপাসক রাত্রির তিন যামই পা-চারি করিলেন; কাজেই চোরেরা প্রত্যুষকালে, পাষাণমুদ্গরাদি যে সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল, সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া গেল—যাইবার সময়ে বলিল "অহে সার্থবাহ, এই ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে জাগ্রত ছিলেন বলিয়া আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইল এবং তোমার সম্পত্তি তোমারই রহিল; তোমার কর্ত্তব্য যে এই ব্যক্তির যথোচিত সম্মান করা।" সার্থবাহের অনুচরেরা যথাকালে নিদ্রত্যাগ করিয়া, চোরেরা যে পাষাণাদি ফেলিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি দেখিতে পাইল এবং বুঝিল যে, উপাসকের কৃপাতেই তাহাদেরও প্রাণরক্ষা হইয়াছে। কাজেই তাহারা ঐ ব্যক্তির বহুসৎকার করিল। অতঃপর উপাসক অভীষ্ট স্থানে গমনপূর্ব্বক নিজের কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া জেতবনে শাস্তার পূজা করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, তোমাকে যে এতদিন দেখিতে পাই নাই?" উপাসক তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "কেবল তুমিই যে নিদ্রিত না হইয়া ও জাগিয়া থাকিয়া বিশিষ্ট সৎকার লাভ করিয়াছ তাহা নহে, পুরাণ পণ্ডিতেরাও জাগ্রত থাকিয়া বিশিষ্ট গুণ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি 'স্থান' ও চঙ্ক্রমণ' এই দুইটী ঈর্য্যাপথ[১] অবলম্বনপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি নিদ্রিত না হইয়া সমস্ত রাত্রি চঙ্ক্রমণ করিতেন। তাঁহার চঙ্ক্রমণ-স্থানের এক প্রান্তে জন্মান্তরপ্রাপ্ত কোন বৃক্ষদেবতা তাঁহার ঈর্য্যাপথে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তরুস্কন্ধস্থ এক কোটরে অবস্থানপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন :

---

[১]। ঈর্য্যাপথ অর্থাৎ কিরূপে শুইতে, বসিতে দাঁড়াইতে ও চঙ্ক্রমণ করিতে হয় তাহার বিধান। এই চতুর্ব্বিধ ঈর্য্যাপথের মধ্যে বোধিসত্ত্ব স্থান ও চঙ্ক্রমণ অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি হয় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, নয় পা-চারি করিতেন, কদাচ শুইতেন না, বা বসিতেন না।

অপরে জাগিলে নিদ্রিত কে হয়? অন্যে নিদ্রা গেলে জাগিয়া কে রয়?
উত্তর ইহার দিবে কোন জন? কে করিবে মোর সন্দেহ ভঞ্জন?

দেবতার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

অপরে জাগিলে আমি নিদ্রা যাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই।
দিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলে দেবতা নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা আবার প্রশ্ন করিলেন :

অপরে জাগিলে তুমি নিদ্রা যাও, অন্যে নিদ্রা গেলে জাগরণ পাও :
এই রহস্য তুমি বল বিস্তারিয়া; কিরূপে সম্ভবে বলহ খুলিয়া।

তখন বোধিসত্ত্বপূর্ব্বকথিত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :

নববিধ ধর্ম্ম,[১] সংযম ও দম,— নাহি জানে যারা এদের মরম,
ঘুমাইয়া তারা থাকে যে সময় জাগি আমি রহি, বলিনু নিশ্চয়।
রাগ, দ্বেষ আর অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত যাঁহারা এই পৃথিবিতে,
জাগ্রৎ তাঁহারা রন যে সময় নিদ্রা যাই আমি বলিনু নিশ্চয়।
কিরূপে অপরে জাগিলে ঘুমাই, অন্যে নিদ্রা গেলে আমি জাগি রই,
বলিনু খুলিয়া প্রশ্নের উত্তর; সংশয় না তব রবে অতঃপর।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের সবিস্তর উত্তর দিলে সেই দেবতা তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথা বলিলেন :

জাগিলে ঘুমাও, জাগ নিদ্রা গেলে, ধন্য সাধুবর! তুমি অবহেলে
দিয়াছ প্রশ্নের অতি সদুত্তর; নাহিক সংশয় কিছু মাত্র আর।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব স্তব করিয়া সেই দেবতা নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৪১৫. কুল্মাষপিণ্ড-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকা দেবীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পরমসুন্দরী মহা পুণ্যবতী রমণী শ্রাবস্তীবাসী এক

---

[১]। মার্গ চতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় এবং নির্ব্বাণ এই নয়টী লোকোত্তর ধর্ম্ম নামে বিদিত।

[২]। জাতকমালা (৩)। কথাসরিৎসাগরেও এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে।

মালাকারজ্যেষ্ঠকের কন্যা। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফুলের সাজিতে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড[১] রাখিয়া একদা কতিপয় কুমারীর সহিত পুষ্পারামে যাইতেছিলেন। তিনি নগরের বাহিরে নির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভগবান বুদ্ধদেব সঙ্ঘপরিবৃত হইয়া নিজদেহ হইতে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তিনি সেই কুল্মাষপিণ্ডত্রয় লইয়া শাস্তার নিকটে গেলেন। চতুর্মহারাজেরা যে ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন, শাস্তা তাহাতে কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিলেন। মল্লিকাও তথাগতের পাদোপরি মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বুদ্ধাবলোকনে ও বুদ্ধসেবায় যে প্রীতি জন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে শাস্তা ঈষৎ হাস্য করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ শাস্তাকে হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, এই কুল্মাষপিণ্ডগুলির ফলে এই কুমারী আজই কোশলরাজের অগ্রমহিষী হইবে।"

অতঃপর কুমারী পুষ্পারামে গমন করিলেন। সেই দিন কোশলরাজ অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে আসিবারকালে মল্লিকার গান শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়া অশ্বকে পুষ্পোদ্যানাভিমুখে চালাইলেন। পুণ্যবতী মল্লিকা রাজাকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন না; প্রত্যুত অগ্রসর হইয়া অশ্বের নাসারজ্জু ধারণ করিলেন। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই জিজ্ঞসা করিলেন, "তুমি সস্বমিকা, না অস্বামিকা?" অনন্তর যখন শুনিলেন, মল্লিকা অস্বামিকা, তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্কে শয়ন করিয়া বাতাতপক্লান্তি অপনোদন করিলেন, মুহুর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক তাঁহাকেও অশ্বপৃষ্ঠে উত্তোলনপূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মল্লিকাকে তাঁহার পিতৃগৃহে রাখিয়া গেলেন। অতঃপর সায়াহ্নকালে যান প্রেরণ করিয়া তিনি মল্লিকাকে মহাসমারোহে নিজ ভবনে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া অগ্রমহিষীর সঙ্গে অভিষিক্ত করাইলেন। মল্লিকা দেবী তদবধি রাজার অতি প্রিয় ভার্য্যা হইলেন; তিনি পতিব্রতা ছিলেন এবং পূর্ব্বোত্থানাদি[২] পঞ্চকল্যাণধর্ম্মে অলংকৃতা

---

[১]। কুল্মাষ—Childers -সাহেব ইহার অর্থ লিখিয়াছেন sour gruel এবং জাতকের ইংরাজী অনুবাদক এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে পরবর্ত্তী "পিণ্ড" শব্দের এই ঐক্য থাকে না। সংস্কৃত অভিধানে 'কুল্মাষ' শব্দের একটি অর্থ সিদ্ধ যব। এখানে সেই অর্থ গ্রহণ করাই বোধ হয় সমীচীন।

[২]। পুব্বুট্‌ঠায়িতাদীহি পঞ্চহি কল্যাণধম্মেহি সমন্নাগতা—স্বামী শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই নিজের শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস ইত্যাদি। যাঁহারা গৃহলক্ষ্মী, তাঁহাদের এই সকল গুণ

হইয়া পতিসেবা করিতেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন।

মল্লিকা দেবী শাস্তাকে তিনটী কুল্মাষপিণ্ড দিয়া এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নগরবাসী সকলেই একথা জানিতে পারিল। একদিন ভিক্ষুরাও ধর্ম্মসভায় এসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, মল্লিকা দেবী বুদ্ধদেবকে তিনটি কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া তাহার ফলে সেই দিনই মহিষীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অহো, বুদ্ধদেবের কি অপার মহিমা!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, মল্লিকা একজন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধকে তিনটি কুল্মাষপিণ্ড মাত্র দান করিয়া যে কোশলরাজের অগ্রমহিষীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কেননা বুদ্ধদিগের মহিমা অপার। প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা প্রত্যেক বুদ্ধদিগকে অতৈল, অলবণ কুল্মাষ দান করিয়াও তাহার ফলে পর জন্মে ত্রিশত যোজন বিস্তীর্ণ কাশীরাজ্যে রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর কোন শ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে মজুরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি একদিন পথে একটা দোকান হইতে প্রাতরাশের জন্য চারিটি কুল্মাষপিণ্ড লইয়া কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইঁহারা ভিক্ষার জন্য বারাণসীতে যাইতেছেন; আমার নিকটেও এই চারিটি কুল্মাষপিণ্ড আছে। এগুলি ইহাদিগকেই দেওয়া উচিত।' তিনি ভিক্ষুদিগের নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্তগণ, আমার হাতে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড আছে; আমি এইগুলি আপনাদিগকে দিতেছি। আপনারা স্বীয় উদার্য্যগুণে এই উপহার গ্রহণ করুন। ইহাতে আমার যে পুণ্য হইবে, তাহার বলে আমি দীর্ঘকাল সুখী ও কল্যাণভাজন হইব।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, তাঁহারা কুল্মাষপিণ্ডগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তিনি বালুকা বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি চারিখানি আসন প্রস্তুত করিলেন এবং ঐ আসনগুলি ভগ্নশাখা পল্লবাদিদ্বারা আবৃত করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে যথাক্রমে তদুপরি উপবেশন করাইয়া এবং জল আহরণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক পাতিত করিয়া তিনি চারিপাত্রে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড রাখিলেন এবং প্রণাম করিয়া

থাকে। ইংরেজী অনুবাদক ভ্রমবশতঃ এই অংশের 'possessed of faithful servants' এই অনুবাদ করিয়াছেন।

বলিলেন, "ভদন্তগণ, ইহার ফলে যেন আমি আর দরিদ্রগৃহে জন্মান্তর প্রাপ্ত না হই; ইহা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতালাভের কারণ হয়।" প্রত্যেকবুদ্ধরা ভোজন শেষ করিয়া অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথে নন্দমূল গুহায় প্রস্থান করিলেন, বোধিসত্ত্বও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ-সংসর্গজাত প্রীতি অনুভব করিলেন এবং তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই ঘটনা স্মরণ করিতেন এবং দেহান্তে উক্ত কারণে বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্ত কুমার। তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময় হইতেই জাতিস্মরত্বলে, লোকে যেমন নির্ম্মল দর্পণে নিজের মুখবিম্ব দেখিতে পায়, সেইরূপ নিজের অতীত জন্মের কার্য্যগুলি—তিনি যে এই বারাণসীতেই মজুর খাটিতেন, কর্ম্মস্থানে যাইবারকালে প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে চারিটা কুল্মাষপিণ্ড দান করিয়া সেই পুণ্যবলে রাজকুলে জন্মলাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি অতীত ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং পিতার নিকটে নিজের অধীত বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজা হইয়া কোশলরাজের পরমসুন্দরী কন্যাকে নিজের অগ্রমহিষী করিলেন। তাঁহার ছত্রমঙ্গলদিনে[১] সমস্ত রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় অলংকৃত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অলংকৃত প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহাতলমধ্যে সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্র পল্যঙ্কে আসীন হইলেন। এদিকে অমাত্যগণ একদিকে ব্রাহ্মণগৃহপতি প্রভৃতি নানাবিধ উজ্জ্বল বেশভূষণে সুশোভিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। একদিকে নগরবাসীরা নানারূপ উপহার হস্তে আসিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে নানাভরণভূষিতা অপ্সরার ন্যায় ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এই অতি মনোহর রাজশ্রী অবলোকনপূর্ব্বক নিজের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন 'আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই সুবর্ণপিণ্ডযুক্ত ও কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র, এই সহস্র সহস্র গজরথ প্রভৃতি বাহন, মণিমুক্তাপূর্ণা সারগর্ভা নানাশস্যাসম্পন্না পৃথিবী, এই দিব্যাঙ্গনাকল্পা নারীগণ, এ সমস্তই অন্য কাহারও নিকট পাই নাই; আমি যে চারিজন প্রত্যেকবুদ্ধকে চারিটি কুল্মাষপিণ্ড দিয়াছিলাম, এ সব তাহারই ফল। তাঁহাদের কৃপাতেই আমি এই রাজশ্রী লাভ করিয়াছি।' এইরূপে

১। শ্বেতচ্ছত্র অন্যতম রাজচিহ্ন। বোধ হয়, নূতন রাজার ব্যবহারার্থ যে শ্বেতচ্ছত্র প্রস্তুত হইত, তাহার প্রথম ব্যবহারার্থ এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত।

প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মহিমা স্মরণ করিয়া তিনি নিজের কৃতকর্ম্ম প্রকটিত করিলেন। সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিবারকালে তাহার সর্ব্বশরীর প্রীতিপূর্ণ হইল। প্রীতিরসে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি সেই মহাজনতার মধ্যেই মনের আবেগে দুইটি গাথা গান করিলেন :

মহাসত্ত্ব বুদ্ধগণে শ্রদ্ধাভরে সেবিলে যতনে,
নহে সে সামান্য ফল, লব্ধ যাহা হয় সে কারণে।
শুষ্ক, অলবণ চারি কুল্মাষের পিণ্ড দিয়া আমি
দেখ হইয়াছি এবে কি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী।[১]
গো-অশ্ব-মাতঙ্গ কত; ধন, ধান্য, সসাগরা ধরা,
এই শত শত নারী রূপে যেন ইন্দ্রের অপ্সরা—
সকল(ই) সে দানফল। কুল্মাষের পিণ্ড মাত্র দিয়া
অপার ঐশ্বর্য্য লভি আনন্দ-সাগরে ভাসে হিয়া।

বোধিসত্ত্ব ছত্রমঙ্গলদিবসে এত প্রীতি ও প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন যে, ইহার পর তিনি প্রত্যহ উক্ত গাথা দুইটি দ্বারা উদান গান করিতেন। তখন হইতে এই গাথা দুইটি রাজার প্রিয় গীতি এই নাম পাইল। তাঁহার নর্ত্তকীগণ, নট ও গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ, এমন কি নগরবাসী ও অমাত্যেরা পর্য্যন্ত, ইহা আমাদের রাজার 'প্রিয় গীতি' এই বলিয়া উক্ত গাথা দুইটি গাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে ঐ গীতের অর্থ জানিবার জন্য অগ্রমহিষীর বড়

---

[১]। এই গাথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টীকাকার নিম্নলিখিত গাথা কয়টী তুলিয়াছেন :

করিবে বুদ্ধেরে দান অথবা শ্রাবকে তাঁর; অল্প বলি হ'ও না কুণ্ঠিত।
প্রসন্ন হইলে চিত্ত অল্পে পাবে মহাফল তাঁহাদের মাহাত্ম্যে নিশ্চিত।

ভিক্ষুগণে দিয়াছিনু ক্ষীরোদন আমি
পিণ্ডচর্য্যাহেতু যবে দেখিনু ভ্রমিতে।
সে পুণ্যের ফল আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।
পেয়েছি বিমান এই, লভিয়াছি, দেখ,
সুচারু অপ্সর-দেহ, সহস্র অপ্সরা
সেবায় আমার রত; পুণ্যফল এই।
এ সৌন্দর্য্য, এ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্গসুখ
উক্ত পুণ্যফলে আমি ভুঞ্জি এইক্ষণে।
এ উজ্জ্বল রূপ মোর, দেহের এ আভা,
উদ্ভাসিত দশদিক ছটায় যাহার,
সব সেই পুণ্যবলে লভিয়াছি আমি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবন্ধ গাথা তিনটীর মূল বিমান বস্তু এবং গুপ্তিল-জাতকে (২৪৩) পাওয়া যায়।

কৌতুহল জন্মিল। কিন্তু মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাহার গুণে প্রীত হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে আমি তোমাকে একটী বর দিব; কি বর চাও বল।" মহিষী বলিলেন, "যে আজ্ঞা মহারাজ; আমি বর গ্রহণ করিব।" "তবে বল, হস্তী বা অশ্ব প্রভৃতি কি চাও।" "মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমার কিছুরই অভাব নাই; হস্তী বা অশ্বাদিতে আমার প্রয়োজন নাই; তবে, যদি বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা হইলে আপনার প্রিয় গানটীর অর্থ বলিয়া দাসীর কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আমি অন্যবর চাই না।" "এ বরে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তুমি অন্য বর লও।" 'অন্য বরে আমার প্রয়োজন নাই; আমি এই বরই চাই।" "বেশ কথা, আমি গীতির অর্থ বলিব; কিন্তু গোপনে এবং কেবল একা তোমাকে বলিব না, দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ এই বারাণসী নগরে ভেরী বাজাইয়া সমস্তলোক (আহ্বান করিল); রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইব, তন্মধ্যে রত্নখচিত পল্যঙ্ক স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইব এবং অমাত্য, ব্রাহ্মণ, অন্যান্য নাগরিক ও ষোড়শ সহস্র রমণী দ্বারা পরিবৃত হইয়া অর্থ ব্যাখ্যা করিব।" "এক অতি উত্তম সঙ্কল্প, মহারাজ। ইহাই করুন।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেইরূপই করিলেন এবং মহাজনপরিবৃত হইয়া দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় রত্নপল্যঙ্কে আসন গ্রহণ করিলেন। মহিষীও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চন ভদ্রপীঠে একান্তে এমন স্থানে আসীন হইলেন, যেখান হইতে তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা রাজাকে দেখিতে পারেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "দেব, আপনি মনের উল্লাসে যে মঙ্গল গীত গান করেন, দয়া করিয়া তাহার অর্থ বলুন, গগনতলে চন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার দূর হয়, আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমারও অজ্ঞান সেইরূপ বিনষ্ট হউক।

হে কুশলকর্ম্মা[১] ভূপ, তুমি অতি প্রীতির সহিত
মনের আবেগভরে অনুক্ষণ গাও এই গীত।
শুধায় তোমারে দাসী দয়া করি অর্থ তার বল;
শুনিতে বাসনা বড়; চরিতার্থ কর কৌতূহল।"

তখন মহাসত্ত্ব চারিটি গাথায় গীতির অর্থ প্রকটিত করিলেন :

এই বারাণসী ধামে হয়েছিল জনম আমার
দরিদ্রের কুলে পূর্ব্বে; পরসেবাভিন্ন কিছু আর

---

[১]। এই গাথায় এবং এই জাতকের অষ্টম গাথায় মহিষী রাজাকে 'কোশলাধিপ' বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোশলের রাজা ছিলেন না। টীকাকার 'কোশলাধিপ' শব্দের 'কুশলাধিপ' (কুসলে পন ধম্মে অধিপতিং কত্বা বিহরতি... কুসলজ্ঝাসয়াতি অত্থো) অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ 'কোশলাধিপ' পদে যে শ্লেষ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপায় ছিলনা মোর; তবু হ’য়ে শীলপরায়ণ
মজুর খাটিয়া নিত্য করিতাম জীবন ধারণ।
কাজে যাইবার কালে দৈবযোগে পাই দরশন
একদা পথের মাঝে প্রত্যেকবুদ্ধের চারিজন।
অতি শুদ্ধাচার তাঁহা, সর্ব্ববিধ পাপের অতীত,
দ্বেষাদি অগ্নিনিচয়[১] তাঁদের হয়েছে নির্ব্বাপিত।
হইল প্রসন্নচিত্ত তাঁহাদের পুণ্য দরশনে,
যতন করিয়া সবে বসাইনু পত্রের আসনে।
স্বহস্তে দিলাম পরে ভোজনের তরে তাঁহাদের
যা ছিল আমার কাছে— শুধু চারি পিণ্ড কুল্মাষের।
সে কুশলকর্ম্মফল করিয়াছে ভাগ্যে মোর এবে;
এ রাজ্য, এ বসুন্ধরা, সকলেই আজ মোরে সেবে।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজকৃতকর্ম্ম সবিস্তর ব্যাখ্যা করিলে মহিষী অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, দানফল এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় ইহা যদি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে এখন একটা মাত্র ভক্তপিণ্ড লাভ করিলেও ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণাদিকে তাহার অংশ দিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য।” অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিলেন :

অগ্রে দিয়া ভুঞ্জ পরে ত্রুটি যেন না হয় কখন;
হে কুশলকর্ম্মা ভূপ, ধর্ম্মচক্র কর প্রবর্ত্তন।
অধার্ম্মিক বলি যেন নিন্দা তব কেহ নাহি করে;
পালি ধর্ম্ম দেহ-অন্তে যাবে চলি অমর-নগরে।

মহাসত্ত্ব মহিষীর প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন,

করিব, কল্যাণি, আমি পুনঃ পুনঃ সে পথে গমন,
আর্য্যাগণ যেই পথে চলি হল কল্যাণভাজন।
অর্হন্ দেখিলে আমি সে অপূর্ব্ব সুখ মনে পাই,
কুত্রপি তুলনা তার কোশলনন্দিনি, কোন নাই।

অতঃপর মহাসত্ত্ব মহিষীর সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্রে, আমি পূর্ব্ব জন্মে যে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা বিস্তারিত বলিলাম। পৃথিবীর রমণীদিগের মধ্যে কি রূপে, কি লীলাবিলাসে, কেহই তোমার মত নহে। বল ত, কি কর্ম্ম করিয়া তুমি এই সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ?

---

[১]। রাগ, দ্বেষ, মোহ, জাতি (জন্মান্তর প্রাপ্তি), জরা, মরণ, শোক পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, ও উপায়াস নৈরাশ্য) এই একাদশটি ‘অগ্নি’ নামে বিদিত।

নারীগণ মাঝে তুমি দেবী কিংবা অপ্‌সরার মত;
কি কুশলকর্ম্মবলে, ভদ্রে, তুমি ভাগ্যবতী এত?”

তখন মহিষী পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের বর্ণনার্থ শেষের গাথা দুইটি বলিলেন :

পূর্ব্বে আমি, হে রাজন দরিদ্রকুলেতে লভি জন্ম
জীবিকার্থ অম্বষ্ঠের[১] করিতাম দাসী হয়ে কর্ম্ম।
শুদ্ধশীলা, ধর্ম্মরতা, করিতাম শীলের পালন।
পাপের সংস্পর্শে মোর কলুষতা হয় নি কখন।
প্রভুগৃহে ভোজনার্থ অন্ন আমি পাইলাম যাহা,
একদা দেখিয়া ভিক্ষু, নিজ ক্ষুধা ভুলি তুলি তাহা
দিনু তাঁর সেবাতরে তুষ্ঠচিত্তে, শুন মহারাজ;
সে কারণ এ ঐশ্বর্য্য নারীকুলে ভূঞ্জিতেছি আজ।

মহিষীও নাকি জাতিস্মর ছিলেন; কাজেই এত তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে পারিয়া ছিলেন।

বোধিসত্ত্বও তাঁহার মহিষী উভয়েই স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সবিস্তর বলিয়া তদবধি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরমধ্যে এবং রাজভবনের নিকটে ছয়টি দানশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কৃষিবৃত্তির প্রয়োজন রহিল না। তাঁহারা যথানিয়ামে শীলসমূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পোষধ ব্রত পালনপূর্ব্বক জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সমবধান : তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

----

৪১৬. পরন্তপ-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, “দেখ ভাই, দেবদত্ত তথাগতের প্রাণসংহারের জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছে—সে তীরন্দাজ পাঠাইয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এইরূপ কত অসদুপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে!” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান

---

[১]। টীকাকার ‘অম্বষ্ঠ’ শব্দের ‘কুটুম্বিক’ এই অর্থ ধরিয়াছেন। অম্বষ্ঠের সাধারণ অর্থ ধরিলেও ক্ষতি নাই। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটি লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে নাই, বরং নিজেই দুঃখ পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বারাবজ্ঞানমন্ত্র[১] শিখিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় মনোযোগসহকারে আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে ঔপরাজ্য দিলেন; কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন।

একদা রাত্রিকালে লোকজন শুইয়াছে, এমন সময়ে এক শৃগালী দুইটি শাবক সঙ্গে লইয়া নর্দ্দমার পথে নগরে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্বের প্রাসাদে তাঁহার শয়নকক্ষের অদূরে একটা অতিথিশালা ছিল; এক পথিক পাদুকা খুলিয়া উহা নিজের পায়ের কাছে মাটিতে রাখিয়া সেই শালায় একখানা কাষ্ঠফলকের উপর শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সে নিদ্রিত হয় নাই। শৃগালশাবক দুইটা ক্ষুধায় বিরাব করিতেছিল; শৃগালী নিজের ভাষায় বলিল, "চুপ কর; এই ঘরে একটা লোক জুতা খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া তক্তার উপর শুইয়া আছে; কিন্তু এখনও ঘুমাই নাই। এ ঘুমাইলে, জুতা জোড়টা আনিয়া তোদিগকে খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব মন্ত্রের বলে শৃগালীর রব বুঝিতে পারিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আছ এখানে?" "মহাশয়, আমি একজন পথিক।" "তোমার জুতা কোথায় রাখিয়াছ?" "মাটিতে আছে।" "তুলিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" ইহা শুনিয়া শৃগালী বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল। আর একদিনও সে ঐ পথে নগরে প্রবেশ করিল। সে দিন একটা মাতাল জলপান করিবার উদ্দেশ্যে পুষ্করিণীতে নামিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। তাহার পরিধানে দুইখানি বস্ত্র, অন্তর্ব্বাসে এক সহস্র কার্ষ্যাপণ এবং অঙ্গুলিকে একটা অঙ্গুরীয়ক ছিল। সে দিনও শৃগাল-পোতক দুইটি ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়া বিরাব আরম্ভ করিলে শৃগালী বলিল, "বাছারা চুপ কর; এই পুকুরে একটা মানুষ মরিয়াছে; তাহার সঙ্গে এই এই দ্রব্য আছে; সে মরিয়া সানের উপর পড়িয়া আছে; আমি তোদিগকে তাহার মাংস খাওয়াইব।" বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিতে পাইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শালায় কে আছে?" একজন

[১]। যে মন্ত্রবলে সর্ব্বপ্রাণীর আরাব বুঝিতে পারা যায়।

উঠিয়া উত্তর দিল, "আমি আছি।" "তুমি গিয়া দেখিবে, পুকুরে একটা লোক মরিয়াছে; তাহার কাপড় দুইখান, এক হাজার কাহণ ও হাতের অঙ্গুরী লইয়া শবটা এমনভাবে জলের মধ্যে ডুবাইবে যে ভাসিয়া না উঠে।" লোকটা তাহাই করিল। ইহাতে শৃগালী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি সে দিন আমার বাছাদিগকে জুতা খাইতে দাও নাই; আজ মড়া মানুষ খাওয়াও বন্ধ করিলে। তা হউক, আজ হইতে দুই দিন পরে এক বিপক্ষ রাজা আসিয়া এই নগর অবরোধ করিবে, তোমার পিতা তোমাকে যুদ্ধের জন্য পাঠাইবেন, শত্রুরা যুদ্ধে তোমার মাথা কাটিবে; তখন তোমার গলরক্ত পান করিয়া গায়ের ঝাল ঝড়িব। তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিলে; আমিও বুঝিয়া পড়িয়া লইব।" এইরূপ বিরাব করিয়া ও বোধিসত্ত্ব কে ভয় দেখাইয়া শৃগালী শাবক দুইটির সহিত চলিয়া গেল।

তৃতীয় দিবসে বিপক্ষ রাজা আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "যাও বাবা, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর গিয়া।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "পিতঃ। আমি একটা (স্বপ্ন) দেখিয়াছি; সেই জন্য আমার যাইতে সাহস হইতেছে না, ভয় হইতেছে যে আমার প্রাণান্ত ঘাটবে।" "তুমি মরিলে বা বাঁচিলে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তোমাকে যাইতেই হইবে।" মহাসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া লোকজনসহ যাত্রা করিলেন; কিন্তু বিপক্ষ রাজা যে দ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে দ্বার দিয়া বাহির হইলেন না, অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে নগর জনহীন হইল, কারণ প্রায় সমস্ত অধিবাসীই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গেল। তিনি কোন খোলা জায়গায়[১] তাবু খাটাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা ভাবিলেন, 'উপরাজ নগর জনহীন করিয়া সমস্ত সৈন্যসহ পলাইয়া গিয়াছেন; বিপক্ষ রাজাও নগর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; এখন ত আমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় দেখি না।' অনন্তর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজ্ঞী, পুরোহিত এবং পরন্তপ-নামক এক ভৃত্যকে লইয়া রাত্রিকালে ছদ্মবেশে অরণ্যে পলায়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, যুদ্ধে বিপক্ষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন এবং নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে তাঁহার পিতা নদীতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সেখানে রাজার ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এদিকে, অবিরত পরন্তপের সংসর্গে থাকায় তাহার সহিতও রাজ্ঞীর প্রসক্তি

---

[১]। মূলে 'সভাগট্‌ঠানে' আছে। সবাগ বলিলে যাহা সাধারণের তাহা বুঝায়। সভাগস্থান—খোলা মাঠ, যেখানে সকলেই পশু চরাইতে পারে এমন স্থান বুঝাইবে। তু.—'common'।

জন্মিল। তিনি একদিন পরন্তপকে বলিলেন, "রাজা জানিতে পারিলে আমাদের দুই জনেরই প্রাণ যাইবে। অতএব রাজার প্রাণবধ কর।" পরন্তপ বলিল, "কিরূপে করিব?" "রাজা তোমার হাতে খড়ুগ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নান করিতে যান; স্নানের সময় তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিলে তুমি খড়গের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিবে এবং ধড়টা খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিবে।" "এ অতি উত্তম পরামর্শ।" ইহা বলিয়া পরন্তপ রাজ্ঞীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। অন্তর একদিন পুরোহিত বন্যফলসংগ্রহের জন্য গিয়া, রাজা যে ঘাটে স্নান করিতেন তাহার নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা পরন্তপের হাতে খড়ুগ ও স্নানবস্ত্র দিয়া স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিলেন। স্নানের সময়ে তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পরন্তপ তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিল এবং বধার্থ খড়ুগ উত্তোলন করিল। রাজা মরণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া পুরোহিত সেই দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, পরন্তপ রাজার প্রাণবধ করিতেছে। তিনি ইহাতে মহাভয় পাইলেন এবং যে শাখায় বসিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া একটা গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। পুরোহিত শাখা ত্যাগ করিবার কালে যে শব্দ হইল, পরন্তপ তাহা শুনিতে পাইল, এবং রাজাকে বধ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার পরে ভাবিল, 'কেহ যেন গাছের ডাল হইতে পড়িল এমন শব্দ হইল; এখানে কে আছে?' কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে স্নান করিল ও চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত গুল্ম হইতে বাহির হইলেন। রাজাকে মারিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যে একটা গর্ত্তে প্রোথিত করা হইল, তাহা তিনি সমস্তই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কায় স্নানের পর অন্ধ সাজিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার কি হইয়াছে?" পুরোহিত যেন কিছুই জানেন না এই ভাণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমি চক্ষু দুইটি হারাইয়া আসিয়াছি। একটা বল্মীকের ভিতর অনেক বিষধর সর্প আছে; আমি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম; বোধ হয় সেখানে সর্পের নাসাবাত আমার চক্ষে লাগিয়াছে।" ইহা শুনিয়া পরন্তপ ভাবিল, 'বামুনটা আমায় চিনিতে পারে নাই; সেই জন্য "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।' তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সে বলিল "কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর; আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" অনন্তর সে তাঁহাকে অনেকগুলি ফল দিয়া তৃপ্ত করিল।

এখন হইতে পরন্তপই ফলাহরণ করিতে লাগিল। এদিকে রাজ্ঞীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটি যখন বড় হইতে লাগিল, তখন একদিন তিনি প্রত্যুষকালে সুখাসীনা হইয়া পরন্তপদাসকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন রাজাকে মারিয়াছিলে, তখন কেহ তোমায় দেখিয়াছিল কি?" পরন্তপ

বলিল, "কেহই দেখে নাই; তবে কেহ যেন গাছের ডাল হইতে নামিতেছে, এমন একটা শব্দ শুনিয়াছিলাম। সে শব্দ কোন মানুষের বা ইতর-জন্তুর দ্বারা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু যখনই আমার ভয় হয়, তখনই মনে হয়, ঐ ভয় যেন শাখা হইতেই আসিতেছে।" রাজ্ঞীর সহিত এইরূপ আলাপ করিবারকালে পরন্তপ প্রথম গাথা বলিল :

মানুষে অথবা মৃগে, জানিনা ক কোন প্রাণী, কাঁপাইল শাখা সেইক্ষণে;
ভয়ের কারণ সেই; বিপদ তা হ'তে হবে, এ আশঙ্কা সদা মোর মনে।

রাজ্ঞী ও পরন্তপ ভাবিয়াছিল, পুরোহিত ঘুমাইতেছেন। কিন্তু তিনি জাগিয়া ছিলেন এবং উভয়ের সমস্ত কথা শুনিলেন। অনন্তর একদিন পরন্তপদাস ফল আনিবার জন্য বাহিরে গেলে পুরোহিত নিজের ব্রাহ্মণীকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

অদূরে বসতি করে ভার্য্যা মোর; স্মরি তারে পাণ্ডু, কৃশ, হইব নিশ্চয়,
হয় যথা পরন্তপ শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনি কি বলিতেছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি একটা চিন্তা করিতেছিলাম!" ইহার পর আর একদিন তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন :

অনিন্দিতা ভার্য্যা মোর গ্রামেতে বসতি করে; স্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
দাসের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

আর একদিন তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :

আগিত অপাঙ্গ দৃষ্টি, চারুস্মিত মৃদুবাণীস্মরি তারে দেহ শুষ্ক হয়,
দাসের যেমন হয়, শাখার কম্পন শুনি; কাঁপে নিজে পেয়ে বড় ভয়।

কালক্রমে বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদিন পুরোহিত নিজের যষ্টির একপ্রান্ত তাঁহার হাতে দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন এবং চক্ষু খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কুমার বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি না অন্ধ?" পুরোহিত বলিলেন, "আমি অন্ধ নহি। তবে এই উপায়ে আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি। কুমার, তোমার পিতা কে জান কি?" "জানি বৈ কি।" "ও তোমার পিতা নহে; তোমার পিতা বারাণসীর রাজা। ও লোকটা তোমাদের দাস। ও তোমার মাতার সহিত পাপাচার করিয়াছে এবং এই স্থানেই তোমার পিতাকে মারিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ অস্থিগুলি তুলিয়া কুমারকে দেখাইলেন। ইহাতে কুমারের ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কি করিব, বলুন।" "এই ঘাটে সে

তোমার পিতার যাহা করিয়াছে, তুমিও তাহার তাহাই কর।" অনন্তর পুরোহিত কুমারকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং কিরূপে তরোয়ারের বাঁট ধরিতে হয় তাহা শিখাইলেন। ইহার পর একদিন কুমার খড়্গ ও স্নানবস্ত্র লইয়া বলিলেন, "চল বাবা স্নান করি গিয়া।" "বেশ, চল" বলিয়া পরন্তপ তাঁহার সঙ্গে নদীতে গেল। সে যেমন নদীতে অবতরণ করিতেছিল, অমনি কুমার দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ও বামহস্তে তাহার শিখা ধরিয়া বলিলেন, "নরাধম, তুই না এই ঘাটে আমার পিতার শিখা ধরিয়া, তিনি যখন আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলি। আমিও আজ সেইভাবে তোর জীবনান্ত করিব।" মরণভয়ে পরিদেবন করিতে করিতে পরন্তপ তখন দুইটি গাথা বলিল :

এত দিন পরে, হায়, সে শব্দ ফিরিয়া আসি বলেছে যা ঘটিল তখন;
সে তোমায় বলিয়াছে ঘটেছিল পূর্ব্বে যাহা করেছিল যে শাখা চালন।
মূর্খ আমি ভাবিতাম, চলিত করেছে শাখা, মৃগে বা মানুষে সেইক্ষণ;
ভয়ে তাই কাঁপিতাম; রহস্য বাহির হবে কোন সূত্রে না জানি কখন।
ভয়ের কারণ মোর জানিতে পেরেছ তুমি এতদিনে, বুঝিনু নিশ্চয়;
জেনেছ কি হেতু স্মরি শাখার কম্পন সেই ভয়ে মোর কাঁপিত হৃদয়।

অতঃপর কুমার শেষের গাথাটি বলিলেন :

তোমাছাড় জানিত না আর কেহ এ মন্ত্রণা; হয়ে তাঁর বিশ্বাসভাজন
বঞ্চিলে পিতারে মোর; খণ্ড খণ্ড করি তাঁরে গর্ত্তমধ্যে করিলে স্থাপন।
দুষ্কার্য্য রটিলে পর প্রাণান্ত হবে তোমার সদা ছিল মনে এই ভয়;
এসেছে সে ভয় এবে; আজ, প্রাপী, সমাগত, তব প্রায়শ্চিত্তের সময়।

ইহা বলিয়া সেইখানেই তিনি পরন্তপের প্রাণবধ করিলেন এবং শাখাপল্লব দ্বারা শবটা ঢাকিয়া খড়্গখানি ধুইয়া ও স্নান করিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি পুরোহিতকে পরন্তপের নিধনবৃত্তান্ত বলিলেন, মাতাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং "এখন কি কর্ত্তব্য" বলিয়া তিন জনেই বারাণসীতে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠকে উপরাজ্য দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গবাসী হইলেন।

[**সমবধান :** তখন দেবদত্ত ছিল সেই পিতৃরাজ এবং আমি ছিলাম সেই পুত্ররাজ।]

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

অষ্ট নিপাত

৪১৭. কাত্যায়নী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিকিালে এক মাতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তীনগরের এক কুলপুত্র। ইনি অতি শুদ্ধাচার ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে প্রত্যক্ষদেবতা জ্ঞান করিয়া মুখধোবন , দন্তকাষ্ঠসংগ্রহ, স্নান, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে তাঁহার সেবা করিতেন এবং যবাগূভক্তাদি দিয়া তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। একদিন তাঁহার মাতা বলিলেন "বাবা, গৃহস্থের আরও অনেক কাজ আছে; তুমি সমজাতিকুল হইতে এক কন্যা বিবাহ কর; সেই আমার সেবা করিবে, তুমি অন্য কাজে মন দিতে পারিবে।" পুত্র বলিলেন, "মা, আমি নিজের মঙ্গলপ্রত্যাশা করিয়াই তোমার সেবা করিতেছি; আর কে তোমার এমন সেবা করিবে?" "বাবা, যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয় তাহাও ত করিতে হইবে।" "আমার গৃহবাসে আসক্তি নাই। আমি তোমার সেবা করিব এবং তোমার মৃত্যু হইলে,[১] প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" মাতা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্রের মন ফিরাইতে পারিলেন না। তখন পুত্রের সম্মতি না লইয়াই তিনি সমজাতিকুল হইতে এক পাত্রী আনয়ন করিলেন। মাতার আদেশ লজ্ঘন করিতে না পারিয়া কুলপুত্র এই কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

বধু দেখিল, তাহার স্বামী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মাতৃসেবা করেন; অতএব সেও যত্নের সহিত শাশুড়ীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার পত্নী অতি যত্নে তাঁহার মাতার সেবা করিতেছে, দেখিয়া কুলপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি যেখানে পাইতেন, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া পত্নীকে দিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ রমণী বড় গর্ব্বিতা হইল। সে কিয়ৎকাল পরে ভাবিতে লাগিল, 'আমার স্বামী যেখানে যাহা পান, ভাল ভাল খাদ্য আনিয়া আমাকেই দেন। ইনি নিশ্চয় মাকে তাড়াইয়া দিতে চান। যাহাতে তাড়াইবার সুযোগ পান, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল "আর্য্যপুত্র, আপনি বাহিরে গেলে আপনার মা আমাকে বড় গালি দেন।" কিন্তু সে ব্যক্তি ইহার কোন উত্তরই দিলেন না। তখন ঐ রমণী স্থির করিল, 'বুড়ীকে উত্ত্যক্ত করিয়া

---

[১]। তুংহাকং ধূমকালে।

আমার পতির অপ্রীতিভাজন করিতে হইবে।' সে তখন হইতে বৃদ্ধাকে কোন দিন অত্যুষ্ণ, কোন দিন বা অতি শীতল, কোন দিন অতিলবণ, কোন দিন বা লবণহীন যবাগূ দিতে লাগিল।" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, বড় গরম," বা নুন বড় বেশী হইয়াছে," তাহা হইলে সে পাত্র পূর্ণ করিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত; ইহাতে বৃদ্ধা বলিত, "মা, বড় ঠাণ্ডা" বা "নুন বড় কম হইয়াছে।" তখন বধূ মহাশব্দে কন্দল করিতে প্রবৃত্ত হইত, বলিত "এই না বলিলে, বড় গরম, লবণ বেশী হইয়াছে? ওমা, তোমাকে যে খুশী করা ভার!" স্নানের সময়েও সে বৃদ্ধার পৃষ্ঠে খুব গরম জল ঢালিয়া দিত; বৃদ্ধা যদি বলিত, "বাছা, আমার পিঠ যে পুড়িয়া গেল," অমনি বৌমা কলসী পুরিয়া শীতল জল ঢালিয়া দিত। "মা, জল বড় ঠাণ্ডা," বৃদ্ধা এই কথা বলিলে, বৌমা প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া বলিত, "দেখলে কাণ্ড; এই বলিল কত গরম; এখন আবার বড় ঠাণ্ডা বলিয়া চেঁচাইতেছে। কার সাধ্য, বল ত, এর মন যোগাইয়া চলিতে পারে? এত অপমান কি সহ্য করা যায়?" বৃদ্ধা যদি বলিত, "বৌমা, আমার খাটিয়ায় অনেক ছারপোকা হইয়াছে," তাহা হইলে বৌমা বৃদ্ধার খাটিয়া বাহিরে আনিয়া তাহার উপর নিজের খাটিয়া ঝাড়িত, এবং পুনর্ব্বার উহা গৃহের মধ্যে লইয়া বলিত, "তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়া আনিয়াছি। বৃদ্ধা দিগুণিত মৎকুণের দংশনে সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইত, এবং ভোরে উঠিয়া বলিত "মা সমস্ত রাত্রি 'ছারপোকায় খাইয়াছে।" বৌমা বলিত, "কাল না তোমার খাটিয়া ঝাড়িয়াছি; তাহার আগের দিনও ঝাড়িয়াছিলাম; তোমাকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।" বৃদ্ধার পুত্রকে বিরূপ করিবার জন্য ঐ রমণী আরও একটী উপায় অবলম্বন করিল। সে যেখানে সেখানে কফ, কাসি, থূথূ ও পাকা চুল ফেলিতে ও রাখিতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্র একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কে সমস্ত ঘর এইরূপে নোংরা করিয়াছে।" রমণী বলিল, "তোমারই মা জননী। ওরূপ করিওনা বলিলে তিনি ঝগড়া করেন, আমি এমন কালকর্ণীর সহিত আর এক ঘরে তিষ্ঠিতে পারি না; হয় ইহাকে লইয়া ঘর কর, নয় আমাকে রাখ।" এই কথা শুনিয়া কুলপুত্র বলিলেন "ভদ্রে, তুমি যুবতী; তুমি যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার। আমার মা কিন্তু অতি দুর্ব্বলা; আমা ভিন্ন তাঁহার আর কোন অবলম্বন নাই। অতএব তুমিই বাপের বাড়ী যাও।" এই উত্তরে রমণীর বড় ভয় হইল; সে ভাবিল, ইঁহাকে মায়ের প্রতি বিরূপ করা অসাধ্য; ইনি একান্ত মাতৃভক্ত। আমি যদি এখন বাপের বাড়ী যাই, তাহা হইলে আমাকে একরূপ বিধবাই হইতে হইবে। তখন আমার দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অতএব এখন হইতে পূর্ব্বের মত শাশুড়ীর মন যোগাইব ও সেবা শুশ্রূষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে বৃদ্ধার পূর্ব্ববৎ সেবা আরম্ভ করিল।

ইহার পর সেই উপাসক একদিন ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য জেতবনে উপস্থিত হইলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে উপাসক, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে ত তোমার ভ্রমপ্রমাদ হয় না? পূর্ব্ববৎ মাতৃসেবা করিতেছ ত?" উপাসক বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত! মা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক কুলকন্যা আনিয়াছিলেন; সে এই এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।" তিনি শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন এবং বলিলেন, "কিন্তু ভগবন্ সে কিছুতেই মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে পারে নাই; এবং এখন নিজেও পরম যত্নে আমার মায়ের সেবা করিতেছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, এবার তুমি ঐ রমণীর কথা মত কাজ কর নাই বটে, পূর্ব্বে কিন্তু ইহারই কথায় তুমি তোমার মাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে এবং শেষে আমারই প্রভাববলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন কুলপুত্র পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে দেবতাজ্ঞান করিয়া উত্তমরূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। [ইহার পর, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত সবিস্তর বর্ণনা করিতে হইবে।] "আমি এমন কালকর্ণীর সহিত একত্র বাস করিতে পারিব না; হয় ইহাকে লইয়া, নয় আমাকে লইয়া ঘরবাস কর" কুলপুত্রের পত্নী এই কথা বলিলে, তিনি তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং ভাবিলেন যে, তাঁহার মাতারই দোষ। তিনি মাতাকে বলিলেন, "মা, তুমি বাড়ীতে প্রত্যহ ঝগড়া কর; এখান হইতে চলিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা বাস কর গিয়া।" "বেশ বলেছ, বাবা," ইহা বলিয়া বৃদ্ধা কান্দিতে কান্দিতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইল এবং মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল।

শ্বাশুড়ী প্রস্থান করিলে পুত্রবধূ গর্ভ ধারণ করিল। সে তখন পতি ও প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ডাইনটা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমি গর্ভধারণ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই; এখন আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" কিয়ৎকাল পরে সে একটা পুত্র প্রসব করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তোমার মা যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমার ছেলে হয় নাই, এখন হইয়াছে; ইহাতেই বুঝিয়া রাখ যে, সে ডাইন।" বৃদ্ধা শুনিল যে, বাড়ী ছাড়িবার পরে তাহার পৌত্র জান্মিয়াছে। সে ভাবিল, 'পৃথিবীতে নিশ্চয় ধর্ম্মের মরণ হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি না মরিবে, তাহা হইলে মাকে প্রহার করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া লোকে

কি পুত্রলাভ করিতে ও সুখে থাকিতে পারে? আমি ধর্ম্মের পিণ্ডি দিব।'[১] ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কিছু তিলবাটা, চাউল, একটা পাক করিবার পাত্র ও একখানা হাতা লইয়া আমকশ্মশানে[২] গেল, তিনটা মানুষের মাথার খুলি দিয়া উনান তৈয়ার করিল, আগুন জ্বালিয়া জলে নামিল ডুব দিয়া স্নান করিল, কাপড় ধুইয়া উনানের কাছে আসিল; এবং চুল খুলিয়া চাউল ধুইতে বসিল।

সেকালে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্র হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বগণ অপ্রমত্তভাবে জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ সময়ে জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি দেখিলেন বৃদ্ধা মনের দুঃখে, ধর্ম্ম মরিয়াছে এই বিশ্বাসে, ধর্ম্মের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। 'আজ আমার বল প্রদর্শন করিতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের বেশে, যেন রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন এবং বৃদ্ধাকে দেখিয়াই যেন পথ ছাড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন, এইভাবে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা শ্মশানে ত কেহ খাদ্য রন্ধন করে না; তুমি এখানে বসিয়া যে তিলোদন পাক করিতেছ, তাহা দিয়া কি করিবে?" এইরূপে কথা উত্থাপন করিবারকালে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

ধবল বসন পরি জলসিক্ত কেশে শুদ্ধভাবে, কাত্যায়নি, বল কি উদ্দেশে
রন্ধনের পাত্র তুমি অপূর্ব্ব উনানে পিষ্ট তিল তণ্ডুল ধুইছ সাবধানে?
রন্ধন করিবে তুমি বুঝি তিলোদন! কার জন্য বল তব এই আয়োজন?

তাঁহাকে আয়োজনের কারণ বুঝাইবার জন্য বৃদ্ধা দ্বিতীয় গাথা বলিল :

যতনে করিব আমি পাক তিলোদন;
কিন্তু না, ব্রাহ্মণ, কারো ভোজন-কারণ।
মরিয়াছে ধর্ম্ম, তার পিণ্ডদান তরে
রান্ধিতেছি আমি ইহা শ্মশান ভিতরে।

তখন শক্র তৃতীয় গাথা বলিলেন :

না জানিয়া কাজ করা উচিত না হয়; মরেছেন ধর্ম্ম তুমি শুনিলে কোথায়?
অপার প্রভাব তাঁর, সহস্র নয়ন; মরণ কি ঘটে ধর্ম্মরাজের কখন?

শক্রের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা দুইটি গাথা বলিল :

অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছি, ব্রাহ্মণ;
নিঃসন্দেহ হইয়াছে ধর্ম্মের মরণ।
তেঁই এবে ধরাধামে পাপী আছে যত,

১। "মতকভত্তং দস্‌সামি"।

২। যে শ্মশানে শবগুলি কেবল ফেলিয়া রাখা হয়, দগ্ধ করা হয় না।

দণ্ড পাওয়া দূরে থাক, ভুঞ্জে সুখ কত।
বন্ধ্যাপুত্রবধূ মোর, প্রহারি আমায়,
পুত্রবতী হইয়াছে, শুন মহাশয়।
সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সেই গৃহের এখন;
অনাথা হইয়া আমি করেছি ভ্রমণ।

অতঃপর শক্র ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

আমি ধর্ম্ম; এখনও রয়েছি জীবিত,
মরি নাই, এসেছি করিতে তব হিত।
পেয়েছে তনয় যেই প্রহারি তোমারে,
পুত্রসহ ভস্মীভূত করিব তাহারে।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "কি বলিলে ঠাকুর? আমার নাতির যাহাতে মরণ না হয়, তাহা করিতে হইবে।" অনন্তর সে সপ্তম গাথা বলিল :

দেবরাজ, হোক তব ইচ্ছার পূরণ; আমার হিতার্থি যদি হেথা আগমন,
দাও বর, যেন পুত্র-পৌত্রস্নুষাসহ প্রীতভাবে একগৃহে থাকি অহরহ।

তখন শক্র অষ্টম গাথা বলিলেন :

ছাড় নাই ধর্ম্ম তুমি এতঃ উৎপীড়নে, ইচ্ছার পূরণ তব হবে সে কারণে।
দিনু বর, প্রীতভাবে তুমি অহরহ থাকিবে একত্র পুত্রপৌত্র স্নুষাসহ।

অনন্তর শক্র দিব্যবস্ত্র-বিভূষিত নিজরূপ ধারণ করিলেন এবং আত্মানুভাববলে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, "কাত্যায়নি, তোমার ভয় নাই; আমার অনুভাববলে তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ আসিয়া পথিমধ্যেই তোমার ক্ষমা চাহিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। তুমি অপ্রমত্তভাবে থাকিও।" ইহা বলিয়া শক্র নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ হঠাৎ তাহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিল, 'মা এখন কোথায়?' এবং যখন গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল, যে সেই বৃদ্ধা শ্মশানাভিমুখে গিয়াছে, তখন তাহারা মা, মা বলিতে বলিতে শ্মশানের পথে ছুটিল। পথে তাহারা বৃদ্ধার দেখা পাইয়া তাহার পাদমূলে পতিত হইল এবং কাতরভাবে বলিল, "মা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধা তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিল এবং পৌত্রটীকে কোলে লইল। অতঃপর তাহারা অতি সম্প্রীতভাবে একত্র বাস করিতে লাগিল।

স্নুষাসহ কাত্যায়নী মনের সুখেতে
একঘরে আরম্ভিল কাল কাটাইতে।

পুত্র, পৌত্র দুইজনে ইন্দ্রের কৃপায়
একমনে হ'ল রত বৃদ্ধার সেবায়।

এইটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই মাতৃপোষক উপাসক ছিল সেই মাতৃপোষক কুলপুত্র; ইহার ভার্য্যা ছিল তাহার ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম শত্রু।]

----

৪১৮. অষ্টশব্দ-জাতক

[কোশলরাজ নিশীথ সময়ে অতি ভীষণ আর্ত্তস্বর শুনিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লৌহকুম্ভী (৩১৪) যাহা বলা হইয়াছে, এই জাতকের বর্ত্তমান বস্তুও সেইরূপ। কোশলরাজ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই সকল শব্দ শুনিয়াছি বলিয়া আমার কি কোন বিপত্তি ঘটিবে?" শাস্তা বলিয়াছিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ; কেবল একাই যে এবংবিধ ভীষণ আর্ত্তস্বর শুনিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও রাজারা এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথায় সর্ব্বচতুষ্কযজ্ঞ সম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে, যজ্ঞার্থ যে সকল জন্তু আহরণ করা হইয়াছিল, পণ্ডিতদিগের উপদেশে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া সমস্ত নগরে ভেরী বাজাইয়া প্রাণীহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেন এবং মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ভাণ্ডারস্থ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার সমস্তই দানকর্ম্মে বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর ধ্যানাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি লবণ ও অম্লসেবনার্থ লোকালয়ে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

ঐ সময়ে একদা বারাণসীরাজ শ্রীগর্ভে শয়ন করিয়া অর্দ্ধরাত্রিকালে আটটা শব্দ শুনিলেন। রাজভবনের নিকটবর্ত্তী উদ্যানস্থ একটা বক প্রথম শব্দ করিল;

ইহার অব্যবহিত পরেই হস্তিশালার তোরণ-নিবাসিনী এক কাকী দ্বিতীয় শব্দ করিল। রাজভবনের চূড়ার মধ্যে একটা ঘূণ ছিল; তৃতীয় শব্দ তাহার। চতুর্থ শব্দ রাজবাড়ীর একটা পোষা কোকিলের; পঞ্চম শব্দ তত্রত্য একটা পোষা হরিণের; ষষ্ঠ শব্দ একটা পোষা বানরের; সপ্তম শব্দ একটা পোষা কিন্নরের। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজভবনের উপর দিয়া উদ্যানাভিমুখে যাইবার কালে এক প্রত্যেকবুদ্ধ উদান গান করিয়া অষ্ট শব্দ করিলেন। বারাণসীরাজ এই অষ্টম শব্দ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ইহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ আপনার বড় বিঘ্ন দেখিতেছি। সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।"

রাজার অনুমতি পাইয়া ব্রাহ্মণেরা অতিমাত্র তুষ্ট হইলেন এবং রাজভবন হইতে বাহিরে গিয়া যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার এক অন্তেবাসী ব্রাহ্মণকুমার অতি বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "গুরুদেব, এতগুলি প্রাণীকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে বধ করিবেন না।" আচার্য্য বলিলেন, "তুমি কি জান বাবা? ইহাতে আমাদের যদি অন্য কোন লাভও না হয়, তথাপি আমরা আহারের জন্য প্রচুর মৎস্যমাংস পাইব।" "আচার্য্য, উদরের জন্য নরকের দ্বার খুলিবেন না।" মাণবকের কথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইলেন; কাজেই তিনি ভয় পাইয়া "বেশ, আপনারা মৎস্যমাংস-ভোজনের উপায় করুন," ইহা বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং রাজাকে নিবারণ করিতে পারেন, নগরের বাহিরে এমন কোন ধার্ম্মিক শ্রমণ পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য রাজ্যেদ্যানে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্বের দেখা পাইয়া মাণবক তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে কি দয়া নাই? রাজা বহুপ্রাণী বধ করিয়া যজ্ঞ করাইবেন; এতগুলি জীবের বন্ধন মোচন করা কি কর্ত্তব্য নহে?" "দেখ মাণবক; এখানে রাজা আমায় জানেন না; আমিও রাজাকে জানি না।" "ভদন্ত, রাজা যে, সকল শব্দ শুনিয়াছেন, আপনি তাহাদের ফল জানেন কি?" "আমি জানি।" "যদি জানেন, তবে রাজাকে বলুন না কেন?" "আমি কি নিজের ললাটে শৃঙ্গ বান্ধিয়া[১] বলিব গিয়া যে, আমি জানি? তিনি যদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।" তখন মাণবক বেগে ছুটিয়া রাজভবনে গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা?"

১। ইংরাজী অনুবাদক বলেন ইহা গর্ব্বের চিহ্ন। বাইবেলে এইভাব দেখা যায় (Jeremiah, 48, 25)।

"মহারাজ, আপনার উদ্যানে একজন তাপস আসিয়াছেন; আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তিনি তাহাদের ফল জানেন। তিনি মঙ্গলশিলায় বসিয়া আছেন; তিনি আমাকে বলিলেন, 'রাজা যদি আমায় একবার জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি।' একবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, মহারাজ।' রাজা সত্বর সেখানে গিয়া তাপসকে প্রণাম করিলেন এবং তাপস তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমি যে সকল শব্দ শুনিয়াছি তাহাদের ফল অবগত আছেন ইহা সত্য কি?" "হাঁ মহারাজ, একথা সত্য।" "তবে দয়া করিয়া বলুন।" "মহারাজ, ঐ সকল শব্দ শ্রবণে আপনার কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। আপনার পুরাতন উদ্যানে একটা বক আছে; সে খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রথম শব্দ করিয়াছে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব আত্মজ্ঞান বলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় অবিকৃতভাবে বকের শব্দ ব্যাখ্য করিলেন :

পৈতৃক ভবন মম সুগভীর জলপূর্ণ ছিল পূর্ব্বে শুনি লোকমুখে;
ছিল বহু মৎস্য হেথা, বকরাজ সেই হেতু করিতেন হেথা বাস সুখে।
এখন নাহিক জল, মৎস্য কোথা পাব বল? ভেকে করি উদর পূরণ;
পৈতৃক বাসের মায়া তবু না ছাড়িতে পারি; করি না ক অন্যত্র গমন।

"মহারাজ, সেই বক ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই শব্দ করিয়াছিল। আপনি যদি তাহার ক্ষুধা মোচন করিতে চান, তাহা হইলে উদ্যানটীর সংস্কার করিয়া সেই পুষ্করিণীটী পুনর্ব্বার জলে পূর্ণ করুন।" তাহাই করিবার জন্য রাজা একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে একটা কাকী বাস করে। সে পুত্রশোকে দ্বিতীয় শব্দ করিয়াছে। তাহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় কাকীর কথা বলিলেন :

কে করিবে দয়া করি দুরাচার বন্ধুরের দ্বিতীয় চক্ষুটি উৎপাটন?
রক্ষিবে ধুলায়, আর আমার শাবকগণে, দয়া করি বল কোন জন?

গাথাটি বলিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তিশালায় যে মাহুত আছে, তাহার নাম কি?" "তাহার নাম বন্ধুর।" "তাহার কি একটী চক্ষু নাই?" "হাঁ ভদন্ত, সে কাণা।" "মহারাজ, আপনার হস্তিশালার তোরণে এক কাকী কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অণ্ডপ্রসব করিয়াছিল; সেগুলি পরিণত হইলে শাবক নির্গত হইয়াছিল; মাহুত যখনই হাতী চড়িয়া বাহিরে যায় বা ভিতরে আইসে তখনই অঙ্কুশের আঘাতে কাকীকে ও তাহার শাবকগুলিকে প্রহার করে এবং বাসাটা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দুঃখে পীড়িতা হইয়া কাকী

বন্ধুরের অবশিষ্ট চক্ষুটীর বিনাশ কামনা করে। আপনি যদি কাকীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হন, তাহা হইলে বন্ধুরকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া দিন যে, আর যেন সে কাকীর কুলায় নষ্ট না করে। রাজা তখনই বন্ধুরকে ডাকাইলেন, তাহাকে তিরস্কার করিয়া পদচ্যুত করিলেন এবং আর এক ব্যক্তিকে মাহুত নিযুক্ত করিলেন। তখনই বোধিসত্ত্ব আবার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রাসাদের চূড়ার মধ্যে একটা ঘুণ কীট আছে। সে এতদিন কাষ্ঠের অসার অংশ খাইয়াছে; এখন অসার ফুরাইয়াছে; তাহার সার খাইবার শক্তি নাই; সে বিবর হইতে বাহির হইতেও পারিতেছে না; কাজেই খাদ্যাভাবে পরিদেবন করিয়াছে। এই হইল আপনার তৃতীয় শব্দ। ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাবলে ঘুণকীটের মনের ভাব জানিয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :

অসার যতটা ছিল সমস্ত করেছি শেষ; খাদ্যাভাবে কষ্ট এবে পাই;
সার আছে, দন্তস্ফুট করিতে তাহার মাঝে ঘুণের শকতি কোন নাই।

রাজা একটা লোক ডাকাইয়া তাহা দ্বারা ঘুণকীটটাকে বাহির করাইলেন। তখন বোধিসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কোকিলা আছে কি?" "হাঁ ভদন্ত।" "মহারাজ, সে এখন নিজের পূর্ব্ব বাসস্থান সেই বনস্থলী স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এবং বলিয়াছে, "হায়, কবে আমি এই পঞ্জর হইতে বাহির হইয়া রমণীয় বনভূমিতে উড়িয়া বেড়াইব?" এইটী চতুর্থ শব্দ। ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :

এ রাজভবন হ'তে মুক্তিলাভ করি, হায়, বনে কি যাইব আমি আর?
শাখাপল্লবের কুঞ্জে গাইব মনের সুখে; উপজিবে আনন্দ অপার।

"মহারাজ, ঐ কোকিলা বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছে; উহাকে ছাড়িয়া দিন।" রাজা তাহাই করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা হরিণ আছে কি?" "আছে, ভদন্ত।" "মহারাজ, এই হরিণটা একটা যূথের অধিপতি ছিল। সে নিজের মৃগীকে স্মরণপূর্ব্বক কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়া পঞ্চম শব্দ করিয়াছে :

এ রাজভবন হ'তে মুক্তি যদি পাই আমি, যূথসহ মিলিয়া আবার,
চরি অগ্রে সকলের করি অগ্রোদক[১] পান তৃপ্তি কত হইবে আমার।"

---

[১]। অগ্রোদক অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্ট জল; অন্য মৃগেরা পান করিয়া ঘোলা করিবার পূর্ব্বে যে জল পাওয়া যায়।

অনন্তর মহাসত্ত্ব হরিণটাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা বানর আছে কি?" "আছে ভদন্ত।" "মহারাজ, সেই বানর হিমালয়ে যূথপতি ছিল এবং অনেক বানরীর সঙ্গে কামপরবশ হইয়া বিচরণ করিত। ভরত নামে এক ব্যাধ তাহাকে ধরিয়া এখানে আনিয়াছে। সে এখন উৎকণ্ঠার বশে হিমালয়ে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। ষষ্ঠ শব্দের এই কারণ। ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই।

কামাতুর ছিনু আমি; ভরত বাহিলকবাসী ধরি মোরে এনেছে হেথায়;
ছাড়ি দাও, দয়া করি; মঙ্গল হইবে তব; এ যন্ত্রণা সহা নাহি যায়।"

মহাসত্ত্ব ইহা বলিয়া বানরটাকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ীতে একটা পোষা কিন্নর আছে?" "হাঁ, ভদন্ত।" "মহারাজ, সে নিজের কিন্নরীর কৃতোপকার স্মরণ করিয়া কামবশে সপ্তম শব্দ করিয়াছে। সে একদিন ঐ কিন্নরীর সঙ্গে তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিয়াছিল; সেখানে উভয়ে নানাবর্ণের সুগন্ধি পুষ্পচয়ন করিয়া পরিধান করিতেছিল, সূর্য্য যে অস্তমিত হইতেছে সে দিকে লক্ষ্য করে নাই। সূর্য্য অস্ত গেলে যখন তাহারা অবতরণ করিতেছিল, তখন অন্ধকার হইয়াছিল। তখন কিন্নরী তাহার স্বামীকে বলিয়াছিল, 'অন্ধকার হইয়াছে; সাবধানে নামিবেন, যেন পদস্খলন না হয়।' ইহা বলিয়া সে নিজেই স্বামীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে নামাইয়াছিল। কিন্নর এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া নিজের দুঃখের গীতি গাহিয়াছে; ইহাতে আপনার কোন ভয় নাই।" বোধিসত্ত্ব জ্ঞানবলে এই বৃত্তান্ত যথাযথ জানিতে পারিয়া তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন :

আঁধারে চৌদিক ঘেরে, উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে, ছিনু এক সঙ্গে দুই জন;
সস্নেহে মধুর স্বরে বলে প্রিয়া 'নাহি যেন হয় তব পদের স্খলন।'

মহাসত্ত্ব এইরূপে কিন্নরকৃত শব্দের কারণ বলিয়া তাহাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, অষ্টম শব্দটী উদানের স্বর। নন্দমূলগুহাবাসী এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে মনুষ্যালয়ে গিয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; রাজভৃত্যেরা সেখানে তাঁহার শরীরকৃত্য[১] ও তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিবে, এবং ধাতুপূজা করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ঋদ্ধিবলে আসিবার কালে তিনি যখন আপনার প্রাসাদ শিখরের উর্দ্ধদেশে

---

[১]। অগ্রোদক অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্ট জল; অন্য মৃগরা পান করিয় ঘোলা করিবার পূর্বে যে জনল পাওয়া যায়।

উপনীত হইয়াছিলেন তখন, দেহভারমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এই উল্লাসে, তিনি উদান গান করিয়াছিলেন :

জন্মান্তরপ্রাপ্তির-ভয় নিশ্চয় হইল ক্ষয়; গর্ভশয্যা হইবে না আর;
হল চিরদিন তরে গর্ভশয্যা অবসান; আর নাহি হইবে সংসার।[১]

তিনি উদানটী গান করিয়া এই উদ্যানে উপস্থিত হইয়া এক প্রস্ফুটিত শালতরুর মূলে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। চলুন, তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।” ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে লইয়া সেই প্রত্যেকবুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ-স্থানে গমন করিলেন এবং তাঁহার দেহ দেখাইলেন। রাজা সৈন্যসামন্তসহ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উহার পূজা করিলেন, বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যজ্ঞ নিষেধ করিয়া সমস্ত আবদ্ধ প্রাণীকে মুক্তি দিলেন, ভেরীবাদন দ্বারা প্রাণীহত্যা নিষেধ করিলেন, সপ্তাহকাল প্রত্যেকবুদ্ধের তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিয়া মহাড়ম্বরে সুগন্ধি কাষ্ঠের চিতায় তাঁহার শব দাহ করাইলেন এবং যেখানে চারিটি মহাপথ মিলিত হইয়াছে, সেখানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া এবং অপ্রমত্ত হইতে বলিয়া ব্রহ্মবিহার কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যে সকল শব্দ শুনিয়াছেন, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনি যজ্ঞ বন্ধ করিয়া বহু জীবের প্রাণ রক্ষা করুন।” এইরূপে বহু জীবের জীবন রক্ষা করিয়া শাস্তা ভেরীবাদন দ্বারা অঘাতন ঘোষণা করাইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন সেই মাণবক; এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৪১৯. সুলসা-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সে নাকি কোন উৎসবের দিনে দাসীদিগের সহিত যাইবার সময়ে প্রভুপত্নী পুণ্যলক্ষণাদেবীর[২] নিকট আভরণ যাচঞা করিয়াছিল। পুর্ণলক্ষণা তাহাকে নিজের লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একখানি আভরণ দিয়াছিলেন। সে উহা পরিধান করিয়া দাসীগণসহ উদ্যানে গমন করিল। তাহার আভরণ দেখিয়া এক

[১]। সংসার—জন্মান্তর প্রাপ্তি, কর্ম্মবিপাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ।

[২]। অনাথপিণ্ডদের পত্নীর নাম।

চোরের বড় লোভ জন্মিল; সে তাহাকে মারিয়া আভরণখানি লইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে উদ্যানে গেল এবং তাহাকে মৎস্যমাংসসুরা প্রভৃতি খাইতে দিল। দাসী মনে করিল, লোকটা কামবশে ঐ সকল দ্রব্য দিতেছে; কাজেই সে সমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর সকলে উদ্যানকেলি করিল এবং সন্ধ্যাকালে দাসীরা যখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিল, তখন সেই দাসী উঠিয়া ঐ লোকটার নিকটে গেল। লোকটা বলিল, "ভদ্রে, এ স্থান নিভৃত নহে; চল, একটু অগ্রসর হই।" দাসী ভাবিল, 'এ স্থানে কি রহস্যকর্ম্ম করা যায় না? এ লোকটা নিশ্চয় আমাকে মারিয়া আমার অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ অপহরণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। বেশ, ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।" ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "বধূ আমার, সুরামদে আমার শরীর শুষ্ক হইয়াছে; একটু জল খাইতে হইবে।" সে চোরকে একটা কূপের ধারে লইয়া গেল এবং তাহার হস্তে রজ্জু ও ঘট দিয়া বলিল, "এই কূপ হইতে আমার খাবার জল তোল।" চোর কূপে দড়ি নামাইয়া দিল এবং যেমন জল তুলিবার জন্য অবনত হইয়াছে, অমনি সেই মহাবলা দাসী দুই হাতে তাহাকে ভীষণ প্রহার করিয়া কূপে নিক্ষেপ করিল। ইহাতেও পাছে না মারা যায় এই আশঙ্কায় সে তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎ ইষ্টকখণ্ড ফেলিয়া দিল। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দাসীও নগরে ফিরিয়া প্রভুপত্নীকে আভরণ প্রত্যর্পণ করিবারকালে বলিল, "আজ এই গহনার জন্য আমার প্রাণ গিয়াছিল আর কি?" সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, পুণ্যলক্ষণা অনাথপিণ্ডদকে সেই কথা শুনাইলেন, অনাথপিণ্ডদ গিয়া আবার শাস্তার নিকট উহা বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ গৃহপতি, এই দাসী কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও যথাকালে প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল; এবং কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও সে ঐ চোরের প্রাণবধ করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে সুলসা-নাম্নী এক নগরশোভিনী গণিকা ছিল। সে পঞ্চশত বর্ণদাসী-পরিবৃতা হইয়া থাকিত এবং প্রতি রজনীর জন্য সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিত। ঐ নগরে শক্তুক-নামক নাগবলসম্পন্ন এক চোর ছিল। সে রাত্রিকালে ধনীলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া যথারুচি চুরি করিত। নগরবাসীরা সমবেত হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করিল, রাজার নগরগুপ্তিককে আজ্ঞা দিলেন, "নানা স্থানে ঘাটি বসাইয়া চোর ধর এবং তাহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

নগরগুপ্তিকের লোকেরা চোরকে ধরিয়া পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিল এবং

চতুষ্কে চতুষ্কে কষাঘাত করিতে করিতে শশ্মানে লইয়া চলিল। চোর ধরা পড়িয়াছে এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল। সুলসা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে দেখিতেছিল; সে চোরকে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইল এবং ভাবিল, 'আমি যদি এই বলবান যোদ্ধাকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে গণিকা-বৃত্তি পরিহার করিয়া ইহার সহিত গৃহবাস করিব।' অতঃপর, কণবের-জাতকে (৩১৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেই উপায়ে নগরগুপ্তিককে সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়া সে চোরকে মুক্তকরিল এবং তাহার সহিত মহানন্দে একত্র বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তিন চারি মাস কাটিয়া গেলে চোর ভাবিল, 'আমি আর এ স্থানে বাস করিতে পারিব না; রিক্তহস্তে অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব; সুলসার আভরণগুলির মূল্য লক্ষ মুদ্রা হইবে। উহাকে মারিয়া এই সমস্ত গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে একদিন সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, রাজপুরুষেরা যখন আমাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি অমুক পর্ব্বতশিখরস্থ বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে পূজা মানত করিয়াছিলাম। সেই দেবতা পূজা না পাইয়া এখন আমাকে ভয় দেখাইতেছেন। অতএব পূজা দিতে হইতেছে।" সুলসা বলিল, যে আজ্ঞা, প্রভু। পূজা সাজাইয়া পাঠান যাউক।" "ভদ্রে, পাঠাইলে চলিবে না, আমরা দুই জনেই সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া বহু লোকজনের সহিত গিয়া পূজা দিব।" "বেশ, তাহা করা হইবে।" অনন্তর পূজা সাজাইয়া মহাঘটায় যখন তাহারা পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইল, তখন চোর বলিল, "ভদ্রে, এত লোক দেখিলে দেবতা পূজা গ্রহণ করিবেন না; চল, কেবল আমরা দুই জনেই শিখরে আরাহণ করিয়া পূজা দি।" সুলসা বলিল, "তাহাই করি।" অনন্তর সে সুলসার হস্তে পূজার পাত্র দিল এবং নিজে পঞ্চায়ুধ ধারণ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিল। সেখানে শতমনুষ্য প্রমাণ উচ্চ কোন প্রপাতের নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে পূজোপকরণ রাখিয়া সে সুলসাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি পূজা দিতে আসি নাই; আমি তোমাকে মারিয়া তোমার আভরণগুলি লইব, এই জন্য আসিয়াছি। তুমি অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ওড়নায় বান্ধিয়া একটা পুটুলি কর।" "আমাকে মারিবেন কেন, স্বামীন?" "ধনের জন্য।" "স্বামীন, আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি, তাহা একবার স্মরণ করুন। আপনাকে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিল; আমি শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহিত আপনার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এবং বহু ধন দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা পাইতাম; তথাপি এখন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি না। আমি আপনার সেই উপকারিণী; আমাকে মারিবেন না; আমি আপনাকে বহুধন দিব এবং আপনার দাসী হইয়া থাকিব।" এই প্রার্থনা করিবার কালে সে প্রথম গাথা বলিল :

সুবর্ণের হার, বৈদূর্য্য, মুকুতা, যাহা চাও তাহা লও;
হও সুখী তুমি; চরণে তোমার দাসী বলি স্থান দাও।

তখন শক্তূক দ্বিতীয় গাথায় নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করিল :

খোল আভরণ, পরিদেবনের নাহি কোন প্রয়োজন;
না বধি তোমায় পাইব কি আমি তোমার সকল ধন?

সুলসা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে তখনই ভাবিল, 'এই দস্যু আমাকে জীবিত থাকিতে দিবে না; এখন কৌশলে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়া ইহারই প্রাণনাশ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দুইটি গাথা বলিল :

হয় না স্মরণ জীবনে কখন, বোধের উদর হ'লে
ছিল প্রিয়তর কেহ যে আমার তোমা হ'তে ভূমণ্ডলে।
এস আলিঙ্গন করি হে তোমায় জনমের মত, সখা;
করি প্রদক্ষিণ; আর না হইবে তোমাতে আমাতে দেখা।

শক্তূক তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না; সে বলিল, "বেশ কথা; এস, আমায় আলিঙ্গন কর।" সুলসা তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং আলিঙ্গনানন্তর বলিল, "স্বামীন্, এখন আমি তোমার চারিপার্শ্বে চারিবার প্রণাম করিব।" ইহা বলিয়া সে প্রথমে তাহার পাদোপরি মস্তক রাখিল; তাহার পর দুই পার্শ্বে গিয়া প্রণাম করিল, এবং শেষে পশ্চাতে গিয়াও প্রণাম করিবে এই ভাব দেখাইয়া সেই নাগবলসম্পন্না গণিকা শক্তুকের উরুদ্বয় ধরিয়া তাহাকে অধোমুখ করিল এবং সেই শতপুরুষপ্রমাণ উচ্চ ভৃগুস্থান হইতে নিরয়সদৃশ গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই দস্যু তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিল। উক্ত শিখরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি এই কাণ্ড দেখিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

পুরুষ (ই) সর্ব্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়;
নারীর বুদ্ধিতে হয় কভু কভু পুরুষের পরাজয়।
পুরুষ(ই) সর্ব্বত্র পণ্ডিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়;
প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী নিজের দেয় বুদ্ধি পরিচয়।
কত শীঘ্র দেখ, তার(ই) কাছে থাকি সুলসা করিল স্থির
বধের উপায় চোর শক্তূকের; নিক্ষেপি যেমন তীর
আকর্ণ আয়ত শরাসন হ'তে লোকে মৃগ বধ করে,
সুলসা তেমতি নিমিষে শক্তূকে পাঠায় যমের ঘরে।
আসন্ন বিপদ নিরখি না করে ক্ষিপ্র যেবা প্রতিকার,

ঘটে মৃত্যু তার, ঘটিল দস্যুর গহ্বরেতে যে প্রকার।[১]
আসন্ন বিপদ নিরখি যে করে ক্ষিপ্র তার প্রতিকার,
মুক্তি শত্রু হ'তে ঘটে ভাগ্যে তার, ঘটে যথা সুলসার।

সুলসা এইরূপে দস্যুর প্রাণনাশ করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক আপন লোক জনের কাছে গেল। তাহারা জিজ্ঞাসিল, "আর্য্যপুত্র কোথায়?" সুলসা বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" অনন্তর সে রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিল।

[**সমবধান :** তখন এই দুই জন ছিল সেই দুই জন এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা।]

---

৪২০. সুমঙ্গল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রাজাববাদ সম্বন্ধে রাজারই অনুরোধক্রমে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন তিনি নিজেই রাজত্ব লাভ করিলেন এবং মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমঙ্গল-নামক এক ব্যক্তি তাহার উদ্যানপালক ছিল।

একদা এক প্রত্যেকবুদ্ধ নন্দমূলগহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক পর দিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার চিত্ত অতি প্রসন্ন হইল; তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রাসাদে আনাইলেন, তাঁহাকে রাজাসনে বসাইয়া নানাবিধ মধুররসযুক্ত খাদ্য ও ভোজ্য দিলেন এবং অনুমোদন-শ্রবণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে অতঃপর তিনি যতদিন বারাণসীতে থাকিবেন, ততদিন ঐ উদ্যানেই বাস করিবেন। অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে উদ্যানে পাঠাইলেন এবং নিজেও প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক সেখানে গিয়া তাঁহার দিনযাপন-স্থান ও রাত্রিযাপন-স্থান সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপাল সুমঙ্গলকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। ঐ সময় হইতে প্রত্যেকবুদ্ধ নিয়ত রাজভবনে ভোজন করিতেন। তিনি উদ্যানে বহুদিন বাস করিলেন সুমঙ্গলও অতি যত্নে তাঁহার

---

[১]। বানর (৩৪২) এবং কুক্কু (৩৮৩) জাতকেও এই গাথাটি দেখা যায়।

সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর প্রত্যেকবুদ্ধ একদিন সুমঙ্গলকে বলিলেন, "আমি অমুক গ্রামের নিকটে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ফিরিব। তুমি রাজাকে একথা বলিও।" প্রত্যেকবুদ্ধ প্রস্থান করিলে সুমঙ্গল রাজাকে এই সংবাদ দিল। প্রত্যেক বুদ্ধ সেখানে কিয়ৎকাল বাস করিয়া একদিন সূর্য্যাস্তের পর উদ্যানে ফিরিলেন। তিনি যে সে দিন আসিবেন, সুমঙ্গল তাহা জানিত না; সে জন্য সে নিজের গৃহে চলিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পাত্রচীবর রক্ষা করিয়া একটু পা-চারি করিলেন এবং একখানা ফলকাসনে বসিলেন।

সে দিন সুমঙ্গলের বাটীতে কয়েকটি সৎকারার্হ অতিথি আসিয়াছিল। তাহাদের জন্য সুপ ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সুমঙ্গল উদ্যানের একটা পোষা হরিণ মারিবার জন্য ধনুক লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং মৃগ অনুসন্ধান করিতে করিতে দূর হইতে প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, ফলকাসনে একটা বড় হরিণ রহিয়াছে; কাজেই সে সন্ধান করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে শরবিদ্ধ করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ মস্তকের আবরণ খুলিয়া বলিলেন, "সুমঙ্গল?" ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সুমঙ্গল বলিল, "ভদন্ত, আপনার যে আগমন হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মৃগভ্রমে আপনাকে শরবিদ্ধ করিয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" "আমি ক্ষমা করিলাম; তুমি এখন কি করিবে? এস, শরটা টানিয়া বাহির কর।" সুমঙ্গল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শরটা টানিয়া বাহির করিল। প্রত্যেকবুদ্ধ তখন দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। "রাজা জানিলে আমার রক্ষা নাই" ভাবিয়া সুমঙ্গলও দারাপুত্রাদিসহ পলায়ন করিল। সেই সময়েই দেবানুভাববলে সমস্ত নগরে কোলাহল উত্থিত হইল যে, প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। পরদিন নগরবাসীরা উদ্যানে গিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের শব দেখিতে পাইল এবং রাজাকে জানাইল যে, উদ্যানপাল প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণবধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। রাজা বহু অনুচরসহ উদ্যানে গমন করিলেন, সপ্তাহকাল প্রত্যেকবুদ্ধের শবপূজা করিলেন এবং তাহার পর মহাসমারোহে তাঁহার ধাতু আনয়ন করিয়া তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি সেখানে গিয়া ধাতুপূজা করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে সুমঙ্গল এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজার মন বুঝিবার জন্য এক অমাত্যকে দেখিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে এখন রাজার মনের ভাব কেমন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।" অমাত্য গিয়া রাজার নিকট সুমঙ্গলের গুণকীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু রাজা যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। অমাত্য আর কিছু না বলিয়া সুমঙ্গলকে জানাইলেন যে, রাজা তখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই।

ইহার পর সুমঙ্গল দ্বিতীয় বর্ষেও রাজধানীতে গেল এবং তৃতীয় বৎসরের শেষে দারাপুত্রসহ উপস্থিত হইল। সেই অমাত্য বুঝিলেন, রাজার মন নরম হইয়াছে; তিনি সুমঙ্গলকে দ্বারদেশে রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন; রাজা তাহাকে ডাকাইয়া কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "সুমঙ্গল, তুমি কি জন্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রত্যেকবুদ্ধের প্রাণনাশ করিলে?" সুমঙ্গল বলিল, "মহারাজ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে মারিব বলিয়া মারি নাই?" অনন্তর প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে তুমি নির্ভয়ে থাক।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার উদ্যানপালের পদ দিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি দুইবার সুমঙ্গলের প্রশংসা শুনিয়াও ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই কেন; আর তৃতীয় বারেই বা তাহাকে ডাকাইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "বৎস, রাজাদিগের পক্ষে ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা কিছু না করাই কর্ত্তব্য। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বে তুষ্ণীম্ভাব দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু তৃতীয়বারে সুমঙ্গলের সম্বন্ধে আমার মন অনেকটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া তাহাকে ডাকাইয়াছি।" অতঃপর রাজকর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

অতিক্রুদ্ধ হইয়াছি, জানি ইহা মনে রাজা যেন দণ্ড নাহি দেন কোন জনে।
ক্রোধে দণ্ড দিলে হয় রাজার অখ্যাতি; দণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তি পায় অযথা দুর্গতি।
নিজের প্রসন্নভাব বুঝিবেন যবে, বিচারে প্রবৃত্ত রাজা হইবেন তবে।
প্রকৃত ব্যাপার নিজে করি বিনিশ্চয়, অপরাধ-অনুরূপ দণ্ড দিতে হয়।
নির্ব্বিকার চিত্তে সত্যমিথ্যার নির্ণয় করেন নৃপতি যদি সকল সময়,
নিজে তিমি হন সুখী, সুখী প্রজা তাঁর; ধর্ম্মই করেন রক্ষা ধার্ম্মিক রাজার।
ধীরভাবে ত্যজি ক্রোধ যে করে বিচার, কদাপি না হয় রাজ্য শ্রীহীন তাহার।
না বুঝি, না ভালরূপে করিয়া জিজ্ঞাসা, ক্রাধভরে দেয় দণ্ড যে রাজা সহসা,
ইহলোকে হয় সেই অযশভাজন, দেহান্তে নরকে শেষে করে সে গমন।
দশবিধ রাজধর্ম্মে যিনি হন রত বাক্যে, মনে, কর্ম্মে কেহ নাহি তাঁর মত।
শান্তিদয়াসমাধির প্রভাবে তাঁহার স্বর্লোক, ভুলোক ভিন্ন গতি নাহি আর।[১]
লক্ষ লক্ষ নর নারী রাজার আশ্রিত; ক্রোধভরে দণ্ডদান অতি অবিহিত।
উপজিলে ক্রোধ মম, যত্নসহকারে ধর্ম্মপথে রক্ষা আমি করি আপনারে।
যে দণ্ডপ্রয়োগে করি দুষ্টের দমন, দয়া তার কঠোরতা করে নিবারণ।[২]

---

[১]। অর্থাৎ তিনি কর্ম্মবশে হয় স্বর্গে, নয় পৃথিবীতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন, কদাপি নরকে যান না।

[২]। Cf It (mercy) becomes
The throned monarch better than his crown;
... ...

রাজা ছয়টি গাথায় এইরূপে নিজের গুণবর্ণন করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই শীলাচারসম্পত্তি আপনারই অনুরূপ।" তাঁহারা ধন্য ধন্য বলিয়া রাজার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সভ্যদিগের কথা শেষ হইলে সুমঙ্গল উঠিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে করিতে তিনটি গাথা বলিল :

কমলা অচলা যেন হয়ে নিরন্তর থাকেন ভবনে তব, অহে নরেশ্বর।
অক্রোধ, প্রসন্নচিত্ত হইয়া সতত মহাসুখে করহ রাজত্ব বর্ষ শত।
এই সব গুণযুক্ত হইয়া রাজন্ দশ রাজধর্ম্মে রত, সদা অক্রোধন,
মিষ্টভাবে তুষি সবে, না করি পীড়ন কর সুখে এইরূপে পৃথিবী পালন।
দেহ-অন্তে স্বর্গলাভ হইবে তোমার; হইতে না পারে কভু অন্যথা ইহার।
এইরূপে সুনিয়মে, মধুর বচনে হন যদি রত রাজা প্রজার পালনে,
যথাধর্ম্ম ন্যায়পথে করি বিচরণ সদুপায়ে যদি তিনি করেন শাসন,
তা হ'লে লোকের ত্রাস হয় প্রশমিত, হয় যথা মেদিনীর তাপ অন্তর্হিত
মহামেঘ দেখা দিয়া গগনে যখন আষাঢ়ে আরম্ভ করে বারি বরিষণ।

[কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ ছিলেন সুমঙ্গল এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

---

৪২১. গঙ্গমাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধব্রতপালন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যে সকল উপাসক পোষধ পালন করিতেছিলেন, একদিন শাস্তা তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। যাহারা পোষধপালন করে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে দান করিবে, শীলরক্ষা করিয়া চলিবে, ক্রোধ পরিহার করিবে, মৈত্রী ভাবনা করিবে, পোষধোচিত্ত অন্যান্যে কার্য্য করিবে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা আংশিকভাবে পোষধপালন করিয়াই মহাযশস্বী হইয়াছিলেন।' অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

It is an attribute of God himself,
And earthly power doth then show likest God's
When mercy tempers justice—Shakespeare
Mercy is the salt that keeps iustice sweet."

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে ঐ নগরে শুচিপরিবার-নামক অশীটিকোটি বিভবসম্পন্ন এবং দানাদিপুণ্যব্রত এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদারাদি পরিজনবর্গ, এমন কি রাখালবালকেরা পর্য্যন্ত সকলে প্রতিমাসে ছয়দিন পোষধব্রত পালন করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জন খাটিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি জন খাটিবার অভিপ্রায়ে শুচিপরিবারের বাড়ীতে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইলেন। শুচিপরিবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" "আপনার বাড়ীতে জন খাটিবার জন্য।" অন্য লোক তাঁহার বাড়ীতে খাটিবার জন্য উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠী বলিতেন, "এ বাড়ীতে যাহারা কাজ করে, তাঁহারা শীলরক্ষা করে। তুমি যদি শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে কাজ করিতে পার।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিকট তিনি শীলরক্ষা-সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না, বলিলেন, "বেশ বাপু, তুমি বেতন ঠিক করিয়া কাজ করিতে পার।" বোধিসত্ত্ব তখন হইতে শান্তভাবে ও সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি নিজের কষ্টের কথা অদৌ ভাবিতেন না; ভোরে কাজে যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে ফিরিতেন।

একদিন নগরে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। মহাশ্রেষ্ঠী দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ পোষধের দিন; চাকরদিগকে সকাল সকাল ভাত রান্ধিয়া দাও; তাহারা যথাকালে আহার করিয়া পোষধব্রত পালন করিবে।" বোধিসত্ত্ব সকাল বেলায় কাজে গিয়াছিলেন; সেদিন যে পোষধ পালন করিতে হইবে, কেহ তাঁহাকে একথা জানাই নাই। অন্যান্য ভৃত্যেরা প্রাতঃকালে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে উপবাসী রহিল; শ্রেষ্ঠী নিজেও পুত্রদারাদি পরিজনসহ উপবাস করিলেন; উপবাসীগণ সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে গেলেন এবং উপবিষ্ট হইয়া শীলসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব সমস্ত দিন কাজ করিয়া সূর্য্যাস্ত গমনের সময়ে ফিরিয়া আসিলেন। পাচিকা তাঁহাকে হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং হাঁড়ি হইতে ভাত বাড়িয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আর দিন এ সময়ে মহাশব্দ হয়; আজ লোক জন সব কোথায় গেল?" সকলেই উপবাসী হইয়া আপন আপন বাড়ীতে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এতগুলি শীলবান ব্যক্তির মধ্যে আমি একা দুঃশীল হইয়া থাকিব না।' তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন উপবাসাদি অবলম্বন করিলে পোষধব্রত পালন করা হয় কি না"? শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া সম্পূর্ণ ব্রত পালিত হইবে না। তবে অর্দ্ধ ফল পাওয়া যাইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেইটুকুই হউক"। তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট শীল গ্রহণ করিলেন, উপবাসী হইয়া বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং শুইয়া শুইয়া

শীল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই; এইজন্য রাত্রির শেষভাগে তিনি শূলবেদনায় অভিভূত হইলেন। শ্রেষ্ঠী নানাবিধ ভৈষজ্য আনিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি খাইলেন না, বলিলেন, "আমি পোষধ ভঙ্গ করিব না, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।" ক্রমে তাঁহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল; তিনি অরুণোদয়কালে সংজ্ঞাহীন হইলেন। লোকে বলিল, "তুমি এখনই মারা যাইবে; তাহারা তাঁহাকে বাহির করিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে রাখিল।

ঐ সময়ে বারাণসীর রাজা উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের লোভ জন্মিল; তিনি মৃত্যুকালে রাজ্য কামনা করিলেন। তিনি অর্দ্ধপোষধ পালন করিয়াছিলেন; এজন্য মৃত্যুর পরে তিনি ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। মহিষীর গর্ভসংস্কারাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হইল; দশ মাস অতীত হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল উদয়কুমার।

উদয়কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপত্তি হইলেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন, কাজেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া "অল্প কর্ম্মহেতু আমি লভেছি এ ফল!" পুনঃ পুনঃ এই উদান গান করিতেন। কালক্রমে রাজার মৃত্যু হইল, উদয়কুমার রাজ্য পাইলেন এবং তখনও নিজের রাজশ্রী অবলোকন করিয়া সময়ে সময়ে সেই উদানই গান করিতে লাগিলেন।

একদা নগরে একটা উৎসবোপলক্ষ্যে বহু লোকে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল। তখন বারাণসীর উত্তরদ্বারের নিকটে এক শ্রমজীবী জলবহন জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে নিজের উপার্জ্জন হইতে বাঁচাইয়া একটা অর্দ্ধমাষক কোন প্রাচীরের ইষ্টকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই ব্যক্তি যে রমণীর সঙ্গে বাস করিত, সেও অতি দুর্গতা ছিল এবং তাহারই মত জল বহন করিয়া দিনপাত করিত। নগরে উৎসব হইতেছে দেখিয়া সে শ্রমজীবীকে বলিল, "যদি তোমার হাতে কিছু থাকে, তবে আমরাও একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে পারি।" "আমার হাতে কিছু আছে, বৈ কি?" 'কত?' "আধ মাষা।" 'কোথায় আছে?" "উত্তর দরজার কাছে, ইটের ভিতর লুকান আছে। সে জায়গা এখান হইতে প্রায় বার যোজন হইবে। বলি, তোমার হাতে কিছু আছে, কি?" "আছে কিছু।" "কত?" আমারও আধ মাষা আছে।" তবে ত ভালই হইয়াছে। তোমার আধ মাষা, আর আমার আধ মাষা, এইত হইল এক মাষা। ইহার কিছু দিয়া মালা, কিছু দিয়া গন্ধ, কিছু দিয়া মদ কিনিয়া মজা করা যাউক। যাও; তুমি যে আধ মাষা রাখিয়াছ, তাহা লইয়া এস।" আমোদ প্রমোদ করিবার কথাটা প্রথমে

তাহার প্রণয়িণীর মুখ দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া লোকটা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সে আবার বলিল, "কোন চিন্তা নাই, প্রাণ; আমিই গিয়া আনিতেছি।"

তখন মধ্যাহ্নকাল, বালুকা এত উত্তপ্ত হইয়াছিল যে বোধ হইতেছিল তাহার উপরে যেন জলন্ত অঙ্গারের একটা আস্তরণ রহিয়াছে; কিন্তু লোকটার দেহে হস্তীর মত বল ছিল; বিশেষতঃ গেলেই সেই অর্দ্ধমাষ পাইবে ইহা ভাবিয়া তাহার এত স্ফুর্ত্তি হইয়াছিল যে, এই সময়েই সে শতছিন্ন কাষায় বস্ত্র পরিয়া ও কর্ণে তালপত্রের কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গান করিতে করিতে সেই বালুকার উপর দিয়া ছুটিল এবং ছয় যোজন অতিক্রম করিয়া রাজাঙ্গণের নিকটে উপস্থিত হইল। উদয় মহারাজ তখন বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন; তিনি উহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা এই উত্তপ্ত বায়ু ও এই প্রখর উত্তাপে ভ্রূক্ষপ না করিয়া প্রাণ খুলিয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে! এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি তাহাকে ডাকাইবার জন্য একজন ভৃত্য পাঠাইলেন। সে গিয়া বলিল, "রাজা তোমায় ডাকিতেছেন।" শ্রমজীবী উত্তর দিল, "রাজা আবার কে? আমি রাজা টাজা জানি না।' তখন রাজভৃত্য তাহাকে বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া গেল এবং সে রাজার নিকট গিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে দুইটি গাথা দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন :

উত্তপ্ত অঙ্গারবৎ এবে ধরাতল, উত্তপ্ত ভস্মের মত বালুকা সকল,
অথচ করিয়া গমন এমন সময় ছুটিয়াছ কাজে! গ্রীষ্মে কষ্ট নাহি হয়?
উপরে প্রখর কর বরষে তপন, তপ্ত বালু করে নিম্নে তাপ বিকিরণ,
অথচ করিয়া গান এমন সময় ছুটিয়াছ কাজে! গ্রীষ্মে কষ্ট নাহি হয়?

শ্রমজীবী রাজার কথা শুনিয়া তৃতীয় গাথা বলিল :

গ্রীষ্মে নাহি হয় কষ্ট, কষ্টের কারণ ভোগের বাসনা যত, শুনহে রাজন।
বিবিধ বাসনা পুর্ণ করিবার তরে হৃদয়ে যে তাপ মোর দগ্ধ এবে করে,
কষ্টের কারণ শুধু তাহাই আমার তুচ্ছ তপনের তাপ তুলনায় তার।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কাজে যাইতেছ?" "মহারাজ, আমি দক্ষিণ দরজার নিকটে[১] এক দুঃখিনী স্ত্রীর সহিত বাস করি। সে বলিল, 'পর্ব্ব আসিয়াছে, একটু আমোদ-প্রমোদ করিব; তোমার হাতে কিছু আছে কি?' আমি উত্তর দিলাম, আমার যাহা আছে তাহা উত্তর দরজার নিকট একটা

[১]। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই ব্যক্তি উত্তর দ্বারের নিকট বাস করিত। বোধ হয় সেখানে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে; কারণ তাহা হইলে গুপ্ত ধন আনিবার জন্য বার যোজন যাইতে হইবে কেন?

পাঁচিলের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি। সে বলিল, 'তবে যাও, উহা লইয়া আইস। তাহার পর আমরা দুইজনেই আমোদ আহ্লাদ করিব।' তাহারই কথায় আমি যাইতেছি। তাহার কথাগুলি আমার মনে গাঁথা রহিয়াছে এবং তাহা মনে পড়াতেই মনের মধ্যে বাসনার আগুন জ্বলিতেছে। আমি যে কাজে যাইতেছি তাহা বলিলাম, মহারাজ।" "কিন্তু ইহাতে তোমার এমন স্ফুর্ত্তির কারণ কি আছে যে এই আগুনের মত বাতাস ও রৌদ্র তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তুমি গান করিতে করিতে যাইতেছ?" "মহারাজ, সেই ধন আনিয়া প্রিয়তমার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব, এই জন্যই আমি আহ্লাদে গান করিতেছি।" "উত্তর দ্বারে তোমার শতসহস্র মুদ্রা নিহিত আছে?" "না মহারাজ।" "তবে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার?" ইহার পর রাজা ক্রমে কমাইতে কমাইতে তাহার চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ, দশ, পাঁচ, চারি, তিন, দুই ও এক কাহণ, শেষে আধ কাহণ, সিকি কাহণ, চারি মাষা, তিন মাষা, দুই মাষা ও এক মাষা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রতি প্রশ্নেরই উত্তরে বলিল, "না মহারাজ।" অবশেষে রাজা অর্দ্ধমাষক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "হাঁ, ইহাই আমার পূজি; ইহা আনিয়া স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছি। এই আশায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহার জন্য আমি এই গ্রীষ্মে ও এই রৌদ্রে কোন ক্লেশ বোধ করিতেছি না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তুমি এত রৌদ্রে সেখানে যাইও না; আমিই তোমাকে আধ মাষা দিতেছি।" "মহারাজ, আপনার কথামত এ আধ মাষা লইতেছি; কিন্তু সে আধ মাষাও ছাড়া হইবে না; আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে যাওয়া ছাড়িব না; গিয়া সে আধ মাষাও লইয়া আসিব।" "তুমি যাইও না, আমি তোমায় এক মাষা দিব।" ক্রমে রাজা তাহাকে দুই মাষা হইতে বাড়াইতে বাড়াইতে কোটি, শতকোটি, অপরিমিত ধন দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে প্রতিবারই বলিল, "দেব, আপনি যাহা দিবেন, তাহা লইব, সে আধমাষও আনিব।" ইহার পর রাজা তাহাকে শ্রেষ্ঠীর পদ দিবেন, সচিবাদির পদ দিবেন, উপরাজের পদ দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইলেন' কিন্তু প্রতিবারেই সে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল। অবশেষে রাজা বলিলেন, তুমি নিবর্ত্তিত হও, আমি তোমার অর্দ্ধরাজ্য দান করিব।" ইহাতে সে ব্যক্তি সম্মত হইল।

তখন রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার বন্ধুকে কামাইয়া, স্নান করাইয়া ও আভরণ পরাইয়া আন।" অমাত্যেরা তাহাই করিলেন; রাজা দুই ভাগ করিয়া সেই শ্রমজীবীকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন। লোকে বলে যে সেই অর্দ্ধমাষকের মমতাবশত এই ব্যক্তি উত্তর দিকের অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে তাহাকে অর্দ্ধমাষকরাজ এই উপাধি দিল। অতঃপর উভয়রাজাই নির্ব্বিবাদে ও সম্প্রীতভাবে স্ব স্ব অর্দ্ধে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

একদিন তাঁহারা উদ্যানে গিয়াছিলেন। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিবার পর মহারাজ উদয় অর্দ্ধমাষকরাজের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার অনুচরগণ একটু আমোদ করিবার জন্য এ-দিকে ও-দিকে চলিয়া গেল। তখন অর্দ্ধমাষকরাজ ভাবিলেন, 'আমি চিরদিনই অর্দ্ধরাজ্য লইয়া থাকিব কেন? এই রাজাকে মারিয়া আমিই কেন সমস্ত রাজ্য অধিকার করি না?' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি খড়ুগ নিষ্কোষিত করিলেন; কিন্তু প্রহার করিতে গিয়া আবার ভাবিলেন, 'আমি অতি দরিদ্র ও দুর্গত ছিলাম, এই রাজাই আমাকে নিজের তুল্য করিয়াছেন, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য দিয়াছেন; এইরূপ উপকারকের প্রাণসংহারের জন্য যে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাহা নিতান্তই বিগর্হিত।" এইরূপে তাঁহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল; তিনি খড়ুগখানা কোষের মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও তাহার এইরূপ প্রলোভন জন্মিল। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'মনে পুনঃ পুনঃ পাপেচ্ছার উদয় হইয়া শেষে হয়ত আমাকে পাপানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিবে।' তিনি ভূমিতে খড়ুগ নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে জাগাইলেন এবং "মহারাজ, ক্ষমা করুন" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন। উদয় বলিলেন, "সে কি বন্ধু, তুমি ত আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।" "অপরাধ করিয়াছি বৈ কি, মহারাজ," ইহা বলিয়া অর্দ্ধমাষকরাজ নিজের মনে যে ভাব হইয়াছিল, সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। উদয় কহিলেন, "বেশ, তোমায় ক্ষমা করিলাম, যদি ইচ্ছা কর, তুমিই সমস্ত রাজ্য লও, আমি উপরাজ হইয়া তোমার সেবা করিব।" "মহারাজ, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আপনিই রাজত্ব করুন; আমি প্রব্রজ্যা লইব; আমি কামের মূল দেখিয়াছি; ইচ্ছা সঙ্কল্পের সাহায্যে বৃদ্ধি পায়; এখন হইতে আমি আর কামপ্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প করিব না।" মনের আবেগে অর্দ্ধমাষকরাজ অতঃপর এই গাথাটি বলিলেন :

হে কাম, তোমার মূল করেছি দর্শন; সঙ্কল্পেই হয় তব বৃদ্ধিরকারণ।
সঙ্কল্প পাইতে তোমা করিব না আর; হৃদয়ে না হবে কভু কামের সঞ্চার।

অতঃপর কামাসক্ত জনবৃন্দকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি পঞ্চম গাথা বলিলেন :

অল্প কামভোগে কেহ তৃপ্তি নাহি লভে; বহুকামে দুঃখ ভোগ করে দেখি সবে।
অহো কি অসার কাম! করি এ বিচার সাবধানে ধীর করে কাম পরিহার।

উপস্থিত জনবৃন্দকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তিনি উদয়রাজকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং অশ্রুমুখ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধমাষক যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, তখন উদয়রাজ সেই উদানটি পূরণ করিয়া সময়ে সময়ে এই ষষ্ঠ গাথা গান করিতেন :

অল্প কর্ম্মহেতু আমি লভেছি এ ফল—এ বিপুল রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সকল।
ইহা হ'তে মহত্বর ফল সেই পায়, ত্যজি কাম প্রব্রাজক হয়ে যেই যায়।

কেহই কিন্তু এই গাথার অর্থ বুঝিত না; এজন্য একদিন অগ্রমহিষী রাজাকে গাথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু রাজা কিছু বলিলেন না। গঙ্গমাল নামক এক ব্যক্তি রাজার ক্ষৌরকার্য্য, করিত। সে রাজাকে কামাইবার কালে প্রথমে ক্ষুর চালাইত, পরে সন্না দিয়া চূল (পাকা?) ধরিত (তুলিত?)। নাপিত যখন ক্ষুর চালাইত, তখন রাজা বেশ আরাম বোধ করিতেন; কিন্তু সন্না দিয়া চুল তুলিবার কালে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। ক্ষৌরকর্ম্মের সময়ে তাঁহার ইচ্ছা হইত, গঙ্গমালকে পুরস্কার দিই; চুল তুলিবার সময় ইচ্ছা হইত ব্যাটার মাথা কাটি। তিনি একদিন অগ্রমহিষীকে রাজনাপিতের এই কাণ্ড জানাইয়া বলিলেন, "ভদ্রে, নাপিত ব্যাটা বড় বোকা।" কি করিলে ভাল হয়, মহারাজ?" "আগে পাকা চুলগুলি তুলুক, তাহার পর ক্ষুরের কাজ করুক।" মহিষী নাপিতকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, এখন হইতে যে দিন তুমি রাজাকে কামাইবে, সে দিন প্রথমে পাকা চুল তুলিয়া পরে ক্ষুর চালাইবে। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তোমাকে পুরস্কার দিতে চাহিবেন; তুমি বলিবে, "মহারাজ, আমার অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই; আপনি যে উদানগাথা গান করেন, তাহার অর্থ জানিতে চাই।' তুমি যদি ইহা কর, বাপু, তাহা হইলে আমি তোমায় বহু ধন দিব।" গঙ্গমাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রাজাকে কামাইবার দিন প্রথমে সন্না লইল। ইহা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, গঙ্গমাল, তুমি যে আজ নূতন ধরণে কামাইবার আয়োজন করিলে?" সে বলিল, "মহারাজ নাপিতদিগের মধ্যে এই নূতন রীতি চলিয়াছে।" অনন্তর প্রথমে সে লোমগুলি তুলিয়া পরে ক্ষুরের কাজ করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও।" সে বলিল, "মহারাজ, আমি অন্য পুরস্কার চাই না; আপনি যে উদানগাথা গান করেন, তাহার অর্থ বলুন।" নিজের দরিদ্রদশায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে রাজার লজ্জা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "বাপু, এ পুরস্কারে তোমার কি লাভ হইবে? অন্য পুরস্কার লও।" "না মহারাজ, আমাকে এই পুরস্কারই দিন।" পাছে মিথ্যাবাদী হন এই ভয়ে রাজা বলিলেন, "বেশ"। অনন্তর, কুল্মাষপিণ্ড-জাতকে (৪১৫) যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত আয়োজন করিয়া রাজা রত্নপর্য্যঙ্কে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গমাল, আমি পূর্ব্বজন্মে এই নগরে ... ইত্যাদি।" পূর্ব্বজন্মকৃত সমস্ত কার্য্য প্রকাশ করিয়া রাজা বলিলেন; "এই হইল গাথাটির প্রথমার্দ্ধেই অর্থ। আমার বন্ধু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন; আমি বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া রাজত্ব করিতেছি, এই জন্য আমি গাথাটির শেষার্দ্ধ গান করিতেছি।" ইহা শুনিয়া

নাপিত ভাবিল, 'অর্দ্ধ পোষধ মাত্র পালন করিয়া যখন রাজার ভাগ্যে এই সম্পত্তি লাভ হইয়াছে, তখন ধর্ম্মপথে চলাই ত লোকের কর্ত্তব্য। অতএব আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্বলাভের চেষ্টা করিনা কেন?' এই সঙ্কল্প করিয়া সে জ্ঞাতিবন্ধু ও বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিল, প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য রাজার অনুমতি লইল, হিমবন্তপ্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিল এবং লক্ষণত্রয়[১] উপলব্ধ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইল। এইরূপে সে প্রত্যেকবুদ্ধ হইল এবং ঋদ্ধিবলে পাত্র ও চীবর লাভ করিল।

প্রত্যেকবুদ্ধ গঙ্গমাল গন্ধমাদন পর্ব্বতে পাঁচ ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া একদিন ভাবিলেন 'একবার বারাণসীরাজকে দেখিয়া আসি।' তিনি আকাশপথে গমন করিয়া রাজকীয় উদ্যানে মঙ্গলশিলায় উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া উদ্যানপাল রাজাকে জানাইল, "দেব, গঙ্গমাল প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছেন এবং আকাশপথে আসিয়া উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই সংবাদ পাইয়া প্রত্যেক বুদ্ধকে বন্দনা করিবার জন্য রাজা সসম্ভ্রমে উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।" রাজমাতাও পুত্রের সহিত বাহির হইলেন। রাজা অনুচরবর্গসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসীন হইলেন। গন্ধমাল রাজার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মদত্ত, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া চল ত? তুমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিতেছ ত?" গঙ্গমালকে ব্রহ্মদত্তের কুলনাম উচ্চারণপূর্ব্বক আলাপ করিতে শুনিয়া রাজমাতা ভাবিলেন, 'এই হীনজাতি মলমর্দ্দক নাপিতপুত্র নিজের ওজন ভুলিয়া গিয়াছে; আমার ক্ষত্রিয়কুলজ, পৃথিবীপতি পুত্রের সহিত ব্রহ্মদত্ত এই নাম ধরিয়া আলাপ করিতেছে!" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সপ্তম গাথা বলিলেন :

তপোবলে নীচের নীচতা দূর হয়; নাপিতের নাপিতত্ত্ব আর নাহি রয়!
তাই বুঝি, আজ গঙ্গমাল তপোধন নাম ধরি ব্রহ্মদত্তে করে সম্ভাষণ?

রাজা তাঁহার মাতাকে বারণ করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের গুণ বর্ণনার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন :

ক্ষান্তি ও দয়ায় অতি শুভ পরিণাম প্রত্যেক্ষ আমরা আজি সবে দেখিলাম।
সর্ব্বজনে নমস্কার করিত যে জন, সে এবে অমাত্য-রাজ-সম্মানভাজন।

রাজা তাঁহার জননীকে নিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "এইরূপ হীনজাতি লোকের পক্ষে ভবাদৃশ ব্যক্তির নাম উচ্চারণপূর্ব্বক আলাপ করা বড় অসঙ্গত।" রাজা তাহাদিগকে থামাইয়া অবশিষ্ট গাথায় প্রত্যেকবুদ্ধের গুণগান করিলেন :

---

[১]। অনিত্যত্ব, দুঃখ ও অনাত্ম্য।

মুনিবৎ মৌনবৃত্তি শিখিবে নিয়ত; গঙ্গমালে তুচ্ছজ্ঞান করা অসঙ্গত।
জ্ঞানবান এবে ইনি; ভবসিন্ধু তরি বিচরেন মহানন্দে দুঃখ পরিহরি।

ইহা বলিয়া রাজা প্রত্যেকবুদ্ধকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমার মাকে ক্ষমা করুন।' "মহারাজ, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।" অনন্তর রাজার অনুচরগণও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। তাহার পর রাজা প্রার্থনা করিলেন, "আপনি অঙ্গীকার করুন যে, অতঃপর আমার নিকটেই অবস্থিতি করিবেন।" কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজা ও রাজপুরুষগণের দৃষ্টিপথে আকাশে আসীন হইলেন এবং রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গন্ধমাদনেই ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব দেখিলে, পোষধ-ব্রত পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

সমবধান : সেই প্রত্যেক বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ হইয়াছিলেন সেই অর্দ্ধমাষকরাজ, রাজমাতা ছিলেন সেই অগ্রমহিষী এবং আমি ছিলাম সেই উদয়-রাজা।]

বৌদ্ধেরা জাতি অপেক্ষা গুণকর্ম্মের অধিক আদর করিতেন, ইহা এই জাতক হইতে বেশ বুঝা যায়। শেষের গাথাটি শ্রামণ্যফল সূত্রেরই সংক্ষিপ্তসার।

---

৪২২. চেদি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, "অহো, দেবদত্ত মিথ্যাকথা বলিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে এবং অবীচিতে যন্ত্রণা পাইতেছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যা কথা বলায় পৃথিবী তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে প্রথম কল্পে মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আয়ুর পরিমাণ ছিল এক অসংখ্যেয় বৎসর।[১] মহাসম্মতের পুত্রের নাম রোজ, রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ, বরকল্যাণের

---

[১]। এক অসংখ্যেয় বলিলে একের পিঠে ১৪০ টা শূন্য বসাইলে যত হয় তত সংখ্যা।

পুত্র পোষধ; পোষধের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার পুত্র বরমান্ধাতা, বরমান্ধাতার পুত্র চর, চরের পুত্র উপচর। ইঁহার নামান্তর ছিল অপচর। তিনি চেদি রাজ্যের অন্তঃপাতী স্বস্তিবতী-নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্ব্বিধ[১] ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আকাশপথে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে উৎপলগন্ধ নির্গত হইত। কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। কপিলের কনিষ্ঠ সহোদর কোরকলম্ব রাজার সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি রাজার বাল্যবন্ধু ছিলেন। রাজা যখন কুমার ছিলেন, তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে তিনি কোরকলম্বকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির পরেও তিনি পিতৃ-পুরোহিত কপিল-ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি যখনই রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তখনই রাজা তাঁহার সম্মান করিতেন। ইহা দেখিয়া কপিল মনে করিলেন, 'সমবয়স্ক লোকের সহিত থাকিলেই রাজাদিগের সর্ববিষয়ে সুবিধা ঘটে; অতএব আমি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "দেব, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; গৃহে আমার পুত্র আছে; আপনি তাহাকেই পুরোহিত করুন; আমি প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি পুত্রকে রাজ-পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নিজে রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রের নিকটে থাকিবার অভিপ্রায়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে পুরোহিতের পদ দেওয়াইলেন না বলিয়া কোরকলম্বল অসুয়াপরবশ হইলেন।

একদিন রাজা কোরকলম্বের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোরকলম্ব, এখন তুমিই আমার পৌরোহিত্য কর না কি?" কোরকলম্ব বলিলেন "না, মহারাজ; আমার সহোদরই এ কাজ করিতেছেন।" "তিনি না প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন?" প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু পুত্রকে নিজের পদ দেওয়াইয়া গিয়াছেন।" "তবে তুমিই পৌরোহিত্য কর।" "না, মহারাজ; বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠই এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। আমি অগ্রজকে অপসারিত করিয়া এ কাজ করিতে পারিব না।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ এবং কপিলকে কনিষ্ঠ করিব।" "তাহা কিরূপে করিবেন, মহারাজ?" "মিথ্যা কহিয়া।" "মহারাজ কি জানেন না যে, আমার

---

[১]। ঋদ্ধি দশবিধ, যেমন আকাশমার্গে গমন করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ। ইহারা ঋদ্ধিলাভের উপায় : (১) ছন্দ = ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প; (২) বীর্য্য; (৩) চিত্ত; (৪) মীমাংসা। ২৫৮ম-জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্রজ অদ্ভূত ক্ষমতাশালী বিদ্যাধর[১]। তিনি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটাইয়া আপনাকে বঞ্চিত করিবেন; আপনার রক্ষক দেবপুত্রচতুষ্টয়কে অন্তর্হিত করাইবেন; আপনার দেহ ও মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিবেন; আপনাকে আকাশ হইতে নামাইয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিবেন, আপনাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইবেন। তখন আপনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি নিশ্চয় পারিব।" "কবে পারিবেন?" "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

সমস্ত নগরে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত লোকে ভাবিতে লাগিল, "রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা যে জ্যেষ্ঠ তাহাকে কনিষ্ঠ করিবেন এবং কনিষ্ঠকেই পুরোহিতের পদ দিবেন। মিথ্যাবাক্য কীদৃশ? ইহা কি নীলবর্ণ, না পীতবর্ণ বা অন্য কোন বর্ণবিশিষ্ট?" তখন নাকি সত্যবাদীদিগের যুগ ছিল; কাজেই মিথ্যা কথা যে কিরূপ, লোকে তাহা পর্য্যন্ত জানিত না।

নগরে যে জনরব হইতেছিল, কপিলের পুত্র তাহা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ, রাজা নাকি মিথ্যা বাক্য দ্বারা আপনাকে কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন এবং আমাদের পদ পিতৃব্য মহাশয়কে দিবেন।" কপিল বলিলেন, "বাবা, রাজা মিথ্যা বলিয়াও আমাদের পদ অপহরণ করিতে পারিবেন না। তিনি কবে এ কার্য্য করিবেন।" "শুনিতেছি, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।" "বেশ, তখন আমায় স্মরণ করাইয়া দিও।"

অনন্তর সপ্তম দিনে মিথ্যা বাক্য দেখিবার জন্য রাজাঙ্গণে বহুলোক সমাগত হইয়া সোপানমঞ্চে উপবেশন করিল এবং পুরোহিতপুত্র পিতাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা বেশ-ভূষা করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বাহিরে গিয়া রাজাঙ্গণে সেই মহাজনসঙ্ঘের মধ্যে আকাশে অবস্থিতি করিলেন। কপিল তাপসও আকাশপথে আগমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে অজিনাসন বিস্তার করিয়া পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, তুমি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠ করিতে এবং জ্যেষ্ঠের পদ কনিষ্ঠকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, একথা সত্য কি?" "হাঁ আচার্য্য, আমি এই ইচ্ছা করিয়াছি।" তখন কপিল রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, মিথ্যা বাক্য ভয়ানক[২] গুণধ্বংসকারী; ইহার জন্য লোকে চতুর্ব্বিধ অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়; রাজা মিথ্যা বলিলে ধর্ম্মহানি ঘটে, এবং ধর্ম্মহানি করিলে রাজার নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়।

১। বোধ হয় এখানে 'বিদ্যাধর' শব্দটি ঐন্দ্রজালিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। ভারিয়ো—ইহা হইতেই বোধ হয় বাঙ্গালা 'ভারী' (ভারী চালাক ইত্যাদি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ঘটিলে ধর্ম্মের হানি ধর্ম্মই তখন
হানিকারকের হানি করিবে নিশ্চয়,
অক্ষুণ্ন থাকিলে ধর্ম্ম অনিষ্ট না হয়;
অতএব ধর্ম্মহানি করো না রাজন।"

রাজাকে আরও উপদেশ দিবার জন্য কপিল আবার বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যদি মিথ্যা বাক্য বল, তাহা হইলে তোমার ঋদ্ধিচতুষ্টয় অন্তর্হিত হইবে।

অলীক-ভাষীরে ত্যজি যান দেবগণ, মুখে তার পূতিগন্ধ হয় নিঃসরণ।
জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার, স্বর্গলোকে কোন স্থান নাহিক তাহার।"

এই কথায় রাজা ভয় পাইয়া কোরকলম্বের দিকে তাকাইলেন। কোরকলম্ব বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না। আমি ত আপনাকে প্রথমে বলিয়াছিলাম" ইত্যাদি। রাজা কপিলের কথা শুনিয়াও নিজের বলবত্তর করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, আপনিই কনিষ্ঠ; কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।" তিনি এই মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিবামাত্র দেবপুত্রচতুষ্টয় বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর রক্ষার ভার আর বহন করিব না।" তাঁহারা রাজার পাদমূলে স্ব স্ব খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। রাজার মুখ গলিত কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় এবং দেহ অনাবৃত পুরীষকুটীরের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইল, তিনি আকাশভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন; তাঁহার ঋদ্ধি-চতুষ্টয় বিলুপ্ত হইল। তখন মহাপুরোহিত (কপিল) বলিলেন, "মহারাজ, ভয় নাই; তুমি যদি সত্য বল, তাহা হইলে তুমি সমস্তই যাহাতে পুনঃপ্রাপ্ত হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।

বল যদি সত্য, ভূপ, পাইবে আবার যে সব ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বে আছিল তোমার।
কিন্তু যদি মিথ্যা পুনঃ বল, নরেশ্বর ভূতলেই স্থান তব হবে অতঃপর।

দেখ, মহারাজ, তুমি প্রথমে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহাতেই তোমার ঋদ্ধি-চারিটী অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ; এখনও তোমার হৃত ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পার।" কিন্তু রাজা উত্তর দিলেন, "আপনি এইরূপ ঘটাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" তিনি দ্বিতীয়বার এই বলিয়া মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিবামাত্র তাঁহার দেহের গুল্ফ পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া কপিল আবার বলিলেন "এখনও ভাবিয়া দেখ, মহারাজ!

জানি শুনি যে ভূপতি করে অবিচার রাজ্য তার সেই পাপে হয় ছারখার।
কালে না বরবে মেঘ সে দেশে, রাজন; অকালবর্ষণে দুঃখ পায় প্রজাগণ।
দেখ না, মিথ্যা-কথনের ফলে তোমার গুল্ফদ্বয় ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।
সত্য যদি বল, ভূপ পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা ছিল তোমার।
মিথ্যা যদি বল, ধরা হয়ে দ্বিখণ্ডিত এখনি করিবে তোমা নিজ কুক্ষিগত।"

কিন্তু রাজা তৃতীয় বারও বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” এই মিথ্যা বাক্যের ফলে তাঁহার দেহের জানু পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন কপিল আবার বলিলেন, “মহারাজ, এখনও ভাবিবার সময় আছে।

জানি শুনি যে পাষণ্ড করে অবিচার, সর্পের জিহ্বার মত হয় জিহ্বা তার
দ্বিখণ্ডিত সেই পাপে; শুন নরবর। অতএব কর তুমি সত্যের অদির।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।

এখনও সমস্ত পুনঃপ্রাপ্তির আশা আছে।” কিন্তু রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্থবার বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ এবং কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” ইহাতে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, “মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জিহ্বাহীন হয় সেই মীনের মতন।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।”

কিন্তু রাজা পঞ্চমবারেও বলিলেন, “ভদন্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যেষ্ঠ।” ইহাতে তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভ-প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, “মহারাজ এখনও ভাবিয়া দেখ।

জানি শুনি যেই জন, করে অবিচার, পুত্র না জন্মিয়া শুধু কন্যা জন্মে তার।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পূর্ব্বে যা' ছিল তোমার।”

রাজা কিন্তু ইহাতে কান দিলেন না; তিনি ষষ্ঠবার মিথ্যা বলিলে তাঁহার স্তনদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। কপিল তখনও বলিলেন, “এই শেষ বার, মহারাজ; ইহার পরে আর ভাবিবার অবসর পাইবে না।

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জন্মিলেও দ্রোহী তার হয় পুত্রগণ।
যে পারে যে দিকে সেই যায় পলাইয়া আত্মরক্ষা-হেতু পাপী জনকে ত্যজিয়া।
সত্য যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য যা ছিল তোমার।”

কিন্তু পাপমিত্রসংসর্গদোষে রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সপ্তমবারেও পূর্ব্ববৎ মিথ্যা কথা বলিলেন। অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আবৃত করিল।

ছিলেন পূর্ব্বেতে যিনি অন্তরীক্ষচর মিথ্যা আচরণ ফলে সেই নববর
হারাইয়া ঋদ্ধিবল কালের পর্য্যায়ে ভূগর্ভে পশেন ঋষি-শাপগ্রস্ত হ'য়ে।
অসাধু ইচ্ছার অনুগমন গর্হিত; সত্য কথা বল তাই হ'য়ে শুদ্ধচিত্ত।[১]

---

[১]। এই গাথাটি দ্বিতীয় খণ্ডের ভরু-জাতকেও (২১৩) দেখা যায়।

এই দুইটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "চেদিরাজ মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঋষির ক্রোধ উৎপাদন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিলেন।" রাজার পাঁচজন পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া কপিলকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন।" কপিল বলিলেন "বৎসগণ, তোমাদের পিতা মিথ্যা বাক্য দ্বারা ধর্ম্মের হানি করিয়াছেন বলিয়া অবীচিতে গিয়াছেন; ধর্ম্ম প্রণষ্ট হইলে যে নাশক, তাহারও সর্ব্বনাশ করে। তোমরা এখানে বাস করিতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "বৎস, তুমি পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সোজাসুজি চলিতে চলিতে দেখিবে, একস্থানে একটা সর্ব্বশ্বেত হস্তী দন্তযুগল, শুণ্ড ও পদচতুষ্টয়, এই সপ্তাঙ্গ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া শুইয়া আছে। তুমি এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর প্রস্তুত করিবে। ঐ নগরের হস্তিনাপুর নাম হইবে।" অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সোজা-সুজি যাইতে যাইতে একটি সর্ব্বশ্বেত অশ্বরত্ন দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিও। ঐ নগরের নাম অশ্বপুর হইবে।" রাজার তৃতীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কপিল বলিলেন, "তুমি, বৎস, পশ্চিম দ্বার দিয়া সোজা-সুজি গেলে একটি কেশরী সিংহ দেখিতে পাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে সিংহপুর।" তাহার পর তিনি রাজার চতুর্থ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, বৎস, উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইবে এবং সোজাসুজি গিয়া একটি সর্ব্বরত্নময় চক্রপঞ্জর দেখিতে পাইবে। সেই চিহ্ন দেখিয়া নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবে। ঐ নগরের নাম হইবে উত্তর পঞ্চাল।" সর্ব্বশেষে তিনি রাজার পঞ্চম পুত্রকে বলিলেন, "বৎস," "তুমিও এখানে বাস করিতে পারিবে না। তুমি এই নগরে একটি মহাস্তূপ নির্ম্মাণ কর, তাহার পর বায়ুকোণাভিমুখে সোজা-সুজি চলিয়া যাও। যাইতে যাইতে দেখিবে দুইটা পর্ব্বত পরস্পরকে আঘাত করিয়া 'দদ্দর' শব্দ করিতেছে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিও। ঐ নগরের নাম হইবে দদ্দরপুর!"[১] অতঃপর সেই পঞ্চ রাজপুর, কপিল যে যে সঙ্কেত বলিয়া দিলেন সেইগুলির অনুসরণপূর্ব্বক পাঁচটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত মিথ্যাবাক্য বলিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"

---

[১]। দাদ্দিস্তান কি?

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই চেদিরাজ এবং আমি ছিলাম কপিল ব্রাহ্মণ।]

---

৪২৩. ইন্দ্রিয়-জাতক

[এক ভিক্ষু তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'গৃহে বাস করিয়া একান্তপরিপূর্ণ ও একান্ত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসাধ্য; অতএব নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের আশ্রয় লইয়া দুঃখের অবসান করা কর্ত্তব্য।" তিনি স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গৃহ ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়া শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। শাস্তাও তাঁহাকে প্রব্রজ্যা দেওয়াইলেন। একে তিনি নূতন ভিক্ষু; তাহাতে আবার ভিক্ষু সংখ্যাও বহু ছিল। সেই জন্য আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে, কি গৃহস্থের বাড়ীতে, কি আসনশালায়, কুত্রাপি তিনি বসিবার আসন পাইতেন না; নূতন ভিক্ষুদিগের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট, তাহারই একপ্রান্তে তাঁহাকে হয় একখানা পিড়িতে, নয় একখানা ফলকে বসিতে হইত; সেখানে লোকে তাঁহাকে ওড়ংএ তুলিয়া আহার দিত; সে আহার হয় ক্ষুদের যাউ, নর পচা নীরস খাদ্য, নয় শুষ্ক ও দগ্ধ যবাদির অঙ্কুর। তাহাও আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত না। তিনি এইরূপে যাহা পাইতেন তাহা লইয়া তাঁহার পত্নীর নিকটে যাইতেন; পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রটী লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন; পাত্রে যে আহার থাকিত তাহা ফেলিয়া দিতেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে সুপক্ব যবাগূভক্তপূপব্যঞ্জনাদি দিতেন। বৃদ্ধ এইরূপে রসনাতৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিলেন না।

ঐ রমণী ভাবিলেন, 'আমার স্বামী আমার প্রণয়ে বান্ধা পড়িয়াছেন কি না একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।' তিনি একদিন এক জনপদবাসী লোককে শ্বেতমৃত্তিকায় স্নান করাইয়া গৃহে বসাইলেন এবং আরও কয়েকজন লোক আনাইয়া তাহাদিগকে কিছু খাইতে ছিলেন। তাহারা বসিয়া খাইতে লাগিল। গৃহের দ্বারদেশে একখানা শকট সজ্জিত হইল এবং তাহার চাকার গরু বান্ধা থাকিল। রমণী নিজে পাশের একটা ঘরে পিষ্টক পাক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বামী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বৃদ্ধ ভৃত্য বলিল, "আর্য্যে, দ্বারে একজন স্থবির আসিয়াছিলেন।" "তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বল যে দয়া করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা করিতে যান।" ভৃত্য পুনঃ পুনঃ বলিল,

"ভদন্ত, অন্যত্র যান"; কিন্তু ভিক্ষু কিছুতেই গেলেন না। ইহাতে ভৃত্য বলিল, "আর্য্যে, স্থবির ত যাইতেছেন না।" রমণী আসিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দেখিলেন; "আহা, আমার ছেলের বাপ" বলিয়া বাহিরে গেলেন, ভিক্ষুর হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন, ভোজন করাইলেন, আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত; আপনি ত এখন পরিনির্ব্বাণ-লাভের উপায় করিয়াছেন, আমরা এতদিন অন্য কোন কুলের আশ্রয় লই নাই; কিন্তু অস্বামিক গৃহে গৃহস্থালী করা যায় না; এজন্য আমরা কুলান্তরের আশ্রয় লইব এবং দূরবর্ত্তী কোন জনপদে যাইব। আপনি অপ্রমত্তভাবে আপনার কাজ করুন; আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তাহা ক্ষমা করিবেন।" এই কথায় বৃদ্ধের যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না; তুমি যাইও না; আমি পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইব। তুমি অমুকস্থানে আমার জন্য পরিধেয় বস্ত্র পাঠাইবে; আমি পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিয়া গৃহে আসিব।" রমণী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন বৃদ্ধ বিহারে গেলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাত্রচীবর ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন তুমি এমন করিতেছ?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, আমার পত্নীর মায়া ছাড়িতে পারিতেছি না; অতএব পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইব।" অনন্তর, বৃদ্ধের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ইহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিলে কেন?" "ভদন্ত, ইনি পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে যাইতেছেন।" "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "হাঁ ভদন্ত।" "কে তোমায় উৎকণ্ঠিত করিল?" "আমার পত্নী।" "দেখ, এই রমণী তোমার বড় অনর্থকারিকা; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুর্ব্বিধ ধ্যান হইতে বিচ্যুত হইয়া মহাদুঃখ পাইয়াছিলে; শেষে আমার সাহায্যে সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের ঔরসে এবং তদীয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার দিন সমস্ত নগরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; এই জন্য তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'জ্যোতিঃপাল কুমার।' তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং রাজার নিকট ফিরিয়া বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া অগ্রদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং বনে গিয়া শক্রপ্রদত্ত কপিত্থকাশ্রমে ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ধ্যানলভ্য অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে অবস্থিতি

করিবার কালে বহুশত ঋষি তাঁহার শিষ্য হইলেন। আশ্রমে বহু ঋষির সমাগম হইল; তন্মধ্যে শত জন 'অন্তেবাসী-জ্যেষ্ঠক' অর্থাৎ প্রধান শিষ্য হইলেন। এই শতজনের মধ্যে শালীশ্বর-নামা ঋষি কপিত্থকাশ্রম ত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিলেন এবং শতোদকা-নাম্নী নদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন। মেণ্ডেশ্বর প্রজক-নামক রাজার অধিকারস্থ লম্বনচূড়ক নামক নিগম গ্রামের নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। পর্ব্বতনামা-ঋষি এক অরণ্যমধ্যস্থ জনপদের নিকটে অবস্থিতি করিলেন। কালদেবল ঋষি দক্ষিণাপথে অবন্তীরাজ্যে এক বনাবৃত পর্ব্বতের নিকট রহিলেন কুশবৎস ঋষি কুম্ভবতী নগরসমীপস্থ দণ্ডকী রাজার উদ্যানে বাস করিলেন ইঁহাদের সকলেরই বহু সহস্র ঋষি শিষ্য হইলেন।

অন্তেবাসী জ্যেষ্ঠকদিগের মধ্যে যাঁহার নাম অনুশিষ্য, তিনি বোধিসত্ত্বের সেবক হইয়া তাঁহার নিকটেই রহিলেন; আর কালদেবলের কনিষ্ঠ সহোদর নারদ মধ্যদেশে অরঞ্জর-নামক পর্ব্বতীয় প্রদেশে একটা গুহায় একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অরঞ্জর পর্বতের অনতি দূরে এক বহু জনাকীর্ণ নিগমগ্রামে ছিল; পর্ব্বত ও গ্রামের মধ্যে একটা বৃহৎ নদী; বহু লোকে স্নানার্থ এই নদীতে অবতরণ করিত; অনেক সুন্দরী গণিকাও পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহার তীরে বসিয়া থাকিত। তাহাদের এক জনকে দেখিয়া নারদ তাপসের চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি ধ্যান ত্যাগ করিলেন, আহার ত্যাগ করিলেন, কামবশে সপ্তাহকাল শুইয়া শুইয়া শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তাঁহার অগ্রজ কালদেবল ধ্যানবলে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আকাশপথে সেই গুহায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন হইয়াছে?" "তোমার অসুখ করিয়াছে; তোমার শুশ্রূষার জন্য আসিয়াছি।" "আপনি বলেন কি? আপনার কথা যে অতি অবস্তুক, অলীক ও তুচ্ছ!" এইরূপ মিথ্যাবাক্য দ্বারা নারদ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু কালদেবল তাঁহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি সেখানে শালীশ্বর মেণ্ডেশ্বর ও পর্ব্বতেশ্বরকে আনয়ন করিলেন; কিন্তু নারদ এ তিনজনকেও মিথ্যা বাক্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন কালদেবল আকাশ পথে গিয়া শাস্তা শরভঙ্গকে আনয়ন করিলেন। শরভঙ্গ আসিয়া নারদকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নারদ, তুমি কি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়াছ?" নারদ তাঁহার কথা শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রকৃত ব্যাপার স্বীকার করিলেন। শরভঙ্গ বলিলেন, "দেখ নারদ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, তাহারা এ জীবনে নানা দুঃখে জীর্ণ শীর্ণ হয় এবং জন্মান্তরে নরকে গমন করে।

যে জন জীবন যাপে ইন্দ্রিয় সেবায়,
ভূলোকে, স্বর্গলোকে সেই স্থান নাহি পায়।
অতৃপ্ত বাসনাজালে পুড়ি অনুক্ষণ
মহাদুঃখ পায়—তার জীবনে মরণ।”

ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, “আচার্য্য, কাম চরিতার্থ করাতেই সুখ; এরূপ সুখকে আপনি দুঃখ বলিতেছেন কেন?” “তবে শুন” বলিয়া শরভঙ্গ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

কামসুখ অন্তে দুঃখ,— নরকে বসতি;
তপদুঃখ অন্তে সুখ,—দেবলোকে গতি।
ত্যজি ধ্যানসুখ, মজি ইন্দ্রিয়ের সেবায়,
পাইতেছ মহাদুঃখ অন্তরে নিশ্চয়।
সুখের যা’ সার, সেই ধ্যানসুখ পুনঃ
লভিতে নারদ, তুমি করহ যতন।

নারদ বলিলেন, “আচার্য্য, ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগজনিত দুঃখ দুঃসহ; আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না।” মহাসত্ত্ব বলিলেন, “নারদ, দুঃখ উৎপন্ন হইলে তাহা সহ্য করিতেই হইবে।

দুঃখ যে সহিতে পারে দুঃখের সময়, দুঃখে অভিভূত সেই কখন না হয়,
দুঃখ হ’লে অবসান, সে সুধীর জন, হয় ধ্যান-যোগ-জাত সুখের ভাজন।”

নারদ বলিলেন, “আচার্য্য কামজাত সুখই উত্তম সুখ; আমি তাহা ছাড়িতে পারিব না।” মহাসত্ত্ব বলিলেন, “কোন কারণেই ধর্ম্মের বিনাশ করা সঙ্গত নহে।

কামবশে, অর্থ হেতু, কিছুতে কখন
উচিত না হয় ধর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।
ধ্যানসুখ তোমার যা’ ছিল এত দিন
করো না বিনষ্ট, হয়ে কামের অধীন।”

শরভঙ্গ উল্লিখিত চারিটি গাথায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলে কালদেবল নিজের কনিষ্ঠ সহোদরকে উপদেশ দিবার জন্য পঞ্চম গাথা বলিলেন :

গৃহস্থের দুঃখ[১] যাহা ধন্য বলি তায়;
ধন্য সে ভোজন, অগ্রে দিয়া যদি খায়।
লাভে অনুৎসেকী, ক্ষতিকালে নির্ব্বিকার,
এ দুই পুরুষ ধন্য, বলিলাম সার।

---

[১]। কৃষিবাণিজ্যাদির জন্য ক্লেশ স্বীকার।

দেবল নারদকে যে উপদেশ দিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা বলিলেন :

ইন্দ্রিয়ের দাস সর্ব্ব পাপীর অধম—
এই যাহা বলিলা দেবল দ্বিজোত্তম—
সত্য, সত্য, সত্য ইহা, নাহিক সন্দেহ;
ইন্দ্রিয়ের দাস যেন নাহি হয় কেহ।

অতঃপর শরভঙ্গ নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুন, নারদ, যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে, তাহাকে অরণ্য প্রবিষ্ট মাণবকের ন্যায় পরিণামে শোক ও পরিদেবন করিতে হয়।" ইহা বলিয়া তিনি নারদকে একটা অতীত কথা শুনাইলেন :

* * *

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক সুশ্রী, দৃঢ়কায়, নাগবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবক ছিল। সে ভাবিত, 'কৃষিকর্ম্ম দ্বারা মাতাপিতার পোষণে কি ফল? দারাপুত্র পাইলেই বা কি হইবে? দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানেই বা লাভ কি? আমি কাহারও পোষণ করিব না, কোন পুণ্য কার্য্যও করিব না; আমি বনে গিয়া মৃগ মারিয়া কেবল আত্মপোষণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চবিধ আয়ুধ লইয়া হিমালয়ে প্রস্থান করিল এবং বহু মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইল। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া সে হিমালয়ের মধ্যভাগে বিধবা-নাম্নী নদীর তীরে পর্ব্বতাকীর্ণ এক গিরিব্রজে গিয়া সেখানে মৃগ মারিয়া ও তাহাদের মাংস অঙ্গারে পাক করিয়া খাইতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি ত চিরকাল সবল থাকিব না; যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তখন বনবিচরণ করিবার শক্তি থাকিবে না। অতএব এখনই এই গিরিব্রজে বহুবিধ মৃগ আনিয়া দ্বাররুদ্ধপূর্ব্বক আবদ্ধ করা যাউক, তাহা হইলে বনে বনে পর্য্যটন না করিয়াও যখন ইচ্ছা, মৃগ মারিয়া খাইতে পারিব।' অনন্তর সে এই সঙ্কল্প মতই কাজ করিল।

কালক্রমে সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল; অন্য লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহারও সেই দশা হইল। তাহার হস্তপাদ চালনা করবার শক্তি রহিল না; ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিবার সামর্থ্য গেল; তাহার খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ঘটিল; শরীর এমন শীর্ণ হইল যে, তাহাকে দেখিলে একটা প্রেত মনে হইত; গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠ যেমন ফাটিয়া যায়, তাহার শিথিল চর্ম্মও সেইরূপ ফাটিয়া গেল। সে দেখিতে অতি কদাকার হইল; তাহার গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া পড়িল। ফলতঃ তাহার দুঃখের সীমা পরিসীমা রহিল না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে শিবিরাজ্যের রাজা অঙ্গারপক্ব মাংস

খাইবার অভিপ্রায়ে অমাত্যদিগের স্কন্ধে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঐ বনে প্রবেশ করিলেন এবং মৃগ মারিয়া মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হইলে। ঐ ব্রাহ্মণ যেখানে ছিল, কালক্রমে শিবিরাজও একদিন সেইখানে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন; কিন্তু নিমিষের মধ্যে ধৃতিলাভপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "মহাশয়, আমি মনুষ্যপ্রেত। এখন নিজ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" "আমি শিবি দেশের রাজা।" "এখানে আগমন কি উদ্দেশ্যে?" "মৃগমাংস ভোজনের জন্য।" "মহারাজ, আমিও মৃগমাংস ভোজনের জন্য এখানে আসিয়া এখন মনুষ্যপ্রেত হইয়াছি" অনন্তর সে রাজাকে সমস্ত আত্মকাহিনী শুনাইল এবং অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল :

"শত্রুহস্তগত যেন আমি, হে রাজন! কর্ম্ম, বিদ্যা, নিপুণতা, দাম্পত্য জীবন,[১]
শান্তি ও ঐশ্বর্য্য সব ঠেলিয়াছি পায়; নিজকর্ম্ম ফল এবে ভুঞ্জি, হায় হায়।

হয়েছি সহস্রবার যেন পরাজিত; একাকী এখন আমি, বান্ধব-বর্জ্জিত।
আর্য্যধর্ম্ম ত্যজি এবে দুর্দ্দশা এমন; জীবনে প্রেতের রূপ করেছি ধারণ।

সুখের আশায় দুঃখ দিয়েছি অপরে,[২]
তাই এবে এ দুর্দ্দশা হয়েছে আমার।
ভাগ্যে নাহি ছিল সুখ এই অভাগার;
অনুতাপানল এবে দগ্ধ মোরে করে।

মহারাজ, আমি নিজের সুখের জন্য অপরকে দুঃখ দিয়াছি; তাহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মনুষ্যপ্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি পাপ করিবেন না; নিজের রাজধানীতে গিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হউন।" রাজা তাহাই করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

শাস্তা শরভঙ্গ এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়া সেই তাপসকে প্রবৃত্ত করিলেন। ইহা শুনিয়া তাপসের মন ফিরিল। তিনি শরভঙ্গকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা নষ্ট ধ্যান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। শরভঙ্গ তাঁহাকে আর সেখানে বাস করিতে দিলেন না; তিনি তাঁহাকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া গেলেন।

১। কর্ম্ম = কৃষিবাণিজ্যাদি। নিপুণতা = শিল্পপটুতা।

২। 'সুখকামো দুক্খাপেত্বা।' পাঠান্তর 'সুখকামে দুক্খাপেত্বা।' তাহা হইলে অর্থ হইবে, যাহারা আমার সুখ আশা করে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছি।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল নারদ; সারিপুত্র ছিলেন শালীশ্বর; কাশ্যপ ছিলেন মেণ্ডেশ্বর, অনুরুদ্ধ ছিলেন পর্ব্বতেশ্বর, কাত্যায়ন ছিলেন কালদেবল; আনন্দ ছিলেন অনুশিষ্য, মৌদ্গল্যায়নছিলেন কৃশবৎস এবং আমি ছিলাম শরভঙ্গ[১]।

----

৪২৪. আদীপ্ত-জাতক

[কোশলরাজ যে অসাধারণ দান করিয়াছিলেন, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (এই মহাদানের বৃত্তান্ত মহাগোবিন্দসূত্রের অর্থকথা হইতে সবিস্তর বলা আবশ্যক।) যে দিন এই দান করা হইয়াছিল, তাহার পরদিন ধর্ম্মসভায় সেই কথা উত্থাপিত হইল; ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, কোশলরাজ বিচারপূর্ব্বক উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ আর্য্যসঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "রাজা যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে সৌবীর দেশে রৌরব নগরে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দশরাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং প্রজারঞ্জনের চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগপূর্ব্বক[২] প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের মাতৃপিতৃ স্থানীয় ছিলেন এবং দরিদ্র, পথিক, ভিখারী ও যাচকদিগকে মহাদানে সন্তুষ্ট করিতেন। সমুদ্রবিজয়া নাম্নী এক পণ্ডিতা ও জ্ঞানবতী রমণী তাঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। রাজা একদিন দানশালা দেখিবার কালে ভাবিলেন, 'আমি যে দান করি, তাহা দুঃশীল ও লোভী লোকেরাই ভোগ করে; ইহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমি শীলবান ও

---

[১]। আখ্যায়িকায় প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন পুরোহিত-পুত্র জ্যোতিপাল কুমার; অথচ এখানে বলা হইল, তিনি ছিলেন শরভঙ্গ। তবে কি বুঝিতে হইবে যে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর জ্যোতিপাল শরভঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন?

[২]। চতুর্ব্বিধ—উপায় (সংগ্রহবস্তু) এই : দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা অর্থাৎ সদয় শাসন এবং সমানত্ব অর্থাৎ অপক্ষপাতিত্ব।

অত্যুত্তমদানার্হ প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে দান করিতে চাই; কিন্তু তাঁহারা হিমবন্তপ্রদেশে থাকেন। কে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারে? কাহাকে এ জন্য পাঠাই?' তিনি মহিষীকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। মহিষী বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না; আমরা দাতব্যদানবলে, শীলবলে ও সত্যবলে পুষ্প প্রেরণপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহারা আগমন করিলে সর্ব্বপরিষ্কারযুক্ত[১] দান দিব।" রাজা এ প্রস্তাব অতি উত্তম মনে করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত নগরবাসীকেই শীলরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তিনি নিজেও তাঁহার পরিজনবর্গ পোষধকৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাদান করিতে লাগিলেন; এবং জাতীপুষ্পপূর্ণ একটা সুবর্ণকরণ্ডক হস্তে লইয়া প্রাসাদ হইতে অঙ্গনে অবতরণ করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চাঙ্গে[২] ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বমুখে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বদিকে যে সকল অর্হৎ আছেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। যদি আমাদের কিছুমাত্র গুণ থাকে, তাহা হইলে আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, তাঁহারা অনুকম্পাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বদিকে কোন প্রত্যেকবুদ্ধ থাকেন না বলিয়া পরদিন তাঁহাদের কেহ আগমন করিলেন না। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাভিমুখে প্রণাম করিলেন; সেই দিক্ হইতেও কেহ আসিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি পশ্চিমদিকে নমস্কার করিলেন; তাহাতেও কোন ফল হইল না। অনন্তর চতুর্থ দিনে তিনি উত্তরাভিমুখে নমস্কার করিলেন এবং "আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, উত্তরহিমালয়-প্রদেশবাসী প্রত্যকবুদ্ধগণ তাহা গ্রহণ করুন," ইহা বলিয়া সপ্ত মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পুষ্পগুলি গিয়া নন্দমূলক গুহাবাসী পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধের গাত্রোপরি পতিত হইল। তাঁহারা চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। পরদিন তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে সাতজনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মারিষগণ, রাজা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন; আপনারা তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করুন।" তখন এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে গমন করিয়া রাজদ্বারে অবতরণ করিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তিনি প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু দান দিলেন। তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পরদিনের জন্য আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। পঞ্চমদিবস পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি এইরূপ চলিল; রাজা তাঁহাদিগকে ছয় দিন ভোজন করাইলেন

১। পরিষ্কার—অষ্টবিধ—পাত্রচীবরাদি।

২। কপাল, কনুই, কটি, জানু ও পাদ। আমরা সচরাচর 'সাষ্টাঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করি। অষ্টাঙ্গ যথা—দুই হাত, দুটি পা, দুই জানু, বক্ষঃ ও মস্তক।

এবং সপ্তম দিনে সর্ব্বপরিষ্কারদানের আয়োজন করিলেন। তিনি সুবর্ণখচিত মঞ্চপীঠাদি সজ্জিত করাইলেন এবং সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধের সম্মুখে শ্রমণপরিভোগ্য ত্রিচীবরাদি সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া বলিলেন, "এই পরিষ্কারগুলি আপনাদিগকে দান করিলাম।" রাজা ও রাণী প্রণাম করিবার পর প্রত্যেকবুদ্ধগণ ভোজন করিলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে রাজা ও রাণী উভয়েই প্রণাম করিয়া প্রণতভাবেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি সঙ্ঘ স্থবির, তিনি অনুমোদন করিবার সময়ে নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :

দহ্যমান গৃহ হ'তে বাহিরে যা আনিতে পারিবে,
লাগিবে কাজেতে তাহা, অন্য সব ভিতরে পুড়িবে।
দহ্যমান জীবলোক; অগ্নি[১] হেথা জরা ও মরণ;
দানে রক্ষা, পার যত; সুরক্ষিত ধ্রুব দত্তধন।

সঙ্ঘস্থবির এইরূপে অনুমোদনপূর্ব্বক "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন" বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন, প্রাসাদের চূড়াটা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নন্দমূল গুহায় অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে যে সকল পরিষ্কার দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও তাঁহার সঙ্গে গিয়া ঐ গুহাতেই পতিত হইল। ইহাতে রাজার ও মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ প্রীতিপুলকিত হইল। অতঃপর অবশিষ্ট প্রত্যেকবুদ্ধেরাও নিম্নলিখিত এক একটী গাথা দ্বারা অনুমোদন করিয়া পরিষ্কারসমূহসহ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন :

ধর্ম্মপ্রাণ, দৃঢ়ব্রত পুণ্য-অনুষ্ঠানে
হেন জনে তুষ্ট যেই করে নানা দানে;
মরণান্তে দানফলে তরি অনায়াসে
বৈতরণী, যায় চলি সেই দিব্যবাসে।
দান আর যুদ্ধ হয় একই মতন,
অল্পমাত্র হয় বহু জয়ের সাধন।
অল্পও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত
দাতা পরকালে সুখ পাইবে নিশ্চিত।[২]
পাত্রাপাত্র বিচারি করে যে লোকে দান,

---

[১]। বৌদ্ধেরা রাগ, দ্বেষ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি একাদশ অগ্নির নাম করেন। ২৩৪ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জীবলোক নিয়ত এই সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

[২]। টীকায় দান ও যুদ্ধের সাদৃশ্য আরও বিশদীকৃত হইয়াছে : যে ক্ষয়ভীরু সে দান করিতে এবং যে মরণভীরু সে যুদ্ধ করিতে পারে না। ভোগের মায়া না ছাড়িলে দান করিতে এবং প্রাণের মায়া না ছাড়িলে যুদ্ধ করিতে পারা যায় না।

বুদ্ধেরা করেন সেই দানের বাখান।
সুক্ষেত্র দেখিয়া বীজ করিলে বপন,
কৃষকের শষ্যপ্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন,
সেই রূপ উপযুক্ত পাত্র দেখি দান
করেন যে দাতা, তিনি মহাফল পান।
প্রাণিগণে সতত অহিংসাপরায়ণ
পরকে না বলে যেই পুরুষ বচন
বলুক তাহারে ভীরু লোকে, ক্ষতি নাই;
প্রশংসার যোগ্য সেই পণ্ডিতের ঠাঁই,
পরের পীড়নে শৌর্য্য নিন্দনীয় অতি;
পাপভয়ে সাধুর না পাপে হয় মতি।

হীন ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষত্রিয়-জনম, মধ্যমে দেবত্ব পায়
উত্তমের বলে দেহ-অবসানে জীব ব্রহ্মলোকে যায়।[১]

দান বহু প্রশংসার্হ, নাহিক সংশয়; দানাপেক্ষা ধর্ম্মপদ শ্রেষ্ট অতিশয়।
তদুর্দ্ধে নির্ব্বাণ, যাহা দানপ্রজ্ঞাবলে লভিলেন সাধুগণ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে।

সপ্তম প্রত্যেক বুদ্ধ অনুমোদনের সময় এইরূপে রাজাকে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃতের মাহাত্ম্য শুনাইলেন এবং তাঁহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া উক্ত প্রকারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজাও মহিষীর সহিত যাবজ্জীবন দানব্রতে রত থাকিয়া স্বর্গলোক লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব দেখিলে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বকালেও বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।"

সমবধান : তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন রাহুলমাতা ছিলেন সমুদ্রবিজয়া এবং আমি ছিলাম রাজা ভরত।]

---

৪২৫. অস্থান-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত

---

[১]। এখানে ত্রিবিধ ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হইল : (১) অধম, যথা বহিরায়তন সম্বন্ধে শীলরক্ষা প্রভৃতি; (২) মধ্যম; ইহাতে সমাপত্তিসমূহ উৎপাদিত হয়; (৩) উত্তম; ইহাতে বিদর্শন জন্মে ও অর্হত্ত্বলাভ হয়।

হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" "কামবশে"। "দেখ, রমণীরা অকৃতজ্ঞা, মিত্রদ্রোহিণী ও অবিশ্বাসযোগ্যা। পুরাকালে কোন পণ্ডিত প্রত্যহ সহস্র মুদ্র দিয়াও এক রমণীর সন্তোষবিধান করিতে পারেন নাই; সে একদিন মাত্র সহস্র মুদ্রা না পাইয়া তাঁহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল। রমণীরা এমনই অকৃতজ্ঞতা। তাহাদের জন্য কামবশে অভিভূত হইও না।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহাধনকুমার একসঙ্গে ধূলা খেলা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল; তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইলে কুমার রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন।

বারাণসীতে এক নগর-শোভনা পরমা সুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী বর্ণদাসী ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিদিন এক সহস্র মুদ্রা দিয়া নিয়ত তাহার সহবাসে আমোদ প্রমোদ করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি যখন শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করিলেন, তখনও তিনি ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিলেন না; তখনও প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার সহবাসসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন তিনবার রাজদর্শনে যাইতেন। একদিন তিনি সায়ংকালে রাজদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সূর্য্য অস্ত গেল এবং অন্ধকার হইল। তিনি রাজভবনের বাহিরে গিয়া ভাবিলেন, এখন গৃহে গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নাই; অতএব নগর-শোভনার কাছেই যাই।' তিনি অনুচরদিগকে বিদায় দিয়া একাকী সেই গণিকার গৃহে গমন করিলেন; সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি সহস্র মুদ্রা আনিয়াছেন ত?" তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, আজ বড় বিলম্ব হইয়াছে; সে জন্য বাড়ীতে না ফিরিয়া, লোকজন বিদায় দিয়া একাকী তোমার এখানেই আসিয়াছি। কাল তোমাকে দুই সহস্র দিব।" গণিকা ভাবিল, 'আজ যদি আমি ইহাকে অবকাশ দি, তাহা হইলে অন্য দিনও রিক্তহস্তে আসিবে; তাহা হইলে আমার ধনক্ষয় ঘটিবে; অতএব আজ ইহাকে অবকাশ দিবনা।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "স্বামীন আমি বর্ণদাসী; আমি সহস্র মুদ্রা না পাইলে কাহারও মনস্তুষ্টি করি না, অতএব আপনি সহস্র মুদ্রা আনয়ন করুন।" বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কল্য দ্বিগুণ আনিব।" কিন্তু নগরশোভনা দাসীদিগকে আজ্ঞা দিল, "এ লোকটাকে এখানে থাকিয়া আমার দিকে

তাকাইতে দিও না; ইহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও ও দরজা বন্ধ কর।” দাসীরা তাহাই করিল।

এইরূপে অপমানিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘আমি এই গণিকার জন্য অশীটিকোটিধন নষ্ট করিয়াছি। অথচ এ আমাকে একদিন মাত্র রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া ঘাড় ধরিয়া তাড়াইয়া দিল! অহো! রমণীরা কি পাপাশয়া, নির্লজ্জা, অকৃতজ্ঞা ও মিত্রদ্রোহিণী!’ এইরূপে নারীজাতির দোষের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য ও নারীদিগের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; গৃহস্থাশ্রমেও তাঁহার আসক্তি রহিল না। তিনি গৃহে না ফিরিয়া এবং রাজার সহিত দেখা না করিয়াই নগরে বাহির হইলেন এবং বনে গিয়া গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। যেখানে তিনি ধ্যানভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফলমূল আহার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

রাজা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার বন্ধু কোথায়?” এদিকে নগরশোভনার কৃতকার্য্যও সকলের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। লোকে রাজাকে সেই ঘটনা জানাইয়া বলিল, “মহারাজ বন্ধু বোধ হয় এই কারণেই লজ্জায় না ফিরিয়া বনে গিয়াছেন এবং প্রব্রাজক হইয়াছেন।” তখন রাজা নগরশোভনাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই একদিন সহস্র মুদ্রা না পাইয়া আমার বন্ধুকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলি, এ কথা সত্য কি না?” “হাঁ মহারাজ, ইহা সত্য।” “পাপিষ্ঠে, অবিমৃষ্যকারিণী, আমার বন্ধু যেখানে গিয়াছেন, তুই শীঘ্র সেখানে গিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর; নচেৎ তোর প্রাণান্ত করিব।” বর্ণদাসী রাজার আজ্ঞায় ভয় পাইয়া রথারোহণে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের আশ্রমানুসন্ধানে বাহির হইল, লোকমুখে শুনিয়া সেখানে গমন করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল, “আর্য্য, আমি না বুঝিয়া দোষ করিয়াছি; ক্ষমা করুন; আর কখনও এমন কাজ করিব না।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন “আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার উপর আমার কোন ক্রোধ নাই।” “যদি ক্ষমা করেন, তবে আমার সহিত রথে আরোহণ করুন। আমরা নগরে ফিরিয়া যাই; নগরে প্রবেশ করিলে আমার গৃহে যে ধন আছে. তাহা আপনাকে দান করিব।” “ভদ্রে, আমি এখন তোমার সঙ্গে যাইতে পারি না; তবে যদি পৃথিবীতে যাহা ঘটিবার নহে তাহা ঘটে, তখন যাইলেও যাইতে পারি।”

স্রোতোহীন গঙ্গাজলে কুমুদ ফুটিবে, ধবল শস্যের বর্ণ কোকিলে পাইবে,
জম্বুবৃক্ষে তাল ফল ফলিবে যখন, হতে পারে আমাদের তখন মিলন।

কিন্তু তখনও সেই গণিকা বলিল, “আসুন, আমরা নগরে যাই।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “যাইব।” “কখন যাইবেন?” “অমুক সময়ে।” অনন্তর তিনি শেষের

গাথাগুলি বলিলেন :

কচ্ছপের লৌমে লোকে শীত নিবারণ যখন ত্রিবিধ বস্ত্র[১] করিবে বয়ন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।
মশকের দন্তে যবে হইবে নির্ম্মাণ দৃঢ় অট্টালিকা এক, বিশালপ্রমাণ,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।
শশকের শৃঙ্গে যবে হইবে নির্ম্মাণ স্বর্গারোহণের হেতু অদ্ভূত সোপান,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।
মূষিকেরা সে সোপানে চন্দ্রলোকে গয়া খাইবে চন্দ্রেরে, রাহু ভূতলে ফেলিয়া,
হ'লেও হইতে পারে তোমর আমার মিলন তখন নাহি সম্ভাবনা আর।
নিঃশেষে ঘটের সুরা পিয়া মক্ষিগণ, জ্বলন্ত অঙ্গারে যবে করিবে শয়ন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।
নৃত্যগীত গর্দ্দভের পটুতা জন্মিবে, সুমুখ, বিম্বৌষ্ঠ সেই দেখিতে হইবে,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।
কাকোলূক পরস্পর করি আলিঙ্গন প্রেমালাপে রত হবে নিভৃতে যখন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।
সুকুমার কিসলয়ে ছত্র গড়ি যবে বরষার বৃষ্টিপাত লোকে নিবারিবে
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন; নাহি সম্ভাবনা আর।
চটক চঞ্চুর পুটে করি উত্তোলন গন্ধমাদনেরে যবে করিবে বহন,
হ'লেও হইতে পারে তোমার আমার মিলন তখন, নাহি সম্ভাবনা আর।
রজ্জু, যন্ত্র আদি সব দ্রব্যের সম্ভার সহিত তুলিয়া নিজ হাতে আপনার
বালক অর্ণবপোত লয়ে চলি যাবে, আমাদের সেই কালে মিলন ঘটিবে।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে একাদশটি গাথায় যাহা অসম্ভব (অস্থান) তাহা নির্দ্দেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া নগরশোভনা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া নিজের জীবন ভিক্ষা করিল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "এখন দেখিলে, নারীরা কতদূর অকৃতজ্ঞা ও মিত্রদ্রোহিণী।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

[১]। রেশমী, পশমী ও তুলার।

৪২৬. দ্বীপি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটা ছাগীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা স্থবির মৌদ্গাল্যায়নকোন শৈলাকীর্ণ একদ্বারবিশিষ্ট পৰ্ব্বতবেষ্টিত স্থানে বাস করিতেছিলেন। দ্বারের নিকটেই তাঁহার চংক্রমণ স্থান ছিল। ছাগপালকেরা ভাবিয়াছিল, পৰ্ব্বতবেষ্টিত স্থানে ছাগগুলি ছাড়িয়া দিলে কোন শঙ্কার কারণ নাই; তজ্জন্য তাহারা ছাগগুলিকে ঐ স্থানে প্রবেশ করাইয়া নিজেরা নিশ্চিন্তমনে আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন তাহারা সন্ধ্যাকালে সেখানে গিয়া সমস্ত ছাগ লইয়া গেল। একটা ছাগী দূরে চরিতেছিল; অন্য ছাগগুলা যে চলিয়া যাইতেছে, সে প্রথমে তাহা দেখিতে পায় নাই; কাজেই সে পিছনে পড়িল। তাহার পর সে যখন যাইবার উদ্যেগ করিয়াছে, তখন একটা দ্বীপি তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'ইহাকে খাইতে হইবে।' সে ঐ পৰ্ব্বতবেষ্টিত স্থানের দ্বারে অবস্থিত হইল। ছাগীও ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'এ ত আমাকেই উদরস্থ্ করিবার মানসে দাঁড়াইয়া আছে; আমি যদি ফিরিয়া পলায়নের চেষ্টা করি, তাহা হইলে প্রাণ যাইবে; অতএব পুরুষোচিত বীর্য্য দেখাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে শৃঙ্গদ্বয় উত্তোলনপূৰ্ব্বক উল্লস্ফন করিতে করিতে মহাবেগে দ্বীপির অভিমুখে ধাবিত হইল। ছাগীটাকে এখনই ধরিব ভাবিয়া দ্বীপি উৎসাহে কাঁপিতেছিল; কিন্তু ছাগী তাহাকে অতিক্রমপূৰ্ব্বক অতি বেগে গিয়া ছাগের পালে মিশিল। স্থবির এই কাণ্ড দেখিয়া পরদিন তথাগতের নিকট ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, "ভদন্ত, এইরূপে ছাগী নিজের উপায় কুশলতা—বলে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া দ্বীপির গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "মৌদ্গাল্লায়ন, ঐ দ্বীপি এখন ছাগীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু পূৰ্ব্বে, এই ছাগী যখন আৰ্ত্তনাদ করিতেছিল, তখনই সে উহাকে মারিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল।" অনন্তর মৌদ্গাল্যায়নের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যের এক আঢ্যকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয় বাসনা পরিহারপূৰ্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদনপূৰ্ব্বক দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন; তাহার পর লবণ ও অম্লসেবনার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া কোন গিরিব্রজে[১] পর্ণশালা নিৰ্ম্মাণ

১। পৰ্ব্বতবেষ্টিত স্থানে।

করিয়া বাস করিতেন। তুমি যেরূপ বলিলে, তখনও ছাগপালকেরা ঐরূপে ছাগ চরাইতেছিল এবং একদিন একটা ছাগীকে পালের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া একটি দ্বীপী তাহাকে খাইবার অভিপ্রায়ে পর্ব্বত সঙ্কটের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিল। ছাগী দ্বীপীকে দেখিয়া ভাবিল, 'আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না, তবে একটা উপায় আছে; ইহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়া ইহার মনটা একটু নরম করিতে পারিলে বোধ হয় আমার রক্ষা হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে দূর হইতেই দ্বীপীকে অভিবাদন করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রথম গাথা বলিল :

মা পাঠালেন জানতে, মামা, খবর ত সব ভাল? তোমার সুখে সুখী মোরা; কেমন আছ বল।

ইহা শুনিয়া দ্বীপী ভাবিল, 'এই দুষ্টা ছাগী আমাকে মামা বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টায় আছে। আমি যে কতই পরুষপ্রকৃতি, এ তাহা জানে না।' অনন্তর সে দ্বিতীয় গাথা বলিল :

এলি হেথা ল্যাজ্‌টা আমার মাড়িয়ে চার পায়;
মামা বল্‌লে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায়?
তখন ছাগী বলিল, "ও কথা বলো না, মামা।
মুখোমুখি হল দেখা তোমায় আমায়;
ল্যাজ্‌টা আছে পিছন দিকে; মাড়ান কি যায়?"

দ্বীপী বলিল, "বলিস্ কি, হতভাগী? এমন জায়গায় পাওয়া যায় না, যেখানে আমার ল্যাজ নাই।

জানিস্ না কি, ল্যাজ্‌টা আমার লম্বা চৌড়া কত?
যুড়ে আছে পৃথিবীটা, সাগর, পর্ব্বত।
আসবার কালে এড়ালি ল্যাজ্ কেমন করে বল্?
যেমন কর্ম্ম, তেমন এখন পাবি প্রতিফল।

ছাগী ভাবিল, 'মিষ্ট কথায় এ দুরাত্মার মন ভিজিবে না।' অতএব সে শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া পঞ্চম গাথা বলিল :

মা, বাপ, ভাই, সবাই আমার করল সাবধান,
দুষ্টের ল্যাজ্ লম্বা বড় বিশাল প্রমাণ;
তাই এখানে এলেম উড়ে দেখিতে তোমায়;
মাড়ালেম ল্যাজ্ কেমন করে, বল ত আমায়।

দ্বীপী বলিল, "তুই যে আকাশে উড়িয়া আসিতেছিলি, তাহা আমি জানি, কিন্তু আসিবার কালে তুই আমার খাদ্য নষ্ট করিয়াছিস্।

উড়ি যখন আস্‌তেছিলি, দেখি পেয়ে ভয়
হরিণ যত ছিল হেথা চৌদিকে পলায়।
আহার আমার কর্‌লি নষ্ট আসি অকারণ;
খেয়ে তোরে পেটের জ্বালা করব নিবারণ।"

ইহা শুনিয়া ছাগী যুক্তিখণ্ডনের আর কোন উপায় না পাইয়া মরণভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। সে বলিল, "দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হইও না; আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্বীপী তাহাকে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিল ও উদরস্থ করিল।

ছাগীর বিলাপে নাহি করি কর্ণপাত রক্তাশী গ্রীবায় ভার করে দণ্ডপাত।
যতই বলনা কেন মধুর বচন, তুষিতে দুষ্টেরে কেহ পারে না কখন।
ন্যায়, ধর্ম্ম, মিষ্টবাক্য দুষ্টে নাহি জানে; উপস্থিত হবে যবে দুষ্ট-সন্নিধানে
প্রদর্শিবে পরাক্রম, সাধ্যমত তব; মিষ্টিবাক্য দুষ্টে তুষ্ট করা অসম্ভব।

এই দুইটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

তপস্বী ইহাদের এই সমস্ত কাণ্ড দেখিলেন।

☞এই জাতকের সহিত ঈষপ-বর্ণিত নেকড়ে বাঘ ও মেঘশাবকের কথা তুলনীয়।

[**সমবধান :** তখন এই ছাগী ছিল সেই ছাগী; এই দ্বীপী ছিল সেই দ্বীপী এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

নব নিপাত

৪২৭. গৃধ্র-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক কুলপুত্র ছিলেন এবং নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হিতৈষিগণ—আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সতীর্থবর্গ-সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, "তুমি এইভাবে অগ্রসর হইবে, এইভাবে পশ্চাতে ফিরিবে, এইভাবে তাকাইবে, এইভাবে দৃষ্টি অপসারিত করিবে, এইভাবে হাত গুটাইয়া লইবে, এইভাবে হস্তে প্রসারিত করিবে; এইভাবে অন্তর্ব্বাস ও এইভাবে বহির্ব্বাস পরিবে; এইভাবে পাত্র ধরিবে; যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তন্মধ্যে ভিক্ষা পাইলেই, আত্মপরীক্ষার পরে তাহা আহার করিবে; ইন্দ্রিয়ের গুপ্তদ্বারগুলি সাবধানে রক্ষা করিবে; ভোজনে মিতাচার হইবে; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে; আগন্তুকদিগের এইরূপে অভ্যর্থনা করিবে; যাঁহারা বিহার হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিবে; এই চৌদ্দটি খন্ধকবত্ত;[২] এই আশিটি মহাবত্ত; তুমি সম্যক্‌রূপে এ সমস্ত সম্পাদন করিবে; এই তেরটী ধূতাঙ্গ; এ সমস্ত অবহিতচিত্তে পালন করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত উপদেশ পাইয়াও তিনি বড় অবাধ্য ও অসহিষ্ণু ছিলেন; তিনি বিনীতভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন না; তিনি বলিতেন, "আমি ত তোমাদিগের কোন দোষ ধরিতে যাই না; তোমরা কেন আমায় এরূপ বল? আমার কিসে ভাল, কিসে মন্দ হইবে, তাহা আমিই বুঝিয়া লইব।" এই কারণে কাহারও উপদেশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না।

এই ব্যক্তির অবাধ্যতার কথা জানিয়া একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি বড় অবাধ্য হইয়াছ?' ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তুমি

---

[১]। এই জাতক এবং মৃগালোপ-জাতক (৩৮১) প্রায় এক।

[২]। বিনয়পিটকের এক অংশের নাম খন্ধক। বত্ত = কর্ত্তব্য (duty)। ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে আগন্তুকবত্ত। আবাসিকবত্ত পিণ্ডচারিকবত্ত ইত্যাদি চৌদ্দটি নিয়ম দেখা যায়। দ্ব্যশীতিখণ্ডকবত্তেরও উল্লেখ আছে।

কেন হিতবাক্য শুনিতেছ না? পূর্ব্বেও তুমি পণ্ডিতদিগের কথামত না চলিয়া বৈরম্ভবাতাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল সুপত্র। মহাবল সুপত্র গৃধ্রদিগের রাজা হইয়া বহু সহস্র গৃধ্রসহ বিচরণ করিত। সে মাতাপিতার পোষণ করিত; কিন্তু দেহে অত্যন্ত বল ছিল বলিয়া অতি উর্দ্ধে উড়িয়া যাইত। ইহা জানিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, ইহার বেশী উর্দ্ধে উড়িও না!" সে 'যে, আজ্ঞা' বলিয়া উপদেশ গ্রহণ করিল, তথাপি যখন একদিন বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন অনুচরদিগের সহিত উড়িতে উড়িতে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেল এবং বৈরম্ভবাতমুখে পড়িয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল।

এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

"গৃধ্রকূটোপরি (যথা যাইবার তরে
দুর্গম একটী মাত্র ছিল পুরাতন
শঙ্কুতে আকীর্ণ পথ)[১] গৃধ্রকুলপতি
জনকজননী সেবা করিত যতনে;
আনিত তাদের তরে প্রত্যহ প্রচুর
অজগর-মাংস। পিতা শুনিল যখন,
তেজস্বী তনয় তার দৃঢ় পক্ষভরে
অতি উর্দ্ধে উড়ি যায়, দিল উপদেশ :

"যখন দেখিবে, বৎস, ভাসিতেছে যেন
উৎপল-পত্রের মত সসাগরা ধরা,
অথবা সাগর মাঝে চক্রের মতন,
উর্দ্ধে আর তার পর করো না গমন।"

একদা বিহগরাজ উড়িল আকাশে;
পিতার আদেশ ভুলি অতি উর্দ্ধে উঠি

---

[১]। টীকাকার বলেন যে লোকে সুবর্ণাদি আহরণের জন্য গিরিগাত্রে শঙ্কু প্রোথিত করিয়া তাহাতে রজ্জু বান্ধিত এবং ঐ রজ্জু ধরিয়া উপরে উঠিত। এই জন্য সেই দুরারোহ পথটি শঙ্কুটে আকীর্ণ ছিল।

পর্ব্বত কানন কত দেখে অধোদেশে।
সাগরবেষ্টিত ধরা দেখে তথা হতে—
যেমন বলিয়াছিল জনক তাহার—
ভাসিছে বর্ত্তূল যেন সলিল উপর।

[ফিরিবে সেখানে হ'তে, তার উর্দ্ধে আর
গমন কখন(ও) যেন না হয় তোমার।]

—মৃগালোপ-জাতক (৩৮১)।

অতিক্রমি সেই দেশ, বাহিরে তাহার
গেল যবে, তীক্ষ্ণ বাতশিখার আঘাতে
চূর্ণীকৃত হল দেহ বিহঙ্গরাজের।
বল বীর্য্য সব তার ব্যর্থ হল এবে।

অতি উর্দ্ধে উঠেছিল, সে কারণ আর
ফিরিতে নারিল সেই; বৈরম্ভ বায়ুর।
পথে পড়ি প্রাণ অন্ত ঘটে বিহঙ্গের।

জনকের উপদেশ করি অবহেলা
মরিল বিহঙ্গ নিজে, মজাইল আর
দারা, পুত্র অনুজীবী যত ছিল তার।

—মৃগারোপ-জাতক (৩৮১)

না শুনি বৃদ্ধের কথা, গর্ব্বভরে যারা
হইবে উন্মার্গগামী, বিনাশ তাদের
অদ্য হোক, কল্য হোক, ঘটিবে নিশ্চয়,
ঘটে যথা অতিসীমাচর বিহগের।

[অতএব হে ভিক্ষু, তুমি সেই গৃধ্রের মত হইও না; যাঁহারা তোমার হিতৈষী, তাঁহাদের উপদেশ পালন করিও।" শাস্তার নিকটে এই উপদেশ পাইয়া সে ব্যক্তি অতঃপর বেশ আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে লাগিলেন।

সমবধান : তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই অবাধ্য গৃধ্র, এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

----

৪২৮. কৌশাম্বী-জাতক

[কতিপয় ভিক্ষু কৌশাম্বীর বিহারে কলহ ঘটাইয়াছিলেন। কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতিকালে শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু বিনয়পিটকের কোসম্বক্খন্ধকে[১] দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সেই সময়ে নাকি দুইজন ভিক্ষু একই গৃহে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনয়ধর এবং একজন ছিলেন সূত্রান্তিক।[২] শেষোক্ত ব্যক্তি এক দিন পায়খানায় গিয়া আচমনান্তে যে জল অবশিষ্ট ছিল, তাহা জলের ঘরে একটা পাত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার পর বিনয়ধর সেখানে গিয়া ঐ জল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহিরে আসিয়া সূত্রান্তিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জল রাখিয়া আসিয়াছ?" সুত্রান্তিক বলিলন, "হাঁ ভাই।" "ইহা যে দোষাবহ, তাহা কি তুমি জাননা?" "না ভাই, আমি জানিনা।" "ইহা ভাই প্রকৃতই দোষাবহ।" "তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া (প্রায়শ্চিত্ত) করিব।" "তবে যদি তুমি ইচ্ছা না করিয়া মনের ভুলে করিয়া থাক, তাহা হইলে দোষ হয় নাই।" বিনয়ধরের এই কথায় সূত্রান্তিক দোষের কারণ থাকিলেও দোষ দেখিতে পারিলেন না। কিন্তু বিনয়ধর নিজের শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এই সূত্রান্তিক দোষের কারণ থাকিলেও দোষ দেখিতে পারিলেন না।' কিন্তু বিনয়ধর নিজের শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এই সূত্রান্তিক দোষ করিয়াও বুঝেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" তাহারা সূত্রান্তিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় দোষ করিয়াও স্বীকার করেন না যে, দোষ করিয়াছেন।" সূত্রান্তিকের শিষ্যেরা গিয়া তাহাদের উপাধ্যায়কে এই কথা জানাইল। তাহাতে সূত্রান্তিক বলিলেন, "এই বিনয়ধর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, দোষ হয় নাই। এখন বলিতেছেন, দোষ হইয়াছে। অতএব ইনি মিথ্যাবাদী।" তাঁহার শিষ্যেরা গিয়া বিনয়ধরের শিষ্যদিগকে বলিল, "তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।" এইরূপে দুই পক্ষের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি হইল । অনন্তর বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, সূত্রান্তিক যে নিজের দোষ গোপন করিতেছেন, ইহা দেখাইয়া তাঁহাকে সঙ্ঘচ্যুত করিলেন।[৩] তখন হইতে, যে সকল উপাসক তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিত, তাহারা পর্য্যন্ত দুই দলে বিভক্ত হইল। যে সকল ভিক্ষুণী তাঁহাদের উপদেশমত চলিত, যে সকল গৃহদেবতা গৃহস্থদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন,

---

[১]। মহাবগ্গ, ১০ (১-১০)

[২]। বিনয়ধর—যিনি বিনয়পিটকে ব্যুৎপন্ন। সূত্রান্তিক—যিনি সূত্রপিটকে ব্যুৎপন্ন।

[৩]। উকখেপনীয়কম্মং অকাসি। উৎক্ষেপণ = সঙ্ঘ হইতে বিতাড়ন (excommunicatlon).

তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ, এমন কি আকাশস্থ দেবগণ, ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ এবং সমস্ত পৃথগ্জন পর্য্যন্ত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ এ পক্ষ, কেহ কেহ ও পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এই বিবাদের কোলাহল রূপব্রহ্মলোকের সর্ব্বোচ্চ স্তর[১] পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল।

অনন্তর এক ভিক্ষু তথাগতের নিকটে গিয়া এই ঘটনা বিবৃত করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, যাঁহারা সঙ্ঘচ্যুতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিতেছেন সূত্রান্তিককে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহারা সঙ্ঘবহিষ্কৃত ভিক্ষুর পক্ষাবলম্বী, তাঁহাদের মতে সঙ্ঘচ্যুতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ হইয়াছে এবং তাঁহারা এই বিশ্বাসবশতঃ উৎক্ষেপকদিগের নিষেধ না মানিয়া সূত্রান্তিকের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, "হায়, ভিক্ষুসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল!" তিনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া উৎক্ষেপকদিগকে উৎক্ষেপণে এবং অপর দলকে দোষগোপনে, যে অনর্থ ঘটিতে পারে তাহা বুঝাইলেন এবং তাহার পর ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার পরেও একই স্থানে পোষধকর্ম্ম করিবার কালে এবং ভক্তগৃহাদিতেও ইহারা কলহ করিতে লাগিল। তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, ইহারা উভয় সম্প্রদায়েই একপ্রসঙ্গে, এক সম্প্রদায়ের একজন, তাহার পার্শ্বে অপর সম্প্রদায়ের এক জন, এইভাবে উপবেশন করিবে। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না, কারণ তিনি শুনিতে পাইলেন, বিহারে পূর্ব্বের মতই কলহ চলিতেছে। তখন তিনি আবার গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যথেষ্ট হইয়াছে; আর বিবাদে কাজ নাই।" এই সময়ে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধর্ম্মবাদী, শাস্তা আর উত্ত্যক্ত না হন এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, "ভগবান ধর্ম্মস্বামী স্বীয় মন্দিরেই অবস্থান করুন; তিনি যেন এসব ব্যাপার লইয়া উদবিগ্ন না হন; তিনি যে ধর্ম্মের দর্শনলাভ পাইয়াছেন, তাহাতেই শান্তি ভোগ করুন; আমরাও বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ ও কুতর্কদ্বারা লোকের নিকট স্বস্বগুণের পরিচয় দি।" শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজ দীঘিতির রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ব্রহ্মদত্ত যখন ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ুঃ তাঁহার বধের সুযোগ পাইয়াও বধ করেন নাই, তখন হইতে তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিলেন।[২] দণ্ডধর ও অসিধর রাজাদিগের মধ্যে যখন এইরূপ ক্ষান্তিও দয়া দেখা যায়, তখন এতাদৃশ সুব্যাখ্যাত ও বিনয়সম্পন্ন ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তোমাদেরও কর্ত্তব্য যে, তোমরা ক্ষান্তিশীল ও দয়াশীল হইয়া স্ব স্ব গুণের

---

[১]। এই স্তরের নাম "অকনিষ্ঠ স্তবন।"

[২]। দীঘিতিকোসল জাতক (৩৭১)।

পরিচয় দেও।” এই রূপ উপদেশ দিয়া শাস্তা তৃতীয়বারও তাহাদিগকে বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কেহই কলহ হইতে বিরত হইল না, তখন ভাবিলেন, ‘এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়াছে; কিছুতেই ইহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা যাইবেনা।” তিনি চলিয়া গেলেন; পরদিন ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ গন্ধ কুটীরে বিশ্রামপূর্ব্বক সেখানে শয্যাসনাদি যথাস্থানে রাখিলেন এবং নিজের পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমধ্যে আকাশে আসীন হইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :

সঙ্ঘে যদি ঘটে ভেদ, কে ভাঙ্গিল বলি মহা কোলাহল করে চৌদিকে সকল(ই)।
সকলেই ভাবে আমি বিজ্ঞ অতিশয়; অন্যের যে মত, তাহা গ্রাহ্য কভু নয়।
অনর্গলমুখে নিজ বিজ্ঞতা বাখানে, বাক্য ভিন্ন অন্য তারা কিছু নাহি জানে;
যাহা ইচ্ছা বলে মুখে, পারেনা বুঝিতে কে দিল কুবুদ্ধি সঙ্ঘ ভঞ্জন করিতে।
এ দিয়াছে গালি, ও যে প্রহার করিল, এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
হৃদয়ে এভাব সদা করিলে পোষণ বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা যায় না কখন।
এ দিয়াছে গালি, ও যে প্রহার করিল, এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল,
হৃদয়ে এভাব যেই না করে পোষণ, বৈরভাবে ক্লিষ্ট সেই হয় না কখন।
শত্রুতার নাহি হয় শত্রুর দমন; মৈত্রীবলে শত্রুক্ষয়,—ধর্ম্ম সনাতন।
দেখিয়াছি এ জগতে হেন কত জন, সংযত রাখিতে নারে নিজ নিজ মন।
বুদ্ধিমান আপনারে করি সুসংযত কলহের উপশমে থাকেন নিরত।
যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, শত্রুপ্রাণহর, শত্রুর গযাত্বধন হরণে তৎপর,
অয়াতির রাজ্য যারা করে উৎসাধন, পুরুষপ্রকৃতি হেন রাজা দুইজন
তুলিল শত্রুতা যদি, বল কি কারণ পরস্পর তোমাদের হবেনা মেলন?
বুদ্ধিমান, ধীরমতি আচরণ যার সর্ব্ব অংশে অনুরূপ বুঝিবে তোমার,—
মিলিলে এমন বন্ধু হয়ে হৃষ্টমন সংসর্গে তাহার কর জীবন যাপন।
সঙ্গগুণে এর, তুমি জানিবে নিশ্চয়, অপনীত হবে তব সর্ব্ববিধ ভয়।
হেন বন্ধু ভাগ্যদোষে নাহি যদি পাও, একাকী অরণ্যে তবে চলি তুমি যাও,
বিষয়বাসনাহীন রাজা যে প্রকার যায় চলি ত্যাগ করি রাজ্য আপনার।
থাক গিয়া, থাকে যথা যুথ পরিহরি গহন কানন মাঝে একচর করী।
বরঞ্চ একাকী থাকা মানি শ্রেয়স্কর, মূর্খ যেন কভু নাহি হয় সহচর।
একচর পাপে লিপ্ত হয় না কখন; থাকে নিরুদ্বেগে, বনে মাতঙ্গ যেমন।

কিন্তু এরূপ বলিয়াও শাস্তা তাহাদের মধ্যে মেলন ঘটাইতে পারিলেন না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি বালকলোণকার গ্রামে[১] গমন করিলেন এবং স্থবির

[১]। যে গ্রামে বালক নামে একব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিত।

ভৃগুর নিকট একাকী থাকার গুণ ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর তিনি তিন জন কুলপুত্রের বাসস্থানে গিয়া তাহাদিগকে একতার গুণ শুনাইলেন, সেখান হইতে পারিলেয়্যক বনে গিয়া তিন মাস অতিবাহিত করিলেন এবং কৌশাম্বীতে না ফিরিয়া শ্রাবস্তীতেই চলিয়া গেলেন। কৌশাম্বীর উপাসকেরা সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "কৌশাম্বীর এই পূজনীয় ভিক্ষুরা আমাদের বড় অনিষ্ট করিয়াছেন; ইঁহারাই ভগবানকে উত্ত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়াছেন। অতএব আমরা আর ইঁহাদিগকে অভিবাদনাদি করিব না, ইহারা দ্বারে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষা দিব না; কাজেই ইঁহারা হয় এস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন, নয় পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইবেন, নয় ভগবানের তুষ্টিসাধন করিবেন।" ইহা স্থির করিয়া তাহার তদনুরূপ কার্য্য করিল। ভিক্ষুরা এইরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভগবানের তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন দীঘিতিকোসল মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী এবং আমি ছিলাম দীর্ঘায়ু কুমার।]

---

৪২৯. মহাশুক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, এই ব্যক্তি শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশলজনপদের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহার জন্য, মনুষ্যে সচরাচর যাতায়াত করে এমন স্থানে দিবাযাপন ও রাত্রিযাপনের জন্য পৃথক পৃথক্ প্রকোষ্ঠযুক্ত এক বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং অতি যত্নে তাঁহার সেবা করিত। কিন্তু তাঁহার বর্ষাবাসের একমাস মাত্র অতীত হইতে না হইতেই গ্রামখানি পুড়িয়া গেল; লোকে শস্যের বীজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না; কাজেই তাহারা ঐ ভিক্ষুকে আর পূর্ব্বের মত সুস্বাদ ভোজ্য দিতে পারিল না। সুন্দর বাসস্থান পাইয়াও তিনি সুস্বাদ ভোজ্যের অভাবে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেইজন্য মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারিল না। অনন্তর তিনমাস অতীত হইলে তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিবার জন্য জেতবনে গেলেন। শাস্তা তাঁহাকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পিণ্ডপাতে কষ্ট বোধ করিলেও, বাসস্থানটি ভাল মনে করিয়াছিলে ত?" তখন ভিক্ষু তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুর বাসস্থানটি ভাল, ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, বাসগৃহটি ভাল হইলে শ্রমণদিগের লোভসংবরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে ভোজ্য পাইবেন, তাহাই খাইবেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে শ্রমণ ধর্ম পালন করিবেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, নিজের

বাসবৃক্ষ যখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল তখন তাহার চুর্ণমাত্র খাইয়া, লোলুপতা পরিহারপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন; অন্যত্র গমন করেন নাই। তবে তুমি কোন পিণ্ডপাত অপর্য্যাপ্ত ও বিস্বাদ হইয়াছে বলিয়া এমন আরামের স্থান ত্যাগ করিবে?" অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে হিমালয়ে গঙ্গাতীরে কোন উড়ুম্বরবনে বহু শতসহস্র শুকপক্ষী বাস করিত। সেখানে এক শুকরাজ সে বৃক্ষে বাস করিতেন, তাহার ফল ফুরাইয়া গেলেও, অঙ্কুর, পত্র, বল্কল[১] প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই খাইতেন এবং গঙ্গার জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি অতি নিঃস্পৃহভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ বৃক্ষেই বাস করিতেন, অন্যত্র যাইতেন না। তাঁহার নিঃস্পৃহত্ব ও সন্তুষ্টভাববশত শক্রের আসন কম্পিত হইল। শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের অনুভাববলে ঐ বৃক্ষটীকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিলেন। তখন উহা বহুছিদ্রযুক্ত একটি কাণ্ডমাত্র পর্য্যবসিত হইল; উহার সর্ব্বাঙ্গ বাতাহত হইতে লাগিল এবং ছিদ্রগুলি হইতে কাষ্ঠচূর্ণ বাহির হইতে লাগিল। শুকরাজ সেই চূর্ণ খাইয়াই গঙ্গাজল পান করিতে লাগিলেন; অন্যত্র গেলেন না, বাতাতপে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না; সেই উড়ুম্বর কাণ্ডের উপরেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার একান্ত নিঃস্পৃহত্ব দেখিয়া শক্র স্থির করিলেন, 'ইহাদ্বারা মিত্রধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করাইয়া বর দিব এবং উড়ুম্বরকে অমৃতফলে পরিণত করিয়া আসিব।' তিনি এক হংসরাজের বেশ ধরিলেন এবং সুজাকে[২] অসুরকন্যার বেশে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া সেই উড়ুম্বর বৃক্ষের অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষের শাখায় উপবেশনপূর্ব্বক শুকরাজের সহিত আলাপনার্থ প্রথম গাথা বলিলেন :

বৃক্ষে যদি থাকে ফল, বিহঙ্গমগণ আসি করে ফলাহারে ক্ষুধা নিবারণ।
ক্ষীণ কিংবা ফলহীন তরু যবে হয়, ত্যজিয়া তাহারে তারা নানাদিকে যায়।

অতঃপর শুককে সেই বৃক্ষ ত্যাগ করাইবার জন্য শক্র আবার বলিলেন :

হে লোলিততুণ্ড, তুমি যাও ত্বরা করি অন্যত্র চরিত; বসি শুষ্ক তরু পরি
কি ধ্যানে হয়েছ মগ্ন, হে হরিদ্‌বরণ?[৩] শুষ্ক তরু ত্যজি কেন না কর গমন?

---

[১]। মূলে 'তচো বা পপটিকা বা' এইরূপ দেখা যায়। পপটিকা বা পর্পটিকা বোধ হয় বল্কলেরই নামান্তর। কৃষ্ণ-জাতকে (৪৪০) 'পর্পটিকা আছে, কিন্তু ত্বকের উল্লেখ নাই।

[২]। শক্রের পত্নী।

[৩]। মূলে 'বসন্তসন্নিভ' এই পদ আছে। টীকাকার বলেন 'বসন্তকালে বনসণ্ডো সুকগণসমাকিণ্ণোবির নীলোভাসো হোতি, তেন তং বসন্তসযিভা' তি আলপতি।"

শুকরাজ বলিলেন, “শুন হংস আমি কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাহা জানি। সেই জন্য এই বৃক্ষকে পরিত্যাগ করি না।

থাকে যদি পরস্পর বন্ধুত্ববন্ধন,
সাধুজনোচিত ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ,
সুখে, দুঃখে, অভ্যুদয়ে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে,
পারে না ত্যজিতে, হংস, মিত্রে মিত্র হ'য়ে।
জীবনে মরণে তারা এক সঙ্গে রয়,
কিছুতেই তাহাদের বিচ্ছেদ না হয়।
আমিও মিত্রতা-ধর্ম্ম পালনে তৎপর;
জ্ঞাতি মোর, সখা এই তরুবর।
হইয়াছে শুক, তাই তুচ্ছ প্রাণ তরে
পারিনি ছাড়িতে আমি এখন ইহারে?
ছাড়িলে ধর্ম্মের ছানি ঘটিবে নিশ্চয়;
এ নহে মিত্রের ধর্ম্ম, শুন মহাশয়।

শুকের কথা শুনিয়া শক্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষী হইয়া দুইটি গাথা বলিলেন :

সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার যোগ্য অতি পাইতে সহস্র সাধুকার।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন, বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।
বর দান তোমায় করিব সে কারণে; মাগ বর, বিহঙ্গম, যাহা ইচ্ছা মনে।

শুকরাজ বর প্রার্থনা করিবার কালে সপ্তম গাথা বলিলেন :

দিবে যদি, হংস, মোরে বর অভীপ্সিত। হউক এ তরুবর আবার জীবিত।
শাখাপল্লবের শোভা করিয়া ধারণ হউক সতেজ, পূর্ব্বে আছিল যেমন।
ফলুক ইহাতে বহু সুমধুর ফল; বাঁচুক খাইয়া তাহা বিহগ সকল।

শক্র বর দিবার সময়ে অষ্টম গাথা বলিলেন :

দেখ, সৌম্য, প্রিয় তব এই উড়ুম্বর এখনি হইবে, ছিল যেমন সুন্দর।
সতেজে উঠিবে বাড়ি, করিবে ধারণ শাখাপল্লবের শোভা পূর্ব্বেরমতন।
দিবে সুমধুর ফল, প্রিয় বাসস্থান হইবে তোমার এই, করিনু বিধান।

ইহা বলিয়া শক্র ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন এবং নিজের ও সুজাতার দৈবশক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া উড়ুম্বর বৃক্ষটির উপর ছিটাইয়া দিলেন। বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন হইয়া বাড়িয়া উঠিল এবং মধুর ফল ধারণপূর্ব্বক তরুলতাহীন মণিপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শুকরাজ পরমপ্রীতি লাভ করিলেন এবং শক্রের স্তুতি করিতে করিতে

নবম গাথা বলিলেন :

হও, শক্র, সুখী তুমি, জ্ঞাতিরা তোমার সকলেই সুখ ভোগ করুন অপার,
করিতেছি আমি যথা, হেরি উড়ুম্বরে অবনতশাখ, সুমধুর-ফল-ভারে।

উক্ত ব্যাপার ভালরূপে বুঝাইবার জন্য অবশেষে এই অভিসম্বুদ্ধ গাথা যোগ করা আবশ্যক :

শুকে করি বর দান, ফলবান করি উড়ুম্বরে
ভার্য্যাসহ গেলা চলি দেবরাজ অমরনগরে।

☞ মহাভারতেও (অনুশাসন পর্ব্ব, ৫ম অধ্যায়) কৃতজ্ঞ শুকের সম্বন্ধে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে।

[এই ধর্ম্ম দেশনের পরে শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, পুরাণ পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেমন নির্লোভ ছিলেন। তুমি কেন এবম্বিধ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও লোভপরবশ হইবে। তুমি গিয়া সেখানেই বাস কর।" অতঃপর তিনি তাঁহাকে কর্ম্মস্থান বুঝাইয়া দিলেন। ভিক্ষু সেখানে ফিরিয়া গেলেন এবং বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

৪৩০. খুল্লশুক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বেরঞ্জকণ্ডের[১] সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বেরঞ্জা গ্রামে বর্ষাবাস করিয়া যথাকালে শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগত হইলে ভিক্ষুরা ধর্ম্ম সভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, তথাগত ক্ষত্রিয়কুলে ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; বুদ্ধ হইয়াও তাঁহার দেহ সুকুমার রহিয়াছে। তিনি সাতিশয় ঋদ্ধিসম্পন্ন; তথাপি বেরঞ্জার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যখন তিনমাস যাপন করিলেন, তখন মারের চক্রান্তে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট একদিনও ভিক্ষা না পাইয়া সর্ব্ববিধ লোভ পরিহারপূর্ব্বক এই দীর্ঘকাল কেবল অল্পমাত্র জলমিশ্রিত মুলচূর্ণ আহার করিয়া অতিবাহিত করিলেন, অন্যত্র গমন করিলেন না। অহো! তথাগতদিগের কি অদ্ভূত নিঃস্পৃহতা, তা কি সদাসন্তুষ্টভাব।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "তথাগত যে এখন নির্লোভ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে

---

[১]। বিনয়পিটক—পার (১) ১-৪।

তির্য্যগযোনিতে জন্মিয়াও তিনি লোভ পরিহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন। অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেমন প্রদত্ত হইয়াছে, সমস্তই সেইভাবে সবিস্তর বলা হইবে।]

"মণ্ডিত হরিৎপত্রে, বহু ফলবান আছে বৃক্ষ শত শত হেথা বিদ্যমান।
তবে কেন, বল, শুক, তুমি হে নিয়ত রহিয়াছ এই শুষ্ক দ্রুমে অভিরত?"
"খাইয়াছি ফল এর অনেক বৎসর; ফলহীন যদ্যপি এখন তরুবর,
তথাপি সে উপকার করিয়া স্মরণ ভালবাসি এরে আমি পূর্ব্বের মতন।"

"শুষ্ক, ফলপত্রহীন এ বৃক্ষ এখন;
রোধিতে বায়ুর বেগ সাধ্য নাই এর;
তাই ছাড়ি গেছে চলি বিহঙ্গমগণ;
হয়েছে ইহাতে বল কি দোষ তাদের?"

"ফলের আশায় তারা সেবিল ইহারে;
ফলাভাবে ছাড়ি চলি গেল বৃক্ষান্তরে।
স্বার্থপরায়ণ তারা, অকৃতজ্ঞ অতি,
মিত্রধর্ম্মবিবজিত, আত্মপক্ষপাতী।"
"সখ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার
যোগ্য অতি পাইতে সহস্র সাধুকার।
এইরূপ ধর্ম্ম যদি করহ পালন,
বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংসাভাজন।
বরদান তোমায় করিব সেকারণে;
মাগ বর, বিহঙ্গম, যাহা লয় মনে।"
"ভুঞ্জিব অপূর্ব্ব সুখ আমি অনিবার,
দরিদ্র পাইলে নিধি ভূঞ্জে যে প্রকার,
যদি এই বৃক্ষ পুনঃ হইয়া জীবিত
শাখায় পল্লবে, ফলে হয় বিভুষিত।"
শুনিয়া শুকের বাক্য দেবেন্দ্র তখন
অমৃত আনিয়া বৃক্ষে করিলা সেচন।
উদ্গত হইল শাখা, কিশলয়দল;
বিভরিল পুনঃ তরু ছায়া সুশীতল।
"হও, শক্র সুখী তুমি; জ্ঞাতিরা তোমার

সকলেই সুখভোগ করুক অপার,
করিলাম আমি যথা, হেরি উড়ুম্বরে
অবনতশাখ সুমধুর-ফল-ভারে।”

শুকে করি বরদান ফলবান করি উড়ুম্বরে
ভার্য্যাসহ গেলা চলি দেবরাজ অমর নগরে।

[উত্তর প্রত্যুত্তরগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অষ্টম ও দশম গাথা অভিসম্বুদ্ধ গাথা।]

সমবধান : তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

৪৩১. হারিত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক অলংকৃতা রমণীকে দেখিয়া এমন উন্মনা হইয়াছিলেন যে, শরীরের প্রতি তাঁহার কোন যত্ন ছিল না। তিনি নখ, লোম ও কেশ কাটিতেন বা ছাঁটিতেন না; তিনি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ একদিন তাঁহাকে জোর করিয়া শাস্তার নিকট লইয়া গেলে, শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?” তিনি উত্তর দিলেন, “হাঁ ভদন্ত!” “কারণ কি?” “এক অলংকৃতা রমণীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি।” “দেখ, কাম গুণবিধ্বংসক; ইহাতে সুখ নাই, ইহার জন্য লোকে নরকে গমন করে। এরূপ অনিষ্টকর রিপু তোমাকে কেন কষ্ট না দিবে? যে বায়ু সুমেরুকে আঘাত করে, শুষ্কপত্র সম্মুখে পড়িলে তাহাকে লজ্জিত হইতে হয় না।’ যাঁহারা পূর্ণপ্রজ্ঞার পথে বিচরণ করিতেন, পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন শুদ্ধাচার মহাপুরুষেরাও কামবশে চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যানবল হারাইয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটি বিত্তসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের হেমবর্ণ দখিয়া হরিত্বক এই নাম রাখা হইয়াছিল।[১] তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং তদনন্তর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ

---

[১]। হরি বা হরিৎ শব্দে সবুজ ও পীত উভয় বর্ণই বুঝায়। ‘হরি’ শব্দের একটি অর্থ সুবর্ণ।

করিলেন। তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তিনি সঞ্চিত ধন অবলোকন করিবার সময় ভাবিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়? আমিও তাঁহাদের ন্যায় মৃত্যুর মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধন শেষ হইলে হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে সপ্তম দিবসেই তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসেবনার্থ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এব্ং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া শ্বেতচ্ছত্রশোভিত রাজপর্য্যঙ্কে বসাইলেন, নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইলেন এবং তাঁহার অনুমোদন শুনিয়া আরও প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আপনি কোথায় গমন করিবেন?' "মহারাজ! আমি বর্ষাবাসের জন্য একটা স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।" "বেশ, প্রভু" এই বলিয়া রাজা প্রাতরাশান্তে তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, সেখানে তাঁহার দিবাবাস ও রাত্রিবাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং উদ্যানপালককে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব অতঃপর প্রত্যহ রাজভবনে ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ ঘটিল। রাজা বিদ্রোহদমনের জন্য যাত্রা করিবারকালে মহাসত্ত্বকে মহিষীর তত্ত্বাবধানে রাখিলেন—বলিয়া গেলেন, "সাবধান, এই মহাত্মা আমার পুণ্যক্ষেত্র; ইহার সেবাশুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়।" তখন হইতে মহিষী স্বহস্তে মহাসত্ত্বকে ভোজ্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, মহাসত্ত্বের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গন্ধোদকে স্নান করিলেন, এবং কোমল ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিয়া ও একখানা নাতিবৃহৎ খট্টায় শুইয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব ভিক্ষাপাত্রহস্তে আকাশপথে আগমন করিয়া সেই বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অর্ন্তবাস ও বহির্ব্বাস দেহের উপর অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত ছিল। মহিষী তাঁহার বল্কলচীবরের শব্দ শুনিয়া সসম্ভ্রমে শয্যাত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া গেল। তখন এক অসাধারণ পদার্থ মহাসত্ত্বের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে কামভাব শতসহস্রকোটি বর্ষকাল তাঁহার হৃদয়মধ্যে নিহিত ছিল, করণ্ডকে শায়িত সর্পের

ন্যায় এখন তাহা মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার ধ্যানবল অপনীত করিল। তিনি চিত্তের স্থৈর্য্যরক্ষায় অসমর্থ হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া মহিষীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা ফেলিয়া দিলেন; মহাসত্ত্ব মহিষীর সহিত লোকধর্ম্মসেবনানন্তর আহার করিলেন, উদ্যানে ফিরিলেন এবং তদবধি প্রত্যহ ঐরূপ পাপানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যে মহিষীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, একথা ক্রমে সকল নগরবাসীরই কর্ণগোচর হইল।

অমাত্যেরা পত্র পাঠাইয়া রাজাকে হারিত তাপসের কুকার্য্যের কথা জানাইলেন। রাজা ইহা বিশ্বাস করিলেন না; তিনি ভাবিলেন, 'আমার মন ভাঙ্গাইবার জন্যই ইহারা এরূপ বলিতেছে।' অনন্তর বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মহিষীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার সহিত হারিত তাপস লোকধর্ম্ম সেবা করেন, একথা সত্য কি?" মহিষী স্বীকার করিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকেও বিশ্বাস করিলেন না; তিনি স্থির করিলেন, স্বয়ং তাপসকেই একথা জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই উদ্দেশ্যে উদ্যানে গিয়া তিনি তাপসকে প্রণামা করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন :

শুনিলাম দ্বিজবর, কামের সেবায় তুমি রত?
মিথ্যা কি এ জনরব? পূর্ব্ববৎ আছ শুদ্ধব্রত?

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি বলি যে কামসেবা করি নাই, রাজা তাহাই বিশ্বাস করিবেন; কিন্তু ইহলোকে সত্যই প্রধান প্রতিষ্ঠা; যে সত্য পরিহার করে, সে কখনও বোধিদ্রুম-তলে পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না।' [বোধিসত্ত্বেরা সময়বিশেষে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামে মিথ্যাচার, সুরাপান প্রভৃতি পাপ করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে লোকে প্রতারিত হইয়া অপ্রকৃতকে প্রকৃত মনে করে, এমন মিথ্যা কথা কখনও বলেন না।] অতএব মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথায় সত্যই বলিলেন :

সব সত্য, নৃপবর, যাহা তুমি করেছ শ্রবণ;
মোহে অন্ধ হয়ে মোর ঘটিয়াছে কুমার্গে পতন।

ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন :

বিশুদ্ধা, নিপুণা প্রজ্ঞা, লভিলেই বল কিবা ফল,
যদি তাহা কিছুমাত্র রোধিতে না পারে কামবল?

তখন কামের প্রভাব বুঝাইবার জন্য হারিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :

রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, এই চারি বলবান অতি;
প্রজ্ঞার নাহিক শক্তি করে রোধ ইহাদের গতি।

ইহা শুনিয়া রাজা পঞ্চম গাথা বলিলেন :

শীলবান অরহন, শুদ্ধাচার মেধাবী, পণ্ডিত;
শ্রদ্ধার ভাজন; তাই আমাদের নিকটে হারিত।

তখন হারিত ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

প্রীতিকর কামভাব, শত্রু ইহা, অতীব ভীষণ;
ধার্ম্মিক, মেধাবী ঋষি, তাঁহারও ইহা ঘটায় পতন।

রাজা তাঁহাকে পাপচিন্তা পরিহারে উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন :

শরীরজ রিপু এই; করে ইহা নাশ সব গুণ;
ত্যজ এরে, হও সুখী; সকলের শ্রদ্ধা পারে পুনঃ।

তখন মহাসত্ত্ব চিত্তস্থৈর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কাম যে দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :

কামে অন্ধ হয় লোক; কামবিষ দুঃখের কারণ;
মূল তার পেয়ে আমি প্রজ্ঞা-খড়গে করিব ছেদন।

অনন্তর তিনি রাজার নিকট কিয়ৎকালের জন্য বিদায় লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং কৃৎস্নমণ্ডল অবলোকনপূর্ব্বক ধ্যানবল লাভ করিলেন। তখন তিনি পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন এবং রাজার নিকট ধর্ম্মব্যাখ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি অপ্রমত্ত হইবেন; আমি এখন নারীগন্ধ বিবর্জ্জিত অরণ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।" রাজা তাঁহাকে রাখিবার জন্য কত রোদন ও পরিদেবন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

শাস্তা এই বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :

সত্যপরাক্রম ঋষি হারিত এতেক বলি
কামরাগ পরিহরি ব্রহ্মলোকে গেলা চলি।

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম হারিত।]

☞এই জাতকের সহিত প্রথম খন্ডের মৃদুলক্ষণাজাতকের.(৩৬) অতীত বস্তু তুলনীয়।

----

৪৩২. পদকুশল মাণবক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে একটি বালককে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বালকটি নাকি শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশে জন্মিয়াছিল এবং ছয় বৎসর বয়সের সময়েই মানুষের পদচিহ্ন দেখিয়া কে কোন পথে কোথায় গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিত। একদিন পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পিতা তাহাকে না জানাইয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছিল। সে পিতা কোথায় গিয়াছেন ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহার পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল। আর একদিন তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমি তোমাকে না জানাইয়া কোথাও গেলে তুমি কিরূপে সেখানে গিয়া উপস্থিত হও?” “বাবা, আমি পদকুশল; আমি আপনার পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিতে পারি।” অনন্তর তাহাকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ ব্যক্তি একদা প্রাতরাশের পর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পাশের প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিলেন, সেখান হইতে ক্রমে তাহার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন, পুনর্ব্বার নিজের বাড়ীতে আসিলেন, উত্তরদিকের দ্বারের নিকটে গেলেন, সেখান হইতে বাহির হইলেন এবং নগর বাম দিকে রাখিয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার পুত্র “বাবা কোথায় গেলেন” জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল, ‘কেহ জানে না’, তখন তাঁহার পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক পরবর্ত্তী প্রতিবেশীর গৃহপ্রভৃতি যে যে স্থান দিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন ঠিক সেই সেই পথে গিয়া জেতবনে উপস্থিত হইল এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া পিতার পাশে বসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কিরূপে জানিলে?” “আপনার পদচিহ্নই আমার সঙ্কেত; আমি তাহার অনুসরণ করিয়া আসিলাম।” শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, “কি হে উপাসক, তুমি কি বলিতেছ?” “ভদন্ত, আমার এই পুত্রটী পদকুশল। আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অমুক অমুক পথে এখানে আসিয়াছিলাম; এ ও আমাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কেবল পদচিহ্নানুসারে এখানে উপস্থিত হইয়াছে।” “দেখ, উপাসক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; প্রাচীন পণ্ডিতেরা আকাশস্থ পদচিহ্নও বুঝিতে পারিতেন।” অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি

সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার প্রধানা মহিষী ভ্রষ্টা হইয়াও, যখন রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন শপথ করিয়াছিলেন, মহারাজ আমি যদি আপনার সম্বন্ধে অবিশ্বাসিনীর কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন অশ্বমুখী যক্ষিণী হই।" অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি অশ্বমুখী যক্ষিণী হইয়া কোন পর্ব্বতের পাদদেশে এক বৃহৎ বনের মধ্যে একটা পর্ব্বতের গুহায় বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা রাজপথ ছিল; তাহাতে যে সকল লোক যাতায়াত করিত, ঐ যক্ষিণী তাহাদিগকে ধরিয়া খাইত। শুনা যায় ঐ যক্ষিণী তিন বৎসর কাল বৈশ্রবণের সেবা করিয়া বর পাইয়াছিল যে, ঐ অঞ্চলে দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং বিস্তারে পাঁচ যোজন পরিমিত স্থানে লোক পাইলেই সে তাহাদিগকে খাইতে পারিবে।

একদা এক আঢ্য ও সুরূপ ব্রাহ্মণ বহু অনুচরসহ ঐ পথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী অট্টহাস্য করিতে করিতে ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণের অনুচরগণ পলায়ন করিল; যক্ষিণী বায়ুবেগে গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং তাঁহাকে নিজের পিঠে ফেলিয়া গুহার দিকে গমন করিল। পথে পুরুষস্পর্শে তাহার মনে কামভাব উদিত হইল; সে ব্রাহ্মণের প্রতি স্নেহবতী হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিল না; নিজের পতিরূপে বরণ করিল। ব্রাহ্মণ যক্ষিণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যক্ষিণী যে সকল মানুষ ধরিত, তাহাদের বস্ত্রতণ্ডুলতৈলাদি আনিয়া সে ব্রাহ্মণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য খাওয়াইত; নিজে তাহাদের মাংস খাইত। ব্রাহ্মণ পাছে পলায়ন করেন এই আশঙ্কায়, সে বাহিরে যাইবার কালে এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দ্বারা গুহাদ্বার রুদ্ধ করিত।

তাঁহারা যখন পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার জন্মান্তরলব্ধ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ঔরসে যক্ষিণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি[১] প্রাপ্ত হইলেন। যক্ষিণী দশমাস গর্ভধারণপূর্ব্বক পুত্র প্রসব করিল; এবং নরতিশয় স্নেহসহকারে ব্রাহ্মণ ও পুত্র উভয়কেই প্রতিপালন করিতে লাগিল। কালসহকারে পুত্রটীর জ্ঞানোদয় হইলে সে পিতাপুত্র উভয়কেই গুহার মধ্যে রাখিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইত। একদিন যক্ষিণী বাহিরে গিয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব শিলাখণ্ডটা সরাইয়া পিতাকে বাহিরে লইয়া গেলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাথরটা কে

---

[১]। স্কন্ধসমূহের পুনঃসংযোগ।

সরাইয়াছে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সরাইয়াছি, মা; অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে পারি না।" অপত্যস্নেহবশতঃ যক্ষিণী আর কিছু বলিল না।

ইহার পর একদিন বোধিসত্ত্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমার মাতার মুখ এক প্রকার তোমার মুখ অন্য প্রকার; ইহার কারণ কি?" "বৎস, তোমার মাতা নরমমাংসাশিনী যক্ষিণী; আর আমরা দুইজন মানুষ।" "যদি তাহা হয়, তবে এখানে কেন থাকিব; চলুন, আমরা লোকালয়ে যাই।" "বৎস, আমরা যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে তোমার মাতা আমাদের দুইজনকেই বধ করিবে।" "ভয় নাই, বাবা। তোমাকে লোকালয়ে লইয়া যাওয়ার ভার আমার থাক্‌ল।" বোধিসত্ত্ব পিতাকে এইরূপে আশ্বাস দিলেন এবং পরদিন যক্ষিণী বাহিরে গেলে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যক্ষিণী ফিরিয়া যখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তখন বাতবেগে ধাবিত হইয়া উভয়কেই ধরিল এবং জিজ্ঞাসিল, "ব্রাহ্মণ, পলাইতেছ কেন? তোমার এখানে কি অভাব আছে, বল?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, আমার উপর রাগ করিও না; তোমার ছেলেই আমাকে লইয়া যাইতেছিল।" সেদিনও যক্ষিণী পুত্রস্নেহবশতঃ আর কিছু বলিল না; সে উভয়কেই আশ্বাস দিয়া কয়েকদিনের মধ্যে নিজের বাসস্থানে ফিরাইয়া আনিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার মাতার মনুষ্যবধক্ষেত্র নিশ্চিত সীমাবদ্ধ; আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না কেন, তাঁহার আজ্ঞাধীন স্থানের সীমা কতদূর। তাহা জানিলে আমরা পলায়ন করিয়া ঐ সীমার বাহিরে যাইব।' অনন্তর একদিন তিনি মাতার নিকটে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা, মাতৃধন পুত্রের প্রাপ্য। অতএব আমায় বল, তোমার অধিকারভুক্ত স্থানের সীমা কোথায়?" যক্ষিণী, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতাদি যে সকল সীমা চিহ্ন আছে, সমস্ত বুঝাইয়া বলিল, "দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং বিস্তারে পাঁচ যোজন এই আমার বিচরণ-ক্ষেত্র। তুই ইহা অবহিত চিত্তে স্মরণ রাখিস।

ইহার দুই তিন দিন পরে, যক্ষিণী যখন বনে গিয়াছে, তখন বোধিসত্ত্ব পিতাকে স্কন্ধে লইয়া মাতা যে যে সীমাচিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাতবেগে ধাবিত হইলেন এবং এক সীমায় যে নদী ছিল তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে যক্ষিণী ফিরিয়া দেখিল গুহা শূন্য। সে তাঁহাদিগের অনুধাবন করিল। বোধিসত্ত্ব যখন পিতাকে লইয়া নদীর মধ্যভাগে গিয়াছেন, তখন যক্ষিণী গিয়া নদীতীরে পোঁছিল। তাঁহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছেন দেখিয়া সে ঐ খানেই দাঁড়াইয়া বলিল, "বাছা, তোর পিতাকে লইয়া আয়; আমার অপরাধ কি? আমার দ্বারা তোদের কি কাজ অসম্পন্ন থাকে, বল্‌? স্বামিন্‌, আপনিও ফিরুন।" সে পুনঃ পুনঃ পুত্র ও স্বামীকে এই অনুরোধ করিতে লাগিল; এদিকে ব্রাহ্মণ নদী পার হইয়া গেলেন; তখন যক্ষিণী পুত্রকেই অনুরোধ

করিতে লাগিল, “বাছা, এমন কাজ করিস্ না; তুই ফিরিয়া আয়।” বোধিসত্ত্ব বলিলেন, “মা, আমরা মানুষ; তুমি যক্ষিণী; অতএব চিরকাল তোমার কাছে থাকিতে পারি না।” “তবে কি ফিরিবি না, বাপ?” “না; মা।” “যদি নাই ফিরিস্—দ্যাখ, মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইলে বড় দুঃখ পাইতে হয়। যাহারা কোন বিদ্যা জানে না, তাহারা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি চিন্তামণি নামে এক বিদ্যা জানি। তাহার বলে, বার বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরও পদচিহ্নের অনুসরণ করিতে পারা যায়। এই বিদ্যায় তোর জীবনোপায় হইবে। তুই এই অনর্ঘ মন্ত্র গ্রহণ কর।” যক্ষিণী দুঃখে অভিভূত হইয়াও পুত্রস্নেহবশতঃ বোধিসত্ত্বকে এই মন্ত্র দিল। বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মাতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে[১] মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক, মাতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, “তবে এখন চলিলাম, মা।” “বাবা, তোরা না ফিরিলে আমার প্রাণ থাকিবে না” ইহা বলিয়া যক্ষিণী বক্ষস্থলে করাঘাত করিল; আমনি পুত্রশোকে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সে প্রাণত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে আহ্বান করিলেন, মাতার নিকটে গিয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে শবদাহপূর্ব্বক চিতানল নির্ব্বাপিত করিলেন, স্নানান্তে নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা প্রেতপূজা করিলেন, এবং রোদন ও পরিদেবন করিয়া পিতার সহিত বারাণসীতে গেলেন। সেখানে তিনি রাজার নিকট সংবাদ দিলেন যে, এক পদকুশলমাণব দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। রাজা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন; রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “বৎস, তুমি কি বিদ্যা জান?” “মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বেও যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, চোরের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাহা বাহির করিতে পারি।” “বেশ, তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হও।” “মহারাজ, প্রতিদিন যদি সহস্র মুদ্রা পাই, তাহা হইলে আপনার সেবা করিতে পারি।” “আচ্ছা, তাহাই পাইবে।” অনন্তর রাজা তাঁহাকে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা দেওয়াইতে লাগিলেন।

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, এই মাণবক নিজের বিদ্যাবলে এপর্য্যন্ত কোন কাজই করে নাই; কাজেই প্রকৃত পক্ষে ইহার সে বিদ্যা আছে কি না আছে, আমরা তাহার কিছুই জানি নাই। অতএব ইহাকে একবার পরীক্ষা করা যাউক।” রাজা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে তাঁহারা দুই জনেই রত্নরক্ষকদিগকে জানাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, অন্ধকারের মধ্যে তিনবার রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক

---

[১]। ‘ছখকচ্ছপকং কত্বা—করপুট কচ্ছপাকার করিয়া।

মই আনাইয়া প্রাকারের উপরিভাগ হইতে বাহিরে অবতরণ করিলেন, বিনিশ্চয়শালায় প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিলেন, পুনর্ব্বার গিয়া মই ফেলিয়া প্রাকার মস্তক হইতে অবতরণ করিলেন, অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন, পুষ্করিণীটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া জলে নামিলেন, পুষ্করিণীর মধ্যভাগে রত্নভাণ্ড রাখিলেন এবং পুনর্ব্বার প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। পরদিন, "রাজবাড়ী হইতে নাকি বহু রত্ন অপহৃত হইয়াছে" সমস্ত লোকে এই বলিয়া মহাকোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, রাজভবন হইতে বহু রত্ন চুরি গিয়াছে। এখন তোমার বিদ্যানুরূপ কাজ করিতে হইবে।" "মহারাজ, বার বৎসর পূর্ব্বে যে দ্রব্য চুরি গিয়াছে, চোরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমি তাহাও উদ্ধার করিতে সমর্থ; এই রাত্রিতে যাহা চুরি গিয়াছে তাঁহার উদ্ধার করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি এখনই উদ্ধার করিতেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" "বেশ, উদ্ধার কর।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" বোধিসত্ত্ব গিয়া মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং মন্ত্রটী আবৃত্তি করিয়া প্রাসাদের উর্দ্ধতলে থাকিয়াই বলিলেন, "মহারাজ, দুইজন চোরের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।" অনন্তর তিনি রাজার ও পুরোহিতের পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখান হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, রাজভবন তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পদাঙ্কানুসরণেই প্রাকারের নিকটে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজ, এইখানে প্রাকার ছাড়িয়া আকাশে পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। অতএব একখানা মই দিন।" অনন্তর মই ফেলিয়া তিনি প্রাকারের উপর হইতে নামিলেন, পদাঙ্কনুসরণেই বিনিশ্চয়শালায় গেলেন, সেখান হইতে রাজভবনে ফিরিলেন, আবার মই ফেলিয়া প্রাকার হইতে অবতরণ করিলেন, পুষ্করিণীতে গিয়া তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং "মহারাজ, চোরেরা বোধ হয় এই পুষ্করিণীতে নামিয়াছিল" বলিয়া, নিজেই যেন রাখিয়া দিয়াছিলেন, এইভাবে রত্নভাণ্ডও উদ্ধার করিয়া রাজাকে দিলেন। দিবার সময় তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই দুই চোর সামান্য চোর নহে, পদস্থ মহাচোর। ইহারা এই পথে রাজভবনে আরোহণ করিয়াছিল।" এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সমবেত জনসঙ্ঘ অতি তুষ্ট হইল এবং অঙ্গুলি ছোটন ও চেলোৎক্ষেপন করিতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, 'এই মাণবক, চোরেরা কোথায় রত্নভাণ্ড রাখিয়াছিল পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু এ বোধ হয় চোর ধরিতে পারে না।' তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'যাহা চুরি গিয়াছিল, তাহা ত আনয়া দিলে; কিন্তু চোর ধরিতে পার কি?" "মহারাজ, চোরেরা দূরে নাই, এখানেই আছে।" "কে কে চোর?" "মহারাজ, যাহার ইচ্ছা,

সেই চোর হউক গিয়া; আপনি যখন অপহৃত দ্রব্য পাইয়াছেন, তখন চোরের কি প্রয়োজন? চোর কে জিজ্ঞাসা করিবেন না।” “দেখ বাপু, আমি তোমাকে প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিই; তুমি চোর ধরিয়া দাও।” “মহারাজ, ধন যখন পাইলেন, তখন, চোর ধরিয়া কি লাভ?” “ধনের উদ্ধার করা অপেক্ষা চোর ধরাই অধিক আবশ্যক।” “বেশ কথা, মহারাজ; কিন্তু অমুক চোর, এইভাবে কাহারও নাম না বলিয়া আমি অতীতের একটী ঘটনা নিবেদন করিতেছি; আপনার যদি প্রজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।” ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একটী অতীত ঘটনা বর্ণন করিলেন :

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীর অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে পাটল নামে এক নট বাস করিত। সে একদিন ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃত্যগীত করিয়া অর্থলাভ করিয়াছিল। অনন্তর উৎসব শেষ হইলে সে প্রচুর সুরা ও খাদ্য ক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিবার কালে নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদীতে তখন নূতন জল আসিয়াছিল। সে বসিয়া বসিয়া উহা দেখিতে এবং সুরাপান করিতে লাগিল; এবং ক্রমে উন্মত্ত হইয়া, নিজের বল না বুঝিয়াই স্থির করিল, ‘মহাবীণাটা গলায় বান্ধিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইব।’ এ উদ্দেশ্যে সে ভার্য্যার হাত ধরিয়া জলে নামিল। বীণার ছিদ্রগুলি দিয়া ভিতরে জল গেল এবং বীণার ভারে সে নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাগিল। সে ডুবিতেছে দেখিয়া তাহার ভার্য্যা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজে তীরে উঠিল। নট পাটল এক একবার জলের উপর মাথা তুলিতে লাগিল, এক একবার ডুবিতে লাগিল; জল খাইয়া তাহার পেট ফুলিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া নটী ভাবিল, ‘আমার স্বামী ত এখনই মরিবে; ইহার কাছে একটা গান শিখিয়া লই; লোকের নিকট তাহা গাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।’ সে বলিল, “স্বামিন্ তুমি ত জলে ডুবিলে; আমাকে একটা গান শিখাও; তাহা গাইয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

নৃত্যগীত বিশারদ পাটল আমার   চলিলা ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গায়।
এমন একটী গীত শিখাও আমায়,   গেয়ে যাহা জীবিকার হইবে উপায়।”

নট বলিল, “ভদ্রে আমি তোমায় কিরূপে গান শিখাইব? যে জল সমস্ত জীবের জীবন বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহাই এখন আমার জীবন হরণ করিতেছে।

শোকার্ত্তের, দুর্ব্বলের মস্তকে যাহার   ছিটায় মানুষে, শান্তি দিবার ইচ্ছায়,
পড়িয়া তাহার মধ্যে হারাই জীবন;   শরণ(ই) হইল হায়, মরণ কারণ।”

বোধিসত্ত্ব এই গাথার ব্যাখ্যার জন্য বলিলেন, “জল যেমন, রাজাও তেমনি, মনুষ্যের শরণ যদি রাজা হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, তবে অন্য কে তাহার

প্রতিবিধান করিবে? যাহা বলিলাম, মহারাজ, তাহা অতি গূঢ়; কেবল পণ্ডিতেরাই যাহাতে বুঝিতে পারেন, আমি সেইভাবে বলিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখুন।” রাজা কহিলেন, “বাপু, আমি গূঢ় কথা বুঝি না; তুমি চোর ধরিয়া দাও।” “তবে, মহারাজ, আর একটী কথা শুনিয়া ভাবুন :

পূর্ব্বে এই বারাণসীর দ্বারসন্নিহিত গ্রামে এক কুম্ভকার ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য একই স্থান হইতে প্রতিদিন মৃত্তিকা আনয়ন করিত। এই কারণে সে ক্রমে একটা অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়াছিল। একদিন সে ঐ গুহার মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিতেছে, এমন সময়ে অকালে মহামেঘ উত্থিত হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত হইল এবং গর্ত্তের তট ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাতে কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ হইল। সে পরিদেবন করিতে করিতে বলিল :

সকল জীবের ধাত্রী, বীজের জননী, মস্তক আমার চূর্ণ করেন ধরণী।
এমন যে হবে ভাগ্যে ভাবিনি কখন; শরণ(ই) হইল, হায় মরণ-কারণ।

মহারাজ, সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ বিপুলা ধরিত্রী যেমন কুম্ভকারের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিল, সেইরূপ মানবমণ্ডলীর আশ্রয়স্বরূপ নরেন্দ্র যদি এই নিজেই চৌর্য্যরত হন, তাহা হইলে কে তাহার প্রতিকার করিবে, বলুন? গূঢ় ভাষায় যে চোরের কথা বলিলাম, তাহাকে চিনিতে পারিলেন ত, মহারাজ?” “বাপু, আমার গূঢ় কথায় প্রয়োজন নাই; ‘এই চোর’ বলিয়া যে চোর তাহাকে ধরিয়া আন।” রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব, কে চোর ইহা স্পষ্ট ভাষায় না বলিয়া, আর একটী উদাহরণ দিলেন :

‘মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। সে অন্য এক ব্যক্তিকে ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিতে আজ্ঞা করিল। সেই লোকটা ভিতরে গিয়া জিনিষ পত্র বাহির করিবার কালে ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ধূমে অন্ধ হইয়া সে বাহির হইবার পথ পাইল না, ভিতরে থাকিয়াই দাহদুঃখে কাতর হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল :

“অম্লপাক করে লোকে সাহায্যে যাহার,
সেবি যারে শীত হ’তে লভরে নিস্তার,
সে অগ্নি সর্ব্বাঙ্গ মম করিছে দহন,
শরণই হইল, হায় মরণ-কারণ!”

মহারাজ, অগ্নির ন্যায় সর্ব্বজনের শরণস্থানীয় এক ব্যক্তি রত্নভাণ্ড হরণ করিয়াছে। চোর কে, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না।” “বাপু, তোমাকে চোর ধরিয়া দিতেই হইবে।” ‘তুমিই চোর,’ রাজাকে এ কথা না বলিয়া

বোধিসত্ত্ব আর একটি উদাহরণ দিলেন :

"দেব, এই নগরেই এক ব্যক্তি অত্যাদিক ভোজন করিয়াছিল এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া পেটের ব্যাথায় পরিদেবন করিয়াছিল,

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ আদি লোক শত শত ভোজন করিয়া যাহা পুষ্টি লভে কত,
পেটে গিয়া সেই মোর করিল পীড়ন; শরণই লইল, হায়, ভয়ের কারণ।

মহারাজ, অন্ন যেমন লোকের প্রাণধারণের একটী প্রধান সহায়, সেইরূপ লোকরক্ষার প্রধান সহায় এক ব্যক্তি রত্ন হরণ করিয়াছিল। যখন রত্ন পাওয়া গিয়াছে, তখন চোর কে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?" "বাপু, যদি সাধ্য থাকে, তবে চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটি উদারহণ দিলেন :

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই একদা ঝড় উঠিয়া এক ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়াছিল। সে পরিদেবন করিয়া বলিয়াছিল :

"নিদাঘের শেষ মাসে চায় বিজ্ঞজন ঝঞ্ঝাবাত, হয় যাহে গ্রীষ্ম-বিমোচন।
ভাঙ্গিলে আমার দেহ সেই প্রভঞ্জন; শরণই হইল হায়, মরণ-কারণ।"

মহারাজ, যাহাকে শরণ বলা যায়, তাহা হইতেই এইরূপে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। আপনি এই ঘটনাটা প্রণিধান করুন।" রাজা পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "বাপু, চোর আনিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে বুঝাইবার জন্য আর একটি উদাহরণ দিলেন :

"মহারাজ, পূর্ব্বে হিমালয়ে বিটপসম্পন্ন এক মহাবৃক্ষ ছিল; তাহাতে বহুসহস্র পক্ষী বাস করিত। তাহার দুইখানি শাখার পরস্পর ঘর্ষণে ধুম উত্থিত হইল এবং অগ্নিকণা পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পক্ষীদিগের নেতা বলিল,

"ছিনু এত দিন মোরা আশ্রয়ে যাহার, সে তরু করিছে আজ অগ্নির উদ্গার,
পলাও, যে দিকে পার, বিহঙ্গমগণ, শরণই হইল, হায় ভয়ের কারণ।"

মহারাজ, বৃক্ষ যেমন পক্ষীদিগের শরণ, রাজারাও সেইরূপ মনুষ্যদিগের শরণ। রাজা যদি চোর হন, তবে প্রতিকার করিবে কে বলুন? আপনি একবার বুঝিয়া দেখুন, মহারাজ।" "তোমাকে চোর ধরিয়া দিতে হইবে।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে আরও একটি উদারহণ দেখাইলেন :

"কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাড়ির পশ্চিমে একটা ভীষণ কুম্ভীরসঙ্কুল[১] নদী ছিল। ঐ ভদ্রবংশে একটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যু

---

[১]। পালিতে সুংসুমার (শিশুমার) শব্দটী 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা যাহাকে শিশুমার বলি তাহা হিংস্র নহে।

হইলে সে মাতার সেবাশুশ্রূষা করিত। তাহার নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার মাতা এক কুলকন্যাকে আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বধূ প্রথমে শ্বাশুড়ীর মন যোগাইয়া চলিত; কিন্তু শেষে তাহার নিজের পুত্রকন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে শ্বাশুড়ীকে গৃহ হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। এই রমণীর মাতাও তাহার বাড়ীতে বাস করিত। রমণী স্বামীর নিকট শ্বাশুড়ীর অনেক প্রকার দোষ বলিয়া তাহার মন ভাঙ্গিল এবং বলিল, "আমি তোমার মাকে আর পুষিতে পারিব না; তাকে মারিয়া ফেল।" ভদ্রলোকটী উত্তর দিল, "একটা লোক মারিয়া ফেলা বড় কঠিন কাজ; আমি কি উপায়ে আমার মাকে মারিব।" "কেন সে যখন নিদ্রিত হইবে, তখন আমরা তাহাকে খাটিয়াসুদ্ধ তুলিয়া লইয়া কুম্ভীরপূর্ণ নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিব; তাহা করিলে কুম্ভীরেরা তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।" "তোমার মাতা কোথায়?" "তিনি তোমার মাতার সঙ্গে একই ঘরে শয়ন করেন।" "বেশ তুমি গিয়া আমার মা যে খাটিয়ায় শুইয়া থাকেন, তাহার পায়ায় দড়ি বান্ধিয়া রাখ। তাহা হইলেই অন্ধকারে বুঝিতে পারা যাইবে।" রমণী তাহাই করিল এবং স্বামীকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা করিয়াছি।" "একটু বিলম্ব কর; লোকজনকে ঘুমাইতে দাও।" অনন্তর সেই লোকটা নিজেই যেন নিদ্রা যাইতেছে ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল; তাহার পর সেই দড়ি শ্বাশুড়ীর খাটিয়ায় বান্ধিল; এবং স্ত্রীকে দুই জনে অপরাবৃদ্ধাকে খাটিয়াসুদ্ধ তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরগুলা তদ্দণ্ডে তাহাকে উদরস্থ করিল।

পরদিন রমণী বুঝিল, মা বদল হইয়াছে। সে স্বামীকে বলিল, "আমারই মা মারা গিয়াছেন; এখন তোমার মাকে মারিতে হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক"। "শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তোমার মাকে আগুণে ফেলিয়া মারিতে হইবে।" অনন্তর বৃদ্ধা নিদ্রিত হইলে স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহাকে শ্মশানে নিয়া রাখিল। সেখানে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিল, "আগুন আনিয়াছ?" "ভুল হইয়াছে।" "তবে আন গিয়া।" আমি ত যাইতে পারিব না; তুমি গেলেও আমি এখানে একলা থাকিতে পারিব না। চল, দুই জনেই যাই।"

যখন দুই জনেই আগুন আনিতে গেল, তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিল; সে শ্মশানে রহিয়াছে দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহারা আমাকে মারিবার জন্য আগুন আনিতে গিয়াছে; আমার যে ক্ষমতা কি, তাহা ত ইহারা জানেনা।' অনন্তর সে খাটিয়ার উপর একটা শব শোওয়াইয়া রাখিল; তাহাকে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিল এবং নিজে পলাইয়া সেখানকার গুহায় প্রবেশ করিল। এ দিকে ঐ দুই জন আগুন আনিয়া বৃদ্ধাকে মনে করিয়া সেই শব দাহন করিল এবং গৃহে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধা যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, এক চোর তাহার মধ্যে অপহৃত দ্রব্য রাখিয়াছিল। সে উহা লইবার জন্য গিয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে

পাইল। সে ভাবিল, 'সর্ব্বনাশ! যক্ষিণী বসিয়া আছে; আমার দ্রব্য ত যক্ষিণীতে পাইয়াছে!' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে এক ভূতবৈদ্যকে আনয়ন করিল। বৈদ্য মন্ত্র পড়িয়া গুহার মধ্যে গেল। বৃদ্ধা তাহাকে বলিল, "আমি যক্ষিণী নহি; এস আমরা দুই জনেই এই ধন লইয়া ভোগ করি?" "বিশ্বাস কি?" "তোমার জিহ্বা দিয়া আমার জিহ্বা স্পর্শ কর।" বৈদ্য তাহাই করিল। বৃদ্ধা তাহার জিহ্বাটী দংশন করিয়া কাটিয়া ফেলিল। বৈদ্য স্থির করিল, এ নিশ্চয় যক্ষিণী। সে চীৎকার করিতে করিতে গুহা হইতে বাহির হইল। তাহার ছিন্ন জিহ্বা হইতে রক্তদ্বারা পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধা পর দিন পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া নানা রত্নপূর্ণ একটা ভাণ্ড হস্তে লইয়া ফিরিল। পুত্রবধু জিজ্ঞাসা করিল, "মা তুমি এ সব কোথায় পাইলে?" "মা, ঐ শ্মশানে যাহাদিগকে কাষ্ঠের চিতায় দাহন করা হয়, তাহারা এই সকল দ্রব্য পায়।" "আমি কি, মা, এইরূপ দ্রব্য পাইতে পারি?" "আমার মত দগ্ধ হইলে পাইতে পার বৈ কি?" পুত্রবধূ তখন অলংকারের লোভে স্বামীকে না বলিয়াই সেই শ্মশানে গিয়া আত্মদাহন করিল। পর দিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বৃদ্ধার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'মা এত বেলা হইল, তোমার বউ ত আসিল না?" বৃদ্ধা কহিল, "অরে পাপাত্মা! যে জলিয়াছে, সে কি আর ফিরিতে পারে?

বড় সাধে, হৃষ্টমনে, মাল্যগন্ধ দিয়া পুত্রের সহিত যার দিয়াছিনু বিয়া
সেই করে গৃহ হতে মোর বিতাড়ন; শরণ(ই) হইল হায় ভয়ের কারণ!"

মহারাজ, শ্বাশুড়ীর সম্বন্ধে পুত্রবধূ যেমন, প্রজার সম্বন্ধে রাজাও তেমন আশ্রয়স্থানীয়। যদি সেই রাজা হইতেই ভয় জন্মে, তবে আর উপায় কি? আপনি একবার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।" "বাপু, তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিলাম না। তুমি চোর ধরিয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আরও একটি ঘটনা বলিলেন :

"মহারাজ, পূর্ব্বে এই নগরেই এক ব্যক্তি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক পুত্র লাভ করিয়াছিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে সে, আমার পুত্র হইয়াছে ভাবিয়া কতই প্রীতি লাভ করিয়াছিল! পুত্রটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সে তাহার বিবাহ দিল। কালক্রমে নিজে জরাগ্রস্ত হইয়া সে কাজকর্ম্ম করিতে অপারগ হইল। তখন সেই পুত্রই 'তুমি কাজ করিতে পার না; এখান থেকে দূর হও, বলিয়া তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ অতিকষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। সে এই বলিয়া পরিদেবন করিত,

পূজিনু দেবতা সব জন্মহেতু যার; জনমে যাহার হর্ষ পাইনু অপার,
সেই মোরে গৃহ হ'তে করে বিতাড়ন! শরণ(ই) হইল, হায় ভয়ের কারণ!

মহারাজ, পিতা বৃদ্ধ হইলে যেমন সবল পুত্রের রক্ষণীয়, সেই রূপ সমস্ত জনপদও রাজার রক্ষণীয়। যে রাজা সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষক, তাহা হইতেই বর্ত্তমান ভয় ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই কে চোর তাহা বুঝিয়া লউন।" "বাপু, আমি ঘটনা অঘটনা কিছু জানি না; হয় চোর ধরিয়া দাও; নয় বুঝিব, তুমিই চোর।" রাজা মাণবককে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন মাণবক রাজাকে বলিলেন, "তবে কি, মহারাজ, একান্তই চোর ধরিতে চান?" "চাই বৈ কি?" "তবে এই লোকদিগের নিকট "অমুক চোর," অমুক চোর বলিয়া প্রকাশ করি?" "তাই কর।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই রাজাকে রক্ষা করিতে চাহিলাম; কিন্তু ইনি তাহা করিতে দিলেন না। অতএব এখন আমি চোর ধরিব।" অনন্তর তিনি উপস্থিত জনবৃন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

নাগরিক, জানপদ, শুন সর্ব্বজন, উদকে দাহন আজ করে হুতাশন।
উপকার তোমাদের করিত যাহারা, ভয়ের কারণ আজ হইয়াছে তারা।
রাজা, আর পুরোহিত, হইয়া মিলিত, প্রবৃত্ত হয়েছে রাজ্য করিতে লুণ্ঠিত।
আত্মরক্ষা রত এবে হও সর্ব্বজন; শরণ(ই) হয়েছে, হায়, ভয়ের কারণ।

তাঁহার কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকেরা ভাবিল, 'প্রজাকে রক্ষা করাই এই রাজার কর্ত্তব্য। তথাপি ইনি নিজের দোষ অপরের সম্বন্ধে আরোপ করিতেছেন। ইনি নিজেই নিজের রত্নভাণ্ড পুষ্করিণীতে রাখিয়া চোর খুঁজিতেছেন। ইনি আর যাহাতে চৌর্য্য না করিতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক।' অনন্তর, 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজারে' বলিয়া তাহারা দণ্ডমুদ্গরাদি তুলিয়া রাজাকে ও পুরোহিতকে এমন প্রহার করিতে লাগিল যে, তাঁহারা উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর তাহারা মহাসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, "উপাসক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে পারা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরা আকাশেও পদচিহ্ন বুঝিতে পারিতেন।" অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উপাসক ও তাঁহার পুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন কাশ্যপ ছিলেন পাদকুশলমাণবের পিতা এবং আমি ছিলাম পাদকুশলমাণব।]

---

৪৩৩. লোমশকাশ্যপ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে যখন জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" তখন তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা যশস্বী, তাঁহারাও অযশভাজন হইয়া থাকেন; এরূপ পাপ পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও কলুষিত করে। তোমার মত লোকের ত কথায় নাই।" অনন্তর তিনি একটি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র ব্রহ্মদত্তকুমার এবং তাঁহার পুরোহিতপুত্র কাশ্যপ পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া একই আচার্য্যের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমার তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কাশ্যপ ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু রাজা হইলেন; এখন আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিবেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যে আমার কি ফল? আমি মাতাপিতা ও রাজাকে না জানাইয়াই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।' অনন্তর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সপ্তম দিবসেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি লোমশকাশ্যপ নামে বিদিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাঁহার তপস্যার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কাশ্যপের তপস্যা দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তপস্বী উগ্রতেজের প্রভাবে হয়ত আমাকে শক্রভবন হইতে বিচ্যুত করিবে। অতএব বারাণসীরাজের সহিত মিলিয়া ইহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শক্রভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিশীথকালে বারাণসীরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত গৃহ নিজের দেহপ্রভায় উদ্ভাসিত করিলেন এবং রাজার সমক্ষে আকাশে অবস্থিত হইয়া রাজাকে জাগাইবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, শয্যা ত্যাগ করুন।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" "মহারাজ আপনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপত্য পাইতে ইচ্ছা করেন, কি করেন না?" "কেন ইচ্ছা করিব না?" "তবে লোমশকাশ্যপকে আনিয়া পশুঘাত-যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

[১]। এই জাতকের সহিত সহ্য-জাতকের (৩১০) কোন কোন অংশ তুলনীয়। প্রথম চারিটি গাথা উভয় জাতকেই এক।

তাহা করিলে আপনি শক্রের ন্যায় অজর ও অমর হইয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য করিবেন।

লোমশকাশ্যপে আনি কর যদি যজ্ঞ সম্পাদন,
অজর অমর হবে, দেবলোকে বাসব যেমন।"

রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শক্র বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না।" শক্র প্রস্থান করিলেন; রাজা পরদিন এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য তুমি আমার প্রিয়বন্ধু লোমশকাশ্যপের নিকটে যাও এবং আমার আদেশে তাঁহাকে বল, 'রাজা আপনার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া সকল জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপতি হইবেন, আপনাকেও, আপনি যত ভূমি চান, দান করিবেন। আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আমার সঙ্গে চলুন।" অমাত্য, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, তপস্বী কোথায় থাকেন ইহা জানিবার জন্য নগরে ভেরীবাদন করাইলেন এবং এক বনেচর তাঁহার আশ্রম জানে বলিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বহু অনুচরসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া লোমশকাশ্যপ সহ্যকে[১] বলিলেন?" তুমি কি বলিতেছ?" তিনি নিম্নলিখিত চারিটি গাথা দ্বারা তাঁহার অনুরোধের প্রত্যাখ্যান করিলেন :

সাগর-অম্বরা, সাগর-কুন্তলা পৃথিবীর আধিপত্য
চাহিনা ক আমি, শুন, সহ্য তুমি, বলিলাম এই সত্য।
লভিতে ইহায় ত্যজিতে হইবে ধ্যানরূপ মহাধন;
নিন্দা নিরন্তর করিবে আমার শুনি বহু সাধুজন।

ধিক্ সেই যশে, ধিক সেই ধনে, লভিতে যাহায়, হায়,
অধর্ম্মের পথে পশি মূঢ়গণ নরকেতে শেষে যায়।
ধিক্ সে বৃত্তিরে অনুসরি যারে লভি বহু যশ, ধন,
হয় মদমত্ত ভুলি পরমার্থ, হায়রে, মানবগণ।

সংবল কেবল ভিক্ষাপাত্রখানি, শুইবার নাই স্থান;
ঘুরি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রব্রাজক রাখে প্রাণ,
তবু এ জীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণে; অধর্ম্মাচরণে মতি
হয় যে জনায় সেই অভাগার নিশ্চয় নিরয়ে গতি।

---

[১]। অমাত্যের নাম সহ্য।

প্রব্রাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ্রয়,
করিব ভ্রমণ, হিংসা দ্বেষ ত্যজি; শ্লাঘ্য এই মনে লয়।
এর তুলনায় বিভব রাজার, দেখ ভাবি, কিবা ছার;
ধন মান আমি চাইনা পাইতে ফিরিব না গৃহে আর।

এই উত্তর শুনিয়া অমাত্য রাজাকে জানাইলেন। না আসিলে কি করিবে?' ইহা ভাবিয়া রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শক্র আবার নিশীথকালে আসিয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, লোমশকাশ্যপকে আনাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন না কেন?" "লোক পাঠাইয়াছিলাম, তিনি আসিলেন না।" "মাহারাজ, আপনার কন্যা চন্দ্রবতী কুমারীকে অলঙ্কার পরাইয়া সহ্যের সঙ্গে প্রেরণ করুন এবং তাহাকে বলিতে আদেশ দিন যে ঋষি আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে আপনি তাঁহাকে এই কন্যা দান করিবেন। তিনি এই কুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়া নিশ্চিত আসিবেন।" রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরদিন সহ্যের হাত দিয়া কন্যাকে পাঠাইলেন। সহ্য রাজকন্যাকে লইয়া ঋষির আশ্রমে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিভাষণপূর্ব্বক দিবাঙ্গনাসদৃশী কুমারীকে দেখাইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ঋষির ইন্দ্রিয়দ্বার খুলিয়া গেল; তিনি কুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং ধ্যানবল হারাইলেন। অমাত্য তাঁহার অনুরাগের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে রাজা এই কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিয়া দিবেন।" লোমশকাশ্যপ কামবশে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "সত্যই কি রাজা আমাকে এই কন্যা দান করিবেন?" "হাঁ প্রভু, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করিলে নিশ্চয় দিবেন।" "বেশ, এই কন্যা যদি পাই, তবে নিশ্চয় যজ্ঞে ব্রতী হইব।" ইহা বলিয়া ঋষি যে অবস্থায় ছিলেন,—জটাভার ইত্যাদি ধারণ করিয়াই সেই কন্যাকে লইয়া অলংকৃতরথে আরোহণপূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলেন। ঋষি আসিতেছেন শুনিয়া রাজাও যজ্ঞবাটে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ঋষি উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আপনি যদি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আমি ইন্দ্রতুল্য হইব; যজ্ঞ শেষ হইলে আপনাকেও কন্যা সম্প্রদান করিব।" "বেশ কথা" বলিয়া ঋষি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন রাজা ঋষিকে লইয়া চন্দ্রবতীর সহিত যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। সেখানে হস্তী, অশ্ব, বৃষভাদি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়াছিল। কাশ্যপ যজ্ঞারম্ভের জন্য পশুঘাতে উদ্যত হইলেন ও পশু বধ করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া সমবেত জনসমূহ বলিতে লাগিল, "লোমশকাশ্যপ, এরূপ কার্য্য ভবাদৃশ ব্যক্তির অনুপযুক্ত—আপনার পক্ষে ইহা শোভা পায় না।" তাহারা পরিদেবন করিতে

করিতে এই দুইটি গাথা বলিল :

চন্দ্র সূর্য্য বলবান বলবান শ্রমণ ব্রাহ্মণ;
বলবতী বলে অতি সমুদ্রের বেলা সর্ব্বজন।
ততোঽধিক কিন্তু বল অবলার জানিও নিশ্চয়,
যাহার প্রভাবে পড়ি কাশ্যপের দুর্ম্মতি হয়।

চন্দ্রবতী কৈল ব্রতী, জনকের অভ্যুদয় তরে
নিদারুণ পশুযজ্ঞে উগ্রতপা এই মুণিবরে।

ঐ সময়ে কশ্যাপ যজ্ঞসম্পাদনার্থ মঙ্গল হস্তীর গ্রীবায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া হস্তী মরণভয়ে মহাবিরাব করিল; হস্তীর চীৎকার শুনিয়া অন্যান্য হস্তী এবং অশ্ববৃষভাদিও মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, উপস্থিত সমস্ত লোকেও হাহাকার করিল। এই মহাশব্দে কাশ্যপের চিত্তে উদ্‌বেগ জন্মিল; তিনি নিজের জটা দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জটা, শ্মশ্রু কুক্ষিলোম ও বক্ষঃস্থলের লোম অবলোকন করিয়া, কি উদ্দেশ্যে সেগুলি এত দীর্ঘ হইতে দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া বুঝিলেন, তাঁহার মত লোকের পক্ষে এরূপ পাপকার্য্য করা অতি অন্যায়। তিনি নিজের উদ্‌বেগ বুঝাইবার জন্য অষ্টম গাথা বলিলেন :

পড়িয়া লোভের বশে, কাম হেতু হায় রে আমার
প্রবৃত্তি হইয়াছে পাপে, পরিণাম বিষফল যার।
পেয়েছি পাপের মূল; অনুরাগে সবস্কন্ধে আজ
ছেদন করিয়া মুক্তি নিশ্চয় লভিব, মহারাজ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "সৌম্য, কোন ভয় নাই। তুমি যজ্ঞ কর; আমি তোমাকে চন্দ্রবতীকে দিব, রাজ্য দিব, রাশি রাশি সপ্তরত্ন দিব।" "মহারাজ, আমার এরূপ পাপে প্রয়োজন নাই।

ধিক্ শত ধিক্ কামে, কাম অতি হেয় এ জগতে;
তপস্যা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ মানি কামসেবা হ'তে।
তাই ত্যজি কাম আমি তপস্যায় হইব নিরত;
রাখ তুমি, নরনাথ, চন্দ্রবতী, আর রাজ্য যত।

ইহা বলিয়া লোমশকাশ্যপ কৃৎস্নধ্যানপূর্ব্বক নষ্ট বিভূতি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং আকাশে পর্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনন্তর "মহারাজ, অপ্রমত্ত হউন।" এই উপদেশ দিয়া তিনি

যজ্ঞবাট ধ্বংস করাইলেন, উপস্থিত সমস্ত লোককে অভয় দেওয়াইলেন, রাজার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়াই আকাশপথে নিজের আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান : তখন সারিপুত্র ছিলেন সহ্য-নামক সেই অমাত্য এবং আমি ছিলাম লোমশকাশ্যপ।]

----

৪৩৪. চক্রবাক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বড় লোভী ছিলেন; পাত্রচীবরাদি পাইবার লোভে আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিতেন, বিশাখার গৃহে বহুবিধ খাদ্যমিশ্রিত যবাগূ পান করিতেন, দিবাভাগে নানারূপ উৎকৃষ্টরসযুক্ত সুস্বাদু অন্ন ও মাংস খাইতেন, এবং তাহাতেও তৃপ্তিলাভ না করিয়া খুল্ল অনাথপিণ্ডদের, কোশলরাজের এবং অন্যান্য ধনী উপাসকের গৃহে বিচরণ করিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ব্যক্তির লোলুপতা সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই এত লোভী?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "এত লোভী হইলে কেন? পূর্ব্বেও তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বারাণসীর হস্তীপ্রভৃতি প্রাণীর মৃতদেহভক্ষণে তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই; তুমি সেখান হইতে গিয়া গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে শেষে হিমবন্তে প্রবেশ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক বারাণসীর হস্তীপ্রভৃতি জন্তুর মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। কিন্তু সে তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিল, গঙ্গাতীরে গিয়া মৎস্যের মাংস খাইব।' সে গঙ্গাতীরে গিয়া কয়েকদিন মৃত মৎস্য খাইল; তাহার পর হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বন্য ফল খাইতে লাগিল। অবশেষে সে প্রভূত মৎস্য কচ্ছপসম্পন্ন ও পদ্মপরিশোভিত

এক বৃহৎ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুইটি চক্রবাক বাস করিত। তাহারা শৈবাল খাইত। তাহাদিগকে দেখিয়া কাক ভাবিল, ইহারা উৎকৃষ্টবর্ণসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহারা কি খায় জিজ্ঞাসা করিয়া আমিও তাহা খাইব; তাহা হইলে আমারও বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় মনোহর হইবে। অনন্তর সে চক্রবাকদিগের কাছে গিয়া শিষ্টালাপের পর একটা শাখার অগ্রে বসিয়া প্রথম গাথায় তাহাদিগের প্রশংসা কীর্ত্তন করিল :

আবৃত কাষায় বস্ত্রে[১] কে তোমরা, পক্ষিগণ,
মিথুনে মিথুনে সুখে কর হেথা বিচরণ?
বল শুনি, পক্ষিমধ্যে কোন পক্ষী হেন আছে,
সর্ব্ববিধ সমাদর পায় মনুষের কাছে?

ইহা শুনিয়া একটি চক্রবাক দ্বিতীয় গাথা বলিল :

মানবকুলের শত্রু তুমি কাক দুষ্ট অতি;
সকলেই বাসে ভাল চক্রবাক-জায়া-পতি।
হিংসায় বিরত, তাই প্রশংসা সর্ব্বত্র পাই,
বিচার এ সরোবরে সুখে; কোন ভয় নাই।

অনন্তর কাক তৃতীয় গাথা বলিল :

কি ফল খাইতে পাও থাকি এই সরোবরে?
কোথা হ'তে পাও মাংস তোমরা ভোজন তরে?
কি দিব্য ভোজ্যের গুণে হইয়াছে তোমাদের
দেহে এত বল, আর এ বিকাশ সৌন্দর্য্যের।

ইহার উত্তরে চক্রবাক চতুর্থ গাথা বলিল :

জনমে না, কাক কোন ফল এই সরোবরে;
কোথা পাবে চক্রবাক মাংস ভোজনের তরে?
বল্কল ছাড়ায়ে ফেলি শৈবল আমরা খাই;
আহারের তরে কভু পাপপথে নাহি যাই।

তখন কাক দুইটি গাথা বলিল :

তোমরা যা খাও তাহে রুচেনা আমার মন;
ভেবেছিনু আগে আমি, এমন হেমবরণ
লভেছ তোমরা বুঝি ভোজনের গুণে, তাই
শুধাইনু; শুনি কিন্তু এবে সে বিশ্বাস নাই।

---

[১]। চক্রবাকের বর্ণ পীত বলিয়া এখানে তাহাকে কাষায়বস্ত্রাবৃত বলা হইয়াছে।

আমি খাই মাংস, ফল, তৈল আর লবণের
রসে রসনার প্রিয় ভোজ্য যত মানুষের,—
সংগ্রাম বিজয়ী বীর খেয়ে যাহা তৃপ্তি পায়;
তবু তোমাদের মত বর্ণ না পাইনু, হায়!

অতঃপর কাকের বর্ণ-সম্পত্তির অভাব এবং নিজের বর্ণ-সম্পত্তির ভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য চক্রবাক শেষ গাথাগুলি বলিল :

বঞ্চিয়া অপরে নিত্য অশুদ্ধ কর ভক্ষণ,
ছোঁ মার সুবিধা পেলে করিতে খাদ্য হরণ;
খাও ফল, খাও মাংস, শ্মশানে মশানে চর;
কিছুতেই তবু তুমি তৃপ্তি নাহি লাভ কর!

নিজের ভোগের তরে অধর্ম্মের পথে চরে,
সুবিধা পেলেই যেই অন্যের সম্পত্তি হরে,
নিন্দে তারে সর্ব্বজন, নিন্দিত হ'য়ে সতত,

বল বল, বর্ণ বল, সব(ই) তার হয় হত।
ধর্ম্মপথে চরি, করি অল্পমাত্র আহরণ
তৃপ্তিসহ যেই জন তাহাই করে ভক্ষণ,
বলবর্ণে শ্রেষ্ঠ সেই হইবে সন্দেহ নাই;
বর্ণের প্রকর্ষ শুধু খাদ্যগুণে নাহি পাই।

চক্রবাক এইরূপে নানাভাবে কাককে তিরস্কার করিল। কাক নিজেই ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এই তিরস্কারের অবকাশ দিয়াছিল। এখন, "তোমার বর্ণপ্রকর্ষে আমার প্রয়োজন নাই" কা কা করে এই কথা বলিতে বলিতে সে ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী এবং আমি ছিলাম সেই চক্ররাজ।]

---

৪৩৫. হরিদ্রারাগ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন নীচচরিত্রা কুমারীকর্ত্তৃক[১] প্রলুব্ধ এক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ত্রয়োদশ নিপাতে খুল্লনারদ-জাতকে (৪৭৭) বিবৃত হইবে।]

* * *

অতীত বস্তুতে দেখা যায়, কুমারী যখন বুঝিল যে তাপসকুমারের শীলভঙ্গ হইলেই তিনি তাহার বশে আসিবেন, তখন সে স্থির করিল, ইহাকে বঞ্চনা করিয়া লোকালয়ে লইয়া যাইতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে সে বলিল "বনে রূপাদি কামভোগ্য বিষয়ের অভাব; এখানে শীল রক্ষা করিলে তাহা হইতে মহাফল পাইবার আশা নাই; পক্ষান্তরে লোকালয়ে রূপাদি সতত বিদ্যমান; সেখানে শীল রক্ষা করিতে পারিলে মহাফল-প্রাপ্তি হয়। চলুন, আমার সঙ্গে সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিবেন; অরণ্যে থাকিয়া লাভ কি?

সুদূর অরণ্যে থাকি শীল রক্ষা বড়ই সুকর;
গ্রামে থাকি রক্ষে শীল, প্রকৃত পুণ্যাত্মা সেই নর।"[২]

ইহা শুনিয়া তাপসকুমার বলিলেন, "আমার পিতা বনের মধ্যে গিয়াছেন; তিনি ফিরিলে তাহার অনুমতি লইয়া যাইব।" ইহাতে কুমারী ভাবিল 'ইহার পিতা বর্ত্তমান আছেন, বোধ হয়। তিনি যদি আমায় দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার বাঁকের আগা দিয়া এমন প্রহার করিবেন যে, আমি মরিয়া যাইব। অতএব আমার আগেই যাওয়া কর্ত্তব্য।' সে তাপসকুমারকে বলিল, "আমি আগেই রওনা হইলাম; পথে আমি সঙ্কেত রাখিয়া যাইব; আপনি তাহা দেখিয়া শেষে আসিবেন।"

কুমারী প্রস্থান করিলে ঋষিকুমার কাষ্ঠ আহরণ করিলেন না, পানার্থ জল আনয়ন করিলেন না, কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; যখন তাঁহার পিতা আশ্রমে ফিরিলেন, তখন তাঁহার প্রত্যুদ্গমন পর্য্যন্ত করিলেন না। পুত্র কোন রমণীর কুহকে পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়াও ঋষি জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর নাই, জল আন নাই, আহারেরও কোন ব্যবস্থা কর নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি?" তাপস

---

[১]। মূলে 'থুল্লকুমারী' আছে। থুল্ল—স্থূল; কিন্তু এখানে প্রাকৃত বা নীচচরিত্রা (coarse) এই অর্থ গ্রহণ করা গেল।

[২]। তু.—বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেবাং চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

কুমার বলিলেন, “বাবা, শুনিতেছি যে, অরণ্যে রক্ষিত শীল মহাফলপ্রদ নহে; মহাফল পাইতে হইলে লোকালয়ে গিয়া শীল রক্ষা করা আবশ্যক। আমি সেখানে গিয়া শীল রক্ষা করিব; আমার বন্ধু আমাকে যাইতে বলিয়া অগ্রেই যাত্রা করিয়াছেন; আমি তাঁহারই সঙ্গে যাইব; সেখানে গিয়া আমি কিরূপ লোকের প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করিব, তাহা বলিয়া দিন :

বন ত্যজি গেলে গ্রামে, কি শীল, কি চরিত্র দেখিয়া
মিশিব লোকের সঙ্গে, দিন, পিতঃ, আমার বলিয়া;[১]”

ইহার উত্তরে তাপস নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

যাহার হইবে তুমি বিশ্বাস-ভাজন,
বিশ্বাসের পাত্র হ’তে যে চায় তোমার,
শুনিতে তোমার কথা যার আকিঞ্চন,
তব অপরাধে ক্রোধ না উপজে যার,

কায়মনোবাক্যে তব অনিষ্ট কামনা ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) করে না,
করিবে নির্ভয়ে তারে হৃদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।

ধর্ম্ম পথে চলে সদা, অথচ যাহার ধার্ম্মিক বলিয়া মনে নাই অহঙ্কার,
হেন শুদ্ধাচারী, প্রাজ্ঞে সেবিবে যতনে যখন যাইবে তুমি ছাড়ি এই বন।
হরিদ্রাবর্ণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমার
মিত্রতার উপযুক্ত; মর্কটের প্রায় তাহার চঞ্চল চিত্ত নানাদিকে ধায়।
ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট এমন লোকের সংসর্গে বিপদ্, বৎস, ঘটে মানবের।
ত্যজিবে এমন বন্ধু অতি সাবধানে, যদিও থাকিতে হয় জনহীন বনে

ক্রুদ্ধ সর্পে, মললিপ্ত কিংবা মহাপথে বর্জন করিয়া যার লোকে দূর হতে;
হয় যদি রাজপথ বড় অসমান অন্য পথে যায় রথী ফিরাইয়া যান।
দূর হ’তে সেই মত তুমি অনুক্ষণ দুর্জ্জন সংসর্গ সদা করিবে বর্জ্জন।
বেশী মিশামিশি, বৎস, মূর্খের সহিত করিলে ঘটিবে তব অশেষ অহিত।
মূর্খ আর শত্রু দুই তুল্য ভাবি মনে মূর্খের সংসর্গ ত্যাগ করিবে যতনে।

এই উপদেশ মোর; আমার বচন অপ্রমত্তভাবে তুমি করিবে পালন।
অসৎসংসর্গ নানা দুঃখের আগার; করিবে অসৎসঙ্গ সদা পরিহার।

পিতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুমার বলিলেন “আমি লোকালয়ে গেলে ত আপনার ন্যায় পণ্ডিত পাইব না। অতএব সেখানে যাইতে ভয়

[১]। এই গাথাগুলি অরণ্য-জাতকেও (৩৪৮) আছে।

হইতেছে। আমি এখানেই আপনার সান্নিধানে থাকিব।” অনন্তর ঋষি তাঁহাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন এব্ং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিখাইলেন। ইহাতে কুমার অবিলম্বে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পিতা পুত্র উভয়েই ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার, এই কুমারী ছিল সেই কুমারী এবং আমি ছিলাম সেই সুপণ্ডিত পিতা।]

---

৪৩৬. সমুদ্গ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। “তুমি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি না।” শাস্তা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, “দেখ, তুমি রমণীলাভের জন্য ব্যগ্র কেন? রমণীরা পাপসক্তা ও অকৃতজ্ঞা। পূর্ব্বে একটা দৈত্য কোন রমণীকে গিলিয়া নিজের কুক্ষির মধ্যে রাখিয়া বিচরণ করিত; তথাপি সে উহার চরিত্র রক্ষা করিতে ও উহাকে একমাত্র পুরুষে আসক্ত রাখিতে পারে নাই। সে যাহা না পারিয়াছে, তুমি তাহা পারিবে কেন?” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্য ফলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পর্ণশালার অনতিদূরে একটা দানব[১] থাকিত। সে মধ্যে মধ্যে মহাসত্ত্বের নিকট গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত; কিন্তু বনের অংশে মানুষ যে যাতায়াত করিত, সেখানে অবস্থিত থাকিয়া মানুষ ধরিয়াও খাইত।

তৎকালে কাশীরাজ্যে এক পরমসুন্দরী কুলকন্যা কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিত। সে একদিন মাতাপিতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যন্তগ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইয়া দানব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনুচরেরা, যাহার হাতে যে অস্ত্র

---

[১]। মূলে ‘দানব রক্খসো’ এই পদ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দানব ও রাক্ষস এক নহে।

শস্ত্র ছিল, সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিল। দানব তখন যানারূঢ়া পরমসুন্দরী সেই কুলকন্যাকে দেখিতে পাইল রূপমুগ্ধ হইয়া তাহাকে গুহায় লইয়া গেল ও বিবাহ করিল। সে তদবধি ঘৃত, তণ্ডুল, মৎস্য, মাংস এবং মধুর ফলাদি আহরণ করিয়া ভার্য্যার পোষণ করিত, তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়া সাজাইত, পাছে তাহার চরিত্র কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় তাহাকে একটা করণ্ডকের মধ্যে রাখিত এবং কোথায় যাইবারকালে করণ্ডকটি গিলিয়া নিজের উদরের মধ্যে পূরিত। সে একদিন স্নানের জন্য এক সরোবরে গিয়া করণ্ডকটি উদ্গিরণ করিল, তাহা হইতে রমণীকে বাহির করিয়া তাহার শরীরে গন্ধানুলেপন করিল, তাহাকে অলঙ্কার পরাইল এবং 'কিছুকালের জন্য গায়ে বাতাস লাগাও' বলিয়া তাহাকে করণ্ডকের সমীপে রাখিয়া নিজে-স্নানের ঘাটে অবতরণ করিল। তাহার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই, এজন্য সে একটু দূরে গিয়া স্নান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুর পুত্র কটিদেশে খড়্গ ধারণ করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। সে ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় পটু ছিল। রমণী তাহাকে দেখিয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিল। বায়ুপুত্র তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইল; রমণী তাহাকে করণ্ডকের মধ্যে ফেলিয়া, দানব আসিতেছে কি না, দেখিতে লাগিল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া, সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দেখাইয়া করণ্ডক খুলিল, ভিতরে গিয়া ইন্দ্রজালিকের উপর শুইয়া পড়িল এবং তাহাকে নিজের পরিচ্ছেদ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিল। দানব আসিয়া করণ্ডকটা পরীক্ষা করিল না; সে ভাবিল, কেবল আমার স্ত্রীই ইহার ভিতরে রহিয়াছে। সে উহা গিলিয়া নিজের গুহাভিমুখে চলিল এবং যাইতে যাইতে ভাবিল, 'তাপসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা করি নাই; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইব।' ইহা স্থির করিয়া সে বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার কুক্ষিমধ্যে দুই ব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি তাহার সহিত আলাপ করিবারকালে প্রথম গাথা বলিলেন :

কোথা হতে তোমরা আসিলে তিন জন? স্বাগত! হেথায় কর আসন গ্রহণ।
বল, শুনি, কুশল ত তোমা সবাকার? বহুদিন পরে দেখা হইল এবার।

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, 'আমি ত এই তাপসের নিকট একাই আসিয়াছি। অথচ ইনি তিন জনের কথা বলিতেছেন! ইনি বলেন কি? ইনি কি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া এরূপ বলিতেছেন, কিংবা উন্মাত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছেন?' সে তাপসের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিস্ত হইল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল :

এসেছি একাকী আজ আপনার কাছে;
দ্বিতীয় আমার সঙ্গে নাহি কেহ আছে।

তবু জিজ্ঞাসিলা, মুণিবর, কি কারণ,
“কোথা হতে তোমরা আসিলে তিনজন?”

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি কি প্রকৃতই ইহার কারণ শুনিতে চাও?” দানব বলিল, “হাঁ ভদন্ত।” “তবে শুন।

তুমি, তব ভার্য্যা, যারে পেটিকা ভিতরে
পুরিয়া কুক্ষিতে সদা রাখ রক্ষাতরে,
তৃতীয় বায়ুর পুত্র ভার্য্যাসঙ্গে তব
কুক্ষি মধ্যে করিতেছে মদন-উৎসব।”

ইহা শুনিয়া দানব ভাবিল, ‘ইন্দ্রজালিকেরা বহু মায়া জানে। ইহার হাতে যদি খড়্গ থাকে, তবে ত আমার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়াও পলায়ন করিতে পারে।’ সে এই ভয়ে যত শীঘ্র পারিল, করণ্ডকটী উদ্গিরণ করিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিলেন :

কাঁপিয়া অসির ভয়ে দানব তখন
কুক্ষি হতে করণ্ড করিল উদ্গিরণ।
খুলি দেখে মালা গলে বণিতা তাহার
বায়ুনন্দনের সনে করেছে বিহার।

অনন্তর করণ্ডকটা যেমন খোলা হইল, অমনি বায়ুপুত্র মন্ত্রজপ করিয়া খড়্গহস্তে আকাশে উল্লম্ফন করিল। তদ্দর্শনে দানব মহাসত্ত্বের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তুতিসূচক শেষ গাথাগুলি বলিল :

উগ্রতপা তুমি, স্পষ্ট করিলা দর্শন নারীবশে নরের কি হয়েছে পতন।
প্রাণের মতন যারে রক্ষিল যতনে, সেই দুষ্টা করে কেলি অপরের সনে।

সেবেন তাপসগণ অগ্নিরে যেমন, দিবারাত্রি সেবিলাম ইহারে তেমন।
সেই চরে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে! বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে।

শরীরের মধ্যে এবে রক্ষিয়া যতনে ভাবিতাম ভজিবে না অন্য কোন জনে;
সে মোহ গিয়াছে ভাঙ্গি; দুষ্টা; অসংযতা পর পুরুষের সনে এবে কেলিরতা!
চরিতেছে ত্যজি ধর্ম্ম অধর্ম্মের পথে! বন্ধুত্ব কর্ত্তব্য নহে প্রমদার সাথে।
যত সাবধানে কেন করি না রক্ষণ, বহু ছল জানে নারী, বিশ্বাস কখন।
চরিত্রে তাহার আর করা নাহি যায়। নরকের পথে নারী প্রপাতের প্রায়।

রমণীসংসর্গ ত্যজি যে জন বিচরে, বীত শোক হ’য়ে সেই সুখলাভ করে।
রমণীসংসর্গ ত্যজি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান— ইহাই বিজ্ঞের পক্ষে মঙ্গলনিদান।
এই সুখ তাহাদের প্রার্থনীয় অতি রমণীসংসর্গে ঘটে অশেষ দুর্গতি।

ইহা বলিয়া দানব মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িয়া নিবেদন করিল, "ভদন্ত, আজ আপনার কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। এই পাপিষ্ঠার চক্রান্তে মায়াবীর হাতে এখনই প্রাণ হারাইতেছিলাম।" সে এইরূপে মহাসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিল; মহাসত্ত্বও তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি এই রমণীকে কোন রূপ দণ্ড দিও না, তুমি শীলসম্পন্ন হও।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। দানব বলিল, "আমি নিজের উদরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াও যখন ইহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, তখন আর কে পারিবে?" সে ঐ রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[**সমবধান :** তখন আমি ছিলাম সেই দিব্যচক্ষুঃ তপস্বী।]

☞আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায়, একটা দৈত্য কোন রমণীকে পেটিকার অভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিত এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইত। তথাপি সে তাহার চরিত্র রক্ষা করিতে পারে নাই।

---

৪৩৭. পুতিমাংস-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ইন্দ্রিয়সংযম-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে শাস্তা স্থবির আনন্দের দ্বারা অসংযত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া নিজে অলংকৃত পল্যঙ্কর মধ্যে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাহারা ভিক্ষু হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে রূপাদি আপাত প্রীতিকর ইন্দ্রিয় বিষয়ের বশীভূত হইয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ এইরূপ আসক্তির কালেই যদি তাহাদের মৃত্যু ঘটে, তবে তাহারা নরকাদি অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমার রূপাদি আপাত প্রীতিকর ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হইও না। যাহাদের মন রূপাদির চিন্তাতেই মগ্ন, তাহারা প্রত্যক্ষভাবেও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য রূপাদি অবলোকন করা অপেক্ষা তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু নষ্ট করা বরং ভাল।" শাস্তা এ সম্বন্ধে আরও সবিস্তর উপদেশ দিয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন : "তোমাদের পক্ষে রূপ অবলোকন করিবার কাল আছে, অবলোকন না করিবার কালও আছে। যখন অবলোকন করিবে, তখন প্রীতির চক্ষে দেখিবে না, অপ্রীতির চক্ষে দেখিবে; তাহা হইলেই তোমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য পথ কি কি বলিতেছি শুন : চারিটি

স্মৃত্যুপস্থান[১], অষ্টাঙ্গিক আর্য্য মার্গ, এবং নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম।[২] এইগুলি তোমাদের পথ—তোমাদের বিচরণ ভূমি। যদি তোমার এগুলি অতিক্রম না কর, তাহা হইলে মার তোমাদের উপর কখনও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কামবশে রূপাদি প্রীতির চক্ষে দর্শন কর, তাহা হইলে পুতিমাংস নামক শৃগালের ন্যায় তোমরা স্ব স্ব বিচরণ-ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইবে।” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে হিমালয়ে বনমধ্যস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় বহু শত বন্য ছাগ বাস করিত। তাহাদের বাসস্থানের অবিদূরে আর একটা গুহায় পুতিমাংস নামক এক শৃগাল ও বেণীনাম্নী তাহার ভার্য্যা থাকিত। একদিন পূতিমাংস ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিবার কালে ঐ ছাগগুলাকে দেখিয়া ভাবিল, ‘কোন উপায়ে ইহাদের মাংস খাইতে হইবে।’ অনন্তর সে কৌশলবলে এক একটা ছাগ মারিতে আরম্ভ করিল। শৃগাল ও শৃগালী, উভয়েই ছাগ মাংস খাইয়া সবল ও স্থূলদেহ হইল। এদিকে ক্রমে ক্রমে ছাগকুলের ক্ষয় হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে মেড়মাতা নাম্নী এক ছাগী বেশ বুদ্ধিমতি ছিল। শৃগাল উপায় কুশল হইয়াও তাহাকে মারিতে পারিল না। অনন্তর একদিন সে ভার্য্যার সহিত মন্ত্রণা করিল ‘ভদ্রে, ছাগকুল প্রায় লয় পাইয়াছে। ঐ ছাগিটাকে কোন উপায়ে খাওয়া আবশ্যক। আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। তুমি একবার গিয়া উহার সঙ্গে সই পাতাও। তাহার পর যখন বিশ্বাস জন্মিবে, তখন আমি মরিয়াছি এই ভাণ করিয়া একদিন শুইয়া থাকিব। তুমি উহার কাছে গিয়া বলিবে, ‘সই, আমার স্বামী মরিয়াছেন, আমি অনাথা হইয়াছি; তুই ছাড়া আমার আর কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব নাই। চল্, দুই জনে মিলিয়া কান্দাকাটি করিয়া তাঁহার সৎকার করি গিয়া।’ এইরূপ বলিয়া উহাকে লইয়া আসিবে; আমি তখন লাফ দিয়া গলা কামড়াইয়া উহাকে মারিব।” শৃগালী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, ‘বেশ উপায় স্থির করিয়াছ।” সে ছাগীর সঙ্গে সই পাতাইল, ক্রমে তাহার বিশ্বাসভাজন হইল এবং একদিন ঐরূপ বলিল। তাহা শুনিয়া ছাগী বলিল, “সই, তোর স্বামী আমার সমস্ত জ্ঞাতিজন খাইয়াছে, আমার ভয় হইতেছে,

---

[১]। “চত্তারো সতিপট্ঠান” অর্থাৎ গভীর ধ্যান—কায়ানুপস্সনা, বেদনানুপস্সনা, চিত্তানুপস্সনা, ধম্মানুপস্সনা, অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে সকল অশুচি আছে তাহাদের চিন্তা, বেদনার (sensations) যে পাপ জন্মে তাহার চিন্তা; চিত্তের অস্থায়িত্বচিন্তা এবং সত্ত্বার চিন্তা।

[২]। মার্গচতুষ্টয়, ফলচতুষ্টয় ও নির্ব্বাণ, এই নয়টী।

আমি যাইতে পারিব না।" "কোন ভয় নাই, সই। যে মরিয়াছে, সে কি করিবে? " তোর স্বামী বড় নিষ্ঠুর; সেই জন্য ভয় পাই।" ছাগী এরূপ বলিলেও শৃগালী তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাতে ছাগী ভাবিল, 'তবে বুঝি প্রকৃতই মরিয়াছে'। কাজেই সে শৃগালীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল; কিন্তু যাইতে যাইতে ভাবিল, 'কে জানে, কি ঘটিবে?' এই আশঙ্কায় সেই শৃগালীকে অগ্রে রাখিয়া শৃগাল কোথায় আছে জানিবার জন্য ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতে লাগিল। শৃগাল তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'ছাগী, বুঝি আসিল।' সে মাথা তুলিয়া চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া তাকাইল। ছাগী তাহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া বুঝিল যে, পাপাত্মা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া মারিবার অভিসন্ধি করিয়াছে। সে তখনই ফিরিয়া পলায়ন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল "পলাইলি কেন, সই?" ছাগী নিম্নলিখিত গাথায় পলায়নের কারণ বলিল :

পূতিমাংস যেমন ক'রে এ দিকে তাকাল
বলতে কি, সই মোটেই তাহা লাগেনি মোর ভাল।
প্রাণ বাঁচাতে পলাইলাম আমি সে কারণ;
এমন সয়ার কাছে, বল, থাকে কোন জন।

ইহা বলিয়া ছাগী নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া গেল। শৃগালী তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং স্বামীর নিকটে গিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। শৃগাল তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :

ক্ষেপী বেণী পতির কাছে সখীর গুণ গায়,
এসে ছাগী গেল ফিরে (এখন) করছে হায় হায়।

ইহাদের উত্তরে শৃগালী তৃতীয় গাথা বলিল :

ক্ষেপী আমি, না ক্ষেপা তুমি, ভাবি দেখ মনে;
তোমার মত বোকারামটী নাই ত্রিভূবনে।
মরার মত থাকবে পড়ে, এই ত কথা ছিল।
অসময়ে তাকাইতে বুদ্ধি কেবা দিল?

জানেন পণ্ডিতগণ, কালাকালে উন্মেলন করিতে নয়ন।
হইবে অকালদর্শী, পূতিমাংস শিবাবৎ, দুঃখের ভাজন।

এইটি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

অনন্তর বেণী পূতিমাংসকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'স্বামিন্, চিন্তা করিও না; আমি কোন না কোন উপায়ে তাহাকে আবার আনিতেছি। এবার আসিলে

সাবধানে ধরিবে; আর যেন ভুল না হয়।” সে ছাগীর নিকটে গিয়া বলিল, “সই, তুই কেবল আমাদের বাড়ীর কাছে গিয়াছিলি; কিন্তু তাহাতেই আমাদের বড় উপকার হইয়াছে। তুই উপস্থিত হইবামাত্র আমার স্বামীর জ্ঞান হইয়াছে, তিনি এখন বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। চল্, তাঁহার সঙ্গে গিয়া দুটা মিষ্টালাপ করিবি।

আগের মত ভালবাসা, সইলো, আবার চাই;
পূর্ণ পাত্র লয়ে আর; চল্ সেখানে যাই।
দেখবি সেথায়, সোয়ামী আমার, উঠেছে বাঁচিয়া;
বল্‌বি দুটো মিষ্টি কথা, সয়ারে তুই গিয়া।

ছাগী ভাবিল, ‘এই পাপিষ্ঠা আমারে বঞ্চনা করিতে চায়। স্পষ্টতঃ শত্রুতা করাও ভাল হইবে না; ইহাকে কৌশলে বঞ্চনা করিতে হইবে।’ ইহা স্থির করিয়া সে ষষ্ঠ গাথা বলিল :

সুখে থাক্ তুই, সইলো আমার, পূর্ণ পাত্র দিব;
সঙ্গে লয়ে চাকর বাকর, এখনি আসিব।
তুই আগে যা, গিয়া যোগাড় কর্‌গে তাদের তরে
ভাল ভাল খাবার জিনিস্, আছে যা তোর ঘরে।

শৃগালী তখন ছাগীকে তাহার অনুচরদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল :

চাকর বাকর সই, কেমন তোর, কি কি নাম ধরে,
খাবার যোগাড় যাদের তরে করবো গিয়া ঘরে?

ছাগী বলিল :

“চারটা কুকুর চাকর আমার; শুন্‌বি তাদের নাম?
মালিক আর চতুরাক্ষ (যার) যমালয়ে ধাম,
পিঙ্গিক, যার কটা রংটা দেখলে লাগে ভয়,
জম্বুক, যে কার্ত্তিকেয়ের সাথে সদা রয়।
এরাই আমায় রক্ষা করে, এদের খাবার তরে
কর্‌গে যোগাড়, সাধ্যি যা তোর, গিয়ে এখন ঘরে।

ইহাদের এক একটার সঙ্গে আবার পাঁচশ কুকুর থাকে। তবেই আমার সঙ্গে দুই হাজার কুকুর যাইবে। যদি তারা খাবার না পায় তাহা হইলে তোকে ও তোর স্বামীকে খাইয়া ফেলিবে।” ইহা শুনিয়া শৃগালীর এত ভয় হইল যে, সে ভাবিল, ‘ছাগীর আর সেখানে গিয়া কাজ নাই, যাহাতে সে না যায়, কোন না কোন উপায়ে তাহাই করিতে হইবে।’ সে বলিল :

ঘর ছেড়ে তুই গেলে লো, সই, এই ভয় আমার,
কি জানি কোন দুষ্ট এসে লুঠ্‌বে তোর ভাণ্ডার।
তাই বলি, সই, থাক্ এখানে, গিয়ে কাজ নাই;
আমি গিয়ে সয়ারে তোর আনন্দ জানাই।

ইহা বলিয়া শৃগালী মরণভয়ে এক ছুটে স্বামীর নিকট ফিরিয়া গেল এবং তাহাকে লইয়া সে অঞ্চল হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর তাহারা আর সে মুখো হইতে পারে নাই।

সমবধান : তখন আমি ঐ অরণ্যের একটা বৃহৎ বনস্পতিতে দেবতারূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

----

৪৩৮. তিত্তির-জাতক

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতিকালে, দেবদত্ত তাঁহার বধার্থ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে, এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “অহো, দেবদত্ত কি নির্লজ্জ ও অনার্য্য; সে অজাতশত্রুর সহিত মিলিয়া এবংবিধ উত্তম গুণধর সম্যকসম্বুদ্ধের বিনষ্ট করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।” এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এখন কিন্তু সে আমার মনে ত্রাসমাত্র জন্মাইতে পারে না। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসীতে এক সুবিখ্যাত আচার্য্য পঞ্চশত মাণবককে শিক্ষা দিতেন। তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমি এখানে থাকিলে নানা বাধা বিঘ্ন ঘটে, ছাত্রদিগেরও প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয় না। অতএব হিমালয়ে গিয়া বনে বাস করিব ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব।’ তিনি ছাত্রদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা তিল, তণ্ডুল, তৈল, বস্ত্রাদি আনাইলেন এবং বনে গিয়া রাজপথের অনতিদূরে এক স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ছাত্রেরাও নিজ নিজ পর্ণশালা প্রস্তুত করিল। তাহাদের জ্ঞাতিবন্ধুরা তণ্ডুলাদি পাঠাইত। একজন সুবিখ্যাত

আচার্য্য বনে আসিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া রাজ্যবাসী অন্যান্য লোকেও তাঁহার জন্য তণ্ডুলাদি লইয়া যাইত; যাহারা ঐ বনকান্তারে উপস্থিত হইত, তাহারাও বহু দ্রব্য দিত; এক ব্যক্তি আচার্য্যকে দুগ্ধপানার্থ একটা সবৎসা ধেনু দান করিয়াছিল।

তাঁহার পর্ণশালার নিকটে দুইটি শাবক লইয়া একটা গোধা থাকিত; এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। একটা তিত্তিরও সেখানে নিয়ত নিবদ্ধভাবে বাস করিত এবং আচার্য্য যখন শিষ্যদিগকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন, তখন তাহা শুনিত। এইরূপে ক্রমে সে বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইল।

কালক্রমে, শিষ্যদিগের শিক্ষাপরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই, আচার্য্যের মৃত্যু ঘটিল। শিষ্যেরা তাঁহার শবদাহ করিল, শ্মশানে একটা বালুকাস্তূপ প্রস্তুত করিয়া বহুবিধ পুষ্পের দ্বারা সেখানে পূজা করিল এবং আচার্য্যের শোকে রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল। তিত্তির তাহাদের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, "আমাদের শিক্ষাসমাপ্তির পূর্ব্বেই আচার্য্য মারা গিয়াছেন; সেই জন্য কান্দিতেছি।" "যদি তাহাই হইয়া থাকে, তথাপি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক; এখন হইতে আমিই তোমাদিগকে বেদ শিখাইব।" "তুমি বেদ জানিলে কিরূপে?" আচার্য্য যখন তোমাদিগকে পাঠ দিতেন, তখন আমি তাহা শুনিতাম। এইরূপে আমি বেদ তিনখানি আয়ত্ত করিয়াছি।" "আপনি যাহা আয়ত্ত করিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিন।" "তবে শুন।" ইহা বলিয়া তিত্তির তাহাদের নিকট বেদের দুরূহ অংশগুলি এমন সহজে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন গিরিশৃঙ্গ হইতে নদী অবতরণ করিতেছে। ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া শিষ্যেরা ঐ সময় হইতে তিত্তির পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভাস করিতে লাগিল। তিত্তির পণ্ডিতও সুবিখ্যাত আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হইল। শিষ্যেরা তাহার জন্য সুবর্ণ পঞ্জর প্রস্তুত করিল এবং উহার উপর একটা চন্দ্রাতপ বুলাইয়া রাখিল; তাহারা তাহাকে সুবর্ণপাত্রে মধু মিশ্রিত লাজা খাইতে দিত, নানা বর্ণের পুষ্পদ্বারা তাহার পূজা করিত। ফলতঃ তাহারা নানা প্রকারে এই তিত্তিরের প্রতি সম্মান দেখাইত। তিত্তির পণ্ডিত বনমধ্যে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারকে বেদ শিক্ষা দিতেছে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে এই সংবাদ প্রচারিত হইল।

অনন্তর জম্বুদ্বীপে একটা মহোৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। লোকে এই সমারোহ দেখিবার জন্য ছুটিল। উৎসবক্ষেত্রটি বহুজনসমাকীর্ণ গিরিশিখরস্থিত সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিত্তির পণ্ডিতের যে সকল ছাত্র ছিল, তাহাদের মাতা পিতা স্ব স্ব পুত্রদিগকে উৎসব দেখিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। ছাত্রেরা তিত্তিরের অনুমতি লইল এবং তিত্তিরের তত্ত্বাবধান ও

আশ্রমরক্ষার ভার গোধার উপর দিয়া স্ব স্ব নগরে চলিয়া গেল।

এক দুঃস্থ[১] দুষ্ট তপস্বী নানা দেশ বিচরণপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইল। গোধা তাহার অভ্যর্থনা করিল এবং 'অমুক যায়গায় চাউল আছে, অমুক যায়গায় তৈল লবণ ইত্যাদি আছে, ভাত রান্ধিয়া খাউন' বলিয়া নিজের আহারের চেষ্টায় গেল। তপস্বী পূর্ব্বাহ্নে অন্নপাক করিয়া গোধার শাবক দুইটা মারিল এবং তাহাদের মাংসে সূপ প্রস্তুত করিয়া খাইল, মধ্যাহ্নে তিত্তির পণ্ডিতকে ও বাছুরটাকে মারিয়া উদরসাৎ করিল, অপরাহ্নে গাভীটা ফিরিয়াছে দেখিয়া তাহাকেও মারিল এবং মাংস খাইয়া গাছতলায় শুইয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গোধা ফিরিয়া শাবক দুইটিকে না পাইয়া খুঁজিতে লাগিল। বৃক্ষদেবতা দেখিতে পাইলেন, গোধা শাবক দুইটির অদর্শনে কাঁপিতেছে। তিনি দিব্যানুভাব-বলে তরুস্কন্ধস্থ কোটরে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গোধে, কাঁপিয়া লাভ নাই; এই পাপাত্মা তোমার শাবক দুইটি, তিত্তির, বৎস ও ধেনু, সকলকে বধ করিয়াছে; গ্রীবাদেশে দংশন করিয়া ইহার প্রাণান্ত কর।" গোধার সহিত এইরূপে আলাপ করিবার কালে বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

অন্ন খাওয়াইলে যারে, সেই দুরাচার নিরীহ সন্তান দুটি খেয়েছে তোমার।
জীবনান্ত কর এর দংশিয়া গ্রীবায়; প্রাণ লয়ে ঘরে যেন নাহি ফিরে যায়।

অনন্তর গোধা দুইটি গাথা বলিল :

ধাত্রীর শাটকবৎ সর্ব্বাঙ্গ ইহার মল লিপ্ত; হেন কোন অঙ্গ পাওয়া ভার,[২]
যেখানে দশন যোর অশুচি না হয়ে পাঠাইতে পারে এরে যমের আলয়ে।
অকৃতজ্ঞ অবসর খোঁজে অনুক্ষণ, উপকারকের ক্ষতি করিবে কখন।
সসাগরা বসুন্ধরা দিয়াও তাহায় তুষিতে কস্মিন্‌কালে পারা নাহি যায়।

ইহা বলিয়া গোধা ভাবিল, 'এ জাগিলে আমাকেও খাইবে।' এজন্য সে নিজের প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিল। পূর্ব্বে যে সিংহের ও ব্যাঘ্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা তিত্তিরেরও বন্ধু ছিল। তখন তাহারা তিত্তিরের সঙ্গে দেখা করিত; কখনও বা তিত্তির গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া আসিত। যে

---

[১]। 'নিগ্‌গতিকো'। পাঠান্তর 'নিক্‌কারুণিকো—নিষ্ঠুর। কেহ কেহ 'নিগণ্ঠো'—নির্গ্রন্থ এই পাঠও অনুমোদন করেন।।

[২]। আজীবক প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর প্রব্রাজকেরা অতি অপরিষ্কৃত দেহে থাকিত। এই গাথায় তাহাদের সেই কদভ্যাসের দিকে কটাক্ষ আছে। মস্করিগোশালিপুত্র আজীবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আজীবকদিগের সহিত জৈব ও বুদ্ধদিগের বিষম শত্রুতা ছিল। আজীবক সন্ন্যাসীরা নগ্নদেহে থাকিতেন।

দিনের কথা হইতেছে, সে দিন সিংহ ব্যাঘ্রকে বলিল, "ভাই, অনেক দিন তিত্তিরের সঙ্গে দেখা হয় নাই; আজ বোধ হয় সাত আট দিনের কম হইবে না। তুমি গিয়া তাহার সংবাদ লইয়া আইস।" ব্যাঘ্র ইহাতে সম্মত হইল এবং যখন গোধা পলায়ন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া দেখিল যে, দুরাচার তাপস নিদ্রা যাইতেছে; আর তাহার জটার ভিতর তিত্তির পণ্ডিতের পালক এবং ধেনু ও বৎসের অস্থিগুলি রহিয়াছে। ব্যাঘ্ররাজ এই সমস্ত দেখিল; সুবর্ণ পঞ্জরে তিত্তিরকেও দেখিতে পাইল না; কাজেই সে ভাবিল, সে পাপিষ্ঠই বোধ হয় ইহাদিগকে বধ করিয়াছে। সে তাহাকে পদাঘাতে জাগাইল; পাপিষ্ঠ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া মহা ভীত হইল। ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসিল, "তুমি ইহাদিগকে মারিয়া খাইয়াছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি মরিও নাই, খাইও নাই।" 'পাপাচার, তুই না মারিলে আর কে মারিবে বল্? সত্য কথা বল্, নইলে তোর প্রাণ বাঁচিবে না" সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'গোধার ছানা দুইটা, বাছুরটা ও গরুটা মারিয়া খাইয়াছি বটে, কিন্তু তিত্তিরকে মারি নাই।" সে বার বার এইরূপ বলিলেও ব্যাঘ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না; সে জিজ্ঞাসিল, "তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্?" "আমি প্রভু, কলিঙ্গদেশে বণিক্‌দিগের পণ্যভার বহন করিতাম; তাহার পর এই এই কাজ করিয়া এখানে আসিয়াছি" সে এইরূপে নিজের সমস্ত কৃতকর্ম্মের বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বলিল, 'পাপিষ্ঠ তুই তিত্তিরকে না মারিলে আর কে মারিবে? চল্, তোকে মৃগরাজ সিংহের নিকট লইয়া যাই। ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র লোকটাকে আগে আগে রাখিয়াও ভয় দেখাইতে দেখাইতে লইয়া গেল। ব্যাঘ্ররাজ লোকটাকে লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিংহ নিম্নলিখিত গাথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :

কি হেতু, সুবাহু তুমি[১] এত ত্বরান্বিত আসিতেছ হেথা এই যুবক-সহিত?
ত্বরায় কারণ তুমি ত্বরা করি বল; শুনিতে আমার তাহা বড় কুতূহল।

ইহার উত্তরে ব্যাঘ্র পঞ্চম গাথা বলিল :

পরম পণ্ডিত সখা তিত্তির তোমার— বুঝি যা নিধন আজ হইয়াছে তাঁর।
শুনি এই পুরুষের জীবন-কাহিনী, তিত্তির যে আছে সুখে, নাহি মনে মানি।

তখন সিংহ ষষ্ঠ গাথা বলিল :

জীবন-কাহিনী এর বল কি শুনিলে?
কিরূপ দিয়াছে এই আত্ম-পরিচয়?"

---

[১]। ব্যাঘ্রদেহের পুরোবর্ত্তী অর্দ্ধ অতি সুগঠিত বলিয়া ব্যাঘ্রকে সুবাহু বলা হইয়াছে। বর্ণরোহ-জাতকেও (৩৬১) ব্যাঘ্রের এই নাম দেখা যায়।

কি কি কার্য্য হেতু এর সিদ্ধান্ত করিলে,
তিত্তিরে করিল বধ এই দুরাশয়?

সিংহের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাঘ্র শেষের তিনটি গাথা বলিল :

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্য ভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক্ গেল দেশ দেশান্তরে
দুর্গম বন্ধুর পথে, চলিতে-যাহাতে

বেত্রের সাহায্য বিনা নাহি পারে কেহ।
মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ড-যুদ্ধ দর্শকসমাজে?
আবার ব্যাধের সঙ্গে হইয়া মিলিত
ধরিল বনের পশু বাগুরা বিস্তারি।

কত বা করিব এর কুকার্য্য বর্ণন।
ধরিল জীবিকা-হেতু ফাঁদ পাতি পাখী;
কয়ালের কাজ করি, ধান্যাদি মাপিয়া
করিল অর্জ্জন কিছু, শেষে দ্যূতে হারি
খোরাইল যাহা ছিল বুদ্ধির বিপাকে।

সংযম কাহাকে বলে কভু না জানিল।
ঘাতক হইয়া পুনঃ দণ্ডগ্রস্ত যারা

রাজাজ্ঞায়, হস্তপদ ছেদি তাহাদের
কুণ্ডকের ধুমদানে অদ্ধরাত্রি কালে
রোধিল রক্তের স্রোত ক্ষতস্থান হ'তে।
আজীবক হ'ল শেষে প্রব্রজ্যার কালে
উষ্ণ পিণ্ডে হ'ল দগ্ধ হস্ত পাপাত্মায়।[১]

এই ত শুনেছি, ভাই কাহিনী ইহার।
বিচারি, এ সব এক সঙ্গে মিলাইয়া,
জটান্তরে দেখি সেই লোমপিণ্ড আর,
মনে হয়, গাইটারে মেরেছে পামর;
মেরেছে যে তিত্তিরেরে, তাহাও নিশ্চয়।

---

[১]। টীকাকার বলেন যে আজীবকেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যখন প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইত, তখন তাহাদের হাতে উষ্ণ অন্নপিণ্ড দিবার প্রথা ছিল।

সিংহ ঐ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি তিত্তির পণ্ডিতকে মারিয়াছে কি?” সে উত্তর দিল হাঁ, প্রভু।” প্রকৃত উত্তর দিল বলিয়া সিংহ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ব্যাঘ্র বলিল, “এই পাপাত্মার প্রাণ নাশ করাই কর্ত্তব্য।” সে তাহাকে দন্তদ্বারা দংশন করিল এবং একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। এ দিকে ছাত্রেরা ফিরিয়া আসিল এবং তিত্তির পণ্ডিতকে দেখিতে না পাইয়া পরিদেবন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।”

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই জটাধর তাপস, কৃশাগৌতমী ছিলেন সেই গোধা, মৌদ্গল্যায়নছিলেন সেই ব্যাঘ্ররাজ, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, কাশ্যপ ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই তিত্তির পণ্ডিত।

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক (তৃতীয় খণ্ড) সমাপ্ত]

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

(অর্থাৎ, গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত
ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে)

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক অনূদিত

উৎসর্গ

যাঁহার অপরিসীম স্নেহের কথা এই ষষ্ঠি বৎসরেও ভুলিতে
পারি নাই, যাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সামান্য হইলেও
শৈশবে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সেই মাতা
অপেক্ষাও গরীয়সী পরম শুদ্ধচারিণী মাতামহী
দেবী চন্দ্রমণির তৃপ্তি সাথনার্থ আমার
বহুশ্রমসাধ্য জাতকের চতুর্থ খণ্ড
তাঁহারই পবিত্র নামে
উৎসর্গ করিলাম।

ক্রোড়পত্র

উম্মাদয়ন্তী-জাতকের (৫২৭) আখ্যায়িকা জাতকমালায় (১৩) এবং কথাসরিৎসাগরেও (৯১-ম তরঙ্গ) দেখা যায়। কথাসরিৎসাগরে রাজার নাম যশোধন, সেনাপতির নাম বলধর এবং নায়িকার নাম উম্মাদিনী। যশোধন কামানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি উম্মাদিনীকে গ্রহণ করেন নাই।

পালি সাহিত্যে সুজম্পতি (ইন্দ্র) এবং সহম্পতি (মহাব্রহ্মা) এই দুইটি শব্দ দেখা যায়। উদীচ্য বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দ দুইটি যথাক্রমে সুজাম্পতি ও সহম্পতি। ইহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা কঠিন। পালি পণ্ডিতদিগের মধ্যে 'সুজা' ইন্দ্রের পত্নীর নাম; কিন্তু 'সহ' বা 'সহা' কি? বেদে 'সুজা' শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত চমসবিশেষের নাম। যজ্ঞে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যে দেবত্ব আরোপিত হইত। অতএব 'সুজম্পতি' বা সুজাম্পতি শব্দের এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। 'সহম্পতি' বা 'সহাম্পতি' বোধ হয়, 'স্বধা' কিংবা 'স্বাহা' শব্দজ।

সূচিপত্র

খুদ্দকনিকায়ে জাতক (চতুর্থ খণ্ড)

দশ নিপাত

একাদশ-নিপাত

দ্বাদশ-নিপাত

ত্রয়োদশ নিপাত

প্রকীর্ণক নিপাত

বিংশতি নিপাত

খুদ্দকনিকায়ে

জাতক

চতুর্থ খণ্ড

দশ নিপাত

৪৩৯. চতুর্দ্বার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতের প্রথম জাতকে (গৃধ্রজাতক, ৪২৭) সবিস্তর বলা হইয়াছে। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত অবাধ্য?' ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ ভগবান, এ কথা মিথ্যা নহে।' শাস্তা বলিলেন, 'তুমি পূর্ব্বকালেও অবাধ্যতাবশত পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্ষুরচক্র প্রাপ্ত হইয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে দশবল কাশ্যপের সময়ে বারাণসী নগরে অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি কোন শ্রেষ্ঠীর মিত্রবিন্দক নামে এক পুত্র ছিল। শ্রেষ্ঠী-দম্পতি স্রোতাপন্ন উপাসক ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পুত্র মিত্রবিন্দক নিতান্ত দুঃশীল ও অশ্রদ্ধ হইয়াছিল।

কালক্রমে মিত্রবিন্দকের পিতার মৃত্যু হইল; তাহার মাতা সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মিত্রবিন্দককে বলিলেন, 'দেখ, মানবজন্ম বড় দুর্লভ। তুমি যখন এই জন্ম লাভ করিয়াছ, তখন দানরত হও, পোষধের দিনে শীল পালন কর এবং ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর।' মিত্রবিন্দক বলিল, 'মা, দানাদি আমার ভাল লাগে না; তুমি আমাকে ও সব কথা বলিও না; আমি এ জন্মে যেভাবে চলিব, পরজন্মে সেইরূপ ফল লাভ করিব। তোমার তাতে কি?' পুত্রের নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়াও একদা পৌর্ণমাসীর পোষধ-দিনে মাতা বলিলেন, 'বৎস, অদ্যকার দিন মহাপোষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তুমি অদ্য পোষধ-ব্রত গ্রহণ কর, বিহারে যাও, এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মকথা শ্রবণ কর। তুমি ফিরিয়া আসিলে, আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা দান করিব।'

মিত্রবিন্দক ধনলোভে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পোষধ-ব্রত গ্রহণ করিল। সে প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক বিহারে গেল, দিনমান সেখানে কাটাইল; কিন্তু রাত্রিকালে, পাছে একটি ধর্ম্মকথাও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় অন্যত্র গিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং পরদিন প্রত্যুষে মুখ ধুইয়া গৃহে ফিরিল।

এদিকে তাহার মাতা ভাবিয়াছিলেন, 'আমার পুত্র অদ্য ধর্ম্মকথা শুনিয়া উপদেশক স্থবিরকে লইয়া প্রাতঃকালেই গৃহে ফিরিবে।' সেই জন্য তিনি যবাগূ ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ও আসন স্থাপন করিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, পুত্র একাকী আসিতেছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা, ধর্ম্মকথক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আসিলে না কেন?' 'ধর্ম্মকথক দিয়া কি করিব, মা?' 'নাই করিলে, বাবা। এখন এই যবাগূ পান কর।' 'তুমি বলিয়াছিলে আমায় সহস্র মুদ্রা দিবে; আগে তাহা দাও, পরে যবাগূ পান করিব।' 'আগে পান কর, শেষে অর্থ পাইবে।' 'অর্থ না পাইলে পান করিব না।' মাতা আগত্যা তাহার সম্মুখে সহস্র মুদ্রার একটি তোড়া রাখিয়া দিলেন।

তখন মিত্রবিন্দক যবাগূ পান করিল, মুদ্রা লইয়া চলিয়া গেল এবং ব্যবসার দ্বারা অচিরে বিংশতি লক্ষ উপার্জ্জন করিল।

ইঁহার পর সে সঙ্কল্প করিল যে, একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য করিবে। সে নৌকা সংগ্রহ করিয়া জননীকে বলিল, 'আমি এই নৌকায় (পণ্য বোঝাই করিয়া) বাণিজ্য করিব।' ইহা শুনিয়া তাহার মাতা বলিলেন, 'বাছা, তুই আমার একমাত্র পুত্র; আমার ঘরে ধনের অভাব নাই; সমুদ্রে কত বিপদ ঘটিয়া থাকে; তুই যাস না।' কিন্তু সে উত্তর করিল, 'আমি যাইবই যাইব; তোমার সাধ্য কি যে আমায় নিবারণ কর?' জননী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আমি তোকে যাইতে দিব না।' কিন্তু পাপাত্মা জননীর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল, তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল।

মিত্রবিন্দকের পাপাচার-বশতঃ সপ্তম দিবসে তাহার পোত সমুদ্রবক্ষে নিশ্চল হইয়া রহিল। পোতারোহিগণ, আপনাদের মধ্যে কে কালকর্ণিক, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য গুটিকাপাত করিল; উহা তিন বারই মিত্রবিন্দকের নামে নিপতিত হইল। তখন তাহারা মিত্রবিন্দকের জন্য একখানা ভেলক প্রস্তুত করিল এবং 'একজনের জন্য কেন অনেকে বিনষ্ট হইব?' এই বলিয়া তাহাকে সমুদ্রে নামাইয়া দিল। তাহাদের পোত তৎক্ষণাৎ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া মহাবেগে চলিতে লাগিল।

এ দিকে মিত্রবিন্দক ভেলকারোহণে ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপে উপস্থিত

হইল। সেখানে সে একটা স্ফাটিক বিমানে চারিজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। তাহারা সপ্তাহ কাল দুঃখ এবং সপ্তাহ কাল সুখভোগ করিত। মিত্রবিন্দক তাহাদের সহিত সপ্তাহকাল সুখ ভোগ করিল; কিন্তু অতঃপর দুঃখভোগার্থ অন্যত্র যাইবার সময়ে তাহারা বলিল, 'স্বামিন, আমরা সপ্তাহ পরে ফিরিব; যতদিন আমরা প্রত্যাগমন না করি, ততদিন আপনি এখানে নিরুদ্বেগে বাস করুন।' মিত্রবিন্দককে এই পরামর্শ দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ মিত্রবিন্দক পুনর্ব্বার ভেলকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিল এবং যাইতে যাইতে আর একটি দ্বীপে উপনীত হইল। সেখানে সে একটা রাজতবিমানে আটজন প্রেতিনী দেখিতে পাইল। অনন্তর পূর্ব্ববৎ দ্বীপান্তরে গিয়া সে একস্থানে মণিময় বিমানে ষোলজন এবং অন্যত্র হিরন্ময়বিমানে বত্রিশ জন প্রেতিনীর দর্শন লাভ করিল। মিত্রবিন্দক ইহাদের সঙ্গেও প্রথমে সুখ ভোগ করিল; কিন্তু যখন তাহারা দুঃখভোগার্থ চলিয়া গেল, তখন সে আবার ভেলকে আরোহণ করিল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে হইতে একটা প্রাকার-পরিবেষ্টিত চতুর্দ্বার নগরে উপস্থিত হইল। এই নগর উৎসাদ নামক নরক; এখানে বহুজীব নিরয়গামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মিত্রবিন্দকের চক্ষে ইহা অতি মনোহর স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে ভাবিল, 'আমি এই নগরে প্রবেশ করিয়া এখানকার রাজা হইব।' অনন্তর নগরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিতে পাইল, এক পাপী মস্তকে ক্ষুরচক্র[১] বহন করিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু মিত্রবিন্দক মনে করিল উহা ক্ষুরচক্র নহে, প্রস্ফুটিত শতদল। সে ঐ ব্যক্তির বক্ষঃস্থ পঞ্চাঙ্গিক বন্ধনকে[২] বহুমূল্য পরিচ্ছদ, শিরোবিগলিত রক্তধারাকে লোহিতচন্দনবিলেপ ও আর্ত্তনাদকে সুমধুর সঙ্গীত মনে করিল এবং তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনি তো বহুক্ষণ এই পদ্মটি মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন; এখন একবার আমায় ধরিতে দিন না।' সে বলিল, 'ভদ্র, এ পদ্ম নহে, ক্ষুরচক্র।' 'আপনি আমায় ইহা দিবেন না বলিয়াই এ কথা বলিতেছেন।' তখন নিরয়বাসী ব্যক্তি ভাবিল, 'এত দিনে, দেখতেছি, আমার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে। এও বোধ হয় আমারই ন্যায় মাতাকে প্রহার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। বেশ, তবে ইঁহার মস্তকেই ক্ষুরচক্র অর্পণ করা যাউক।' অনন্তর সে বলিল, 'আসুন, মহাশয়, পদ্ম গ্রহণ করুন।' ইহা বলিয়া সে মিত্রবিন্দকের মস্তকে ক্ষুরচক্র ফেলিয়া দিল; উহা হতভাগ্যের মস্তক করিতে পেষণ আরম্ভ করিল। মিত্রবিন্দক তখন বুঝিতে পারিল, উহা

---

[১]। যে চক্রের ধার ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ।

[২]। যাহাদ্বারা তাহার পাঁচটি অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা ও মাথা) বান্ধা ছিল।

প্রকৃতই ক্ষুরচক্র। সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও', 'তোমার ক্ষুরচক্র ফিরাইয়া লও', কিন্তু তখন সে লোকটা পলায়ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া উৎসাদ পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপনীত হইলে মিত্রবিন্দক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'প্রভো দেবরাজ, মুষলে যেমন তিল পেষণ করে এই ক্ষুরচক্রও তেমনি আমার মস্তক পেষণ করিতেছে। আমি কি পাপ করিয়াছি (যে আমার এরূপ দণ্ড)? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে মিত্রবিন্দক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :

১. লৌহময়ী পুরী এই চতুর্দ্বারযুত,
সুদৃঢ় প্রাকারে ইহা চৌদিকে বেষ্টিত;
হেন স্থানে অবরুদ্ধ হইলাম, হায়,
কি পাপের ফলে আমি, বল, মহাশয়।

২. রুদ্ধ দ্বার সমুদয়, হায়রে এখন
রয়েছি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন।
চক্রের তাড়নে হয় অসহ্য যন্ত্রণা,
বল, যক্ষ[১], কেন হেন পাই বিড়ম্বনা।

অনন্তর দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা তাহাকে কারণ বুঝাইয়া দিলেন :

৩. লভিতে বিংশতি লক্ষ-প্রমাণ কাঞ্চন,
তবু না শুনিলে হিতকামীর বচন।

৪, ৫. লঙ্ঘিলে বিশাল সিন্ধু বিপত্তিসঙ্কুল,
পাইলে সঙ্গিনীরূপে ললনাবহুল—
চারি, আট, ষোল, শেষে বত্রিশ রমণী;
তবু অসন্তুষ্ট তুমি। লালসা এমনি?
শুন মূঢ়, এবে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা তরে
ক্ষুরচক্র ঘুরে তব মস্তক উপরে।

৬. সন্তোষে বঞ্চিত যেবা, লালসার দাস,
কিছুতেই কভু যার পুরে না ক আশ;
উত্তর উত্তর যার লোভের বর্দ্ধন,
সেই করে ক্ষুরচক্র মস্তকে বহন।

---

[১]। এই জাতকে বোধিসত্ত্বকে একবার যক্ষ, একবার দেবরাজ বলা হইয়াছে।

৭. প্রচুর পৈতৃক ধন; তুষ্ট নয় তায়,
অজ্ঞাত সমুদ্রপথে আরো পেতে ধায়,
সদসৎ বুঝিবারে সাধ্য নাহি যার,
ক্ষুরচক্র ঘুরে সদা মস্তকে তাহার।

৮. মানব সমাজে পণ্ডিত যে জন,
কর্ত্তব্য বিচারে সদা তাঁর মন।
ধর্মলব্ধ ধন পর্য্যাপ্ত তাঁহার;
অসৎ উপায়ে না অর্জেন আর।[১]
হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
সযতনে তিনি করেন শ্রবণ,
ক্ষুরচক্র কভু ডারে না আসিতে
এ হেন ধার্ম্মিকপ্রবরে ত্রাসিতে।

ইহা শুনিয়া মিত্রবিন্দক ভাবিল, 'এই দেবপুত্র আমার সমস্ত কৃতকর্ম্ম জানিতে পারিয়াছেন। আমি কত কাল দণ্ড ভোগ করিব, তাহাও ইঁহার নিশ্চিত জানা আছে। অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নবম গাথা বলিল :

৯. বল যক্ষ, বল মোরে, বল ভাই, দয়া করি,
কতকাল এই চক্র রবে মোর শির' পরি।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব দশম গাথা বলিলেন :

১০. যতদিন পাপের না হইবে ক্ষয়,
ঘুরিবে মস্তকোপরি এ চক্র তোমার;
পাইবে তাহাতে তুমি দুঃখ অতিশয়,
অথচ না মৃত্যু তব করিবে উদ্ধার।

এই বলিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; মিত্রবিন্দক মহা দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল।

☞ এই আখ্যায়িকার সহিত পঞ্চতন্ত্রের (৫/২) সিদ্ধিবর্ত্তিকা-চতুষ্টয় বৃত্তান্ত তুলনীয়। প্রথম খণ্ডে ৪১, ৮২, ১০৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯-সংখ্যক জাতকেও মিত্রবিন্দকের কথা আছে। দিব্যাবদানে মিত্রবিন্দকের নাম মৈত্রকন্যক।

[**সমবধান :** তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ]

---

[১]। তু. যল্লভসে নিজকর্ম্মোপার্ত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম।

৪৪০. কৃষ্ণ-জাতক

[শাস্তা কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে[১] অবস্থিতি করিবার সময়ে স্মিত-প্রাদুষ্করণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে একদিন সায়াহ্নে শাস্তা ভিক্ষুসজ্ঘ পরিবৃত হইয়া ন্যগ্রোধারামে পাদচারণ করিতে করিতে একস্থানে হাসিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া স্থবির আনন্দ ভাবিলেন, 'কি হেতু ও কি কারণে ভগবান হাস্য করিলেন? কোন হেতু বিনা কখনও, তথাগতদিগের মুখে হাস্য প্রাদুর্ভূত হয় না, অতএব জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই স্থির করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্তা বলিলেন, 'আনন্দ, পুরাকালে কৃষ্ণ-নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি এই ভুভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যান করিতেন ও ধ্যানরত থাকিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রভবন পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।' কিন্তু এই উত্তর হাস্যের কারণ নির্দ্দেশে পর্য্যাপ্ত হইল না বলিয়া অতঃপর তিনি স্থবিরের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরে এক অশীতিকোটিবিভব-সম্পন্ন, অপুত্রক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পুত্র-কামনায় শীলব্রত গ্রহণ করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলে লোকে তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া নামকরণ দিবসে তাঁহার 'কৃষ্ণকুমার' এই নাম রাখে।

কৃষ্ণকুমারের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি মণিময় প্রতিমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইল বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ব্রাহ্মণ এক উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। অনন্তর কৃষ্ণকুমার যথাকালে মাতাপিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

একদিন কৃষ্ণকুমার রত্নভাণ্ডারসমূহ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট পল্যঙ্ক আসীন হইয়া সুবর্ণপট্ট আনাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, অমুক ব্যক্তি এত ধন উপার্জ্জন উৎপাদন করিয়াছিলেন, অমুক এত ধন ইত্যাদি। ইহাতে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যাহাঁরা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই, কেবল তাঁহাদের উপার্জ্জিত ধনই দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের কেহই এই ধন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কেহই ধনের পুঁটুলি বান্ধিয়া পরলোকে লইয়া যাইতে পারে নাই; চোর,

---

[১]। ন্যগ্রোধ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের উদ্যান।

অরি, রাজা, জল ও অগ্নি, এই উপদ্রবপঞ্চকে ধনের বিনাশ ঘটে। এবংবিধ অসার ধনের দানই প্রকৃষ্ট প্রয়োগ; এইরূপ বহুব্যাধি-প্রপীড়িত অসার শরীরের পক্ষে শীলবানদিগের সেবাভিবাদনই সারকর্ম্ম, এবং অনিত্যতাভিভূত অসার জীবনের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানলাভই প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব এই অসার ভোগৈশ্বর্য্য হইতে সার-গ্রহণার্থ আমি দানে প্রবৃত্ত হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইলেন।[১]

কৃষ্ণকুমার সাত দিন দান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধনের ক্ষয় দেখা গেলনা। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'আমার ধনে কি প্রয়োজন? জরায় অভিভূত হইবার পূর্ব্বেই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।' অনন্তর তিনি গৃহের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন এবং ঘোষণা করাইলেন, 'আমি সমস্তই দান করিলাম মনে করিয়া, যে যাহা ইচ্ছা লইয়া যাউক।' অনন্তর তিনি ঘৃণার সহিত সমস্ত বিষয়-বাসনা অশুচিবৎ পরিহার করিয়া নগর হইতে চলিয়া গেলেন; তাঁহার গমন সময়ে সমস্ত নগরবাসী রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, (কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না)। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং নিজের বাসের জন্য কোন রমণীয় স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এই ভূভাগে উপস্থিত হইয়া 'এখানেই বাস করিব' এই সঙ্কল্পে একটা ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষকে[২] নিজের গোচরস্থানরূপে[৩] নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাহারই মূলে অবস্থিতি করিলেন। তিনি কখনও গ্রামের মধ্যে গিয়া শয়ন করিতেন না; তিনি সম্পূর্ণরূপে আরণ্যক[৪]

---

[১]। পূর্ব্বেও কোন কোন জাতকে দেখা গিয়াছে, সঞ্চিত ধন দান করিতে হইলে রাজার অনুমতি লইতেন। ইহার কারণ কি? সপিণ্ডাদি কোন দায়াদ না থাকিলেই রাজা উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, যখন পুত্র পত্নী প্রভৃতি কোন সপিণ্ডের বা সমানোদকের অভাব হইত, তখনই ধনস্বামীরা মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা দান করিতে ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন। মোগল সম্রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, আমীর ওমরাহগণ যে ধন রাখিয়া যাইতেন, পাৎসাহ তাহার উত্তরাধিকারী হইতেন। তবে তিনি মৃত ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততির জীবিকা নির্ব্বাহেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। হিন্দু শাসনকালে কিন্তু এরূপে মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না।

[২]। ইন্দ্রবারুণি (Cucumis Colocynthus) মাকাল। কিন্তু ইহা লতা, বৃক্ষ নহে।

[৩]। গোচরস্থান অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে।

[৪]। এই সকল বিশেষণ দ্বারা কয়েকটি ধুতাঙ্গের (ধুতগুণের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ধুতাঙ্গ বা ধুতগুণ সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১০৬৫ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এখানে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকুমার আরণ্যক, বৃক্ষমূলিক, অভ্রাবকাশিক, নিষদ্যিক ও একাসনিক হইয়াছিলেন। অভ্রাবকাশিক কুটীরাদির আশ্রয় লন না। তিনি উন্মুক্ত স্থানে

হইলেন। তিনি কোন পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন না; তিনি বৃক্ষমূলিক, নিষদ্যিক ও অভ্রাবকাশিক হইয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কখনও শুইবার ইচ্ছা হইলে তিনি ভূমিতেই শয়ন করিতেন। তিনি দন্তমুষলিক হইলেন অর্থাৎ তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য উদুখল-মুষলাদির প্রয়োজন হইত না, তিনি খাদ্যদ্রব্য অগ্নিতে পাক না করিয়া চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতেন।

যাহা তুষাবৃত হইয়া জন্মে, তিনি এমন কোন দ্রব্য আহার করিতেন না। তিনি দিবসে একবার মাত্র আহার করিতেন এবং একাসনে বসিয়াই আহার শেষ করিতেন। তিনি পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর ন্যায় ক্ষমাশীল হইলেন এবং এতগুলি ধূতগুণে অলকৃত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব এইবার অতি অল্পমাত্র ইচ্ছা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ তাপস অতি অল্পদিনের মধ্যে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ উৎপাদনপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি বন্যফলাদির জন্য অন্যত্র যাইতেন না; ঐ বৃক্ষে যখন ফল হইত তখন সেই ফল খাইতেন, যখন ফুল হইত তখন ফুল খাইতেন, যখন উহাতে পাতা থাকিত, তখন পাতা খাইতেন, যখন পাতা থাকিত না তখন বল্কল খাইতেন। তিনি এইরূপে অতি সন্তুষ্টভাবে উক্ত স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিলেন। ঐ বৃক্ষের ফলগ্রহণার্থ তিনি কোন দিনই লোভে পড়িয়া আসন ত্যাগ করিতেন না; যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া হস্তপ্রমাণ স্থানে যে ফল পাইতেন, তাহাই তুলিয়া লইতেন। এই সকল ফলের মধ্যে আবার কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, তিনি তাহাও বিচার করিতেন না, যাহা পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি এইরূপে পরম সন্তুষ্টভাবে তপস্যা করিতেন বলিয়া ক্রমে তাঁহার শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বল[১] শিলাসন উত্তপ্ত হইল। [শুনা যায়, এই আসন নাকি শক্রের আয়ুঃক্ষয়কালে, পুণ্যক্ষয়কালে, অন্য কোন মহানুভব সত্ত্ব শক্রস্থান প্রার্থনা করিলে কিংবা ধার্ম্মিক ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন শ্রমণব্রাহ্মণদিগের শীলতেজে উষ্ণ হইয়া থাকে।]

আসন উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কে অমাকে পদচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে?' চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বনবাসী কৃষ্ণ ঋষি এক স্থানে ফল কুড়াইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ঋষি কঠোরতপা ও জিতেন্দ্রিয়; আমি ইঁহার নিকটে গিয়া ইহা দ্বারা সিংহনাদে ধর্ম্মকথা বলাইব, সুখের কারণ শ্রবণ করিব, বর দিয়া ইঁহার তৃপ্তিসাধন করিব এবং ঐ বৃক্ষটিকে ধ্রুবফল করিয়া শক্রলোকে ফিরিয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি

থাকেন। নিষদ্যিক নির্দ্দিষ্ট কাল বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া থাকেন। তপস্বীরা স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এক কিংবা ততোইধিক ধুতগুণ অবলম্বন করেন।

[১]। ২য় খণ্ডের ৮৮৭ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মহানুভাববলে অতি শীঘ্র সেই বৃক্ষমূলে অবতরণ করিলেন এবং ঋষির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া তিনি নিজের কুরূপকীর্ত্তন শুনিলে ক্রুদ্ধ হন কি না, ইহা দেখিবার জন্য প্রথমে গাথা বলিলেন :

১. ছি ছি ছি কি কালো রঙ দেখি ঘৃণা পায়।
নিজে কালো, কালো কালো ফল পাতা খায়।
যেখানে রয়েছে বসি, মাটি তার কালো;
সব কালো এক সঙ্গে মিশিয়াছে ভালো।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন, 'কে আমার সঙ্গে এ কথা বলিতেছে?' তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন, স্বয়ং শক্র উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি মুখ না ফিরাইয়া এবং শক্রের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. শরীরের রঙে কেহ কালো নাহি হয়;
পাপে হয় মন কালো, শুন মহাশয়।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি অন্তঃসারবান;
কালো রঙে তবে কেন হব হতমান?

অনন্তর যে সকল পাপে জীব প্রকৃত মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কৃষ্ণঋষি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগুলি সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া এমন বিশদভাবে পাপের নিন্দা ও শীল প্রভৃতির গুণ কীর্ত্তন করিলেন, যে বোধ হইল যেন তিনি আকাশে চন্দ্র উপস্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে যে ধর্ম্মকথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া শক্র তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া বর দিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমায় আমি দিতে চাই বর;
বল, কি পাইলে তুষ্ট হবে, দ্বিজবর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি নিজের কুবর্ণের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইনি আমার দেহের বর্ণ, আমার ভোজ্য, আমার বাসস্থান, এই সকলের নিন্দা করিলেন; কিন্তু তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইলাম না দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বর দিতেছেন। হয়ত ইনি ভাবিতেছেন যে, আমি শক্রের ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মার ঐশ্বর্য্য পাইবার আশায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি। অতএব ইঁহার সংশয় অপনোদন করিবার জন্য আমার এই চারিটি বর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য—আমার যেন পরের উপর ক্রোধ ও দ্বেষ না জন্মে, আমি যেন পরের সম্পত্তিতে লোভ না করি; পরের প্রতি আমি যেন স্নেহপরায়ণ না হইয়া মধ্যমভাবে—উদাসীনভাবে—জীবনযাপন করিতে পারি।' মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি শক্রের সংশয় অপনোদনের জন্য নিম্নলিখিত গাথায় ঐ

চারিটি বর প্রার্থনা করিলেন :

৪. দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
অক্রোধ, অদ্বেষ যেন থাকি নিরন্তর
কোনরূপ লোভে যেন আকৃষ্ট না হই,
দারা পুত্রাদির স্নেহে আবদ্ধ না রই।
ঐ চারি বর আমি মাগি তব ঠাঁই
অন্য কোন বরে মোর প্রয়োজন নাই।

এই প্রার্থনা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণ পণ্ডিত অতি অনবদ্য বর প্রার্থনা করিতেছেন; এই সকল বরের দোষ গুণ ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

৫. ক্রোধে, দ্বেষে, লোভে, স্নেহে কি দোষ ব্রাহ্মণ,
দেখিলে, বিস্তারি বল, করিব শ্রবণ

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'তবে শুনুন—

৬. অক্ষান্তি হইতে হয় ক্রোধের উদয়,
আগে অল্প, শেষে বৃদ্ধি পায় অতিশয়;
ধরে যারে একবার না ছাড়ে তাহারে,
ক্রোধবশে পায় সেই দুঃখ বারে বারে।
ক্রোধের এ সব দোষ করি বিলোকন,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৭. দ্বেষবশে পরস্পর কত দুষ্ট জন,
প্রথমে পুরুষ ভাবে করে সম্বোধন;
ক্রমে করে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি আর,
লাঠালাঠি করে তারা বলি মার মার।
শুধু এই নয়, শেষে শস্ত্রপ্রহরণে,
রত তারা হয় পরস্পরের নিধনে।
ক্রোধ হতে হয় দেখি দ্বেষের জনম,
বিরূপ তাহার প্রতি হইয়াছে মন।

৮. লুঠে গ্রাম, হয় দস্যু, হয় নীচমনা,
হরিতে পরের ধন করে প্রবঞ্চনা
লোভবশে লোকে; দেবরাজ সে কারণ,
বিরূপ লোভের প্রতি হইয়াছে মন।

৯. স্নেহের নিগড়ে বদ্ধ থাকে জীবগণ;
অবিদ্যাপ্রভব স্নেহ বাড়ে অনুক্ষণ।

স্নেহবদ্ধ জীব বহু মনস্তাপ পায়
স্নেহশীল হতে তাই মন নাহি যায়।

প্রশ্নের সদুত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, 'কৃষ্ণপণ্ডিত, তুমি বুদ্ধলীলায় আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছ। আমি ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আরও একটি বর গ্রহণ কর।

১০. বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহেতু তোমার অন্য চাই দিতে বর;
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে দ্বিজবর?

তখন বোধিসত্ত্ব আর একটি গাথা বলিলেন :

১১. দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভুতেশ্বর,
যে বনে বিহরি আমি হয়ে একচর,
না পশে সেখানে যেন হেন কোন রোগ,
তপের ঘটিবে বিঘ্ন করি যাহা ভোগ।

ইহা শুনিয়া শক্র ভাবিলেন, 'কৃষ্ণপণ্ডিত বর মাগিবার কালে কোন ভোগের বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন না, যাহা তপস্যার অনুকূল তাহাই চাহিতেছেন।' ইহাতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আরও একটি বর দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন :

১২. বলিলে উত্তম কথা সুমিষ্ট ভাষায়,
যেরূপ তোমার মুখে বলা শোভা পায়।
সেহতুে তোমায় অন্য চাই দিতে বর;
বল কি পাইলে তুষ্ট হবে দ্বিজবর?

বোধিসত্ত্ব বরগ্রহণের কালে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া অবশিষ্ট গাথাটি বলিলেন :

১৩. বর যদি দিবে, শক্র সর্ব্বভুতেশ্বর,
সবিনয়ে তব পশে মাগি এই বর,
কায়মনোবাক্যে যেন না করি কখন
কোনরূপে অপরের অনিষ্ট সাধন।[১]

মহাসত্ত্ব এইরূপে ছয়টি বিষয়ে বর লইবার কালে কেবল নৈষ্ক্রম্যধর্ম্মসংক্রান্ত বরই প্রার্থনা করিলেন। শরীরকে ব্যাধিশূন্য করিতে শক্রের সাধ্য নাই; জীবকে দ্বারত্রয়ে (কায়ে, মনে ও বাক্যে) বিশুদ্ধ করাও শক্রায়ত্ত নহে; তথাপি তিনি শক্রকে প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য উক্ত বরগুলিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শক্র এই বৃক্ষটিকে ধ্রুবফল করিলেন, মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া

---

[১]। মিলিন্দ-পঞ্হেও এই গাথাটি দেখা যায়।

বলিলেন, 'আপনি অরোগ হইয়া এখানে অবিস্থিতি করুন।' তাহার পর শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানবলে অক্ষুন্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'আনন্দ, আমি পুরাকালে এখানেই বাস করিয়াছিলাম।

সমবধান : তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণপণ্ডিত।]

---

৪৪১. চতুষ্পোষধিক-জাতক

এই জাতকের বৃত্তান্ত পূর্ণক-জাতকে বলা যাইবে।[১]

---

৪৪২. শঙ্খ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে সর্ব্বপরিষ্কারদান সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, শ্রাবস্তীর কোন উপাসক শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিয়া এমন প্রসন্ন হইয়াছিল যে, তিনি পরদিনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের গৃহদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিলেন এবং পরদিন দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সকলকে জানাইলেন। শাস্তা পঞ্চশত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া সেখানে গমন করিলেন এবং তাঁহার জন্য যে উৎকৃষ্ট আসন সজ্জিত ছিল, তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিলেন এবং পুনর্ব্বার পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্যুপরি সাত দিন নিমন্ত্রন করিয়া তিনি মহাদান করিলেন এবং সপ্তম দিনে সর্ব্বপরিষ্কার-দানে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপরিষ্কার দানের সঙ্গে তিনি পাদুকাও দান করিলেন। তিনি দশবলকে যে পাদুকাযুগল দিলেন, তাহার মূল্য সহস্র মুদ্রা; অগ্রশ্রাবকদ্বয়ে প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য পঞ্চশত মুদ্রা এবং পঞ্চশত ভিক্ষু প্রত্যেকের পাদুকার মূল্য শত মুদ্রা। ঐরূপে সর্ব্বপরিষ্কার-দান করিয়া সেই উপাসক স্বীয় পরিজনবর্গের সহিত ভগবানের নিকট উপবেশন করিলেন। ভগবান মধুরস্বরে তাঁহার দানের অনুমোদন করিবার কালে বলিলেন, 'উপাসক, তোমার এই সর্ব্বপরিষ্কার দান অতি উদারতার পরিচায়ক। তুমি আনন্দে থাক। পুরাকালে, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন লোকে কোন

---

[১]। জাতকার্থবর্ণনায় 'পূর্ণক' নামে কোন জাতক নাই।

প্রত্যেকবুদ্ধকে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিল এবং মহাসমুদ্রে পোতভগ্ন হইলে পর যখন তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছিল তখন সেই দানের ফলে উদ্ধার পাইয়াছিল। তুমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলে, এই দানের এবং পাদুকাদানের ফলে তুমি কেন প্রতিষ্ঠাভাজন হইবে না?' অনন্তর উপাসকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে এই বারাণসীর নাম ছিল মোলিনী। মোলিনী নগরে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে শঙ্খ নামক এক আঢ্য ব্রাহ্মণ নগরের চর্তুদ্বারে, নগরের মধ্যে ও নিজের গৃহদ্বারে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিদিন দুঃস্থ ও পথিকদিগকে শত মুদ্রা দান করিতেন। এইরূপ মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার গৃহে ধনক্ষয় হইলে আর দান করিতে পারিব না; ধনক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই পোতারোহণে সুবর্ণভূমিতে[১] গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ধন আনয়ন করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পোত নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহাতে পণ্য তুলিলেন এবং দারাপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন তোমরা আমার দান অব্যাহত রাখিবে।' অনন্তর তিনি দাস ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া ছত্র হস্তে, পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে পত্তনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে এক প্রত্যেকবুদ্ধ গন্ধমাদন পর্ব্বতে থাকিয়া চিন্তা করিলেন, এক মহাপুরুষ দানার্থ ধনাহরণের কামনায় বিদেশে যাত্রা করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই মহাপুরুষ ধনাহরণের জন্য যাইতেছেন; সমুদ্রে কি ইঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিবে?' অনন্তর যখন তিনি দেখিতে পাইলেন, অন্তরায় ঘটিবে, তখন ভাবিলেন, ইনি আমাকে দেখিলে ছত্র ও পাদুকা দান করিবেন এবং সমুদ্রে পোত ভগ্ন হইলেও পাদুকাদানের ফলে উদ্ধার পাইবেন।

অতএব ইহাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি আকাশপথে গমন করিয়া শঙ্খের অবিদূরে অবতরণ করিলেন এবং প্রচণ্ড বাতাতপে জ্বলন্ত অঙ্গারাস্তরণের ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা মর্দ্দন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শঙ্খ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আহো! আমার পুণ্যক্ষেত্র উপস্থিত হইয়াছে; আজ আমায় ইহাতে বীজ রোপন করিতে হইবে।' তিনি প্রহৃষ্টচিত্তে অতিবেগে প্রত্যেকবুদ্ধের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ ক্ষণকালের জন্য পথ ছাড়িয়া এই বৃক্ষমূলে আগমন করুন।' প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে গেলেন, শঙ্খ সেখানে বালুকা বিস্তৃত করিয়া তদুপরি নিজের উত্তরাসঙ্গ খানি পাতিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে

[১]। Golden Chersonesc—পূর্ব্ব উপদ্বীপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চল।

এই আসনে উপবেশন করাইলেন, সুবাসিত ও পরিস্রাবিত জলে তাঁহার পদপ্রক্ষালণ করিলেন, তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, নিজের পাদুকাযুগল খুলিয়া ও পুঁছিয়া তাহাতে গন্ধতৈল মাখাইলেন, প্রত্যেকবুদ্ধকে তাহা পরাইলেন এবং 'ভদন্ত, এই পাদুকাযুগল পরিধানপূর্ব্বক এই ছত্র মস্তকে দিয়া গমন করুন', এই অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পাদুকাযুগল ও ছত্র দান করিলেন। শঙ্খের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ দুই দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং শঙ্খ যখন এই কার্য্যের সুফল বৃদ্ধির আশায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তখনই আকাশে অধিরোহণপূর্ব্বক গন্ধমাদনে প্রতিগমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া অত্যন্ত চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং পত্তনে গিয়া পোতারোহণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে শঙ্খ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মহাসমুদ্রে উপনীত হইলেন। সপ্তম দিনে তাঁহাদের পোতের তলদেশে একটা ছিদ্র দেখা দিল; উহা দিয়া এত জল উঠিতে লাগিল যে তাহা সেচিয়া নিঃশেষ করা গেল না। সমস্ত লোকে মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং মহা আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। মহাসত্ত্ব একজন পরিচারককে সঙ্গে লইলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন, যথাসাধ্য শর্করাচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত পান করিলেন ও পরিচারককে পান করাইলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মাস্তুলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। অনন্তর 'আমাদের নগর এই দিকে আছে' ইহা বলিয়া দিকনির্দ্দেশ করিলেন এবং মৎস্যকচ্ছপাদির আক্রমণ-ভয় অতিক্রম করিবার জন্য তথা হইতে প্রায় দেড় শত হস্ত দূরে[১] সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। পোতস্থ অন্য সকলেই বিনষ্ট হইল; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার পরিচারকটীর সহিত সমুদ্র তরিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল; কিন্তু এমন বিপত্তির মধ্যেও তিনি লবণোদকে মুখপ্রক্ষালন করিয়া পোষধ পালন করিলেন।

ঐ সময়ে লোকপালচতুষ্টয় মণিমেখলানাম্নী এক দেবীকে সমুদ্রের রক্ষিণীপদে স্থাপিত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে ত্রিশরণাগত, শীলসম্পন্ন কিংবা মাতাপিতৃভক্ত কোন মানুষ পোতভঙ্গবশতঃ বিপন্ন হইলে তুমি তাহাকে রক্ষা করিবে। মণিমেখলা সপ্তাহকাল স্বীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তিনি সপ্তম দিনে দৈব-ঐশ্বর্য্যবলে সমুদ্র পর্যবেক্ষণপূর্ব্বক শীলাচারসম্পন্ন শঙ্খ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি সপ্তাহকাল সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন; যদি ইঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত নিন্দাভাজন

---

[১]। মূলে 'উসভমত্তং' আছে। ১ উসভ = ২০ যট্‌ঠি; ১ যট্‌ঠি = ৭ রতন (রত্নি)। ১ রত্নি = ২ বিতস্তি বা ১ হাত। কাজেই ১ উসভ = ১৪০ হাত।

হইতে হইবে।' তিনি এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নানাবিধ মধুররসযুক্ত দিব্য ভোজ্যে একটা সুবর্ণপাত্র পূর্ণ করিয়া বাতবেগে শঙ্খের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি সপ্তাহকাল অনাহারে আছেন; এখন এই দিব্য ভোজ্য আহার করুন।' শঙ্খ দেবীকে দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি এই ভোজ্য অপনীত কর; আমি এখন পোষধী।' শঙ্খের পরিচারকটী তাঁহার পশ্চাতে ছিল; সে দেবীকে দেখিতে পায় নাই; কাজেই প্রভুর কথা শুনিয়া ভাবিল, 'এই ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সুকুমারদেহ; সপ্তাহকাল অনাহারে থাকিয়া ইঁহার বড় কষ্ট হইয়াছে এবং মৃত্যুর ভয়ে এখন ইনি প্রলাপ বকিতেছেন। অতএব ইহাকে আশ্বস্ত করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :

১. সুপণ্ডিত, ধর্ম্মকথা শুনিয়াছ কত;
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দেখিয়াছ শত শত,
তবে কেন করিতেছ প্রলাপ এক্ষণে?
কে দিবে উত্তর তব বাক্যের এখানে?

পরিচারকের কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী ইহাকে দেখা দিতেছেন না।' তিনি বলিলেন 'সৌম্য, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না; আমার কথার উত্তর দিতে পারেন, এমন এক জন এখানে আছেন।

২. শুভা, সুভ্রূ, সুবর্ণাভরণ-বিমণ্ডিতা
রমণী সুবর্ণপাত্র লয়ে উপস্থিতা।
বলেন আমায়, 'কর এসব ভোজন';
কিন্তু তাহা খেতে মোর নাহি সরে মন।
হয়েছে প্রসন্ন চিত্ত পোষধ পালিয়া;
উত্তর দিলাম তাই, 'খাব না' বলিয়া।'

তখন পরিচারক তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. হেরি হেন দিব্য মুর্ত্তি[১] সুখ যারা পায়
শুভ কি অশুভ হবে নিশ্চয় শুধায়।
উঠ, দ্বিজ, কৃতাঞ্জলিপুটে ত্বরা করি
জিজ্ঞাস ইহারে, ইনি দেবী কিংবা নারী।

পরিচারকের কথা অযৌক্তিক নয় দেখিয়া শঙ্খ চতুর্থ গাথায় জিজ্ঞাসিলেন :

৪. কে তুমি দেখিছ মোরে সদয় নয়নে?
খাও খাও বলিতেছ মধুরবচনে?

---

[১]। মূলে 'যক্খং' এই পদ আছে।

অনুভাব দেখি তব হয়েছে বিস্ময়;
দেবি কি মানবী তুমি, বল তো নিশ্চয়?

ইঁহার উত্তরে দেবী দুইটী গাথা বলিলেন :

৫. দেবতা মহানুভাবা আমি, হে ব্রাহ্মণ;
সাগরবারির মধ্যে এসেছি এখন
করিতে তোমারে দয়া—তব হিততরে;
দুষ্ট অভিসন্ধি নাই আমার অন্তরে।

৬. অন্ন পান, সুখসেব্য শয়ন-আসন,
নানাবিধ যান আর, সকলই ব্রাহ্মণ,
করিনু তোমায় দান; যাহা ইচ্ছা হয়
গ্রহণ করিয়া সুখী হও, মহাশয়।

দেবীর কথা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'এই দেবী সমুদ্রপৃষ্ঠে আমাকে ইহা দিলাম, উহা দিলাম এইরূপ বলিতেছেন। ইঁহার এই দানেচ্ছা আমার পুণ্যকর্ম্মের ফল, না ইঁহার নিজের দৈববলজাত, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।' এই নিমিত্ত তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. সুভ্রূ, মৃগরাজকটি, সুশ্রোণি, সুন্দরি!
শুধাই তোমায়, তুমি বল দয়া করি,
কোন কর্ম্মফলে ভাগ্যে ঘটিল আমার
বিপত্তির কালে তব করুণা অপার?
যজ্ঞে, হোমে দান আমি করিয়াছি নানা;
কি দানের কোন ফল আছে তব জানা?

এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, 'ব্রাহ্মণ যে সকল কুশল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই, বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেছেন। অতএব আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে।' এই অভিপ্রায়ে তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :

৮. দেখিলে উত্তপ্ত-পথে একাকী যাইতে
ভিক্ষু এক ক্লান্ত শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতে;
জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য স্পর্শে বালুকার
পদতল দগ্ধ হয়ে যেতেছিল তাঁর;
অমনি তাঁহারে দিলা পাদুকাযুগল;
সেই দানে পাও আজ ইচ্ছামত ফল।[১]

ইহা শুনিয়া শঙ্খ ভাবিলেন, 'আমি যে পাদুকাযুগল দান করিয়াছিলাম,

---

[১]। মূলে 'সা দক্‌খিণা কামদুহা তবজ্জা' এইরূপ আছে।

তাহাই তবে এই অকূল সাগরে আমার পক্ষে সর্ব্বকামপ্রদ হইয়াছে! আহো! আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে কি শুভক্ষণেই দান কয়িাছিলাম!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া নবম গাথা বলিলেন :

৯. সেই দানফল আজি ফলকনির্ম্মিত
পোতরূপ ধরিয়া করুক মোর হিত।
প্রবেশে না জল যেন ভিতরে তাহার;
সুবাতাস পেয়ে হোক পারাবার পার।
না আছে সাগরে অন্য যানে প্রয়োজন;
মোলিনীতে আজ(ই) মোরে করুক বহন।

শঙ্খের কথা শুনিয়া দেবী তুষ্ট হইলেন এবং সপ্তরত্নময় এক পোত নির্ম্মাণ করিলেন। উহার দৈর্ঘ্য আট উসভ (১৪০×৮ হাত), বিস্তার চারি উসভ এবং বেধ ২০ যষ্টিক (২০×৭ হাত) ছিল। উহার মাস্তুল তিনটী ইন্দ্রনীলমণিময়, তৎসংলগ্ন রজ্জুগুলি সুবর্ণময়, বাতপট্টগুলি[১] রজতময় এবং অরিত্রগুলিও সুবর্ণময়। মণিমেখলা ঐ নৌকা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিলেন, ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া সেই অলঙ্কৃত নৌকায় তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচারকের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেই পরিচারককে স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মের ফল দান করিলেন, সেও সকৃতজ্ঞভাবে উহা গ্রহণ করিল। তখন দেবী তাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া নৌকায় বসাইলেন। অতঃপর তিনি সেই নৌকা লইয়া মোলিনী নগরে গেলেন, এবং সমস্ত ধন ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া স্বকীয় বাসস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

১০. পরিতুষ্টা, প্রীতিমতী সুপ্রসন্না সে দেবতা
নিরমিলা বিচিত্র তরণী;
সানুচর শঙ্খে তুলি লয়ে গেলা শোভে যথা
মনোহরা নগরী মোলিনী।

অতঃপর শঙ্খ ব্রাহ্মণ অপরিমেয় ধনপূর্ণ গৃহে বাস করিয়া দান দিতে ও শীল রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃশেষে সপরিজন দেবনগরের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উপাসক স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

---

[১]। মূলে 'সীতানি' আছে। অভিধানে 'সীত' শব্দের এ অর্থ দেখা যায় না। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে sails শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সুসংঙ্গত মনে করিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

সমবধান : তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবী, আনন্দ ছিলেন সেই পরিচারক এবং আমি ছিলাম শঙ্খ ব্রাহ্মণ।]

----

৪৪৩. খুল্লবোধি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ক্রোধ নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি সামান্য কথাতেই ক্রুদ্ধ, কুপিত ও দ্বেষপরায়ণ হইতেন; কিছুতেই তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইত না। শাস্তা তাঁহার ক্রোধনভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি নাকি বড় ক্রোধপরায়ণ; এ কথা সত্য কি?' ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, 'দেখ, ক্রোধ দমন করা উচিত; কারণ কি ইহলোকে, কি পরলোকে, ইঁহার মত অনর্থকর আর নাই। তুমি নিক্ক্রোধ সম্বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কেন ক্রোধের বশীভূত হইবে? প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও ক্রোধপরায়ণ হন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীর কোন নিগমগ্রামে এক আঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ছিল; কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তাঁহার ব্রাহ্মণী পুত্রকামনা করিতেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ঐ রমণীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ-দিবসে এই বালকের নাম রাখা হল বোধিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। তিনি সেখান হইতে প্রতিগ্রমন করিলে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার মাতাপিতা সমান জাতিকুল হইতে এক কুমারী আনয়ন করিলেন। এই কুমারীও ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি দিব্য অপ্সরাদিগের ন্যায় রূপবতী ছিলেন। এই কুমার ও কুমারী, উভয়ের অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরের সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। তাঁহারা উভয়ের পূর্ব্বে কখনও কামাচার করেন নাই; অনুরাগভরে কখনও পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহারা এমনই পরিশুদ্ধশীল ছিলেন যে, মৈথুনধর্ম্ম কাহাকে বলে, স্বপ্নেও তাহা জানিতে পারেন নাই।

কালক্রমে মহাসত্ত্বের মাতাপিতা দেহত্যাগ করিলেন। তিনি তাঁহাদের শরীরকৃত্য সমাপন করিয়া পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি এই

অশীতিকোটি ধন লইয়া সুখে জীবনযাপন কর।' তাঁহার পত্নী বলিলেন, 'আপনি কি করিবেন, আর্য্যপুত্র?' 'আমার ধনের প্রয়োজন নাই; আমি হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নিজের পারলৌকিক প্রতিষ্ঠার পথ দেখিব।' 'আর্য্যপুত্র, কেবল পুরুষেরাই কি প্রব্রজ্যা-গ্রহণের অধিকারী?' 'স্ত্রীলোকেও প্রব্রজ্যা লইতে পারেন।' 'যদি তাহা হয়, তবে আপনি যাহা নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করিব না; আমারও ধনের প্রয়োজন নাই; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।' 'বেশ কথা, ভদ্রে।' অনন্তর স্ত্রী-পুরুষে মহাদান করিলেন এবং নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক কোন রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া প্রব্রজ্যা লইলেন। সেখানে তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্যফল আহরণ করিতেন এবং তাহাই খাইয়া দশ বৎসর বাস করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তাঁহারা ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

তাঁহারা প্রব্রজ্যাসুখে দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্যা করিবার জন্য জনপদে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে বারাণসীতে উপনীত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিলেন। অতঃপর একদিন উদ্যানপাল উপঢৌকনসহ রাজদর্শনে গমন করিলে, রাজা বলিলেন, 'দেখ, আমি উদ্যান-ক্রীড়া করিব; তুমি গিয়া উদ্যানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর।' উদ্যানপাল ফিরিয়া উদ্যানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিলে রাজা বহু অনুচরসহ সেখানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পত্নী উদ্যানের এক পার্শ্বে বসিয়া প্রব্রজ্যাসুখাস্বাদে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজা উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আসনে দেখিতে পাইলেন এবং মনোমোহিনী পরমা সুন্দরী পরিব্রাজিকার রূপ অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন। কামবশে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং পরিব্রাজিকা পরিব্রাজকের কি হন, জানিবার জন্য বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'পরিব্রাজক, এই পরিব্রাজিকা আপনার কে হন?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ইনি আমার কেহই হন না; আমরা দুইজনেই একরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, এই মাত্র। তবে যখন গৃহী ছিলাম, তখন ইনি আমার পত্নী ছিলেন।' ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা ইঁহার কেহই হয় না এইরূপ বলিতেছে। আমি যদি ঐশ্বর্য্যবল প্রয়োগ করিয়া ইহাকে লইয়া যাই, তবে এই পরিব্রাজক কি করিতে পারে? অতএব ইহাকে গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রথমে গাথা বলিলেন :

১. সুহাসিনী, সুভাষিণী, বিশালাক্ষী প্রিয়া তব
কেড়ে যদি লয়ে কেহ যায়,

বলত, তখন তুমি কি করিবে, প্রব্রাজক?
এই আমি শুধাই তোমায়।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. উপজিলে কোপ, মোরে ছাড়িবে না কভু, তাই
নিবারিব সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরধি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

মহাসত্ত্ব সিংহনাদে এইরূপ বলিলেন। রাজা ইহা শুনিয়াও অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ কামাসক্ত চিত্তকে নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না, তিনি জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, 'এ পরিব্রাজিকাকে রাজভবনে লইয়া যাও।' অমাত্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইল। 'হায়! জগতে এখন অধর্ম্মের রাজত্ব, নচেৎ কি এমন অত্যাচার হয়?' পরিব্রাজিকা এইরূপ কত পরিদেবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অমাত্য তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পরিদেবন শুনিয়া একবার মাত্র সে দিকে তাকাইয়া চক্ষু ফিরাইলেন। পরিব্রাজিকা রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। অমাত্য সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেল।

বারাণসী-রাজ উদ্যানে কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং সেই পরিব্রাজিকাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরিব্রাজিকা কিন্তু এইরূপ সম্মানের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং প্রব্রজ্যার গুণ বলিতে লাগিলেন। রাজা কোন উপায়েই তাঁহার মন না পাইয়া তাঁহাকে একটী প্রকোষ্ঠে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই পরিব্রাজিকা এতাদৃশ রাজসম্মানও ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই তপস্বীও এতাদৃশ রমণীরত্নকে অপহৃত হইতে দেখিয়াও ক্রুদ্ধ হইলেন না বা এদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তবে পরিব্রাজকেরা বহু মায়া জানে; হয়ত লোকটা কোন চক্রান্ত করিয়া আমার অনর্থ ঘটাইবে; অতএব গিয়া দেখি, সে বসিয়া বসিয়া কি করিতেছে।' এইরূপ চিন্তায় স্থির থাকিতে না পারিয়া রাজা উদ্যানে গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বসিয়া চীবর সেলাই করিতেছিলেন। রাজার সঙ্গে বেশী অনুচর ছিল না; তিনি নিঃশব্দপাদসঞ্চারে ধীরে ধীরে বোধিসত্ত্বের নিকটে গেলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চীবরই সেলাই করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'তপস্বী ক্রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া কথা কহিতেছে না। এ ভণ্ড; এ প্রথমে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিল, ক্রোধ জন্মিতে দিব না, জন্মিলেও তাহাকে নিগ্রহ করিব; কিন্তু এখন ক্রোধবশে এমন স্তব্ধ হইয়াছে যে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছে না।' এই বিশ্বাস রাজা তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. বলিলে আস্পর্দ্ধা করি অঙ্কুরে নাশিব ক্রোধ,
এবে তবে, বল কি কারণ
বসি আছ, ক্রোধভরে মুখে বাক্য নাহি সরে,
করিতেছ সঙ্ঘাটি সীবন?

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা মনে করিয়াছেন যে, আমি ক্রোধভরেই ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছি না। অতএব আমি যে উৎপন্ন ক্রোধের বশীভূত হই নাই, তাহা ইহাকে বলিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত;
নিবারিনু সত্বর তাহাকে,
নিবারে যেমন বৃষ্টি, বরষি মুষলধারে,
রজোরাশি যেখানে যা থাকে।

রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি ক্রোধকে কিংবা অন্য কোন বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি পঞ্চম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

৫. উপজিলে না ছাড়িত, সতত যন্ত্রণা দিত
কি তোমারে, নিবারিলে যায়?
নিবারে বিপুলা বৃষ্টি, রজোরাশি যেই রূপে,
বল খুলি, শুধাই তোমায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ক্রোধ মহাদুঃখকর ও মহাবিনাশদায়ক। ইহা একবার মাত্র আমার চিত্তে দেখা দিয়াছিল বটে; কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ মৈত্রী-ভাবনা দ্বারা ইঁহার নিবারণ করিয়াছি।' অনন্তর তিনি ক্রোধ হইতে যে সকল অনিষ্ট ঘটে, সে সমুদয় বলিতে লাগিলেন :

৬. যাহার উদয়ে অন্ধ, অনুদয়ে চক্ষুষ্মান
পৃথিবীতে সকলেই হয়,
অজ্ঞাসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে; না দিনু প্রশ্রয়।

৭. যাহারে জন্মিতে দেখি শত্রুর অনিষ্টকামী
প্রতিপক্ষ হৃষ্টমতি হয়,
অজ্ঞানসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে; না দিনু প্রশ্রয়।

৮. জন্মিলে যে মনে, লোকে ধর্ম্মপথ যায় ভুলি,
কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়,

অজ্ঞাসেবিত সেই উপজিল ক্রোধ মনে
ক্ষণতরে; না দিনু প্রশ্রয়।

৯. ক্রোধে অভিভূত হয়ে, হোর কত জন
নিজে নিজের করে অনিষ্ট সাধন;
সাধা লক্ষ্মী ক্রোধভরে পায়ে ঠেলি যায়।
নানা ভয়ঙ্কর দোষ ক্রোধের সহায়।

১০. ক্রোধ করে জীবগণে নিত্য প্রমর্দ্দন;
প্রশ্রয় তাহারে নাহি দিনু সে কারণ।
কাষ্ঠের মন্থনে হয় অগ্নি-উৎপাদন;[১]
সেই অগ্নি করে শেষে সে কাষ্ঠ দাহন।

১১. রূঢ়বাক্যে নির্ব্বোধের জনমি অন্তরে
ক্রোধও তেমনি সেই মূর্খে দগ্ধ করে।

১২. তৃণ আর কাষ্ঠযোগে অগ্নি বৃদ্ধি পায়;
প্রতিহিংসাবৃত্তি দেয় ক্রোধেরে প্রশ্রয়।
ক্রোধনের যশোহানি ঘটে প্রতিদিন,
কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যথা ক্রমে হয় ক্ষীণ।

১৩. না পেলে ইন্ধন, অগ্নি, ধূম উদ্‌গারিয়া
আপনিই যায় শেষে ক্রমশঃ নিবিয়া।
সেইরূপ কিছুমাত্র না দিয়া প্রশ্রয়,
প্রাজ্ঞ যে, সে অবিলম্বে করে ক্রোধ জয়।
দিনে দিনে হয় বৃদ্ধি যশের তাহার;
হয় যথা শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি চন্দ্রমার।

মহাসত্ত্বের এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা এক অমাত্যকে আজ্ঞা দিয়া পরিব্রাজিকাকে আনয়ন করাইলেন এবং বলিলেন, 'ভদন্ত নিক্রোধ তাপস, আপনারা উভয়েই প্রব্রজ্যাসুখে কালযাপনপূর্ব্বক এই উদ্যানে বাস করুন। আমি যথাধর্ম্ম আপনাদের রক্ষাবিধান করিব।' ইহা বলিয়া এবং তাহাদের নিকট ক্ষমা লইয়া তিনি প্রণিপাতান্তে রাজভবনে গমন করিলেন। তাপস ও তাপসী সেখানেই রহিয়াছিলেন। কালক্রমে পরিব্রাজিকার মৃত্যু হইল; তখন বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু

---

[১]। এই কাষ্ঠকে অরণি কহে।

অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই পরিব্রাজিকা, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পরিব্রাজক।]

----

৪৪৪. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা যাইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু তাঁহার দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, 'দেখ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখন এক সময়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা বহিঃশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাতে তাঁহাদের মন রত হয় নাই। কিন্তু পাছে লজ্জাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা কাহারও নিকট নিজেদের উৎকণ্ঠার কথা বলেন নাই। তবে তুমি কেন এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া মাদৃশ পূজা বুদ্ধের সম্মুখে এবং চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধসভায়[২] অম্লানবদনে নিজের উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করিলে? কেন তুমি লজ্জা রক্ষা করিলে না?' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বৎসরাজ্যে[৩] কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বিক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং কামনার দোষ দেখিতে পাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর দুই জনেই বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন। কত লোকে তাহা দেখিয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মন ফিরিল না। তাঁহারা হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা লইয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্য ফলমূল আহরণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু এত দীর্ঘকালেও ধ্যানবল লাভ করিতে পারিলেন না।

---

[১]। চরিয়াপিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

[২]। চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ অর্থাৎ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

[৩]। মূলে বংস রট্‌ঠে এইরূপ আছে। কিন্তু কৌশাম্বী বৎসরাজ্যের রাজধানী; বংশ নামক কোন রাজ্যের উল্লেখ অন্যত্র দেখা যায় না।

পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কোন নিগমগ্রামে মাণ্ডব্য নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তপস্বী দ্বৈপায়ন[১] যখন গৃহী ছিলেন, তখন এই ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। এখন দুই তপস্বীই ইঁহার নিকট গমন করিলেন। মাণ্ডব্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল; তাঁহাদের জন্য পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিল এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই চতুর্ব্বিধ প্রত্যয়[২] দিয়া অর্চ্চনা করিল। তাঁহারা মাণ্ডব্যের আবাসে তিন চারি বৎসর থাকিলেন, অনন্তর তাহাকে বলিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া সেখানে অতিমুক্ত শ্মশানে[৩] বাস করিতে লাগিলেন। এখানে দ্বৈপায়ন ইচ্ছামত কিয়ৎকাল অতিবাহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই গৃহী বন্ধুর নিকট চলিয়া গেলেন; কিন্তু মাণ্ডব্য বারাণসীতেই রহিয়া গেলেন।

অনন্তর এক চোর নগরের মধ্যে চুরি করিয়া অপহৃত ধনরাশি লইয়া যেমন বাহির হইতেছিল, অমনি গৃহস্বামীরা চোর আসিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহারা ও নগরের প্রহরীরা চোরকে তাড়া করিল। চোর নর্দ্দমার ভিতর দিয়া নগরের বাহির হইল এবং শ্মশানে ছুটিয়া গিয়া মাণ্ডব্যের পর্ণশালাদ্বারে ধনভাণ্ড ফেলিয়া পলায়ন করিল। সেখানে ধনভাণ্ড দেখিয়া, 'তবে রে দুষ্ট তপস্বী! তুই রাত্রিকালে চুরি করিয়া দিনমানে তপস্বী সাজিস!' অনুধাবনকারীরা এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ও প্রহার করিতে করিতে মাণ্ডব্যকে রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই আদেশ দিলেন, 'যাও ইহাকে শূলে চড়াও গিয়া।' তাহারা মাণ্ডব্যকে শ্মশানে লইয়া খদির কাষ্ঠের শূলে চাপাইল; কিন্তু ঐ শূলে তপস্বীর শরীর বেধ করিল না। তাহার পর তাহারা নিমের শূল আনিল; কিন্তু ইঁহার তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল না; শেষে লৌহশূল আনিল; তাহাও বিফল হইল। ইহাতে মাণ্ডব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার পূর্ব্বকৃত কোন পাপে এরূপ ঘটিতেছে।' এই সময়ে তিনি জাতিস্বর হইলেন; এবং সেই কারণে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলেন? তিনি পূর্ব্বজন্মে কোবিদার-শূলে[৪] একটা মক্ষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ব্বজন্মে এক সূত্রধারের পুত্র ছিলেন; একদিন তিনি পিতার কারখানায় গিয়া একটা মাছি ধরিয়াছিলেন

---

[১]। তপস্বী দুই জনের নাম দ্বৈপায়ন ও মাণ্ডব্য। তাঁহাদের গৃহী বন্ধুর নামও মাণ্ডব্য।

[২]। প্রত্যয় (পচ্চয়)—ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত, সেনাসন ও ভেসজ্জ (বস্ত্র, ভোজ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য)।

[৩]। 'অতিমুক্ত' মাধবীলতার নাম। সম্ভবতঃ এই শ্মশানের নিকটে অনেক মাধবীলতা ছিল।

[৪]। কোবিদার—আবলুশ।

এবং একখানা আবলুশের কুচি লইয়া, লোকে যেমন অপরাধীকে শূলে চড়ায় সেইভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাপের ফল এত দিনে তাঁহাকে এইখানে ভোগ করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, এই পাপ হইতে মুক্তি লাভের সাধ্য নাই। অতএব রাজপুরুষদিগকে বলিলেন, 'যদি আমাকে শূলে আরোপিত করিতে চাও, তবে আবলুশ কাঠের শূল আন।' তাহারা তাহাই করিল এবং মাণ্ডব্যকে শূলে চড়াইয়া ও সেখানে প্রহরী রাখিয়া চলিয়া গেল। মাণ্ডব্যের নিকটে কে আসে, ইহা প্রহরীরা আড়াল হইতে দেখিতে লাগিল।

এদিকে দ্বৈপায়ন ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু মাণ্ডব্যকে অনেক দিন দেখি নাই।' তিনি মাণ্ডব্যের নিকট যাইবার কালে পথে শুনিলেন, তাঁহাকে সেই দিনেই শূলে আরোপণ করা হইয়াছে। তিনি শ্মশানে গিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অপরাধ করেছিলে, ভাই?' মাণ্ডব্য বলিলেন, 'কোন অপরাধই করি নাই।' 'মনে তো কোন বিদ্বেষের ভাব জন্মে নাই?' 'ভাই, যাহারা আমাকে ধরিয়াছে, তাহাদের, কিংবা রাজার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই।' 'যদি তাহা হয়, তবে তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়াতে বসিলেও আমার পরম আনন্দ হইবে।' ইহা বলিয়া দ্বৈপায়ন শূলের নিকটে বসিলেন; মাণ্ডব্যের দেহ হইতে রক্তবিন্দুগুলি পরিতে লাগিল। তাহার হেমবর্ণ দেহে পড়িয়া পড়িয়া রক্তবিন্দুগুলি যেমন শুকাইতে লাগিল, অমনি কালো কালো দাগ হইল। এই নিমিত্ত তপস্বী দ্বৈপায়ন 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' এই আখ্যা পাইলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি সেখানে বসিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রহরীরা গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা ভাবিলেন, 'হায়, আমি ভালরূপে না শুনিয়া এই কাজটা করিয়া ফেলিয়াছি!' তিনি ছুটিয়া সেখানে গেলেন এবং দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রব্রাজক, আপনি শূলের নিকটে বসিয়া আছেন কেন?' দ্বৈপায়ন বলিলেন, 'মহারাজ আমি বসিয়া এই সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিতেছি। বলুন ত, ইনি কি করিয়াছেন বা করেন নাই, যে জন্য আপনি এইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন?' রাজা স্বীকার করিলেন যে তিনি অভিযোগের সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন, 'রাজাদের কর্ত্তব্য যে জানিয়া শুনিয়া বিচার করেন।' অতঃপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'যে গৃহী অলস ও ভোগাসক্ত সে অসাধু' ইত্যাদি[১] বলিয়া রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

রাজা বুঝিতে পারিলেন যে মাণ্ডব্য নিরপরাধ। তিনি শূল বাহির করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে বহু চেষ্টা করিয়াও শূল বাহির করিতে পারিল না।

---

[১]। রথলট্‌ঠি জাতকের (৩৩২) তৃতীয় গাথা।

মাণ্ডব্য বলিলেন, 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বজন্মকৃত দোষে এইরূপ লাঞ্ছনা পাইতেছি, কেহই আমার শরীর হইতে শূল বাহির করিতে পারিবে না। যদি আমার প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে করাত আনাইয়া আমার চর্ম্মের সমান করিয়া শূলটাকে কাটিতে বলুন।' রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। শূলের যে অংশ মাণ্ডব্যের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ভিতরেই রহিয়া গেল। মাণ্ডব্য নাকি কোন পূর্ব্বজন্মে একটা মক্ষিকার মলদ্বারে একটা সূক্ষ্ম হীরক-শলাকা প্রবেশ করাইয়াছিলেন; ঐ শলাকা মক্ষিকাটার দেহের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল; এই নিমিত্ত মক্ষিকাটার তখন মৃত্যু হয় নাই; সে স্বভাবিক আয়ুভোগ করিয়াই মরিয়াছিল। এই নিমিত্ত মাণ্ডব্যও মরিলেন না। পরে রাজা তাপসদ্বয়কে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয়কেই উদ্যানে বাস করাইয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে মাণ্ডব্য 'অণি-মাণ্ডব্য' নামে অভিহিত হইলেন।[১] তিনি রাজার আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। দ্বৈপায়ন কিন্তু তাঁহার ঘা শুকাইলেই নিজের গৃহিবন্ধু সেই মাণ্ডব্যের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া লোকে মাণ্ডব্যকে তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ দিল। মাণ্ডব্য ইহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, দারাপুত্রসহ গন্ধমাল্য-তৈল-গুড় ইত্যাদি লইয়া পর্ণশালায় গমন করিল, দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পা ধুইয়া দিল, পায়ে তেল মাখাইল, পানীয় পান করাইল এবং উপবেশন করিয়া অণি-মাণ্ডব্যের কথা শুনিতে লাগিল।

এই মাণ্ডব্যের পুত্র যজ্ঞদত্তকুমার চঙক্রমণের এক প্রান্তে একটা কন্দুক লইয়া খেলা করিতেছিল। সেখানে একটা বল্মীকে একটা বিষধর সর্প থাকিত। যজ্ঞদত্ত কন্দুকটী ভূতলে রাখিয়া আঘাত করিলে উহা বল্মীকের মধ্যস্থ একটা গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া সর্পটার মস্তকে পতিত হইল। যজ্ঞদত্ত না জানিয়া গর্ত্তের মধ্যে হাত দিল; সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হস্তে দংশন করিল; যজ্ঞদত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানেই পড়িয়া গেল। তাহার মাতাপিতা জানিতে পারিল যে, তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে। তাহারা তাহাকে তুলিয়া তপস্বীর নিকটে আনয়ন করিল এবং তাঁহার পাদমূলে রাখিয়া বলিল, 'ভদন্ত, পরিব্রাজকেরা নানারূপ ঔষধ ও মন্ত্র জানেন, আপনি আমাদের ছেলেটিকে ভাল করুন।' দ্বৈপায়ন বলিলেন, 'আমি ঔষধ জানি না, আমি বৈদ্যকর্ম্ম করি না।' 'আপনি প্রব্রাজক; আমাদের ছেলেটির প্রতি দয়া করুন; আপনি সত্যক্রিয়া করুন'[২]; 'আচ্ছা, আমি সত্যক্রিয়া

---

[১]। অণি—সূচী বা শলাকাদির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ; খিল।

[২]। সত্যক্রিয়া—এক প্রকার শপথ—আমি ইহা করিয়াছি বা করি নাই, এই সত্যোক্তির প্রভাবে ইহা হউক, এইরূপ বলা। বর্ত্তক-জাতক (৩৫) প্রভৃতিতেও সত্যক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা 'সত্যি করা' ও 'দিব্বি গালা' সত্যক্রিয়ারই অনুরূপ।

করিতেছি।' ইহা বলিয়া যজ্ঞদত্তের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

১. কেবল সপ্তাহ কাল পুণ্যার্থে প্রসন্নচিত্তে
হয়েছিনু শুদ্ধ ব্রহ্মচারী;
তদন্তে পঞ্চাশবর্ষ, কিংবা তার ঊর্ধ্বকাল,
হইয়াছি কপট-আচারী।
নাহি এতে আস্থা মোর, তবু ব্রহ্মচারী-ভাবে
নানাস্থানে করি বিচরণ;—
এই গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে;
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

যজ্ঞদত্তের দেহে স্তনের ঊর্ধ্বভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়ায় পড়িয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। বালক চক্ষু দুইটী উন্মেলন করিয়া মাতাপিতার দিকে তাকাইল এবং একবার 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার পিতাকে বলিলেন, 'আমার যতদূর ক্ষমতা করিলাম; এখন তুমি তোমার ক্ষমতা দেখাও।' মাণ্ডব্য বলিল, 'আমিও সত্যক্রিয়া করিতেছি।' অনন্তর সে পুত্রের বক্ষঃস্থলে হস্ত রাখিয়া দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. তৃপ্তির সহিত দান করি নাই কভু আমি
অতিথি দেখিয়া সমাগত;
শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে না পারিতেন,
দিয়া আমি অনুতপ্ত কত।
অশ্রদ্ধায়, অনিচ্ছায় করি দান; এ রহস্য
চিরদিন রয়েছে গোপন;
এ গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে;
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

কটির ঊর্ধ্বভাগে যে বিষ ছিল, তাহা এই সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বাহির হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। বালক উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। তখন তাহার পিতা তাহার মাতাকে বলিল, 'ভদ্রে, আমার যাহা সাধ্য, করিলাম; এখন তুমি সত্যক্রিয়া দ্বারা, বাছা যাহাতে উঠিয়া চলিতে ফিরিতে পারে, তাহার উপায় দেখ।' ঐ রমণী বলিল, 'আমারও একটা গূঢ় সত্য আছে; কিন্তু তাহা আপনার সম্মুখে বলিতে পারি না।' 'মাণ্ডব্য বলিল, 'ভদ্রে, যেভাবেই পার, ছেলেটীর প্রাণ বাঁচাও।' 'বেশ, তাহাই করিতেছি' বলিয়া ঐ রমণী তখন তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. উগ্রবীর্য্য আশীবিষ বিবর হইতে উঠি
দংশিল যে তোরে, বাছা, আজ,
সে আর জনক তোর সমান অপ্রিয় মোর,

বলিতে বড়ই পাই লাজ।
ছি! ছি! এ কলঙ্ক-কথা হৃদয়েই ছিল গাথা;
মুখ ফুটে বলিনি কখন।
এ গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক এবে;
যজ্ঞদত্ত লভুক জীবন।

এই সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিষ বাহির হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল; যজ্ঞদত্ত নির্ব্বিষ দেহে উঠিল এবং পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। পুত্র এইরূপে উঠিয়া দাঁড়াইলে মাণ্ডব্য দ্বৈপায়নের মনের ভাব জানিবার জন্য চতুর্থ গাথা বলিল :

৪. তোমা ছাড়া, ওহে কৃষ্ণ, শান্তদান্ত সকলেই
পরিব্রজ্যা করিয়া গ্রহণ
অভিরত হয় তার; তুমি কেন অনিচ্ছায়
ব্রহ্মচর্য্য করিছ পালন?

দ্বৈপায়ন এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫. 'শ্রদ্ধাবশে গৃহ ত্যজি পুনঃ সেই গৃহে এল;
এ যে বড় মূর্খ, জড়মতি!'
এ নিন্দার ভয়ে আমি পালিতেছি ব্রহ্মচর্য্য,
বলিতে কি, অনিচ্ছায় অতি।
বিজ্ঞজন-প্রশংসিত, সাধুজন-আচরিত
ব্রহ্মচর্য্য বলে সর্ব্বজনে;
ইঁহার কারণ বটে, কেন আমি অনিচ্ছায়,
রত আছি ইঁহার পালনে।

দ্বৈপায়ন এইরূপে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া মাণ্ডব্যকে ষষ্ঠ গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

৬. শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু পথিক—যে আসে হেথা
অন্নপানে সদা তৃপ্ত হয়:
সাধারণ ব্যবহার্য্য তড়াগের[১] তুল্য তব
গৃহ খানি, এই মনে লয়।
অন্নপানে পূর্ণ ইহা; মুক্তহস্তে কর দান;
দানে ইচ্ছা নাই তবু বল।

[১]। 'ওপানভূতং—চতুমহাপথে কতসাধারণা পোক্খরণী বিয়।' কেশব-জাতকের (৩৪৬) বর্ত্তমান বস্তুতেও এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ওপান = আপান বা পানভূমি—যেখানে দশজনে বসি আমোদপ্রমোদ ও গল্পগুজব করে এরূপ স্থানও বুঝাইতে পারে।

কি নিন্দার আশঙ্কায় দাও তুমি অনিচ্ছায়;
শুনিতে হয়েছে কৌতূহল।

তখন মাণ্ডব্য সপ্তম গাথায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিল :

৭. পিতা, পিতামহ মোর ছিলেন বদান্য বড়;
শ্রদ্ধাবান দানশৌণ্ড বলি
খ্যাতি ছিল তাঁহাদের; আমি শুধু সে কারণ
কুলবৃত্তি অনুসরি চলি,
পাছে কেহ নিন্দা করে কুলাঙ্গার বলি মোরে
আমি শুধু সেই আশঙ্কায়
অভ্যাগতে করি দান যাহা সাধ্য অন্নপান;
কিন্তু তাহা বড় অশ্রদ্ধায়।

ইহা বলিয়া মাণ্ডব্য অষ্টম গাথায় নিজের ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল :

৮. হয় নাই জ্ঞানোদয়, এমন বয়সে তুমি
পিতৃগৃহ হতে হেথা এলে;
আমি যে অপ্রিয় তব, এ কথা মুখাগ্রে তুমি
এতকাল কভূ না বলিলে!
সেবিলে যতনে মোরে; অথচ এখন বল
সেবিয়াছ অতি অনিচ্ছায়!
এ বড় অদ্ভুত কথা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন
পত্নীধর্ম্মে তুষিলে আমায়?

ইঁহার উত্তরে ঐ রমণী নবম গাথা বলিল :

৯. কোন কালে এই কুলে সেবি পরপুরুষেরে
হয় নাই কেহ কলঙ্কিনী;
স্মরি কুল ক্রমাগত নারীদের পাতিব্রত্য
হই নাই কুপথগামিনী।
পাছে কেহ নিন্দা করে কুলকলঙ্কিনী বলি,
শুধু আমি এই আশঙ্কায়
করিয়াছি সেবা তব, চাপিয়া মনের ভাব,
বলিতে কি, বড় অনিচ্ছায়।

ইহা বলিয়াই সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বে যাহা বলি নাই, আজ স্বামীর নিকট সেই গুহ্যকথা বলিলাম। হয়ত ইহাতে ইনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। এই তাপস আমাদের কুলোপগ; ইঁহার সম্মুখেই আমি স্বামীর নিকট ক্ষমা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথায় ক্ষমা প্রার্থনা করিল :

১০. বলিনু, মাণ্ডব্য, যাহা বলিবার নয়;
হইয়াছে যজ্ঞদত্ত এবে নিরাময়।
দাসীর এ দোষ ক্ষম দয়া করি তাই।
পুত্রস্নেহ হতে আর বড় কিছু নাই।

মাণ্ডব্য বলিল, 'ভদ্রে, তুমি উঠ; আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। এখন হইতে কিন্তু আমার উপর নিষ্ঠু হইও না। আমিও তোমার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিব না।' বোধিসত্ত্বও[১] মাণ্ডব্যকে বলিলেন, 'ভাই, অসদুপায়লব্দ ধন সঞ্চয় করিয়া এবং দানকর্ম্মে ও তজ্জনিত ফলে আস্থাশূন্য হইয়া দান করা ভাল হয় নাই। এখন হইতে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে।' মাণ্ডব্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ইহাতে সম্মত হইল এবং সেও বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'ভদন্ত, আপনিও অনভিরত হইয়া ব্রহ্মচারিভাবে আমাদের দান গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। এখন হইতে আপনি চিত্তকে এমন প্রসন্ন করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে ও ধ্যানাভিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন, যেন আপনার কৃতকর্ম্ম মহাফলপ্রদ হয়।' অনন্তর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তদবধি ভার্য্যা স্বামীর প্রতি স্নেহবতী হইল, মাণ্ডব্য প্রসন্নচিত্ত ও শ্রদ্ধার সহিত দান করিতে লাগিল, বোধিসত্ত্ব অনভিরতি-রহিত হইয়া ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন অনন্দ ছিলেন মাণ্ডব্য (গৃহী); বিশাখা ছিলেন তাহার ভার্য্যা, সারিপুত্র ছিলেন অণিমাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।]

মাণ্ডব্যমুনির শূলারোহণের কথা মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ১০৭ম ও ১০৮ম অধ্যায়, কালীসিংহ) দেখা যায়। লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান হইয়াছিল বলিয়া মাণ্ডব্য ধর্মকে শাপ দিয়াছিলেন যে, তিনি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই শাপে ধর্ম্মকে বিদূররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মাণ্ডব্য ইঁহার বিধান করেন যে, চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়সে কেহ পাপপুণ্যের ফলভোগী হইবে না। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা বেশ কৌতুকাবহ।

ইংরাজী অনুবাদক এই আখ্যায়িকাটীকে confused অর্থাৎ একটু পূর্ব্বাপরসঙ্গতিহীন বা এলোমেলো বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রণিধানসহকারে পাঠ করিলে ইহা সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ইঁহার

[১]। দ্বৈপায়নই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

মুখ্য উদ্দেশ্য খ্যাপনের মাহাত্ম্যপ্রদর্শন। মন অনেকেরই নরক—লজ্জায় লোকে মনের পাপ চাপিয়া রাখে। যখন পাপকে পাপ বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং লোকে তাহা খ্যাপন (confession) করে, তখন প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, মন আর কুপথে যায় না। দ্বিতীয় খণ্ডের কুরুধর্ম্মজাতকেও (২৭৬) খ্যাপনের এইরূপ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরাও বলেন,

খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ
পাপাকৃম্মুচ্যতে পাপৈ স্তথা দানেন চাপদি।

----

৪৪৫. ন্যাগ্রোধ-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ ভাই, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন। তুমি তাঁহার কৃপায় প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা পাইয়াছ, ত্রিপিটকরূপ বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়াছ, ধ্যানবল লাভ করিয়াছ; লোকের নিকট দশবলের ন্যায় সম্মানভাজন হইয়াছ।' ইহা শুনিয়া দেবদত্ত একটী তৃণশলাকা হস্তে লইয়া বলিল, 'গৌতম যে আমার এতটুকু উপকার করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই না।' অতঃপর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেখ কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে রাজগৃহে মগধমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী নিজের পুত্রের জন্য কোন জনপদ-শ্রেষ্ঠীর কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রমণী বন্ধ্যা হইলেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহার আদর কমিল; যাহাতে তিনি শুনিতে পারেন এই ভাবেই লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'আমাদের ছেলের ঘরে বাঁঝা স্ত্রী থাকিলে বংশরক্ষা হইবে কি উপায়ে?' ইহা শুনিয়া সেই রমণী স্থির করিল, 'বলে বলুক; আমি গর্ভিণী সাজিয়া ইহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিব।' সে নিজের সেবায় নিরত এক ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, গর্ভিণী হইলে মেয়েরা কি কি করে?' গর্ভিণীদের কি কি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা গর্ভরক্ষার জন্য কি কি করে, ধাত্রী তাহাকে সমস্ত বলিল। তখন সে ঋতুকাল গোপন করিল, অম্লাদির প্রতি রুচি দেখাইতে লাগিল, যখন প্রকৃত গর্ভসঞ্চারে হস্তপদাদিতে শোথ দেখা দেয় সেই সময় উপস্থিত হইলে

নিজের হাত, পা ও পিঠে আঘাত করিয়া ফুলাইয়া তুলিল, প্রতিদিন নেকড়া জড়াইয়া উদর স্ফীত করিল; চুচুকাগ্রদ্বয়ে কালি মাখাইল। সেই ধাত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে সে স্নানাদি শরীরকৃত্য করিত না। ইহাতে তাহার স্বামীও তাহাকে গর্ভিণী মনে করিয়া যথারীতি সেবাশুশ্রুষার ব্যবস্থা করিল। এইরূপে নয় মাস অতিবাহিত করিয়া সে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে বলিল, 'এখন জনপদে গিয়া পিতৃগৃহে প্রসব করিতে আজ্ঞা দিন।' তাঁহারা সম্মতি দিলে সে রথারোহণে বহু অনুচরসহ রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিল এবং গন্তব্য পথ দিয়া পিতৃভবনাভিমুখে চলিল।

ইহাদের অগ্রে অগ্রে একদল বণিক যাইতেছিল। বণিকেরা কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রাতরাশকালে যেমন সেখান হইতে যাত্রা করিত, অমনি শ্রেষ্ঠীবধূও তাহার অনুচরগণ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইত। ঐ বণিকদিগের সঙ্গে এক দুঃখিনী স্ত্রী ছিল। সে একদিন রাত্রিকালে একটা ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের মূলে পুত্র প্রসব করিয়া, প্রভাতে যখন বণিকেরা সে স্থান হইতে যাত্রা করিল, তখন ভাবিল, 'ইহাদের সঙ্গ ছাড়িলে আমি যাইতে পারিব না; কিন্তু যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে হয়ত এই পুত্রকে আবার পাইতেও পারি।' অনন্তর সে ঐ ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের মূলে জরায়ূ ও গর্ভমল বিস্তার করিয়া পুত্রটীকে আচ্ছাদিত করিল এবং তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিল। উক্ত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিশুটীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ শিশু যে সে নয়, স্বয়ং বোধিসত্ত্ব; তিনি ঐ সময়ে উক্তভাবেই জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রেষ্ঠীবধূ প্রাতরাশকালে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং শরীরকৃত্য-সম্পাদনার্থ সেই ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া উক্ত ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের মূলে গমন করিল। সেখানে হেমবর্ণ শিশুটীকে দেখিয়া সে ধাত্রীকে বলিল, 'মা, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।' অনন্তর সে নিজের শরীরে যে নকল নেকড়া জড়াইয়াছিল সেগুলি খুলিল, উৎসঙ্গদেশে রক্ত ও গর্ভমল মাখিল এবং অনুচরদিগকে জানাইল যে, সে এক পুত্র প্রসব করিয়াছে। অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইল, এবং রাজগৃহে পত্র পাঠাইল। তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী লিখিয়া পাঠাইলেন, 'যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন পিত্রালয়ে যাইবার প্রয়োজন নাই, তিনি রাজগৃহেই ফিরিয়া আসুন।' এই আদেশ পাইয়া সে রাজগৃহেই ফিরিয়া গেল। সেখানে শিশুটী রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর পৌত্র বলিয়া গৃহীত হইল এবং ন্যাগ্রোধমূলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া নামকরণ দিবসে ইঁহার ন্যাগ্রোধকুমার এই নাম রাখা হইল।

ঠিক ঐ দিন অপর একজন শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ প্রসবার্থ পিত্রালয়ে যাইবার কালে পথিমধ্যে কোন বৃক্ষের শাখার নিম্নে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল; এই জন্য এ শিশুটীর নাম হইল শাখকুমার।

সে দিন এই শ্রেষ্ঠীর আশ্রিত এক তুন্নকারের[১] ভার্য্যাও এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। ইঁহার নাম হইল পোত্তিক। এই বালক দুইটী ন্যাগ্রোধকুমারের সহিত একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া, মহাশ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে আনাইয়া আপনার পৌত্রের সহিত একত্র লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তিন জনে একত্র বর্দ্ধিত হইল এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গেল। শ্রেষ্ঠীপুত্রদ্বয় আচার্য্যকে দুই সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিলেন; এবং ন্যাগ্রোধকুমার নিজের তত্ত্বাবধানে পোত্তিকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর কুমারেরা আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তক্ষশিলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং লোকচরিত্র জানিবার অভিপ্রায়ে জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া শেষে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে এক দেবগৃহে (মন্দিরে) বাস করিতে লাগিলেন।[২] ইঁহার ছয় দিন পূর্ব্বে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। অমাত্যরা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন যে পরদিন পুষ্পরথ যোজিত হইবে।[৩]

বন্ধুত্রয় বৃক্ষমূলে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন; পোত্তিক প্রত্যুষকালে নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক বসিয়া বসিয়া ন্যাগ্রোধকুমারের পদমার্জ্জন করিতেছিল। ঐ বৃক্ষে কয়েকটা কুক্কুট থাকিত। ইহাদের মধ্যে একটা কুক্কুট তাহার অধোবর্ত্তী আর একটা কুক্কুটের শরীরে মলত্যাগ করিল। নীচের কুক্কুটটা বলিল, 'আমার গায়ে কি পড়িল রে?' উপরের কুক্কুট বলিল, 'রাগ করো না, ভাই; আমি না জানিয়া ফেলিয়াছি।' 'তবে রে পাজি, তুই বুঝি আমার দেহটা তোর মল-পাতনের স্থান মনে করিয়াছিস! আমার যে কি ক্ষমতা, তাহা তুই জানিস্ না!' 'মর হতভাগা;' 'বলিলাম যে না জানিয়া করিয়াছি; তবু চটিতেছিস! আবার ক্ষমতার কথা বলে? বল তোর কি ক্ষমতা?' 'যে আমাকে মারিয়া আমার মাংস খাইবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র মুদ্রা পাইবে। বলত, আমি গর্ব্ব করিব না কেন?' 'এতেই তোর গর্ব্ব!' যে আমাকে মারিয়া স্থূল মাংস খাইবে সে প্রাতঃকালেই রাজা হইবে; যে মধ্যম মাংস খাইবে, সে সেনাপতি হইবে এবং যে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইবে, সে ভাণ্ডারিক হইবে'[৪] ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল,

---

[১]। তুন্নকার—তুন্নবায় = দরজি।

[২]। মূলে 'দেবকুলে' আছে; পাঠান্তর 'রুক্খমুলে'। জাতকে ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই জন্য শেষোক্ত পাঠই সমীচিন বলিয়া মনে হয়। শেষেও বক্ষমলেরই উল্লেখ আছে।

[৩]। 'পুষ্পরথ' সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

[৪]। কুক্কুটদ্বয়ের এইরূপ কলহ এবং তাহাদের মাংসাহারে, রাজ্যাদি প্রাপ্তির কথা দ্বিতীয় খণ্ডের শ্রী-জাতকেও (২৮৪) বর্ণিত আছে।

'সহস্র মুদ্রায় কি হইবে? রাজ্যই প্রার্থনীয়।'

সে আস্তে আস্তে গাছে উঠিল, উপরিস্থিত কুক্কুটটাকে ধরিয়া মারিল, তাহাকে অঙ্গারে পাক করিল, স্থূল মাংস[১] ন্যাগ্রোধকুমারকে ও মধ্যম মাংস শাখকুমারকে দিল এবং নিজে অস্থিসংলগ্ন মাংস খাইয়া বলিল, 'ভাই ন্যাগ্রোধ, তুমি আজ রাজা হইবে; ভাই শাখ, তুমি সেনাপতি হইবে; আর আমি ভাণ্ডারিক হইব। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কিরূপে জানিলে?' তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

অনন্তর প্রাতরাশের সময়ে তাঁহারা সেখান হইতে বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্পিঃশর্করাযুক্ত পায়স খাইয়া নগরের বাহিরে একটা উদ্যানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ন্যাগ্রোধকুমার একখানা শিলাপট্টে শুইলেন, অন্য দুই জন উহার বাহিরে শুইল। ঐ সময়ে লোকে পুষ্পরথে পঞ্চরাজচিহ্ন[২] স্থাপনপূর্ব্বক উহা চালাইয়া দিল। পুষ্পরথবৃত্তান্ত মহাজনক জাতকে (৫৩৯) সবিস্তর বলা যাইবে। পুষ্পরথখানি সেই উদ্যানে গেল এবং সেখানে যেন রাজার আরোহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে পুরোহিত অনুমান করিলেন যে, উদ্যানে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ন্যাগ্রোধকুমারকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পদ হইতে শাটক অপসারিত করিয়া পদলক্ষণগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং 'বারাণসী রাজ্য তো তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজা হইবার উপযুক্ত' ইহা বলিয়া যুগপৎ সর্ব্ববিধ বাদ্য করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে ন্যাগ্রোধকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মুখ হইতে শাটক অপনীত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বহু লোক সমবেত হইয়াছে। তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ান অবস্থাতেই আরও কিছু সময় অতিবাহিত করিলেন এবং তাহার পর সেই শিলাপট্টে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন পুরোহিত নতজানু হইয়া বলিলেন, 'দেব, এই রাজ্য আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে।' ন্যাগ্রোধকুমার উত্তর দিলেন, 'বেশ।' তখন পুরোহিত তাঁহাকে সেইখানেই রত্নরাজির উপর বসাইয়া অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ন্যাগ্রোধকুমার রাজ্য পাইয়া শাখকে সৈনাপত্য দিলেন এবং মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন। পোত্তিকও তাঁহাদের সহিত নগরে গেল। তদবধি মহাসত্ত্ব বারাণসীতে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তিনি মাতাপিতার কথা স্মরণ করিয়া শাখকে বলিলেন, 'সৌম্য, মাতাপিতাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি বহু অনুচর লইয়া যাও এবং আমাদের

---

[১]। স্থূলমাংস = চর্ব্বি (?)

[২]। পঞ্চরাজচিহ্ন—খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীব, পাদুকা ও চামর।

মাতাপিতাকে লইয়া আইস।' 'এ আমার কাজ নহে' বলিয়া শাখ অস্বীকার করিল। তখন রাজা পোত্তিককে আজ্ঞা দিলেন। সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার মাতাপিতার নিকট গেল এবং বলিল, 'আপনাদের পুত্র রাজা হইয়াছেন। চলুন, সেখানে যাই।'

তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, 'আমাদের যথেষ্ট বিভব আছে; সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।' সে শাখের মাতাপিতাকে যাইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার নিজের মাতপিতাও যাইতে চাহিল না, বলিল, 'আমরা দরজির ব্যবসায় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।' এইরূপে কাহারও মন না পাইয়া সে বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং স্থির করিল যে, সেনাপতির গৃহে পথশ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহার পর ন্যাগ্রোধরাজের সহিত দেখা করিবে। সেনাপতির দ্বারে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকের দ্বারা সংবাদ পাঠাইল, 'আপনার পোত্তিক নামক বন্ধু আসিয়াছে ।' 'ব্যাটা আমাকে রাজ্য না দিয়া উহার বন্ধু ন্যাগ্রোধকে রাজ্য দিয়াছে' ইহা ভাবিয়া শাখ পোত্তিকের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল। সে দৌবারিকের কথা শুনিয়া ক্রোধে ছুটিয়া আসিল এবং 'কে এর বন্ধু? ব্যাটা পাগল—দাসীপুত্র; ধর ব্যাটাকে' বলিয়া ভৃত্যদিগের দ্বারা তাহাকে ধরাইল এবং হস্ত, পাদ ও জানু দ্বারা প্রহার করাইয়া গলাধাক্কা দেওয়াতে দেওয়াতে বাহির করাইয়া দিল।

এই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'শাখ আমারই চেষ্টায় সৈনাপত্য পাইয়াছে, কিন্তু এখন অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে এবং আমাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। ন্যাগ্রোধকুমার পণ্ডিত, কৃতজ্ঞ ও সৎপুরুষ; এখন তাঁহারই নিকটে যাওয়া যাউক। অনন্তর সে রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ পাঠাইল, 'পোত্তিক নামে আপনার নাকি এক জন বন্ধু আছে; সে উপস্থিত হইয়াছে।' রাজা তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে আসিতে দেখিয়া আসন হইতে উঠিলেন, অগ্রসর হইয়া বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিলেন, এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য আহার করাইলেন। অনন্তর তাহার সহিত সুখাসীন হইয়া ন্যাগ্রোধরাজ মাতাপিতার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন এবং তাঁহাদের আসিতে অনিচ্ছার কথা শুনিলেন।

এদিকে শাখ ভাবিল, 'পোত্তিক রাজার নিকটে গিয়া আমার নিন্দা করিবে; কিন্তু আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকি, তাহা হইলে কিছু বলিতে পারিবে না।' এই বিবেচনা করিয়া সেও রাজার নিকটে গেল। পোত্তিক তাহার সম্মুখেই রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'দেব, আমি পথক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার আশায় শাখের গৃহে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম বিশ্রামান্তে এখানে আসিব।

কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করিবেন যে, শাখ আমায় চিনে না বলিয়া প্রহার করাইয়াছে এবং গলাধাক্কা দেওয়াইয়া তাড়াইয়া দেওয়াইয়াছে?

১. চিনে না আমায়, চিনে না আমায়
মাতা, পিতা, বন্ধুজন—
বলিল যে শাখ, বিশ্বাস এ কথা
করিবে কি কদাচন?

২. আজ্ঞাবহ তার ভৃত্যেরা আমায়
ধরিল তাহার পর;
গলাধাক্কা দিয়া দিল তাড়াইয়া
মুখে মারি ঘুসি চড়।

৩. শাখ দুষ্টমতি অকৃতজ্ঞ অতি
মিত্রদ্রোহী, দুশ্চরিত্র;
এমন অনার্য্য ব্যবহার তার;
অথচ সে তব মিত্র!

ইহা শুনিয়া ন্যাগ্রোধরাজ চারিটী গাথা বলিলেন :

৪. জানি না কখন, বলে নাই কেহ
এমন অনার্য্য কাজ
করেছে যে কেহ, বলিলে যা, ভাই,
করিয়াছে শাখ আজ।

৫. শাখের, আমার তুমি জীবিকার
করিলে উপায় ভাই;
মানবসমাজে সম্মানভাজন
হইয়াছি মোরা তাই।
তুমি বন্ধু ছিলে সেই সে কারণে
নাহিক ইথে সংশয়
আসি দীনবেশে আমরা এদেশে
লভিয়াছি অভ্যুদয়।

৬. আগুনে ফেলিলে বীজ যায় পুড়ি,
অঙ্কুরিত নাহি হয়;
অসাধুর ভাল করিলে কি ফল?
কভু সে কৃতজ্ঞ নয়।

৭. আর্য্যভাবযুত সুশীল জনের
উপকার যদি কর,

কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ তাহারা
রাখে তাহা নিরন্তর।
কৃতজ্ঞ জনের কর যদি হিত,
বিফল তাহা না হয়;
সুক্ষেত্রে পতিত বীজ হতে হয়
নিশ্চয় অঙ্কুরোদয়।

ন্যাগ্রোধ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শাখ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাছিলেন, 'কি হে শাখ, এই পোত্তিককে চিনিতে পার কি?' শাখ কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। অনন্তর তাহার দণ্ডবিধানার্থ ন্যাগ্রোধ অষ্টম গাথা বলিলেন :

৮. মুর্খ, প্রবঞ্চক, অতি নীচাশয়
বধ শাখে শক্তি হানি;
না চাই ইহাকে জীবিত দেখিতে
ক্ষণেকের তরে আমি।

ইহা শুনিয়া পোত্তিক ভাবিল, 'আমার জন্য এই মূর্খের প্রাণ নাশ হইতে পারে না।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া নবম গাথা বলিল :

৯. ক্ষম এরে, ভূপ; বধিলে পরাণে
বাঁচাতে কি পারা যায়?
নীচ বটে, কিন্তু মরণ ইঁহার
মন মোর নাহি চায়।

পোত্তিকের কথায় রাজা শাখকে ক্ষমা করিলেন। তিনি পোত্তিককেই সৈনাপত্য দিতে চাহিলেন। কিন্তু সে উহা লইতে ইচ্ছা করিল না। তখন রাজা তাহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বিচারক্ষম ভাণ্ডারিকের পদ দান করিলেন।[১] পূর্ব্বে নাকি এরূপ কোন পদ ছিল না; এই সময় হইতেই ইঁহার উৎপত্তি হইল। কালক্রমে পোত্তিক ভাণ্ডারিক যখন পুত্রকন্যাদিগকে মানুষ করিতেছিল, তখন তাহাদের উপদেশার্থ সে অবশিষ্ট এই গাথাটী বলিত :

১০. ন্যাগ্রোধে সেবিবে, শাখেরে ত্যজিবে,
মরণেও পাবে সুখ
ন্যাগ্রোধের সাথে; শাখের সংসর্গে
বাঁচিয়াও পাই দুখ।[২]

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।
[২]। এই গাথাটী ১ম খণ্ডের ন্যাগ্রোধমৃগ-জাতকেও (১২) দেখা যায়।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ দেবদত্ত পূর্ব্বেও বড় অকৃতজ্ঞ ছিল।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল শাখ, আনন্দ ছিলেন পোত্তিক এবং আমি ছিলাম ন্যাগ্রোধ।]

---

৪৪৬. তক্কল জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন পিতৃপোষক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি কোন দরিদ্রকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতার মৃত্যুর পর প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতেন, পিতার জন্য দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল রাখিতেন; তাহার পর কখনও মজুর খাটিয়া, কখনও বা কৃষিকর্ম্ম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দিয়া পিতার ভোজনের জন্য যাগুভক্তাদি প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে তিনি সাতিশয় যত্নের সহিত পিতার ভরণপোষণ করিতেন।

একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'বাছা, তুমি একা; ঘরের কাজ, বাহিরের কাজ, সমস্তই তোমাকে করিতে হয়। আমি একটী কুলকন্যা লইয়া আসি; সে তোমার ঘরের কাজগুলি করিবে।' উপাসক উত্তর দিলেন, 'বাবা, স্ত্রী ঘরে আসিলে, সে আপনার, আমার, কাহারেও সুখবিধান করিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি যাবজ্জীবন আপনার পোষণ করিব। আপনি দেহত্যাগ করিলে, তখন কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিব।' কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক কুমারী আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। এই রমণী অতি নীচাশয়া ছিল। সে প্রথমে শ্বশুরের ও স্বামীর সেবা করিত; পিতার সেবা হইতেছে দেখিয়া উপাসক সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি যেখানে যে কিছু ভাল দ্রব্য পাইতেন, পত্নীকে আনিয়া দিতেন। সে আবার শ্বশুরকে সেই সমস্ত দিত। কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে সে ভাবিতে লাগিল 'আমার স্বামী যেখানে যে ভাল দ্রব্য পান, তাহা পিতাকে না দিয়া আমাকে আনিয়া দেন। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায়, পিতার প্রতি ইঁহার আর ভক্তি নাই। এখন একটা উপায়ে এই বুড়াটাকে আমার স্বামীর চক্ষুঃশুল করিয়া বাড়ী থেকে তাড়াইতে হবে।' এই উদ্দেশ্যে সে তদবধি বৃদ্ধকে

---

[১]। তক্কল এক প্রকার কন্দ। টীকাকার ইহাকে পিণ্ডালুকন্দ বলিয়াছেন। এই জাতকের প্রথম গাথায় আরও তিন প্রকার কন্দের নাম আছে—আলুপ, বিড়ালীক ও কলম্ব। টীকাকারের মতে 'আলুপ' = আলুকন্দ; 'বিড়ালীক' = বিড়ালবল্লীকন্দ; 'কলম্ব' = তালকন্দ। এগুলি যে বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন কন্দের নাম, তাহা বলা কঠিন।

ক্রুদ্ধ করিবার জন্য কোন দিন অতিশীতল, কোনদিন বা অত্যুষ্ণ জল দিত; কোন দিন ব্যঞ্জনাদিতে বেশী লবণ দিত, কোন দিন মোটেই লবণ দিত না; কোন দিন তাঁহার ভাত অসিদ্ধ রাখিত, কোন দিন বা অতিসিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিত। ইহাতে বৃদ্ধ যদি ক্রোধের ভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে ঝগড়া বাদাইত, বলিত, 'কার বাপের সাধ্যি যে এই বুড়ার সেবা করে।' সে নিজে যেখানে সেখানে থুথু কাসি ফেলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিত, 'দেখ তোমার বাপের কাণ্ড। কিছু করিতে নিষেধ করলেই তিনি চটিয়া লাল হন; তুমি হয় তাঁহাকে লইয়া থাক, নয় আমায় লইয়া থাক।' ইহাতে উপাসক একদিন বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমার বয়স অল্প; তুমি যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে; কিন্তু আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। যদি তাঁহার কথা তোমার অসহ্য হয়, তবে তুমিই বরং এই বাড়ী ছাড়িয়া যাও।' এই উত্তরে রমণী বড় ভীতা হইল; সে শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল—বলিল 'এখন হইতে আর এমন কাজ করিব না।' শ্বশুর তাহাকে ক্ষমা করিলেন; সেও পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিরত হইল। স্ত্রী ব্যবহারে উপাসক প্রথমে এত উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুদিন ধর্ম্মশ্রবণার্থ শাস্তার নিকট যাইতে পারেন নাই। শেষে ঐ রমণী প্রকৃতিস্থা হইলে তিনি শাস্তার নিকটে গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে, উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আইস নাই?' উপাসক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'এখন তুমি এই রমণীর কথামত কাজ কর নাই, পিতাকেও তাড়াও না; কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহারই কথায় পিতাকে আমকশ্মশানে লইয়া গিয়াছিলে, ও গর্ত্ত খনন করিয়াছিলে। তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। কিন্তু তুমি যখন পিতার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন এই বয়সেই আমি তোমাকে মাতাপিতার গুণ শুনাইয়া পিতৃহত্যারূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম, তুমি তখন আমার কথা শুনিয়া যাবজ্জীবন পিতার রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিলে। তখন আমি তোমায় যে উপদেশ দিয়াছিলাম, জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াও তাহা তুমি ত্যাগ কর নাই। এই কারণেই এখন তুমি তোমার পত্নীর পরামর্শমত পিতাকে নিহত কর নাই।' অনন্তর উপাসকের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে কোন কুলে বাসিষ্ঠক নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে মাতা পিতা উভয়েরই সেবা করিত এবং কালক্রমে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে পিতার সেবাতেই নিরত হইয়াছিলেন। [অনন্তর প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত বলিতে হইবে।] শেষে তাহার স্ত্রী বলিল, 'দেখ

তোমার পিতার কাজ! ইহা করিও না, তাহা করিও না বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হন। তোমার পিতা অতি উগ্র পুরুষ; তিনি নিত্যই কলহ করেন। তিনি এখন জরাজীর্ণ ও ব্যাধিপীড়িত; অতএব শীঘ্র মারা যাইবেন। আমি এমন লোকের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে পারিব না। তিনি আপনা হইতেই অল্প দিনের মধ্যে মরিবেন। তুমি তাঁহাকে আমকশ্মশানে লইয়া যাও, সেখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে ফেলিয়া দাও, কোদালির ঘা দিয়া মাথাটা ভাঙ্গ, এইরূপে তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া উপরে ছাই মাটি দিয়া চাপা দাও এবং ঘরে ফিরিয়া এস।' রমণী পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলাতে সে উত্তর দিল, 'ভদ্রে, একটা লোক মারা বড় ভয়ানক কাজ; আমি ইহা কিরূপে করিব?' 'আমি তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি।' 'বল তো শুনি।' 'তুমি খুব ভোরে, তোমার পিতা যেখানে শুইয়া থাকেন, সেখানে গিয়া, যাহাতে সকলে শুনিতে পায়, এমনভাবে চেঁচাইয়া বলিবে, 'বাবা, অমুক গ্রামে তোমার একজন খাতক আছে; আমি গিয়াছিলাম, সে টাকা দিল না; তুমি মারা গেলে তো দিবেই না; চল, আমরা দুই জনে সকাল বেলা গাড়ী করিয়া সেখানে যাই। ইহা শুনিয়া তিনি যে সময়ে যাইবেন বলিবেন, সেই সময়ে তুমি বিছানা থেকে উঠিবে, গাড়ী চড়িয়া তাহাতে তোমার পিতাকে বসাইবে, আমকশ্মশানে লইয়া সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িবে, বুড়াকে মারিয়া ঐ গর্ত্তে পুতিবে, যেন চোরে আসিয়া তোমায় ধরিয়াছে এইভাবে চীৎকার করিবে, নিজের মাথায় একটা আঘাত করিবে, তাহার পর স্নান করিয়া ঘরে ফিরিবে।' বাসিষ্ঠক বলিল, 'বেশ উপায় দেখাইয়াছে।' সে স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাইবার জন্য গাড়ীখানা সাজাইয়া রাখিল।

বাসিষ্ঠকের সপ্তবর্ষবয়স্ক একটী পুত্র ছিল। কিন্তু এই অল্প বয়সেও সে বেশ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইয়াছিল। সে মাতার কথা শুনিয়া ভাবিল, 'আমার মা কি পাপিষ্ঠা! এ আমার বাবাকে দিয়া পিতৃহত্যা করাইতেছে! আমি বাবাকে পিতৃহত্যা করিতে দিব না।'[১] সে আস্তে আস্তে গিয়া পিতামহের পার্শ্বে শুইল। এ দিকে বাসিষ্ঠক, তাহার স্ত্রী যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তখন গাড়ী যুতিয়া, 'এস বাবা, কর্জ্জা টাকা আদায় করিতে যাই' বলিয়া পিতাকে গাড়ীতে বসাইল। বালকটী কিন্তু প্রথমেই গাড়ীতে উঠিয়াছিল। বাসিষ্ঠক তাহাকে নিবারণ করিতে না পারিয়া তাহাকেও আমকশ্মশানে লইয়া গেল এবং সেখানে পিতা ও পুত্রকে গাড়ীসুদ্ধ এক পার্শ্বে রাখিয়া স্বয়ং অবতরণপূর্ব্বক কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া বাসিষ্ঠকের নিকট গিয়া, যেন কিছুই জানে না এইভাবে :

নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল :

---

[১]। 'কতুং ন দস্‌সামি'—করিতে দিব না। বাঙ্গালা ও পালির রীতি এখানে অবিকল এক।

১. তক্কল, আলুপ, বিড়ালীক, তালকন্দ—
কিছু নাহি জন্মে হেথা, তাই লাগে ধন্ধ,
একাকী খুঁড়িছ গর্ত্ত এ শ্মশান মাঝে
বিজন অরণ্যে বাবা, তুমি কোন কাজে?

ইঁহার উত্তরে বাসিষ্ঠক দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. বড়ই দুর্ব্বল, বাছা পিতামহ তোর
নানারোগে হয়েছেন নিতান্ত কাতর;
তাই এই গর্ত্তে তাঁরে রাখিব পুতিয়া
কি সুখ তাঁহার, বল, এভাবে বাঁচিয়া?

ইহা শুনিয়া বালক অর্দ্ধ গাথা বলিল :

এ পাপ সঙ্কল্প, বাবা, করিলে কেমনে?
দুঃখ তাঁর যাবে দুঃখ পাইয়া মরণে!
যে কর্ম্ম করিতে তুমি হয়েছ উদ্যত,
অতীব নিষ্ঠুর তাহা, অতি অসঙ্গত।

অনন্তর সে পিতার হস্ত হইতে কোদালিখানি লইয়া নিকটে আর একটা গর্ত্ত কুঁড়িতে আরম্ভ করিল। বাসিষ্ঠক তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই বাছা, গর্ত্ত কুঁড়িতেছিস কেন?' সে তৃতীয় গাথা পূরণ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিল :

৩. আমিও করিব অনুসরণ তোমার।
অধীন হইবে যাবে তুমিও জরার,
এই মম কুলকর্ম্ম, ভাবি ইহা মনে
পুতিব তোমার গর্ত্ত খুঁড়ি এই বনে।

তখন বাসিষ্ঠক চতুর্থ গাথা বলিল :

৪. শিশু হয়ে, বাছা, তুই বলিলি আমায়
পরুষ বচন, শুনি বুক ফাটি যায়।
ঔরস যে পুত্র, সেই এমন নির্দ্দয়।
বলে কথা পিতার অনিষ্ট যাতে হয়।

বুদ্ধিমান বালকটী ইঁহার উত্তরে একটী গাথা এবং মনের আবেগে দুইটী উদান গাথা বলিল :

৫. না আমি নিষ্ঠুর, বাবা; অনিষ্ট না চাই;
হইবে কুশল তব যাহে, বলি তাই।
যে পাপে উদ্যত তুমি হয়েছ এখন,
পারি না কি আমি তাহা করিতে বারণ?

৬. বিনা দোষে যেই হিংসে জননী-জনকে,

দেহান্তে যায় সে পাপী নিশ্চই নরকে।
৭. অন্নপানে পোষে যেই জননী-জনকে
দেহান্তে তাহার গতি হয় স্বর্গ-লোকে।

পুত্রের মুখে এই ধর্ম্মকথা শুনিয়া বাসিষ্ঠক অষ্টম গাথা বলিল :

৮. নির্দ্দয় অহিতকামী তুই যে আমার,
ঘুচিয়াছে এবে সেই ভ্রম-অন্ধকার।
পরম হিতৈষী মোর, তুই বাছা ধন,
দয়াবশে পাপ হতে কৈলি নিবারণ।
করিতে যাইতেছিনু পাপ মহাঘোর
শুনি শুদ্ধ পরামর্শ জননীর তোর।

বালক বলিল, 'রমণীরা কোন দোষ করিলে যদি তাহার নিগ্রহ না করা যায়, তবে তাহারা পুনঃ পুনঃ পাপ করে। আমার মাতা যাহাতে আর এমন কর্ম্ম না করেন, এইভাবে তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক।

৯. সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
ধরিল যে গর্ভে মোরে, সে বড় অনার্য্যা।
গৃহ হতে দূর তারে করহ সত্বর;
নচেৎ আরও দুঃখ দিবে অতঃপর।

বাসিষ্ঠক বুদ্ধিমান পুত্রের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইল এবং 'চল বাবা, যাই' বলিয়া তাহাকে ও পিতাকে গাড়ীতে বসাইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। এদিকে সেই দুঃশীলা রমণী, 'অপেয়ে বুড়াটাকে বাড়ীর বাহির করিয়াছি' ভাবিয়া হৃষ্টমনে টাটকা গোরব দিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়াছিল এবং পায়স পাক করিয়া পথের দিকে তাকাইতেছিল। সে তাহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিল, 'যে অলক্ষীকে তাড়াইয়া দিলাম তাহাকেই আবার লইয়া আসিল!' সে ক্রোধভরে বলিয়া উঠিল, 'অরে সর্ব্বনেশে, যে অলক্ষীকে ঘরের বাহির করিলাম, তুই তাহাকেই আবার লইয়া আসিলি!' বাসিষ্ঠক ইঁহার কোন উত্তর দিল না; সে গাড়ী হইতে গরু দুইটী খুলিয়া লইল এবং 'কি বলিলি, পাপিষ্ঠা' বলিয়া সেই দুঃশীলা রমণীকে মনের সাধে প্রহার করিল। অনন্তর, 'সাবধান, আর যেন এ ঘরে প্রবেশ না করিস' বলিয়া তাহাকে পা দুইখানি ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সে পিতাকে ও পুত্রকে স্নান করাইল, নিজেও স্নান করিয়া এবং তিন জনে মিলিয়া সেই পায়স খাইল। পাপিষ্ঠা কয়েকদিন অন্য এক জনের বাড়ীতে থাকিল।

ইঁহার পর একদিন বালকটী বাসিষ্ঠককে বলিল, 'বাবা, যাহা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার মাতার চৈতন্য হইবে না। তুমি আমার মাতার অশান্তি জন্মাইবার জন্য রটনা করিয়া দাও, 'অমুক গ্রামে তোমার মাতুলকন্যা আছেন;

তিনি তোমার দাদামহাশয়ের ও আমার সেবা শুশ্রূষা করিবেন; অতএব তাঁহাকেই গৃহে আনিবে। তাহার পর মাল্যগন্ধাদি লইয়া গাড়ীতে চড়িবে এবং বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে ফিরিবে।' বাসিষ্ঠক ইহাই করিল। প্রতিবেশীদিগের স্ত্রীরা বাসিষ্ঠকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর স্বামী নাকি অন্য স্ত্রী আনিবার জন্য অমুক গ্রামে গিয়াছে?' ইহা শুনিয়া সে ভাবিল, 'তবে তো আমার সর্ব্বনাশ হইল! এখন তো আমার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না!' সে মহা ভয় পাইয়া স্থির করিল, পুত্রের সাহায্য চাহিতে হইবে। অনন্তর সে তাড়াতাড়ি পুত্রের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িল এবং বলিল, 'বাছা, তুই ছাড়া আমার আর কোন অবলম্বন নাই। এখন হইতে তোকে ও তোর পিতামহকে অলঙ্কৃত চৈত্যের ন্যায় যত্নে রাখিব। যাহাতে এ বাড়ীতে ফিরিতে পারি তাহা কর বাবা।' বালক বলিল, 'বেশ মা! তবে তুমি যদি আবার এরূপ অনর্থ ঘটাও, তাহা হইলে আমিও নিজ মূর্ত্তি ধরিব। সাবধান, আর কখনও এমন ভুল করিও না।' অতঃপর তাহার পিতা যখন গৃহে ফিরিল, তখন দশম গাথা বলিল :

১০. সে রমণী, যারে তুমি বল তব ভার্য্যা,
জননী আমার যেই বড়ই অনার্য্যা,
সে পাপিষ্ঠা বশীভূত হয়েছে এখন
আলানে আবদ্ধা মত্তা করেণু যেমন।
তাই মাগি অনুমতি, হে পিতঃ তোমার,
প্রবেশ করুক সেই গৃহেতে আবার।

পিতাকে এইরূপ বলিয়া বালক গিয়া মাতাকে আনিল। সে স্বামী ও শ্বশুরের নিকট ক্ষমা চাহিল এবং তদবধি বিনীতভাবে যথাধর্ম্ম স্বামী, শ্বশুর ও পুত্রের সেবাশুশ্রূষা ও লালনপালন করিতে লাগিল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রের উপদেশ মত চলিত এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পিতৃপোষক উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই পিতা, পুত্র ও স্নুষা ছিল সেই পিতা, পুত্র ও স্নুষা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বালক।]

তৃতীয় খণ্ডের কাত্যায়নী (৪১৭) এবং পদকুশলমাণব (৪৩২) জাতকেও স্ত্রীর পরামর্শে মাতাপিতার প্রতি পুত্রের নিষ্ঠুরাচরণের কথা আছে। আরও অনেক জাতকে এবং অশোকের শিলালিপিতে মাতাপিতার সেবা মহাধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি পিতৃভক্তি এদেশের লোকের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় এত প্রয়াস পাইতে হইত না। জাতকের গল্পে বোধ হয় পুত্রবধূরাই শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যন্ত্রণার নিধান ছিলেন; বর্ত্তমান সময়ের

ন্যায় শ্বাশুড়ীরা নববধূর উপর কোন অত্যাচার করিতেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ দুই পক্ষেরই দোষ ছিল।

এ গল্পেরই প্রায় অনুরূপ একটী গল্প এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিত এবং তাঁহাকে একখানা ভাঙ্গা পাথরে ভাত দিত। বৃদ্ধ মরিলে ঐ ব্যক্তি পাথরখানা ফেলিতে যাইতেছে দেখিয়া তাহার পুত্র বলিয়াছিল, 'বাবা, পাথরখানা ফেলিলে, তুমি যখন বুড়া হইবে তখন আমি তোমাকে কিসে ভাত দিব?' বালকের এই কথায় প্রৌঢ় যে সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

৪৪৭. মহাধর্ম্মপাল-জাতক

[শাস্তা যেবার প্রথমে কপিলপুরে ফিরিয়া যান, সেই সময়ে তিনি ন্যাগ্রোধারাম-নামক উদ্যানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন একদিন তিনি পিতৃভবনে গিয়া রাজার অবিশ্বাস-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহারাজ শুদ্ধোধন নিজ ভবনে ষোড়শ সহস্র ভিক্ষুসহ ভগবানকে যবাগূখাদ্যাদি দিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভোজনকালে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'ভদন্ত, আপনি যখন বুদ্ধত্বলাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিতে ছিলেন[১] তখন এক দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমার পুত্র সিদ্ধার্থকুমার অনাহারে মারা গিয়াছে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন কি?' 'না, আমি বিশ্বাস করি নাই; দেবতা আকাশে আসীন হইয়া আমায় বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্র বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে না।' 'মহারাজ, পূর্ব্বেও, মহাধর্ম্মপালের সময়ে এক সুব্যখ্যাত আচার্য্য আসিয়া আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; এমন কি তিনি আপনার বিশ্বাসের জন্য অস্থি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে আপনার বংশে কেহই তরুণ বয়েসে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অতএব এখন কেন ঐ দেবতার কথা বিশ্বাস করিবেন?' অনন্তর শুদ্ধোদনের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

---

[১]। 'পধানকালে'—গৃহত্যাগের পর ছয় বৎসর কাল গৌতম নানারূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। এই তপস্যার নাম, 'প্রধান বা 'মহাপ্রধান।'

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যে ধর্ম্মপালগ্রাম নামে একখানি গ্রাম ছিল। ধর্ম্মপাল-বংশের বাসস্থান বলিয়াই ইঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই গ্রামে দশকুশলপথবিচারী[১] এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মপাল নামে বিদিত ছিলেন। তাঁহার গৃহে দাসকর্ম্মকারেরা দানশীল ছিল, শীল রক্ষা করিত এবং পোষধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল ধর্ম্মপালকুমার। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় প্রেরণ করিলেন।

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গিয়া এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ আচার্য্যের পাঁচ শত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্ব ক্রমে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ[২] হইলেন। অনন্তর ঐ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর মৃত্যু হইল। আচার্য্য ছাত্রদিগের ও জ্ঞাতিবন্ধুদিগের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে শ্মশানে গেলেন; সেখানে পুত্রের শরীরকৃত্য আরম্ভ করিলেন; তিনি নিজে, তাহার জ্ঞাতিবর্গ ও শিষ্যগণ, সকলেই রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। কেবল ধর্ম্মপালকুমার রোদন বা পরিদেবন করিলেন না। অতঃপর সেই পঞ্চশত শিষ্য শ্মশান হইতে ফিরিয়া আচার্য্যের নিকটে বসিয়া, 'আহা, এমন সদাচারসম্পন্ন তরুণ মাণবক তরুণ বয়সেই মাতাপিতার আবাস শূন্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন' এইরূপ খেদ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মপালকুমার বলিলেন, 'তোমরা বলিতেছ, তরুণবয়স্ক। যদি তরুণ বয়স্ক হইবে, তবে তরুণকালে মারা যাইবে কেন? তরুণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অতি অসঙ্গত।' ইহা শুনিয়া অন্য শিষ্যেরা বলিল, 'ভাই, তুমি কি সমস্ত প্রাণীরই মরণশীলতা জান না?' 'জানি বৈ কি? কিন্তু কেহ তরুণ বয়সে মরে না; বৃদ্ধ হইলেই মরে।' 'সমস্ত সংস্কারই তো অনিত্য ও অস্তিত্বরহিত।' 'অনিত্য বটে, কিন্তু কোন প্রাণীই তরুণকালে মরে না; বৃদ্ধাবস্থাতেই অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়।' 'তবে কি, ভাই ধর্ম্মপাল, তোমাদের বাড়ীতে কেহ মরে না।' 'অল্পবয়সে মরে না; বৃদ্ধ হইলেই মরে।' 'এই কি তোমাদের বংশের রীতি?' 'পুরুষ-পরম্পরায় আমাদের বংশে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে।' শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে এই কথা জানাইল। আচার্য্য ধর্ম্মপালকুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস ধর্ম্মপাল, তোমাদের বংশে কেহ তরুণ বয়সে মরে না, এ কথা সত্য কি?' 'হাঁ আচার্য্য।' ইহা শুনিয়া আচার্য্য ভাবিলেন, 'এ অতি বিস্ময়কর বাক্য বলিতেছে; ইঁহার পিতার নিকটে

---

[১]। অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি দশবিধ কুশলধর্ম্ম।

[২]। জেট্ঠন্তেবাসিক।

গিয়া জিজ্ঞাসা করিব; যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমিও তাঁহারই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।' তিনি পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সাত আট দিন পরে ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি প্রবাসে যাইব; যত দিন না ফিরি, তুমি এই শিষ্যদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে।' অনন্তর একটা ছাগের অস্থি লইয়া তিনি সেগুলি ধুইলেন ও থলিতে পূরিলেন এবং একটী বালক-ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন। অতঃপর যথাকালে তিনি সেই গ্রামে পৌঁছিলেন এবং ধর্ম্মপালের কোন বাড়ী ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া, সেই বাড়ীরই দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের দাসকর্ম্মকার প্রভৃতির মধ্যে যে যখন আচার্যকে প্রথম দেখিতে পাইল, সেই তাঁহার হস্ত হইতে, কেহ ছত্র, কেহ পাদুকা গ্রহণ করিল; বালক-ভৃত্যটীর হাত হইতেও থলিটা লইল। আচার্য্য বলিলেন, 'যাও, গৃহস্বামীকে বল গিয়া যে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালকুমারের আচার্য্য দ্বারদেশে উপস্থিত।' তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহাধর্ম্মপালকে এই সংবাদ দিল। তিনি বেগে দ্বারের নিকটে ছুটিয়া গেলেন এবং 'এ দিকে আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া আচার্য্যকে গৃহে লইয়া পল্যঙ্কে বসাইলেন ও পাদপ্রক্ষালনাদি অতিথিসৎকার করিলেন। আহারান্তে আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য মিষ্টকথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র ধর্ম্মপালকুমার প্রজ্ঞাবান ছিল; সে তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারগতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটা অসুখ হওয়ায় মারা গিয়াছে। সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; অতএব আপনি শোক করিবেন না।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ করতলধ্বনি-সহকারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনি হাসিতেছেন কেন?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার পুত্র মরে নাই; হয় তো অন্য কেহ মরিয়া থাকিবে।' 'ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রই মরিয়াছে; এই দেখুন তাহার অস্থি। এখন তো বিশ্বাস করিবেন?' 'এ অস্থি হয় ছাগের নয় কুক্কুরের; আমার ছেলে মরে নাই; আমাদের বংশে শত পুরুষের মধ্যে পূর্ব্বে কেহই তরুণ বয়সে মরে নাই; আপনি অলীক কথা বলিতেছেন।' এই সময়ে গৃহের সকলেই করতলধ্বনি-সহকারে অট্টহাস্য করিল। আচার্য্য এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনার বংশে পুরুষপরম্পরায় কেহই যে অল্পবয়সে মারা যায় না, ইহা বিনা কারণে ঘটে নাই; এই জন্য আমি জানিতে চাই, কি কারণে তরুণ বয়সে মৃত্যু হয় না।

১. চরিত্রের কোন গুণে, কি ব্রত কি ব্রহ্মচর্য্য
করিয়া পালন
তব কুলে জন্মে যারা, তরুণ বয়সে তাহা
মরে না কখন?

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, যে যে গুণের প্রভাবে স্বীয় বংশে অকাল মৃত্যু ঘটে না, নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে তাহা বর্ণনা করিলেন :

২. ধর্ম্মপথে চরি; মিথ্যা নাহি বলি;
পাপকর্ম্ম করি নিয়ত বর্জ্জন;
যা কিছু অনার্য্য সমস্তই ত্যাজ্য;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৩. সদসৎধর্ম্ম করিয়া শ্রবণ
অসতে আসক্ত না হয় কখন;
ত্যাজিয়া অসৎ ভজি সদা সৎ,
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৪. দানের পূর্ব্বেতে সুপ্রসন্ন মন;
দানকালে প্রীতিপ্রফুল্ল বদন;
দিয়া অনুতাপ করি না কখন;
তাই তরুণের না হয় মরণ।[১]

৫. শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, পথিক, যাচক,
দরিদ্র, ভিখারী, দ্বারস্থ যে জন,
পানীয় আহারে তুষি সবাকারে;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৬. স্বামী সতীব্রত, ভার্য্যা পতিব্রতা;
পরস্ত্রী যখন করি দরশন
সযতনে মোরা ব্রহ্মচর্য্য পালি;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৭. সতী স্ত্রী গর্ভে জনমে সন্তান
মেধাবী, ধার্ম্মিক, বহুপ্রজ্ঞাবান,
সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বেদপরায়ণ;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৮. মাতা, পিতা, স্বসা, ভ্রাতা, দারা, সুত
স্ব স্ব ধর্ম্মপথে করে বিচরণ
দেহান্তে সদ্‌গতি পাইবার আশে;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

৯. দাসদাসী আর অনুজীবীগণ

---

[১]। এই গাথাটী তৃতীয় খণ্ডের মদীয়ক-জাতকেরও (৩৯০) দেখা যায়।

ভৃত্য ভৃত্যা গৃহে আছে যত জন,
ধর্ম্মপথে চরে পরলোক তরে;
তাই তরুণের না হয় মরণ।

অতঃপর ব্রাহ্মণ দুইটী গাথায় ধর্ম্মচারীদিগের গুণকীর্ত্তন করিলেন :

১০. ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে;
ধর্ম্ম সাধুশীলে করে সুখদান;
এই পুরস্কার ধর্ম্মে মতি যার;
ধার্ম্মিকের নাহি ঘটে অকল্যাণ।

১১. ধর্ম্মপথে চরে— ধর্ম্ম রক্ষে তারে;
ছত্র রক্ষে যথা বর্ষার সময়;
এ অস্থি অন্যের; ধর্ম্মপাল মোর
ধর্ম্মে সুরক্ষিত; মরেনি নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, 'আমি অতি শুভক্ষণে এখানে আসিয়াছি; আমার আগমন সুফলপ্রদ হইয়াছে, নিষ্ফল হয় নাই।' তিনি হৃষ্টমনে ধর্ম্মপালকুমারের পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, 'আমি আসিবার কালে আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই ছাগাস্থিগুলি আনিয়াছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। আপনি যে ধর্ম্মরক্ষা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন।' অনন্তর তিনি ধর্ম্মকথাগুলি পত্রে লিখিয়া লইলেন, সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্ম্মপালকুমারকে সমস্ত বিদ্যাদানপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

[মহারাজ শুদ্ধোধনকে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া শুদ্ধোধন অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল পরিজনবর্গ এবং আমি ছিলাম ধর্ম্মপালকুমার।]

---

৪৪৮. কুক্কুট-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণহত্যার চেষ্টাসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় দেবদত্তের দুঃশীলতার কথা তুলিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, 'দেখ ভাই, দেবদত্ত দশবলের প্রাণসংহারার্থ ধনুর্গ্রহাদি নিয়োজিত করিয়াছিল।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং

বলিলেন, 'কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে কৌশাম্বী নগরে কৌশাম্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব কোন বেণুবনে কুক্কুট-যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং বহুশত কুক্কুটপরিবৃত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাহার অদূরে একটা শ্যেন থাকিত। সে নানা কৌশলে এক একটী করিয়া কুক্কুট ধরিয়া খাইত। সেইরূপে সে বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত কুক্কুটই উদরসাৎ করিল; বোধিসত্ত্ব তখন একাকী হইলেন। তিনি অতি সতর্কতার সহিত যথাকালে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বেণুবনের নিবিড়তম অংশে প্রবেশপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন। শ্যেন তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া একদিন ভাবিল, 'কোন একটা উপায়ে ইহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া ধরিতে হইবে।' অনন্তর সে বোধিসত্ত্বের অদূরে একটা শাখায় বসিয়া বলিল, 'ভাই কুক্কুট, তুমি আমায় ভয় কর কেন? আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাই; অমুক স্থানে প্রচুর খাদ্য আছে; চল, আমরা উভয়েই সেখানে গিয়া ভোজন করিব এবং পরস্পরের সহিত সম্প্রীতিভাবে থাকিব।' ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, তোমার সহিত আমার কোন বন্ধুত্ব নাই; তুমি চলিয়া যাও।' 'ভাই, আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না। এখন হইতে আমি আর সেরূপ কাজ করিব না।' 'তোমার বন্ধুত্বের আমার প্রয়োজন নাই; তুমি চলিয়া যাও,' ইহা বলিয়া বার বার তিন বার বোধিসত্ত্ব শ্যেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং শেষে বনভূমি নিনাদিত করিয়া এবং দেবতাদিগের সাধুকার পাইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা, কি কি লক্ষণযুক্ত জীবের সহিত বন্ধুত্ব অকর্ত্তব্য, তাহা বলিলেন :

১. পাপকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, আর
অতি সাধু সাজি পরিচয় আপনার
দেয় সকলের কাছে,—এই চারি জন
বিশ্বাসের যোগ্য তব নহে কদাচন।

২. পিপাসার্ত্ত গোর মত হেরি কত নরে,
অল্পে পরিতৃপ্তি লাভ যারা নাহি করে,
মিত্রের সর্ব্বস্ব হরে, তোষে তার মন
মিষ্ট বাক্যে, কার্য্যে কিন্তু নহে কদাচন।

৩. শুষ্কাঞ্জলি ইহাদের নাহি ভিজে দানে;
কথায় মনের ভাব রাখে সঙ্গোপনে।

মানুষের মাঝে এরা বড়ই অসার;
সাবধানে অকৃতজ্ঞে কর পরিহার।

৪. যে যা বলে তাই করে, চিতে নাই বল,
যে চলে ধরিয়া সদা পত্নীর অঞ্চল,
অঙ্গীকার নানা ছলে করে যে ভঞ্জন—
ইঁহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৫. অনার্য্যানুষ্ঠানরত, বাঙনিষ্ঠাবর্জিত;
পাইলে সুযোগ করে পরের অহিত;
কোষাবৃত অসিসম এতাদৃশ জন;
ইঁহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৬. কেহ সাজে মিত্র মুখে বচন মধুর;
মনে মুখে কিন্তু তার ব্যবধান দূর;
জানে সেই নানা ছলে হরিবারে মন;
সে জন বিশ্বাসযোগ্য নহে কদাচন।

৭. ধনধান্য দেখে যদি মিত্রের ভবনে,
কেমনে হরিবে তাহা ভাবে মনে মনে;
রক্ষকের বেশে শেষে হইয়া ভক্ষক
সর্ব্বনাশ করি যায় বিশ্বাসঘাতক।

[ইঁহার পর ধর্ম্মরাজপ্রোক্ত চারিটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—

৮. বন্ধুবেশে সাজি বহু শত্রু আসি
অনেক সময়ে ভজে;
এমন দুর্জ্জনে ত্যজহ, যেমনে
কুক্কুট শ্যেনেরে ত্যজে।

৯. আসন্ন বিপৎ নিরখি যেজন
না করিবে তার আশু নিবারণ,
শত্রু-হস্তে পাবে দুর্গতি অপার;
পরিণামে তার অনুতাপ সার।

১০. আসন্ন বিপৎ নিরখি তাহার
আশু প্রতিকার করে যেই জন,
শত্রু হতে মুক্তি লভে সে নিশ্চয়,

শ্যেনগ্রাস হতে কুক্কুট যেমন।[১]

১১. বনে বিস্তারিত পাশসদৃশ এ ধূর্ত্তগণ,
অধার্ম্মিক, নিত্য তব সর্ব্বনাশপরায়ণ।
দূর হতে বিচক্ষণ এমন দুর্জ্জনে ত্যজে,
ত্যজিল কুক্কুট যথা শ্যেনে বংশবন মাঝে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্যেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি আর এই বনে বাস কর, তাহা হইলে দেখিবে আমি কি করি।' ইহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও এইরূপে আমায় প্রাণসংহারের চেষ্টা করিয়াছিল।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেন; এবং আমি ছিলাম সেই কুক্কুট।]

---

৪৪৯. মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মৃত-পুত্র ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী বুদ্ধোপাসক কোন ভূস্বামীর প্রিয়পুত্র মারা যায়। এইজন্য স্নানাহার ও কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের পূজার জন্যও বিহারে যাইতেন না, কেবল দিবারাত্র বিলাপ করিতেন, 'হাঁ বৎস, আমাকে ছাড়িয়া প্রথমেই কেন তুমি চলিয়া গেলে?' একদিন শাস্তা প্রদোষকালে সকল ভুবন অবলোকন করিতেছিলেন; তিনি দেখিতে পাইলেন, এই ভূস্বামীর স্রোতাপত্তিফল-লাভের সময় আসন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত পরদিন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলেন এবং আহারান্তে ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল স্থবির আনন্দের সহিত[২] ঐ ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর লোকে ভূস্বামীকে বুদ্ধের আগমন-সংবাদ দিল। অনন্তর তাহারা আসন বিস্তৃত করিয়া শাস্তাকে উপবেশন করাইল, এবং ভূস্বামীকে ধরিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। ভূস্বামী শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে শাস্তা তাঁহাকে করুনাশীতল বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক, তোমার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে বলিয়া শোক

---

[১]। এই গাথা দুইটী প্রায় অবিকৃতরূপে বানর (৩৪২), কুক্কুট (৩৮৩) এবং সুলসা (৪১৯) জাতকেও দেখা যায়।

[২]। এখানে আনন্দ বুদ্ধের 'পচ্ছাসমণ' অর্থাৎ অনুচর শ্রমণ হইয়াছিলেন। স্থবিরেরা কোথাও যাইতে হইলে একাকী যান না; শ্রমণদিগের মধ্য হইতে একজন অনুচর সঙ্গে লন।

করিতেছে?' উপাসক বলিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত।' 'দেখ, উপাসক, প্রাচীনকালেও বিজ্ঞেরা পুত্রশোকে অধীর হইয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কথায় যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মৃতব্যক্তিকে কিছুতেই পুনর্ব্বার পাওয়া যায় না, তখন অণুমাত্র শোক করেন নাই।' অনন্তর শাস্তা ভূস্বামীর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণের পুত্র পঞ্চদশ কি ষোড়শবর্ষ বয়সে একটা রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায় এবং দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করে। বাহ্মণ পুত্রের মরণ-সময় হইতে শ্মশানে গিয়া ভস্মরাশির চতুর্দ্দিকে বিচরণপূর্ব্বক পরিদেবন করিতেন। তিনি কোন কাজকর্ম্মই দেখিতেন না, কেবল শোকার্ত্ত হইয়া বেড়াইতেন। সেই দেবপুত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহাকে দেখিতে হইবে।' অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন শ্মশানে গিয়া পরিদেবন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই মৃতপুত্রের রূপ ধারণ করিয়া এবং সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া তিনি সেখানে আবির্ভূত হইলেন এবং পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক দুই হাত মাথায় দিয়া উচ্চঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন; অমনি তাঁহার মনে পুত্রস্নেহের সঞ্চার হইল; তিনি দেবপুত্রের নিকট দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহাকে শ্মশানে বসিয়া ক্রন্দন করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন :

১. সুমৃষ্ট কুণ্ডল শোভে শ্রবণ যুগলে;
পারিজাত-পুষ্পমালা দুলিতেছে গলে;
মনোহর বপু হরিচন্দনে চর্চ্চিত;
নানাবিধ দিব্য আভরণে বিভূষিত।
তবু, বল, কোন দুঃখে বসিয়া এ বনে
বাহুতুলি রত তুমি হয়েছ ক্রন্দনে?

ইঁহার উত্তরে মাণবক-রূপধারী দেবপুত্র বলিলেন :

২. রথের পঞ্জর মোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত;
প্রভায় তাহার দশদিক উদ্ভাসিত;
উপযুক্ত তার দুটী চক্র নাহি পাই;
সেই দুঃখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মণি—যাতে ইচ্ছা কর,
তাতেই নির্ম্মাণ রথ করাব সত্বর।

উপযুক্ত চক্র তায় করিব যোজন।
বল, কোনরূপ রথে তব প্রয়োজন?

মাণবক বলিলেন :

[অতঃপর মাণবক যে গাথা বলিয়াছিলেন, শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তাহার প্রথম পাদ বলিলেন :

৪ক। মাণবক এ কথা শুনিয়া বলিল তখন,]
৪খ। চন্দ্র আর সূর্য্য এই ভ্রাতা দুইজন;
ইঁহারা রথের মোর চক্র যদি হয়,
তবেই শোভার তার ঘটে উপচয়।

অতঃপর ব্রাহ্মণ বলিলেন :

৫. অবোধ মাণব তুমি বুঝিনু নিশ্চয়;
প্রার্থিলে বা প্রার্থনার যোগ্য কভু নয়।
জানিলাম ধ্রুব তব ঘটিবে মরণ;
চন্দ্র আর সূর্য্য তুমি পাবে না কখন।

তখন মাণবক বলিলেন :

৬. উদয়াস্ত দেখা যায়, কার কি বরণ;
কোন পথে যায় কেবা, করি দরশন
প্রেতেরে কখন কিন্তু দেখে নাই কেহ;
প্রেতে না করিতে পারে পরিগ্রহ দেহ।
কান্দ তুমি, কান্দি আমি বসি এইবনে—
কে অবোধ বেশী তাহা ভাবি দেখ মনে।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথা প্রণিধান করিয়া বলিলেন :

৭. বলিলে, মাণব, সত্য; ক্রন্দন আমার
পরিচয় দিতেছে অধিক মূর্খতার।
পাইতে চন্দ্রেরে কান্দে শিশুরা যেমন,
প্রেতে ফিরাইতে কান্দে মূর্খরা তেমন।

ব্রাহ্মণ মাণবকের কথায় এইরূপে নিঃশোক হইয়া, তাঁহার স্তুতির জন্য অবশিষ্ট গাথা তিনটী বলিলেন :

৮. ঘৃতসিক্ত অগ্নি যথা জলের সেচনে
হয় নির্ব্বাপিত, তথা শক্রের বচনে
সর্ব্ববিধ দুঃখ মোর হল অপনীত;
দয়া করি শক্র মোর করিলেন হিত।

৯. করিলে উদ্ধার শল্য হৃদয়-নিহিত;
শোকার্ত্তের পুত্র-শোক হল অপনীত।
১০. অপনীত শল্য এবে, নাহি শোক আর;
আবিলতা মনে কিছু নাহিক আমার।
না করিব শোক, নাহি করিব ক্রন্দন,
শুনিয়া তোমার, শত্রু প্রবোধ-বচন।[১]

অনন্তর মাণবক বলিলেন, 'দেখুন, ব্রাহ্মণ, আপনি যাহার জন্য রোদন করিতেছেন, আমিই আপনার সেই পুত্র; আমি দেবলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন অবধি আপনি আমার জন্য আর শোক করিবেন না। আপনি দানে রত হউন, শীল রক্ষা করুন, পোষধ পালন করুন।' ব্রাহ্মণকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া দেবপুত্র স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণও তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই ধর্ম্মদেশন দেবপুত্র।]

---

৪৫০. বিড়ালী-কৌশিক-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন দানব্রত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি ভগবানের ধর্ম্মকথা শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তদবধি দানব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দান করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অন্যকে না দিয়া তিনি একপাত্র অন্ন গ্রহণ করিতেন না; এমন কি, পানীয় প্রাপ্ত হইলে তাহারও কিছু অপরকে না দিয়া তিনি নিজে পান করিতেন না।

অনন্তর একদিন ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার এই গুণের কথা লইয়া কথাবর্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে, তুমি সত্যই কি দানব্রত এবং দানের জন্য ব্যগ্র থাক?' 'হাঁ, ভদন্ত, ইহা সত্য।' 'দেখ, ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অতি অশ্রদ্ধ ও অপ্রসন্ন ছিলেন। ইনি কখনও

---

[১]। এই গাথা তিনটী সোমদত্ত-জাতকে (৪১০), মৃগপোতক-জাতকে (৩৭২) এবং সুজাত-জাতকেও (৩৫২) পাওয়া গিয়াছে।

[২]। এই জাতকের কোন কোন অংশের সহিত প্রথম খণ্ডের ইল্লীষ-জাতকের (৭৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) কোন কোন অংশ প্রায় এক।

তৃণাগ্রদ্বারা তৈলবিন্দু পর্য্যন্ত তুলিয়া কাহাকেও দান করিতেন না। অনন্তর আমিই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলাম এবং দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। ইঁহার সেই দানাভিরত চিত্ত জন্মান্তরেও ইহাকে পরিহার করে নাই।' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠীর পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর একদিন ধন অবলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'ধন তো দেখা যাইতেছে; কিন্তু যাঁহারা এই ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়? আমার কর্ত্তব্য যে, এই ধন বিসর্জ্জন করিয়া দানে রত হই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দানশালা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যাবজ্জীবন মহাদান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এবং আয়ুশেষে পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'কোন কারণেই যেন আমার এই দানক্রিয়া রহিত না হয়।' ইঁহার পর দেহত্যাগ করিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও সেইরূপ দানশীল ছিলেন এবং আয়ুশেষে স্বীয় পুত্রকে পূর্ব্ববৎ উপদেশ দিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ইঁহার পুত্র সূর্য্য, পৌত্র সারথি মাতলি এবং প্রপৌত্র পঞ্চশিখ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ বংশধর কিন্তু ধর্ম্মশ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠুর, নির্মম ও কৃপন হইলেন; তিনি দানশালা ভাঙ্গিয়া দগ্ধ করাইলেন, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তৃণাগ্রে তৈলবিন্দু তুলিয়াও কাহাকেও দান করিলেন না।

এ সময়ে দেবরাজ শক্র নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ভাবিলেন, 'আমার সেই দানব্রত এখনও চলিতেছে কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার পুত্র দানানুষ্ঠান করিয়া চন্দ্ররূপে, পৌত্র সূর্য্যরূপে প্রপৌত্র সারথি মাতলিরূপে এবং বৃদ্ধ-প্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্র সেই ব্রতের লোপ করিয়াছে। তখন তিনি স্থির করিলেন, 'এই পাপিষ্ঠকে দমন করিয়া দানফল বুঝাইয়া আসিব।' তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, মাতলি ও পঞ্চশিখকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ভদ্রগণ, আমাদের ষষ্ঠবংশধর কুলকর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া দানশালা দগ্ধ করাইয়াছে, যাচকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছে, কাহাকেও কিছু দান করিতেছে না; তাহাকে বিনীত করা যাউক।' অনন্তর শক্র তাঁহাদের সহিত বারাণসীতে গমন করিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী রাজদর্শনান্তে ফিরিয়া সপ্তম দ্বার-কোষ্ঠকের নিকটে পথের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পায়চারি করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শক্র তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন,

'আমি প্রবেশ করিলে তোমরা যথাক্রমে আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিবে।' অনন্তর তিনি গিয়া শ্রেষ্ঠীর নিকটে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'ভো শ্রেষ্ঠিন, আমাকে কিছু ভোজন দাও।' শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'ঠাকুর, এখানে তোমরা কোন খাদ্য মিলিবে না; অন্যত্র যাও।' 'ভো মহাশ্রেষ্ঠিন্, ব্রাহ্মণের অন্ন যাচঞা করিলে না দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।' 'ঠাকুর, আমার গৃহে, পাক করা হইয়াছে বা হইবে, এমন কোন অন্ন নাই।' 'মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমাকে একটী শ্লোক বলিতেছি, শ্রবণ কর।' 'তোমার শ্লোকে আমার প্রয়োজন নাই; চলে যাও; এখানে থেক না।' শক্র যেন তাঁহার কথা শুনিতেই পাইলেন না এইভাবে দুইটী গাথা বলিলেন :

১. নিজে করে নাই পাক, লভেছে ভিক্ষায়,
তাহাও অপরে দিতে সাধুজন চায়।
গৃহে তব প্রতিদিন অন্ন পাক হয়;
পরকে দিবে না, কেন তবে মহাশয়?
দিব না, এ কথা শোভা না পায় কখন,
গৃহস্থের মুখে, যারা তোমার মতন।
২. কৃপণ, অথবা ভ্রান্ত দান নাহি করে;
বিজ্ঞে করে দান পুণ্যসঞ্চয়ের তরে।

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'তবে ঘরের ভিতর গিয়া বোস; অল্প কিছু পাইবে।' শক্র প্রবেশ করিয়া ঐ শ্লোক দুইটী আবৃত্তি করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চন্দ্র গিয়া অন্ন চাহিলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'তোমার জন্য এখানে অন্ন নাই; চলিয়া যাও।' 'মহাশ্রেষ্ঠিন্, ভিতরে যে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। বোধ হয়, তোমার এখানে আজ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। তবে আমিও প্রবেশ করি।' 'ব্রাহ্মণ ভোজন ঠোজন হইবে না; বেরোও এখনি।' 'মহাশ্রেষ্ঠিন্! একবার একটা শ্লোক শুন।' ইহা বলিয়া চন্দ্র দুইটী গাথা বলিলেন :

[কৃপণ পারে না কিছু করিবারে দান।
কেননা কল্পিত ভয়ে ভীত তার প্রাণ॥
আদান-বশত কিন্তু পরিণামে তার।
সত্য সেই ভয়ে ঘটে যন্ত্রণা অপার॥][১]
৩. কৃপণের ভয় এই, যদি করি দান,
ক্ষুধাপিপাসায় মোর যাবে শেষে প্রাণ।

---

[১]। এই গাথাটী টীকার অংশ।

কিন্তু মূর্খ এই দোষে ভুঞ্জে নিঃশংসয়
ইহলোক, পরলোকে উক্ত দুঃখদ্বয়।

৪. দমন কার্পণ্যদোষ করহ সতত;
ধুইয়া কার্পণ্যমল দানে হও রত।
যদি এ জনমে কর পুণ্যের সঞ্চয়,
পরলোকে সুপ্রতিষ্ঠা পাইবে নিশ্চয়।

শ্রেষ্ঠী দায়ে পড়িয়া বলিলেন, 'তবে ভিতরে যাও; যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।' চন্দ্র তখন প্রবেশ করিয়া শক্রের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ইঁহার ক্ষণকাল পরেই সূর্য্য উপস্থিত হইয়া দুইটী গাথায় অন্ন ভিক্ষা করিলেন :

৫. সহজে করিতে দান কেহ নাহি পারে;
ভোগের বাসনা দমে, দাতা বলি তারে।
সুদুষ্কর দানব্রত পালে সাধুগণ;
দানজাত সুখ পাপী পায় না কখন।

৬. সাধু আর অসাধুর হয় একারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।
ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।[১]

শ্রেষ্ঠী নিষ্কৃতি-লাভের উপায় না দেখিয়া বলিলেন, 'বেশ, তুমিও ভিতরে গিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দুইটীর নিকটে বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।' ইঁহার পর আর একটু অপেক্ষা করিয়া মাতলি দেখা দিলেন এবং অন্নভিক্ষা করিলেন। তিনিও পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইলেন—'অন্ন নাই।' কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. অল্প আছে, তবু কেহ রত সদা দানে;
বহু আছে, তবু কেহ দিতে নাহি জানে।
ধর্ম্মপথে চরি করে অল্পমাত্র দান
তাহাও নিশ্চয় দান-সহস্র প্রমাণ।

শ্রেষ্ঠীকে এবারও বলিতে হইল, 'তবে ভিতরে গিয়া বোস।' ইঁহার একটু পরে পঞ্চশিখ আসিয়া অন্ন চাহিলেন এবং পূর্ব্ববৎ 'অন্ন নাই' এই উত্তর পাইলেন। কিন্তু পঞ্চশিখ বলিলেন, 'কত জায়গাতেই ঘুরিয়াছি! এই বাড়ীতে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-ভোজন হইবে।' অনন্তর ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিয়া তিনি অষ্টম গাথা বলিলেন :

---

[১]। এই গাথা দুইটি দ্বিতীয় খণ্ডের দুর্দ্দদজ্জাভকেও (১৮০) দেখা যায়। সেখানে প্রথমটীর বঙ্গানুবাদ ঠিক মূলানুরূপ হয় নাই।

৮. গৃহ যদি দারাসুত পোষণের তরে
উঞ্ছবৃত্তি করে, তবু ধর্ম্মপথে চরে,—
করুক এ হেন জন অল্পমাত্র দান;
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র-যজ্ঞ লক্ষধনেশ্বর;
ধার্ম্মিক জনের দান এত মহত্তর!

পঞ্চশিখের কথায় শ্রেষ্ঠীর প্রণিধান জন্মিল। তিনি, ধনীর দান অকিঞ্চিৎকর কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নবম গাথা বলিলেন :

৯. মহাযজ্ঞ বহুব্যয়ে করে ধনিগণ;
স্বল্প-দান-তুল্য নয় ইহা কি কারণ?
বলিলে যে ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান,
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র-যজ্ঞ লক্ষধনপতি;
খুলিয়া আমায় তার বলহ যুকতি।

এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

১০. কুপথে চলিয়া করে অর্থ আহরণ,
বধে প্রাণে, দেয় ক্লেশ, করে উৎপীড়ন,—
দান করে বটে এরা, কিন্তু অনিচ্ছায়,
সাশ্রুমুখে,—যেন দিতে বুক ফেটে যায়।
তাই বলি ধার্ম্মিকের অল্পমাত্র দান—
কণামাত্র ফল তার কভু নাহি পান
সম্পাদি সহস্র যজ্ঞ লক্ষধনপতি।
বলিনু খুলিয়া আমি ইঁহার যুকতি।

পঞ্চশিখের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, 'যাও, তুমিও ভিতরে গিয়া বোস। যৎকিঞ্চিৎ পাইবে।' তখন পঞ্চশিখও গিয়া শক্রাদির নিকটে উপবেশন করিলেন। বিড়ালী-কৌশিকশ্রেষ্ঠী দাসীকে বলিলেন, 'এই ব্রাহ্মণদিগকে এক এক নালি আগরা ধান[১] দাও।' সে ধান আনিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিল, 'ইহা লইয়া যেরূপ পার পাক করাইয়া খাও।' ব্রাহ্মণবেশী দেবগণ বলিলেন, 'আমরা আগ্‌রা ধান স্পর্শ করি না।' দাসী শ্রেষ্ঠীকে বলিল, 'আর্য্য, ইঁহারা নাকি ধান ছোঁয় না।' 'তবে ইহাদিগকে কিছু চাউল দাও।' দাসী চাউল লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিল, 'এই চাউল লও।' 'আমরা আমান্ন লইব না।' দাসী

[১]। 'পলাপবীহী'—ধান ঝাড়িয়া লইবার পর বিচালির সহিত যে অপুষ্টধান ও 'চিটা' থাকে।

শ্রেষ্ঠীকে বলিল, 'ইঁহারা আমান্ন লইবে না।' 'তবে গরুর জন্য যে ভাত আছে, তাহাই কিছু শরায় বাড়িয়া দাও।' দাসী, গরুর জন্য যে ভাত বাড়া ছিল, তাহাই শরায় বাড়িয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ পাঁচটী উহা হইতে এক এক গ্রাস মুখে ফেলিলেন, কিন্তু না গিলিয়া গলদেশে আবদ্ধ করিলেন এবং চক্ষু উল্টাইয়া, নিঃসংজ্ঞ হইয়া মতবৎ শুইয়া পড়িলেন। দাসী ভাবিল, হয়ত মরিয়া গিয়াছে; সে ভয় পাইয়া শ্রেষ্ঠীকে জানাইল, 'আর্য্য, সেই বামুনগুলা গরুর ভাত গিলিতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছে।' শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন, 'এখন লোকে আমার তিরস্কার করিবে—বলিবে, পাপিষ্ঠ সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল; তাহারা উহা গিলিতে না পারিয়া মারা গিয়াছে।' তিনি দাসীকে বলিলেন, 'যাও, ওদের পাত্রগুলো হইতে গোভক্ত ফেলিয়া দিয়া সুস্বাদু শালিভক্ত বাড়িয়া রাখ।' দাসী তাহাই করিল। রাস্তা দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে ডাকিলেন এবং যখন অনেক লোক সমবেত হইল, তখন বলিলেন, 'দেখ, আমি যেমন খাই, এই ব্রাহ্মণদিগকেও সেইরূপ অন্ন দেওয়াইয়াছিলাম; ইঁহারা লোভবশত বড় বড় গ্রাস মুখে দিয়াছিল, তাহা গলায় ঠেকিয়াছে, কাজেই ইঁহারা মারা গিয়াছে; তোমরা জানিয়া রাখ, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।' বহু লোক সমবেত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা উঠিলেন এবং তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্ব স্ব মুখে যে অন্ন পূরিয়াছিলেন তাহা উত্তোলনপূর্ব্বক দেখাইয়া বলিলেন, 'এই শ্রেষ্ঠী কেমন মিথ্যাবাদী, তোমরা প্রত্যক্ষ কর। এ বলিতেছে, নিজে যে অন্ন খায়, আমাদিগকেও তাহাই দেওয়াইয়াছিল; তাহা সত্য নহে। এ প্রথমে আমাদিগকে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিল, তাহা খাইতে গিয়া আমরা মৃতবৎ অচেতন হইয়াছিলাম বলিয়া শেষে এই অন্ন পরিবেষণ করাইয়াছে।' তখন সেই সমবেত সমস্ত লোকে শ্রেষ্ঠীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, 'তুমি অতি অন্ধ ও অজ্ঞ; তুমি নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ; দানশালা দগ্ধ করাইয়াছ; যাচকদিগকে গলাধাক্কা দিতে দিতে তাড়াইয়াছ, এখন এই সুকুমার ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দিবার কালে গোভক্ত দেওয়াইয়াছিলে। তুমি, দেখিতেছি, পরলোকে প্রস্থান করিবার সময়, নিজের গৃহে যে বিভব আছে, তাহা গলায় বান্ধিয়া লইয়া যাইবে!' তখন শক্র সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা জান কি, এই বাড়ীতে যে ধন আছে তাহা কাহার উপার্জ্জন?' 'না মহাশয়।' 'তোমরা শুনিয়া থাকিবে, অমুক সময়ে এই বাড়ীতে এক বারাণসী-শ্রেষ্ঠী দানশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মহাদানে ব্রতী হইয়াছিলেন।' 'হাঁ, আমরা এ কথা শুনিয়াছি।' 'আমি সেই শ্রেষ্ঠী। সেই দানের ফলে আমি দেবরাজ শক্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছি। আমার পুত্রও কুলপ্রথা রক্ষা করিয়া দেবপুত্র চন্দ্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার পর

ক্রমান্বয়ে পৌত্র সূর্য্য, প্রপৌত্র মাতলি এবং বৃদ্ধপ্রপৌত্র পঞ্চশিখরূপে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইনি চন্দ্র, ইনি সূর্য্য, ইনি মাতলি সারথি এবং ইনি এই পাপিষ্ঠের পিতা গর্ন্ধব্বপুত্র পঞ্চশিখ। অতএব দেখিলে দানের কত গুণ! এই জন্যই পণ্ডিতেরা কুশলকামনায় দানব্রতী হন।' এইরূপ বলিতে বলিতে, সেই জনসঙ্ঘের সংশয়চ্ছেদনার্থ দেবগণ আকাশে উত্থিত হইয়া মহানুভাববলে বহু অনুচরে বেষ্টিত হইয়া সেখানে অবস্থিত হইলেন; তাঁহাদের উজ্জ্বল শরীরের প্রভায় সমস্ত নগর উদ্ভাসিত হইল। শক্র সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমরা এই কুলাপসাদ, কুলকর্ম্ম-নাশক পাপিষ্ঠ বিড়ালী কৌশিকের জন্যই আমাদের দিব্যসম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছি। এই পাপাত্মা নিজের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দানশালা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে, যাচকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নিষ্কাশিত করাইয়াছে, আমাদের বংশের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। অদানশীলতাবশত এ নরকে গমন করিবে। ইঁহার প্রতি অনুকম্পা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি।' ইহা বলিয়া তিনি দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক সেই সমস্ত লোককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। বিড়ালীকৌশিক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিজ্ঞা করিল, 'দেবরাজ, আমিও এখন হইতে প্রাচীন কুলপদ্ধতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দানে ব্রতী হইব; অদ্য হইতে অন্য দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক, জল ও খড়কে এইরূপে কাঠিটা পর্য্যন্ত, যাহা পাইব তাহা পরকে না দিয়া ভোগ করিব না।' শক্র তাঁহাকে এইরূপে বিনীত ও বীতস্পৃহ করিয়া পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং দেবপুত্র-চতুষ্টয়ের সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। সেই শ্রেষ্ঠীও যাবজ্জীবন দানে রত থাকিয়া দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু পূর্ব্বে অশ্রদ্ধ ছিল, কাহাকেও কিছু দিত না, আমি ইহাকে বিনীত করিয়া দানফল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম; এ জন্মান্তর লাভ করিয়াও চিত্তের সেই প্রসন্ন ভাব পরিহার করিতে পারে নাই।'

সমবধান : তখন এই দানশীল ভিক্ষু ছিল সেই শ্রেষ্ঠী, সারিপুত্র ছিলেন চন্দ্র, মৌদ্গাল্লায়ন ছিলেন সূর্য্য, কাশ্যপ ছিলেন মাতলি, আনন্দ ছিলেন পঞ্চশিখ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

৪৫১. চক্রবাক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি চীবরাদিতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেন না;

কোথায় ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এবং ভোজনের কথায় আনন্দে উল্লসিত হইতেন। অন্য কয়জন হিতৈষী ভিক্ষু তাঁহার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে ভিক্ষু, তুমি কি প্রকৃতই লোভী?' তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, 'এতাদৃশ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াও তুমি কেন লোভী হইলে? লোভ পাপঙ্কর পূর্ব্বেও তুমি লোভবশে বারাণসী নগরে হস্ত্যাদির শবে তৃপ্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক লোভী কাক সমস্ত বারাণসী নগরের হস্ত্যাদির শবেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, বনভূমি কীদৃশ, ইহা দেখিবার জন্য বনে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে যে বন্য ফল পাইত তাহাতেও অসন্তুষ্ট হইয়া সে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল। এই স্থানে এক চক্রবাক দম্পতী দেখিয়া সে ভাবিল, 'এই পাখিরা অতি সুন্দর; ইহাতে বোধ হয় ইঁহারা গঙ্গাতীরে বহু মাংস খাইতে পায়। অতএব, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ইঁহারা যে খাদ্য খায়, আমিও তাহা খাইব; তাহা করিলে ইহাদের ন্যায় আমার শরীরে বর্ণও, বোধ হয় নয়নাভিরাম হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে চক্রবাক-মিথুনের অদূরে বসিয়া দুইটী গাথা দ্বারা চক্রবাককে প্রশ্ন করিল :

১. উজ্জ্বললোহিতবর্ণ, স্থূল কলেবর
চক্রবাক তুমি বড় দেখিতে সুন্দর।
সুপ্রসন্ন মুখেন্দ্রিয় নিরখি তোমার
মনে হয় আছ তুমি সুখেতে অপার।

২. গঙ্গাতীরে বসি তুমি খাও অবিরত
পাবুষ, পাঠীন, মুঞ্জ, বালুক,[১] রোহিত,
আর (ও) নানাবিধ মৎস্য, নতুবা এমন
দেহের সৌষ্ঠব তব হয় কি কারণ?

চক্রবাক তৃতীয় গাথায় ইঁহার প্রতিবাদ করিল :

৩. বনজ, জলজ কিংবা কোন রূপ প্রাণী
ধরিয়া কখন (ও), ভাই খাই না ক আমি।

---

[১]। পাঠীন = বোয়াল মাছ। পাবুষ কালবাউষ কিনা বলিতে পারি না। মুঞ্জ ও বালুক কি তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। 'বালুক' বোধ হয়, বেলে মাছ।

খাই না শৈবল ছাড়া অন্য দ্রব্য কোন;
ইহাতে হয় মোর পর্য্যাপ্ত ভোজন।

তখন কাক দুইটী গাথা বলিল :

৪. চক্রাক শুধু করে শৈবল ভোজন,
বিশ্বাস করিতে ইহা পারি না কখন।
গ্রামে থাকি, সেখানে অভাব কিছু নাই;
তৈল-লবণেতে পক্ক অন্ন আমি খাই।

৫. লোকে নিজ ভোগতরে, শুন চক্রবাক,
মাংসসহ শুদ্ধভাবে করে যাহা পাক।
তথাপি দেহের বর্ণ তোমার মতন
হইল না কেন এর না বুঝি কারণ।

ইহা শুনিয়া চক্রবাক কাকের হীনবর্ণতার কারণ বুঝাইবার এবং তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিল :

৬. 'শত্রু তুমি সকলের জান ইহা মনে,
সদা রত মানুষের অনিষ্ট-সাধনে;
অতএব ভয়ে ভয়ে করহ ভোজন;
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৭. পাপ কর্ম্মে কাক তুমি সদা আছ রত;
হয়েছে বিরোধী তব জীব আছে যত;
লব্ধ খাদ্যে তৃপ্তি তব হয় না কখন;
এমন হইল তব বর্ণ সে কারণ।

৮. আমি কিন্তু, দেখ, ভাই, ভোজনকারণ
প্রাণিহিংসা-পাপে রত হই না কখন।
উদ্বেগ, আশঙ্কা, শোক তাই মোর নাই;
স্বচ্ছন্দে, অকুতোভয়ে সর্ব্বদা বেড়াই।

৯. কর চেষ্টা—দুঃশীলতা কর পরিহার;
সর্ব্বভূতে সদা কর মিত্র-ব্যবহার;
ভালবাসা পাবে তবে সকলের ঠাই,
ভালবাসা সকলের আমি যথা পাই।

১০. যে না বধে, আহত কাহাকে যে না করে,
নিজে বা অন্যের দ্বারা পরস্ব না হরে
সর্ব্বভূতে মৈত্রী-ভাব সদা মনে যার
কখন(ও) কেহই শত্রু হয় না তাহার।

অতএব যদি লোকপ্রিয় হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ বৈরভাব ছাড়।' চক্রবাক কাককে এইরূপে ধর্ম্মকথা শুনাইল। কাক বলিল, 'তোমার আর নিজের খাবার কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই।' অনন্তর সে কা কা রব করিতে করিতে উড়িয়া বারাণসীর এক মলস্তূপে গিয়া উপস্থিত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোল ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন এই লোল ভিক্ষু ছিল সেই কাক, রাহুলমাতা ছিলেন সেই চক্রবাকী, এবং আমি ছিলাম সেই চক্রবাক।]

- এই জাতকের সহিত তৃতীয় খণ্ডের চক্রবাক-জাতক (৪৩৪) তুলনীয়।

----

৪৫২. ভূরিপ্রশ্ন-জাতক

এই ভূরিপ্রশ্ন-জাতক মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

----

৪৫৩. মহামঙ্গল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহামঙ্গলসূত্র উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।[১] একদা রাজগৃহ নগরের সংস্থাগারে[২] কোন কারণে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন, আজ আমাকে মঙ্গল-ক্রিয়া[৩] করিতে হইবে বলিয়া উঠিয়া গেল। আর এক ব্যক্তি তাহার কথা শুনিয়া বলিল, 'লোকটা 'মঙ্গল' শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেল; মঙ্গল বলিলে কি বুঝায়?' ইঁহার উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলিল, 'শুভশংসী পদার্থের দর্শনই মঙ্গল। কেহ কেহ প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিনী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য, পূর্ণঘট, সদ্যোজাত গব্যঘৃত, অচ্ছিন্ন বস্ত্র, বা পায়স দেখিলে শুভফল পায়। এ সকল অপেক্ষা শুভশংসী নিমিত্ত আর নাই।' ইহা শুনিয়া কেহ কেহ 'বেশ বলিয়াছে' বলিয়া তাহাকে সাধুকার দিল। আর এক ব্যক্তি বলিল, 'এগুলি সুনিমিত্ত নহে; যাহা শুনা যায় তাহাতেই শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়। কেহ শুনিতে পাইল এক

---

[১]। ইহা সূত্রপিটকের একটী সূত্রের নাম। 'মঙ্গল' শব্দটী সুনিমিত্ত এই অর্থে, ব্যবহৃত। হিন্দুদের মধ্যেও নিমিত্ত-সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। বামে শব, শিবা, কুম্ভ; দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ; সম্মুখে উত্তমা স্ত্রী, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি সুনিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত।

[২]। সংস্থাগার—ইহাকে বর্ত্তমান সময়ে town hall মনে করা যাইতে পারে।

[৩]। মঙ্গল-ক্রিয়া, বোধ হয়, স্বস্ত্যয়ন।

ব্যক্তি নিমিত্ত 'পূর্ণ' বা 'বাড়িয়াছে' বা 'বৃদ্ধি পাইতেছে' বা 'ভোজন কর' বা 'খাও' বলিল, ইহা অপেক্ষা শুভতর কোন নিমিত্ত হইতে পারে না।' ইহা শুনিয়া আর এক দল 'বেশ বলিয়াছে' বলিয়া তাহারও প্রশংসা করিল। তখন তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, 'এ সব শুভশংসী নহে। স্পর্শেই প্রকৃত মঙ্গল নির্দ্দেশ করে। কেহ প্রত্যুষে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমি, হরিদবর্ণ তৃণ, টাটকা গোময়, পরিশুদ্ধ বস্ত্র, রোহিত মৎস্য, সুবর্ণ, রজত, বা ভোজ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে শুভফল পায়। ইহা অপেক্ষা অধিক মঙ্গলজনক কোন নিমিত্ত নাই।' 'বেশ বলিয়াছে' বলিয়া অনেকে ইঁহার প্রশংসা করিল। এইরূপে উপস্থিত লোকসকল দৃষ্ট-মাঙ্গলিক, শ্রুত-মাঙ্গলিক ও মৃষ্ট-মাঙ্গলিক, এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সংশয়-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ভূমিদেবতা হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কেহই, কোনটী যে প্রকৃত মঙ্গল, তাহা বস্তুতঃ বলিতে পারিলেন না । তখন শক্র ভাবিলেন, 'দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বয়ং ভগবান ছাড়া, বোধ হয়, আর কেহই এই মঙ্গল-প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার নিকটে গিয়াই জিজ্ঞাসা করা যাউক।'

এই সংকল্প করিয়া তিনি রাত্রিকালে শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বহু দেবা মনুস্‌সা চ' ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শাস্তা দ্বাদশটী গাথায় তাঁহাকে অষ্টত্রিংশ মহামঙ্গল বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যেমন মঙ্গলসূত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, অমনি সহস্র কোটি দেবতা অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন; যাহারা স্রোতাপন্নাদি হইল তাহাদের সংখ্যাও গণনা-পথের অতীত। শক্র মঙ্গলসূত্র শুনিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। শাস্তা মঙ্গলসূত্র বলিলে দেবতা, মনুষ্য সকলেই 'অতি উত্তম বলিয়াছেন' বলিয়া সাধুকার দিতে লাগিলেন। ভিক্ষুরা তখন ধর্ম্মসভায় তথাগতের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখিলে, ভাই, তথাগতের মহাপ্রজ্ঞা! যাহা অন্যের বুদ্ধির অগোচর, তিনি সেই মঙ্গলপ্রশ্ন, দেবতা ও মনুষ্য, সকলের সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক এবং সকলের চিত্ত এক করিয়া এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন, যেন গগনতলে চন্দ্র উত্থাপন করিলেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন 'আমি ইদানীং সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলাম, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলাম, তখনও দেবতা ও মনুষ্যের সংশয় নিরাকরণপূর্ব্বক ইঁহার সদুত্তর দিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল রক্ষিত কুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তদনন্তর দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পর, যখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন সঞ্চিত ধনরত্ন দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হইল, তিনি মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধন শেষ হইলে বিষয়বাসনা পরিহারপূর্বক হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং বন্য ফলমূল আহার করিয়া একটী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অনুচরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—পঞ্চশত শিষ্য তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

একদিন এই সমস্ত তপস্বী বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'আচার্য্য, বর্ষাকাল আসিল; চলুন, আমরা হিমালয় হইতে অবতরণ করি এবং লবন ও অম্লসেবনার্থ জনপদে গিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করি। ইহা করিলে আমাদের দেহ সবল হইবে, জঙ্ঘাবিহারও[১] সম্পাদিত হইবে। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরাই যাও; আমি এখানেই থাকিব।' তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে লোকে মহাসম্মানের সহিত তাঁহাদিগের আদর অভ্যর্থনা করিল।

অনন্তর একদিন বারাণসীর সংস্থাগারে সমবেত বহুলোকের মধ্যে মঙ্গল-প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। [অতঃপর প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে সমস্ত বুঝিতে হইবে।] সেখানে লোকের সংশয়চ্ছেদনপূর্ব্বক মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই সমস্ত লোক উদ্যানে গিয়া ঋষিদিগকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। ঋষিরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা ইঁহার উত্তর দিতে পারিব না; আমাদের আচার্য্য রক্ষিত তাপস মহাপ্রাজ্ঞ; তিনি হিমালয়ে বাস করেন। তিনি দেবতা, মনুষ্য সকলের চিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন।' রাজা বলিলেন, 'ভদন্তগণ, হিমালয় অতি দূরস্থ ও দুর্গম। আমি সেখানে যাইতে পারিব না। আপনারা দয়া করিয়া আচার্য্যের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এখানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমায় বলুন।' ঋষিরা 'যে আজ্ঞা, মহারাজ' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের নিকটে ফিরিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। আচার্য্যও তাঁহাদিগকে, 'রাজা ধার্ম্মিক কি না,' 'জনপদে লোকের

---

[১]। পদব্রজে তীর্থযাত্রা।

চরিত্র কেমন দেখিলে' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহার নিকট দৃষ্ট-মাঙ্গলিকাদি প্রশ্নের উৎপত্তি আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন এবং তাঁহারা যে রাজার অনুরোধে স্বকর্ণে উত্তর শুনিবার জন্য আসিয়াছেন, ইহা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, 'ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর বিশদ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।' এই প্রার্থনা করিবার কালে জ্যেষ্ঠান্তেবাসী নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :

১. স্বস্ত্যয়নকালে লোকে কোন বেদ, কোন সুক্ত
শিখি, তাহা জপি কি প্রথায়,
ইহামুত্র সুরক্ষিত হইবে, শুনিতে তাই
আসিয়াছি আমরা হেথায়।

জ্যেষ্ঠান্তেবাসী এইরূপে মঙ্গল-প্রশ্ন করিলে মহাসত্ত্ব দেবতা ও মনুষ্যদিগের সংশয়াপনোদনপূর্ব্বক, 'ইঁহার নাম মঙ্গল', 'ইঁহার নাম মঙ্গল' এইরূপে বুদ্ধলীলায় মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

২. দেবগণে, পিতৃগণে[১] সরীসৃপ-আদি জীবে
মৈত্রীগুণে তোষে সেই জন,
লভে সে সবার প্রীতি; এতেই সম্পন্ন হয়,
বলি যারে ভূত-স্বস্ত্যয়ন।

মহাসত্ত্ব উক্তরূপে প্রথম মঙ্গল বলিয়া দ্বিতীয়াদি ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই গাথাগুলি বলিলেন :

৩. নর, নারী, দারা, সুত পরিতুষ্ট সর্ব্বভূত
সবিনয় ব্যবহারে যার,
অপ্রিয়বাদীরে তোষে সতত যে মিষ্ট ভাষে,
শোভে যেন ক্ষমা-অবতার,
ইহলোকে, পরলোকে সর্ব্বত্র হইবে সেই
সর্ব্ববিধ মঙ্গল-ভাজন,
নাহি তার শত্রু ভয়; এতেই সম্পন্ন তার
'অধিবাস' নামে স্বস্ত্যয়ন।

৪. বিদ্যাবলে, কুলমানে, জাতিতে, অথবা ধনে
বড় আমি, এই আস্ফালনে,
অপমান সহায়ের[২] নাহি করে কোন কালে,

---

[১]। টীকাকার পিতৃগণের অর্থ করিয়াছেন, দেবতাদিগের ঊর্ধ্বতন 'রূপাবচরারূপাবচর ব্রহ্মাণো'। কিন্তু ইহা সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলেও দোষ হয় কি?

সহায়কে আত্মবৎ জানে;
সাধু, প্রাজ্ঞ, মতিমান, কার্য্যাকার্য্য বিচারণ
অনায়াসে করে যেই জন,
সহায়ের প্রিয় সেই; এতেই সম্পন্ন তার
হয় সহায়ক-স্বস্ত্যয়ন।

৫. মিত্রতা সাধুর সনে; বিসংবাদ নাহি জানে;
মিত্র যার বিশ্বাসভাজন;
মিত্রে করে ধনভাগী, এমন যে আত্মত্যাগী
হয় তার মিত্র-স্বস্ত্যয়ন।

৬. ভার্য্যা যার তুল্যবয়া, থাকে সঙ্গে যেন ছায়া
ছন্দানুবর্ত্তিনী অনুক্ষণ,
ধার্ম্মিকা, অবন্ধ্যা, সতী, কুলে, শীলে ধন্যা অতি,
হয় তার দার স্বস্ত্যয়ন।

৭. ভূপতি প্রতাপশালী, অদ্বিতীয় যশে শীলে
বন্ধুভাবে যাহারে গ্রহণ
করেন অদ্বৈধচিত্তে, এতেই সম্পন্ন হয়
সে জনের রাজস্বস্ত্যয়ন।

৮. শ্রদ্ধাসহ অন্নপান যেই জন করে দান
মাল্য, গন্ধ আর বিলেপন
সুপ্রসন্ন চিত্তে সদা তুষি সকলের মন
হয় তার স্বর্গস্বস্ত্যয়ন।

৯. জ্ঞানবৃদ্ধ, বহুশ্রুত শীলবান ঋষিগণে
ভক্তিভরে করে যে অর্চ্চন,
তাঁহাদের কৃপাবলে আর্য্য ধর্ম্মে, শুদ্ধাচারে
পূত যার হইয়াছে মন,
সাধুসঙ্গপরায়ণ শ্রদ্ধাবান হেন জন
সম্পন্ন করেছে নিঃসংশয়
ইহামুত্র সুখতরে অরহৎ-স্বস্ত্যয়ন
পণ্ডিত জনেরা যারে কয়।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আটটী গাথায় মঙ্গল-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অর্হত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করিলেন এবং সকল মঙ্গলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

১০. এই সব ইহলোকে স্বস্ত্যয়ন-সার;
পণ্ডিতে বাখানে নিত্য মহিমা যাহার।
বুদ্ধিমান এইরূপে করে স্বস্ত্যয়ন;
নিমিত্ত অসত্য; তাই নাহি প্রয়োজন।

ঋষিরা, প্রকৃতমঙ্গল কি তাহা অবগত হইয়া, সেখানে সাত আট দিন অতিবাহিত করিলেন এবং তদনন্তর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের নিকটে গিয়া সেই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঋষিরা সেইরূপে রাজাকে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন। তদবধি প্রকৃত মঙ্গল কি, লোকে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সকলে প্রকৃত মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে করিতে ঋষিগণসহ ব্রহ্মলোক জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলে, 'ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে মঙ্গল-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ, সারিপুত্র ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠান্তেবাসী, যিনি মঙ্গল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

---

৪৫৪. ঘট-জাতক

[কোন উপাসকের পুত্রবিয়োগ উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতকে (৪৯৯) বিবৃত হইয়াছে। শাস্তা সেই উপাসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে, তুমি কি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছ?' সে উত্তর দিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমি বড়ই কাতর হইয়াছি।' তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, 'প্রাচীন সময়ে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়া মৃত পুত্রের জন্য শোক করেন নাই।' অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে উত্তরা পথে কংসভোগ-নামক দেশে মহাকংস রাজত্ব করিতেন। অসিতাঞ্জন-নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার কংস ও উপকংস নামক দুই পুত্র এবং দেবগর্ভা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য

ধ্বংস করিবে।’ এই ভীষণ ভবিষ্যদবাণী শুনিয়াও মহাকংস অপত্যস্নেহবশত দেবগর্ভার প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, ‘এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ইঁহার সহোদরেরাই করিবে।’

কালক্রমে মহাকংস দেহত্যাগ করিলেন, এবং কংস রাজা ও উপকংস উপরাজ হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, ‘ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে আমরা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না, অতএব ইহাকে পাত্রস্থা না করিয়া চিরকাল অবিবাহিত রাখা যাউক। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে ইহা হইতে আমাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।’ ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একটী একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং অনুজাকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা-নাম্নী এক নারী তাঁহার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল এবং তাহার স্বামী অন্ধকবিষ্ণু কারাগৃহের প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

তৎকালে উত্তর মথুরায়[১] মহাসাগর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম সাগর এবং অপর পুত্রের নাম উপসাগর। যখন মহাসাগরের মৃত্যু হইল, তখন সাগর রাজপদ এবং উপসাগর ঔপরাজ্য গ্রহণ করিলেন। উপসাগরের সহিত উপকংসের সৌহার্দ্দ ছিল, কারণ তাঁহারা একই আচার্য্যের গৃহে এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। উপসাগর রাজকীয় অন্তঃপুরে কোন অবৈধ ব্যবহার করায় অগ্রজের কোপভাজন হইলেন এবং উত্তর মথুরা হইতে পলায়নপূর্ব্বক কংসভোগে গিয়া উপকংসের শরণ লইলেন। উপকংস তাঁহাকে কংসের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন; কংসও তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন।

একদা উপসাগর রাজদর্শনে যাইবার সময়ে দেবগর্ভার সেই একস্তম্ভযুক্ত বাসভবন দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ প্রাসাদ কাহার?’ অতঃপর সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তিনি দেবগর্ভার প্রতি আসক্তচিত্ত হইলেন। দেবগর্ভাও একদিন তাঁহাকে উপকংসের সহিত রাজদর্শনে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, ‘ইনি কে?’ এবং যখন নন্দগোপার মুখে জানিতে পারিলেন, তিনি মহাসাগরের পুত্র, তখন তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

একদিন উপসাগর, নন্দগোপার হস্তে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বলিলেন, ‘ভগিনি, তুমি দেবগর্ভার সহিত আমার দেখা করাইয়া দিতে পার কি?’ নন্দগোপা বলিল, ‘পারিব না কেন? সে কি আর কঠিন কাজ?’ অনন্তর সে দেবগর্ভাকে এই কথা জানাইল। দেবগর্ভা স্বভাবতঃ উপসাগরের প্রতি অনুরক্তা

---

[১]। যমুনা-তটবর্ত্তী মথুরা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা নগরী দক্ষিণ মথুরা বলিয়া পরিগণিত।

হইয়াছিলেন; তিনি নন্দগোপার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ ত; তাঁহাকে লইয়া আসিস।' তখন নন্দগোপা উপসাগরকে অভিজ্ঞান দান করিয়া রাত্রিকালে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তদবধি উপসাগর প্রতিরজনীতে দেবগর্ভার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে দেবগর্ভার গর্ভসঞ্চার হইল। যখন গর্ভলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল, তখন কংস ও উপকংস, নন্দগোপার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দগোপা অভয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাঁহারা ভাবিলেন, 'ভগিনীর প্রাণনাশ অসম্ভব; এ যদি কন্যা প্রসব করে, তবে তাহাকেও বধ করিবার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু যদি পুত্র প্রসব করে, তবে তাহাকে বিনষ্ট করিতেই হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা উপসাগরের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

দেবগর্ভা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া এক কন্যা প্রসব করিলেন। ইহাতে কংস ও উপকংস অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন এবং বালিকাটীর অঞ্জনাদেবী এই নাম রাখিলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগিনী ও ভগিনীপতির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গোবর্দ্ধমান-নামক একখানি গ্রাম ভোগোত্তর দিলেন, উপসাগর পত্নী ও দুহিতার সহিত সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দেবগর্ভা আবার গর্ভধারণ করিলেন। ঠিক সেই দিন নন্দগোপারও গর্ভসঞ্চার হইল এবং উভয়েই যথাকালে পরিণতগর্ভা হইয়া একই দিনে সন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভার হইল পুত্র এবং নন্দগোপার হইল কন্যা। ভ্রাতারা জানিতে পারিলে পুত্রটীর প্রাণনাশ করিবেন, এই আশঙ্কায় দেবগর্ভা গোপনে তাহাকে নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহার কন্যাটীকে নিজের কাছে আনিয়া ভ্রাতাদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, 'পুত্র হইয়াছে, না কন্যা হইয়াছে?' এবং যখন শুনিলেন কন্যা হইয়াছে, তখন বলিলেন, 'বেশ হইয়াছে; যত্নসহকারে ইঁহার লালন পালন কর।'

ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র এবং নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপা কর্ত্তৃক ও কন্যাগণ দেবগর্ভা-কর্ত্তৃক পালিত হইতে লাগিল। দেবগর্ভা, নন্দগোপা এবং তাঁহাদের স্বামীরা ব্যতীত অন্য কেহই এ রহস্য জানিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইল বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্রের বলদেব, তৃতীয়ের চন্দ্রদেব, চতুর্থের সূর্য্যদেব, পঞ্চমের অগ্নিদেব, ষষ্ঠের বরুণদেব, সপ্তমের অর্জ্জুন, অষ্টমের প্রদ্যুম্ন (পর্জন্য?), নবমের ঘটপণ্ডিতএবং দশমের অঙ্কুর। লোকে তাহাদিগকে অন্ধকবিষ্ণুদাসের পুত্র বলিয়াই জানিত এবং তাহারা 'দাস দশভেয়ে' নামে বিদিত ছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দশভেয়েরা অতি বীর্য্যবান, বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর হইল এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজার জন্য যে সকল উপঢৌকন প্রেরিত হইত, তাহারা সেগুলিও লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া লোকে রাজাঙ্গনে গিয়া বলিত, 'দোহাই মহারাজ, অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র দশভেয়েরা দেশ ছারখার করিল।' রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি ছেলেদের দিয়া লুট করাইতেছ কেন? তাহাদিগকে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিতে বল।' কিন্তু তাহারা দস্যুবৃত্তি ছাড়িল না; তাহাদের বিরুদ্ধে আরও দুই তিন বার অভিযোগ হইল; তখন রাজা অন্ধকবিষ্ণুকে দণ্ডের ভয় দেখাইলেন। অন্ধকবিষ্ণু মরণাশঙ্কায় রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'মহারাজ ইঁহারা আমার পুত্র নহে, উপসাগরের পুত্র।' অনন্তর সে রাজাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অন্ধকবিষ্ণুর কথায় কংস বড় ভীত হইলেন, এবং কি উপায়ে দশভেয়েদিগকে ধরা যাইতে পারে, অমাত্যদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যরা বলিলেন, 'এই দুরাত্মারা মল্লযোদ্ধা। আপনি নগরে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করুন। তাহারা যুদ্ধমণ্ডলে আসিলেই আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া নিহত করিব।' এই পরমর্শানুসারে কংস চাণূর ও মুষ্টিক[১] নামক দুই মল্লকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'সপ্তম দিনে মল্লযুদ্ধ হইবে।' অতঃপর রাজদ্বারে বৃতিবেষ্টিত যুদ্ধমণ্ডল প্রস্তুত ও সজ্জীকৃত হইল এবং যথাস্থানে জয়পতাকা বান্ধিয়া রাখা হইল।

মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য সমস্ত নগরবাসী উদগ্রীব হইয়া উঠিল। তাহাদের উপবেশনার্থ চক্রের পর চক্রাকারে ক্রমোর্ধ্বভাবে আসনমঞ্চসমূহ প্রস্তুত হইল। চাণূর ও মষ্টিক নির্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বুক ফুলাইয়া গর্জ্জন, লম্ফন ও বাহুস্ফোটন আরম্ভ করিল। দশভেয়েরাও যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। তাহারা আসিবার সময়ে রজকপল্লী[২] লুণ্ঠনপূর্ব্বক রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিল, গন্ধবণিকদিগের নিকট হইতে গন্ধ, মালাকারদিগের নিকট হইতে মালা কাড়িয়া লইল এবং গন্ধানুলিপ্তদেহে মালা ধারণ করিয়া ও কর্ণে কর্ণপূর পরিয়া বুক ফুলাইয়া তর্জ্জন, গর্জ্জন, বাহুস্ফোটন ও লম্ফ ঝম্ফ করিতে করিতে যুদ্ধমণ্ডলে দেখা দিল।

এই সময় চাণূর বাহুস্ফোটন করিয়া বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বলদেব স্থির করিলেন, 'আমি এ লোকটাকে হাত দিয়া ছুঁইব না।' তিনি

---

[১]। এই নামদ্বয় হরিবংশেও দেখা যায়। কৃষ্ণের নামান্তর 'চাণূরসূদন'।

[২]। রজক—যাহারা বস্ত্র রঞ্জিত করে অর্থাৎ ছোপায়। ধোপাকে সংস্কৃত ভাষায় নির্ণেজক বলা হইত।

হস্তিশালা হইতে এক বৃহৎ যোত্র[১] আনয়নপূর্ব্বক লম্ফন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা দ্বারা চাণূরের উদর বান্ধিয়া ফেলিলেন এবং এক প্রান্ত কষিয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকোপরি ঘূর্ণন করিতে করিতে এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মহাকায় মল্ল মণ্ডলবৃতির বাহিরে গিয়া পড়িল।

চাণূর নিহত হইলে রাজা মুষ্টিককে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। সেও আসন হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহুস্ফোটন আরম্ভ করিল। তখন বলদেব এক আঘাতে তাহার চক্ষু দুইটী নষ্ট করিলেন এবং অস্থিগুলি চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বার বার বলিতে লাগিল, 'আমি মল্ল নহি, আমি মল্ল নহি'; কিন্তু বলদেব বলিলেন, 'তুমি মল্ল কি অমল্ল, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই।' তিনি তাহার হাত দুইখানি বান্ধিলেন এবং তাহাকে এমন বেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। অনন্তর তিনি তাহারও মৃত দেহটা মণ্ডলবৃতির বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

প্রাণবিয়োগের সময়ে মুষ্টিক প্রার্থনা করিয়াছিল, 'আমি যেন যক্ষ হইয়া আমার নিধনকর্ত্তার মাংস খাইতে পারি।' তদনুসারে সে যক্ষযোনীতে জন্মলাভ করিয়া কালমাটি-নামক বনে বাস করিতে লাগিল। বলদেবের কাণ্ড দেখিয়া কংস বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ কি? তোমরা এখনই দাস দশভেয়েদিগকে বন্ধন কর।' তখন বাসুদেব চক্রনিক্ষেপ করিয়া কংস ও উপকংসের শিরশ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে সমবেত জনসংঘ অত্যন্ত ভীত হইল এবং 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া বাসুদেবের পায়ে পড়িল।

দশভেয়েরা মাতুলদ্বয়ের প্রাণবধ করিয়া অসিতাঞ্জন নগরে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, মাতাপিতাকে সেখানে লইয়া আসিলেন এবং সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্যলাভার্থ দিগ্ বিজয়ে নির্গত হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিনের মধ্যে কালসেন রাজার অধিকারভুক্ত অযোধ্যা নগরী অবরোধ করিলেন, উহার চতুর্দ্দিকে যে গহন বন ছিল তাহা বিনষ্ট করিলেন এবং প্রাকার ভেদপূর্ব্বক রাজাকে বন্দী করিয়া এই রাজ্য আপনাদের করায়ত্ত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দ্বারাবতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দ্বারাবতীর[২] একদিকে সমুদ্র, একদিকে পর্ব্বত। একটা যক্ষ না কি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সে শত্রু আসিতেছে দেখিলে গর্দ্দভবেশ ধারণপূর্ব্বক বিকট রব করিত, অমনি সমস্ত পুরী যক্ষানুভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী

---

[১]। যোত্র বা যোক্ত্র (শকটাদির পশুবন্ধনরজ্জুবিশেষ)।

[২]। মহাভারতে দেখা যায়, শাল্বনামক দৈত্যের রাজধানী সৌভ নগর বিমানচারী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শাল্বকে নিহত করিয়া ঐ নগর জয় করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কামচারী নগরের নামও সৌভ, খপুর, প্রতিমার্গক বা ত্র্যঙ্গ।

এক দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইত এবং শত্রুগণ প্রস্থান করিলে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইত। দশভেয়েরা যখন দ্বারাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষ তাহা জানিতে পারিয়া বিকট রব করিয়া উঠিল; পুরীও তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ব্বকথিত দ্বীপে চলিয়া গেল। তাঁহারা পুরী দেখিতে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; তখন পুরী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। দশভেয়েরা আবার সেখানে গেলেন; কিন্তু গর্দ্দভরূপী যক্ষ আবারও তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ করিল।

দ্বারাবতীর অধিকারার্থ পুনঃ পুনঃ বিফলকাম হইয়া দশভেয়েরা অবশেষে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের শরণ লইলেন। তাঁহারা ঋষিবরের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আমরা দ্বারাবতী অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইঁহার একটা উপায় বলিয়া দিন।' কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, 'দ্বারাবতীর পরিখাপৃষ্ঠে অমুক স্থানে একটা গর্দ্দভ বিচরণ করে; সে শত্রু দেখিলেই ডাকিয়া উঠে; এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত পুরী উর্দ্ধে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তোমরা গিয়া তাহার পায়ে পড়; ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়।' এই পরামর্শ পাইয়া দশভেয়েরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে প্রণাম করিলেন এবং সেই গর্দ্দভের নিকটে গিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'মহাশয়, আপনি ভিন্ন আমাদের আর কোন সহায় নাই। আমরা যখন এই নগর জয় করিতে আসিব তখন আপনি দয়া করিয়া নীরব থাকিবেন।' গর্দ্দভ বলিল, 'আমি নীরব থাকিতে পারিব না। তবে তোমরা যদি নিতান্তই আগমন কর, তবে তোমাদের মধ্যে চারিজন যেন চারিখানি বৃহৎ লৌহ লাঙ্গল লইয়া আইসে। তাহারা নগরের চারি দ্বারে অতি গভীর গর্ত্ত করিয়া চারিটী লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিবে এবং যখন নগর উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিবে, তখন লৌহশৃঙ্খল দ্বারা এই স্তম্ভগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই নগর আর চলিতে পারিবে না।'

দশভেয়েরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যখন লাঙ্গল আনিলেন এবং চতুর্দ্বারে স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন, তখন গর্দ্দভ একবারও ডাকিল না, নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যখন সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, তখন সে ডাকিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যাঁহারা লাঙ্গল লইয়া চতুর্দ্দারে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই লৌহ স্তম্ভগুলি শিকল বান্ধিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিকলগুলি লাঙ্গলের সহিত বান্ধিয়া ফেলিলেন, কাজেই নগরের উর্দ্ধে উঠাও বন্ধ হইল। তখন দশভেয়েরা নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে নিহত করিলেন এবং রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

দশভেয়েরা এইরূপে ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের ত্রিষষ্ঠি সহস্র নগরের রাজাদিগকে চক্রদ্বারা নিহত করিলেন এবং এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য দশ অংশে ভাগ

করিয়া লইলেন। দ্বারাবতী তাঁহাদের সকলেরই রাজধানী হইল। রাজ্য ভাগ করিবার সময়ে ভগিনী অঞ্জনাদেবীর কথা তাঁহাদের মনে পড়ে নাই; শেষে যখন তাঁহার কথা উত্থপিত হইল, তখন কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, 'এস, আমরা সমস্ত রাজ্য এগার ভাগ করিয়া লই', ইহা শুনিয়া অঙ্কুর বলিলেন, 'তাহার প্রয়োজন নাই; আমার অংশই অঞ্জনাদেবীকে দান কর; আমি কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। তবে তোমরা স্ব স্ব রাজ্যে আমাকে শুল্কদান হইতে অব্যাহতি দিও।' সকলেই একবাক্যে অঙ্কুরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদবধি অঙ্কুরের অংশ অঞ্জনাদেবীর হইল এবং দ্বারাবতীতে নয়জন রাজা অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অঙ্কুর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশভেয়েদের ক্রমশঃ বহু বংশবৃদ্ধি হইল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহাদের মাতা পিতা পরলোক গমন করিলেন। তখন মনুষ্যের পরমায়ুঃ নাকি বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল।

অতঃপর বাসুদেবের এক প্রিয় পুত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল। বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া সর্ব্বকার্য্য পরিহার করিলেন এবং শয্যপ্রান্ত ধরিয়া ভূমিতে পড়িয়া অনবরত বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ঘটপণ্ডিত ভাবিলেন, 'আমি ব্যতীত অন্য কেহই দাদার শোকাপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব কোন উপায় দ্বারা ইহাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।' অনন্তর তিনি উম্মেত্তের বেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া 'আমায় একটা শশক দাও', 'আমায় একটা শশক দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নগরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সমস্ত দ্বারাবতী সংক্ষুব্ধ হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, ঘটপণ্ডিত পাগল হইয়াছেন। তখন, রৌহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :

১. হে কৃষ্ণ, কেষব, কেন মুদিয়া নয়ন
রয়েছ নিয়ত তুমি করিয়া শয়ন?
ঘট সহোদর তব, দুর্দ্দশা তাঁহার
নয়ন মেলিয়া তুমি হের একবার।
বায়ু-দোষে লুপ্ত তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা,
বলেন প্রলাপ সদা, তা তুমি জান না?

অমাত্যের কথা শুনিয়া বাসুদেব উঠিয়া বসিয়াছেন ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয় এই সময়ে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. রৌহিণেয়মুখে মুনি এতেক বচন
শয্যা ত্যজি বাসুদেব উঠেন তখন।
ভ্রাতার দুর্গতি ভাবি দুঃখ উপজিল;
শশব্যস্তে প্রতীকার-উপায় চিন্তিল।

বাসুদেব শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অতি শীঘ্র প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, ঘটপণ্ডিতের নিকটে গিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার সময়ে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :

৩. উন্মত্তের বেশে তুমি ভ্রমিতেছ কেন ভাই?
কেবল 'শশক' ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই।
কেহ কি ক'রেছে চুরি শশক তোমার? বল;
এখনি তাহারে দিব সমুচিত প্রতিফল।

কিন্তু অগ্রজের এই কথা শুনিয়াও ঘটপণ্ডিত পুনঃ পুনঃ সেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিলেন :

৪. কি শশকে তব আছে প্রয়োজন?
যাহা চাও পাবে তাই;
শঙ্খে বা শিলায়, প্রবালে, পিত্তলে,
কি দিয়া গড়িব, ভাই?
সুবর্ণে, রজতে, অথবা মাণিক্যে,
বল, যাতে ইচ্ছা হয়,
তাহাতেই গড়ি, শশক তোমার
দিব আমি সুনিশ্চিয়।

৫. আরও কত শত শশ বনে করে বিচরণ,
সে সব (ও) করিব হেথা তব তরে আনয়ন।
তাই বলি, ভাই মোর, বল তুমি খুলি মন,
কিরূপ শশকে তব হইয়াছে প্রয়োজন।

ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত ষষ্ঠ গাথা দ্বারা বাসুদেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

৬. পৃথিবীতে দেখা যায় শশক যে সব,
সে সকল লভিবারে না চাই, কেশব।
চন্দ্রমার অঙ্কে শশ, ভাল বাসি তাই;
সেই শশ আনি মোরে তুষ্ট কর, ভাই।

ঘটপণ্ডিতের কথা শুনিয়া, তিনি যে প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বাসুদেবের আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি নিরতিশয় বিষন্ন হইয়া নিম্নলিখিত সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. প্রাণের অধিক তুই অনুজ আমার,
নিশ্চিত প্রাণের মায়া ত্যজিলি এবার।
চন্দ্রমণ্ডলের শশ, কে শুনেছে কবে,
প্রার্থনা করিয়া লোকে লভে এই ভবে?

বাসুদেবের কথায় ঘটপণ্ডিত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, 'দাদা, আপনি জানিতেছেন যে, কেহ যদি চন্দ্রমণ্ডলস্থত শশক প্রার্থনা করে এবং তাহা না পায়, তবে তাহার মৃত্যু অবধারিত। আপনার এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে আপনিই বা মৃত পুত্রের শোক করিতেছেন কেন?' অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত অষ্ঠম গাথাটি বলিলেন :

৮. অলভ্য লভিতে চেষ্টা করে মূর্খ জন,
ইহা জানি অপরের সান্তনা সাধন
কর যদি, ওহে কৃষ্ণ, তবে কেন বল,
শোকাবেগে নিজে তুমি এরূপ বিহ্বল?
এখন (ও) বিষণ্ন তুমি তাহার কারণ,
গিয়াছে যে বহুদিন শমন-সদন!

ঘটপণ্ডিত পথে দাঁড়াইয়াই আবার বলিতে লাগিলেন, "দাদা, ইহাও ভাবিয়া দেখুন, আমি যাহা চাহিতেছি তাহার অস্তিত্ব আছে কিন্তু আপনি যাহার জন্য শোকাতুর, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপুল হইয়াছে।" অনন্তর ঘটপণ্ডিত নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়া অগ্রজকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :

৯. তনয় অমর হবে, এ রব কে লভে কবে?
সকলেই যাবে যমপুরে;
অলভ্য লভিতে পারে, বল কেবা এ সংসারে,
মানুষে অথবা সুরাসুরে?

১০. যাহার শোকে কাতর হইয়াছ, নরবর,
পাইবে কি পুনঃ তারে বল?
মন্ত্র, মূল, মহৌষধি, মণি, মুক্তা আদি নিধি,
সমস্তই এ ক্ষেত্রে বিফল।

বাসুদেব এই সারগর্ভ বচনপরস্পরা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'ভাই, এখন বুঝিলাম তুমি সদভিপ্রায়েই পাগল সাজিয়াছিলে; তুমি আমার শোকাপনোদনার্থেই এরূপ করিয়াছিলে।' তাহার পর ঘটপণ্ডিতের প্রশংসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা-চতুষ্টয় বলিলেন :

১১. পুত্রশোকে সংজ্ঞাহীন ছিনু আমি এত দিন,
ঘটপণ্ডিতের বাক্যে পাইনু প্রবোধ;

এ হেন অমাত্য যার, শোকে নাহি পারে তার
চিত্তের প্রসন্নভাব করিতে নিরোধ।

১২. ঘৃতসিক্ত হুতাশন নিমেষেতে নির্ব্বাপণ
করে যথা বারিসেকে বুদ্ধিমান জন,
ভীষণ শোকের জ্বালা সেইরূপ নির্ব্বাপিলা
অন্তরে সান্ত্বনা-বারি করিয়া সিঞ্চন।

১৩. পুত্রশোক শেলসম বিঁধেছিল বুকে মম,
হয়েছিনু সেই হেতু অতীব কাতর;
দিয়া উপদেশ হিত, সেই শেল অপনীত
করিলে হৃদয় হতে, হে পণ্ডিতবর!

১৪. শেল এবে অপনীত; প্রশান্ত হ'য়েছে চিত;
শোক, তাপ, আবিলতা গিয়াছে আমার;
না করিব শোক আর, না ফেলিব অশ্রুধার,
শুনিয়া অমৃতকল্প বচন তোমার।[১]

সর্ব্বশেষ অভিসম্বুদ্ধ গাথা :

১৫. ঘট যথা অগ্রজের শোকাপনোদন
করিলেন সারগর্ভ বলিয়া বচন,
সেইরূপে জ্ঞানী আর দয়াশীল যাঁরা
শোকার্ত্ত-সান্ত্বনা হেতু নিরত তাঁহারা।

অনুজকর্ত্তৃক এইরূপে বিগতশোক হইয়া বাসুদেব পুনর্ব্বার রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইঁহার বহুকাল পরে দশভ্রাতার পুত্রগণ একদিন এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন : 'লোকে বলে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন। এস, একবার তাঁহার পরীক্ষা করা যাউক।' অনন্তর তাঁহারা এক কুমারকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিলেন; সে যেন গর্ভবতী হইয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য তাহার উদরে একটা বালিশ বান্ধিলেন; তাহাকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন ত, এই নারী পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন?' তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, দশভ্রাতাদিগের বিনাশকাল সমুপস্থিত। তিনি ধ্যানবলে নিজের পরমায়ুর আর কত অবশিষ্ট আছে তাহাও দেখিতে লাগিলেন এবং জানিলেন যে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি রাজপুত্রদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুমারগণ, এই রমণীতে তোমাদের কি স্বার্থ

---

[১]। শেষের তিনটী গাথা মৃষ্টকুণ্ডলি-জাতকে (৪৪৯) এবং আরও অনেক জাতকে দেখা গিয়াছে।

আছে?' কুমারেরা পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, 'যাহাই থাকুক, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন না।' কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিলেন, 'অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে এ বক্তি একখণ্ড খদির কাষ্ঠ প্রসব করিবে; তদ্বারা এ বাসুদেবের বংশ ধ্বংস করিবে। তোমরা ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিলেও ইঁহার অন্যথা হইবে না।' ইহা শুনিয়া কুমারেরা বলিলেন, 'তবে রে ভণ্ড তপস্বী, পুরুষে কখনও প্রসব করিতে পারে?' অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের গলায় ফাঁস পরাইয়া তখনই তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। বাসুদেব কুমারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা তপস্বীকে মারিলে কেন?' কুমারেরা ইঁহার যে উত্তর দিলেন তাহা শুনিয়া তিনি বড় ভীত হইলেন এবং সেই ছদ্মবেশী বালকটীকে পাহাড়া দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। সপ্তম দিনে সত্য সত্যই তাহার কুক্ষি হইতে একখণ্ড খদির কাষ্ঠ নির্গত হইল! রাজা ও রাজপুত্রগণ উহা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন; উহা ভাসিতে ভাসিতে মুখদ্বারের একপার্শ্বে তটসংলগ্ন হইল এবং সেখানে উহা হইতে এক গুচ্ছ এরক[১] তৃণ জন্মিল।

একদিন দ্বারাবতীর রাজা ও রাজপুত্রেরা সমুদ্রক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে পশ্চাদ্দ্বারের নিকটে গিয়া সেখানে এক বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা সুন্দররূপে সাজাইয়া পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পরের হস্তপাদ ধরিতে লাগিলেন এবং ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া মহা কলহ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে এক জন কোন মুদ্গার না পাইয়া এরক বন হইতে একটা এরকপত্র ছিড়িয়া লইলেন; কিন্তু তিনি হস্তে লইবামাত্র উহা খদিরমুষলে পরিণত হইল! তিনি উহা দ্বারা অনেককে প্রহার করিলেন; তখন অপর সকলেও এরকপত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলিও তাঁহাদের হস্তে খদিরমুষলে পরিণত হইল; তাঁহারা তদ্দারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন।

রাজকুল এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনাদেবী ও রাজপুরোহিত, এই চারিজন রথারোহণে পলায়ন করিলেন; অন্য সকলেই নিহত হইলেন। বাসুদেব ও তাঁহার সঙ্গীরা রথারোহনে পলায়ন করিয়া কালমাটিতে উপস্থিত হইলেন। মুষ্টিক মল্ল মরণকালীন প্রার্থনানুসারে এখানে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলদেব আসিয়াছেন ইহা বুঝিয়া সে ঐ বনে মায়াবলে এক গ্রাম সৃষ্টি করিল এবং মল্লবেশ পরিধানপূর্ব্বক লম্ফন, গর্জ্জন ও বাহুস্ফোটন

---

[১]। এরক বা এরকা, এক প্রকার নল যা শর। মহাভারতের মুষলপর্ব্বে এই তৃণের নাম দেখা যায়।

করিতে করিতে 'কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে?' ইহা বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলদেব বাসুদেবকে বলিলেন, 'দাদা, আমি ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।' বাসুদেব তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া অঙ্গুলিছোটন করিতে করিতে যক্ষের নিকটে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলিল এবং লোকে যেমন মুলা খায়, সেইভাবে উদরস্থ করিল।

ভ্রাতার নিধন হইয়াছে জানিয়া বাসুদেব ভগিনী ও পুরোহিতকে লইয়া সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিলেন এবং সূর্য্যোদয়কালে এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্নপাক করিয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি ভগিনী ও পুরোহিতকে গ্রামের ভিতর পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে এক গুল্মের অন্তরালে শয়ন করিয়া রহিলেন। জরা নামক এক ব্যাধ গুল্ম নড়িতেছে দেখিয়া মনে করিল, এখানে বুঝি শূকর আছে। সেই জন্য সে গুল্ম লক্ষ্য করিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিল; উহা বাসুদেবের পাদে বিদ্ধ হইল। বাসুদেব বলিলেন, 'কে আমায় শক্তিবিদ্ধ করিলে হে?' তাহা শুনিয়া ব্যাধ বুঝিল, সে অজ্ঞাতসারে কোন মনুষ্যকে আহত করিয়াছে। কাজেই সে ভয় পাইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তখন বাসুদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মাতুল, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আমার কাছে এস।' ইহা শুনিয়া জরা তাঁহার নিকটে গেল। বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বল ত।' সে উত্তর করিল, 'প্রভু, আমার নাম জরা।' বাসুদেব ভাবিলেন, 'তাইত! প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন, আমি জরাকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিব; অতএব অদ্য আমার মরণ নিশ্চয়।' অনন্তর তিনি জরাকে বলিলেন, 'তুমি ভয় করিও না; মামা। আমার ক্ষত স্থানটা বান্ধিয়া দাও।' জরা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া দিলে বাসুদেব তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাহার ক্ষতস্থানে এমন যন্ত্রণা হইল যে, তাঁহার ভগিনী ও পুরোহিত যে খাদ্য লইয়া আসিলেন, তাহা তিনি আহার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই দুইজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'অদ্য আমার মৃত্যুর দিন। তোমরা সুখসম্বার্দ্ধিত কোমল দেহ লইয়া কোন শ্রমসাধ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। অতএব আমার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিখিয়া লও।' এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে একটী বিদ্যা শিখাইয়া বিদায় দিলেন এবং অবিলম্বে সেই স্থানেই দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে এক অঞ্জনাদেবী ব্যতীত উপসাগরের সমস্ত বংশধর বিনষ্ট হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'উপাসক, এইরূপে পুরাকালে পণ্ডিতদিগের কথা শুনিয়া লোকে পুত্রশোক ভুলিয়াছিল। অতএব তুমিও এই শোকে অভিভূত হইও না।' অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহাতে সেই উপাসক

স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন রৌহিণেয়, সারিপুত্র ছিলেন বাসুদেব; বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অপরাপর ব্যক্তিগণ এবং আমি ছিলাম ঘটপণ্ডিত।]

শ্রীমদ্ভাগবতে (দ্বাদশ স্কন্ধ), হরিবংশে এবং মহাভারতের মুষলপর্ব্বে কৃষ্ণচরিত্র এবং যদুবংশ ধ্বংস সংক্রান্ত যে বিবরণ দেখা যায় তাহার সহিত এই জাতকের অনেক সাদৃশ্য ও প্রভেদ কৌতুহলকর। হিন্দু আখ্যায়িকার বাসুদেব ও বলদেব ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভজাত, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহারা সহোদর; হিন্দু আখ্যায়িকায় বলদেব অগ্রজ, বৌদ্ধ জাতকে বাসুদেব অগ্রজ, হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণের প্রতিপালক নন্দগোপ, বৌদ্ধ জাতকে তাঁহার প্রতিপালিকা নন্দগোপা। হিন্দু আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের উল্লেখ নাই, বিশ্বমিত্র, কণ্ব ও নারদ এই তিন জন শাপ দিয়েছিলেন যে যদুকুল-ধ্বংসকারী লৌহমুষল প্রসূত হইবে। পুরাণে কংস অতি দুরাচার দৈত্য বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু বৌদ্ধ জাতকে তিনি দয়াশীল এবং বাসুদেব প্রভৃতিই অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনী যে যীশু খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ। মহাকবি ভাসও কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা্ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন তিনি খ্রীষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

একাদশ-নিপাত

৪৫৫. মাতৃপোষক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক স্থবিরের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যাম-জাতকের (৫৪০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুসদৃশ। শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এই ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হইও না; প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, যখন মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন সপ্তাহকাল অনাহারে শরীর শীর্ণ করিয়াছিলেন, রাজার্হ ভোজন পাইয়াও মাতার বিহনে আহার করেন নাই; শেষে যখন মাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; তখনই আহার করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে হস্তিযোনিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি মনোহর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ ছিল; অশীতিসহস্র হস্তী তাঁহার অনুচর্য্যা করিত। তাঁহার মাতা অন্ধ ছিলেন। বোধিসত্ত্ব নানাবিধ মধুর বন্য ফলমূল হস্তীদিগের দ্বারা মাতার নিকটে পাঠাইতেন; কিন্তু হস্তীরা সেগুলি বৃদ্ধাকে না দিয়া নিজেরা খাইত। বোধিসত্ত্ব যখন অনুসন্ধান করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি স্থির করিলেন, 'যূথ ত্যাগ করিয়া মাতারই পোষণ করিব।' তিনি রাত্রিকালে অন্য হস্তীদিগের অগোচরে মাতাকে লইয়া চণ্ডোরণ পর্ব্বতের পাদদেশে গমন করিলেন এবং সেখানে মাতাকে একটা সরোবর-সন্নিহিত পর্ব্বতগুহায় রাখিয়া তাঁহার পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনেচর পথ হারাইয়া এবং দিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরিদেবন করিতেছিল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি অসহায়; আমি এখানে থাকতে এ যদি মারা যায়, তাহা হইলে আমার পক্ষে অতি অসঙ্গত কাজ হইবে।' তিনি ঐ লোকটার নিকটে গেলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সে ভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া বলিলেন, 'পলাইও না; তুমি পরিদেবন করিয়া বেড়াইতেছ কেন?' সে বলিল, 'প্রভু, আমি সাত দিন পথ হারাইয়াছি।' 'তোমার ভয় নাই; আমি তোমাকে মনুষ্যপথে রাখিয়া

আসিতেছি।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে তুলিলেন এবং বনের বাহিরে রাখিয়া আসিলেন।

সেই পাপিষ্ঠ লোকটা রাজাকে গিয়া এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে, যে যে বৃক্ষ ও পর্ব্বত দেখিয়া ঐ পথ চিনিতে পারা যাইবে, সেগুলি ভালরূপে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। সে বন হইতে বাহির হইয়া বারাণসীতে গেল। ঐ সময়ে রাজার মঙ্গলহস্তীটা মারা গিয়াছিল। রাজা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, 'যদি কেহ কোথাও আমাকে বহন করিবার উপযুক্ত কোন হস্তী দেখিয়া থাকে, তবে আসিয়া বলুক।' ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি আপনাকে বহন করার যোগ্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বশ্বেত ও শীলবান একটী হস্তীরাজ দেখিয়াছি; আমি পথ দেখাইব; আপনি আমার সঙ্গে গজাচার্য্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে ধরাইবেন।' রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন এবং বহু অনুচরসহ এক গজাচার্য্যকে সেই বনেচরের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন।

গজাচার্য্য বনেচরের সঙ্গে গিয়া দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব সেই সরোবরে প্রবেশ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেছে। বোধিসত্ত্ব শল্লকী তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমার এই বিপত্তি অন্য কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয় নাই; বোধ হয় সেই লোকটাই এই অনর্থের মূল। সত্য বটে, আমি মহাবল; আমি একাই সহস্র হস্তী বিধ্বস্ত করিতে পারি; আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সেনাবাহনসুদ্ধ সমস্ত রাজ্য নষ্ট করিতে সমর্থ; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীল ভঙ্গ হইবে; অতএব আজ আমি শক্তিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলেও ক্রোধের বশীভূত হইব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি মস্তক অবনত করিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গজাচার্য্য সেই পদ্মসরোবরে অবতরণ করিয়া তাঁহার সুলক্ষণসমূহ অবলোকন করিলেন এবং 'এস, পুত্র' বলিয়া রজতমাল্যসদৃশ শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক সপ্তম দিনে বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে পুত্রকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের মাতা বুঝিলেন, রাজার মহামাত্রেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। তিনি পরিদেবন করিতে লাগিলেন, 'হায়, বাছা আমার কোন দূরদেশে গিয়া রহিয়াছে; এখন এই অরণ্যে তরুলতার বৃদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

১. গিয়াছে প্রবাসে বাছা, কে আনিবে আর
শল্লকী, কূটজ, বিস, শ্যামা, করবীর,[১]
কুরুবিন্দ আদি মোর ভোজনের তরে?

---

[১]। শল্লকী—টীকাকার বলেন ইহা ইন্দ্রশাল বৃক্ষ (Boswellia Thurifera)। কুন্দুরা নামক সুগন্ধি দ্রব্য ইহার নির্য্যাস। কুরুবিন্দ = মুখা, অথবা বাদাম (Termlnalia Catappa)। এখানে শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

বাড়িবে এ সব এবে এই অরণ্যেতে;
ফুটিবে পর্ব্বত-পাদে কর্ণিকার কুল।
২. সুবর্ণ-কেয়ূর পরি রাজভৃত্যগণ
দিতেছে সে নাগরাজে প্রচুর আহার,
কেন না তাহার পৃষ্ঠে বসি নিঃশঙ্কায়
রাজা, রাজপুত্রগণ পশি রণস্থলে
বধিবে কবচধারী অরাতির দল।

গজাচার্য্য পথ হইতেই রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা নগর সুসজ্জিত করাইয়াছিলেন; গজাচার্য্য বোধিসত্ত্বকে গন্ধপরিলিপ্তকুট্টিম সুসজ্জিত হস্তিশালায় লইয়া গেলেন এবং বিচিত্র শাণিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাজার নিকট লোক পাঠাইলেন।

রাজা নানবিধ মধুররসযুক্ত ভোজন লইয়া সেখানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সেই সমস্ত খাইতে দিলেন। কিন্তু মাতাকে ফেলিয়া খাইব না এই সঙ্কল্পে বোধিসত্ত্ব উহা স্পর্শ করিলেন না; তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে খাইতে অনুরোধ করিলেন :

৩. কবল গ্রহণ কর; কেন অনাহারে
ক্ষীণকায় প্রতিদিন হইতেছ তুমি?
আছে বহু রাজকার্য্য—সম্পাদনে যার
তোমা ভিন্ন অন্য কারো নাহিক শকতি।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. সে হস্তিনী অতি দীনা; দৃষ্টিশক্তিহীনা
হইয়া অনাথা, হায়, শোকের জ্বালায়
ছুটিতেছে ইতস্ততঃ গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত!

তাঁহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন :

৫. সে অন্ধা অনাথা, নাগ, কে হয় তোমার,
ছুটিতেছে যে ইতস্ততঃ গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত?

বোধিসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথায় ইঁহার উত্তর দিলেন :

৬. জননী আমার তিনি, অন্ধা, অসহায়া,
ছুটিতেছে ইতস্ততঃ গিরি চণ্ডোরণে,
ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ডে করি পদাঘাত!

রাজা সপ্তম গাথায় তাঁহার মুক্তির আজ্ঞা দিলেন :

৭. মুক্ত কর করিবরে, যে হেন যতনে
মাতার পোষণে রত; মাতৃক্রোড়ে পুন।
ফিরিয়া যাউক এই; হইয়া মিলিত
জ্ঞাতিগণসহ সুখে করুক বিহার।

অষ্টম ও নবম অভিসম্বুদ্ধ গাথা :

৮. হইয়া শৃঙ্খল মুক্ত, পেয়ে স্বাধীনতা,
রাজারে আশ্বাস দিয়া মুহূর্ত্তের তরে,
চলি গেলা করী চণ্ডোরণ গিরি যথা,
মাতারে দেখিতে পুনঃ প্রফুল্ল অন্তরে।

৯. কুঞ্জর-সেবিত সেথা ছিল সুশীতল
তরাগ; তুলিয়া শুণ্ডে তাহা হতে জল
সিঞ্চিল মাতার গায়ে অনাহারে আর
ছিল না যে অনাথার শক্তি চলিবার।

বোধিসত্ত্বের মাতা ভাবিলেন, বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে। তিনি দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দশম গাথা বলিলেন :

১০. কে এই অনার্য্য দেব করে বরষণ
অকালে প্রচুর জল শরীরে আমার?
করিত আমার যেই ভরণ পোষণ
গর্ভজ সে পুত্র মম নাই হেথা আর।

বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিবার জন্য বোধিসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :

১১. উঠ মা, শুইয়া কেন; গর্ভজ তোমার
এসেছে সে পুত্র ফিরে; নাহি চিন্তা আর
যশস্বী সুবিজ্ঞ কাশীরাজ্যের নৃমণি
দিয়াছেন মুক্তি মোরে, উঠ মা, জননী।

হস্তিনী তখন দ্বাদশ গাথায় রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইল :

১২. চিরজীবী হন যেন কাশীনরেশ্বর;
শ্রীবৃদ্ধি হউক তাঁর উত্তর উত্তর
সেবারত পুত্র মোর যাঁহার কৃপায়
মুক্তি লভি রত পুনঃ আমার সেবায়।

রাজা বোধিসত্ত্বে গুণের প্রসন্ন হইয়া সেই সরোবরের অদূরে এক গ্রাম বসাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের ও তাঁহার মাতার জন্য নিয়ত ভোজ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইঁহার পর মাতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব তাঁহার শরীরকৃত্য

সমাপন করিয়া করণ্ডক নামক আশ্রমে চলিয়া গেলেন। পঞ্চশত ঋষি হিমালয় হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস করিতেন। রাজা বোধিসত্ত্বের ন্যায় তাঁহাদের জন্যও ভোজনাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের একটা শীলাময়ী মূর্ত্তি গঠন করাইয়া মহাসম্মানসহকারে তাহারও পূজা করিতেন। জম্বুদ্বীপবাসীরা সেখানে প্রতি বৎসর সমবেত হইয়া গজোৎসব নির্ব্বাহ করিত।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; মহামায়া ছিলেন সেই হস্তিনী এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক হস্তী।]

---

৪৫৬. জ্যোৎস্না-জাতক

[স্থবির আনন্দ যে সকল বর লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বের প্রথম বিংশতি বৎসর শাস্তার কোন নির্দ্দিষ্ট উপস্থাপক ছিলেন না। কখনও স্থবির নাগসমাল, কখনও নাগিত, উপবাণ, সুনক্ষত্র, চুন্দ, সাগল বা মেঘিক শাস্তার সেবাশুশ্রুষা করিতেন। ইঁহার পর একদিন ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; আমি যখন এক পথে যাইব বলি, তখন কোন কোন ভিক্ষু অন্য পথে চলে; কেহ কেহ বা আমার পাত্রচীবর ভূমিতে ফেলিয়া দেয়; তোমরা এমন একজন ভিক্ষু নির্ব্বাচন কর, যে নিয়ত আমার সেবা করিতে পাবে।' ইহা শুনিয়া সারিপুত্রাদি অঞ্জলিদ্বারা শিরঃস্পর্শ করিয়া 'আমি সেবা করিব', 'আমি সেবা করিব' বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শাস্তা তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না, বলিলেন, 'তোমাদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে, আর কিছু বলিও না।' তখন ভিক্ষুরা স্থবির আনন্দকে বলিলেন, 'আপনি উপস্থাপকের পদ প্রার্থনা করুন।' আনন্দ বলিলেন, 'ভগবান যদি আমাকে এই আটটী বর দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার উপস্থাপক হইতে পারি—তিনি যে চীবর পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না; তিনি যে পিণ্ডপাত প্রাপ্ত হইবেন, তাহা আমাকে দিবেন না; আমাকে তাঁহার সঙ্গে এক গন্ধকুটীরে থাকিতে দিবেন না; আমাকে লইয়া কোন নিমন্ত্রণে যাইবেন না; আমি যদি কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি, ভগবান সেখানে যাইবেন; বিদেশ হইতে বা দূরস্থ জনপদ হইতে যে সকল লোক ভগবানকে দেখিতে আসিবে, আসিবামাত্র আমি তাহাদিগকে ভগবানের নিকটে লইয়া যাইতে পারিব; আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসার্থ ভগবানের নিকট যাইতে পারিব এবং ভগবান আমার অনুপস্থিতিকালে ধর্ম্মদেশন করিলে বিহারে ফিরিয়া

আমাকে তাহা শুনাইবেন। আনন্দ এইরূপ চারিটা প্রতিক্ষেপাত্মক এবং চারটী অযাচনাত্মক বর চাহিলেন; ভগবান তাঁহাকে এই আটটী বর দিলেন। আনন্দ তদবধি পঞ্চবিংশতি বৎসর নিয়ত ভগবানের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্চ অভব্যস্থানে[১] সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং আগম, অধিগম, পূর্ব্বহেতু, আত্মার্থপরিপৃচ্ছা, তীর্থবাসন, যোনিশোমনসিকার, বুদ্ধোপনিশ্রয় এই সপ্তবিধ সম্পৎ লাভ করিয়া[২] বুদ্ধের নিকট উক্ত অষ্টরত্নরূপ দায়াদ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং বুদ্ধশাসনে সুবিখ্যাত হইয়া গগনমধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'তথাগত স্থবির আনন্দকে বরদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।' সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি আনন্দকে বরদানে তৃপ্ত করিয়াছিলাম, ইনি যাহা যাহা যাচঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা তাহাই দিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোৎস্নাকুমার তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। একদা তিনি মনোযোগ-সহকারে আচার্য্যের নিকটে পাঠ গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে অন্ধকারে আচার্য্যের গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি নিজের বাসস্থানে ফিরিতেছিলেন; ঐ সময়ে এক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা করিয়া নিজের গৃহে যাইতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার উপরে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার বাহুর আঘাতে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্রটী ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভূতলে পড়িয়া চীৎকার করিলেন। ইহাতে রাজকুমারের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'বাপু, তুমি আমার ভিক্ষাভাণ্ড ভাঙ্গিলে; উহাতে যে ভোজ্য ছিল তাহার মূল্য দাও।' কুমার বলিলেন, 'ঠাকুর, এখন আপনার ভোজ্যের মূল্য দিবার সাধ্য আমার নেই। আমি কাশীরাজের পুত্র জ্যোস্নাকুমার। আমি যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইব, তখন আপনি গিয়া ধন যাচঞা করিবেন।'

---

[১]। অভব্যস্থান—অর্হতেরা যে সকল পাপ করিতে পারে না, যেমন প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান ইত্যাদি

[২]। আগম = ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্র। অধিগম = শাস্ত্রশিক্ষা বা পাঠ। পূর্ব্বহেতুসম্পৎ = কার্য্যকারণজ্ঞান। আত্মার্থপরিপৃচ্ছা = আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য আত্মপরীক্ষা। যোনিশোমনসিকার = প্রজ্ঞাসহকারে চিত্তের একাগ্রতা। বুদ্ধোপনিশ্রয় = বুদ্ধের সান্নিধ্য (বা পরিণামে বুদ্ধত্ব লাভের অধিকার); বোধ হয় এখানে প্রথম অর্থটী গ্রহণ করাই যক্তিযুক্ত।

শিক্ষাসমাপ্তির পর জ্যোস্নারকুমার বারাণসীতে ফিরিয়া পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমার বড় সৌভাগ্য যে জীবিত থাকিয়া পুনর্ব্বার পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলাম। ইহাকে এখন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি কুমারের নাম জ্যোৎস্না-রাজ। তিনি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এখন আমাকে সেই ভোজ্যের মূল্য আদায় করিতে হইবে।' তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানী সুসজ্জিত হইয়াছে এবং রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি কোন উন্নত স্থানে দাড়াইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক।' রাজা কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা যে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, ইহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

১. শুন নরনাথ, আমার বচন; যে হেতু করেছি হেথা আগমন।
ব্রাহ্মণ দাঁড়ায়ে আছে পথমাঝে; না সম্ভাষি তারে যাওয়া নাহি সাজে।[১]

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা হীরকমণ্ডিত বজ্রাঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে থামাইলেন এবং দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. তিষ্ঠিব, শুনিব, বলহ, ব্রাহ্মণ, কি হেতু তোমার হেথা আগমন।
কে তুমি, কি চাও নিকটে আমার; কিবা প্রয়োজন বলত তোমার?

অতঃপর রাজা ও ব্রাহ্মণের উত্তর-প্রত্যুত্তর অবশিষ্ট গাথাগুলিতে কথিত হইতেছে :

৩. 'ভাল ভাল গ্রাম পাঁচখানি চাই; এক শত দাসী, সাত শত গাই;
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক আর ভার্য্যা দুটী যারা সদৃশী আমার।'

৪. 'করেছ কি কোন তপস্যা দুষ্কর? কি বিচিত্র মন্ত্র জান, দ্বিজবর?
যক্ষগণ আজ্ঞাধীন কি তোমার? করেছ কি কভু মম উপকার?'

৫. 'আজ্ঞাধীন যক্ষ, তপোমন্ত্রবল, আমার, নৃমণি, নাই এ সকল;
করি নাই কভু তব উপকার; হয়েছিল মাত্র দেখা একবার।'

৬. 'দেখা আমাদের ইহাই প্রথম; পূর্ব্বে যে হয়েছে না হয় স্মরণ।
বল, যদি থাকে স্মরণ তোমার, কবে কোথা দেখা হয়েছিল আর।'

৭. 'গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা,— বিদ্যার্থ সেখানে যবে তুমি ছিলা,
বক্ষে বক্ষে পরস্পরের ঘট্টন নৈশ অন্ধকারে হইল রাজন।

---

[১]। মূলে 'ন সম্ভব্বমাহু দিপাদান সেট্‌ঠা' আছে। দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা)। ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা এইরূপ বলেন।

৮. থামি পথে মোরা প্রীতিসম্ভাষণে হইনু প্রবৃত্ত, পড়ে নাকি মনে?
আমা দোহাকার দেখা সেই বার; পূর্ব্বে কিংবা পরে না হয়েছে আর।'
৯. 'সাধুসঙ্গে যদি হয় সমাগম, মানুষে না ভুলে তাহা কদাচন,
বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত পণ্ডিতেরা কভু না হয় বিস্মৃত।
১০. বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত অবোধ যে জন, সে হয় বিস্মৃত।
অবোধ অবদ্ধ কৃতজ্ঞতাপাশে, শত উপকার ভুলে অনায়াসে।
১১. সুধীর কখন না হয় বিস্মৃত বন্ধুত্ব বা উপকার পূর্ব্বকৃত;
স্বল্প উপকার লভি সুধীগণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরে অনুক্ষণ।
১২. দিনু পঞ্চগ্রাম, ধনধান্যযুত, দিনু শত দাসী, গবী সপ্তশত,
সহস্র-অধিক স্বর্ণনিষ্ক, আর ভার্য্যা দুটী, যারা সদৃশী তোমার।'
১৩. 'ধন্য সাধুসঙ্গ, যার মহিমায় হইল আমার এ সৌভাগ্যোদয়।
তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমা যেমন ক্রমে হয় পূর্ণ, আমারও তেমন
মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে আজ, লভি তব দান, ওহে কাশীরাজ।'

বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও এইরূপে বর দান করিয়া আনন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

---

৪৫৭. ধর্ম্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ভূগর্ভে প্রবেশসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় আলোচনা হইতেছিল, 'দেখিলে, ভাই, দেবদত্ত তথাগতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রসাতলে গেল।' শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, 'দেবদত্ত আমার জয়চক্রে আঘাত করিয়া এজন্মে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, পূর্ব্বেও আমার ধর্ম্মচক্রে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও অবীচিতে পতিত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কামাবচর লোকে[১]

---

[১]। ব্রহ্মলোকের অধস্তন ছয়টী দেবলোকের নাম 'কামাবচর দেবলোক।' ব্রহ্মলোকে = 'কাম' নাই; কিন্তু এই ছয়টী দেবলোকের অধিবাসীরা কাম পরিহার করিতে পারেন নাই।

দেবযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ধর্ম্ম। তখন দেবদত্ত হইয়াছিল অধর্ম্ম। একদা পূর্ণিমার পোষধদিবসে—গ্রামনিগমরাজধানীবাসী লোকে সায়মাশগ্রহণানন্তর যখন স্ব স্ব গৃহদ্বারে উপবেশনাপূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল, সেই সময়ে ধর্ম্ম দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত এবং অপ্সরোগণপরিবৃত হইয়া দিব্যরথারোহণে আকাশে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মনুষ্যদিগকে দশকুশল-কর্ম্মপথে[১] প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বলিলেন, 'তোমরা প্রাণাতিপাতাদি দশ অকুশল কর্ম্ম হইতে বিরত হও, মাতৃসেবারূপ ধর্ম্ম, পিতৃসেবারূপ ধর্ম্ম এবং ত্রিবিধ সুচরিতধর্ম্ম পালন কর; ইহা করিলে তোমরা স্বর্গপরায়ণ হইবে এবং মহা যশ লাভ করিবে।' তিনি এইরূপে সমস্ত জম্বুদ্বীপ প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে অধর্ম্মও সকলকে অকুশলধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বামদিক হইতে জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেছিল। অনন্তর আকাশে উভয়ের রথ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অনুচরগণ, 'তোমরা কাহার অনুচর', 'তোমরা কাহার অনুচর', বলিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কেহ কেহ বলিল, 'আমরা ধর্ম্মের অনুচর', কেহ কেহ বলিল, 'আমরা অধর্ম্মের অনুচর।' অনন্তর তাহারা পথ ছাড়িয়া দুই দলে পার্শ্বে অবস্থিত হইল। তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'সৌম্য, তুমি অধর্ম্ম, আমি ধর্ম্ম; আমিই প্রথমে পথ পাইবার উপযুক্ত; অতএব তোমার রথ সরাইয়া পথ দাও।

১. পুণ্যকর, যশস্কর ধর্ম্ম আমি জানে সর্ব্বজন;
গুণে মুগ্ধ হয়ে মোর স্তুতি করে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ;
দেবনর-পূজ্য আমি, মোর সম আর কেহ নাই;
উপযুক্ত পেতে পথ ছাড়ি পথ, চলি যাও তাই।

ইঁহার পর যে ছয়টী গাথা লিখিত হইতেছে, সেগুলি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উত্তর-প্রত্যুত্তর :

২. 'অধর্ম্ম আমার নাম; মহাবল, নির্ভয়হৃদয়;
যে রথে চড়িয়া আমি ভ্রমি, তাহা দৃঢ় অতিশয়।
ছাড়ি দিব, ধর্ম্ম, এবে সেই পথ আমি কি কারণ,
যে পথে তোমায় যেতে পূর্ব্বে আমি দিই নি কখন?'
৩. 'সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের হল আবির্ভাব, বলে এই সবে
অধর্ম্ম আসিয়া শেষে ঘটাইল অনর্থ এ ভবে।
জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, সনাতন, আমি, তাই রাখ মোর মান;

[১]। দশকুশল-কর্ম্মপথ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। দশ অকুশলকর্ম্মপথ ঠিক ইহাদের বিপরীত। কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ভেদে সুচরিত ধর্ম্ম ত্রিবিধ।

যেতে দাও অগ্রজেরে; হে অধর্ম্ম, কর পথ দান।'

৪. 'কর যাচঞ্ঞা, হও যোগ্য, কিংবা যদি পদপ্রাপ্তি হয়
ন্যায়নুমোদিত তব, ছাড়িব না পথ, মহাশয়।
তোমাতে আমাতে আজ এখনই হোক মহারণ;
পাইবে সে পথ অগ্রে, বিজয়ী হইবে যে জন।'

৫. 'মহাবল, মহৈশ্বর্য্য, দশদিকে কীর্ত্তি মোর ঘোরে;
প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আমি, কার সাধ্য আমায় যে রোষে?
সহস্র সদগুণ আমি একাধারে করি হে ধারণ;
ধর্ম্মসহ যুদ্ধে জয়ী অধর্ম্ম হইবে কি কারণ?'

৬. 'লোহা দিয়া পিটে সোনা সর্ব্বত্র দেখিতে ইহা পাই;
সোনা দিয়া লোহা পেটা কখনো দেখি না কোন ঠাই।
অধর্ম্ম ধর্ম্মেরে আজ পরাভূত করে যদি রণে,
হইবে ভূষিত লৌহ সুবর্ণের সুন্দর বরণে।'

৭. 'এ রণে, অধর্ম্ম, যদি প্রতিপন্ন হও বলবান,
বৃদ্ধে আর গুরুজনে যদি তুমি না কর সম্মান
সুখে হোক, দুখে হোক, ছাড়ি পথ করিব গমন,
ক্ষমিব তাহাও আমি বলিলে যে অশ্রাব্য বচন।'

বোধিসত্ত্ব যেমন শেষের গাথাটী বলিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই অধর্ম্ম রথে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অবাঙ্মুখে ভূতলে পতিত হইল, এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে ছিদ্রপথে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর লাভ করিল।

ভগবান যখন ইহা বুঝিতে পারিলেন, তখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

৮. করিল এ কথা শুনি অধর্ম্ম তখন,
অধোমুখে ঊর্ধ্বপাদে নিরয়ে গমন;
করিল বিলাপ, বক্ষে আঘাত করিয়া,
'বুঝিতে না পারিলাম যুদ্ধার্থী হইয়া।'
এইরূপে চিরকাল ধর্ম্ম লভে জয়,
এইরূপে হয় সদা অধর্ম্মের ক্ষয়।

৯. ক্ষান্তিবল যুদ্ধবলে করে পরাজিত,
রসাতলে অধর্ম্মেরে করিল প্রোথিত।
সত্যসন্ধ, অতিবল ধর্ম্ম এ জগতে,
সানন্দে স্যন্দনে উঠি যান নিজপথে।

১০. মাতাপিতা, শ্রমণব্রাহ্মণ যার ঘরে

অনাদর অসম্মান সদা লাভ করে,
সে পাপী দেহান্তে করে নিরয়ে গমন,
অধোমুখে গিয়াছিল অধর্ম্ম যেমন।

১১. মাতাপিতা শ্রমণব্রাহ্মণ ঘরে যার
সদা পরিতৃপ্ত হয় পাইয়া সৎকার,
দেহান্তে সদ্গতি ধ্রুব সে পুণ্যাত্মা পায়,
আরোহি স্যন্দনে যথা ধর্ম্ম স্বর্গে যায়।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল অধর্ম্ম; তাহার অনুচরেরা ছিল অধর্ম্মের অনুচর; আমি ছিলাম ধর্ম্ম এবং বুদ্ধভক্তগণ ছিল ধর্ম্মের অনুচর।]

----

৪৫৮. উদয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সেই ভিক্ষুকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, 'তুমি এমন নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কেন কামবশে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ? প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমৃদ্ধিশালী, দ্বাদশ যোজনবিস্তৃত সুরুন্ধন নগরে রাজত্ব করিয়া অপ্সরার ন্যায় স্ত্রীর সহিত সাত শত বৎসর এক প্রকোষ্ঠে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও লোভবশে তাহাকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কাশীরাজ্যে সুরুন্ধন নগরে কাশীরাজ রাজত্ব করিতেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রকন্যা, কোন সন্তানই জন্মে নাই। একদা তিনি মহিষীকে বলিলেন, 'তুমি পুত্র প্রার্থনা কর।' তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মালোক হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ রাজারই অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জন্মে বহুলোকের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইল উদয়ভদ্র। উদয়ভদ্র যখন হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে অপর একটী সত্ত্ব ব্রহ্মালোক ত্যাগ করিয়া কাশীরাজের অপর এক স্ত্রীর গর্ভে কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল উদয়ভদ্রা।

কুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন; স্বপ্নেও মৈথুনধর্ম্ম জানিতেন না; তাঁহার চিত্ত কোনরূপ কামচিন্তায় আসক্ত হইত না। রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার এবং তাঁহার প্রমাদের জন্য নাট্যাভিনয় করাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাজার আদেশ প্রচারিত হইলে বোধিসত্ত্ব ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, 'আমার রাজত্বে প্রয়োজন নাই, কোনরূপ ভোগসুখেও আমার চিত্ত আসক্ত নহে।' কিন্তু রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে শেষে তিনি রক্তবর্ণ-জাম্বুনদময়ী এক রমণীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা মাতা পিতার নিকট পাঠাইয়া বলিলেন, 'যদি এইরূপ স্ত্রী লাভ করি, তাহা হইলে রাজ্য গ্রহণ করিব।' তাঁহারা এই সুবর্ণমূর্ত্তি জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তদ্রূপ রমণী পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা উদয়ভদ্রাকে অলকৃত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সেই মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সকলেই দেখিল উদয়ভদ্রা সেই সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষাও সুন্দরী। ইহা দেখিয়া, উভয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনীকেই তদীয় অগ্রমহিষী[১] করিয়া কাশীরাজ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

নবদম্পতী কিন্তু ব্রহ্মচারিভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে মাতা পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ও উদয়ভদ্রা এক গৃহে শয়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও লোভবশে ইন্দ্রিয়সংযম ভঙ্গ করেন নাই, পরস্পরের দিকে অবলোকনও করেন নাই। অপিচ তাঁহারা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমাদের মধ্যে যে অগ্রে মরিবে, সে পরলোক হইতে আসিয়া অপরকে বলিবে, আমি অমুক স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।'

বোধিসত্ত্ব অভিষেককাল হইতে সপ্তশত বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহার পর আর কেহ রাজা হইলেন না, উদয়ভদ্রাই রাজাজ্ঞা দিতে লাগিলেন; অমাত্যেরা তদনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব দেহত্যাগের পর ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে শক্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং মহাবিভূতিসম্পন্ন হইয়া সপ্তাহকাল পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলেন না। এই সপ্তাহকাল মনুষ্যগণের সপ্তশত বৎসর। তদনন্তর পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি রাজকন্যা উদয়ভদ্রার নিকটে যাইব, অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার চরিত্র পরীক্ষা করিব, তাঁহার নিকট সিংহনাদে ধর্ম্মদেশনা করিব এবং এইরূপে

---

[১]। এই জাতকে এবং দশরথ-জাতকে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহের কথা শুনা যায়। উদয়ভদ্রা উদয়ভদ্রের বৈমাত্রেয় ভগিনী; সীতা রামের সহোদরা। এরূপ অস্বাভাবিক পরিণয় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে অপরিজ্ঞাত। জাতকের এই কাহিনী কি কোন প্রাগৈতিহাসিককালের প্রতিধ্বনি? ঐতিহাসিক যুগে মিশর দেশে উলেমিরাজদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু অন্য কোথাও ইহার উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রতিজ্ঞামুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিব।’

ঐ সময়ে মনুষ্যের জীবন নাকি দশসহস্র বৎসর স্থায়ী ছিল। রাজকন্যা রাত্রিকালে একাকিনী সপ্তভূমিক প্রাসাদতলে একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজের চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন; প্রাসাদের দ্বারসকল সুনিবদ্ধ ছিল এবং প্রহরীরা রাজভবন রক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে শক্র সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী সুবর্ণপাত্র হস্তে লইয়া সেই শয়নকক্ষে আবির্ভূত হইলেন এবং একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম গাথায় উদয়ভদ্রার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন :

১. শুভ্রবস্ত্রে সাবধানে আবরিয়া উরু দুই খানি,
কেন লো, অনবদ্যাঙ্গি, প্রাসাদে বসিয়া একাকিনী?
কিন্নরনয়নে, আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
তুমি, আমি এক সঙ্গে এক রাত্রি সুখেতে কাটাই।

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা দুইটী গাথা বলিলেন :

২. দুষ্প্রবেশ্য পুরী এই, একাধিক পরিখা বেষ্টিত,
অট্টাল-গোপুর-দৃঢ়, খড়্গধারিশান্ত্রিসুরক্ষিত।
৩. তরুণে, যুবকে, কেহ প্রবেশিতে পারে না কখন;
সঙ্গম আমার সহ চাও তুমি বল কি কারণ?

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. যক্ষ আমি, আসিয়াছি, তোমার নিকটে, বিধুমুখি;
তোষ মোরে স্বর্ণপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লয়ে হও সুখী।

অনন্তর রাজকন্যা পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫. দেবযক্ষনর-মধ্যে কারো প্রতি চিত্ত নাহি ধায়;
ভুলিব না উদয়েরে যতদিন দেহে প্রাণ রয়।
মহা-অনুভাব তুমি; কর, যক্ষ, এখনিই প্রস্থান;
আসিও না ফিরে কভু; করিয়া দিলাম সাবধান।

রাজকন্যার এই সিংহনাদ শুনিয়া শক্র সেখানে তিষ্ঠিলেন না, যেন চলিয়া গেলেন এই ভাব দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু পর দিন তিনি সেই সময়েই সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটী রজতপাত্র লইয়া রাজকন্যার সহিত ষষ্ঠ গাথায় আলাপ করিলেন :

৬. সর্ব্বোত্তম রস বলি জানে যারে কামভোগিগণ,
ভুঞ্জিতে যাহারে লোকে পাপপঙ্কে হয় নিমগন,
সে রসে বঞ্চিত কেন হতে চাও তুমি চারুস্মিতে?
এনেছি এ রৌপ্যপাত্র, স্বর্ণে পুরি, তোমায় অর্পিতে।

ইহা শুনিয়া রাজকন্যা ভাবিলেন ‘ইহাকে আলাপের অবসর দিলে এ পুনঃ

পুনঃ আগমন করিবে। অতএব এখন ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। শক্র তাঁহার তূষ্ণীভাব দেখিয়া তখনও অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু পর দিন আবার সেই সময়েই কার্ষাপণপূর্ণ একটী লৌহপাত্রহস্তে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন 'ভদ্রে, আমাকে রতিদানে তৃপ্ত কর; আমি তোমাকে এই কাষাপণপূর্ণ লৌহপাত্রটী দান করিব।' তাঁহাকে দেখিয়া রাজকন্যা সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. লভিতে নারীর প্রেম ধন দিতে চায় যদি নর,
প্রলোভন পরিমাণ বাড়ায় সে উত্তর উত্তর
দেবধর্ম্ম কিন্তু তব বিপরীত সম্পূর্ণ ইঁহার;
কমিতেছে প্রতিদিন দিতে চাও যেই উপহার!

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'ভদ্রে, আমি সুনিপুণ বণিক; আমি নিরর্থক অর্থ নাশ করি না। যদি তোমার আয়ুঃ ও রূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে উপহারও বাড়াইয়া আনিতাম; কিন্তু তোমার ক্ষয় হইতেছে; কাজেই আমি ধনের পরিমাণ কমাইতেছি।

৮. প্রতিদিন হয় ক্ষীণ আয়ু আর রূপ মানুষের;
বর্ত্তমান জীর্ণতর তুলনার সঙ্গে অতীতের;
নারী তুমি, হে সুগাত্রি; বৃদ্ধা পূর্ব্বকার তুলনায়;
পূর্ব্বমত উপহার সে কারণে দেওয়া নাহি যায়।

৯. রাজপুত্রি, যশস্বিনি, যত আমি নিরখি তোমায়,
বুঝিতেছি প্রতিদিন হইতেছে রূপ তব ক্ষয়।

১০. কিন্তু এ বয়সে যদি ব্রহ্মচর্য্য পাল লো সুমতি,
পশিবে না জরা দেহে; হবে তুমি আরো রূপবতী।'

তখন রাজকন্যা বলিলেন :

১১. জরাগ্রাসে মানুষেরে, জরার অতীত দেবগণ;
অজর অমর দেহে বলি দেখা দেয় না কখন;
মহা-অনুভাব যক্ষ, বল এ কি, শুধাই তোমায়,
স্থুল শরীরের দুঃখ কি হেতু না দেবগণ পায়?

শক্র তখন উত্তরে বলিলেন :

১২. জরাগ্রাসে মানুষেরে, জরার অতীত দেবগণ;
অজর অমর দেহে বলি দেখা দেয় না কখন;
বৃদ্ধি পায় দিব্য রূপ দিন অন্তে দিন যায় যত;
অনন্ত স্বর্গীয় সুখে দেবগণ তৃপ্ত অবিরত।

দেবলোকের বিভূতির কথা শুনিয়া রাজকন্যা নিম্নলিখিত গাথায়

দেবলোকগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৩. কি ভয়ে স্বর্গের পথে মানুষ না অগ্রসর হয়?—
সে মার্গে, সম্বন্ধে যার নানা জনে নানা কথা কয়,
মহা-অনুভব যক্ষ বুঝাইয়া দাও দয়া করি,
নিঃশঙ্কায় পরলোকে যাওয়া যায় কোন পথে চরি?

রাজকন্যাকে বুঝাইবার জন্য শক্র বলিলেন :

১৪. বাক্য আর মন যেই সুসংযত করে সাবধানে
কায়ে যেই কভু নাহি হয় রত পাপ-অনুষ্ঠানে,
বহু অন্নপান যার গৃহে আসি অতিথিরা লভে,
শুনিয়া মধুর বাণী পরিতোষ যার পায় সবে,
শ্রদ্ধাবান, শুদ্ধমতি, বদান্য, দয়ালু, মৃদুচিত্ত
ভোগ নাহি করে কভু না দিয়া অপরে নিজ কৃত্ত,
মৈত্রীভাব পোষে মনে,— এতাদৃশ পুণ্যাত্ম-হৃদয়,
পরলোকভয়ে কভু অণুমাত্র কম্পিত না হয়।

রাজকন্যা শক্রের এই কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :

১৫. দিলা শিক্ষা, যক্ষ; মোরে মাতাপিতা সন্তানে যেমন
কে হে তুমি মহাভাগ, রূপে যার ঝলসে নয়ন?

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১৬. উদয় আমি, কল্যাণি করি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ,
সম্ভাষি তোমায় যাই; হল মোর প্রতিজ্ঞা পূরণ।

রাজকন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'স্বামিন তুমিই তবে মহারাজ উদয়ভদ্র?' অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল; তিনি আবার বলিলেন, 'আমি তোমার বিরহে থাকিতে পারিব না; যাহাতে তোমার নিকটে থাকিতে পারি, আমাকে সেইরূপ উপদেশ দাও।'

১৭. 'সত্যই উদয় তুমি হও যদি, হে রাজকুমার
দিলে দেখা যদি স্মরি পূর্ব্বকৃত সেই অঙ্গীকার,
বল, কি উপায়ে পুনঃ আমাদের ঘটিবে মেলন
দাও মোরে উপদেশ পালিব তা করিয়া যতন।'

তখন শক্র রাজকন্যাকে এই চারিটী গাথায় উপদেশ দিলেন :

১৮. অনুক্ষণ আয়ুঃক্ষয়; স্থিতিশীল কিছু নয়,
জরা আসি জীর্ণ করে অনিত্য শরীর
জন্মিলে মরিতে হবে এ নিয়মে বদ্ধ সবে;
ভাবি ইহা ধর্ম্মে তুমি মতি কর স্থির।

১৯. সুবিপুল বসুধার একচ্ছত্র অধিকার
লাভ যদি করে কেহ, শুনলো, উদয়ে,
হইলে তৃষ্ণার দাস, তাতেও না মিটে আশ;
ধর্ম্মপথে চল তাই অপ্রমত্ত হয়ে।

২০. এক ঘরে ক্ষণতরে কি সুখে বসতি করে
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা (ক্রীতা যেই ধনে)।
পরস্পর কাছছাড়া শেষে কিন্তু হয় তারা;
ধম্মপথে হও রত ভাবি ইহা মনে।

২১. রেখ মনে, দেহ তব যখন হইবে শব
শৃগালকুক্কুরে ইহা করিবে ভক্ষণ।
কর্ম্মফলে আসে যায়— কেহ বা সদ্গতি পায়,
কেহ করিতেছে নীচ যোনিতে ভ্রমণ।
সুগতের হয় সুখ, দুর্গতের ভাগ্যে দুখ,
কিন্তু কিছু চিরস্থায়ী নয় এ জগতে;
এই আছে, এই নাই, এ নীতি সকল ঠাই;
বুঝি ইহা সাবধানে চল ধর্ম্মপথে।

বোধিসত্ত্ব রাজকন্যাকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। রাজকন্যাও ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া অবশিষ্ট গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন :

২২. সুন্দর বলিলে, দেব; জীবের জীবন—
একে ক্লেশকর, তাহে থাকে অল্পক্ষণ।
জীবনের সঙ্গে দুঃখ সম্বন্ধ সতত;
অতএব হব আমি ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
ত্যজি কাশীরাজ্য, আর পুরী সুরুন্ধন
একাকী করিব আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

রাজপুত্রীকে উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। রাজপুত্রীও পরদিন অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া ঐ নগরেরই একটী রমণীয় উদ্যানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সেখানে ধ্যানে রত হইলেন এবং আয়ুঃক্ষয়ান্তে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে বোধিসত্ত্বের পাদপরিচারিকারূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন রাহুল মাতা ছিলেন সেই রাজকন্যা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

৪৫৯. পানীয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে রিপু দমন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত গৃহী পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে অবদ্ধ ছিলেন; তাঁহারা একদা তথাগতের ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। জেতবনে যে অংশে কোটিসুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা একদিন নিশিথ সময়ে কামচিন্তা করিতে লাগিলেন। (অতঃপর, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে সবিস্তর বলিতে হইবে)[১] আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করিলে শাস্তা সুরচিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া,—কাহাকেও, 'তুমি কামচিন্তা করিয়াছ' এরূপ না বলিয়া,—সমস্ত সঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পাপ কখনও ক্ষুদ্র হইতে পারে না; যিনি ভিক্ষু হইয়াছেন, তাঁহাকে পাপচিন্তা, মনে উদিত হইবামাত্রই, নিগ্রহ করিতে হইবে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাপ নিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　*　　*

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে দুই বন্ধু জলপূর্ণ তুম্ব লইয়া কৃষিক্ষেত্রে যাইত, তুম্ব দুইটী এক পার্শ্বে রাখিয়া ভূমি কর্ষণ করিত এবং যখন পিপাসা পাইত, তখন গিয়া তুম্ব হইতে জল পান করিত। তাহাদের একজন একদা জল পান করিবার জন্য গিয়া নিজের তুম্বটীর জল রক্ষা করিবার জন্য অপর ব্যক্তির তুম্ব হইতে পান করিল। অতঃপর বন হইতে বাহির হইয়া সে স্নান করিল এবং দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, 'আজ আমি কায়দ্বারাদি দ্বারা কোন পাপ করিয়াছি কি?' তখন তাহার মনে হইল যে, সে জল চুরি করিয়া পান করিয়াছে। ইহাতে তাহার বড় ক্ষোভ জন্মিল, সে দেখিল এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে। অতএব সে ইহা দমন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল, অপহৃত জলপান করাকেই অবলম্বন করিয়া বিদর্শন বৃদ্ধি করিল, প্রকেত্যকবুদ্ধত্ব লাভ করিল, এবং লব্ধ জ্ঞানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে অপর লোকটী স্নান করিয়া তাহাকে বলিল, 'এস ভাই, এখন বাড়ী যাই।' সে উত্তর দিল, 'তুমি যাও; আমার ঘরে কোন প্রয়োজন নাই; আমি এখন প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছি।' অপর

---

[১]। তৃতীয় খণ্ডের পলাশ-জাতক (৩৭০) এবং কোটি-শাল্মলি জাতক (৪১২) দ্রষ্টব্য।

লোকটী বলিল, 'প্রত্যেকবুদ্ধই বটে! প্রত্যেকবুদ্ধরা তোমার মত না হইলে আর কাহার মত হইবেন?' 'তাঁহারা কীদৃশ, বল ত।' তাঁহাদের কেশ দুই অঙ্গুলিমাত্র লম্বা; তাঁহারা কাষায় বস্ত্র পরেন, এবং নন্দমূল গুহায় বাস করেন।' ইহা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি নিজের মাথায় হাত দিল; অমনি তাহার গৃহীচিহ্ন অন্তর্হিত হইল, সে সুরক বস্ত্রযুগল পরিধান করিল, তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া পীতবর্ণ কায়বন্ধ বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, তাহার একস্কন্ধ রক্তবর্ণ উত্তরাসঙ্গে আবৃত হইল, অপর স্কন্ধে পাংশুস্তূপাহৃত মেঘবর্ণ চীবর দেখা যাইতে লাগিল, বামাংসকূটে ভ্রমরকৃষ্ণ মৃৎপাত্র সংলগ্ন হইল; সে আকাশে অবস্থিত হইয়া ধম্মদেশন করিল এবং তদনন্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে নন্দমুল গুহায় গিয়া অবতরণ করিল।

আর এক ব্যক্তি (ইনি কাশী গ্রামেরই এক কুটুম্বিক ছিলেন) দোকানে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কোন পুরুষ তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে। ঐ স্ত্রী সুন্দরী ছিল; কুটুম্বিক ইন্দ্রিয় সংযম না করিতে পারিয়া তাঁহার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার পরেই তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমার এই লোভ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইলে শেষে আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে।' এইরূপে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তিনি বিদর্শন বৰ্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে দাঁড়াইয়া ধৰ্ম্মদেশন করিলেন এবং নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কাশীগ্রামের এক ব্যক্তি ও তাহার পুত্র একসঙ্গে পথ চলিতেছিল। বনমুখে দস্যুরা থাকিত। তাহারা পিতা-পুত্র দুইজনকে ধরিতে পারিলে পিতাকে ছাড়িয়া দিত, বলিত, 'যাও, ধন আনিয়া পুত্রকে মুক্ত কর।' তাহারা যদি দুই ভাইকে ধরিত, তাহা হইলে কনিষ্ঠকে আটক রাখিত এবং জ্যেষ্ঠকে ছাড়িয়া দিত, যদি আচাৰ্য্য ও শিষ্যকে ধরিত, তাহা হইলে আচাৰ্য্যকে আটক রাখিত এবং শিষ্যকে ছাড়িয়া দিত। শিষ্য বিদ্যালোভে ধন আহরণ করিয়া আচাৰ্য্যকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইত। প্রথমে যে পিতা পুত্রের কথা বলা হইল, তাহারা ঐ স্থানে দস্যু আছে জানিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করিল; পিতা পুত্রকে বলিল; 'তুমি আমাকে পিতা বলিও না, আমিও বলিব না যে তুমি আমার পুত্র।' দস্যুরা যখন তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তখন পুত্র জানিয়াও মিথ্যা কথা বলিল, উত্তর দিল যে, 'আমাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।' অনন্তর তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যাকালে স্নান করিল এবং বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই সময়ে পুত্র নিজের চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া সেই মিথ্যা কথা স্মরণ করিল এবং ভাবিল, 'এই পাপ ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাকে অপায়ে নিক্ষেপ করিবে; অতএব ইহাকে নিগ্রহ করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে তাহার বিদর্শন বর্দ্ধিত হইল; সে প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইল এবং পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেল।

কাশীগ্রামের এক গ্রামভোজক প্রাণিহত্যা বারণ করিয়াছিলেন। একদা অনেক লোকে সমবেত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'প্রভো, আমরা মৃগশূকরাদি মারিয়া যক্ষদিগকে বলি দিব, কারণ এখন বলিদান করিবার সময়।' গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, 'তোমরা পূর্ব্বে যেরূপ করিতে, এখনও তাহাই কর।' এই অনুমতি পাইয়া লোকে বহু প্রাণী বধ করিল। গ্রামভোজক রাশি রাশি মৎস্যমাংস দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'কেবল আমারই একটা কথার জন্য এই সকল ব্যক্তি এত প্রাণীর সংহার করিয়াছে।' তিনি বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিদর্শন বর্দ্ধিত করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

এই কাশীরাজ্যেরই আর এক গ্রামভোজক মদ্য বিক্রয় নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদা অনেক লোকে তাঁহাকে বলিল, 'স্বামিন, পূর্ব্বে এই সময়ে সুরাপানোৎসব হইত; এখন আমরা কি করিব?' গ্রামভোজক উত্তর দিলেন, 'তোমাদের পুরাতন নিয়মমত চল।' তখন লোকে উৎসব করিল, মদ্যপানপূর্ব্বক কলহে প্রবৃত্ত হইল; কাহারও হাত পা ভাঙ্গিল, কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও কান ছিড়িয়া গেল, এবং এজন্য বহুলোকে দণ্ডিত হইল। গ্রামভোজক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যদি অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে ইঁহারা এত দুঃখ পাইত না।' ইহাতেই সেই ভূস্বামীর মনে অনুতাপ জন্মিল; তিনি বিদর্শন বৃদ্ধি করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আকাশে বসিয়া, 'তোমরা অপ্রমত্ত হও' এই ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং একেবারে নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন।

কালক্রমে এই পঞ্চ প্রত্যেকবুদ্ধ একদা ভিক্ষাচর্য্যার জন্য বারাণসী নগরের দ্বারে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের দেহ বহির্ব্বাসে ও অন্তর্ব্বাসে সুন্দররূপে আবৃত এবং আকৃতি প্রাসাদাদিগুণযুক্ত ছিল। তাঁহারা এই বেশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া রাজভবনের নিকটে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন; তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, তাঁহাদের পদ প্রক্ষালন করিলেন, পায়ে গন্ধ তৈল মাখাইলেন, তাঁহাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য ও ভোজ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন এবং একান্তে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদন্তগণ, আপনারা যে প্রথম বয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। এই বয়সে প্রব্রজক হইয়া আপনারা কাম হইতে যে দুঃখ জন্মে তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। বলুন তো কি সূত্রে আপনারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।'

প্রত্যেকবুদ্ধরা কালক্রমে এই পাঁচটী গাথায় রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১. মিত্রের অদত্ত জল মিত্র হয়ে করি পান; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

২. পরের বনিতা দেখি হইলাম রূপমুগ্ধ; ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

৩. দস্যুহস্তে পড়িলেন কানন মাঝারে পিতা; জিজ্ঞাসা করিল দস্যুগণ,
কে হয় তোমার এই, জানি শুনি মিথ্যা কথা বলিলাম আমি হে তখন।
করিলাম কি কুকর্ম্ম, ভাবি হই অনুতপ্ত ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

৪. বধিল অনেক প্রাণী যক্ষে বলি দিব বলি সোমযাগে গ্রামবাসিগণ;
প্রাণিহত্যা এনরূপ পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা; বাধা না দিলাম সে কারণ।
অনুমোদনের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

৫. সুরা-পুষ্পাসব লোকে পূর্ব্বেও করিত পান; বাধা না দিলাম সে কারণ।
পাইয়া আমার আজ্ঞা সুরোৎসবে মত্ত সবে; হতাহত হল বহুজন।
অনুমোদানের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া মোর ঘৃণা শেষে উপজিল মনে;
আবার এমন পাপে লিপ্ত যাতে নাহি হই, লইনু প্রব্রজ্যা সে কারণে।

রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভৈসজ্যসমূহ, এবং চীবর প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্র দান করিয়া বিদায় দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধেরা অনুমোদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রাজা তখন হইতে কামে বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইলেন; তিনি উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজন গ্রহণ করিতে লাগিলেন বটে[১] কিন্তু স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ বর্জ্জন করিলেন, এমন কি তাহাদের মুখাবলোকন পর্যন্ত রহিত করিলেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি উঠিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন, সেখানে বসিয়া শ্বেতভিত্তির দিকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন এবং ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া কামের দোষ কীর্ত্তন করিবার জন্য বলিলেন :

৬. ইন্দ্রিয়-সেবায় ধিক, নাই এতে সুখ-লেশ;
যতই সেবিবে এরে, ততই পাইবে ক্লেশ।
ছিলাম সুদীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়-সেবায় রত;
পাই নাই সুখ কভু, পাইতেছি এবে যত।

---

[১]। 'নানাগ গরস-ভোজনং ভুঞ্জিত্বা'। কিন্তু এখানে 'অভুঞ্জিত্বা' পাঠ গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি হয় না কি?

রাজার অগ্রমহিষী ভাবিলেন, 'এই রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এমন উৎকণ্ঠাগ্রস্থ হইয়াছেন যে, আমাদের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন; ইহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রীগর্ভের দ্বারের সমীপে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া, রাজা কামের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক যে উদান গান করিতেছিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি কামের নিন্দা করিতেছেন; কিন্তু কামসুখের ন্যায় সুখ কোথাও নাই।' অনন্তর তিনি কামের গুণ বর্ণনা করিয়া একটী গাথা বলিলেন :

৭. ইন্দ্রিয়-সেবায় লোকে অনন্দ লভে অপার;
চরিতার্থ কাম হতে বড় সুখ নাহি আর।
ইন্দ্রিয়-সেবায় রত সযতনে যেই জন,
ইহলোক স্বর্গসুখ করে সেই আস্বাদন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'নিপাত যাও, বৃষলি। কামে আবার সুখ কোথায়? দুঃখই কামের পরিণাম।

৮. কাম অতি দুঃখকর, নাই এতে সুখলেশ;
অন্য কিছু নাহি দেয় কামের মতন ক্লেশ।
হিতাহিত না ভাবিয়া হয় যারা কামে রত,
উন্মুক্ত করিয়া রাখে তারা নরকের পথ।

৯. বহুরক্তপায়ী খড়গ, সুনিশ্চিত অসি, আর
বক্ষে বিদ্ধ শক্তি, এরা বড়ই যন্ত্রণাকর;
কিন্তু সে যন্ত্রণা তুচ্ছ, বিচারিয়া দেখ যদি,
কি যন্ত্রণা পায় লোকে কাম হতে নিরবধি।

১০. মানুষ-প্রমাণ গর্ত্ত অঙ্গারে পূরিয়া জ্বাল;
প্রখর রৌদ্রেতে তপ্ত কর লাঙ্গলের ফাল;
হইবে বিষম জ্বালা; কিন্তু তাহা সহ্য হয়;
ভীষণ কামের জ্বালা সহিতে না পারা যায়।

১১. হলাহল, বিষতৈল,[১] তাম্রের কলঙ্ক আর,[২]
সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ কাম সর্ব্বদুঃখাগার।

মহাসত্ত্ব দেবীকে এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া অমাত্যদিগকে সমবেত করিলেন

১। 'তেলং উক্‌কট্‌ঠিতং'—ইহার প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে পারি নাই; তবে ইহা যে কোন বিষাক্ত তৈল, তাহা নিশ্চয়। 'পক্কুধিতং' এই পাঠান্তর আছে। ইহার অর্থও সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

২। Verdigris.

এবং বলিলেন, 'আপনারা এই রাজ্য রক্ষা করুন; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা শুনিয়া প্রজাবৃন্দ রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে নানা উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বায়ুপথেই উত্তর হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং এক রমণীয় প্রদেশে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'কোন পাপই ক্ষুদ্র নহে। সমস্ত পাপকেই অতি সাবধানে নিগ্রহ করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন সেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন; তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই দেবী এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

---

৪৬০. যুবঞ্জয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুরা একদিন বলাবলি করিতেছিলেন, 'দেখ ভাই, দশবল যদি গৃহে থাকিতেন, তাহা হইলে চক্রবালসমূহের মধ্যে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সপ্তরত্নের অধিপতি হইতে পারিতেন;[১] তিনি চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিলাভ করিতেন এবং সহস্রাধিক পুত্রপরিবৃত হইয়া রাজত্ব করিতেন; কিন্তু কামের দোষ দেখিয়া তিনি এরূপ ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়াছিলেন এবং নিশীথকালে একমাত্র ছন্দককে সঙ্গে লইয়া ও কণ্ঠকে আরোহণ করিয়া[২] রাজভবন হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, অনোমা নদীতীরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া শেষে সম্যকসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেও তিনি দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরের রাজত্ব পরিহারপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

---

[১]। সপ্তরত্ন-সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ৯১৫ম ও ৯৪১ম পৃষ্ঠের এবং ঋদ্ধিচতুষ্টয়-সম্বন্ধে ৩য় খণ্ডের ৩১৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। সিদ্ধার্থের সারথীর নাম ছন্দক এবং অশ্বের নাম কণ্ঠক।

পুরাকালে রম্যনগরে সর্ব্বদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। এই বারাণসীই উদয়-জাতকে (৪৫৮) সুরুন্ধন, খুল্লসুতসোম-জাতকে (৫২৫) সুদর্শন, শোণনন্দ-জাতকে (৪২৩) ব্রহ্মবর্দ্ধন, খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) পুষ্পপুর, এবং এই যুবঞ্জয়-জাতকে রম্যনগর নামে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীর সময়ে সময়ে এইরূপ নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

রাজা সর্ব্বদত্তের এক সহস্র পুত্র ছিল। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবঞ্জয়কে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন। যুবঞ্জয় একদিন প্রাতঃকালেই রথারোহণে মহাড়ম্বরে উদ্যানকেলির জন্য যাইতেছিলেন। তিনি পথে বৃক্ষাগ্রে, তৃণাগ্রে, শাখাগ্রে এবং ঊর্ণনাভজালে মুক্তামালাকারে সংলগ্ন শিশিরবিন্দুসকল দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্র, এগুলি কি?' সারথি উত্তর দিলেন, 'এসব শিশিরকণা। শীতকালে শিশির পড়ে।' যুবঞ্জয় দিনের বেলায় উদ্যানে কেলি করিয়া সায়াহ্নে প্রতিগমন করিবার সময়ে শিশিরকণাগুলি দেখিতে না পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য সারথে! সেই শিশিরকণাগুলি কোথায়? এখন তো সেগুলি দেখিতে পাইতেছি না।' 'উপরাজ, সূর্য্যোদয় হইলে সে সব উত্তাপে অদৃশ্য হইয়া মাটির মধ্যে গিয়াছে।' ইহা শুনিয়া যুবঞ্জয় উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রাণীদিগের জীবনও তৃণাগ্রসংলগ্ন শিশিরকণাসদৃশ; ব্যাধিজরামরণে পীড়িত হইবার পূর্ব্বেই মাতাপিতার অনুমতি লইয়া আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত।' এইরূপে তিনি শিশিরকণাকে অবলম্বন করিয়া যেন উজ্জ্বলালোকে ভবত্রয়[১] দেখিতে পাইলেন, গৃহে ফিরিয়া অলঙ্কৃত বিনিশ্চয়শালায় উপবিষ্ট পিতার নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথম গাথায় প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন :

১. মিত্রামাত্যপরিবৃত রথিশ্রেষ্ঠ! প্রণমি তোমায়;
প্রব্রজ্যাগ্রহণ তরে দাস তব অনুমতি চায়।

রাজা তাঁহাকে দ্বিতীয় গাথায় বারণ করিলেন :

২. ভোগের অভাব যদি থাকে তব, পূরিব নিশ্চয়;
নিবারিব শত্রু তব; প্রব্রজ্যা লয়ো না যুবঞ্জয়।

ইহা শুনিয়া কুমার তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. অভাব কিছুই নাই; শত্রু কেহ নাই বিদ্যমান;
নির্ব্বাণ-ভিখারী আমি জরা হতে পেতে পরিত্রাণ।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন :

৪ক। তনয় জনকে যাচে, পিতা যাচে ঔরস তনয়ে।]

---

[১]। কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্ত্বা।

রাজা অপরার্দ্ধ গাথা বলিলেন :

৪খ। প্রব্রজ্যা ল'য়ো না বলি প্রজাগণ যাচে যুবঞ্জয়ে।

কুমার আবার বলিলেন :

৫. প্রব্রজ্যা লইতে মোরে, রথিবর, করো না বারণ
কামমত্ত হয়ে যেন জরাবশে পড়ি না কখন।

ইহা শুনিয়া রাজা নিরুত্তর হইলেন। এদিকে লোকে গিয়া যুবঞ্জয়ের মাতাকে বলিল, 'দেবি, আপনার পুত্র প্রব্রজ্যা-গ্রহণের জন্য রাজার অনুমতি চাহিতেছেন।' ইহা শুনিয়া মহিষী বলিলেন, 'কি বলিলে তোমরা?' তাঁহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল; তিনি সুবর্ণ-শিবিকায় বসিয়া অবিলম্বে বিনিশ্চয়শালায় উপস্থিত হইলেন এবং ষষ্ঠ গাথায় কুমারকে নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :

৬. যাচি আমি তোরে, বাছা; আমি তোরে করি নিবারণ;
ইচ্ছা সদা দেখি তোরে করিস না প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

ইঁহার উত্তরে কুমার সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশির কি দেখিতে সুন্দর!
না রহে একটী কণা সমুদিত যবে দিনকর।
মানুষের আয়ুঃ, মাতঃ ক্ষণস্থায়ী তাহার মতন;
প্রব্রজ্যা লইব আমি, করো না আমায় নিবারণ।

রাজপুত্র ইহা বলিলে মহিষী পুনঃ পুনঃ যাচঞা করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক অষ্টম গাথা বলিলেন :

৮. তুলি যান বাহকেরা যাউক লইয়া শীঘ্র মায়,
তরিব সংসারার্ণব; মা কেন হবেন অন্তরায়?

পুত্রের বচন শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি শিবিকায় বসিয়া রতিবর্দ্ধন প্রাসাদে আরোহণ কর।' রাজার কথায় মহিষী সেখানে আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নারীগণে পরিবৃত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র কি করেন জানিবার জন্য বিনিশ্চয়শালায় দ্বারাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। এদিকে মাতা গমন করিলে বোধিসত্ত্ব পিতার নিকট পুনর্ব্বার সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'তবে, বৎস, তোমার মনোরথই পূর্ণ হউক; আমি তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিলাম।' অনুজ্ঞার সময়ে বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির গিয়া পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'পিতঃ, আমাকেও প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি দিন।' রাজা তাঁহাকেও অনুমতি দিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় পিতাকে প্রণাম করিয়া বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্ব বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইলেন; বহুলোকে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল। মহিষী রতিবর্দ্ধন প্রাসাদ হইতে মহাসত্ত্বকে

দেখিতে পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন, 'হায়, আমার পুত্র প্রব্রজ্যা লইলে এই রম্যনগর শূন্য হইবে।

৯. যাও ছুটি, বল গিয়া, 'হও বৎস, কুশলভাজন;
তোমার বিহনে শূন্য হল রম্যরাজ-নিকেতন।'
সর্ব্বদত্ত মহীপাল অনুজ্ঞা দিলেন, হায়! হায়!
লভি তাহা প্রব্রজ্যায় রাজপুত্র যুবঞ্জয় যায়।

১০. সহস্র পুত্রের মধ্যে রূপে, বলে শ্রেষ্ঠ বলি যায়,
যৌবনে কাষায় পরি সেই আজি গেল প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাতাপিতাকে বন্দনা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে যে সকল লোক যাইতেছিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং দুই ভ্রাতা হিমালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক এক মনোরম স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উভয়ে ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন এবং যাবজ্জীবন বন্যফলমূলাহারে শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথায় এই ভাব প্রকটিত হইয়াছে :

১১. যুবঞ্জয়, যুধিষ্ঠির, প্রব্রজ্যা লইয়া দুইজনে;
ছেদিতে মারের পাশ মাতাপিতা ছাড়ি গেল বনে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতা পিতা; আনন্দ ছিলেন যুধিষ্ঠির কুমার এবং আমি ছিলাম যুবঞ্জয়।]

---

৪৬১. দশরথ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন পিতৃবিয়োগকাতর ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শোকই করিতেন। একদিন প্রত্যুষকালে শাস্তা সর্ব্বলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিলেন যে তাঁহার স্রোতাপন্ন ফলপ্রাপ্তির সময় আসন্ন হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি দিনমানে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষাচর্য্যান্তে আহার করিলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে বিদায় দিয়া কেবল একজন পশ্চাচ্ছ্রামণের সঙ্গে লইয়া উক্ত ভূস্বামীর গৃহে গমন করিলেন। ভূস্বামী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে শাস্তা মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপাসক, তুমি কি বড় শোকার্ত্ত হইয়াছ?'

ভূস্বামী বলিলেন, 'হাঁ ভদন্ত, পিতৃশোকে বড় কাতর হইয়াছি।' শাস্তা বলিলেন, 'দেখ উপাসক, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তত্ত্বতঃ অষ্টলোক ধর্ম্ম[১] জানিতেন বলিয়া পিতার মৃত্যু হইলে অণুমাত্র শোকও অনুভব করেন নাই।' অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয় এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন; তম্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপণ্ডিত; কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণ কুমার এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন; শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন, কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম হইল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে, আমি তোমায় একটী বর দিব; কি বর লইবে, বল।' মহিষী বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য্য; কি বর চাই তাহা এখন বলিব না।'

ক্রমে ভরতকুমারের বয়স সাত বৎসর হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি আমার পুত্রকে একটী বর দিবেন, বলিয়াছিলেন; এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।' রাজা বলিলেন, 'কি বর চাও, বল।' 'স্বামিন, আমার পুত্রকে রাজপদ দিন।' রাজা অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন, 'নিপাত যাও, বৃষলি; আমার প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ডসম অপর দুই পুত্র বর্ত্তমান; তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ?' মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে (শ্রীগর্ভে) চলিয়া গেলেন; কিন্তু অতঃপর পুনঃপুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর দিলেন না বটে কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী; মহিষী কোন

---

[১]। অষ্টলোকধর্ম্ম—লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখ। মনুষ্য মাত্রেই এই অষ্টলোক ধর্ম্মের বশবর্ত্তী।

কূটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণবধ করাইতে পারেন।' অনন্তর তিনি প্রথম পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, 'বৎসগণ, এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোনও সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।' পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন ত, আমি আর কতকাল বাঁচিব?' তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।' তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশ বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিও।' কুমারদ্বয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতাদেবী বলিলেন, 'আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব', এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন।

যখন ইঁহারা তিন জন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে উদকসম্পন্ন, সুলভফলমূল কোনও স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বলিলেন, 'আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়; আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন; আমরা আপনার আহারার্থ বন্যফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।' রাম পণ্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বন্য ফলে জীবনধারণপূর্ব্বক এইরূপে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নবমবর্ষেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত-জননী বলিলেন, 'ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিতে হইবে।' কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, 'যাঁহারা ছত্রের অধিপতি, তাঁহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।' তাঁহারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত স্থির করিলেন, 'আমি বনে গিয়া অগ্রজ রাম পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজচ্ছত্র দিব।' তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন[১] লইয়া ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া

---

[১]. খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা, বালব্যজন (চামর)। এই পাচটী রাজককুদভাণ্ড নামে অভিহিত।

সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার অনুপস্থিতিকালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন, পীতকাঞ্চনবর্ণাভ রাম পণ্ডিত নিঃশঙ্কমনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ভরত অভিভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম পণ্ডিত কিন্তু শোক করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনান্তে ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিকে সায়ংকালে লক্ষ্মণ ও সীতা বন্যফলমূল আহরণপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, 'ইঁহারা তরুণবয়স্ক; এখনও আমার মত পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি আকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় তো শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনও উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।' অনন্তর, পুরোভাগে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ; আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ড দিতেছি—তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।' অনন্তর তিনি এই গাথার্দ্ধ বলিলেন :

১. (ক) লক্ষ্মণ সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে, দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া;

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রাম পণ্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ দিবার নিমিত্ত গাথার অপরার্দ্ধ বলিলেন :

১. (খ) বলিল ভরত আসি, গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যজিয়া।

লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। চেতনালাভের পর তাঁহারা আবার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্যলাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণসংবাদ শুনিয়া শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রাম পণ্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপও করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অনন্তর তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. বল, রাম, কোন বলে হয়ে বলিয়ান
শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ?

পিতার বিয়োগ বার্ত্তা করিলে শ্রবণ,
তথাপি না অভিভূত দুঃখে তব মন!

রাম পণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৩. দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন
যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর
বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান নর?

৪. বাল, বৃদ্ধ, ধনবান, অতি দীন হীন,
মূর্খ, বিজ্ঞ, সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫. তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ক হয়,
অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ, সেইরূপ, জন্মলাভ করি
মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬. উষাকালে যাহাদের পাই দরশন
না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন;
ইহাদের (ও) বহুজন উষা না ফিরিতে
অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।

৭. বৃথাশোকে অভিভূত হয়ে মূঢ় জন
আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন;
লভিতে ইহাতে যদি সুফল তাহারা,
পণ্ডিতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮. শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর;
বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্ম্মসার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন?
কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন?

৯. বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান
সযতনে গৃহিগণ করয়ে নির্ব্বাণ,
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ
তেমনি শোকের সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়,
প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০. কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ;
কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার
হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১. গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে করিব দান
রাখিব মানীর মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পূষিব যতনে আর যত পরিজন।

১২. সুধীর, শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন
ইহলোকে, পরলোকে প্রবেদ কেমন।
যত বড় শোক কেন উপস্থিত হয়
দহিতে পারে না কভু তাঁদের হৃদয়।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন।

সমবেত জনগণ রামপণ্ডিতের অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরত কুমার রামের চরণবন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, 'চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।' রাম বলিলেন, 'ভাই লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও, এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।' 'না দাদা! আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে।' 'ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক; তাহার পর আমি ফিরিব।' 'এত দিন কে রাজ্য শাসন করিবে?' 'তুমি করিবে।' "আমি করিব না।" তবে, "আমি যতদিন না ফিরি ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।" ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্ম্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন।

অনন্তর ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং সহস্র সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। বিবাদ নিষ্পত্তিকালে অমাত্যেরা উহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন; যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত; তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃস্পন্দভাবে থাকিত।

তিন বৎসর অতীত হইলে রামপণ্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া

অমাত্যগণসহ উদ্যানে গমন করিলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষী পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক পূরাবাসিগণসহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুর প্রদক্ষিণ করিয়া সুচন্দ্রক নামক প্রাসাদে ঊর্দ্ধতমতলে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যা বর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথাটি ঐ অর্থই ব্যক্ত করিতেছে :

১৩. দশের সহস্রগুণ, ষষ্টি শতগুণ,
এই দুই সংখ্যা লও করিয়া একুন,
তত বর্ষ যথাধর্ম্ম পালিলা অবনী
কম্বুগ্রীব মহাবাহু রাম নরমণি।[১]

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যাব্যাখ্যান্তে ঐ ভূস্বামী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন মহারাজ শুদ্ধোধন ছিলেন মহারাজ দশরথ; মহামায়া ছিলেন সেই মাতা; রাহুলজননী ছিলেন সীতা; অনন্দ ছিলেন ভরত; সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ; বুদ্ধানুচরেরা ছিলেন অন্যান্য ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম রামপণ্ডিত।]

---

৪৬২. সংবর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের এক কুলপুত্র। তিনি শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষদ্বয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি লইয়া কোশলরাজ্যের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। সেখানকার লোকে তাঁহার ভিক্ষুজনোচিত চালচলন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল; তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিলেন; গ্রামবাসীরাও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইঁহার পর বর্ষা আরম্ভ হইল; তিনি একাদিক্রমে তিন মাস কর্ম্মস্থান ভাবনা করিয়া ধ্যানবল লাভের জন্য কত উদযোগ, কত চেষ্টা করিলেন, কত

---

[১]। দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানিচ রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।—রামায়ণ, আদি,১

প্রয়াস স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহার আভাস পর্য্যন্ত পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, 'শাস্তা যে চতুর্ব্বিধ লোককে[১] ধর্ম্মোপদেশ দেন, আমি তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়াসক্ত। অতএব বনে বাস করিয়া কি ফল? জেতবনে গিয়া তথাগতের রূপরাশি দর্শন এবং মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া জীবনযাপন করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আচার্য্য, উপাধ্যায়, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিগণ[২] তাঁহাকে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইহাতে, 'কেন এরূপ করিলে? বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন এবং শাস্তার নিকটে লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ইঁহার ইচ্ছা নাই; তথাপি তোমরা ইহাকে এখানে আনিলে কেন?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'ভদন্ত, ইনি উৎসাহ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।' শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে, এ কথা সত্যি কি?' ভিক্ষু ইহা স্বীকার করিলেন; তখন শাস্তা আবার বলিলেন, 'তুমি নিরুৎসাহ হইলে কেন? এই শাসনে যে কাপুরুষ ও উৎসাহশূন্য, সে অর্হত্ত্বরূপ অগ্রফলের অধিকারী হয় না। যাহারা নিয়ত বীর্য্যশালী, তাহারাই এই ফল প্রাপ্ত হয়। তুমি পূর্ব্বে বীর্য্যবান ও উপদেশপরায়ণ ছিলে; সেইজন্য বারাণসীরাজের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হইয়াও তুমি পণ্ডিতদিগের পরামর্শমত চলিয়া শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিয়াছিলে।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে রাজার শতপুত্রের মধ্যে সংবরকুমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাজা এক একটী পুত্রকে এক একজন অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, 'যাহা শিক্ষিতব্য, আপনি ইহাকে তাহা শিক্ষা দিন।' বোধিসত্ত্ব রাজার একজন অমাত্য ছিলেন; সংবরকুমারের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। রাজপুত্রদিগের যেমন শিক্ষা সমাপ্ত হইল, অমনি অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা পুত্রদিগকে এক একটী জনপদশাসনের ভার দিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সংবরকুমার সর্ব্ববিদ্যায় বুৎপন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা যদি আমাকে জনপদে যাইতে বলেন, তবে কি করিব।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎস, রাজা তোমাকে কোন জনপদ দিতে চাইলেও তুমি তাহা গ্রহণ করিও না; বলিবে,

---

[১]। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

[২]। 'সন্দিট্ঠসন্তত্ত'—যাহাদের সহিত চাক্ষুষদর্শনে বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সন্দিষ্ট; যাহাদের সহিত একত্র আহারাদি করিয়া বন্ধুত্ব জন্মে তাহারা সন্তত্ত (companion)।

'পিতঃ, আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, আমিও প্রস্থান করিলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব'।' ইঁহার পর একদিন সংবরকুমার রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে কি?' সংবর উত্তর দিলেন 'হাঁ, পিতঃ!' 'তবে তুমি কোন জনপদ চাও, বল।' পিতঃ, আমি গেলে আপনার পাদমূল শূন্য হইবে; আমি আপনার পাদমূলেই থাকিব।' রাজা ইহাতে তুষ্ট হইয়া সম্মতি দিলেন।

সংবর তদবধি রাজার পাদমূলেই রহিলেন এবং একদিন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ, আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।' 'রাজার নিকটে একটা পুরাতন উদ্যান চাও।' সংবর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া একটা উদ্যান যাচঞা করিলেন। সেখানে যে পুষ্পফলাদি জন্মিত, তাহা দিয়া তিনি নগরবাসী ক্ষমতাশালী লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করিব?' 'নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে খোরাকী[১] প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে, রাজার অনুমতি লইয়া এখন হইতে তুমি তাহা স্বহস্তে বণ্টন কর।' সংবর তাহাই করিলেন এবং নগরবাসীদিগের মধ্যে যাহার যে প্রাপ্য, কপর্দ্দকমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া তাহা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বোধিসত্ত্বের পরামর্শানুসারে তিনি রাজার অনুমতি লইয়া রাজভবনস্থ দাস ও ভৃত্যগণের, অশ্বগণের এবং যোধগণের বৃত্তিও স্বহস্তে দিতে লাগিলেন। কাহারও কপর্দ্দকমাত্র কমাইলেন না। বিদেশ হইতে যে সকল দূত আসিত, তিনি তাহাদের বাসস্থানাদি ব্যবস্থা করিতেন, বণিকদিগের কাহারো শুল্ক দিতে হইবে, কি নিয়মে চলিতে হইবে, এ সমস্তও তিনি স্থির করিয়া দিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া সংবরকুমার অন্তর্জন, বহির্জন, পৌর জানপদ ও আগন্তুক সকলকেই নিজের সদব্যবহারে[২] লৌহপট্টবৎ সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তিনি সকলেরই প্রিয় হইলেন, সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। অমাত্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, আপনার দেহত্যাগের পর শ্বেতচ্ছত্র কাহাকে দিব?' রাজা বলিলেন, 'আমার সকল পুত্রই শ্বেতচ্ছত্রের অধিকারী; তাহাদের মধ্যে যে তোমাদের মনঃপূত হয়, তাহাকেই উহা দিতে পার।' অনন্তর রাজার মৃত্যু হইল। অমাত্যেরা তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করিয়া সপ্তম দিবসে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, 'মৃত রাজা বলিয়া গিয়াছেন আমরা যাঁহাকে মনোনীত

---

[১]। 'ভত্তবেতন'।

[২]। 'সংগহবত্ত না' অর্থাৎ দান, প্রিয়সম্ভাষণ, সদয় ব্যবহার ও অপক্ষপাত এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে।

করিব, তাঁহাকেই রাজচ্ছত্র দিতে পারিব; অতএব আমরা সংবরকুমারকেই মনোনীত করিলাম।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা জ্ঞাতিগণ পরিবৃত সংবরকুমারের মস্তকোপরি কাঞ্চনমালা পরিশোভিত শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

সংবরের একোনশত ভ্রাতা ভাবিলেন, 'আমাদের পিতার না কি মৃত্যু হইয়াছে এবং সংবরের মস্তকোপরি না কি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলিত হইয়াছে। সংবর সর্ব্বকনিষ্ঠ; সে ছত্রলাভের যোগ্য নহে; অতএব আমরা সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে গিয়া সংবরের নিকট পত্র পাঠাইয়া জানাইলেন, 'যদি ছত্র না ছাড় তবে যুদ্ধ দাও।' তাঁহারা রাজধানী অবরোধ করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে এই সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কর্ত্তব্য কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ভ্রাতাদিগের সহিত আপনার যুদ্ধ হইতে পারে না। আপি পৈতৃকধন শতভাগে বিভক্ত করিয়া একোনশত ভ্রাতার নিকট তাঁহাদের ভাগ এই বলিয়া পাঠাইয়া দিন, 'আপনারা পৈতৃকধনের স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করুন; আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব না।' সংবর ইহাই করিলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র পোষধকুমার অন্য ভ্রাতাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন; 'বৎসগণ, এই রাজাকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; ইনি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমাদের শত্রু হইয়াও শত্রুতা করিতেছেন না; আমাদের পৈতৃক ধন পাঠাইয়া বলিতেছেন যে, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। দেখ, আমরা সকলে কিন্তু এক সময়ে স্ব স্ব মস্তকোপরি ছত্র উত্তোলন করিতে পারিব না। অতএব একজনের মস্তকোপরিই ইহা উত্তোলন করা যাউক; সংবরই রাজা হউন; চল তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজকীয় সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দি, এবং স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করি।' পোষধের কথায় সকল রাজপুত্রই অবরোধ রহিত করিলেন এবং শত্রুতা পরিহারপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করাইলেন। রাজকুমারেরা বহু অনুচরবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে চলিলেন এবং রাজপ্রাসাদে অধিরোহণপূর্ব্বক সংবরকুমারের বশ্যতাস্বীকারার্থ নীচাসনে উপবেশন করিলেন। মহারাজ সংবর শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিভুতির সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি যে দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই দিকের লোকেরাই ত্রাসে কম্পিত হইতে লাগিল। পোষধ কুমার সংবরের এই মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'এখন বোধ হইতেছে, আমাদের পিতা তাঁহার মৃত্যুর পর সংবরই রাজা হইবেন ইহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে এক একটী জনপদ দিয়াছিলেন কিন্তু ইহাকে কিছুই দেন নাই।' তিনি সংবরের সহিত তিনটী গাথায় আলাপ করিলেন :

১. জানিতেন অগ্রে বুঝি, ওহে নরেশ্বর,
পিতা মহারাজ তব চরিত্র সুন্দর;
জনপদ-পালনের ভার দিয়া, তাই,
পাঠালেন দূরে তব অন্য সব ভাই?
না দিয়া তোমায় কিছু রাখিলেন ঘরে
বোধ হয় শেষে রাজ্য সমর্পণ তরে

২. জীবৎ-দশায় তাঁর, অথবা যখন
করিলেন স্বর্গে তিনি দেহান্তে গমন,
স্বার্থসিদ্ধি-হেতু সবে জ্ঞাতিগণ যত
রাজত্ব তোমায় দিতে হইল সম্মত?

৩. কি গুণে, সংবর তুমি নিজ ভ্রাতৃগণে
অতিক্রমি রহিয়াছ বসি সিংহাসনে?
কেন না সকলে মিলি জ্ঞাতিরা তোমার
বিতাড়ি তোমায় করে রাজ্য অধিকার?

ইহা শুনিয়া মহারাজ সংবর ছয়টী গাথায় নিজের গুণ বর্ণনা করিলেন :

৪. অসূয়ার পরবশ হই না কখন;
ভক্তিভরে পূজি সদা মহর্ষিশ্রমণ;
ধার্ম্মিক যাঁহারা, সাধুশীল, সদাচার,
চরণে তাদের আমি করি নমস্কার।

৫. শুশ্রূষু, অসূয়াহীন, ধর্ম্মপরায়ণ
দেখি মোরে ধর্ম্মে রত, শ্রমণব্রাহ্মণ
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব বলেন আমায়;
যা কিছু সৌভাগ্য মোর, তাঁদেরই কৃপায়

৬. শুনি আমি সাবধানে তাঁদের বচন;
উপদেশ তাঁহাদের করি না লঙ্ঘন;
সতত নিরত আমি ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে;
পাপপথ পরিহার করি সযতনে।

৭. হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, রক্ষকগণের[১]
যেরূপ ব্যবস্থা আছে ভক্ত বেতনের,
অন্যথা তাহার আমি করি না কখন;
তাই অতি অনুরক্ত মম যোধগণ।

---

[১]। অনীকট্‌ঠ (অনীকস্থ)—bodyguard.

৮. মন্ত্রণাকুশল মম মহামাত্রগণ;
ভৃত্যেরা বিশ্বাসী সব, প্রভুপরায়ণ;
লোকে বলে আমারই সুশাসনবলে
পরিপূর্ণ কাশী এবে মাংস-সুরা-জলে।

৯. বিদেশের বণিকেরা আসে এইখানে
রক্ষা আমি তাহাদের করি সাবধানে;
নিরুদবেগে আসি তারা লাভবান হয়;
বলিলাম যাতে মম ঘটে ভাগ্যোদয়।

সংবরের গুণের কথা শুনিয়া পোষধ দুইটী গাথা বলিলেন :

১০. ভ্রাতৃগণে অতিক্রমি তুমি ধর্ম্মবলে
সংবর রাজত্ব কর এই মহীতলে।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি ধর তুমি, পরম পণ্ডিত
একমনে করিতেছ জ্ঞাতিদের হিত।

১১. ভাণ্ডারে সঞ্চিত নানা রতন তোমার
আমরাই লইলাম রক্ষিবার ভার।
ভ্রাতৃগণে পরিবৃত তোমার, রাজন,
শত্রুহস্তে পরাভব হবে না কখন।
ত্রিদশবেষ্টিত দেবেন্দ্রের পরাভব
অসুররাজের হাতে অতি অসম্ভব।

অনন্তর সংবর সসম্মানে ভ্রাতৃগণের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সেখানে সার্দ্ধমাস কাল অবস্থিতি করিয়া সংবরকে জানাইলেন, ‘মহারাজ, জনপদে দস্যুতস্করাদির উপদ্রব হইবে কি না আমরা গিয়া দেখিব; আপনি এখানে থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করুন।’ ইহা বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে প্রতিগমন করিলেন। সংবর বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারেই চলিতে লাগিলেন এবং আয়ুঃক্ষয় হইলে দেবনগর পূর্ণ করিবার জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা বলিলেন, ‘তুমি পূর্ব্বে উপদেশগ্রহণক্ষম ছিলে; এখন কেন নিরুৎসাহ হইবে?’ অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন সারিপুত্র ছিলেন পোষধ কুমার; স্থবিরানুস্থবিরেরা ছিলেন সেই অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই অনুচরবৃন্দ, এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা অমাত্য।]

----

৪৬৩. সুপারগ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন সায়াহ্ন সময়ে, তথাগত কখন ধর্ম্মদেশন করিতে আসিবেন তাহার প্রতীক্ষায়, ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া দশবলের মহাপ্রজ্ঞা-পারমিতা-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, 'দেখ ভাই, শাস্তার কি মহিয়সী প্রজ্ঞা! ইহা যেমন বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী; যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও সংশয়খণ্ডন-কুশলা' ইহা যখন যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ উপায়প্রয়োগে সমর্থা; ইহা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরা, আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণা। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন প্রজ্ঞাবান নাই, যিনি দশবলকে অতিক্রম করিতে পারেন। মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, বেলায় আহত হইয়াই ভগ্ন হয়, সেইরূপ কেহই প্রজ্ঞাবলে দশবলকে অতিক্রম করিতে পারে না, শাস্তার পাদমূলে আসিলেই তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হয়।' ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার প্রজ্ঞা বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'তথাগত যে কেবল এ জন্মেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বে যখন তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তখনও তিনি প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি অন্ধ হইয়াও মহাসমুদ্রের জলমাত্র স্পর্শ করিয়াই কোন সমুদ্রে কোন রত্ন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :][২]

* * *

পুরাকালে ভৃগুরাষ্ট্রে ভৃগুরাজ রাজত্ব করিতেন। সেখানে ভৃগুকচ্ছ নামে একটী পট্টন ছিল। ভৃগুকচ্ছে যে সকল নিয়ামক[৩] ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের অগ্রণীর পুত্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মধুর এবং দেহের বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার সুপারগ এই নাম রাখা হইয়াছিল। তিনি পরমযত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন; এবং ষোড়শবর্ষ বয়সেই নিয়ামকবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর নিয়ামকজ্যেষ্ঠকের পদ লাভ

---

[১]। জাতকমালা, ১৪।

[২]। গ্রামণীচণ্ড-জাতকের (২৫৭) এবং মহা উন্মার্গ-জাতকের (৫৪৬) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও এইরূপ।

[৩]। নিয়ামক—pilot, অগ্রণীকে 'নিয্যামজেট্ঠ' বলা হইয়াছে। জাতকমালায় নিয়ামকের পরিবর্ত্তে 'নৌসারথি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ামকের কাজ করিতেন এবং এমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, তিনি যে পোতে আরোহণ করিতেন, তাহা কখনও বিপন্ন হইত না।

কালসহকারে লবণাম্বুর আঘাতে তাঁহার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইল। তিনি তদবধি নিয়ামকজ্যেষ্ঠ হইয়া নিয়ামকের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। রাজার আশ্রয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজা তাঁহাকে অর্ঘকারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তদবধি রাজার উৎকৃষ্ট হস্তী, উৎকৃষ্ট রথ, উৎকৃষ্ট মণিমুক্তাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন লোকে রাজার মঙ্গলহস্তী করিবার উদ্দেশ্যে একটা কৃষ্ণপাষাণবর্ণ হস্তী লইয়া আসিল। রাজা হস্তীটাকে বোধিসত্ত্বের নিকটে লইয়া যাইতে বলিলেন। হস্তীটা তাঁহার নিকটে নীত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহার গাত্রে হস্ত পরিমর্দ্দনপূর্ব্বক বলিলেন, 'এ মঙ্গলহস্তী হইবার যোগ্য নহে, ইঁহার পশ্চাদভাগ খর্ব্বাকার হইবে। প্রসব করিবার পরে গর্ভধারিণী ইহাকে স্কন্ধোপরি তুলিত পারে নাই; কাজেই ভূতলে পতিত হইয়া ইঁহার পশ্চাতের পা দুখানি এমন আঘাত পাইয়াছিল যে, প্রকৃষ্টরূপে পুষ্ট হইতে পারে নাই।' যাহারা হস্তী লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর দিল, 'পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।' রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

আর একদিন রাজার মঙ্গলাশ্ব করিবার জন্য একটা অশ্ব আনীত হইল; রাজা তাহাকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব তাহার গায়ে হাত বুলইয়া বলিলেন, 'এ মঙ্গলাশ্ব হইবার উপযুক্ত নহে। এ যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই দিনই ইঁহার গর্ভধারিণী মরিয়াছিল। কাজেই মাতৃস্তন্য না পাইয়া এ সম্যগরূপে পুষ্টি লাভ করে নাই।' এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

ইঁহার পর একদিন রাজার মঙ্গল রথ হইবে বলিয়া একখানি রথ আনীত হইল। রাজা রথখানিকেও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব উহাতে হাত বুলইয়া বলিলেন, 'এই রথ (কীটদষ্ট) ছিদ্রবিশিষ্ট কাষ্ঠনির্ম্মিত; কাজেই ইহা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত নহে।' পরীক্ষায় এ কথাও সত্য বলিয়া জানা গেল এবং রাজা শুনিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণমাত্র পুরস্কার দেওয়াইলেন।

পরিশেষে একদিন রাজার জন্য একখানা বহুমূল্য উৎকৃষ্ট কম্বল আনীত হইল। রাজা তাহাও বোধিসত্ত্বের নিকটে পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহাতে হাত বুলাইয়াই বলিলেন, 'এই কম্বল খানার এক জায়গা ইন্দুরে কাটিয়াছে।' লোকে পরীক্ষা করিয়া ঐ ছিদ্র স্থান দেখিতে পাইল এবং রাজাকে সে কথা জানাইল।

রাজা এবারও সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অষ্ট কার্ষাপণ পুরস্কার দেওয়াইলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা আমার এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াও প্রতিবারই অষ্ট কার্ষাপণমাত্র দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ তো নাপিতের দান; জানি না, এ রাজা হয়ত কোন নাপিতেরই বা নন্দন হইবেন। এরূপ রাজসেবায় লাভ কি? আমি নিজের বাসস্থানেই ফিরিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভৃগুকচ্ছপট্টনেই প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া ভৃগুকচ্ছে বাস করিতেছেন এমন সময়ে তত্রত্য বণিকেরা একখানি পোত সাজাইয়া কাহাকে নিয়ামক নিযুক্ত করিবে এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, 'যে পোতে সুপারগ আরোহণ করেন তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। সুপারগ পণ্ডিত ও উপায়কুশল; তিনি অন্ধ হইলেও সর্ব্বোত্তম।' অনন্তর তাহারা সুপারগের নিকটে গেল এবং তাঁহাকে নিয়ামক হইতে অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, 'বৎসগণ, আমি অন্ধ; আমি কিরূপে নিয়ামকের কাজ করিব?' বণিকেরা বলিল, 'স্বামিন, আপনি অন্ধ হইলেও আমাদের পক্ষে উত্তম।' তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল বলিয়া তিনি শেষে সম্মত হইলেন; বলিলেন, 'বেশ, বৎসগণ তোমরা যখন বারবার বলিতেছ, তখন আমি নিয়ামক হইব।' অনন্তর তিনি তাহাদের পোতে আরোহণ করিলেন।

তাহারা মহাসমুদ্রের উপরি পোত চালাইতে লাগিল। প্রথম সাতদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, তাহার পর অকালে ঝটিকা উত্থিত হইল; পোতখানি চারি মাস কাল সাধারণ সমুদ্রের উপরি বাত্যাভিহত হইয়া বেড়াইল, তাহার পর ক্ষুরমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। ক্ষুরমালের মৎস্যগণ মানুষপ্রমাণ এবং তাহাদের নাসা ক্ষুরের সদৃশ।[১] ইঁহারা কখনও ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে দেখিয়া বণিকেরা প্রথম গাথায় ঐ সমুদ্রের নাম জিজ্ঞাসা করিল :

ক্ষুরনাস লোক কত উঠে আর ডুবে এ সাগরে;
শুধাই তোমায় মোরা সুপারগ, কি নাম এ ধরে?

এ প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব নিয়ামকসূত্রগুলি স্মরণ করিয়া দ্বিতীয় গাথায় উত্তর দিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ, (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; ক্ষুরমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে হীরক উৎপন্ন হয়। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি, ইহা হীরক-সমুদ্র, তাহা হইলে ইঁহারা লোভবশে এত হীরক তুলিবে যে, নৌকা ডুবিয়া যাইবে।' এই জন্য তিনি তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া পোতখানি

---

[১]। এ মাছ sword fish কি?

থামাইলেন, কৌশলবলে এক গাছি রজ্জু লইয়া লোকে যেমন মাছ ধরে, সেইভাবে জাল নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রচুর উৎকৃষ্ট হীরক তুলিয়া পোতে রাখিলেন এবং পোতে যে সমস্ত অল্পমূল্যের দ্রব্য ছিল, সেগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন।

অনন্তর পোতখানি এই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অগ্নিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। ইহা হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধের বা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্বালার ন্যায় আভা বিকীর্ণ হইতেছিল। বণিকেরা নিম্নলিখিত গাথায় ইঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল :

অগ্নি বা সূর্য্যের মত জ্বলিতেছে এই পারাবার;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইঁহার?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ (ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের; অগ্নিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর সুবর্ণ পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব এখান হইতে পূর্ব্ববৎ সুবর্ণ উত্তোলনপূর্ব্বক পোতে রাখিলেন। অনন্তর পোতখানি ঐ সমুদ্র পার হইয়া ক্ষীর বা দধির মত আভাযুক্ত দধিমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :

দধি বা ক্ষীরের মত দেখিতে যে এই পারাবার;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইঁহার?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ,
(ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের;
দধিমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রভূত রজত পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে রজত উত্তোলন করিয়া পোতে রাখিলেন। ইহহার পর পোতখানি সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নীল কুশ তৃণের, অথবা সম্পন্ন শস্যক্ষেত্রের আভাযুক্ত নীলবর্ণ কুশমাল-নামক সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :

কুশ বা শস্যের মত হরিৎ যে এই পারাবার;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইঁহার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ,
(ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের;
কুশমাল নাম হয় এই সাগরের।

এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট মণি পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন। অতঃপর পোতখানি সেই সমুদ্র পার হইয়া নলবনের বা বেণুবনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান নলমাল-নামক সমুদ্রে উপনীত হইল। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিল :

রক্তে নলে, প্রবালে বা আস্তৃত যে এই পারাপার;
শুধাই তোমায় মোরা, সুপারগ, কি নাম ইঁহার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ,
(ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের;
নলমাল নাম হয় এই সাগরের।

ঐ সমুদ্রে বংশরাগবিশিষ্ট[১] প্রচুর প্রবাল পাওয়া যায়। মহাসত্ত্ব তাহাও তুলিয়া পোতে রাখিলেন। বণিকেরা নলমাল সাগর পার হইয়া বড়বামুখ সমুদ্র দেখিতে পাইল। ইঁহার সর্ব্বত্র আবর্ত্তে পড়িয়া জলরাশি একবার অধোদিকে যাইতেছে, একবার ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। সেখানে সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধোত্থিত জলরাশির মধ্যে আবর্ত্তগুলি সর্ব্বতশ্ছিন্ন মহাগহ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এক এক দিকে একটা ঊর্দ্ধোত্থিত তরঙ্গ গিরিপ্রপাতের ন্যায় দেখায়। মহাকল্লোলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়, শোত্র ও কর্ণ বিদ্ধ হইয়া, মনে হয়, হৃদপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বণিকেরা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল :

ভীষণ গর্জ্জন যার শুনিতেছি অতি ভয়ঙ্কর,
হয় নাই পূর্ব্বে যাহা মানুষের দৃষ্টির গোচর,
গভীর আবর্ত্তে যার পড়ে জল মহাকোলাহলে,
পর্ব্বতপ্রপাত হতে পড়ে যথা জল বর্ষাকালে,
শুধাই তোমায় মোরা,— দেখি ইহা পাই বড় ভয়,
বল শুনি, সুপারগ, কি নাম এ সাগরের হয়।

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :

ভৃগুকচ্ছ-সমাগত, শুন, সাধুগণ,
(ধন-অন্বেষণে যারা করিছ ভ্রমণ)—
বিপথে পড়েছে আসি পোত তোমাদের;
নামটী বড়বামুখ এই সাগরের।

---

[১]। রক্তবর্ণ বাঁশের ন্যায় লাল। টীকাকার বলেন যে এখানে ‘নল’ শব্দে বৃশ্চিক নল, কর্কট নল প্রভৃতি কোনরূপ রক্তবর্ণ নল বুঝিতে হইবে। ‘বেণু’ শব্দে প্রবালও বুঝা যাইতে পারে। অতএব এই সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল পাওয়া যায়, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

তিনি আরও বলিলেন, ‘বৎসগণ, এই বড়বামুখ সমুদ্রে আসিয়া ফিরিতে পারে এমন পোত নাই। আমাদের নৌকা যদি এই সাগরে প্রবেশ করে, তবে নিশ্চয় মগ্ন ও বিনষ্ট হইবে।’ ঐ পোতে সপ্ত শত লোক আরোহণ করিয়া যাইতেছিল। তাহারা মরণভয়ে ভীত হইয়া অবীচিতে পচ্যমান প্রাণীর ন্যায় যুগপৎ অতি করুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘আমি ছাড়া আর কেহ ইহাদের স্বস্তি সাধন করিতে পারিবে না। আমি সত্যক্রিয়া দ্বারা ইহাদিগকে স্বস্তিভাজন করিব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘বৎসগণ, শীঘ্র আমাকে গঙ্গোদক দ্বারা স্নান করাও, অক্ষত বস্ত্র পরাও এবং পূর্ণপাত্র সজ্জিত করিয়া আমাকে পোতের পুরোভাগে বসাও।’ তাহারা যতশীঘ্র পারিল এইরূপ করিল। মহাসত্ত্ব উভয় হস্তে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট গাথায় সত্যক্রিয়া করিলেন :

যত দিবসের কথা মনে পড়ে বেশ,
যদবধি হইয়াছে জ্ঞানের উন্মেষ,
করি নাই প্রণিহত্যা কভু ইচ্ছা করি;
বুঝিলাম সত্য ইহা, সাবধানে স্মরি।
এই সত্যক্রিয়া বলে লভুক উদ্ধার
পোত খানি আমাদের, তরি পারাপার।

যে নৌকা চারি মাস নানা সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা এখন যেন ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ফিরিল, ঋদ্ধিবলে একদিনেই ভৃগুকচ্ছপট্টনে প্রতিগমন করিল, এবং সেখানে স্থলভাগেও ষষ্ট্যধিক শতযষ্টিপ্রমাণ[১] স্থান অতিক্রম করিয়া নাবিকের গৃহদ্বারে গিয়া থামিল। মহাসত্ত্ব সেই বণিকদিগের মধ্যে সুবর্ণ, রজত, মণি, প্রবাল ও হীরক ভাগ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ‘এই রত্নরাশি তোমাদিগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত; আর কখনও সমুদ্রে যাইও না।’ তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবনগর পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহাপ্রজ্ঞাবান ছিলেন।’

সমবধান : তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বণিক; এবং আমি ছিলাম সুপারগ পণ্ডিত।]

---

[১]। এক যষ্টি = ৭ হাত।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

দ্বাদশ-নিপাত

৪৬৪. খুল্লকুণাল-জাতক

এই জাতক কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে।

৪৬৫. ভদ্রশাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জ্ঞাতিজনের হিতসাধন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডদের গৃহে নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিশাখার এবং কোশলরাজের ভবনেও এইরূপ ভিক্ষুভোজন হইত। কিন্তু রাজভবনে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য প্রদত্ত হইলেও পরিবেষণকারীরা ভিক্ষুদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না; সেই জন্য ভিক্ষুরা রাজভবনে বসিয়া আহার করিতেন না; সেখানে ভক্ত গ্রহণ করিয়া অনাথপিণ্ডদের, বিশাখার বা অন্য কোন শ্রদ্ধাবান উপাসকের গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন।

একদিন রাজার নিকট বহু ভোজ্যোপহার আসিয়াছিল। তিনি উহা ভিক্ষুদিগকে দিবার জন্য ভক্তগৃহে[১] প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল, 'দেব ভক্তগৃহে কোন ভিক্ষু নাই।' 'তাঁহারা কোথায় গেলেন?' 'তাঁহারা স্ব স্ব প্রিয় উপাসকের গৃহে বসিয়া ভোজন করেন।' ইহা শুনিয়া রাজা প্রাতরাশগ্রহণান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, উৎকৃষ্ট ভোজন কাহাকে বলা যায়?' শাস্তা বলিলেন, 'প্রীতিসহকারে প্রদত্ত ভোজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লোকে যদি প্রীতির সহিত কাঞ্জিক দান করে, তাহাও মধুর হয়।' 'ভদন্ত, কীদৃশ লোকের সহিত ভিক্ষুদিগের প্রীতি জন্মে?' 'হয় স্ব স্ব জ্ঞাতিজনের সহিত, নয় শাক্যকুলের সহিত।' তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি একটী শাক্যকন্যা আনিয়া তাহাকে অগ্রমহিষী করিব; তাহা করিলে ভিক্ষুরা আমাকে জ্ঞাতিসদৃশ মনে করিয়া আমার প্রতি প্রীতিমান হইবেন।

অনন্তর তিনি উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং দূতমুখে কপিলবস্তুতে সংবাদ পাঠাইলেন, 'আপনারা আমাকে একটী কন্যা দান করুন; আমি আপনাদের সঙ্গে

---

[১]। যেখানে বসিয়া ভিক্ষুদিগের আহার করিবার ব্যবস্থা ছিল।

বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি।' দূতদিগের[১] কথা শুনিয়া শাক্যগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা কোশলরাজের আজ্ঞাধীন স্থানে বাস করি; যদি তাঁহাকে কন্যা দান না করি, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত জাতক্রোধ হইবেন; কিন্তু দান করিলেও আমাদের কুলচার ভঙ্গ হইবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?' ইহা শুনিয়া মহানাম-নামক শাক্য উত্তর দিলেন, 'কোন চিন্তা নাই; আমার কন্যা বাসভক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডানাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছে। তাহার বয়স এখন ষোল বৎসর; সে পরমাসুন্দরী, সুলক্ষণাসম্পন্না এবং পিতৃধারায় ক্ষত্রিয়া। তাহাকেই ক্ষত্রিয়া কন্যা বলিয়া প্রসেনজিতের নিকটে প্রেরণ করিব।' 'ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব' বলিয়া সকল শাক্যই সম্মতি জ্ঞাপন করিলে এবং দূতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমরা কন্যাদান করিতেছি, আপনারা এখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে পারেন।' দূতেরা ভাবিলেন, 'এই শাক্যেরা জ্ঞাতিসম্বন্ধে অত্যন্ত অভিমানী। যে ইহাদের কুলজাত নহে, এমন কন্যাকেও হয়ত ইঁহারা আত্মকুলজা বলিয়া দান করিতে পারে অতএব ইহাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আহার করে, এমন কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে।'

তাঁহারা বলিলেন, 'বেশ, গ্রহণ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু যিনি আপনাদের সহিত একাসনে আহার করেন, এমন কন্যা গ্রহণ করিব।' শাক্যগণ দূতদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং কি করিবেন, আবার তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মহানামা বলিলেন, 'তোমরা চিন্তা করিও না; আমি ইঁহার উপায় করিয়া দিতেছি। আমি যখন ভোজনে বসিব, তখন তোমরা বাসবক্ষত্রিয়াকে অলঙ্কার পরাইয়া আমার নিকট আনিবে এবং আমি একগ্রাস মুখে দিবামাত্র একখানা পত্র দেখাইয়া বলিবে, 'দেব, অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিতেছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই তাহা শুনিতে আজ্ঞা হয়।' সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। মহানামা যখন ভোজনে বসিলেন, তখন তাহারা কুমারীকে অলঙ্কার পরাইল। মহানামা বলিলেন, 'আমার মেয়েকে আন, সে আমার সঙ্গে আহার করুক।' তাহারা বলিল, 'তিনি অলঙ্কার পরিলেই আসিবেন।' অনন্তর একটু বিলম্ব করিয়া তাহারা কুমারীকে মহানামার নিকট লইয়া গেল। তিনি বাবার সঙ্গে খাবেন ভাবিয়া সেই ভোজনপাত্রে হাত দিলেন। মহানামা তাঁহার সঙ্গে একগ্রাস তুলিয়া মুখে দিলেন এবং দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি কয়েক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে একখানা পত্র ধরিয়া বলিল, 'দেব,

---

[১]। মূলে কোথাও 'দূত', কোথাও 'দূতেরা' এইরূপ আছে। এখানে বহুবচনান্ত শব্দই ব্যবহৃত হইল।

অমুক রাজা পত্র পাঠাইয়াছেন; তিনি কি বলিয়াছেন শুনিতে আজ্ঞা হউক।’ তখন ‘মা তুমি খাও’ বলিয়া মহানামা দক্ষিণ হস্তখানি পত্রে রাখিয়াই বামহস্তে পত্রখানি লইলেন এবং উহা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে কি লেখা আছে, মহানামা যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন; এদিকে বাসবক্ষত্রিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে মহানামা হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিলেন। দূতেরা ভিতরে ব্যাপার জানিতে পারিলেন না; তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, বাসবক্ষত্রিয়া মহানামার কন্যা।

মহানামা কন্যাকে মহাসোমারোহে প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া রাজাকে বলিলেন, ‘এই কুমারী সৎকুলজাতা; ইনি মহানামার কন্যা।’ রাজা তুষ্ট হইয়া সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বাসবক্ষত্রিয়াকে রত্নরাশির মধ্যে বসাইয়া অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। বাসবক্ষত্রিয়া রাজার প্রিয়া ও চিত্ততোষিণী হইলেন। অচিরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল; গর্ভরক্ষার্থে যে যে কার্য্য আবশ্যক, রাজার আদেশে সমস্ত সম্পাদিত হইল; বাসবক্ষত্রিয়া দশ মাস পরে এক সুবর্ণবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারের নামকরণ দিবসে রাজা নিজের পিতামহীর নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ‘শাক্যরাজকন্যা বাসবক্ষত্রিয়া একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন; ইঁহার কি নাম রাখা হইবে?’ যে অমাত্য এই কথা জানিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি একটু বধির ছিলেন। রাজপিতামহী তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, ‘বাসবক্ষত্রিয়ার যখন পুত্র হয় নাই, তখনই তিনি সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন; এখন তিনি রাজার আরও বল্লভা হইবেন।’ বধির অমাত্য ‘বল্লভা’ শব্দটী ভালরূপে শুনিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন রাজপিতামহী বুঝি ‘বিড়ুড়ভ’ এই নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। অতএব তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ, কুমারের ‘বিড়ুড়ভ’ এই নাম রাখুন।’ রাজা ভাবিলেন, ইহা বুঝি তাঁহার কুলদত্ত কোন প্রাচীন নাম; অতএব কুমারের বিড়ুড়ভ নামই রাখা হইল।[১]

অতঃপর কুমার পদোচিত আদর যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যখন বয়স সাত বৎসর, তখন অন্য রাজপুত্রদিগের মাতামহকুল হইতে কৃত্রিম হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি ক্রীড়নক উপহার স্বরূপ আসিতে দেখিয়া তিনি একদিন বাসবক্ষত্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মা, অন্যের মাতামহালয় হইতে কত উপহার আসিয়া থাকে; আমাকে তো কেহ কিছু পাঠায় না! তোমার কি কোন মা বাপ নাই?’ বাসবক্ষত্রিয়া বলিলেন, ‘বৎস তোমার মাতামহবংশ শাক্যদিগের রাজা। তাঁহারা দূরে থাকেন বলিয়া কিছু পাঠাইতে

১। পালী ‘বিড়ুড়ভ’—সংস্কৃত ‘বিরূঢ়ব’।

পারেন না।' ইঁহার পর বিড়ুড়ভের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তিনি একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন, 'আমার একবার মাতামহালয় দেখিতে ইচ্ছা হয়।' বাসবক্ষত্রিয়া বলিলেন, 'না বৎস, সেখানে গিয়া কি করিবে?' কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেও কুমার পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন বাসবক্ষত্রিয়া অগত্যা সম্মতি দিলেন, বলিলেন, 'তবে যাও।'

তখন বিড়ুড়ভ পিতার অনুমতি লইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিলেন। বাসবক্ষত্রিয়া মহানামাকে অগ্রেই পত্রদ্বারা জানাইলেন, 'আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমার গুরুজন যেন ইহাকে কোন গুপ্তকথা না বলেন।' বিড়ুড়ভের আগমনসংবাদ পাইয়া শাক্যগণ অল্পবয়স্ক কুমারদিগকে জনপদে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা শাক্যবংশীয় কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিবেন না।

এদিকে বিড়ুড়ভ কপিলাবস্তুতে পৌঁছিলেন। তাঁহারা অভ্যর্থনার জন্য শাক্যগণ সংস্থাগারে সমবেত হইলেন। সেখানে লোকে, ইনি আপনার মাতামহ, ইনি আপনার মাতুল, এই বলিয়া সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিল। তিনি বিচরণ করিয়া একে একে তাহাদিগের সকলকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠে ব্যাথা হইল; কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রণাম করিল না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে প্রণাম করিতে পারে, এমন কেহ কি নাই?' শাক্যগণ বলিলেন, 'বৎস, যাহারা তোমার কনিষ্ঠ, তাহারা জনপদে গিয়াছে।' অনন্তর তাঁহারা অতি যত্নের সহিত বিড়ুড়ভের আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন।

বিড়ুড়ভ কপিলবস্তুতে কয়েকদিন বাস করিয়া মহাসমারোহে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর এক দাসী, তিনি সংস্থাগারে যে ফলকাসনে বসিয়াছিলেন, তাহা দুগ্ধমিশ্রিত জলে ধৌত করিতে গিয়া রূঢ়ভাবে বলিল, 'বাসবক্ষত্রিয়া দাসীর পুত্র এই আসনে বসিয়াছিল।' বিড়ুড়ভের একজন অনুচর ভ্রমক্রমে একখানা অস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছিল। সে উহা লইতে আসিয়া, দাসী বিড়ুড়ভের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত রহস্য জানিতে পাইল—শুনিল যে, বাসবক্ষত্রিয়া মহানামার ঔরসে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছেন। সে গিয়া সৈনিকপুরুষদিগকে এই কথা বলিল। তখন, 'বাসবক্ষত্রিয়া নাকি দাসীকন্যা' এই কথা লইয়া মহাকোলাহল হইল। তাহা শুনিয়া কুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'ইঁহারা আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম তাহা ক্ষীরোদকে ধৌত করুক; আমি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাদের গলরক্তে আবার এই আসন ধৌত করিব।'

বিড়ুড়ভ শ্রাবস্তীতে ফিরিলে অমাত্যেরা রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তাঁহাকে দাসীকন্যা দিয়াছেন বলিয়া রাজা শাক্যদিগের প্রতি জাতক্রোধ

হইলেন। তিনি বাসবক্ষত্রিয়া ও কুমারকে যে ধনাদি দান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন; দাসদাসীদিগকে লোকে যাহা দেয়, কেবল তাহাই দেওয়াইতে লাগিলেন।

ইঁহার কিছুদিন পরে শাস্তা রাজভবনে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনার জ্ঞাতিরা, শুনিলাম, আমাকে দাসীকন্যা দান করিয়াছেন। কাজেই আমি ইহাকে এবং ইঁহার পুত্রকে যে বৃত্তি দিতাম, তাহা বন্ধ করিয়াছি; দাসদাসীরা যাহা পাইবার উপযুক্ত, কেবল তাহাই দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'মহারাজ শাক্যেরা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, কন্যাদান করিতে হইলে সজাতীয় কন্যাদান করাই কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা বলিবার আছে। বাসবক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাতা এবং ক্ষত্রিয়ের গৃহে মহিষীপদে অভিষিক্তা। বিড়ূড়ভও ক্ষত্রিয়রাজের ঔরস পুত্র। মাতৃগোত্রে কি আসিয়া যায়? পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা ভাবিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক দরিদ্রা কাষ্ঠহারিণীকে মহিষীপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র দ্বাদশযোজনবিস্তৃত এই বারাণসী নগরেই রাজপদ লাভ করিয়া কাষ্ঠবাহন রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া শাস্তা রাজাকে কাষ্ঠহারিজাতক (৭) শুনাইলেন। রাজা ধর্ম্মকথা শুনিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন এবং পিতৃগোত্রই আভিজাত্যের প্রমাণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বাসভক্ষত্রিয়া ও তাঁহার পুত্রের জন্য পূর্ব্ববৎ বৃত্তিপ্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

কোশলরাজের সেনাপতির নাম বন্ধুল। তাঁহার স্ত্রী মল্লিকা বন্ধা ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।' অনন্তর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা ভাবিলেন, 'শাস্তাকে দেখিয়া যাইব।' তিনি জেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন। তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথায় যাইতেছ?' 'আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।' 'কেন?' 'আমি বন্ধা ও অপুত্রক বলিয়া।' 'যদি ইঁহার কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই; তুমি ফির।' এই কথায় অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া মল্লিকা শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পতিগৃহে ফিরিলেন। বন্ধুল জিজ্ঞাসিলেন, 'ফিরিলে যে?' দশবল আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।' বন্ধুল বলিলেন, 'তথাগত বোধ হয়, ইঁহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।' অনন্তর মল্লিকা অচিরে গর্ভধারণ করিলেন; তাঁহার দোহদ জন্মিল; তিনি স্বামীকে বলিলেন, 'আমার দোহদ জন্মিয়াছে।' 'কি দোহদ?' 'আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, মঙ্গলপুষ্করিণীর জলে বৈশালীর গণরাজদিগের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করি ও জল খাই।' সেনাপতি 'তাহাই হইবে' বলিয়া সহস্র ধনুর তুল্যবল এক ধনু গ্রহণ

করিলেন; মল্লিকাকে রথে তুলিয়া শ্রাবস্তী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রথ চালাইয়া বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবিদিগের অর্থধর্ম্মানুশাসক মহালি[১] নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগরদ্বারসমীপে বাস করিতেন। তিনি বন্ধুলসেনাপতির সহিত একই আচার্য্যগৃহে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বন্ধুলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, 'এ শব্দ বন্ধুল মল্লের রথের। আজ লিচ্ছবিদিগের মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।'

মঙ্গলপুষ্করিণীর ভিতরে বাহিরে বলবান প্রহরী থাকিত; উহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত থাকিত; এই জন্য তাহাতে পাখীটা পর্য্যন্ত যাইতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক খড়গাঘাতে রক্ষীদিগকে দূর করিয়া দিলেন, লৌহজাল ছেদন করিলেন, ভিতরে গিয়া ভার্য্যাকে স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা গিয়া লিচ্ছবিদিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবিরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বন্ধুলমল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন; মহালি বলিলেন, 'তোমরা যাইও না; বন্ধুল একাই তোমাদের সকলকে বধ করিবেন।' তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা যাইবই যাইব।' 'যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে। যদি তাহা না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শুনিবে, সেখান হইতে ফিরিবে; যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে তোমাদের রথের ধুরে ছিদ্র দেখিতে পারিবে সেখান হইতে ফিরিবে; ইঁহার পর আর অগ্রসর হইও না।' তাঁহারা মহালির কথামত প্রতিবর্ত্তন না করিয়া বন্ধুলের অনুধাবনই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, 'স্বামিন, অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে।' বন্ধুল বলিলেন, 'বেশ, যখন সবগুলি একখানা রথের মত দেখা যাইবে তখন জানাইবে।' অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একখানা রথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তখন মল্লিকা বলিলেন, 'স্বামিন কেবল একখানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।' 'তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর।' ইহা বলিয়া তিনি মল্লিকার হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন; অমনি তাঁহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল। লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু

---

[১]। অথবা 'মহালিচ্ছবি'।

প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। বন্ধুল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন; উহা সেই বজ্রধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল; কিন্তু লিচ্ছবিরা সেখান হইতেও ফিরিলেন না, অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। অনন্তর বন্ধুল রথে দাঁড়াইয়াই একটা শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল, এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবন্ধ-গ্রন্থি ছিল, সেই অংশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহারা 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলিয়া অনুধাবন করিয়াই চলিলেন। বন্ধুল রথ থামাইয়া বলিলেন, 'তোমরা মৃত; মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না।' কি? আমাদের মত লোকে মৃত! এ নূতন কথা বটে!' 'বিশ্বাস না হয়? তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে আছ, তাহার কটিবন্ধ খোল।' অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি তাহাই করিলেন এবং খুলিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিয়া পতিত হইলেন। তখন বন্ধুল বলিলেন, 'তোমাদের সকলেরই এই দশা; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বর্ম্মাদি খোল।' লিচ্ছবিরাজেরা এইভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন।[১]

অতঃপর বন্ধুল মল্লিকাকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন। মল্লিকা একে একে ষোলবার যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। এই কুমারেরা সকলেই বলবান ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন। ইহাদের প্রত্যেকের এক সহস্র অনুচর ছিল; ইঁহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে যাইতেন, তখন ইহাদের দ্বারাই রাজাঙ্গন পূর্ণ হইত। একদিন একটা মিথ্যা মকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েক জন লোক বন্ধুলকে দেখিবামাত্র মহাচীৎকার করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন বন্ধুল বিচারগৃহে গিয়া তথ্যানুসন্ধান করিলেন, এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোকে মহাশব্দে তাঁহাকে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অন্য সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। বন্ধুল তদবধি বিনাপক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে ভূতপূর্ব্ব বিচারকদিগের

---

[১]। ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গে অনুরূপ দুইটী আখ্যায়িক দিয়াছেন। প্রথমটীতে দেখা যায়, ঘাতক এমন কৌশলে এক ব্যক্তিদর শিরশ্ছেদ করিয়াছিল যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনন্তর সে যেমন নস্য গ্রহণ করিল, অমনি হাঁচি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আখ্যায়িকার আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে একজন এমন কৌশলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তরবারি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বসিয়া কলহ করিতে লাগিল! অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল।

উৎকোচ লাভের পথ রুদ্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন—বলিতে লাগিলেন, 'বন্ধুল নিজেই রাজপদগ্রহণের অভিসন্ধি করিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিত্তকে সন্দেহবিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে।' এজন্য তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং বন্ধুলকে ডাকাইয়া বলিলেন, শুনিতেছি, প্রত্যন্তে নাকি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন।' তিনি বন্ধুলের সঙ্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আরও মহাযোগ পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, 'ইঁহার এবং ইঁহার বত্রিশ জন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।' বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজা যে সকল দস্যু নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তবাসীদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া এবং তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়া প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর, তিনি যখন রাজধানী অদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই মহাযোধগণ তাঁহার এবং তদীয় দ্বাত্রিংশ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেই দিন মল্লিকা অগ্রশ্রাবকদ্বয়প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহার নিকট পত্র আসিল যে, তাহার স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসংবাদ পাইয়াও তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না; তিনি পত্রখানি কটিদেশে রাখিয়া ভিক্ষুদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগের ভাত দিবার পর ঘৃতের কলসী আনিবার কালে উহা স্থবিরদিগের সম্মুখে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া ধর্ম্মসেনাপতি বলিলেন, 'চিন্তার কারণ নাই; যাহা ভঙ্গুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে।'

তখন মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, 'লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বত্রিশটী পুত্রের ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়াও শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘৃতকলসী ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া চিন্তিত হইব কেন?' তখন ধর্ম্মসেনাপতি সূত্রনিপাত হইতে, 'অনিমিত্ত অজ্ঞাত' ইত্যাদি গাথাগুলি বলিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন[১] এবং ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক বিহারে প্রতিগমন করিলেন। মল্লিকাও বত্রিশটী পুত্রবধূ

---

[১]। সূত্রনিপাত, মহাবর্গ (৫৭৪)। ইহা শল্যসূত্র নামে বিদিত। ইহার প্রথম গাথা এই : অনিমিত্তং অনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধা জীবিতং। কসিরং চ পরিত্তং চ তং চ দুক্খেন সঞ্ঞুত্তং৷৷ (মরণশীল জীবের ইহজীবন নিমিত্তহীন, অজ্ঞাত, ক্লেশদায়ক, ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখসঙ্কুল। নিমিত্তহীন অর্থাৎ যাহার উপর আমাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি নেই)।

ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমাদের নিরপরাধ পতিরা স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল পাইয়াছে; অতএব শোক করিও না; রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষভাব না জন্মে।' রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাহারা যে নিরপরাধ; রাজাকে এ কথা জানাইল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধূদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন। মল্লিকা বলিলেন, 'মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন, তখন উহা গ্রহণই করিলাম।' অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন; আমার অন্য বরে প্রয়োজন নাই; আমি এবং আমার বত্রিশটী পুত্রবধূ স্ব স্ব পিত্রালয়ে যাইতে পারি, এই অনুমতি দিন' রাজা ইহাতে সম্মতি দিলেন। মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে কুশীনগরে নিজের পিত্রালয়ে গেলেন। অতঃপর রাজা বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে[১] সৈনাপত্য প্রদান করিলেন। 'এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন' ভাবিয়া দীর্ঘ কারায়ণ রাজার দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণসংহারের পর রাজা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না; রাজ্যে সুখ ছিল না। তখন শাস্তা শাক্যদিগের উড়ুম্পনামক নগরের নিকটে বাস করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উদ্যানের অনতিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন দিয়া একাকী গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা ধর্ম্মচৈত্যসূত্রানুসারে[২] বলিতে হইবে।

রাজা গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলে কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া বিড়ুড়ভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্য কেবল একটী অশ্ব এবং একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলপন-পূর্ব্বক স্কন্ধবারে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাগিনেয়কে[৩] আনয়ন করিয়া বিড়ুড়ভকে বন্দী করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে রাজগৃহে

---

[১]। উদীচ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহার নাম দীর্ঘ চারায়ণ।

[২]। মধ্যমনিকায়, মধ্যম পঞ্চাশৎ, রাজবর্গ, ৯। কোশলরাজ কি কি কারণে বুদ্ধদেবকে এত ভক্তি করিতেন, এই সূত্রে তাহা বলিয়াছেন।

[৩]। অজাতশত্রুকে।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; কাজেই বহিঃস্থ একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপক্লান্তিবশতঃ রাত্রিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, 'কোশলনরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন' বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিল। তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

বিড়ুড়ভ রাজ্যলাভ করিয়া পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক শাক্যকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহতী সেনাসহ কপিলবস্তুর দিকে যাত্রা করিলেন। ঐ দিন প্রত্যুষকালে শাস্তা ত্রিভুবন পর্য্যবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জ্ঞাতিকুল বিনষ্ট হইতে যাইতেছে। তিনি স্থির করিলেন যে জ্ঞাতিজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি পূর্ব্বেহ্নে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, ভিক্ষাচর্য্যান্তে গন্ধকুটীরে গিয়া সিংহশয্যায়[১] শয়ন করিলেন এবং সায়াহ্নকালে আকাশপথে কপিলবস্তুতে গিয়া একটা স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ইঁহার অনতিদূরে বিড়ুড়ভের রাজ্যের সীমায় একটা সান্দ্রচ্ছায় প্রকাণ্ড ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বিড়ুড়ভ শাস্তাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, এই গরমের সময় কি কারণে স্বল্পচ্ছায় বৃক্ষটার মূলে বসিয়া আছেন; চলুন ঐ সান্দ্রচ্ছায় বৃক্ষের মূলে বসুন গিয়া।' শাস্তা বলিলেন, 'কোন প্রয়োজন নাই, মহারাজ। জ্ঞাতিজনের ছায়াই সর্ব্বাপেক্ষা শীতল।' বিড়ুড়ভ ভাবিলেন, 'শাস্তা জ্ঞাতিগণের রক্ষার্থে আগমন করিয়াছেন।' তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া শ্রাবস্তীতেই ফিরিয়া গেলেন। শাস্তাও আকাশপথে জেতবনে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু বিড়ুড়ভ শাক্যদিগের অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বিতীয় বার অভিযানে বাহির হইলেন; কিন্তু সেবারও শাস্তাকে দেখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা তৃতীয়বারের চেষ্টাও এইরূপে বিফল হইল। কিন্তু যখন তিনি চতুর্থবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন শাস্তা শাক্যদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহারা নদীতে বিষ প্রক্ষেপ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার ফল এড়াইতে পারিবে না। এইজন্য তিনি চতুর্থবারে কপিলবস্তুতে গেলেন না। রাজা বিড়ুড়ব স্তন্যপায়ী শিশুপর্য্যন্ত সমস্ত শাক্যের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাদের গলরক্তে সেই ফলকাসন ধৌত করাইলেন; এবং এইরূপে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন।

শাস্তা যে দিন তৃতীয়বার কপিলবস্তুতে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়াছিলেন, তাহার পরদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যান্তেই ভোজন শেষ করিয়া, গন্ধকুটীরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে নানা দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত

---

[১]। সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শোওয়ার নাম সিংহশয্যা।

হইয়া বলাবলি করিয়াছিলেন, ‘দেখ ভাই, শাস্তা নিজে দেখা দিয়া রাজাকে ফিরাইয়াছেন এবং জ্ঞাতিদিগকে মরণভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শাস্তা জ্ঞাতিবর্গের এতই হিতকারী!’ তাঁহারা এইরূপে ভগবানের গুণকথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ‘দেখ, তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও জ্ঞাতিজনের হিতচর্য্যা করিয়াছিলেন।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত দশবিধ রাজধর্ম্মপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি একদিন ভাবিলেন, ‘জম্বুদ্বীপের রাজারা বহুস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে বাস করেন; বহুস্তম্ভদ্বারা প্রাসাদ গঠন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব আমি একস্তম্ভবিশিষ্ট একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতে পারিলে সমস্ত রাজার অগ্রণী হইব।’ ইহা স্থির করিয়া তিনি সূত্রধার ডাকাইলেন এবং তাহাদিগকে একটী স্তম্ভ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন। তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং একস্তম্ভ প্রাসাদ নির্ম্মাণোপযোগী বহু ঋজু ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে পাইল। অনন্তর তাহারা ভাবিল, ‘গাছ তো আছে; কিন্তু পথ অসমান; গাছ নামাইতে পারিব না। যাই, রাজাকে গিয়া এ কথা বলি।’ রাজা ভাবিয়া বলিলেন, ‘যেভাবে পার, শীঘ্র গাছ নামাও।’ তাহারা বলিল, ‘দেব, কোন উপায়েই নামাইতে পারিব না।’ ‘তবে আমার উদ্যানে গিয়া একটা গাছ দেখ।’ সূত্রধারেরা উদ্যানে গিয়া একটা সুন্দর ঋজু বৃক্ষ দেখিতে পাইল। ঐ বৃক্ষটী মঙ্গলবৃক্ষ ছিল; গ্রামনিগমবাসীরা, এমন কি রাজকুলের লোকেরাও উহার পূজা করিত। সূত্রধারেরা রাজার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, ‘আমার উদ্যানে বৃক্ষ পাইয়াছ—ভালই হইয়াছে। যাও, উহা কাট গিয়া।’ তাহারা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া গন্ধমাল্যদিহস্তে উদ্যানে প্রবেশ করিল। বৃক্ষটীর গায়ে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দিল, সূত্রদ্বারা উহার কাণ্ড বেষ্টন করিল, উহাতে পুষ্পগুচ্ছ বন্ধন করিল, তলে প্রদীপ জ্বালিল, পূজা দিল এবং বলিল, ‘আজ হইতে সপ্তমদিনে আসিয়া এই বৃক্ষটীকে ছেদন করিব; রাজা ছেদন করাইতেছেন। এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অন্যত্র যাউন; আমাদের ইহাতে কোন দোষ নাই।’ ঐ বৃক্ষজাত দেবপুত্র এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন, ‘সূত্রধারেরা নিশ্চয় বৃক্ষটী ছেদন করিবে; তাহা হইলে আমার বিমান নষ্ট হইবে; বিমান যতদিন থাকিবে, আমার জীবনও ততদিন থাকিবে। এই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তরুণমালবৃক্ষসমূহে যে সকল দেবতা জন্ম লাভ

করিয়াছেন, তাঁহারা আমার জ্ঞাতি, তাঁহাদেরও বহু বিমান নষ্ট হইবে। আমার জ্ঞাতিদের বিনাশ হইবে, ইহা যত দুঃখের বিষয়, আমার নিজের বিনাশ তত নহে। অতএব আমার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের জীবন দান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিশীথকালে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া রাজার শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং দেহপ্রভায় সমস্ত গৃহ উদভাসিত করিয়া রাজার শিয়রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভিত ও ত্রস্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিলেন :

১. কে তুমি আকাশে বসি? দিব্য বস্ত্রে হয়ে বিমণ্ডিত
কেন বরষিছ অশ্রু? কি কারণে হইয়াছ ভীত?

ইহা শুনিয়া দেবরাজ[১] দুইটী গাথা বলিলেন :

২. রাজ্যে তব সুবিখ্যাত ভদ্রমাল নামটী আমার।
বৎসর ষষ্টিসহস্র পাইতেছি পূজা সবাকার।

৩. নির্ম্মিল নগর কত, কত গৃহ, রাজার ভবন
বিবিধ এ দীর্ঘকালে। কিন্তু কেহ করে নি কখন
অত্যাচার মোর প্রতি; অন্যে মোরে পূজে যেইরূপ
তেমনি শ্রদ্ধার সহ তুমিও করহ পূজা, ভূপ।

তখন রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

৪. তব তুল্য স্থূলকায় খুজিয়া না পাই বৃক্ষ আর;
ঋজু, দীর্ঘ, দৃঢ়দারু—সমস্তই সুন্দর তোমার।

৫. নির্ম্মিব প্রাসাদ আমি একস্তম্ভ অতি সুদর্শন;
আনিব তোমার সেথা; দীর্ঘ তুমি লভিবে জীবন।

ইহা শুনিয়া দেবরাজ দুইটী গাথা বলিলেন :

৬. সশরীরে বিনাশিতে একান্তই ইচ্ছা যদি হয়,
না কাটিয়া একেবারে, বহু খণ্ডে কাট, মহাশয়।

৭. কাট অগ্রভাগ অগ্রে, কাট মধ্যে, শেষে মূলদেশ;
কাটিলে এমনভাবে, না পাইব মরণের ক্লেশ।

অনন্তর রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

৮. হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ একে একে কাটি জীবিতের
পশ্চাতে কাটিলে মাথা, কি যন্ত্রণা সে হতভাগ্যের!

---

[১]। ঐ বৃক্ষদেবতা। অন্যান্য তরুণ বৃক্ষদেবতা তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তিনি এখানে দেবরাজ নামে বর্ণিত।

৯. তুমি কিন্তু খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হতে চাও, বনস্পতি!
ইহাতে পাবে সুখ! বল কি কারণে হেন মতি!

বোধিসত্ত্ব দুইটি গাথায় ইঁহার উত্তর দিলেন :

১০. ধর্ম্মানুমোদিত হেতু আছে মোর, করি নিবেদন;
খণ্ডশঃ হইতে ছিন্ন চাই কেন, শুনহে রাজন।

১১. জ্ঞাতিগণ পার্শ্বে থাকি, বাত হতে হয়ে সুরক্ষিত,
আমার আশ্রয়ে, ভূপ, হইয়াছে সুখ-সম্বর্দ্ধিত।
একেবারে কাট যদি, হবে মোর পতনে সবার
মহাধ্বংস যুগপৎ; দুঃখ তারা পাইবে অপার।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই দেবপুত্র ধার্ম্মিক; নিজের বিমান নষ্ট হয় হউক; কিন্তু ইনি জ্ঞাতিগণের বিমাননাশ ইচ্ছা করেন না। ইনি জ্ঞাতিগণের হিতসাধনে সচেষ্ট। অতএব ইহাকে অভয় দিতে হইতেছে।' অনন্তর তিনি হৃষ্টচিত্তে অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

১২. ভদ্রশাল বনস্পতি, তুমি সাধুচিন্তাপরায়ণ;
জ্ঞাতিজন হিতকারী; দিলাম অভয় সে কারণ।

ইঁহার পর দেবরাজ রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন; রাজা তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে যে, তথাগত পূর্ব্বেও জ্ঞাতিদিগের হিতসাধন করিতেন।'

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই তরুণ শালবৃক্ষসমূহে জাত দেবগণ, এবং আমি ছিলাম ভদ্রশাল দেবরাজ।]

---

৪৬৬. সমুদ্রবাণিজ-জাতক[১]

[দেবদত্ত তাঁহার পঞ্চশত অনুচরসহ নরকে গিয়াছিলেন; তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় দেবদত্তের কতকগুলি শিষ্য লইয়া প্রতিবর্ত্তন করিয়াছিলেন,[২] তখন তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ হইতে উষ্ণ রক্ত বমন করিয়াছিলেন। কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই নয় মাস

---

[১]। বানিজ = বণিক। আখ্যায়িকা-বর্ণিত সূত্রধারেরা সমুদ্রযাত্রী ছিল বলিয়া 'বণিক' নামে অভিহিত হইয়াছে।

[২]। বিরোচন-জাতকের (১৪৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

তথাগতের অনর্থ ভাবনা করিতেছি; কিন্তু শাস্তার মনে আমার সম্বন্ধে কোন পাপচিন্তা নাই; অশীতি মহাস্থবিরও আমার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন না। আমি স্বকৃতকর্ম্মের ফলে এখন অসহায় হইলাম। শাস্তা নিজে, মহাস্থবিরগণ, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ স্থবির রাহুল, শাক্যরাজগণ, সকলেই আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। শাস্তা যাহাতে আমাকে ক্ষমা করেন, এখন গিয়া তাহার উপায় দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; তিনি একখানা মঞ্চে উঠিলেন; অনুচরেরা উহা বহন করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে যাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন পরে তিনি কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থবির আনন্দ শাস্তাকে সংবাদ দিলেন, 'দেবদত্ত নাকি আপনার নিকট ক্ষমা পাইবার আশায় আসিতেছেন।' শাস্তা বলিলেন, 'আনন্দ, দেবদত্ত আমার দর্শনলাভ করিতে পারিবে না।' অতঃপর দেবদত্ত শ্রাবস্তী নগরে পৌঁছিলে আনন্দ আবার শাস্তাকে এ কথা জানাইলেন। ভগবান পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তাহাই বলিলেন। দেবদত্ত যখন জেতবনদ্বারে জেতবনের পুষ্করিণীর সমীপে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় আসিল। তাঁহার শরীরে দাহ জন্মিল; স্নান করিয়া জলপান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন, 'ভদ্রগণ, মঞ্চ অবতারণ কর, আমি জল পান করিব।' কিন্তু তিনি অবতরণপূর্ব্বক যেমন ভূমিতে পদস্থাপন করিলেন, অমনি তাঁহার স্বস্তিলাভের পূর্ব্বেই এই বিশাল ধরাতল বিদীর্ণ হইল, এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার পাপের ফলভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; তিনি তথাগতের গুণ স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,

সুগত, পুরুষোত্তম, দেবের প্রধান, পুণ্যচিহ্ন দেহে যাঁর সহস্র প্রমাণ,
সর্ব্বদর্শী, নরদম্য-সারথি[১] ভগবান; লইনু শরণ তাঁর সপি দেহ, প্রাণ।[২]

কিন্তু এই গাথায় বুদ্ধের শরণ লইবার কালেই তিনি অবীচিতে পতিত হইলেন। পঞ্চশত ব্যক্তি সপরিবারে তাঁহার সেবা করিত। তাহারাও তদীয় পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দশবলের নিন্দা করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গালি দিয়াছিল; এজন্য তাহারাও অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। দেবদত্ত এইরূপে পঞ্চশত কুল সঙ্গে লইয়া অবীচিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, পাপিষ্ঠ দেবদত্ত লাভের লোভে অকারণ সম্যকসম্বুদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; ইঁহার যে

---

[১]। মনুষ্য দম্য অর্থাৎ বলীবর্দ্দস্বরূপ; একমাত্র বুদ্ধই তাহার সারথি, অর্থাৎ তাহাকে সংযত রাখিতে পারেন।

[২]। মূলে 'অট্ঠিহি', 'পাণেহি' আছে। বোধ হয় দেবদত্ত নিজের রুগ্ন, কঙ্কালমাত্রসার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অস্থি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখে নাই। এখন সে পঞ্চশত কুলসহ অবীচিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।' শাস্তা এই সময়ে সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এখনই লাভ ও সৎকারের লোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে ভবিষ্যৎ বিপদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত সুখের লোভে সানুচর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বারাণসী নগরের অনতিদূরে সূত্রধারদিগের একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল। সেখানে এক হাজার ঘর সূত্রধার বাস করিত। 'তোমাদের মাচা তৈয়ার করিব, পিড়ি তৈয়ার করিব, ঘর তৈয়ার করিব', ইত্যাদি বলিয়া সূত্রধারেরা লোকের নিকট বহু অর্থ অগ্রিম লইত; কিন্তু তাহারা কোন দ্রব্যই প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিত না। এজন্য লোকে সূত্রধার দেখিলেই তাহাকে গালি দিত, তাহাদের অন্য কাজ কর্ম্মেও বাধা জন্মাইত। ঋতদাতাদিগের উপদ্রবে শেষে সূত্রধারদিগের পক্ষে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠা অসাধ্য হইল। বিদেশে গিয়া যেখানে সেখানে বাস করিবে, এই উদ্দেশ্যে তাহারা বনের মধ্যে কতকগুলি গাছ কাটিল, তদ্দ্বারা একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিল, নৌকাখানি নদীতে নামাইয়া আনিল, উহা গ্রাম হইতে এক বা দুই ক্রোশ দূরে,[১] কোন স্থানে রাখিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গেল, সেখান হইতে স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া নৌকায় ফিরিল এবং সকলে আরোহণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিয়দ্দিন পরে তাহা মহাসমুদ্রে পৌছিল এবং বায়ুবেগে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ একটী দ্বীপে উপনীত হইল। ঐ দ্বীপে প্রচুর স্বয়ংজাত শালি, ইক্ষু, কদলি, আম্র, জম্বু, পনস, নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ শস্য ও ফল পাওয়া যাইত। ইতঃপূর্ব্বে এক ভগ্নপোত ব্যক্তি সেখানে উপনীত হইয়া শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিলেন। সে ঐ দ্বীপেই বাস করিত; কিন্তু সে বস্ত্রাভাবে নগ্ন থাকিত; ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে না পারায় তাহার শ্মশ্রু ও কেশও দীর্ঘ হইয়াছিল।

সূত্রধারেরা ভাবিতে লাগিল, 'এই দ্বীপ যদি রাক্ষস পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। অতএব একবার স্থানটা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।' এই সঙ্কল্প কয়িা সাতজন সাহসী ও বলবান পুরুষ পঞ্চায়ুধে

---

[১]। 'গাবুতন্তু চ যোজনমত্তে' = হয় এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি = ৪ ক্রোশ।

সজ্জিত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল এবং দ্বীপটীর কোথায় কি আছে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ভগ্নপোত লোকটা প্রাতঃরাশ-সমাপনান্তে ইক্ষুরস পান করিয়াছিল। সে মনের আনন্দে দ্বীপের কোন রমণীয় ভূভাগে রজতপট্টনিভ বালুকার উপর শীতল ছায়ায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া মনের উচ্ছ্বাসে যে গান করিতেছিল তাহার মর্ম্ম এই : জম্বুদ্বীপের লোকে চাষ করে ও শস্য বপন করে; তাহারা এমন সুখ ভোগ করিতে পারে না। আমার এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক 'মনের উচ্ছ্বাসে গান করিতেছিল' এই বাক্য বিশদ করিবার জন্য প্রথমে গাথা বলিলেন :

১. চষে জমি, বপে বীজ জম্বুদ্বীপে সব;
না খাটিলে জীবিকা-নির্ব্বাহ অসম্ভব।
এই দ্বীপে তাহাদের নাই অধিকার;
জম্বুদ্বীপ হতে শ্রেষ্ঠ এ দ্বীপ আমার।

যাহারা দ্বীপটীর কোথায় কি আছে দেখিতেছিল, তাহারা ঐ ব্যক্তির গানের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, 'মানুষের স্বর শুনা যাইতেছে; কাহার শব্দ জানিতে হইবে।' তাহারা শব্দানুসরণে চলিল এবং ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া মনে করিল, 'এ বোধ হয় যক্ষ' তাহারা ভয় পাইয়া শরাসনে শর সন্ধান করিল। ঐ লোকটাও তাহাদিগকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইল এবং বলিল, 'দোহাই আপনাদের, আমি যক্ষ নই, আমি মানুষ। আমার প্রাণদান করুন।' সে এইরূপ প্রার্থনা করিলে সূত্রধারেরা বলিল, 'মানুষে কি তোমার মত নগ্ন হইয়া বেড়ায়, না ভয় পায়?' কিন্তু লোকটা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া নিজে যে মনুষ্য, ইহা জানাইল। তখন সূত্রধারেরা তাহার নিকটে গেল, সম্প্রীতভাবে আলাপে প্রবৃত্ত হইল; এবং সে কিরূপে ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সে তাহাদিগকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইল এবং বলিল, 'তোমরা তোমাদের পুণ্যবলেই এখানে পৌঁছিয়াছ; এ অতি উত্তম দ্বীপ; এখানে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্বহস্তে কোন কাজ করিতে হয় না। এখানে যে কত স্বয়ংজাত শালি এবং ইক্ষু প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহার অন্ত নাই। এখানে তোমরা নিরুদবেগে বাস কর।' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে বাস করিতে হইলে আমাদের অন্য কোন বাধা নাই ত?' 'এখানে অন্য কোন ভয় নাই; তবে এই দ্বীপ অমনুষ্য-পরিগৃহীত।[১] অমনুষ্যেরা তোমাদের মলমূত্র দেখিলে ক্রুদ্ধ হইবে; এজন্য তোমরা মলমূত্র ত্যাগের সময় বালুকায় গর্ত্ত খনন

---

[১]। অমনুষ্য—মনুষ্যেতর সত্ত্ব; যথা : ভূতপ্রেতাদি; ইহা দেবতাদিগকেও বুঝায়।

করিবে এবং শেষে উহা বালুকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এখানে এই একমাত্র ভয়; অন্য ভয় নাই। যাহা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে তোমরা সর্ব্বদা সাবধানে চলিও।' এই কথায় সাহস পাইয়া সূত্রধারেরা সেই দ্বীপে বাস করিল।

ঐ সহস্র ঘর সূত্রধারের মধ্যে দুই জন নায়ক ছিল; তাহারা প্রত্যেকে পাঁচ শত কুলের উপর আধিপত্য করিত। তাহাদের একজন নির্ব্বোধ ও পেটুক, এবং একজন বুদ্ধিমান ও রসনাতৃপ্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। সূত্রধারেরা ঐ দ্বীপে কিয়ৎকাল পরম সুখে বাস করিয়া সকলেই হৃষ্টপুষ্ট হইল এবং ভাবিতে লাগিল, 'আমরা অনেক দিন সুরা পান করি নাই; ইক্ষুরসে সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করা যাউক।' অনন্তর তাহারা সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিল এবং মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। মত্ততা-বশে তাহারা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল; তাহা যে বালুকাদ্বারা ঢাকিতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল; কাজেই সমস্ত দ্বীপটা অতি অপরিষ্কার ও ন্যক্কারজনক হইল। তাঁহাদের ক্রীড়ামণ্ডল মলদূষিত হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্থির করিলেন, সমুদ্রের তরঙ্গ উত্তোলন করিয়া দ্বীপটী ধুইতে হইবে। তাঁহারা বলিলেন 'এখন কৃষ্ণপক্ষ; আজ আমাদের সভাভঙ্গ হইয়াছে; অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিবসে যে দিন পূর্ণিমার পোষধ হইবে, সেই দিন চন্দ্রোদয়কালে আমরা সমুদ্র উদবর্ত্তনপূর্ব্বক এই লোকগুলোকে বিনষ্ট করিব।' দেবতারা এইরূপে সূত্রধারদিগের বিনাশের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিলেন।

ঐ সকল দেবতার মধ্যে একজন দেবপুত্র ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই লোকগুলো বিনষ্ট হইবে, আর আমি তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিব!' সূত্রধারেরা যখন সায়মাশ সমাপন করিয়া আরাম করিবার জন্য স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়াছিল, তখন তিনি সর্ব্বাভরণমণ্ডিত হইয়া এবং সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসিত করিয়া অনুকম্পাবলে উত্তর দিকে আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভো সূত্রধারগণ, দেবতারা তোমাদের উপর বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তোমরা এমন স্থানে আর থাকিও না। অদ্য হইতে পনর দিন পরে দেবতারা সমুদ্র উদবর্ত্তনপূর্ব্বক তোমাদের সকলের প্রাণনাশ করিবেন। অতএব তোমরা এই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া অন্যত্র পলায়ন কর।

২. অদ্য হতে পঞ্চদশ দিনে সন্ধ্যাকালে
উঠিবে চন্দ্রমা যবে, সাগরের জলে
জন্মিবে ভীষণ বেগ; যেন সে প্লাবনে
বিনষ্ট না হও সবে; থেক সাবধানে।
লও গিয়া অন্য কোন স্থানেতে আশ্রয়
নচেৎ মরণ হেথা ঘটিবে নিশ্চয়।'

দেবপুত্র সূত্রধারদিগকে এই উপদেশ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিলে তাঁহার সহচর এক নিষ্ঠুর দেবপুত্র ভাবিলেন, 'ইঁহার পরামর্শানুসারে সূত্রধারেরা হয়ত পলায়ন করিবে। আমি গিয়া তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বারণ করি; তাহা করিলে সকলেরই মহাবিনাশ হইবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া তিনিও দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সমস্ত দ্বীপ উদ্ভাসনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে আকাশে আসীন হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মাত্র এখানে কি এক দেবপুত্র আসিয়াছিলেন?' সূত্রধারেরা উত্তর দিল, 'হাঁ মহাশয়।' 'তিনি তোমাদিগকে কি বলিয়া গেলেন?' সূত্রধারেরা যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন নিষ্ঠুর দেবপুত্র বলিলেন, 'ঐ দেবপুত্রের ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এই দ্বীপে বাস কর। তিনি ক্রোধবশেই তোমাদিগকে এই রূপ বলিয়া গিয়াছেন। তোমরা অন্য কোথাও না গিয়া এই দ্বীপেই বাস কর।

৩. বুঝিয়াছি বহুবিধ নিমিত্তদর্শনে
এ বিশাল দ্বীপ নষ্ট হবে না প্লাবনে।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ?
যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন!

৪. ভাগ্য বলে আসিয়াছ এ বিশাল দেশে;
পাও হেথা বহু ভক্ষ্যপানীয় অক্লেশে।
বংশ-অনুক্রমে সুখে থাক সর্ব্বজন;
আমি তো দেখি না কোন ভয়ের কারণ।

নিষ্ঠুর দেবপুত্র এই দুইটী গাথাদ্বারা সূত্রধারদিগকে আশ্বস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে নির্ব্বোধ সূত্রধারনায়ক ধার্ম্মিক দেবপুত্রের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য সূত্রধারদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, 'আপনারা আমার কথা শুনুন।

৫. বসিয়া দক্ষিণ দিকে বলিলেন যিনি
'ভয় নাই' তাঁ'রই কথা সত্য বলে মানি
উত্তরে ছিলেন যিনি, জানা তাঁর নাই
ভয়াভয়-সম্ভাবনা কার কোন ঠাঁই।
নাই ভয়, কেন শোক কর অকারণ?
যথারুচি সুখ ভোগ কর সর্ব্বজন।'

ইহা শুনিয়া সুস্বাদখাদ্যলোভী পঞ্চশত সূত্রধার সেই নির্ব্বোধের পরামর্শই গ্রহণ করিল। কিন্তু যে সূত্রধারনায়ক বুদ্ধিমান ছিল, সে এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না; সে সূত্রধারদিগকে সম্বোধন করিয়া চারিটী গাথা বলিল :

৬. বিরুদ্ধ বচন বলে পরস্পর যক্ষদ্বয়;
একে বলে, হবে সুখ; অপর দেখায় ভয়!
শুন উপদেশ মোর, নচেৎ অচিরে সবে
বিনষ্ট হইব মোরা মহাসাগর-বিপ্লবে।
৭. সকলে মিলিয়া এস এখনি নির্ম্মাণ করি
বৃহৎ, সুদৃঢ়, সর্ব্বযন্ত্রসুসজ্জিত তরী।
দক্ষিণে ছিলেন যিনি, কথা যদি সত্য তাঁর,
বৃথা যদি হয় বাক্য উত্তরস্থ দেবতার,
৮. তথাপি এ নৌকা দ্বারা হবে বহু উপকার,
পরিণামে ঘটে যদি বিপদ কোন আবার
ছাড়িব না তাড়াতাড়ি দ্বীপ এই মনোরম;
যথাকালে তবু কর যথাযোগ্য আয়োজন।
উত্তরে ছিলেন যিনি, সত্য হলে তাঁর কথা,
দক্ষিণ দিকের যক্ষ আশা যদি দেন বৃথা
তা হলে বাঁচিব করি আরোহণ এ নৌকায়;
যাইব সাগর তরি বিপদ নাই যেথায়।
৯. প্রথমে শুনিব যাহা তা'ই সত্য সুনিশ্চয়,
কিংবা যাহা শুনি শেষে; এ অভ্যাস ভাল নয়
শুনিয়া বিচারি সব দোষগুণ উভয়তঃ
যে চলে মধ্যম পথে, সেই পায় শ্রেষ্ঠ পদ

বুদ্ধিমান সূত্রধার আবার বলিল, 'এস, আমরা উভয় দেবপুত্রেরই কথা রক্ষা করিব। নৌকা সজ্জিত করা যাউক; যদি প্রথম দেবতা সত্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নৌকায় আরোহণ করিয়া পলায়ন করিব; আর যদি অপর দেবপুত্রের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে নৌকাখানি কোন স্থানে সরাইয়া রাখিব এবং এই দ্বীপেই বাস করিব।' তাহার কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ সূত্রধার বলিল, 'ভাই তুমি জলবিন্দুর মধ্যে কুম্ভীর দেখিতেছ। তুমি নিতান্ত দীর্ঘসূত্র (?)। প্রথম দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রতি ক্রোধবশত হইয়া; অপর দেবপুত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের প্রতি স্নেহবশত। এমন উৎকৃষ্ট দ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? যদি তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা গঠন কর। আমাদের নৌকার কোন প্রয়োজন নাই।'

বুদ্ধিমান সূত্রধার নিজের অনুগত লোকদিগকে লইয়া নৌকা সজ্জিত করিল, তাহাতে সর্ব্ববিধ উপকরণ তুলয়া রাখিল এবং সকলের সঙ্গে তাহাতে আরোহণ

করিয়া রহিল। অনন্তর পূর্ণিমার দিন চন্দ্রোদয়কালে সমুদ্র হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইল এবং জানুপ্রমাণ গভীর হইয়া সমস্ত দ্বীপ ধুইয়া লইয়া গেল। বুদ্ধিমান সূত্রধার সমুদ্রের উদ্বেলভাব লক্ষ্য করিবামাত্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধারের পক্ষীয় পঞ্চশত পরিবার স্ব স্ব স্থানে বসিয়া, দ্বীপ ধৌত করিবার জন্য সমুদ্র হইতে ঊর্ম্মি আসিয়াছে ইহা বলিতে লাগিল। এদিকে জল বাড়িতে লাগিল—প্রথমে কটিপ্রমাণ, পরে মানুষপ্রমাণ, তাহার পর তালপ্রমাণ, শেষে সপ্ততাল প্রমাণ তরঙ্গ আসিয়া দ্বীপের উপর দিয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধিমান সূত্রধার উপায়কুশল ছিল এবং রসভোগে লুব্ধ হয় নাই, এই নিমিত্ত স্বস্তি লাভ করিল, কিন্তু মূর্খ সূত্রধার উপায়কুশল ছিল না এবং রসলোভে অনাগত ভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নাই বলিয়া পঞ্চশত পরিবারসহ বিনষ্ট হইল।

[অতঃপর এই ব্যাপার বুঝাইবার জন্য অনুশাসনযুক্ত তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—]

১০. পড়িয়া সাগর মধ্যে কর্ম্মগুণে সূত্রধারগণ
যেমন গন্তব্য পথে নিরাপদে করিল গমন,
অনাগত লক্ষ্য করি সেইরূপ বহুপ্রজ্ঞাবান।
হিতকর পথ ছাড়ি রেখামাত্র বিপথে না যান।

১১. লোভবশে মূর্খ কিন্তু অনাগতে নাহি করে ভয়;
বিপদ যখন ঘটে, তাই বড় নিরুপায় হয়।
বিনষ্ট সে হয় ধ্রুব পরিণাম চিন্তার অভাবে,
সূত্রধারগণ যথা বিনষ্ট হইল মহার্ণবে।

১২. পরিণাম চিন্তি কর পূর্ব্ব হতে প্রতিকার তার;
কার্য্যকালে কার্য্য যেন হেতু নাহি হয় যাতনায়।[১]
পূর্ব্ব হতে প্রতিকার যে রাখে করিয়া আয়োজন,
অনায়াসে করিবে সে কার্য্যকালে কার্য্য সম্পাদন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও দেবদত্ত আপাত সুখের লোভে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া সানুচর বিনষ্ট হইয়াছিল।

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই মূর্খ সূত্রধার। কোকালিক ছিল সেই[২] দক্ষিণদিকের অধার্ম্মিক দেবপুত্র, সারিপুত্র ছিলেন সেই উত্তরদিকে অবস্থিত দেবপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান সূত্রধার।]

---

[১]। অর্থাৎ যাহারা পরিণাম চিন্তার অভাবে যথাকালে প্রতিকারের উপায় না করিয়া রাখে, তাহারা বিপদ উপস্থিত হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাতনা পায়।

[২]। দ্বিতীয় খণ্ডের কামনীত-জাতকের (২২৮) বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু দ্রষ্টব্য।

৪৬৭. কাম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণ না কি অচিরবতীর তীরে কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কটিতেছিলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তির ভাগ্যে মার্গ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে[১]; এই জন্য পিণ্ডচর্য্যার্থ শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন এবং মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কি করিতেছ?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ভো গৌতম, আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য বন কাটিতেছি।' 'তুমি অতি উত্তম কার্য্য করিতেছ', ইহা বলিয়া শাস্তা সেই দিন চলিয়া গেলেন। অতঃপর ছিন্ন বৃক্ষগুলি অপনয়নপূর্ব্বক ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিবার কালে, কর্ষণকালে জলরক্ষার্থে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আলি বান্ধিবার সময়েও শাস্তা পুনঃ পুনঃ সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মধুর আলাপ করিলেন। বপনের দিন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ভো গৌতম, আজ আমার বিপ্রমঙ্গলের[২] দিন। যখন এই শস্য পাকিবার পর গৃহে লইয়া যাইব, তখন আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান করিব।' শাস্তা ব্রাহ্মণের এই দান গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। আর একদিন শাস্তা গিয়া দেখিলেন ব্রাহ্মণ সেই শস্যক্ষেত্র দেখিতেছেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর, কি করিতেছ?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ভো গৌতম, শস্য দেখিতেছি।' 'বেশ, দেখ', বলিয়া শাস্তা প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন, 'শ্রমণ গৌতম, পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন; নিশ্চয় ইনি ভক্তলাভের জন্য এরূপ করিতেছেন; অতএব ইহাকে ভক্ত দান করিব।' যে দিন ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সেইদিন শাস্তাও সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের মনে শাস্তার সম্বন্ধে পরমপ্রীতির উদ্রেক হইল।[৩]

ক্রমে শস্য পাকিল; ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন কালই গিয়া কাটিব। কিন্তু তিনি শয়ন করিলে সমস্ত রাত্রি অচিরবতী নদীর ঊর্দ্ধস্থ্ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি (মুষলধারে বৃষ্টিপাত) হইল[৪]; নদীতে প্রচণ্ড বন্যা আসিল; তাহার বেগে ব্রাহ্মণের সমস্ত শস্য সাগরে ভাসিয়া গেল, ক্ষেত্রে এক নালিকামাত্র শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। বন্যা কমিয়া গেলে ব্রাহ্মণ গিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাঁহার মাথা

---

[১]। তস্ম উপনিস্সরং।

[২]। প্রাচীনকালের উৎসব বিশেষ। ঐ দিন রাজারা পর্য্যন্ত হলচালন করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন।

[৩]। মূলে 'অতিবিয় বিস্সাসো উপ্পজ্জি' আছে।

[৪]। দুইটী পাঠ আছে 'করকবস্সং ও ঘনিকবস্সং'।

ঘুরিয়া গেল[১] তিনি মহাশোকে অভিভূত হইয়া দুই হাতে নিজের বুক ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে গৃহে গেলেন, এবং শুইয়া শুইয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্তা প্রত্যুষ সময়ে বুঝিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ শোকে অভিভূত হইয়াছেন। 'আমিই এখন ব্রাহ্মণের আশ্রয় হইব', মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পরদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যাসমাপনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে বিহারে পাঠাইলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছ্রমণ সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শাস্তা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'বন্ধু বোধ হয় আমার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিবার জন্য আসিয়াছেন।' তিনি শাস্তার জন্য আসন বিন্যাস করিলেন। শাস্তা প্রবেশপূর্ব্বক বিন্যস্ত আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর, তোমাকে বিষন্ন দেখাইতেছে কেন? কোন অসুখ করিয়াছে নাকি?' ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'ভো গৌতম, যে দিন আমি অচিরাবতীর তীরে জঙ্গল কাটিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে সেখানে যাহা যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা সমস্তই জানেন। কতবার বলিয়া বেড়াইয়াছি, ঐ শস্য গৃহে আনিয়া আপনাদিগকে দান দিব; এখন প্রবল বন্যায় আমার সমস্ত শস্য ভাসিয়া সাগরে পড়িয়াছে; কিছুই অবশিষ্ট নাই; আমার শতশকটপ্রমাণ ধান্য বিনষ্ট হইয়াছে; এই জন্যই আমি বড় শোক ভোগ করিতেছি।' 'ঠাকুর, শোক করিলে কি নষ্ট দ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়?' 'না গৌতম, তাহা পাওয়া যায় না।' 'তবে কেন শোক করিতেছ? লোকের ধন ধান্য যখন হবার তখন হয়, যখন যাবার তখন যায়। সমস্ত সংস্কারই নশ্বরধর্ম্মাপন্ন; তুমি বৃথা দুশ্চিন্তা করিও না।' ব্রাহ্মণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তৎকালোচিত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তা কামসূত্র[২] বলিলেন। সূত্রকথন শেষ হইলে, শোকার্থ ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপে বীতশোক করিয়া শাস্তা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিহারে প্রতিগমন করিলেন।

নগরবাসী সকলে জানিতে পারিল, শাস্তা নাকি অমুক ব্রাহ্মণকে নিঃশোক করিয়া স্রোতাপত্তিফল দান করিয়াছেন। ভিক্ষুরাও ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'শুনিয়াছ ভাই, দশবল ব্রাহ্মণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন; এবং যখন ঐ ব্যক্তি শোকশল্যবিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন অমোঘ উপায়ে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহার শোক অপনোদন করিয়াছেন ও তাহাকে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং

---

[১]। আক্ষরিক অনুবাদ—তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না।

[২]। সূত্র নিপাত ৪ (১)।

বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি এই ব্যক্তিকে নিঃশোক করিয়াছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের দুই পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে ঔপরাজ্য এবং কনিষ্ঠকে সৈনাপত্য দিয়াছিলেন। কালক্রমে যখন ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, তখন অমাত্যরা জ্যেষ্ঠ কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আপনারা আমার কনিষ্ঠকে রাজপদ দিন।' অমাত্যরা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। কাজেই কনিষ্ঠ কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠকুমার প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ঐশ্বর্য্য চান না। তিনি ঔপরাজ্য ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'ত্যাগ করিতে চান তো করুন, কিন্তু এখানেই অবস্থিতি করিয়া রাজভোগে পরমসুখে জীবনযাপন করিতে থাকুন।' কিন্তু কুমার বলিলেন, 'এ নগরে আমার কোন কাজ নাই।' তিনি বারাণসী হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রত্যন্তে উপনীত হইলেন এবং এক শ্রেষ্ঠীপরিবারের আশ্রয়ে স্বহস্তার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রত্যন্তবাসীরা জানিতে পারিল, তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজার পুত্র; তখন তাহারা আর তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে দিল না; রাজকুমারকে যেরূপ উপঢৌকনাদি দিতে হয়, তাঁহাকে সেইরূপই দিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ক্ষেত্রপ্রমাণ গ্রহণের জন্য[১] সেই প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠী রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন, 'প্রভু, আমরা আপনার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি; আপনি আপনার কনিষ্ঠের নিকট একখানা পত্র পাঠাইয়া আমাদের করভার তুলিয়া দিন।' 'বেশ, তাহাই করিতেছি' বলিয়া রাজকুমার শ্রেষ্ঠীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন। তিনি কনিষ্ঠকে লিখিলেন, 'আমি অমুক শ্রেষ্ঠীপরিবারের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আমার অনুরোধে তুমি ইহাদের নিকট কর গ্রহণ করিও না।' 'উত্তম কথা', ইহা বলিয়া রাজা ঐ স্থানের কর তুলিয়া দিলেন।

ইঁহার পর সমস্ত নগরবাসী ও জনপদবাসী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল, 'আমরা আপনাকেই কর দিব; আপনি আমাদের করভার কমাইয়া দিন। রাজকুমার পত্র লিখিয়া তাহাদেরও কর হ্রাস করাইলেন। তখন

---

[১]। এই সকল কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান সময়ের কাননগু বা আমীনস্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোন প্রজার নিকট কি পরিমাণ কর আদায় করা যাইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহাদের চাষের জমি মধ্যে মধ্যে মাপা আবশ্যক হইত।

হইতে এই সকল ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকেই কর দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার বহু লাভ ও সম্মান হইল, আর সেই সঙ্গে তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ক্রমে রাজার নিকট জনপদসমূহের অধিকার, এবং ঔপরাজ্য চাহিলেন, রাজাও তাঁহাকে এই সকল দান করিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধিনিবন্ধন তিনি ঔপরাজ্যেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; রাজ্যগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জানপদগণে পরিবৃত হইয়া রাজধানীর পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন এবং কনিষ্ঠকে পত্র লিখিলেন, 'হয় আমাকে রাজ্য দাও, নয় যুদ্ধ কর।'

কনিষ্ঠ ভাবিলেন, 'এই মূর্খ পূর্ব্বে রাজ্য এবং ঔপরাজ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাখান করিয়াছিল; এখন আবার বলিতেছে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। আমি যদি যুদ্ধে ইঁহার নিধন করি, তাহা হইলে আমার নিন্দা হইবে; অতএব রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন?' ইহা স্থির করিয়া উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; আপনি রাজ্য গ্রহণ করুন।'

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজত্ব লাভ করিয়া কনিষ্ঠকে ঔপরাজ্য দিলেন; কিন্তু রাজত্ব করিতে করিতে তাঁহার তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তিনি ক্রমে দুইটী তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন; তথাপি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ দেখিতে পাইলেন না।

একদিন দেবরাজ শক্র, কে মাতাপিতার সেবা করে, কে দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করে, কে বা তৃষ্ণার দাস, এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বারাণসীরাজ অতি দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ। তিনি ভাবিলেন, 'এই মূঢ় বারাণসীর রাজত্ব পাইয়াও সন্তুষ্ট নহে! ইহাকে শিক্ষা দিতে হইতেছে।' তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন, এক উপায়কুশল মাণবক আসিয়াছে। রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে তিনি 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি জন্য আসিয়াছ?' ছদ্মবেশী শক্র বলিলেন, 'মহারাজ; আপনাকে কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তাহা গোপনে বলিব।' শক্রের অনুভাববলে তখনই সমস্ত লোক সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তিনটী সমৃদ্ধশালী, জনাকীর্ণ, বলবাহনসম্পন্ন রাজ্যের কথা জানি। নিজের অনুভাববলে আমি এই তিনটী রাজ্যই অধিকার করিয়া আপনাকে দিতে সমর্থ। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্র যাত্রা করা উচিত।' লোভী রাজা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; শক্রের অনুভাবলে একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, 'তুমি কে?' বা 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' বা 'ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে?' শক্র রাজাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া তখনই ত্রয়স্ত্রিংশভবনে চলিয়া গেলেন।

রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এক মাণবক বলিলেন, তিনটী রাজ্য জয় করিয়া আমাদিগকে দান করিবেন। তাঁহাকে আহ্বান কর; নগরে ভেরী বাজাইয়া সেনা সুসজ্জিত কর; দেখিও, যেন বিলম্ব না ঘটে, বিলম্ব না করিলে আমি তিনটী রাজ্য অধিকার করিতে পারিব।' অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি সেই মাণবকের সৎকার করিয়াছিলেন ত? তাঁহার নিবাস কোথায়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?' রাজা বলিলেন, 'না হে, আমি তাঁহার কোন সৎকার করি নাই; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করি নাই। যাও, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর।' অমাত্যেরা খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মাণবকের দেখা পাইলেন না। তাঁহারা রাজাকে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, সমস্ত নগর খুঁজিলাম, কিন্তু সেই মাণবকের দর্শন পাইলাম না।' ইহা শুনিয়া রাজার বড় বিষাদ জন্মিল; তিনি পুনঃ পুনঃ ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, তিনটী নগরের আধিপত্য নষ্ট হইল! মহাযশঃ অর্জ্জন করিবার সুবিধা হারাইলাম। মাণবককে পাথেয় দেয় নাই, বাসস্থান দেয় নাই, এই সমস্ত কারণে তিনি নিশ্চই ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ দুশ্চিন্তায় সেই তৃষ্ণাবশীভূত রাজার গাত্রে দাহ জন্মিল; গাত্রদাহবশতঃ তাঁহার উদর কুপিত হইল এবং তিনি রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি যাহা ভোজন করিলেন, মলের সহিত তাহাই নির্গত হইতে লাগিল। বৈদ্যেরা এ রোগের চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; রাজা ক্রমে শীর্ণ হইলেন। তাঁহার পীড়ার কথা সমস্ত নগরবাসীর কর্ণগোচর হইল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বারাণসীতে তাঁহার মাতাপিতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার অবস্থা শুনিয়া স্থির করিলেন, 'আমি চিকিৎসা করিব।' তিনি রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, 'মহারাজ, আপনার চিকিৎসার জন্য এক মাণবক আসিয়াছে।' রাজা বলিলেন, "কত বড় বড় দেশবিখ্যাত বৈদ্যও আমার চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; একটা ছেলেমানুষ কি করিবে? যাও, উহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।' রাজার আদেশ শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি বৈদ্যবেতন লইয়া কাজ করি না। আমি চিকিৎসা করিতেছি; আমাকে কেবল ঔষধের মূল্য দিবেন।' রাজা ইহা শুনিয়া সম্মত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকাইলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, কোন ভয় করিবেন না; আমি আপনার চিকিৎসা করিতেছি। তবে কি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।' এই কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, 'রোগের কারণ জানিবার উদ্দেশ্য কি? ঔষধ দিবে তো দাও।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ বৈদ্যেরা অমুক ব্যাধি, ইহা এই কারণে জন্মিয়াছে, এইরূপ জানিবার পর তদনুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করেন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ,

তাহাই শ্রবণ কর।' অনন্তর রোগের উৎপত্তির কারণ বলিবার সময়ে তিনি—সেই মাণবক আসিয়া যাহা বলিয়াছিল—তিনটী নগর অধিকার করিয়া তোমায় দান করিব ইত্যাদি—সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, 'এ ব্যাধি আমার তৃষ্ণাজাত। তুমি যদি ইঁহার উপশম করিতে পারিবে এরূপ মনে কর, তাহা হইলে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হও।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি কি শোক করিলে ঐ নগরগুলি লাভ করিতেন পারিবেন?' রাজা বলিলেন, 'না, বাবা, তাহা পারিব না।'

'যদি না পারেন, তবে শোক করেন কেন? মহারাজ, চেতন ও জড়, সমস্ত বস্তুই নিজের শরীর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। চারিটী নগর অধিকার করিতে পারিলেও আপনি যুগপৎ চারিটী পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিতে পারিতেন না, এক সময়ে চারিটী শয্যায় শয়ন করিতে পারিতেন না, এক সঙ্গে বস্ত্রযুগলচতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিতেন না। মহারাজ, তৃষ্ণার বশীভূত হওয়া অনুচিত। তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইলে শেষে আর অপায়চতুষ্টয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না।' রাজাকে এইরূপে উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেন :

১. ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
ঈপ্সিত বস্তুর লাভে পায় প্রীতি মানব নিশ্চয়।[১]

২. ভোগের বাসনা মনে পুষি যদি সিদ্ধিলাভ হয়,
নিদাঘে তৃষ্ণার মত হয় পুনঃ নব কামোদয়।[২]

৩. গবাদি শৃঙ্গীর শৃঙ্গ বয়সে সঙ্গে বাড়ি যায়;
অজ্ঞ, মন্দমতি, মূর্খ আছে যত পৃথিবীতে হায়
তেমনি তাদের তৃষ্ণা বয়সের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

৪. শালিযবে পূর্ণ ধরা হয়, গজ, ভৃত্য, দাস
একা যদি সমস্তই পায়,
তথাপি মিটেনা আশা, জানি ইহা সাবধানে
দমন করিবে বাসনায়।

৫. আসমুদ্র মহী রাজা ভুজবলে করেন বিজয়,
এপারে যা' আছে তায় তবু তাঁর তৃপ্তি নাহি হয়।
যাইয়া অপর পারে, আরও রাজ্য করিতে গ্রহণ
উপজে বাসনা তাঁর; ভোগেচ্ছার প্রভাব এমন।

---

[১]। এই গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত (৪, ১, ৭৬৬)।

[২]। তুব— ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে—মনু ও মহাভারত।

৬. পুষিলে বাসনা মনে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব অতি;
প্রতিকার বুঝি তার, হয় যার বাসনা বিরতি,
সেই তৃপ্ত, প্রজ্ঞাবলে সদাতৃপ্তি লভে সে সুমতি
৭. সেই তৃপ্তি সর্ব্বোত্তম, প্রজ্ঞাবলে লাভ যাহা হয়,
যেজন প্রজ্ঞায় তৃপ্ত, তৃষ্ণা তার দহেনা হৃদয়।
প্রজ্ঞাবলে সুধী সদা করে পান সন্তোষ-অমৃত,
হয় না সে কোন কালে বাসনার কুহকে জড়িত।
৮. হও অল্পে পরিতুষ্ট, ত্যজ লোভ বিনাশি বাসনা,
গম্ভীর অর্ণব যথা,— তপ্ত কভু তৃষ্ণায় হবেনা।
পাদুকা নির্ম্মাণতরে চর্ম্মকার[১] ফেলে কাটি ছাঁটি
যা কিছু অগ্রাহ্য চর্ম্ম; সেইরূপ ফেল বাসনাটী।
৯. ত্যজিলে একটী তৃষ্ণা বিনিময়ে সুখ তার পাও,
ত্যজ সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা সদাসুখ পেতে যদি চাও।

বোধিসত্ত্ব যখন এই গাথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন শ্বেতচ্ছত্রকে আলম্বন করিয়া রাজা অবদাতকৃৎস্নজাত ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।[২] তাঁহার রোগ দূর হইল; তিনি প্রফুল্লচিত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'এত বৈদ্য আমার চিকিৎসা করিতে পারিলেন না; কিন্তু পণ্ডিত মাণবক নিজের জ্ঞানরূপ ঔষধ দ্বারা আমাকে নীরোগ করিলেন!' রাজা বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে দশম গাথা বলিলেন :

১০. বলিলে আটটী গাথা;[৩] প্রত্যেকের মূল্য তার
দশশত কার্ষাপণ তোমায় করিনু দান।
লও ইহা বিপ্রবর; লও এই পুরস্কার;
শুনি তব সাধুবাণী শীতল হইল প্রাণ।

অতঃপর মহাসত্ত্ব একাদশ গাথা প্রকাশ করিলেন :

১১. শত বা সহস্র কিংবা নহুত[৪] না চাই, মহাশয়;
যখন বলিনু আমি শেষ গাথা, তৃষ্ণা হল ক্ষয়।

---

[১]। মূলে 'রথকার' আছে। টীকাকার রথকারের অর্থ চর্ম্মকার করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় 'চর্ম্মকার'ই প্রকৃত পাঠ।

[২]। কৃৎস্ন সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৭১ পৃষ্টের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[৩]। উপরে কিন্তু নয়টি গাথা আছে। টীকাকার বলেন যে দ্বিতীয়টা হইতে ধরিলে আটটী গাথা হইবে। প্রথম গাথাটী সূত্র নিপাত হইতে গৃহীত। বোধ হয় আদৌ এ গাথাটী জাতকের অন্তর নিবিষ্ট ছিল না।

[৪]। একের পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে এক নহুত হয়।

ইহাতে রাজা আরও সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ গাথায় বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনা করিলেন :

১২. ভদ্র এই মাণবক; ঋষিতুল্য সর্ব্বলোকবিৎ;[১]
দুঃখের জননী তৃষ্ণা, জানা এর আছে সুনিশ্চিত।

অতঃপর, 'মহারাজ, অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্মপথে চলুন', রাজাকে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব আকাশপথে হিমবন্তে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋসিপ্রব্রজ্যা গ্রহনান্তর যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিহার[২] ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আমি ব্রাহ্মণকে এইরূপে নিঃশোক করিয়াছিলাম।।'

সমবধান : তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত মাণবক।]

---

৪৬৮. জনসন্ধ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, কোশলরাজ এক সময়ে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সেবায় মগ্ন থাকিতেন, বিচারালয়ে যাইতেন না, বুদ্ধের উপাসনাতেও অবহেলা করিতেন। অনন্তর একদিন দশবলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, 'দশবলকে প্রণাম করিতে যাই' বলিয়া তিনি প্রাতরাশ সমাপনান্তে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক বিহারে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তা বলিলেন, 'মহারাজ, এত দিন দেখা দেন নাই কেন?' রাজা উত্তর দিলেন, 'ভদন্ত, এত কাজের চাপ ছিল যে বুদ্ধোপাসনায়ও অবকাশ পাই নাই।' 'মহারাজ, আমার মত সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ আপনার প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী বিহারে অবস্থিতি করিয়া আপনাকে সর্ব্বদা সুপদেশ দিতে প্রস্তুত আছেন। এমন অবস্থায় আপনার প্রমাদ অতি অবিধেয়। রাজাদিগের অপ্রমত্তভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সর্ব্ববিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করা করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক হইলে রাজপুরুষেরাও ধার্ম্মিক হন। আমার মত অনুশাসক থাকিতে রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন অনুশাসক

---

[১]। 'সর্ব্বলোকবিদ'—ইহা বুদ্ধদেবেরও একটা উপাধি, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের কিছু তাঁহার অগোচর ছিল না।

[২]। প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন না, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা আত্মবুদ্ধিবলে ত্রিবিধ সুচরিত ধর্ম্মে[১] প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহু লোকের নিকট ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গলোকপূরণার্থ সানুচর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।' অনন্তর কোশলরাজের প্রার্থনায় শাস্তা সেই অতীত কথা বলিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল জনসন্ধ। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যখন তক্ষশিলা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন রাজা সমস্ত কারাগার উন্মোচন করিয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঔপরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কালসহকারে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নগরের চতুর্দ্বারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টী দানশালা স্থাপনপূর্ব্বক প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাদান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী অতিমাত্র বিস্মিত হইল। তাঁহার শাসনগুণে কারাদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত (অর্থাৎ অপরাধ করিত না বলিয়া কেহই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত না।); অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্য ধর্ম্মগণ্ডিকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন, তিনি সে সকল নষ্ট করিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য যে চারিটী উপায়[২] আছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, যথারীতি পোষধ পালন করিতেন এবং যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে রাজ্যবাসী সমস্ত লোক সমবেত করিয়া তাহাদিগকে দানশীল হইতে, ধর্ম্মপথে চলিতে, এবং সাধুভাব স্ব স্ব কর্ম্মনির্ব্বাহ ও ব্যবসায় পরিচালন করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, 'তোমরা বাল্যে ও যৌবনে বিদ্যা শিক্ষা কর, ধন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হও। পল্লীজনসুলভ কূটকর্ম্ম ও শ্ববৃত্তি পরিহার কর। তোমরা পুরুষ ও ক্রোধপরায়ণ হইও না; মাতা পিতার সেবায় অবহেলা করিও না। যাঁহারা বংশের মধ্যে প্রাচীন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটি করিও না।' পুনঃ পুনঃ এইরূপ

---

[১]। অর্থাৎ কায়সুচরিত, মনঃসুচরিত ও বাক্যসুচরিত ধর্ম্ম। অগতি ও দশ রাজধর্ম্মসম্বন্ধে ১৫১ম জাতকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। 'সংগহবত্থু'—ইহাতে দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্য্যা এবং সমানাত্মতা, রাজাদিগের এই চারটী গুণ বুঝায়। তাঁহারা দানশীল হইবেন, সকলকে মিষ্টবাক্য বলিবেন, সকলের অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিবেন এবং সকলকে সমান দেখিবেন।

সদুপদেশ পাইয়া তাঁহার প্রজারা সুচরিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদা পঞ্চদশীর পোষধ দিনে পোষধ ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসন্ধ ভাবিলেন, 'সমস্ত লোকের যাহাতে উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, সকলে যাহাতে অপ্রমত্তভাবে চলে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিব।' তিনি ভেরীবাদন করাইয়া নিজের অন্তঃপুরবাসিনীগণ হইতে নগরবাসী পর্য্যন্ত সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন এবং রাজাঙ্গনে অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপমধ্যে সুবিন্যস্ত রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভো নগরবাসিগণ, যাহা করিলে দুঃখ হয়, এবং যাহা করিলে দুঃখ পাইতে হয় না, আমি তোমাদিগকে সেই সকল বিষয় বলিতেছি। তোমরা অপ্রমত্ত হও; সাবধানে ও মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।'

[শাস্তা তাঁহার সত্যপূর্ণ মুখরত্ন উদ্ঘাটন করিয়া মধুরস্বরে কোশলরাজের নিকট সেই ধর্ম্মদেশন করিলেন :]

১. বলিলেন জনসন্ধ, আছে দশবিধ কৃত্য না করিলে যাহা সম্পাদন
ঘটে দুঃখ পরিণামে, বুঝি শেষে নিজভ্রম অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।
২. উপেক্ষিয়া পরিণাম করি নাই যথাকালে ধর্ম্মার্জ্জন, অথবা সঞ্চয়,
'কেন নাহি অর্জ্জিলাম' ভাবি তাহা এই ক্ষণে অনুতাপে মন দগ্ধ হয়।
৩. করি নাই যথাকালে অবস্থার অনুরূপ শিল্পশিক্ষা গুরুর নিকটে,
জানি না ব্যবসা কোন; তাই এবে কষ্ট পাই; অনুতাপ ভাগ্যে মোর ঘটে।
৪. কূটকর্ম্মপরায়ণ, পরের অহিতকারী, অসাক্ষাতে পরনিন্দারত,
ক্রোধন, নির্ম্মম অতি ছিনু পূর্ব্বে দুষ্টমতি; পরিণামে তাই অনুতপ্ত।
৫. ছিলাম নিষ্ঠুর বড়, করিলাম প্রাণিহত্যা, চরিলাম পাপপথে, হায়;
না করিনু দান কভু; এই সব ভাবি এবে অনুতাপে মন পুড়ি যায়।
৬. আছিল অনন্যাসক্তা অনেক কলত্র মোর; তবু তৃপ্তি না হল আমার;
সেবিলাম পরদার; তাই এবে অভাগার ভাগ্যে শুধু অনুতাপ সার।
৭. ভোজ্য ও পানীয় গৃহে ছিল সদা সুপ্রচুর; তথাপি না করিলাম দান,
স্মরি সেই কৃপণতা, এবে বড় পাই ব্যথা; অনুতাপে দগ্ধ হয় প্রাণ।
৮. জরাজীর্ণ মাতাপিতা—করি নাই তাঁহাদের সেবা আমি সামর্থ্য থাকিতে
সে নিষ্ঠুর ব্যবহার—স্মরি এবে অনুতাপে হইতেছে আমায় পুড়িতে।
৯. যখন চেয়েছি যাহা, দিয়া পুষিলেন পিতা; আচার্য্য করিলা বিদ্যা দান;
দিতেন আত্মীয়গণ হিত উপদেশ কত সদা মোর সাধিতে কল্যাণ;
কিন্তু মোহবশে, হায়, মর্যাদা তাঁদের আমি করিয়াছি কতই লঙ্ঘন!
স্মরি সেই সব কথা এবে বড় পাই ব্যথা; অনুতাপে দগ্ধ হয় মন।
১০. শ্রমণব্রাহ্মণগণ, বহু শাস্ত্রে বিচক্ষণ সাধুশীল যাঁহারা এ ভবে,
সম্মান তাঁদের আমি করি নাই, এই ভাবি অনুতাপে পুড়িতেছি এবে।

১১. কায়মনোবাক্যে করি তপস্যা প্রকৃষ্টরূপে হয় লোকে পূজ্য পৃথিবীতে;
এমন তপস্যা আমি করি নাই, এবে তাই অনুতাপে হইতেছে পুড়িতে।
১২. যে জন বিজ্ঞের মত এই দশবিধ কৃত্য— সাবধানে করে সম্পাদন,
জীবনে কর্ত্তব্য যাহা, পালি সে পুরুষবর অনুতাপ পায় না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রতি অর্দ্ধমাসে জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। লোকেও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া উক্ত দশবিধকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বর্গপরায়ণ হইয়াছিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'দেখিলেন, মহারাজ, কিরূপে প্রাচীন পণ্ডিতেরা, আচার্য্যের সাহায্য না পাইয়াও নিজের মতিবলে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক স্বর্গপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন বুদ্ধের অনুচরেরা ছিল সেই সকল লোক এবং আমি ছিলাম রাজা জনসন্ধ।]

---

৪৬৯. মহাকৃষ্ণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে লোকহিতচর্য্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া বলাবলি করিতেছিলেন, 'দেখ ভাই, শাস্তা বহুজনের হিতার্থ নিজের সুখাবাস পরিহারপূর্ব্বক লোকের হিতচর্য্যায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াও স্বয়ং পাত্রচীবরসহ অষ্টাদশ যোজন পরিভ্রমণপূর্ব্বক পঞ্চবর্গীয় স্থবিরদিগের প্রবোধার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পক্ষেরই পঞ্চমী তিথিতে অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া তাঁহাদের সকলকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি উরুবিল্বায় গিয়া জটিলদিগের নিকট সার্দ্ধত্রিসহস্র প্রাতিহার্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন; তিনি গয়াশিরে গিয়া আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া সহস্র জটিলকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন; তিনি তিন গব্যুত প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক মহাকাশ্যপকে তিনটী মাত্র উপদেশ দ্বারা উপসম্পদা দান করিয়াছিলেন; তিনি একদিন আহারান্তে পঁয়তাল্লিশ যোজন পথ চলিয়া সৎকুলসম্ভূত পুক্কুসাতি-নামক যুবককে অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; তিনি মহাকপ্পিনকে দেখা দিবার জন্য দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন; আর একদিন আহারান্তে ত্রিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া নিষ্ঠুর ও দুরাচার অঙ্গুলিমালকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। আলবককে স্রোতাপত্তিফল দিবার জন্য এবং রাজকুমারকে রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে ত্রিশ যোজন পথ চলিতে হইয়াছিল।

তিনি তিন মাস কাল ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে অবস্থিতি করিয়া আশীতি কোটি দেবতাকে স্বপ্রদর্শিত ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন; ব্রহ্মালোকে গিয়া বকব্রহ্মের মিথ্যাদৃষ্টি (অপধর্ম্মে বিশ্বাস) বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দশ সহস্র ব্রহ্মাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর তিনটী রাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করেন এবং যে সকল লোক বুদ্ধশাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই সকল সুপাত্রকে শরণ, শীল ও মার্গফল প্রদান করেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি নাগসুপর্ণ প্রভৃতিরও হিতসাধন করিয়া থাকেন।'[১] ভিক্ষুরা এইরূপে দশবলের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন

---

[১]। কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্রিক, মহানামা ও অশ্বজিৎ এই পঞ্চ তপস্বী সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সময়ে ঋষিপতনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়া ইঁহাদের নিকট ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং অনাত্মলক্ষণসূত্র বলিয়া ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করেন। ইহারা পঞ্চবর্গীয় নামে অভিহিত। 'রূপং ভিক্খবে অনাত্তা' ইত্যাদি সূত্র অনাত্মলক্ষণসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। 'আত্মা' নাই ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

উরুবিল্বায় উরুবিল্বাকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামে তিন সহোদর সহস্র শিষ্যসহ বাস করিতেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্রী ছিলেন এবং জটা ধারণ করিতেন বলিয়া জটিল নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়া (মহাবর্গ (১) ১৫-২০) এই সকল ব্যক্তিকে স্বমতে দীক্ষিত করেন এবং গয়াশিরে (ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে) গিয়া আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র বলিয়া ইহাদিগকে অর্হত্ত্ব দান করেন। 'সব্বং ভিক্খবে আদীত্তং' ইত্যাদি সূত্র আদীপ্তপর্য্যায়সূত্র নামে বিদিত। রাজদ্বেষমোহাদি দ্বারা সমস্তই দগ্ধ হইতেছে, এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারিলেই নির্ব্বাণমৃত লাভ করা যায়, ইহাই আদীপ্তপর্য্যায়সূত্রের তাৎপর্য্য।

মহাকাশ্যপ—বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুদ্ধের চিতার অগ্নি জ্বলে নাই। সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি হয়, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। 'তীব্বং মে হিরোত্তপ্পং পচ্চুপট্ঠিতং ভবিস্সতি থেরেসু, নবেসু, মজ্ঝিমেসু', 'যং কিঞ্চি ধম্মং সোস্সাম কুসলুপসংহিতং সব্বং তং অট্ঠিকত্বা মনসিকত্বা সর্ব্বচেতসা সমন্নাহারিত্বা ওহিতসোত ধম্মং সোস্সামি', 'কায়গতাসতি ন বিজহিস্সতি' এই তিনটী উপদেশ দিয়া বুদ্ধদেব কাশ্যপকে স্বমতে দীক্ষিত করেন।

পুক্কুসাতি—ইনি রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মহাকপ্পিন—প্রত্যন্তস্থিত কুক্কুট নগরের রাজা। শ্রাবস্তীর বণিকদিগের মুখে বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া অমাত্যগণসহ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া ইনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া বুদ্ধ দ্বিসহস্র যোজন প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গুলিমালের বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। আলবক যক্ষ নরখাদক। আলবী রাজ্যে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম আলবক। একদা আলবীরাজ মৃগয়া করিতে গিয়া ইহার হাতে পড়েন এবং ইহার ভোজনের জন্য প্রত্যহ একটী লোক পাঠাইবেন এই অঙ্গীকারে নিস্কৃতি পান। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি প্রথমে বন্দীদিগকে তাহার পর নগরবাসীদিগকে যক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন নগর প্রায় জনহীন হইল তখন তাঁহার পুত্রের বার ছিল। বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই রাজকুমার

সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি এখন অভিসম্বুদ্ধ হইয়া যে লোকের হিতচর্য্যা করিতেছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে যখন আসক্তির বশে ছিলাম, তখনও আমি লোকহিতে নিরত ছিলাম।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময়ে বারাণসীতে উশীনর-নামক এক রাজা ছিলেন। কাশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ চতুঃসত্যদেশনদ্বারা বহু লোক ব্যক্তিকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এবং এই সকল লোকে নির্ব্বাণ নগর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণের দীর্ঘকাল পরে বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িল; ভিক্ষুরা একবিংশতি অবৈধ উপায়ে[১] জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহারা ভিক্ষুণীসংসর্গে বাস করিয়া পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইল; ভিক্ষুরা ভিক্ষুধর্ম্ম, ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুণীধর্ম্ম, উপাসকেরা উপাসকধর্ম্ম, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিল; অধিকাংশ লোকে দশবিধ অকুশলধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং মৃত্যুর পর অপায়ভোগীদিগের দলপুষ্ট করিতে লাগিল।

এই কারণে দেবরাজ শক্র আর নূতন দেবপুত্র দেখিতে পাইতেন না; তিনি

যক্ষের হাতে মারা যাইবেন। তিনি সেই রাত্রিতেই যক্ষের বিমানে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রজাল বিস্তার করিল; কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সে বিস্মিত হইয়া বুদ্ধকে কতিপয় প্রশ্ন করিল এবং বুদ্ধ সেগুলির উত্তর দিলেন। একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এখানে দেওয়া হল :

'কিংসূ'ধ বিত্তং পুরিসদ্স সেট্ঠং? কিংসূ সুচিণ্ণং সুখমাবহতি? কিংসূ হবে সাধুতরং রসানং? কথং জীবিং জীবিতমাহু সেট্ঠং?'—'সদ্ধি'ধ বিত্তং পুরিস্সস সেট্ঠং; ধম্মো সুচিন্নো সুষমাবহতি; সচ্চং হবে সাধুতরং রসানং, পঞ্ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্ঠং।' বুদ্ধের সদুত্তর শুনিয়া আলবকের মতি ফিরিল; সে তাঁহার শরণ লইল। এদিকে প্রভাত হইলে রাজকুমার নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। যক্ষ এখন বুদ্ধের মাহাত্ম্যে মৈত্রীভাবাপন্ন। সে কুমারকে সস্নেহে কোলে লইয়া বুদ্ধের হস্তে দিল এবং বুদ্ধ তাঁহাকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

[১]। একবিংশতি নিষিদ্ধ উপায়—বেণুদান, পাত্রদান, পুষ্পদান, ফলদান, দন্তকাষ্ঠাদান, পানীয়দান (পানার্থ জলদান), উদকদান (হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ জলদান), চূর্ণদান, মৃত্তিকাদান, চাটুকর্ম্ম,, 'মুগ্গসুপ্পেতা, 'পারিভট্টতা', 'জজ্ঘপেসনিকতা' বৈদ্যকর্ম্ম, দূতকর্ম্ম, 'পহেনগমন', পিণ্ড প্রতিপিণ্ড, 'দানানুপ্পদানং', বাস্তুবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা—এই সকল উপায়ে ভিক্ষালাভ। মগ্গসুপ্পেতা—বেশি মিথ্যা ও অল্প সত্য বলা; পারিভট্টতা = ছেলেদিগকে আদর দিয়া তাহাদের মাতাপিতার মন ভুলান। জজ্ঘপেসনিকতা = কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া। পহেনগমন = দৌত্যকর্ম্ম।

একদিন মনুষ্যলোকের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বুঝিলেন, সমস্ত লোকেই অপায়ে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতেছে এবং বুদ্ধশাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'একটা উপায় আছে; সকল মনুষ্যকে ভীত ও ত্রস্ত করিতে হইবে; তাহাদের যখন ভয় ও ত্রাস জন্মিবে, তখন আমি আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মদেশন করিব। এইরূপে শিথিলভূত বুদ্ধশাসন পুর্নগৃহীত হইবে; যাহাতে ইহা সহস্রবৎসর স্থায়ী হয়, আমি তাহা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবপুত্র মাতলিকে একটা মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরে পরিণত করিলেন। তাহার মুখ হইতে কদলীফলের ন্যায় চারিটা দাঁত বাহির হইয়াছে; তাহার দেহটা আজানেয় অশ্বের মত বৃহৎ; তাহার রূপ এমন ভয়ানক যে, দেখিবামাত্র গর্ভিণীদিগের গর্ভপাত হইতে পারে।

শক্র এই কুক্কুরকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া উহার গলে একটা রক্তবর্ণের মালা পরাইলেন এবং রজ্জুর এক প্রান্ত ধরিয়া চলিলেন; তিনি নিজে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকের পশ্চাদভাগে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং গলদেশে রক্তমালা ধারণ করিলেন। তিনি এক হস্তে এক বৃহৎ ধনুক লইলেন; উহার জ্যা প্রবালবর্ণ; তাঁহার অপর হস্তে থাকিল বজ্রাগ্র নারাচ। উহা তিনি নখদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে বনেচরের বেশ গ্রহণ করিয়া তিনি নগর হইতে এক যোজনমাত্র দূরে কোন স্থানে অবতরণপূর্ব্বক, 'সৃষ্টিনাশ হইল, সৃষ্টিনাশ হইল' তিন বার এই ভীষণ শব্দদ্বারা লোকের মনে মহাভীতি উৎপাদন করিলেন। তিনি যখন নগরের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঐরূপে চীৎকার করিলেন। লোকে তাঁহার কুক্কুর দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; তাহারা নগরে গিয়া রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজা তারাতাড়ি নগরের দ্বার বন্ধ করাইলেন; কিন্তু শক্র কুক্কুরসহ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ নগরপ্রাকার লঙ্ঘনপূর্ব্বক নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। লোকে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং যে যে ঘরে পারিল, প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কুক্কুর মহাকৃষ্ণ যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই তাড়া করিয়া ভয় দেখাইল এবং অবশেষে রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজাঙ্গনে যে সকল লোক ছিল, তাহারা ভয়ে রাজভবনের মধ্যে পলাইয়া গেল এবং দ্বার রুদ্ধ করিল। রাজা উশীনর অন্তঃপরচারিণীদিগকে লইয়া ছাদে উঠিলেন। তখন মহাকৃষ্ণ সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বাতায়নে স্থাপন করিল এবং মহাশব্দে ঘেউ ঘেউ করিল। এই বিকট শব্দ অধোদেশে অবীচি হইতে উর্দ্ধদেশে ভবাগ্র পর্য্যন্ত পরিব্যপ্ত হইল; সমস্ত চক্রবাল এক নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। পূর্ণক-জাতকে[১] পূর্ণক রাজার নিনাদ, ভূরিদত্ত-জাতকে[১]

[১]। এ নামে কোন জাতক দেখা যায় না।

নাগরাজ সুদর্শনের নিনাদ এবং মহাকৃষ্ণ-জাতকে এই নিনাদ জম্বুদ্বীপে মহাশব্দ নামে অভিহিত। নগরবাসীরা এমন ভয়বিহ্বল হইল যে, তাহাদের একপ্রাণীও শক্রের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারিল না।

এই বিপত্তির সময়ে কেবল রাজা ধৃতি লাভ করিলেন। তিনি বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া শক্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'অহে ব্যাধ, তোমার কুক্কুরটা এত চীৎকার করিল কেন?' ব্যাধরূপী শক্র বলিলেন, 'ইঁহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।' আচ্ছা, আমি ইহাকে কিছু খাদ্য দেওয়াইতেছি।' ইহা বলিয়া রাজা নিজের এবং বাড়ীর অন্য সকলের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সমস্ত দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ সে সমস্ত এক কবলেই উদরস্থ করিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজা আবার ইঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আবারও উত্তর পাইলেন, 'আমার কুক্কুর ক্ষুধার্ত হইয়াছে।' তখন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, রাজা তাহাও আনাইয়া দিলেন। মহাকৃষ্ণ ইঁহার একগ্রাসে নিঃশেষ করিল। অনন্তর রাজা নগরবাসীদিগের যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহা দেওয়াইলেন। মহাকৃষ্ণ তাহাও নিমেষের মধ্যে উদরস্থ করিয়া আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ কুক্কুর নহে, নিশ্চয় কোন যক্ষ। ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি ভয়ে ও ত্রাসে প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. কালো, কালো, বিকট কালো, দাঁতগুলো সব সাধা;
গায়ে আছে অসীম শক্তি, (তাই) পাঁচ দড়িতে বান্ধা।
পোষ কেন এমন কুক্কুর, (যারে) দেখলে ভয় পায়?
বুদ্ধিমান তো তোমায়, বাপু, দেখায় চেহারায়।

ইহা শুনিয়া শক্র দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. আসে নাই কৃষ্ণ হেথা মৃগমাংস করিতে ভক্ষণ;
খাইবে মনুষ্যমাংস, করি যদি বন্ধনমোচন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমার কুক্কুর কি সব মানুষেরই মাংস খাইবে, না যাহারা তোমার শত্রু কেবল তাহাদের মাংস খাইবে?' ইন্দ্র বলিলেন, 'যাহারা শত্রু, তাহাদেরই মাংস খাইবে।' 'এখানে কে কে তোমার শত্রু আছে?' 'যাহারা অধর্ম্মরত ও দুরাচার, তাহারা সকলেই আমার শত্রু।' 'তাহাদের পরিচয় দাও ত?' তখন দেবরাজ দশটী গাথায় অধার্ম্মিকদিগের পরিচয় দিলেন :

---

[১]। ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৪৩ সংখ্যক।

৩. মস্তক মুণ্ডন করি, ভিক্ষাপাত্র হাতে,
কেবল সাঙ্ঘাটিদ্বারা আবরিয়া দেহ,—[১]
ধরি শ্রামণের বেশ কৃষিবৃত্তি করে—
সেই সব পাপীদের বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৪. প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, মুণ্ডিত মস্তকে,
কেবল সজ্ঘাটি দ্বারা আবরিয়া দেহ,
ধরি ভিক্ষুণীর বেশ, এইরূপে যারা
রত হয় গৃহমধ্যে ইন্দ্রিয় সেবনে,
সেই সব পাপিষ্ঠার বিনাশ কারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৫. কামায় না দাড়ি গোঁফ, দেখায় সে হেতু
কত যেন ওষ্ঠখানি বড় তাহাদের;
মস্তকে জটার ভার আকীর্ণ ধুলায়,
মলে লিপ্ত দন্তপঙক্তি দেখি ঘৃণা হয়—
এমন সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষালব্ধ ধনে
ঋণদান-বৃত্তি যবে করিবে গ্রহণ,
তখন সে ভণ্ডদের বিনাশের তরে
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৬. বেদত্রয়, গায়ত্রী, যজ্ঞের প্রকরণ
শিখি সব করে যদি যজ্ঞ সম্পাদন
যজমানধন শুধু শুষিবার তরে,—
সে দুষ্ট দ্বিজের তবে বিনাশকারণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৭. মাতাপিতা জরাজীর্ণ যৌবনাবসানে;
অশনবসন-দানে অথচ তাঁদের
না যাহারা করে সেবা থাকিতে শকতি,
বিনাশিতে সেইরূপ নরাধমগণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।[২]

---

[১]। অর্থাৎ, তাহারা ত্রিচীবর ধারণ না করিয়া কেবল সজ্ঘাটি ব্যবহার করে।

[২]। এই গাথাটী সূত্রনিপাতেও দেখা যায় (৫/৯৮/১২৪)

৮. মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন;
অথচ যে তাঁহাদের করে অপমান
'কি জান তোমরা? বুদ্ধি নাই তোমাদের,
অনুক্ষণ এই বলে; বিনাশিতে তারে
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

৯. মাতুলানী, পিতৃষমা, ভার্য্যা বান্ধবের,
অথবা আচার্য্যপত্নী—এ সব নারীতে
হয় যারা রত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন,
সেই সব লম্পটের বিনাশের তরে,
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

১০. জনমি ব্রাহ্মণকুলে যে সকল লোক,
অসিচর্ম্মখড়্গ আদি করিয়া ধারণ
রত হয় পথিকের প্রাণান্ত-সাধনে,
বিনাশিতে সেই সব দুরাচারগণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

১১. ঘসি, মাজি শরীরের বর্ণ সুচিক্কণ
করে যারা বিধবার ভুলাইতে মন;
নিয়ত মর্দ্দন করি বিধবার পাদ
হইয়াছে অতি স্থূল বাহু যাহাদের—
অথচ ধরিতে অস্ত্র না আছে শকতি,—
বিধবার শত্রু এরা। হরি তাহ ধন
যায় চলি অন্য নারী সেবিবার তরে।
বিনাশিতে এই সব দুরাচারগণ
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।[১]

১২. মায়াবী কপটচারী, দুরাশয় সব
মনেতে অসাধুভাব করিয়া পোষণ
ভ্রমিবে এ ভূমণ্ডলে নিঃসঙ্কোচে যবে,
বিনাশিতে সেই সব পাপীর জীবন
করিব কৃষ্ণের আমি বন্ধন মোচন।

শত্রু আবার বলিলেন, 'মহারাজ, এই সকল ব্যক্তি আমার শত্রু'; এবং কুক্কুরটা সেই সেই শত্রুকে খাইবার উদ্দেশ্যে লম্ফ দিতেছে, এইরূপ

[১]। এই গাথায় ইংরাজী অনুবাদের সহিত পালিটীকার কিছুমাত্র সুসঙ্গতি নাই।

দেখাইলেন। ইহাতে সেই বৃহৎ জনসঙ্ঘের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে দেখিয়া তিনি কুক্কুরটাকে যেন রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া নিরস্ত করিলেন এবং ব্যাধবেশ ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অনুভাবলে আকাশে আসীন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র। এই পৃথিবী নষ্ট হইতে যাইতেছে দেখিয়া এখানে আসিয়াছি। সম্প্রতি লোকে অধর্ম্মাচরণহেতু মৃত্যুর পর অপায় ভোগ করিতেছে; দেবলোক প্রায় শূন্য হইয়াছে। এখন হইতে অধার্ম্মিকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আমার জানা আছে। আপনি নিজে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন।' অনন্তর তিনি স্মরণযোগ্য চারিটী গাথায়[১] ধর্ম্মদেশন করিলেন, মনুষ্যদিগকে দানশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং যে ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাকে আবার সহস্রবর্ষ প্রবর্ত্তনক্ষম করিয়া মাতলির সহিত স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি পূর্ব্বেও লোকহিতচর্য্যা করিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন মাতলি এবং আমি ছিলাম শক্র।]

----

৪৭০. কৌশিক-জাতক

কৌশিক-জাতক সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) প্রদত্ত হইবে।

৪৭১. মেণ্ডক-জাতক

মেণ্ডকপ্রশ্ন উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৪৭২. মহাপদ্ম-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে চিঞ্চামাণবিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দশবল সম্যকসম্বোধি লাভ করিলে বহু লোক তাহার শ্রাবকশ্রেণীভুক্ত হইল। বহুসংখ্যক দেবতা ও মনুষ্য শুদ্ধাবাসে[২] প্রবেশ করিলেন, সদ্‌গুণসমূহের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, লোকে শাস্তার মহাসম্মান করিতে লাগিল, তাঁহাকে বহু উপহার দিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতদিগের যে দুর্দ্দশা হয়, ইহাতে তীর্থিকদিগেরও তাহাই ঘটিল। লোকে আর তাঁহাদের প্রতি

---

[১]। এই গাথাগুলি কিন্তু মূলে নাই।

[২]। 'অরিয় ভূমি'। রূপব্রহ্মলোকের উর্দ্ধতন পাঁচটী আর্য্যভূমি বা শুদ্ধাবাস বলিয়া গণ্য।

সম্মান দেখাইত না; তাঁহাদিগকে উপহারও দিত না। তাঁহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, 'শ্রমণ গৌতম কি বুদ্ধ? আমরাও বুদ্ধ। কেবল তাঁহাকে দান করিলেই কি মহাফল পাওয়া যায়? আমাদিগকে দিলেও মহাফল পাইবে। তোমরা আমাদিগকেও দান কর।' কিন্তু জনসাধারণকে এইরূপে জানাইয়াও তাঁহারা লাভ ও সৎকার পাইলেন না। তখন কি উপায়ে জনসমাজে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহার লাভসৎকার বন্ধ করা যাইতে পারে, তাঁহারা গোপনে সমবেত হইয়া সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রাবস্তীতে চিঞ্চামাণবিকা-নাম্নী এক প্রব্রাজিকা ছিল। তাহার এমন রূপলাবণ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল যে, তাহাকে অপ্সরা বলিয়া মনে হইত। তাহার অঙ্গযষ্টি হইতে রূপের চ্ছটা নির্গত হইত। তীর্থিকদিগের মধ্যে এক ক্রূরমন্ত্রী বলিলেন, 'চিঞ্চামাণবিকার সাহায্যে শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাইয়া তাঁহার লাভসৎকারের পথ বন্ধ করা যাউক।' অন্য তীর্থিকগণ, ইহাই উত্তম উপায় মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অতঃপর একদিন চিঞ্চামাণবিকা তীর্থিকদিগের উদ্যানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইল। কিন্তু তীর্থিকেরা সেদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। ইহাতে বিস্মিত হইয়া চিঞ্চা বলিল 'আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি তো আপনাদিগকে তিন বার প্রণাম করিলাম! আমার অপরাধ কি যে, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না?' তখন তীর্থিকেরা বলিলেন, 'ভগিনি, তুমি জান না যে, শ্রমণ গৌতম আমাদের অনিষ্ট করিয়া, আমাদের লাভসৎকার নাশ করিয়া বিচরণ করিতেছেন।' চিঞ্চা বলিল, 'না প্রভুপাদগণ, আমি ইহা জানিনা। এ সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যই বা কি?' 'ভগিনি, তুমি যদি আমাদের সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক ঘটাও, এবং তাঁহার লাভসৎকারের পথ রুদ্ধ কর।' চিঞ্চা বলিল, 'বেশ কথা, এ ভার আমার উপর রহিল, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' ইহা বলিয়া সেদিন সে চলিয়া গেল।

চিঞ্চা স্ত্রীজনসুলভ মায়ায় বেশ নিপুণা ছিল। শ্রাবস্তীবাসীরা যখন ধর্ম্মকথা শুনিয়া জেতবন হইতে বাহির হইত, সে ঐ দিন হইতে ঠিক সময়ে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক[১] গন্ধমালাদি হস্তে লইয়া জেতবনাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'এ সময়ে কোথায় যাইতেছ', তাহা হইলে সে উত্তর দিত, 'আমি কোথায় যাই তাহা শুনিয়া তোমাদের কি লাভ?' ইহা বলিয়া সে

[১]। মূলে 'ইন্দগোপকবণ্ণং পটং পারুপিত্বা' আছে। ইন্দ্রগোপ একপ্রকার রক্তবর্ণ কীট (Cochineal)

জেতবনসমীপস্থ তীর্থিকারামে রাত্রিবাস করিয়া প্রাতঃকালেই সেখান হইতে বাহির হইত, এবং সে সকল উপাসক শাস্তাকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিবার জন্য নগর হইতে যাত্রা করিত, তাহাদের সম্মুখে এমনভাবে নগরে প্রবেশ করিত যে, সে যেন জেতবন হইতে আসিতেছে। 'কোথায় ছিলে', কেহ এই কথা জিজ্ঞাসিলে সে বলিত, 'কোথায় ছিলাম, তাহাতে তোমাদের প্রয়োজন কি?' এইরূপ বলিয়া সে এক মাস দেড় মাস কাটাইল; তাহার পর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত 'জেতবনে শ্রমণ গৌতমের সহিত এক গন্ধকুটীরে রাত্রিবাস করিয়াছি।' ইহা সত্য কি না, পৃথগ্‌জনের মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিল। যখন তিন চারি মাস অতীত হইল, তখন সে উদরে ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া গর্ভিণীবেশ ধারণ করিল এবং রক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, 'শ্রমণ গৌতম হইতেই এই গর্ভ লাভ করিয়াছি।' যাহারা অন্ধ ও নির্ব্বোধ, তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিল। অতঃপর অষ্টম কি নবম মাসে সে উদরের উপর একটা কাষ্ঠের পিণ্ড বান্ধিয়া পূর্ণগর্ভা সাজিল। সে রক্তবস্ত্রে দেহ আবৃত করিল, গরুর হনুদ্বারা নিজের হাত, পা ও পীঠে আঘাত করাইল[১] এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে, এইভাব দেখাইয়া ধর্ম্মসভায় তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথাগত তখন অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেছিলেন। চিঞ্চা গিয়া বলিল, 'মহাশ্রমণ আপনি বহু লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন; আপনার বচন মধুর, আপনার দন্তাবরণ (অধরৌষ্ঠ) অতি কোমল; আমি আপনার সংসর্গে এই গর্ভ লাভ করিয়াছি; এখন আমি আসন্ন-প্রসবা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আপনি আমার সূতিকা ঘর কোথায় তাহা ঠিক করিলেন না; ঘৃততৈলাদিরও আয়োজন হইল না! যদি নিজে এ সব না করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার কোন সেবককে—কোশলরাজকে কিংবা অনাথপিণ্ডকে কিংবা মহোপাসিকা বিশাখাকে—এই মাণবিকার জন্য এ সময়ে যাহা আবশ্যক, তাহা করিতে বলুন না? আপনি অভিরমণ করিতে জানেন, কিন্তু যে শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহাকে কিরূপে রক্ষা করা আবশ্যক ইহা জানেন না!' চিঞ্চা এইরূপে তথাগতকে সভামধ্যে ভর্ৎসনা করিল—যেন সে মলপিণ্ড হস্তে লইয়া চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইল। তথাগত ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া সিংহনাদে বলিলেন, 'ভগিনি, তুমি যাহা বলিলে , তাহা সত্য কি মিথ্যা, ইহা কেবল তোমার ও আমার জানা আছে।' চিঞ্চা বলিল, 'হাঁ শ্রমণ, ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে, তাহা কেবল আপনি জানেন ও আমি জানি।'

ঠিক এই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন,

---

[১]। শোথের ভাব দেখাইবার জন্য।

চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা কথা বলিয়া তথাগতের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। তিনি এসম্বন্ধে লোকের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য চারিজন দেবপুত্রের সহিত ধর্ম্মসভায় আগমন করিলেন। দেবপুত্রগণ মুষিকশাবকরূপে চিঞ্চার সেই কাষ্ঠ-পিণ্ডের বন্ধনরজ্জুগুলি একসঙ্গে ছেদন করিলেন; সে যে বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তাহাও বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইল। কাষ্ঠ-পিণ্ডটা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া তাহার পাদপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। ইহাতে তাহার উভয় পদের অঙ্গুলিগুলি ছিন্ন হইয়া গেল। তখন লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'কালকর্ণি, তুই সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিতেছিস।' তাহারা তাহার মস্তকে থুৎকার নিক্ষেপ করিল এবং লোষ্ট্র ও দণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে জেতবন হইতে তাড়াইয়া দিল। সে যখন তথাগতের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল, তখন এই মহাপৃথিবী বিদীর্ণ হইল, ভয়ঙ্কর বিবর দেখা গেল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিল—বোধ হইল যেন আত্মীয়-স্বজনদত্ত রক্তকম্বলে পরিবৃত হইয়াছে।[১] এইভাবে সে অবীচিতে গিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল। অতঃপর তীর্থিকদিগের লাভ-সৎকার একেবারে বিনষ্ট হইল এবং দশবলের লাভসৎকার আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

পরদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, যে সম্যকসম্বুদ্ধ অপারগুণসম্পন্ন এবং অগ্র দক্ষিণা পাইবার যোগ্য, চিঞ্চা মাণবিকা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেইজন্য সে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেহ এই রমণী আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিল :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রফুল্ল পদ্মের শ্রী ছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল পদ্মকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হইলেন। অতঃপর তাঁহার জননীর মৃত্যু হইল। রাজা অন্য এক স্ত্রীকে অগ্রমহিষীর স্থান দিয়া পুত্রকে যৌবরাজ্যে বরণ করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। উহা দমন করিবার

---

[১]। মূলে 'কুলদত্তিয়কম্বলং পারুপমানা' আছে। প্রথম খণ্ডের শীলবননাগ-জাতকেও এই পদদ্বয় দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন, সম্ভবতঃ ইহাতে নারীদিগকে বিবাহের কালে প্রদত্ত রক্তবর্ণ পশমী কাপড় বুঝায়।

জন্য যাইবার কালে রাজা অগ্রমহিষীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি এখানেই থাক; আমি বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেছি।' কিন্তু ঐ রমণী বলিলেন, 'না নাথ, আমি এখানে থাকিব না; আমি আপনার সঙ্গেই যাইব।' রাজা তাঁহাকে রণক্ষেত্রের বিপদের কথা বুঝাইলেন; বলিলেন, 'আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন নিশ্চিন্ত মনে এখানেই অবস্থিতি কর। আমি পদ্মকুমারকে বলিয়া যাইতেছি, সে যেন সাবধানে তোমার যাহা প্রয়োজন সমস্ত সম্পাদন করে।' রাজা পদ্মকুমারকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াই যাত্রা করিলেন।

রাজা প্রত্যন্তে গিয়া শত্রুদিগকে বিদূরিত করিলেন, জনপদে শান্তি স্থাপন করিলেন এবং প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজধানীর পুরোভাগে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব পিতার আগমনবার্ত্তা পাইয়া রাজধানী সুসজ্জিত করিলেন এবং রাজভবনের জন্য রক্ষী নিযুক্ত করিয়া একাকী পিতৃদর্শনে চলিলেন। এই সময়ে অগ্রমহিষী তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকট বিদায় লইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তোমার জন্য কি করিতে হইবে, বল।' ইহা শুনিয়া অগ্রমহিষী বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে মা বলিওনা।" তিনি উঠিয়া বোধিসত্ত্বের হাত দুইখানি ধরিলেন এবং বলিলেন, 'এস শয্যায় উঠ।' 'কেন? ইঁহার অর্থ কি?' রাজা যতক্ষণ না পৌছেন, ততক্ষণ আমরা কেলি করি।' 'আপনি আমার মাতা; আপনার স্বামী বর্ত্তমান আছেন। আমি এতকাল কখনও ইন্দ্রিয়সংযম ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীর দিকে কামবশে দৃষ্টিপাত করি নাই; আমি কিরূপে আপনার সহিত এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব?' অগ্রমহিষী তাঁহাকে দুই তিন বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া বলিলেন, 'কি, তুমি আমার কথামত কাজ করিবে না?' 'না, মা, তাহা কিছুতেই করিব না।' 'তবে রাজাকে বলিয়া তোমার মাথা কাটাইব।' 'আপনার যাহা ইচ্ছা করিবেন।' বিমাতাকে এইরূপে লজ্জা দিয়া মহাসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অগ্রমহিষীর মনে মহা ভয় হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই কুমারই যদি প্রথমে রাজাকে এই কথা জানায়, তাহা হইলে তো আমার প্রাণ থাকিবে না। অতএব আমাকেই অগ্রে রাজার নিকট (অন্যরূপ) বলিতে হইবে। তিনি আহার করিলেন না; তিনি মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেন; নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং পরিচারিকাদিগকে শিখাইয়া রাখিলেন, 'রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস, আমার অসুখ করিয়াছে।' অনন্তর তিনি পীড়ার ভান করিয়া শুইয়া রহিলেন।

রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং মহিষীকে না দেখিতে পাইয়া তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন শুনিলেন মহিষী পীড়িত,

তখন তিনি শ্রীগর্ভে[১] প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবী, তোমার অসুখের কারণ কি?' মহিষী রাজার কথা শুনিয়া যেন শুনিলেন না; অনন্তর রাজা দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'মহারাজ, কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? চুপ করিয়া থাকুন। সধবা স্ত্রীদিগের আমার মত অবস্থা হওয়াই উচিত।' 'কে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে? শীঘ্র বল; আমি তাহার মাথা কাটিব?' 'মহারাজ, আপনি যখন চলিয়া যান, তখন কাহার উপর নগররক্ষার ভার দিয়াছিলেন?' 'কেন, পদ্মকুমারের উপর।' 'সে একদিন আমার ঘরে আসিল; আমি বলিলাম, 'বাবা, এমন কাজ করিওনা; আমি তোমার মা।' ইহা শুনিয়াও সে উত্তর দিল, 'আমি ব্যতীত অন্য রাজা নাই; আমি তোমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইব এবং তোমার সহিত কেলি করিব।' ইহা বলিয়া সে আমার চুল ধরিয়া একটা একটা করিয়া উপড়াইতে লাগিল, এবং আমি যখন কিছুতেই তাহার কথায় সম্মত হইলাম না, তখন আমাকে প্রহার করিয়া ও আহত করিয়া চলিয়া গেল।' রাজা এই অভিযোগের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান না করিয়াই আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, পদ্মকুমারকে শৃঙ্খলে বান্ধিয়া এখানে আনয়ন কর।'

এই আজ্ঞা পাইয়া রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর তোলপাড় করিয়া তুলিল। তাহারা পদ্মকুমারের গৃহে প্রবেশ করিল, তাঁহাকে বান্ধিল ও প্রহার করিল; তাঁহার বাহুদ্বয় পশ্চাদভাগে আনিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল; তাঁহার গলদেশে রক্ত করবীরের মালা পরাইল এবং এইরূপে তাঁহাকে বধ্যবেশে সাজাইয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। পদ্মকুমার বুঝিলেন, ইহা মহিষীরই কাজ। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'ওহে রাজভৃত্যগণ, আমি রাজার কোন ক্ষতি করি নাই, আমি নিরপরাধ।' এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে তিনি তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত রাজধানী সংক্ষুব্ধ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, 'রাজা না কি স্ত্রীর কথায় মহাপদ্মকুমারের প্রাণবধ করাইতেছেন।' তাহারা সমবেত হইয়া কুমারের পাদমূলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিয়া বলিতে লাগিল, 'প্রভো, ভবাদৃশ ব্যক্তির অপমান বড়ই আক্ষেপের বিষয়।'

পদ্মকুমার উক্তরূপে রাজার সমীপে আনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ রাজা না হইয়াও রাজলীলা করিতে চায়; আমার পুত্র হইয়াও অগ্রমহিষীর অপমান করিয়াছে, যাও চোরপ্রপাত[২] হইতে নিক্ষেপ করিয়া ইঁহার জীবনান্ত কর।'

---

[১]। রাজার শয়নাগার।

[২]। যে ভৃগুস্থান হইতে প্রাণদণ্ডগ্রস্ত চোরদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'পিতঃ, আমি এরূপ কোন অপরাধ করি নাই; আপনি স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করিবেন না।' কিন্তু রাজা তাঁহার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হা বৎস পদ্মকুমার! তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল? এরূপ দণ্ড যে তোমার পক্ষে বড়ই বিসদৃশ!' রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ, আঢ্য ব্যক্তিগণ এবং অমাত্যবর্গও বলিলেন, 'মহারাজ, কুমার শীলাচারসম্পন্ন, আপনার বংশরক্ষক এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল স্ত্রীর কথায় ইঁহার প্রাণবধ করিবেন না। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া বিচার করাই রাজধর্ম্ম।' এই সময়ে তাঁহারা সাতটী গাথা বলিয়াছিলেন :

১. নিজে না পরীক্ষা করি ছোট বড় সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য বিষয়,
অপরকে দণ্ডদান রাজা যিনি, তাঁর পক্ষে উচিত না হয়।[১]

২. না জানিয়া, না শুনিয়া যে রাজা করেন কারো দণ্ডের বিধান,
সকন্টক খাদ্য তিনি গিলিয়া করেন, হায়, নরকে প্রয়াণ।
এমন রাজার আর জাত্যন্ধ জনের মধ্যে কোন ভেদ নাই;
অন্ধ উদরস্থ করে সমক্ষিক অম্লপান; এরো কাজ তাই।

৩. দণ্ডের যে যোগ্য নয়তারে দণ্ড দেন যিনি না করি বিচার,
দণ্ডনীয় লোকে পুনঃনা হয় দণ্ডিত কভু রাজ্যে যে রাজার,
অন্ধ তিনি; অন্ধ যথা চলিয়া বিষম পথে ভাবে তারে সম,
তিনিও অন্যায় করি ভাবেন, করিনি আমি ন্যায় অতিক্রম।

৪. ছোট বড় সর্ব্ববিধ, জ্ঞাতব্য বিষয় যিনি বিচারি যতনে
শাসেন প্রকৃতিবর্গে, তিনিই প্রকৃত রাজা, বলে সর্ব্বজনে।

৫. অত্যধিক মৃদুভাব, কিংবা কঠোরতা অতি, কিছু ভাল নয়;
সুযশ অর্জ্জন তরে লইবেন সদা নৃপ, দুয়েরি আশ্রয়।[২]

৬. শাসন শৈথিল্যে রাজ্যে দুষ্টেরা প্রশয় পায়, না মানে রাজারে
অতিকঠোরতা-দোষে শত্রুবৃদ্ধি ঘটি রাজ্য ছারখার করে।
মৃদুভাব, কঠোরতা, উভয়ের দোষগুণ বিচারিয়া তাই
ধরিয়া মধ্যম পন্থা করিবেন রাজ্য-রক্ষা নৃপতি সদাই।

৭. রিপুবশে বহুকথা বলে লোকে, আর বহু বলে দুষ্টজন;
স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস স্থাপি করিও না, নরনাথ, পুত্রের নিধন।

---

[১]। এই গাথাটী ধর্ম্মপদেও দেখা যায়।

[২]। তুং-রঘুবংশ, ১—

ভীমকান্তৈ নৃপগুণৈঃ স বর্ভুবোপজীবিনাম্
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।

অমাত্যেরা বহুপ্রকার রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কথামত কার্য্য করাইতে সমর্থ হইলেন না। বোধিসত্ত্বও পুনঃ পুনঃ আত্মজীবন প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় রাজা আবার আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, ইহাকে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ কর।

৮. এক পক্ষে সর্ব্বলোক; একাকিনী মহিষী আমার;
সে কারণ পক্ষ আমি করিয়াছি গ্রহণ তাঁহার।
যাও, এরে কর গিয়া প্রপাত হইতে নিক্ষেপণ;
মরিবে এখনি পাপী, এই আমি করিয়াছি পণ।

রাজা এই আদেশ দিলে তাঁহার ষোড়শ সহস্র পত্নীর মধ্যে একজনও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; নগরবাসীরাও সকলে হাত ছুড়িয়া ও মাথার চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ঐ সকল লোকে পাশে কুমারকে প্রপাত হইতে নিক্ষেপ করিতে বাধা দেয়, এই জন্য রাজা নিজেই সানুচয় সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির করিয়া নিক্ষেপ করাইলেন; তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনসঙ্ঘ হাহাকার করিতে লাগিল।

এই সময়ে পদ্মকুমারের মৈত্রী-ভাবনার প্রভাবে ঐ পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'মহাপদ্ম, তোমার কোন ভয় নাই' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া নিজের বুকে লইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যস্পর্শজনিত তেজঃ সঞ্চারপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন এবং পর্ব্বতপাদে পর্ব্বতাষ্টক নামক নাগ-ভবনে[১] নাগরাজের ফণাভ্যন্তরে রাখিয়া দিলেন। নাগরাজ বোধিসত্ত্বকে স্বীয়ভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নিজের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ দান করিলেন। সেখানে এক বৎসর বাস করিবার পরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি নরলোকে যাইব।' নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন দেশে যাইতে চান?' 'আমি হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' নাগরাজ এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে লইয়া নরলোকে রাখিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সেগুলি দিলেন এবং নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং ধ্যানবলে অভিজ্ঞাসমূহ লাভপূর্ব্বক বন্য ফলমূল আহার করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বারাণসীবাসী এক বনেচর সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর, আপনি কি মহাপদ্মকুমার নন?' পদ্মকুমার বলিলেন, 'হাঁ ভাই; আমি মহাপদ্মকুমার।' ব্যাধ

---

[১] । Wilson's Vishnu Purana Vol. II. 123.

ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, আপনার পুত্র হিমালয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট কয়েক দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ কি?' বনেচর উত্তর দিল, 'হাঁ মহারাজ।' রাজা বহু সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া ঐ প্রদেশে গমন করিলেন, এবং বনোপান্তে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অমাত্যগণ-সহ মহাসত্ত্বের পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন, মহাসত্ত্ব পর্ণশালাদ্বারে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন; অমাত্যেরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজাকে বন্য ফলমূল আহার করিতে বলিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, আমি তোমাকে অতি গভীর প্রপাতে নিক্ষেপ করাইয়াছিলাম। তুমি জীবিত থাকলে কিরূপে?

৯. বহুতাল পরিমিত সুগভীর, সুদুস্তর, নরকের মত
গিরিদুর্গ মধ্যে তুমি পড়িয়া কেমনে, বল না হলে নিহত?'

[অতঃপর যে পাঁচটী গাথা প্রদত্ত হইল, তাহাদের একটীর অন্তর একটী, অর্থাৎ তিনটী বোধিসত্ত্ব এবং অপর দুইটী রাজা বলিয়াছিলেন।]

১০. 'গিরিসানুজাত বলী, অসীম ক্ষমতাশালী, নাগেশ, রাজন,
ধরিলেন ফণোপরি আমায় তখন, তাই ঘটেনি মরণ।'

১১. 'তুমি, বৎস, রাজপুত্র; চল নিজগৃহে ফিরি; ল'য়ে তোমা যাই;
রাজত্ব করিবে সেথা; রবে সুখে; এ অরণ্যে থেকে কাজ নাই।'

১২. 'গিলিত বড়িশ যথা রক্তসহ নিষ্কাশিয়া লোকে সুখ পায়,
সেইরূপী সুখী আমি; রাজত্ব করিতে আর মন নাহি চায়।'

১৩. 'বল, বৎস, 'বড়িশ' কি? 'রক্ত' কি বুঝাও মোরে, কিবা 'নিষ্কাশন?'
গূঢ় অর্থ ইহাদের বিস্তারিয়া বলি কর সন্দেহ ভঞ্জন।'

১৪. 'বড়িশ বিষয়ভোগ, হস্তি-অশ্ব 'রক্ত' সম বিষয়ীর, পিতঃ;
পরিহার ইহাদের করি আমি 'নিষ্কাশন' নামে অভিহিত।

'মহারাজ, এখন হইতে আমার রাজ্যে কোন কাজ নাই। আপনি দশবিধ রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া এবং অগতির মার্গ পরিহার করিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করুন।' মহাসত্ত্ব তাঁহার পিতাকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। রাজা ক্রন্দন ও পরিদেবন করিতে করিতে নগরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন এবং পথিমধ্যে অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার চক্রান্তে আমি এইরূপ সদাচারসম্পন্ন পুত্রের বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলাম?' অমাত্যেরা উত্তর দিলেন,

'অগ্র-মহিষীর চক্রান্তে।' রাজা তখন অগ্রমহিষীকে ধরাইয়া ঊর্দ্ধপাদে চোরপ্রপাত হইতে নিক্ষেপ করাইলেন এবং নগরে প্রবেশ করিয়া যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও চিঞ্চা আমার অযথা গ্লানি রটাইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি শেষ গাথায় এই জাতকের সমবধান করিলেন :

১৫. চিঞ্চামাণবিকা ছিল বিমাতা তখন;
দেবদত্ত ছিল রাজা আজ্ঞাবহ তার;
আনন্দ পণ্ডিত নাগ, যাহার কারণ
পাইলাম মৃত্যুমুখ হইতে নিস্তার।
সারিপুত্র ছিলেন সেই পর্ব্বত-দেবতা;
আমি সেই রাজপুত্র; সাঙ্গ হল কথা।]

● অনেক দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে সপত্নীপুত্রের প্রতি বিমাতার আসক্তি সপত্নীপুত্রের সচ্চরিত্রতা ও তন্নিবন্ধন বিপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে Phoedra and Hippolytus এর কথা, ইহুদী সাহিত্যে Joseph ও Potiphar পত্নীর কথা, অস্মদ্দেশীয় শীতবসন্তের বা বিজয়বসন্তের কথা দ্রষ্টব্য। বন্ধনমোক্ষ-জাতকেও (১২০.) এইরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে।

---

৪৭৩. মিত্রামিত্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের এক সুবিজ্ঞ (হিতকারী) অমাত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটী নাকি রাজার বহু উপকার করিতেন; এজন্য রাজাও তাঁহার প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু অপর অমাত্যগণের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছিল; তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গিবার জন্য বলিতেন, 'মহারাজ, অমুক অমাত্য আপনার অহিতকারক' রাজা কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ঐ ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইঁহার কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না; এ আমার শত্রু কি মিত্র, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? শাস্তা ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে, এই প্রশ্নের উত্তর জানে। আমি গিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা প্রাতরাশ-সমাপনান্তে শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, কোন ব্যক্তি মিত্র, কি শত্রু, লোকে ইহা কিরূপে জানিতে পারে?' শাস্তা

বলিলেন, 'মহারাজ, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা এই প্রশ্ন চিন্তা করিয়া পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তদনুসারে অমিত্রবর্জ্জন-পূর্ব্বক মিত্রের সেবা করিয়াছিলেন।' অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক অমাত্য ছিলেন। ঐ সময়ে রাজার অন্যান্য অমাত্যেরা তাঁহার এক হিতকারী অমাত্যের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল। রাজা কিন্তু সেই অমাত্যের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। কিরূপে মিত্র, বা অমিত্র চিনিতে পারা যায়, তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। তিনি মহাসত্ত্বকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কালে প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :

১. কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন—
চিনিবে কেমনে—তার শত্রু কোন জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী ফিরাইয়া নির্ণয়
'অমুক আমার শত্রু' বল, মহাশয়।

তখন মহাসত্ত্ব, অমিত্র-লক্ষণ বুঝাইবার জন্য পাঁচটী গাথা বলিয়াছিলেন :

২. দেখিলে তোমায় হাঁসি মুখে নাই যার,
সুখী নাহি হয় শুনি বচন তোমার,
দেখা হলে চক্ষু যেই ফিরাইয়া লয়,
তুমি যাহা বল, তার বিপরীত কয়;

৩. তোমার যে শত্রু, তারে করে মিত্রজ্ঞান,
তোমার মিত্রেরে দেখে শত্রুর সমান,
করে প্রতিবাদ তব শুনিলে সুখ্যাতি,
শুনিলে তোমার নিন্দা হৃষ্ট হয় অতি;

৪. না বলে তোমায় নিজ রহস্য কখন,
তোমার রহস্য কভু না রাখে গোপন,
প্রশংসা না করে কভু কার্য্যের তোমার,
তুমি যে সুবিজ্ঞ ইহা করে না স্বীকার;

৫. তোমার ক্ষতিতে পায় আনন্দ অপার,
ঈর্ষ্যানলে পুড়ে লাভ দেখিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য তোমায় না স্মরে,
তুমি যে পেলেনা বলি দুঃখ নাহি করে।

'কি সুখ হইত যদি তুমিও খাইতে!'
একথা যে একবার নাহি ভাবে চিতে;
৬. অমিত্র যে, তার এই ষোড়শ লক্ষণ
দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধী জন।[১]

অনন্তর রাজা নিম্নলিখিত গাথায় মিত্র-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :

৭. কিরূপে করিবে বিজ্ঞ জানিতে যতন—
চিনিবে কেমনে—তার মিত্র কোন জন?
কি দেখি, কি শুনি, সুধী করিবে নির্ণয়,
'অমুক আমার মিত্র?' বল, মহাশয়।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিয়াছিলেন :

৮. বিদেশে যাইলে তুমি যে করে স্মরণ,
ফিরিয়া এসেছ দেখি হয় হৃষ্টমন,
অপার আনন্দ লভে দেখিয়া তোমায়,
মধুর বচনে তব স্বাগত শুধায়;
৯. তব মিত্রে মিত্রজ্ঞান করে যেই জন,
যে তোমার শত্রু, করে তাহারে বর্জ্জন,
অখ্যাতি শুনিলে তব প্রতিবাদ করে,
শুনিলে সুখ্যাতি সুখ পায় যে অন্তরে;
১০. নিজ গুহ্য তোমায় যে বলে অকপটে,
তব গুহ্য প্রকাশে না অন্যের নিকটে,
বাখানে তোমার গুণ সকলের ঠাঁই,
বলে, তোমা সম কোন প্রাজ্ঞ আর নাই;
১১. তব লাভে লভে যেই আনন্দ অপার,
দুঃখ পায় কোন ক্ষতি ঘটিলে তোমার,
পাইলে উৎকৃষ্ট খাদ্য যে স্মরে তোমায়,
তুমি যে পেলে না ভাবি দুঃখ মনে পায়,
'কি সুখ হইত যদি তুমিও পাইতে!'
এই কথা বার বার ভাবে যেই চিতে;
১২. মিত্র যে, তাহার এই ষোড়শ লক্ষণ
দেখি শুনি মনে বুঝি লয় সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান

[১]। ২য় ও ৬ষ্ঠ গাথা দ্বিতীয় খণ্ডের মিত্রামিত্র-জাতকেও (৮৪) দেখা গিয়াছে।

করিয়াছিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'মহারাজ, পূর্ব্বেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। এই বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারাই মিত্র ও অমিত্র চিনিতে হইবে।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

ত্রয়োদশ নিপাত

৪৭৪. আম্র-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'আমি বুদ্ধ হইব, শ্রমণ গৌতম আমার আচার্য্য বা উপাধ্যায় নহে' ইহা বলিয়া দেবদত্ত গুরু প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ধ্যানবল নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সঙ্ঘভেদ ঘটাইয়াছিলেন। অতঃপর (অনুতপ্ত হইয়া) তিনি শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত জেতবনের বাহিরেই পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাকে অবীচিতে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, 'দেখ ভাই দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সেই পাপে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়া এখন অবীচি মহানরকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছে।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত তাহার আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ হইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে তাঁহার পুরোহিতকুল অহিবাতরোগে[১] বিনষ্ট হইয়াছিল; কেবল একটী বালক ভিত্তি ভেদ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা পাইয়াছিল। সে তক্ষশিলায় গিয়া কোন দেশবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বেদসমূহ এবং অবশিষ্ট সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিল এবং দেশভ্রমণের অভিপ্রায়ে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্তগ্রামে উপস্থিত হইল। ঐ গ্রামের নিকটে এক বৃহৎ চণ্ডালগ্রাম ছিল। বোধিসত্ত্ব এই চণ্ডালগ্রামে বাস করিতেন। তিনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এমন একটী মন্ত্র জানিতেন, যাহার বলে অকালে ফলসংগ্রহ করিতে পারা যাইত। তিনি প্রাতঃকালে বাঁক লইয়া সেই গ্রাম হইতে বাহির হইতেন ও বনে যাইতেন, একটা আম্রবৃক্ষের নিকটে গিয়া সপ্তপাদমাত্র দূরে অবস্থিত হইয়া ঐ

---

[১]। অহিবাতরোগ—সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন এবং বৃক্ষোপরি অর্দ্ধাঞ্জলি[১] জল নিক্ষেপ করিতেন। অমনি পুরাতন পত্রগুলি পড়িয়া যাইত; নবপত্রের উদ্গম হইত, ফুল ফুটিত ও ঝরিয়া পড়িত, আম্রফল জন্মিত ও মুহূর্ত্তের মধ্যে পক্ক হইত বৃক্ষ হইতে ভূতলে পড়িত। ঐ সকল ফল যেমন মধুর, তেমন রসাল—যেন এ লোকের নহে, দেবলোকের। মহাসত্ত্ব এই সকল ফল কুড়াইয়া প্রয়োজনমত কতক নিজে আহার করিতেন, কতক বা বাঁকে বোঝাই করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। এই সকল ফল বিক্রয় করিয়া তিনি দারাপুত্র পোষণ করিতেন।

মহাসত্ত্বকে অকালে আম্র আহরণ করিতে দেখিয়া ঐ ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, 'এই ফলগুলি নিঃশংসয় মন্ত্রবলে উৎপন্ন; আমি ঐ লোকটার আশ্রয় লইয়া মহার্ঘ মন্ত্রটী গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, মহাসত্ত্ব কি প্রকারে আম্র সংগ্রহ করেন। অনন্তর সে যখন সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিল, তখন একদিন মহাসত্ত্বের বন হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে গেল এবং যেন কিছুই জানে না এই ভান করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচার্য্য কোথায়?' ঐ রমণী উত্তর দিলেন, 'তিনি বনে গিয়াছেন।' সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত হইতে নিজে বাঁক ও আম্রগুলি লইল এবং ঘরে লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। মহাসত্ত্ব তাহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে বলিলেন, 'ভদ্রে, এই মাণবক মন্ত্রগ্রহণাভিলাষে আসিয়াছে; কিন্তু মন্ত্রইঁহার নিকট তিষ্ঠিবে না, কেননা এ অসৎপুরুষ।' ব্রাহ্মণ-কুমার ভাবিল, 'আমি আচার্য্যের সেবা করিয়া মন্ত্র লাভ করিব।' সে ঐ সময় হইতে তাঁহার গৃহের সমস্ত কাজ করিতে লাগিল—সে কাষ্ঠ আহরণ করিত, ধান ভানিত, পাক করিত, মুখপ্রক্ষালনের দ্রব্য আনিয়া দিত, আচার্য্যের পা ধুইত। একদিন মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎস মাণবক, আমার পা রাখিবার জন্য একখানা আসন আন।' সে কোথাও কিছু না পাইয়া সমস্ত রাত্রি নিজের উরুদেশে আচার্য্যের পা রাখিয়া বসিয়া রহিল! ইঁহার কিছুদিন পরে মহাসত্ত্বের ভার্য্যা যখন এক পুত্র প্রসব করিলেন, তখন সে, প্রসূতির জন্য যে যে কাজ আবশ্যক, সমস্তই নিজে সম্পাদন করিল। তাহার সেবায় প্রীত হইয়া ঐ রমণী মহাসত্ত্বকে বলিলেন, 'স্বামিন, এই মাণবক উচ্চজাতিতে জন্মিয়াও মন্ত্রলাভের আশায় ভৃত্যবৎ আমাদের সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। ইঁহার নিকট পরিণামে মন্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক, আপনি ইহাকে মন্ত্র দান করুন।' 'বেশ, তাহাই করিতেছি' বলিয়া মহাসত্ত্ব তাহাকে মন্ত্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, এই মন্ত্র অমূল্য; ইঁহার সাহায্যে তুমি ধন ও মান লাভ করিবে। রাজা বা

---

[১]। পসত (সংস্কৃত প্রসৃত)। বাঙ্গালায় ইহাকে কোষ বলে।

রাজার অমাত্য যদি, তোমার আচার্য্য কে, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার নাম গোপন করিও না। চণ্ডালের নিকট মন্ত্র পাইলে ভাবিয়া যদি কখনও লজ্জায়, তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণ, এইরূপ বল, তাহা হইলে এই মন্ত্র হইতে কোন ফল পাইবে না।' মাণবক বলিল, 'গোপন করিব কেন? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আপনারই নাম করিব।' অনন্তর সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া উক্ত চণ্ডালগ্রাম হইতে যাত্রা করিল এবং মন্ত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কালক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইল। এখানে সে আম্র বিক্রয় করিয়া বহুধন লাভ করিল।

একদিন রাজার উদ্যানপাল এই ব্যক্তির নিকট আম্র ক্রয়পূর্ব্বক রাজাকে খাইতে দিল। রাজা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এমন আম্র কোথায় পাইলে?' উদ্যানপাল বলিল, 'মহারাজ, এক মাণবক অকালে এই সকল ফল আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, আমি এগুলি তাহার নিকটে কিনিয়াছি।' রাজা আদেশ দিলেন, 'তুমি তাহাকে বল গিয়া, এখন হইতে সব আমই যেন এখানে আনে।' উদ্যানপাল তাহাই করিল। মাণবকও সেই দিন হইতে রাজভবনে আম্র লইয়া যাইতে লাগিল। একদিন রাজা বলিলেন, 'তুমি আমার ভৃত্য হও।' মাণবক এইরূপে রাজভৃত্য হইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল, এবং ক্রমে রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইল।

একদিন রাজা মাণবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অকালে এইরূপ সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ও মধুর রসযুক্ত আম্র কোথায় পাও?' এগুলি কি তোমাকে কোন নাগ, বা সুপর্ণ, বা দেবতা দিয়া থাকেন, অথবা এ সব তোমার মন্ত্রবল-লব্ধ?' মাণবক উত্তর দিল, 'মহারাজ, এ ফল আমাকে কেহ দান করে না; আমার নিকট একটী অমূল্য মন্ত্র আছে; ফলগুলি সেই মন্ত্রের প্রভাবেই পাই।' 'যদি তাহাই হয়, তবে আমরা একদিন মন্ত্রবল প্রত্যক্ষ করিতে চাই।' 'যে আজ্ঞা, মহারাজ; আমি মন্ত্রের প্রভাব প্রত্যক্ষ করাইতেছি।' ইঁহার পরদিন রাজা তাহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গেলেন এবং বলিলেন, 'তোমার মন্ত্রের ক্ষমতা দেখাও।' সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া একটা আম্র বৃক্ষের নিকটে গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইয়া মন্ত্র পড়িল, এবং গাছের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল। বৃক্ষটী সেই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ফল ধারণ করিল, এবং মহামেঘে এমন বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ আম্র বর্ষণ করিতে লাগিল। বহুলোকে এই ব্যাপার দেখিতেছিল; তাহারা সাধুবাদ দিল, বস্ত্র দোলাইয়া আপনাদের সন্তোষ জানাইল; রাজা ফল খাইয়া মাণবককে বহু ধন দান করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, 'মাণবক, তুমি এই অদ্ভুত মন্ত্র কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ?' মাণবক ভাবিল, 'যদি বলি, চণ্ডালের নিকট, তাহা হইলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; লোকেও আমার নিন্দা করিবে। মন্ত্রটী তো এখন আমার সুন্দররূপে আয়ত্ত হইয়াছে. এখন ইঁহার নষ্ট হইবার

সম্ভাবনা নাই। অতএব বলা যাউক, ইহা কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের মুখে প্রাপ্ত হইয়াছি।' এইরূপ স্থির করিয়া সে মিথ্যা কথা কহিল, বলিল, 'তক্ষশিলায় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য আছেন; আমি ইহা তাঁহারই নিকটে শিক্ষা করিয়াছি।' এইরূপে সেই মাণবক আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিল, আর তৎক্ষণাৎ ঐ মন্ত্রের অন্তর্দ্ধান হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি মাণবককে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

ইঁহার পর একদিন রাজার আম খাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি উদ্যানে গিয়া মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশনপূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন, 'মাণবক, আম্র আহরণ কর।' মাণবক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আম্রবৃক্ষের নিকট গেল; সপ্তপাদমাত্র দূরে দাঁড়াইল, কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তি করিতে গিয়া দেখে, মন্ত্র মনে পড়ে না। মন্ত্র অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পূর্ব্বে বহু লোকজনের সমক্ষেও আমাকে আম্র আহরণ করিয়া দিত; মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, এও সেইরূপ আম্রবর্ষণ করাইত। কিন্তু এখন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইঁহার কারণ কি?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. ছোট, বড়, কত আম্র করি আহরণ,
দিয়াছ আমাকে পূর্ব্বে যখন তখন।
এবে বৃক্ষে ফল নাহি হয় প্রাদুর্ভূত,
সেই মন্ত্রে, ব্রহ্মচারী। এ বড় অদ্ভুত!

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'যদি বলি, আজ আম্রফল আহরণ করিব না, তাহা হইলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব মিথ্যা কথা বলিয়া ইহাকে বঞ্চনা করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল :

২. নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ কিছুই এখন
অনুকূল নয়, প্রভু করি নিবেদন।
পাইলে নক্ষত্র, যোগ, আর শুভক্ষণ,
আনিব প্রচুর আম্র করি আহরণ।

রাজা ভাবিলেন, 'অন্য দিন তো এ লোকটা নক্ষত্র ও যোগের কথা বলে নাই; এখন এরূপ বলে কেন?' ইহা জানিবার জন্য তিনি বলিলেন :

৩. নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, যোগ আর শুভক্ষণ—
এদের দোহাই আগে দেওনি কখন।
অথচ আনিয়া আম্র দিয়াছ প্রচুর,
সুন্দর, সুগন্ধ, আর আস্বাদে মধুর।

৪. পূর্ব্বে তুমি মন্ত্র যবে জপিতে, ব্রাহ্মণ,
আবির্ভূত হ'ত ফল বৃক্ষে অগণন।

সেই তুমি মন্ত্র আজি জপি বারবার,
পারিলে না। বল শুনি কারণ ইঁহার।

রাজার কথা শুনিয়া মাণবক ভাবিল, 'রাজাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারা যাইবে না। সত্য কথা বলিলে যদি দণ্ড দিতে হয় দিবেন; আমি সত্যই বলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :

৫. যথাধর্ম্ম দিলা মন্ত্র চণ্ডালকুমার,
বুঝাইলা দয়া করি প্রকৃত ইঁহার—
'জিজ্ঞাসিলে নামগোত্র গুরুর তোমার
করিও না কোন দিন সত্য-ব্যভিচার;
লজ্জাবশে কর যদি সত্যের গোপন
করিবে তোমারে মন্ত্র তখনি বর্জ্জন।'

৬. আহো কি কপট আমি! জেনে শুনে আজ
অলীক উত্তর সহায় দিনু, মহারাজ।
ব্রাহ্মণে দিলেন মন্ত্র, মিথ্যা এই কথা;
মন্ত্রহীন হ'য়ে মনে পাই বড় ব্যাথা।

রাজা ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ এইরূপ রত্ন লাভ করিয়াও তাহা সাবধানে রক্ষা করিতে পারিল না! এরূপ উত্তম রত্ন লাভ করিলে জাতিতে কি আসিয়া যায়?' অনন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন :

৭. এরণ্ড, পলাশ, নিম— যে গাছে মৌচাক আছে,
মধু পাইবার তরে শ্রেষ্ঠ মানি সেই গাছে।

৮. ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল, পূক্কশ আর,
যে জন যাহার গুরু; তিনি পূজনীয় তার।

৯. দাও দণ্ড নীচাশয়ে, বধ এরে প্রাণে
কিংবা দূর করি দাও অর্দ্ধচন্দ্রদানে।[১]
বহু কষ্টে লভি হেন অমূল্য রতন
অভিমানে নরাধম করে বিসর্জ্জন!

রাজপুরুষেরা লোকটার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া বলিল, 'যাও, সেই আচার্য্যের নিকটে গিয়া আবার তাঁহার আরাধনা কর; যদি পুনর্ব্বার মন্ত্র লাভ করিতে পার, তাহা হইলে এখানে আসিবে; নচেৎ এদেশের দিকেও তাকাইবে না।' ইহা বলিয়া তাহারা মানবককে কাশীরাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিল।

মাণবক অনাথ হইয়া ভাবিল, 'আচার্য্য ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নাই। তাঁহারই নিকটে গিয়া তাঁহার সেবা করিব এবং পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা

---

[১]। গাথার এই অর্দ্ধ মাতঙ্গ-জাতকেও (৪৯৭) দেখা যায়।

করিব।' সে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই চণ্ডালগ্রামে উপস্থিত হইল। সে আসিতেছে দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার ভার্য্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ঐ দেখ, পাপধর্ম্মা মন্ত্র হারাইয়া আবার আসিতেছে!'

মাণবক মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে করিয়া আসিয়াছ?' মাণবক উত্তর দিল, 'আচার্য্য, মিথ্যা কথা বলিয়া আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।' সে নিজের অপরাধ প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র প্রার্থনা করিবার কালে এই গাথাটী বলিল :

১০. সমস্থল ভাবি চলি পড়ে যথা মানুষ বিবরে,
গুহায়, নরকমধ্যে, কিংবা পূতি-পাদের[১] ভিতরে,
রজ্জু ভাবি কৃষ্ণসর্পে দলে পায়ে ভ্রান্ত যে প্রকার,
প্রবেশে যেমন অন্ধ প্রজ্বলিত অগ্নির মাঝার,
তেমনি, আমিও, প্রাজ্ঞ, করিয়াছি অপরাধ বড়;
হইয়াছি মন্ত্রহীন; প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর।

আচার্য্য বলিলেন, 'বৎস, তুমি একি কথা বলিতেছ? যে অন্ধ, সাবধান করিয়া দিলে সেও বিবরাদি পরিহার করিয়া চলিতে পারে। আমি তো প্রথমেই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম; এখন কেন আমার নিকট আসিয়াছ?'

১১. যথাধর্ম্ম মন্ত্র আমি দিলাম তোমায়,
যথাধর্ম্ম করেছিলে গ্রহণ তাহার।
মন্ত্রের প্রকৃতি যাহা, তাহাও যতনে
দিনু বুঝাইয়া তব হিতের কারণে,—
এ মন্ত্র তাহারে ত্যাগ করে না কখন,
সে করে সতত ধর্ম্মপথে বিচরণ।

১২. নরলোকে হেন মন্ত্র নিতান্ত দুর্লভ;
বহু কষ্টে ঘটেছিল ভাগ্যে প্রাপ্তি তব;
লভি জীবিকার তরে এমন রতন
হারাইলা বলি, মূর্খ, অলীক বচন।

১৩. অল্পমতি, অকৃতজ্ঞ, মূঢ়, অসংযত,
হেন মন্ত্র তারে আমি দেই না কখন।

---

[১]। 'পূতিপাদ' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেন, 'হিমবন্তপ্রদেশে মহারুক্খেসু সুকখিত্বা মতেসু সমূলেসু পূতিকেসূ জাতেসূ তস্মিং ঠানে মহা আবাটো হোতি তস্য নামং;' অর্থাৎ হিমালয়ে বড় বড় গাছগুলো মরিয়া শুকাইয়া গেলে তাহাদের মূলশুদ্ধ পচিয়া যে গর্ত্ত হয় তাহার নাম পূতিপাদ।

মন্ত্র কোথা? দূর হও! দেখিলে তোমায়
ঘৃণাবশে আপাদ-মস্তক জ্বলি যায়।'

আচার্য্যকর্ত্তৃক এইরূপে দূরীভূত হইয়া মাণবক ভাবিল, 'আমার আর জীবনে কি প্রয়োজন?' সে বনে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অনাথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই অকৃতজ্ঞ মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই চণ্ডাল পুত্র।]

---

৪৭৫. স্পন্দন-জাতক[১]

[রোহিণী নদীর তীরে শাস্তার জ্ঞাতিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। তদুপলক্ষ্যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান কুণাল-জাতকে (৫৩৬) বলা যাইবে। শাস্তা জ্ঞাতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজগণও—]

* * *

পুরাকালে বারাণসী নগরের বাহির এক সূত্রধারগ্রাম ছিল। সেখানে এক ব্রাহ্মণ সূত্রধার বন হইতে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক রথ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে এক বিশাল পলাশবৃক্ষ ছিল। এক কৃষ্ণবর্ণ সিংহ শিকার করিবার কালে কখনও কখনও উহার মূলে বিশ্রাম করিত। একদিন বায়ুবেগে পলাশ বৃক্ষের এক খণ্ড শুষ্ক শাখা ভগ্ন হইয়া ঐ সিংহের স্কন্ধোপরি পতিত হইল। স্কন্ধে একটু ব্যাথা পাইয়া সিংহ সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লম্ফ দিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। তাহার পর পথের দিকে ফিরিয়া সে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'অন্য কোন সিংহ বা ব্যাঘ্র আমার অনুধাবন করিতেছে না; এই বৃক্ষে যে দেবতা জন্মিয়াছে, সেই বুঝি আমার এখানে শুইয়া থাকা পছন্দ করে না। ইঁহার সঙ্গে আমার বুঝা পড়া করিতে হইবে।' এইরূপে অস্থানে ক্রোধ করিয়া সে ঐ বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করিয়া বলিল, 'ওরে বৃক্ষ, আমি তোর পাতা খাই না; তোর ডাল ভাঙ্গি না। অন্য পশু এখানে থাকে, তা তোর সহ্য হয়; কেবল আমার থাকাই তুই সহিতে পারিস না। আমার দোষ কি বলত? যাক কিছু দিন; আমি তোকে মূলসুদ্ধ উপড়াইব ও টুকরা টুকরা করিয়া কাটাইব।' বৃক্ষকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া সিংহ, কোন মানুষ পাওয়া যায় কিনা,

---

[১]। স্পন্দন—পলাশ

তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই ব্রাহ্মণ সূত্রধার দুই তিনজন লোক সঙ্গে লইয়া রথনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠসংগ্রহার্থ রথারোহণে সেই অঞ্চলে গিয়াছিল। সে একস্থানে যান রাখিয়া বাসি হাতে লইয়া বৃক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে উক্ত পলাশ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণসিংহ ভাবিল, 'আজ আমার শত্রুনাশের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।' সে তখনই গিয়া পলাশবৃক্ষের মূলে দাঁড়াইল, কিন্তু সূত্রধার ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে চলিল। কৃষ্ণসিংহ ভাবিল 'এ ব্যক্তি এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ইঁহার সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রথম গাথা বলিল :

১. কুঠার লইয়া হাতে, পশিয়াছ এ বিজন বনে;—
শুধাই তোমায়, সৌম্য, কি কাঠ কাটিতে ইচ্ছা মনে?

সিংহের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'বা, এ তো বড় আশ্চর্য্য! পশুতে মানুষের মত কথা কয়! এমন পশু তো পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। কোন কাঠ রথনির্ম্মাণের উপযোগী, এ নিশ্চয় তাহা জানে। একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' ইহা চিন্তা করিয়া সে দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. বনরাজ তুমি, ভাই; সমাসম চর সর্ব্ব ঠাঁই;
কোন কাঠে ভাল চাকা গড়া যায়? তোমারে শুধাই।

সিংহ ভাবিল, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। সে তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. ধব তো অধম;[১] শাল[২] খদির ইত্যাদি—
শক্ত কাঠ ইহাদের, আছে এই খ্যাতি।
পলাশের কাছে কিন্তু এরা কিছু নয়;
পলাশকাঠের চাকা চিরস্থায়ী হয়।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সূত্রধার সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল, 'আজি অতি শুভক্ষণে এই বনে আসিয়াছি; রথনির্ম্মাণের জন্য কোন্ কাঠ ভাল, একটা ইতর জন্তু তাহা আমাকে বলিয়া দিতেছে! আহো, আমার কি সৌভাগ্য! অতঃপর সে চতুর্থ গাথা বলিল :

৪. পলাশের পাতা, আর কাণ্ড কি প্রকার?
লক্ষণ কি বল এই গাছ চিনিবার।

এই প্রশ্নের উত্তরে সিংহ দুইটী গাথা বলিল :

---

[১]। সংস্কৃত নাম অগ্নিজ্বল। ইহা এক প্রকার ছোট গাছ।

[২]। মূলে শাল ও অশ্বকর্ণ এই দুই বৃক্ষেরই নাম আছে। কিন্তু শাল ও অশ্বকর্ণ একই পর্য্যায়ভুক্ত।

৫. ডালগুলি থাকে ঝুলি, নোয়ায় তো না যায় ভাঙ্গিয়া;
পলাশ তাহার নাম; যার মূলে আছি দাঁড়াইয়া;
৬. অর, নাভি, ঈষা, নেমি— রথের যতেক অঙ্গ আছে,
সবই ভাল গড়া যায় একমাত্র পলাশের গাছে।

ইহা বলিয়া সিংহ সন্তুষ্ট চিত্তে এক পাশে গিয়া চরিতে লাগিল; সূত্রধারও গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি এই সিংহটার গায়ে কিছুই ফেলি নাই; এ অকারণ ক্রোধবশ হইয়া আমার বিমান নষ্ট করাইতেছে; ইহাতে আমিও বিনষ্ট হইব। এখন আমাকেও সিংহটার বিনাশের উপায় দেখিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া বৃক্ষদেবতা কাঠুরিয়ার বেশ ধারণ করিলেন এবং সূত্রধারের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওগো, ছুতরের পো! তুমিত খুব ভাল গাছ পেয়েছ! এটা কেটে কি তৈয়ার করবে?' সূত্রধার বলিল, 'রথের চাকা গড়ব।' 'এ কাঠে রথ গড়া যায়, এ কথা কে বলল?' 'একটা কালো সিঙ্গি বলেছে।' 'বা! সে ভালই বলেছে। এ কাঠে খুব ভালো রথ গড়তে পারবে। আর, কালো সিঙ্গির গলার চামড়া তুলে—বেশি নয়, কেবল চার আঙ্গুল চওড়া—চাকার হাল তৈয়ার কর ও যুতে দেও ত, বাবা। লোহার পেটির মত শক্ত হবে; চাকা কখনও নড় চড় করবে না, তোমার বেশ দু'পয়সা লাভ হবে।' 'কালো সিঙ্গির গায়ের চামড়া কোথায় পাব?' 'তুমি ত, বাপু, হদ্দ বোকা! এ গাছটা তো বনেই আছে, পালিয়ে যাবে না; যে তোমাকে এই গাছ দেখায়েছে, তার কাছে যাও; গিয়া বল, মশায়, যে গাছটা দেখালেন, তার কোন জায়গায় কাটব? এই ছলে সিঙ্গিটাকে এখানে আন; সে যেমন বেপরওয়ায়ে মুখ বাড়াইয়া এখানে কাট, ওখানে কাট বলবে, অমনি আর কি, তোমার যে ধারাল কুড়াল দেখিতেছি, এক কোপে নিকাশ কর। তার পর চামড়া তোল, মাংস খাও, গাছ কাট, যা খুশী তাই কর।' বৃক্ষদেবতা এভাবে নিজের আক্রোশ প্রকাশ করিলেন।

শাস্তা নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিলেন :

৭. পলাশ তরুর দেব কহেন তখন,
শুন, ভারদ্বাজ,[১] তুমি আমার বচন—
৮. কাট চর্ম্ম তুলি লয়ে অস্ত্র খরশাণ
সিংহস্কন্ধ হতে চারি অঙ্গুলিপ্রমাণ।
সে চর্ম্মে আবৃত কর নেমি অতঃপর;
দৃঢ় নেমি তাহা হলে হবে দৃঢ়তর।

[১]। ব্রাহ্মণ সূত্রধারকে এই নামে সম্বোধন করা হইয়াছে।

৯. এরূপে পলাশ-দেব করে সম্পাদন
নিমিষের মধ্যে তার বৈরনির্য্যাতন।
জাত বা অজাত সিংহ, সবার উপর
সাধিলা শত্রুতা, দিয়া দুঃখ নিরন্তর।[১]

বৃক্ষদেবতার কথা শুনিয়া সূত্রধার ভাবিল, 'আজ আমার শুভদিন!' অতঃপর সে কৃষ্ণসিংহকে বধ করিয়া এবং গাছ কাটিয়া চলিয়া গেল।

শাস্তা নিম্নলিখিত চারিটী গাথায় এই আখ্যায়িকার ব্যাখ্যা করিলেন :

১০. সিংহ ও পলাশ, দোঁহে পরস্পর বিবাদ করিল;
একের চেষ্টায় অন্যে, দেখ, শেষে উভয়ে মরিল।

১১. সেইরূপ মানুষের মধ্যে হলে বিবাদ-ঘটন;
একে করে অপরের সদা তারা ছিদ্র উদ্ঘাটন।
নাচিলে ময়ূর তার অঙ্গদোষ প্রকটিত হয়;
বিবাদে মাতিলে লোকে সেই নৃত্য নাচিবে নিশ্চয়।
মরিল পলাশ, সিংহ, নাচিয়া ময়ূরনৃত্য[২] আজ;
বিবাদ-নিরত লোকে সেই নৃত্য নাচে, মহারাজ।

১২. তাই বলি, হবে ভাল, থাক যদি মিলি মিশি সবে;
হও একপ্রাণ; সিংহ— পলাশের মত নাহি হবে।

১৩. শিক্ষা কর দেখাইতে সকলের প্রতি সমপ্রীতি;
জ্ঞানীর প্রশংসনীয় সর্ব্বকালে এ উত্তম নীতি।
সতত সম্প্রীতিভাবে সঙ্গে থাকে যারা সকলের,
যোগক্ষেম[৩] কোন কালে বিনষ্ট না হয় তাহাদের।

[শাক্যরাজেরা ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরস্পরের প্রতি বৈরভাব পরিহার করিলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই দেবতা, যিনি বনভূমিতে ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

---

[১]। অর্থাৎ এই পরামর্শে কেবল যে সেই কৃষ্ণ সিংহেরই জীবনান্ত হইল, তাহা নহে; অতঃপর লোকে গলচর্ম্মের লোভে অন্য সিংহদিগকেও মারিতে লাগিল।

[২]। নৃত্য-জাতক (৩২) দ্রষ্টব্য।

[৩]। টীকাকার যোগক্ষেমের অর্থ করিয়াছেন নির্ব্বাণ। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার সাধারণ অর্থই যুক্তিসঙ্গত। যাহারা নির্ব্বিবাদে থাকে; তাহাদের সম্পত্তি নাশ হয় না, শত্রুভয়ও থাকে না, ইহাই গাথার অভিপ্রায়।

৪৭৬. জবনহংস-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দৃঢ়ধর্ম্মসূত্র-দেশনসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মনে কর, চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চারিদিকে অবস্থিত আছে, এই সময়ে যদি কেহ আসিয়া বলে, 'এই চারিজন বলিষ্ঠ, সুশিক্ষিত, নিপুণহস্ত ও ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধানুষ্ক চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিলে সেগুলি ভুতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ধরিয়া আনিব,' তাহা হইলে কি তোমরা ভাবিবে না যে, এই ব্যক্তি অতি বেগবান—এ দ্রুতগমনশীলতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তোমরা যে এরূপ ভাবিবে, ইহা বলার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, ভিক্ষুগণ, এমন কতকগুলি পাদার্থ আছে, যাহাদের বেগ ঐ ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর, যাহাদের বেগ এই ব্যক্তির বেগ অপেক্ষা, চন্দ্রসূর্য্যের বেগ অপেক্ষা, চন্দ্র-সূর্য্যের অগ্রতোধাবী দেবতাদিগের বেগ অপেক্ষাও শীঘ্রতর। এই পদার্থগুলি আয়ুঃসংস্কার-সমূহ। ঐ ব্যক্তি যত শীঘ্র ধাবিত হয় ইত্যাদি... চন্দ্রসূর্য্যের অগ্রগামী দেবতারা যত শীঘ্র ধাবিত হন, আয়ুঃসংস্কারগুলি তাহা অপেক্ষাও দ্রুততর বেগে ক্ষয় পায়। এই জন্য, ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিখিয়া রাখা উচিত যে, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইতে হইবে।'

শাস্তা এই সূত্র বলিবার দুই দিন পরে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, 'ভাই, তথাগত বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রণীদিগের আয়ুঃসংস্কার যে অতি ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর, ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে পৃথগ্‌জনের এবং ভিক্ষুদিগের মনে মহাত্রাস জন্মিয়াছে। আহো, বুদ্ধবলের কি প্রভাব।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, আমি এখন সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি, এখন যে আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়া ভিক্ষুদিগের ভয়োৎপাদন করি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে আমি হংসকুলে ঔপপাতিক[২] জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও আয়ুঃসংস্কারসমূহের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইয়া বারাণসীরাজ এবং তাঁহার সমস্ত অমাত্যদিগের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলাম। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

---

[১]। জবন—দ্রুতগামী, বেগবান।

[২]। মূলে 'অহেতুক' এই পদ আছে। স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ বিনা সত্ত্বের যে উৎপত্তি, তাহাকে অহেতুক বা ঔপপাতিক (পালি 'ঔপপাতিক') বলা যায়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হংসকুলে জন্ম পরিগ্রহণপূর্ব্বক নবতি সহস্র হংসপরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন। একদিন তিনি পরিজনসহ জম্বুদ্বীপতলস্থ কোন সরোবরে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণপূর্ব্বক বারাণসী নগরের উপর দিয়া চিত্রকূটাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু হংস ছিল; সকলেই বিলাসগতিতে মন্দবেগে উড়িতেছিল; ইহাতে বোধ হইতেছিল যে, বারাণসীর উপরে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একখানি হিরণ্ময় কিলিঞ্জক[১] বিস্তৃত হইয়াছে।

বারাণসীরাজ মহাসত্ত্বকে দেখিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'এই হংস, বোধ হয়, আমারই মত রাজা হইবেন।' তাঁহার মনে মহাসত্ত্বের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইল, তিনি মাল্যগন্ধবিলেপন হস্তে লইয়া মহাসত্ত্বকে অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ববিধ বাদ্য বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব হংসদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কি প্রত্যাশা করিয়া আমার এইরূপ সৎকার করিতেছেন?' হংসেরা বলিল, 'প্রভু! রাজা, বোধ হয়, আপনার সহিত মিত্রতা করিতে চান।' 'তবে আমার সহিত রাজার মিত্রতা হউক', ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজার সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ইঁহার পর একদিন রাজা যখন উদ্যানে ছিলেন, সেই সময়ে মহাসত্ত্ব অনবতপ্তহ্রদে গিয়া এক পক্ষে জল এবং এক পক্ষে চন্দনচূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ জল দিয়া রাজাকে স্নান করাইলেন। বহুলোক এই ব্যাপার দেখিতে পাইল। অনন্তর তিনি সপরিবারে চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন। এই সময় হইতে রাজা মহাসত্ত্বকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ইচ্ছা করিতেন; 'আজ আমার বন্ধু আসিবেন', ইহা মনে করিয়া তাঁহার আগমনপথের দিকে লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মহাসত্ত্বের কনিষ্ঠ দুইটী হংসপোতক সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নিকট আপনাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎসগণ, সূর্য্যের বড় তীব্রবেগ; তোমরা সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইতে পারিবে না।' হংসপোতকদ্বয় দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল; বোধিসত্ত্ব তৃতীয়বারও তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। হংসপোতকেরা আত্মবল জানিত না। তাহাদের সঙ্কল্প অটল রহিল, তাহারা মহাত্ত্বের অজ্ঞাতসারেই সূর্য্যের সহিত ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল এবং একদিন অরুণোদয়ের

১। কিলিঞ্জক—মাদুর।

পূর্ব্বেই যুগন্ধর পর্ব্বতের[১] শিখরোপরি গিয়া উপবেশন করিল। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরা কোথায় গেল?' তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এরা তো সূর্য্যের সঙ্গে ধাবিত হইতে পারিবে না, পথেই মারা যাইবে। আমি গিয়া ইহাদের প্রাণ রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনিও গিয়া যুগন্ধর পর্বতোপরি উপবেশন করিলেন।

এদিকে সূর্য্য উদিত হইল; হংসপোতকদ্বয় উড্ডীন হইয়া সূর্য্যের সহিত ছুটিল। মহাসত্ত্বও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে যে কনিষ্ঠ, সে সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকাল ছুটিল এবং শেষে ক্লান্ত হইল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন পক্ষসন্ধিদ্বয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। সে সঙ্কেতদ্বারা বোধিসত্ত্বকে জানাইল, 'দাদা, আমার আর সাধ্য নাই।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভয় নাই। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।' তিনি তাহাকে নিজের পক্ষপঞ্জরের উপর রাখিয়া আশ্বাস দিলেন, চিত্রকূটে লইয়া গিয়া হংসদিগের মধ্যে রাখিলেন, পুনর্ব্বার ধাবিত হইয়া সূর্য্যকে ধরিলেন এবং অপর হংসপোতকটীর সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিলেন। সে প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যের সহিত সমান সমান বেগে গিয়াছিল; কিন্তু শেষে অবসন্ন হইল, তাহারও বোধ হইল, যেন পক্ষসন্ধিদ্বয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন সেও সঙ্কেতদ্বারা বোধিত্ত্বকে জানাইল, 'দাদা, আর পারি না।' মহাসত্ত্ব তাহাকেও আশ্বাস দিয়া নিজের পক্ষপঞ্জরে স্থাপনপূর্ব্বক চিত্রকূটে গমন করিলেন। সূর্য্য তখন নভোমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'আজ আমার শরীরবল পরীক্ষা করিব।' তিনি উৎপতনপূর্ব্বক একবেগে যুগন্ধর পর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া বসিলেন; সেখান হইতে উৎপতন করিয়া একবেগে সূর্য্যকে ধরিলেন, এবং কখনও সূর্য্যের পুরোভাগে, কখনও পশ্চাদ্‌ভাগে, ধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 'সূর্য্যের সঙ্গে আমার বেগ পরীক্ষা করা নিরর্থক; এ চেষ্টা কেবল অপ্রজ্ঞাজাত সঙ্কল্পের ফল; ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? আমি বারাণসীতে বন্ধুর নিকট অর্থধর্ম্মযুক্ত কথা বলি গিয়া।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিবর্ত্তন করিলেন, সূর্য্য নভোমধ্যবিন্দু অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত চক্রবালের[২] একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত

---

[১]। যুগন্ধর—বৌদ্ধদিগের মতে মেরু মহাগিরিকে বেষ্টন করিয়া একে একে বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই সাতটী কুলাচল নামে অভিহিত। ইহাদের নাম যুগন্ধর, ঈসধর, ফরবিক, সুদস্‌সন, নেমিকত্ব, বিনতক, অস্‌সকণ্ণ। ইহাদের মধ্যে যুগন্ধর মেরুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী।

[২]। চক্রবাল—বৌদ্ধমতে এক একটী চক্রবাল এক একটী সৌরজগতের স্থানীয়। মধ্যভাগে মেরু; তাহার চতুর্দ্দিকে একে একে সাতটী পর্ব্বতরাজি; তাহার পর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও

পরিভ্রমণপূর্ব্বক বেগ হ্রাস করিলেন, এবং সেই ক্ষীণবেগেই জম্বুদ্বীপের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মন্দবেগেরই এত পরিমাণ যে, তখনও বোধ হইতে লাগিল দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীনগরী হংসদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আকাশে কুত্রাপি একটী ছিদ্র আছে বলিয়া মনে হইল না। অতঃপর তিনি যখন ক্রমে বেগ কমাইতে লাগিলেন, তখন আকাশে ছিদ্র দেখা যাইতে লাগিল। পরিশেষে মহাসত্ত্ব বেগসংবরণপূর্ব্বক আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একটা বাতায়নের অভিমুখে অবস্থিত হইলন। 'আমার বন্ধু আসিয়াছেন' বলিয়া রাজা মহা আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার উপবেশনের জন্য কাঞ্চনপীঠ আনয়ন করাইলেন, এবং 'মিত্র আসন গ্রহণ কর' বলিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

১. কর, সখে, এই আসন গ্রহণ;
সুখী হই তব পেয়ে দরশন।
তোমার (ই) এ রাজ্য—এসেছ হেথায়;
বল তো কি দিয়া তুষিব তোমায়?

মহাসত্ত্ব কাঞ্চনপীঠে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক[১], সহস্রপাক ইত্যাদি নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করিলেন, তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত সুবর্ণ পাত্রে[২] মধুমিশ্রিত লাজ এবং শর্করোদক দেওয়াইলেন এবং মধুর বাক্যে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি একাকী আসিয়াছ কেন? তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?' মহাসত্ত্ব সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তখন রাজা বলিলেন, 'বন্ধু, সূর্য্যের সহিত যে বেগ-প্রতিযোগীতা করিলে, তাহা একবার আমায় দেখাইতে হইবে।' 'মহারাজ, সে বেগ-দেখাইবার সাধ্য নাই।' 'না থাকে তো তাহার সদৃশ কিছু দেখাও।' 'বেশ, মহারাজ, তাহার সদৃশ কিছু দেখাইতেছি। আপনি আকর্ণবেধী ধনুদ্ধরদিগকে আসিতে বলুন।' রাজা ধনুর্দ্ধরদিগকে আনাইলেন। মহাসত্ত্ব তাহাদের মধ্যে চারিজনকে লইয়া রাজভবন হইতে অবতরণ করিলেন, রাজাঙ্গনের এক অংশ খনন করাইয়া সেখানে একটী শিলাস্তম্ভ বসাইলেন, নিজের গলদেশে একটা ঘন্টা বান্ধাইলেন, নিজে ঐ স্তম্ভের মস্তকোপরি বসিলেন, নিকটে ধনুর্দ্ধর চারিজনকে চারিদিকে মুখ করিয়া দাঁড়

পশ্চিম এই চারিদিকে চারি মহাদেশ। এই সমস্তকে বেষ্টন করিয়া চক্রবাল পর্ব্বত। বিশ্বে এইরূপ অসংখ্য চক্রবাল আছে। চক্রবালগুলি জলাবৃত বলিয়া কল্পিত।

[১]। দ্রুত-ধাবনবশত অঙ্গে যে ব্যথা হইয়াছিল, তাহার উপশমার্থ এই সকল তৈল ব্যবহৃত হইয়াছিল। কবিরাজী তৈল নানাবিধ ভৈষজ্যের সহিত পুনঃ পুনঃ পাক করা হয়। মহাভারতেও শতপাক তৈলের উল্লেখ আছে।

[২]। মূলে 'তট্টকে' আছে। তট্টক—টাট বা থালা।

করাইলেন, এবং বলিলেন, ‘এই চারি ব্যক্তি যুগপৎ চারিটী শর নিক্ষেপ করুক। ঐ সকল শর ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই আমি সেগুলি আনয়ন করিয়া ইহাদের পাদমূলে ফেলিয়া দিব, আমি যে শরাহরণার্থ গিয়াছি, তাহা কেবল আমার গলঘন্টার শব্দেই বুঝিতে পারিবেন; আমাকে কিন্তু তখন দেখিতে পাইবেন না।’

ধনুর্দ্ধরেরা যুগপৎ শর নিক্ষেপ করিল, মহাসত্ত্ব সেগুলি আহরণ করিয়া তাহাদের পাদমূলে ফেলিলেন, লোকে দেখিতে পাইল, তিনি শিলাস্তম্ভেই বসিয়া আছেন (অর্থাৎ তিনি কখন গেলেন, কখন ফিরিলেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না)। তিনি বলিলেন, ‘মহারাজ, আমার বেগ দেখিলেন ত! কিন্তু মহারাজ, ইহা আমার উত্তম বেগ নয়, মধ্যম বেগও নয়, ইহা আমার মন্দ হইতেও মন্দতর বেগ।’ ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, ‘বন্ধু, তোমার বেগ হইতেও শীঘ্রতর অন্য কোন বেগ আছে কি?’ মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, ‘আছে বৈ কি, মহারাজ! প্রাণীদিগের আয়ুঃসংস্কার আমার উত্তম বেগ হইতেও শতগুণে, সহস্রগুণে, শতসহস্রগুণে শীঘ্রতর হইয়া ক্ষয় পাইতেছে, ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, লয় পাইতেছে। অনুক্ষণ যে রূপধর্ম্ম (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীবদেহ) ক্ষয় পাইতেছে, মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথায় রাজা মরণভয়ে এত ভীত হইলেন যে, তিনি সংজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে অতিমাত্র ত্রস্ত হইল, তাহারা রাজার মুখে জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহার মোহাপনোদন করিল। তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, ‘মহারাজ, ভয় পাইবেন না, কিন্তু মরণের কথা যেন মনে থাকে। ধর্ম্মপথে বিচরণ করুন, দানাদি পুণ্য কর্ম্মে রত হউন, অপ্রমত্তভাবে থাকুন।’ রাজা বলিলেন, ‘প্রভু, আমি ভবাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য বিনা থাকিতে পারিব না; আপনি চিত্রকূট পর্ব্বতে না গিয়া এখানেই অবস্থিতি করুন এবং আমার আচার্য্য হইয়া আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও সদুপদেশ দিন।’ এই প্রার্থনা করিবার কালে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

২. জন্মে প্রেম কারো প্রতি শুনি তার গুণের কীর্ত্তন,
হয় প্রেম অন্তর্হিত কভু করো করিলে দর্শন।
অতি প্রিয় তুমি মোর উভয়তঃ—দর্শনে, শ্রবণে;
কর তুষ্ট মোরে, সখে, সদা তব দরশনদানে।

৩. শুনি তব গুণকথা হয়েছিল প্রীতি উৎপাদন।
গাঢ়তর হল প্রীতি যবে তোমা করিনু দর্শন।
হে প্রিয়দর্শন, আমি মাগি এই করিয়া মিনতি,
কৃতার্থ আমায় কর, এই স্থানে করিয়া বসতি।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

৪. নিত্য যদি করি বাস তোমার আগারে,
যদিই বা পূজ তুমি বিবিধ সৎকারে,
কি বিশ্বাস, মহারাজ, মত্ত অবস্থায়
বলিবে না কভু তুমি, মাংসের আশায়,
'কাট গিয়া হংসটারে, করিয়া রন্ধন
আন তার মাংস, আমি করিব ভক্ষণ।'

রাজা বলিলেন, 'আপনার যদি এই আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে আমি মদ্যপান করিব না।' তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন :

৫. ধিক সেই অন্নপানে, তোমা হইতে প্রিয়তর ভাবিব যা' মনে;
স্পর্শ না করিয়া মদ্য, যতদিন রবে, সখে, আমার ভবনে।

ইঁহার পর বোধিসত্ত্ব ছয়টী গাথা বলিলেন :

৬. শৃগাল-শকুনে করে যে বিরাব
সহজে তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়;
কিন্তু, মহারাজ, লোকের কথায়।
কি যে অর্থ তাহা বুঝা বড় দায়।

৭. ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, কিংবা সখা মোর,
বলে লোকে যবে ভাল থাকে মন;
সেই মিত্র শেষে হয় কালবশে
নিতান্ত অপ্রিয়, শত্রুতাভজন!

৮. দূরস্থ যে মিত্র, সেও আছে কাছে
বিরাজে সে সদা হৃদয়মাঝারে।
আছে বসি কাছে, তবু সে দূরস্থ,
মন যদি কভু নাহি চায় তারে।

৯. ভালবাসি যারে, ভূপ, সাগরের পারে যদি থাকে সেই জন।
মনের মন্দিরমাঝে তথাপি সতত তার পাই দরশন,
মন নাহি চায় যারে, সে যদি সতত করে একগৃহে বাস।
তথাপি সাগরপারে রয়েছে সে, এই যেন জনমে বিশ্বাস।

১০. নিকটস্থ শত্রুগণ মন হতে আছে দূরে তব, রথিবর;
দূরস্থ পণ্ডিতগণ হৃদয়মাঝারে স্থান পান নিরন্তর।

১১. প্রিয়ও অপ্রিয় হয় একসঙ্গে দীর্ঘকাল বসতি করিয়া;
না হতে অপ্রিয় তব, করি প্রিয় সম্ভাষণ যাইব চলিয়া।

তখন রাজা বলিলেন :

১২. আমরা সেবক সবে করিতেছি অনুরোধ যুড়ি দুই কর;
একান্ত উপেক্ষি ইহা করিবে প্রস্থান যদি, ওহে হংসবর,
মাগি ভিক্ষা, পুনঃ, যেন, দেখা দিয়া ক'রো সুখী আমার অন্তর।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১৩. ধর্ম্মে যদি থাকে মতি তোমার আমার,
না ঘটে যদ্যপি কোন বিঘ্ন দোহাকার।
হতে পারে, কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার,
পাবে মোর দেখা তুমি ওহে নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া চিত্রকূটে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে তির্য্যগযোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি এইরূপে আয়ুঃসংস্কারসমূহের দুর্ব্বলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিয়াছিলাম।'

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; মৌদ্গালায়ন ছিলেন সেই কনিষ্ঠ হংসপোতক, সারিপুত্র ছিলেন সেই মধ্যম হংসপোতক বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন অন্যান্য হংস এবং আমি ছিলাম সেই জবন হংস।]

---

৪৭৭. খুল্লনারদ-জাতক

[এক প্রাকৃত কুমারী[১] জনৈক ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী কোন গৃহস্থ-পরিবারে একটী স্থূলক্ষণা ষোড়শবর্ষবয়স্কা কুমারী ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চায় নাই। একদিন তাহার মাতা ভাবিলেন, 'লোকে যেমন জাল (চার) ফেলিয়া মাছ ধরে, আমিও তেমনি এই মেয়েটাকে দিয়া শাক্যবংশীয় কোন ভিক্ষুকে প্রলুব্ধ করিব, এবং তাহাকে প্রব্রজ্যা ছাড়াইয়া তাহারই উপার্জ্জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।'

ঐ সময়ে শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রবংশের এক যুবক বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন। কিন্তু উপসম্পদালাভের পর হইতেই তিনি শিক্ষার ইচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক আলস্যে ও শরীরের বেশবিন্যাসে নিরত হইয়াছিলেন। একদিন ঐ বৃদ্ধা উপাসিকা গৃহে যাগূ, খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিলেন, এবং যে সকল ভিক্ষু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আহারের লোভ

---

[১]। মূলে 'থুল্ল-কুমারিকা' আছে। থুল্ল = স্থূলাঙ্গী; কিন্তু পরে দেখা যাইবে এই পদটী এখানে বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

দেখাইয়া বশ করা যায় কি না, দ্বারবেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ত্রিপিটকজ্ঞ, অভিধর্ম্মবিশারদ ও বিনয়ধর কত ভিক্ষু চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রলোভনের পাত্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের পশ্চাতে মধুর ধর্ম্মকথক কত শত পিণ্ডপাতিক বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ চলিয়া গেলেন; তাঁহাদের মধ্যেও উপাসিকার ঈপ্সিত কাহাকেও দেখা গেল না। পরিশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি যাইতেছেন, যাহার চক্ষু দুইটীর বহিরপাঙ্গ কজ্জলরঞ্জিত ও কেশ সুবিন্যস্ত, যাঁহার অন্তর্ব্বাস অতি সূক্ষ্ম এবং বহির্ব্বাস ঘট্টিত[১] ও সুবিমল, যাঁহার হস্তে মণিবর্ণ ভিক্ষাপাত্র এবং মস্তকে মনোহর ছত্র। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই উপাসিকা বলিলেন, 'এইবার শিকার মিলিয়াছে।' তিনি এই ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, 'আসুন ভদন্ত' বলিয়া তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, আসনে বসাইয়া যাগূভক্তাদি পরিবেষণ করিলেন এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে বলিলেন, 'ভদন্ত, এখন হইতে আপনি দয়া করিয়া প্রতিদিনই এখানে আসিবেন।' ভিক্ষু তাহাই করিতে লাগিলেন, এবং তখন হইতে নিয়ত উপাসিকার ভবনে গিয়া তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইঁহার পর একদিন বৃদ্ধা উপাসিকা ঐ ভিক্ষুর শ্রবণপথে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই বাড়ীতে পরিভোগের দ্রব্য যথেষ্ট আছে; কিন্তু গৃহস্থালী চালাইবার জন্য পুত্রও নাই, জামাতাও নাই।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষু প্রথমে ভাবিলেন, উপাসিকা এরূপ বলিতেছেন কেন? কিন্তু পরক্ষণেই যেন তিনি হৃদয়ে বিদ্ধবৎ হইলেন।[২] উপাসিকা কন্যাকে বলিলেন, 'এই লোকটাকে লোভ দেখাইয়া বশ কর।' এই আদেশ পাইয়া কন্যাটী অলঙ্কার পরিয়া ও বেশ বিন্যাস করিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ কূটবিলাসে সেই ভিক্ষুকে লোভ দেখাইতে লাগিল। ['স্থূলা কুমারিকা' বলিলে স্থূলাঙ্গী বুঝায় না, যে পঞ্চবিধ কামগুণে[৩] অনুরক্তা বা পূর্ণা, তাহাকেই স্থূলা কুমারিকা বলা যায়]। নবীন ভিক্ষু কামপরবশ হইয়া ভাবিলেন, আমি আর এখন বুদ্ধশাসনে থাকিতে পারিব না। তিনি বিহারে গিয়া পাত্রচীবর ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার আচার্য্য ও উপাধ্যায়কে বলিলেন, 'আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।' তাঁহারা এই ব্যক্তিকে শাস্তার নিকটে লইয়া নিবেদন করিলেন, 'ভদন্ত, এই ভিক্ষু উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, বলিতেছেন।' শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, 'কিহে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ ভদন্ত।' কে তোমার উৎকণ্ঠিত করিল?' 'এক কুমারী।' 'দেখ, ভিক্ষু, পূর্ব্বেও তুমি যখন অরণ্যে বাস করিতে,

---

[১]। 'ঘট্টিত' বলিলে ইস্ত্রি করা বুঝাইবে কি? অথবা, গিলা দিয়া মাজা?

[২]। অর্থাৎ তাঁহার মন বৃদ্ধার সম্পত্তি ও কন্যার দিকে আকৃষ্ট হইল।

[৩]। পঞ্চবিধ কামগুণ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সুখ।

তখন সেই রমণী তোমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় হইয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছিল। তুমি আবার ইঁহার জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?' অনন্তর তিনি ভিক্ষুর অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন মহাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শিক্ষাসমাপনান্তর গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার ভার্য্যা যখন একটী পুত্র প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, 'মৃত্যু আমার প্রেয়সী ভার্য্যার সম্বন্ধে যেমন লজ্জা পায় নাই, আমার সম্বন্ধেও সেই রূপ লজ্জা পাইবে না। (অর্থাৎ আমাকেও মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে হইবে)। অতএব গৃহে থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহারই সহিত ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিয়া বন্য ফলমূলাহারে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে একদিন প্রত্যন্তবাসী দস্যুরা জনপদে প্রবেশ করিয়া কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছিল, এবং অনেক বন্দী গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্য বহন করাইয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। ঐ বন্দীদিগের মধ্যে এক সুন্দরী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কুমারী ছিল। সে ভাবিল, 'এই দস্যুরা আমাদিগকে লইয়া দাসীর কাজ করাইবে। দেখা যাউক, কোন একটা উপায়ে পলায়ন করা যায় কি না।' সে একজন দস্যুকে বলিল, 'প্রভু, শরীরকৃত্য করিতে হইবে। আমাকে অল্পক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দিন।' দস্যুকে এইরূপে বঞ্চনা করিয়া সে পলাইয়া গেল, এবং বনে বিচরণ করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্ণের সমর বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তখন পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া বন্যকাষ্ঠাদি আহরণ করিবার জন্য নিজে বাহিরে গিয়াছিলেন। কুমারী এই সুযোগে তাপসকুমারকে কামরসে প্রলুব্ধ করিল; শীল ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে নিজের বশে আনিল, এবং বলিল, 'বনে থাকিয়া কি ফল পাও? চল, গ্রামে গিয়া বাস করি; সেখানে রূপাদি কাম্যপদার্থ সহজে পাওয়া যায়।' তাপসকুমার বলিলেন, 'তুমি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ; আমার পিতা বন্যফল আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়াছেন; তাঁহাকে ফিরিতে দাও; তাঁহাকে দেখিয়া আমরা দুইজনেই এক সঙ্গে যাইব।' কুমারী ভাবিল, 'এ নিতান্ত ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝে না; ইঁহার পিতা, বোধ হয়, বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিবেন, তুই এখানে কি করিতেছিস? তিনি আমাকে প্রহার করিবেন, এবং পা ধরিয়া টানিতে টানিতে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। অতএব তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই

আমি পলায়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, 'আমি আগে রওনা হই; তুমি পেছনে আসিবে।' অনন্তর সে তাপসকুমারকে পথের সঙ্কেত বুঝাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমারী চলিয়া গেলে তাপসকুমার নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন; তিনি পূর্ব্বে যে সকল নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতেন, আজ তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া পর্ণশালার ভিতরে শুইয়া রহিলেন এবং কুমারীর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাসত্ত্ব বন্যফলাদি লইয়া ফিরিবার পথে কুমারীর পদচিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ তো দেখিতেছি স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ। হয়ত আমার পুত্রের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং ফলের ভার নামাইয়া পুত্রকে নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. চের নাই কাঠ, আন নাই জল,
জ্বাল নাই তুমি আগুন এখন (ও);
রয়েছ শুইয়া—মুখ চুণ করি
বোকাটীর মত, বল কি কারণ।

পিতার কথা শুনিয়া তাপসকুমার শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া, অরণ্যবাসে ইচ্ছা নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, দুইটী গাথা বলিলেন :

২. কাশ্যপ, জনক মোর, করি নিবেদন,
থাকিতে এ বনে আর নাহি চায় মন।
বনবাসে দুঃখ বড়, জনপদে যব;
গিয়া সেথা, শুনিয়াছি, নানা সুখ পাব।

৩. এ আশ্রম ত্যজি যবে করিব গমন,
কিভাবে চলিতে হবে জনপদে গিয়া—
জনপদবাসীদের চরিত্র কেমন,
দয়া করি, পিতঃ মোরে দাও বুঝাইয়া।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'বেশ কথা, বৎস। আমি তোমাকে দেশচরিত্র বুঝাইতেছি।

৪. এই বন, এই বন্য ফলমূল সব—
ত্যজি যদি রাজ্যে যেতে ইচ্ছা হয় তব,
জনপদধর্ম্ম, বৎস, শুন দিয়া মন,
পালি যাহা নিরাপদে যাপিবে জীবন।

৫. সেবিবে না বিষ কভু, ত্যজিবে প্রপাত,
বসিবে না পঙ্ক মধ্যে কভু তুমি, তাত;
আশীবিষ রবে যেথা, গিয়া হেন স্থানে
সতত থাকিবে তুমি অতি সাবধানে।

মহাসত্ত্ব অতিসংক্ষেপে এই উপদেশ দিলেন; তাঁহার পুত্র ইঁহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন :

৬. ব্রহ্মচারী-যেই জন, তার পক্ষে, পিতঃ
বিষ কি? প্রপাত বলি কি বা অভিহিত?
কি পঙ্ক? কি আশীবিষ? শুধাই তোমায়;
বুঝাইয়া দাও মোরে; পড়ি তব পায়।

তখন মহাসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাগুলিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন :

৭. মনোজ্ঞ, সুরভি, অতি সুন্দরবরণ,
সুপেয়—আস্বাদ যার মধুর মতন,
আসব বা সুরা নামে লোকে পরিচিত,
ব্রহ্মচারি—পক্ষে তাহা বড়ই গর্হিত।
এ কারণ বিষ তারে বলে আর্য্যগণ;
ত্যজিবে, নারদ,[১] তাহা তুমি সর্ব্বক্ষণ।

৮. ভুলায় প্রমদাগণ মানবের মন,
বিলাসবিভ্রমে করে চিত্ত সম্মোহন।
শিমুলের ফল ফাটি পড়িলে ভূতলে
তুলা যথা বায়ুবেগে উড়ি যায় চলে,
তেমনি তরলমতি যুবকের চিত
নারীর কুহকে হয় সদা সঞ্চালিত
প্রপাত ইহাই, বৎস, জানিবে নিশ্চয়,
ইহাতেই ঘটে ব্রহ্মচর্য্যের বিলয়।

৯. লাভ, যশঃ, মান, সমাদর সব ঠাঁই,—
পঙ্কে আর এ সকলে ভেদ কিছু নাই।
পড়িলে এ পঙ্কে, বৎস, জানিবে নিশ্চয়,
বাড়ে লোভ, ক্রমে হয় ব্রহ্মচর্য্য ক্ষয়।

১০. সশস্ত্র নরেন্দ্র কত এই মহীতলে
আছেন দোর্দ্দণ্ড তাঁরা প্রতাপের বলে।

---

[১]। এই জাতকে তাপসের নাম কাশ্যপ এবং তাঁহার পুত্রের নাম নারদ।

১১. ঈদৃশ ঐশ্চর্য্যশালী জনের সেবায়,
মন যেন কভু, বৎস, তোমার না ধায়।
আশীবিষ—সম এঁরা; সতত বর্জ্জন
সংসর্গ এদের করে ব্রহ্মচারিগণ।

১২. যে গৃহে প্রথমে, বৎস ভোজন আশায়
উপস্থিত হবে তুমি ভোজন বেলায়,
না থাকিলে সেথা কোন দোষের কারণ,
সেখানেই করিবে ভোজন সম্পাদন।

১৩. অন্নপান তরে যবে অন্যের আলয়ে
প্রবেশিবে তুমি, বৎস, ক্ষুধাতুর হয়ে,
নতমুখে মিতভাবে করিবে আহার,
ললনার দিকে দৃষ্টি করি পরিহার।

১৪. পরচর্চ্চা, মদ্যপান, সংসর্গ ধূর্ত্তের,
রাজসভা, আর গৃহ সুবর্ণকারের,
দূর হতে এ সকল ত্যজিবে সতত;
ত্যজে তৈলবাহী যথা দুর্বিষম পথ।

পিতার এ সকল কথা শুনিতে শুনিতে মাণবকের চৈতন্যোদয় হইল; তিনি বলিলেন, 'বাবা, আমার লোকসমাজে যাইবার প্রয়োজন নাই।' তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে মৈত্রীভাবনা শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই উপদেশ পালন করিয়া অচিরে ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর পিতাপুত্র উভয়েই ধ্যানবল অক্ষুন্ন রাখিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[**সমবধান :** তখন এই প্রাকৃত কুমারী ছিল সেই কুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

---

৪৭৮. দূত-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নিজের প্রজ্ঞাপ্রশংসার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'দেখ, ভাই, দশবলের কি অসামান্য উপায়কুশলতা! তিনি কুলপুত্র নন্দকে অপ্সরাগণ দেখাইয়া তাঁহাকে অর্হত্ত্ব দিয়াছেন[১], খুল্লপন্থককে

[১]। নন্দের সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে সংগ্রামাবচর-জাতকের (১৮২) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

বস্ত্রখণ্ড দিয়া প্রতিসম্ভিদা ও অর্হত্ত্ব দিয়াছেন[১], কর্ম্মকারপুত্রকে একটি পদ্ম দেখাইয়া অর্হত্ত্ব দিয়াছেন[২]; এরূপ কত উপায়ে তিনি জীবের শিক্ষাবিধান করিতেছেন' ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই এরূপ উপায়জ্ঞ ও উপায়কুশল হইয়াছেন, এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি উপায়কুশল ছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে একদা জনপদ সুবর্ণহীন হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্ত জনপদ পীড়ন করিয়া সমস্ত ধন নিজে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশী গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন এবং 'পরে যথাধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা আচার্য্যের জন্য দক্ষিণা আনয়ন করিব', ইহা বলিয়া শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্য্যের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়া গেলেন, 'গুরুদেব, আমি আপনার প্রাপ্য দক্ষিণা আহরণ করিব।' তিনি জনপদে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম ভিক্ষা করিয়া বহু কষ্টে সপ্ত নিষ্ক[৩] লাভ করিলেন। তিনি আচার্য্যকে উহাই দিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকাখানি যখন তরঙ্গের আঘাতে দুলতে লাগিল, [৪]ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, 'এই জনপদে সুবর্ণ বড়ই দুর্লভ; আচার্য্যের জন্য ভিক্ষা করিয়া আবার দক্ষিণা সংগ্রহ করা বহুবিলম্বসাধ্য। অতএব এই গঙ্গাতীরেই আনাহারে অবস্থান করা যাউক। আমি যে অনাহারে থাকিব, ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইবে। রাজা আমার নিকট অমাত্যদিগকে পাঠাইবেন। কিন্তু আমি তাহাদের সহিত কোন আলাপ করিব না। তাহার পর রাজা নিজেই আসিবেন। এই উপায়ে আমি আচার্য্যের দক্ষিণা লাভ করিব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিলেন এবং যজ্ঞসূত্রটী বাহির করিয়া গঙ্গাতীরে রজতশুভ্র সৈকত ভূমিতে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় আসীন হইলেন। তাঁহাকে অনশনে বসিয়া থাকিতে

---

[১]। খুল্লপন্থক অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি প্রথমখণ্ডে খুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতকের (১৪) বর্ত্তমান বস্তুতে বর্ণিত আছে। প্রতিসম্ভিদা শব্দটীর ব্যাখ্যা দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৮৪ পৃষ্ঠের পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

[২]। কর্ম্মকারপুত্রের অর্হত্ত্ব লাভের ইতিবৃত্ত আমি কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

[৩]। এক নিষ্ক = ৩২০ রতি পরিমিত স্বর্ণ।

[৪] । ব্রাহ্মণের সুবর্ণ তখন নদীগর্ভে পড়িয়া গেল।

দেখিয়া বহুলোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'আপনি এরূপ করিতেছেন কেন?' কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না। পরদিন দ্বারগ্রামবাসীরা[১] তাঁহার তদবস্থায় অবস্থিতির কথা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ রূপ প্রশ্ন করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকেও কোন উত্তর দিলেন না। দ্বারগ্রামবাসীরা তাঁহার অনাহার ক্লেশ লক্ষ্য করিয়া পরিদেবন করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নগরবাসীরা সেখানে সমবেত হইল, চতুর্থ দিবসে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, পঞ্চম দিবসে রাজপুরুষগণ আসিলেন; ষষ্ঠ দিবসে রাজা অমাত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকেও কিছু বলিলেন না। ইহাতে ভয় পাইয়া সপ্তম দিনে রাজা নিজেই দেখা দিলেন এবং প্রথম গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

১. ধ্যানে নিগমন রয়েছ, ব্রাহ্মণ,
গঙ্গাতীরে, শুনি পাঠাইনু দুত;
জিজ্ঞাসিল তারা উদ্দেশ্য তোমার,
বলিলে না কিছু, এ বড় অদ্ভুত।
কি দুঃখে তোমার অনশন-ব্রত?
কেন এত ক্লেশ রয়েছ সহিয়া?
এতই কি গুহ্য দুঃখের কারণ,
নিজ মনে যাহা রাখিবে পুষিয়া।

মহাসত্ত্ব যখন রাজার এই কথা শুনিলেন, তখন বলিলেন, 'মহারাজ, যিনি দুঃখ হরণ করিতে পারেন, তাঁহারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করা উচিত; অন্যের নিকট নহে।' অনন্তর তিনি সাতটী গাথা বলিলেন :

২. ঘটে যদি তব দুঃখের কারণ,
ওহে কাশীপতি, বলো না কখন
সে জনের কাছে, নাই সাধ্য যার
করিতে মোচন দুর্দ্দশা তোমার।

৩. যথাধর্ম্ম যেই করে প্রতিকার
অণুমাত্র, শুনি কাহিনী তোমার,
বল তারে তুমি অকুণ্ঠিত মনে,
হয়েছে তোমার দুঃখ কি কারণে।

৪. পাখীর কাকলি, শৃগালের রব,
সহজে বুঝিতে পারি এই সব;

---

[১]। অর্থাৎ, যাহারা নগরের দ্বারে বা উপকণ্ঠে বাস করে।

মানুষের বাণী কিন্তু, কাশীপতি,
ক জনার আছে বুঝিতে শকতি?

৫. ইনি জ্ঞাতি, মিত্র, ইনি সখা মোর,
প্রীতিবশে ইহা বলে কত জন!
বৈরভাব কিন্তু জন্মে অতি ঘোর
টুটে যবে সেই প্রীতির বন্ধন।[১]

৬. না করিতে বারবার জিজ্ঞাসা যে জন
অকালেই করে নিজ দুঃখের জ্ঞাপন,
আনন্দিত হয় তার অরাতির দল,
মনস্তাপ পায় তার হিতৈষী সকল।

৭. পায় যদি বুদ্ধিমান হেন কোন জন
যার সঙ্গে আছে নিজ মনের মেলন,
পণ্ডিত বিচারি কাল অর্থযুক্ত ভাবে
মিষ্ট স্বরে নিজ দুঃখ তখন প্রকাশে।

৮. প্রতিকারাতীত দুঃখ কিন্তু যদি হয়,
"লোকধর্ম্ম এই দুঃখ আমার নিশ্চয়'
জানি ইহা পাপভয়ে সত্যপরায়ণ
সুধী করে নিজ দুঃখ একাকী বহন।

মহাসত্ত্ব এই সাতটী গাথায় রাজার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া, নিজে যে আচার্য্যধনার্থ বিচরণ করিতেছেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আবার চারিটী গাথা বলিলেন :

৯. কত রাজা, কত গ্রাম, নিগম, নগরে
করিলাম ভিক্ষা গুরু-দক্ষিণার তরে;

১০. অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, আঢ্য জন
মাগি সবাকার কাছে করিনু অর্জ্জন
সপ্ত নিষ্ক স্বর্ণ আমি; হারাইনু হায়!
সেই দুঃখে, মহারাজ, বুক ফাটি যায়।

১১. দেখিনু বিচারি মনে, তব দূতগণ
নারিবে করিতে মোর এ দুঃখ মোচন।
সেই হেতু তাহাদের প্রশ্নের উত্তর
না দিলাম ইচ্ছা করি, শুন নরেশ্বর।

১২. তুমি কিন্তু, মহারাজ, দেখিনু ভাবিয়া,

---

[১]। ৪র্থ ও ৫ম গাথা জবনহংস-জাতকেও (৪৭৬) দেখা যায়।

মোচন করিতে পার এ দুঃখ আমার;
অকপটে তাই খুলি হৃদয়ের দ্বার
বলিনু দুঃখের কথা সব বিবরিয়া।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মসঙ্গত কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ' ব্রাহ্মণ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনাকে আচার্য্য-ধন দিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে দ্বিগুণ ধন দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :

১৩. কাশীরাজ দিলা তাঁরে হয়ে সুপ্রসন্ন
চৌদ্দ নিষ্ক পরিমিত বিশুদ্ধ সুবর্ণ।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে হিতোপদেশ দিয়া আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা দান করিলেন এবং দানাদি পুণ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন; রাজাও তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত উপায়কুশল ছিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণকুমার।]

- গুরুদক্ষিণাসংগ্রহের জন্য প্রাচীনকালে ছাত্রদিগকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, সন্দীপন-শিষ্য কৃষ্ণ ও বলরাম এবং বরতন্তুশিষ্য কৌৎসের আখ্যায়িকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

---

৪৭৯. কালিঙ্গবোধি-জাতক

[স্থবির আনন্দ যে মহাবোধির পূজানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

যাহারা বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার যোগ্য, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তথাগত যখন জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তীবাসীরা গন্ধমালাদিসহ জেতবনে প্রবেশপূর্ব্বক অন্য কোন পূজনীয় স্থান দেখিতে না পাইয়া গন্ধকুটির দ্বারে সেই সমস্ত রাখিয়া যাইত। ইহাতেই মহা প্রমোদ হইত। অনাথপিণ্ডদ এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলে স্থবির আনন্দের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, তথাগত ভিক্ষাচর্য্যার জন্য

প্রক্রান্ত হইলে এই বিহার শূন্যবৎ হইয়া থাকে। লোকে গন্ধ-মালাদি দ্বারা পূজা করিবার জন্য কিছু পায় না। আপনি তথাগতকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, এখানে সকল সময়েই জনসাধারণের কোন পূজনীয় স্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি না।' আনন্দ আগ্রহের সহিত অনাথপিণ্ডদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তথাগতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, চৈত্য কয় প্রকার?' তথাগত বলিলেন, 'চৈত্য তিন প্রকার।' 'কি কি তিনটী, ভদন্ত?' 'শারীরিক, পারিভোগিয় ও ঔদ্দেশিক।'* 'আপনার জীবদ্দশায় কোন চৈত্য নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে কি?' 'শারীরিক চৈত্য করা যায় না, কারণ বুদ্ধদিগের পরিনির্ব্বাণ হইলেই ইহা সম্ভবপর। ঔদ্দেশিক চৈত্যও অবস্তুক, কারণ ইঁহার সহিত কেবল মনের সম্বন্ধ আছে[১]। বুদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিভূক্ত মহাবোধি তাঁহাদের দেহধারণকালেই হউক, কিংবা পরিনির্ব্বাণের পরেই হউক, সকল সময়েই প্রকৃষ্ট চৈত্য।' 'ভদন্ত, আপনি ভিক্ষাচর্য্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলে জেতবন মহাবিহার নিতান্ত অশরণ হয়, লোকে পূজনীয় স্থান পায় না; আমি মহাবোধি হইতে বীজ আহরণ করিয়া জেতবনদ্বারে রোপণ করিব।' 'বেশ কথা, আনন্দ। তুমি রোপণ কর। ইহাতে জেতবনে আমার নিয়ত বাসেরই কাজ হইবে।'

অতঃপর স্থবির আনন্দ অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং কোশলরাজকে এই কথা জানাইয়া জেতবনদ্বারে অধিরোপণার্থ একটী গর্ত্ত পরিষ্কৃত করাইলেন এবং মহামৌদ্‌গল্যায়নকে বলিলেন, 'ভদন্ত, আমি জেতবনদ্বারে বোধি রোপণ করিব; আপনি মহাবোধি হইতে একটী ফল আনয়ন করুন। মহামৌদ্‌গল্যায়ন সানন্দচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আকাশমার্গে বোধিবেদিতে উপস্থিত হইলেন, বৃন্তচ্যুত একটী ফল ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই নিজের চীবরে উহা ধারণ করিলেন এবং আনন্দকে আনিয়া দিলেন। তখন স্থবির আনন্দ কোশলরাজকে সংবাদ দিলেন, 'অদ্যই বোধি রোপণ করিব।' রাজা সায়াহ্নসময়ে বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্ব্ববিধ উপকরণসহ আগমন করিলেন; অনাথপিণ্ডদ, বিশাখা এবং আরও শত শত উপাসক উপস্থিত হইলেন।

আনন্দ বোধিরোপণস্থানে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কটাহ স্থাপিত করিয়া তলদেশে একটী ছিদ্র করিলেন, গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা দ্বারা ঐ কটাহ পূর্ণ করিলেন এবং

---

* শারীরিক চৈত্য—যেখানে বুদ্ধের 'ধাতু' রক্ষিত থাকে। পারিভোগিয় চৈত্য—বুদ্ধ ভোগ করিয়াছেন, এমন কোন বস্তু যেখানে থাকে। ঔদ্দেশিক চৈত্য বলিলে, বোধ হয়, যেখানে বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এমন স্থান বুঝাইবে।

[১]। এই অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। পাঠান্তরে দেখা যায় "উদিস্‌সকং পারিভোগিকং চ সক্কা হোতি।" ইহাই সুসঙ্গত।

রাজার হস্তে ফলটী দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপন বোধিফল রোপণ করুন।' রাজা ভাবিলেন, রাজ্য কিন্তু চিরকাল আমার হস্তে থাকিবে না; অতএব অনাথপিণ্ডদের দ্বারাই এই ফল রোপণ করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ফলটী মহাশ্রেষ্ঠীর হস্তে স্থাপন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ সেই গন্ধোদকসিক্ত মৃত্তিকা আলোড়ন করিয়া তন্মধ্যে ফলটী ফেলিয়া দিলেন।

অনাথপিণ্ডদের হস্ত হইতে ফলটী পতিত হইবামাত্র লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ বোধিবৃক্ষ সঞ্জাত হইল এবং সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, উহা মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল। উহার চারিদিকে এবং ঊর্দ্ধভাগেও পঞ্চাশ হস্ত প্রমাণ পাঁচটী মহাশাখা বিস্তৃত হইল। এইরূপে সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ শ্রেষ্ঠ বনস্পতিতে পরিণত হইল। অহো কি অদ্ভুত, কি অতিপ্রকৃত ঘটনা!

রাজা অষ্টশতনীলোৎপল প্রতিমণ্ডিত সুবর্ণরজতময় ঘট গন্ধোদকে পূর্ণ করিয়া সেইগুলি মহাবোধিকে বেষ্টন করিয়া স্থাপন করাইলেন, উহার কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে সপ্তরত্নময়ী বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন, স্বর্ণরেণুমিশ্রিত বালুকা বিকিরণ করাইলেন, প্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন এবং সপ্তরত্নময় দ্বারকোষ্ঠক প্রস্তুত করাইলেন। ফলত এই তরুবরের মহা আদর যত্ন হইল।

স্থবির আনন্দ তথাগতের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি পূর্ব্বে মহাবোধিমূলে যে ধ্যানবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, মদ্‌রোপিত বোধিমূলেও এখন লোকহিতার্থ সেইরূপ ধ্যানস্থ হউন।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'কি বলিতেছ, আনন্দ? আমি মহাবোধিমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেরূপ ধ্যানস্থ হইয়া বসিলে অন্য কোন প্রদেশ আমার ভার ধারণ করিতে পারিবে না।' 'ভদন্ত, আপনি যে পরিমাণে ধ্যানস্থ হইলে এই স্থান তাহার ভার বহন করিতে পারে, লোকহিতার্থে সেই পরিমাণেই ধ্যানস্থ হইয়া এই বোধিমূলে সমাপত্তি[১] ভোগ করুন।'

আনন্দের অনুরোধে শাস্তা ঐ বোধিমূলে এক রাত্রি সমাপত্তি-সুখ ভোগ করিলেন। আনন্দ কোশলরাজ প্রভৃতিকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন এবং এই উৎসবের 'বোধিমহ' নাম দিলেন।[২] আনন্দ রোপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ বৃক্ষ আনন্দ-বোধি নামে অভিহিত হইল।

অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, আয়ুষ্মান আনন্দ তথাগতের জীবদ্দশাতেই বোধিদ্রুম রোপণ করিয়া উহার মহাপূজার ব্যবস্থা করিলেন। অহো! স্থবিরের কি অসাধারণ গুণ!' এই সময়ে

---

[১]। সমাপত্তি—প্রথম খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। মহ বা মহস—উৎসব (বিশেষতঃ বিহারাদির প্রতিষ্ঠাকালীন)।

শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পূর্ব্বেও আনন্দ চতুমর্হাদ্বীপের সপরিবার সমস্ত মনুষ্যদ্বারা বহু গন্ধমালা আনয়নপূর্ব্বক মহাবোধি-বেদিকায় বোধিমহ করাইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্যে দন্তপুর নগরে কলিঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—মহাকালিঙ্গ ও খুল্লকালিঙ্গ। দৈবজ্ঞেরা[১] বলিয়াছিলেন যে, ইঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব করিবেন; যিনি কনিষ্ঠ, তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী[২] হইবেন।

কালক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার প্রাণবিয়োগের পর রাজা হইলেন; কনিষ্ঠ হইলেন উপরাজ। 'আমার পুত্র নাকি চক্রবর্ত্তী হইবেন,' ইহা ভাবিয়া কনিষ্ঠের বড় গর্ব্ব হইল। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা জনৈক অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, 'খুল্লকালিঙ্গকে বন্দী কর।' সে গিয়া বলিল, 'কুমার, রাজা আপনাকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি নিজের প্রাণ রক্ষা করুন।' কুমার সেই অমাত্যকে নিজের লাঞ্ছনমুদ্রা,[৩] সূক্ষ্ম কম্বল এবং খড়ুগ, এই তিনটী দ্রব্য দেখাইয়া বলিলেন, 'আপনি এই অভিজ্ঞান দেখিয়া আমার পুত্রকে রাজত্ব দিবেন।' অনন্তর তিনি বনে গমন করিয়া এক রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন।

মদ্ররাজ্যে শাকল নগরে মদ্ররাজের এক কন্যা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভিক্ষাচর্য্যাদ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র চক্রবর্ত্তী হইবেন। জম্বুদ্বীপের রাজগণ এই কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যুগপৎ শাকল নগর অবরোধ করিলেন। মদ্ররাজ ভাবিলেন, 'আমি যদি একজনকে কন্যা দান করি, তাহা হইলে, অবশিষ্ট রাজারা ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব আমার কন্যাকে রক্ষা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাসহ অজ্ঞাতবেশে পলায়ন করিলেন, বনে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাতীরে কালিঙ্গকুমারের আশ্রমের উপরিস্রোতে (উজানে) আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

---

[১]। মূলে 'নেমিত্তা'= নৈমিত্তা (যাহারা নিমিত্ত অর্থাৎ লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণনা করে)।

[২]। চক্রবর্ত্তী ত্রিবিধ—চক্রবাল-চক্রবর্ত্তী, দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী। চক্রবাল-চক্রবর্ত্তী চতুর্মহাদ্বীপের উপর, দ্বীপ-চক্রবর্ত্তী কেবল একটী মহাদ্বীপের উপর এবং প্রদেশ-চক্রবর্ত্তী ইহার এক অংশের উপর আধিপত্যি করেন।

[৩]। সীল মোহর।

কন্যাটীর মাতাপিতা ফলারহণে যাইবার সময় তাঁহার রক্ষণার্থ তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেন। তাঁহারা গমন করিলে ঐ কন্যা নানাবিধ পুষ্প আহরণ করিয়া মালা গাঁথিতেন। গঙ্গাতীরে একটী সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ সোপানপঙ্ক্তির আকারে অবস্থিত ছিল। রাজকন্যা ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন এবং ফুলের মালা জলে ফেলিয়া দিতেন।

একদিন কালিঙ্গকুমার গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ মালা গিয়া তাঁহার মস্তকে সংলগ্ন হইল। উহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই মালা কোন রমণী গাঁথিয়াছে; সে রমণী প্রাচীনাও নয়, কারণ ইহা কোন তরুণীর হাতের কাজ। দেখা যাউক, কে এই মালা গাঁথিয়াছে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কামবশে নদীর উজানদিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যা তখন আম্রবৃক্ষে বসিয়া গান করিতেছিলেন। তাঁহার মধুর স্বর শুনিয়া কালিঙ্গকুমার বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তুমি কে?' রাজকন্যা উত্তর দিলেন, 'প্রভু, আমি মানুষী।' 'যদি মানুষী হও, তবে নামিয়া এস।' 'আমি নামিতে পারি না; আমি ক্ষত্রিয়।' 'ভদ্রে, আমিও ক্ষত্রিয়; অতএব তোমার নামিবার কোন বাধা নাই।' 'না, আমি নামিতে পারিব না; কেবল মুখের কথাতেই লোকে ক্ষত্রিয় হয় না। আপনি যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়দিগের গুহ্য মন্ত্র বলুন।' অনন্তর তাঁহারা উভয়েই পরস্পরের নিকট ক্ষত্রিয় জাতির গুহ্য মন্ত্র বলিলেন। তখন রাজকন্যা অবতরণ করিলেন এবং উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলেন।

মদ্ররাজ ও তাঁহার পত্নী আশ্রমে ফিরিলে, কুমার যে কলিঙ্গরাজপুত্র, এবং কি কারণে তিনি বনবাস করিতেছেন, রাজকুমারী এই সকল কথা তাঁহাদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া খুল্লকালিঙ্গকে কন্যা দান করিলেন। নবদম্পতী সম্প্রীতভাবে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার কিছু দিন পরে রাজকুমারী গর্ভধারণ করিলেন এবং দশম মাস অতীত হইলে ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতা ও মাতামহের নিকট সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন।

ইঁহার পর একদিন খুল্লকালিঙ্গ নক্ষত্রযোগ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি আর এ বনে বাস করিও না; তোমার জ্যেষ্ঠ তাত মহাকালিঙ্গের মৃত্যু হইয়াছে; দন্তপুরে গিয়া তোমার কৌলিকরাজ্য গ্রহণ কর। তিনি যে মুদ্রা, কম্বল ও খড়্গ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, পুত্রের হস্তে সেই তিনটী দ্রব্য দিয়া বলিলেন, 'দন্তপুরে অমুক গলিতে আমাদের হিতকারক এক অমাত্য আছেন; তাঁহার গৃহে শয়নকক্ষে অবতরণপূর্ব্বক এই তিনটী দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইবে এবং তুমি যে আমার পুত্র এ

কথা জানাইবে। তাহা করিলেই তিনি তোমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন।' ইহা বলিয়া তিনি পুত্রকে বিদায় দিলেন।

কালিঙ্গ মাতা, পিতা, মাতামহ ও মাতামহীকে প্রণাম করিয়া নিজের পুণ্যলব্ধ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক সেই অমাত্যের শয়নকক্ষেই অবতরণ করিলেন, এবং 'কে তুমি?' অমাত্য এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 'আমি খুল্লকালিঙ্গের পুত্র, 'এই উত্তর দিয়া উক্ত রত্নময় প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই অমাত্য রাজপুরুষদিগকে এই সংবাদ জানাইলেন, অমাত্যেরাও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া কুমারের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিলেন।

কলিঙ্গরাজের কালিঙ্গভারদ্বাজ নামক এক পুরোহিত ছিলেন। তিনি নবভূপতিকে চক্রবর্ত্তীর দশবিধ কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলেন, নবভূপতিও অচিরে সেগুলিতে নিপুণ হইলেন। অতঃপর পঞ্চদশীর উপোসথ-দিনে চক্রদহ হইতে চক্ররত্ন[১], উপোসথ কুল হইবে হস্তিরত্ন[২], বলাহাশ্ব রাজকুল হইতে অশ্বরত্ন[৩] এবং বৈপুল্য পর্ব্বত হইতে মণিরত্ন উপস্থিত হইল। শেষে স্ত্রী, গৃহপতি এবং পরিনায়ক এই রত্ন তিনটীও আসিয়া জুটিল। এইরূপে কালিঙ্গ সমস্ত চক্রবালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

একদিন কালিঙ্গ রাজচক্রবর্ত্তী ষট্‌ত্রিংশদ যোজনব্যাপী অনুচরে পরিবৃত হইয়া কৈলাস-কুটনিভ সর্ব্বশ্বেত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক মহাড়ম্বরে মাতা পিতাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যে ভূভাগ বুদ্ধগণের জয়পল্যঙ্ক এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ, হস্তিবর কিন্তু সেই মহাবোধি বেদিকার উপর দিয়া যাইতে পারিল না। রাজা তাহাকে চালিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এইভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :

১. রাজচক্রবর্ত্তী কালিঙ্গ নৃমণি,
যথাধর্ম্ম যিনি পালেন ধরণী,
বোধিদ্রুম পাশে করিলা গমন
দিব্য গজস্কন্ধে করি আরোহণ।

রাজার পুরোহিতও রাজার সঙ্গে যাইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আকাশে

---

[১]। চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক—চক্রবর্ত্তী রাজার এই সপ্তরত্ন থাকে। পরিনায়ক মন্ত্রী অথবা উত্তরাধিকারী পুত্র (crown prince)। চক্রবর্ত্তী যখন কোথাও যাত্রা করেন, তখন চক্র আপনা হইতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যায়। এইরূপ অন্যান্য রত্নও একটা না একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

[২]। এক জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তী উপোসথকুলজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[৩]। বলাহাশ্ব-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭১ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তো কোন আবরণ নাই; তথাপি রাজা হস্তী চালাইতে পারিতেছেন না, ইঁহার কারণ কি দেখিতে হইতেছে।' তিনি আকাশ হইতে অবরোহণ করিয়া সর্ব্ববুদ্ধের জয়পল্যঙ্কস্বরূপ এবং মেদিনীমণ্ডলের নাভিস্বরূপ মহাবোধি-বেদিকা দেখিতে পাইলেন। শুনা যায়, তৎকালে নাকি সেখানে রাজকরীষ পরিমিত স্থানে[১] শশকশ্মশ্রুমাত্র তৃণও জন্মিত না, উহা রজতপট্টনিভ বালুকায় সমাস্তৃত ছিল। উহার সমন্তাৎ তৃণ, লতা ও বনস্পতিসমূহ বোধি-বেদিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদভিমুখে অবস্থান করিত। পুরোহিত ঐ ভূভাগ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'অহো! এই স্থানে বুদ্ধগণ সর্ব্বক্লেশ বিধ্বস্ত করিয়াছেন। ইঁহার উপর দিয়া শক্রাদি দেবগণও যাইতে পারেন না।' তিনি কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া বোধি-বেদিকরি গুণ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহারাজ, অবতরণ করুন।'

এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

২. চিনি বোধি বেদিকায় দ্বিজ ভারদ্বাজ
কৃতাঞ্জলিপুটে বলে কালিঙ্গে তখন—
রাজচক্রবর্ত্তী যিনি, তাপসতনয়।

৩. প্রত্যবরোহণ হেথা কর, মহারাজ।
এই সেই ভূমিভাগ, মাহাত্ম্য যাহার
কীর্ত্তিত ত্রিলোকে সদা। হেথা বুদ্ধগণ,
বিশ্বমাঝে যাঁহাদের তুল্য কেহ নাই,
বিরাজিলা যুগে যুগে, নাশি ধ্যানবলে
অজ্ঞান-তিমিরে, লভি সম্বোধি সম্যক।

৪. মেদিনীর এই ভূমিভাগ সর্ব্বোত্তম।
কল্পারন্তে অগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে এর,
কল্পান্তে সবার শেষে হবে এর লয়,
শুনি ইহা লোক মুখে। দেখ, তৃণলতা
কিভাবে বেষ্টিয়া এরে করে উপস্থান।

৫. সর্ব্বভূত-অধিষ্ঠাত্রী আসসুদ্র ধরা—
ভার শ্রেষ্ঠতম অংশ এই ভূমিভাগ।
অবতরি পূজ এরে, তুমি নরনাথ।

৬. পিতৃমাতৃ দুই কুলে অনিন্দ্যাজনম

---

[১]। করীষ = ৪ অম্মণ = ৮ একর (প্রায় ২৫ বিঘা)। কিন্তু রাজকরীষ কি? এখানে কি রাজার চতুষ্পার্শ্বস্থ এক করীষ পরিমিত স্থান বুঝাইবে অথবা ইহার পরিমাণ সাধারণ করীষ অপেক্ষা অধিক?

উৎকৃষ্ট কুঞ্জর, ভূপ, আছে তব যত,
কারো সাধ্য নাই এরে অতিক্রমি যার।

৭. উপোসথকুলে জাত তব করিবর।
যতই অঙ্কুশে তারে কর না তাড়ন,
শকতি এ পর্য্যন্ত তার আসিতে কেবল;
পারিবে না অতিক্রমি যেতে এই স্থান।

৮. বলিলা দৈবজ্ঞ বিপ্র; শুনিলা ভূপাল।
সত্য কিংবা মিথ্যা তাহা জানিবার তরে
বিন্ধিলা অঙ্কুশে গজে রাজা বার বার।

৯. অঙ্কুশ-আঘাতে করী ক্রৌঞ্চনাদ নাদে,
শুণ্ড তুলি, গ্রীবা করি ঈষৎ আনত
আকাশেই পড়ে বসি; নাই সাধ্য তার
আর অতিগুরুভার করিতে বহন।

রাজার আদেশে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুশবিদ্ধ হইয়া হস্তী আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাজা কিন্তু তাহার মতভাব জানিতে পারিলেন না; তাহার পৃষ্ঠেই বসিয়া রহিলেন। তখন কালিঙ্গ ভারদ্বাজ বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার হস্তী মারা গিয়াছে; অন্য হস্তীতে আরোহণ করুন।

এই বৃত্তান্ত প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দশম গাথা বলিলেন :

১০. রাজহস্তী প্রাণত্যাগ করিয়াছে জানি
কহে ভারদ্বাজ ত্বরা রাজারে সম্ভাষি,
'মরিয়াছে করী তব; কর আরোহণ
অন্য কোন করিপৃষ্ঠে এখন রাজন।'

রাজার পুণ্যজাত ঋদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ উপোসথ কুল হইতে অন্য একটী হস্তী আনিয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠ দান করিল। রাজা তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন; অমনি মৃত হস্তীটা ভূতলে পতিত হইল।

১১. শুনি পুরোহিত-বাণী কালিঙ্গ সত্বর
নাগান্তরে আরোহণ করিলা সভয়ে;
অমনি সে মৃত গজ পড়িল ধরার!
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল এরূপে
বলিলা ব্রাহ্মণ যাহা লক্ষণ বিচারি।

অনন্তর রাজা আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিমণ্ডল অবলোকন করিয়া, এবং যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া, পুরোহিতের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১২. দ্বিজ ভারদ্বাজে বলে কালিঙ্গ ভূপাল,
'তুমিই সম্বুদ্ধ বিপ্র, সর্ব্বদর্শী তুমি,
তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বুঝিলাম আজ।'

ব্রাহ্মণ কিন্তু রাজার এই প্রশংসা গ্রহণ করিলেন না, তিনি আপনাকে নিম্নস্থানে রাখিয়া বুদ্ধদিগকেই উচ্চপদ দিয়া তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

১৩. শুনিয়া রাজার বাণী বলিলা ব্রাহ্মণ,
'এত প্রশংসার যোগ্য আমি না কখন।
নিমিত্তাদি করি লক্ষ্য ভবিষ্যৎ কথা
বলি বটে আমি কিন্তু বুদ্ধগণ বিনা
সর্ব্বজ্ঞতা আর কারো নাই, মহারাজ।'

১৪. বুদ্ধেরাই সর্ব্ববিদ, সর্ব্বজ্ঞ তাঁহারা;
না করেন লক্ষ্য তাঁরা নিমিত্ত-লক্ষণ।
গ্রন্থপাঠে জ্ঞানলাভ হয় আমাদের;
স্বভাবত ত্রিকালজ্ঞ শুধু বুদ্ধগণ।

বুদ্ধদিগের গুণ শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল; তিনি চক্রবালবাসী সমস্ত প্রজাদ্বারা গন্ধ ও মাল্য আনয়ন করাইয়া মহাবোধি-বেদিকায় সপ্তাহকাল বোধি পূজা করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

১৫. নানা তূর্য্যধ্বনিসহ মহাসমারোহে
পূজিলা সে বোধি ভূপ, আনাইয়া বহু
গন্ধমাল্যবিলেপন; নিরমিলা তার
চৌদিকে বেষ্টন করি বিচিত্র প্রাকারে।
সমাপিয়া পূজা ভূপ করিলা প্রয়াণ।

১৬. বহিল কুসুম ষষ্টিসহস্র শকটে,
পূজিলা কালিঙ্গ তায় বোধি বেদিকায়,
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান বলে যারে লোকে।

এইরূপে মহাবোধির অর্চ্চনা করিয়া কালিঙ্গ সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন এবং মাতাপিতাকে লইয়া দন্তপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দানাদি পুণ্য কার্য্যদ্বারা দেহান্তে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ বোধি পূজা করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন কালিঙ্গ; আমি ছিলাম কালিঙ্গ ভারদ্বাজ ।]

----

৪৮০. অকীর্ত্তি-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক দানশৌণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নাকি শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিয়াছিলেন এবং শেষ দিন আর্য্যসঙ্ঘকে সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা সভামধ্যে অনুমোদন করিবার কালে বলিয়াছিলেন, 'উপাসক, তোমার এই ত্যাগ অতি মহান। তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলে। এইরূপ দান করিবার প্রথা পুরাণ পণ্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কি গৃহী, কি প্রব্রাজক, সকলেরই দানশীল হওয়া কর্ত্তব্য। পুরাণ পণ্ডিতেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং কেবল জলে সিদ্ধ অলবকারপত্র[২] খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন, তখনও যাচক উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান করিয়া নিজেরা শুদ্ধ প্রীতিসুখে সময়াতিবাহিত করিতেন।' ইহা শুনিয়া সেই উপাসক বলিলেন, 'ভদন্ত, এই সর্ব্বপরিষ্কার দানের কথা অনেকেই জানে, কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কেহ জানে না। আপনি দয়া করিয়া সেই বৃত্তান্ত বলুন।' উপাসককর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন এক আঢ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অকীর্ত্তি[৩]। তিনি যখন পায়ে ভর দিয়া চলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার এক ভগ্নী জন্মিল। তাহার নাম যশোবতী।

মহাসত্ত্ব ষোড়শবর্ষ বয়সে তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন, এবং তৎপরে বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হইল। তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাণ্ডারের ধনরত্ন ইত্যাদি

---

[১]। এই জাতকের সহিত কৃষ্ণ-জাতক (৪৪০) তুলনীয়।

[২]। কৃষ্ণ-জাতকে ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষের পাতা খাইবার কথা আছে। 'কার' শব্দটী তেলিগু ভাষাজ। বালাসু-কার বা কার দ্রাবিড় দেশীয় এক প্রকার গুল্ম; লোকে ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া খায়, পাকা ফলও খায়। এই গুল্ম বৃক্ষ-পর্য্যায়ভুক্ত নহে, 'বিশাল' ত দূরের কথা।

[৩]। ছেলের যে এমন অপেয়ে নাম কেহ রাখতে পারে, ইহা কল্পনার অতীত। বিশেষত এ ক্ষেত্রে এ নামের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

দেখিবার কালে পরিজনমুখে শুনিতে পাইলেন, অমুক এত ধন সঞ্চয় করিয়া মারা গিয়াছিলেন, অমুক এত ধন ইত্যাদি। পুনঃপুন এইরূপ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তসংবেগ জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, 'ধনই দেখা যাইতেছে, কিন্তু যাঁহারা ইহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা তো এই ধন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; আমি কি কেবল ইহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভগিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি এই ধন রক্ষা কর!' তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার অভিপ্রায় কি?' 'আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' 'দাদা, আপনি যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন, আমি তাহা মাথায় লইব না। আমার ধনে প্রয়োজন নাই; আমিও প্রব্রজ্যা লইব।' তখন মহাসত্ত্ব রাজার অনুমতি লইয়া ভেরীবাদন দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন, 'যাহার ধন পাইতে আকাঙ্ক্ষা, সে পণ্ডিতের গৃহে গমন করুক।' মহাসত্ত্ব এইরূপে পূর্ণ এক সপ্তাহ মহাদানে ব্রতী হইলেন; কিন্তু ইহাতেও ধনক্ষয় ঘটিল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমার আয়ুর তো ক্ষয় হইতেছে; তবে আমি ধন লইয়া খেলা করি কেন? যাহার ইচ্ছা, সে ধন লইয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বাসগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'আমি এ সমস্তই দান করিলাম; যাহার যত সাধ্য লইয়া যাউক।' তিনি এইরূপে ধনরত্নপূর্ণ গৃহত্যাগ করিলেন এবং ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ কত বিলাপ পরিতাপ করিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি বারাণসীর যে দ্বারা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, লোকে তাহার 'অকীর্ত্তিদ্বার' এই নাম রাখিল; তিনি যে ঘাটে নদী পার হইলেন, তাহারও নাম হইল 'অকীর্ত্তিতীর্থ'।

মহাসত্ত্ব দুই তিন যোজন গিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভগিনীর সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বহু গ্রাম-নিগম-রাজধানীর অধিবাসীও প্রব্রজ্যা লইল; কাজেই তাঁহার বহু অনুচর হইল; এবং তিনি লোকের নিকট বহু উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বোধ হইল যেন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার অসংখ্য অনুচর, আমি প্রভূত সম্মান ও উপঢৌকন পাইতেছি, কিন্তু ইহা ভাল নয়; আমার পক্ষে একাকী থাকাই যুক্তসঙ্গত।' এইরূপ স্থির করিয়া, কেহ সন্দেহ করিতে না পারে এমন সময়ে, নিজের ভগিনীকে পর্য্যন্ত কিছু না জানাইয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং চলিতে চলিতে দ্রাবিড়রাজ্যে উপস্থিত হইয়া কাবেরীপট্টনলগরের উপকণ্ঠস্থ এক উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি লোকের নিকট প্রভূত উপহার ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং আকাশপথে গমনপূর্ব্বক নাগদ্বীপ-সন্নিহিত

কারদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।[১] তৎকালে কারদ্বীপের নাম ছিল অহিদ্বীপ। মহাসত্ত্ব সেখানে এক বিশাল কারবৃক্ষের নিকটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কেহই জানিতে পারিল না।

এদিকে তাঁহার ভগিনী অনুসন্ধান করিতে করিতে কালক্রমে দ্রাবিড়রাজ্যে উপনীত হইলেন; এবং সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি যে আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই নারী ধ্যানফল লাভ করিতে পারিলেন না।

মহাসত্ত্ব এমনই নিঃস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি কোথাও যাইতেন না। যখন সেই কারবৃক্ষে ফল হইত, তখন তিনি উহার ফল খাইতেন; যখন উহাতে কেবল পত্র থাকিত, তখন পত্রই জলে সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার শীলতেজে শক্রের পাণ্ডুকম্বল-শিলাসন উত্তপ্ত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'কে আমাকে শক্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চায়?' তখন পণ্ডিতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ভাবিলেন, 'এব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে শীল রক্ষা করিতেছে? এ কি শক্রত্ব চায়, না অন্য কিছু চায়? ইহাকে পরীক্ষা করিতে হইতেছে। এ অতি দুঃখে জীবন ধারণ করিতেছে; কেবল উদকসিদ্ধ কারপত্র ভোজন করিতেছে। এ যদি শক্রত্ব চায়, তাহা হইলে নিজের জন্য যে পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাকে তাহাই দিবে; নচেৎ তাহা দিবে না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া শক্র ব্রাহ্মণের বেশে মহাসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মহাসত্ত্ব তখন কারপত্র সিদ্ধ করিয়া ভাণ্ডটা নামাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং জুড়াইলে খাইবেন এই মনে করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ছিলেন। শক্র ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পরম সন্তোষ লাভ করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'কি সৌভাগ্য! আজ যাচক দেখিতে পাইলাম; আজ মনের সাধ মিটাইয়া দান করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পাকপাত্রটী গ্রহণপূর্ব্বক শক্রের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ইহাই আমার দান; ইঁহার বলে আমি যেন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারি।' তিনি নিজের জন্য কিছু মাত্র না রাখিয়া সমস্তই শক্রের ভিক্ষাপাত্রে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী শক্র দান গ্রহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে দান করিবার পর সে দিন আর পাক করিলেন না—প্রীতিসুখেই সময় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি পাক করিয়া পূর্ব্ববৎ পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন; অমনি শক্রও

---

[১]। এইগুলি সিংহলের উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। নাগদ্বীপের বর্ত্তমান নাম জাফনা। ইহা এখন সিংহলের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবেশে আবার সেখানে দেখা দিলেন। মহাসত্ত্ব এবারও তাঁহাকে সমস্ত দান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে কাল যাপন করিলেন। তৃতীয় দিনেও এইরূপ ঘটিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'অহো, আমার কি মহালাভ হইল। কয়েকটা কারপত্রের সাহায্যে আমি মহাপুণ্য অর্জ্জন করিলাম।' তিন দিন একাদিক্রমে অনাহারে থাকিয়া তিনি দুর্ব্বল হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে অপূর্ব আহ্লাদের সঞ্চার হইল; তিনি মধ্যাহ্নকালে পর্ণশালার বাহিরে গিয়া দানের কথা ভাবিতে ভাবিতে দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন।

এদিকে শক্র ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ তিনদিন অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হইয়াছেন; তথাপি দান দিবার কালে হৃষ্টচিত্তেই দান করিতেছেন। ইঁহার চিত্তে অন্য কোন ভাবই নাই। কি জন্য যে ইনি দান করেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ইঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া ও শুনিয়া দানের কারণ জানিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মধ্যাহ্ন অতীত হইলে অপূর্ব্ব শ্রীসৌভাগ্য-সম্পন্ন এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া মহাসত্ত্বের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভো তাপস! এই লবণাম্বপরিবেষ্টিত উষ্ণবাতাভিদ্রুত বনমধ্যে আপনি কি উদ্দেশ্যে এরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন?'

এই বৃত্তান্ত সুপ্রকট করিবার জন্য শাস্তা প্রথম গাথা বলিলেন :

১. 'পূজনীয় অকীর্ত্তিরে দেবরাজ জিজ্ঞাসে তখন,
এ দারুণ গ্রীষ্মে তব তপশ্চর্য্যা কি হেতু, ব্রাহ্মণ?'

প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শক্র আসিয়াছেন। তিনি কোন সামান্য সম্পত্তি চান না, কেবল সর্ব্বজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. পুনঃ পুনঃ জয় লাভ, জরা, মোহ, মৃত্যু দুঃখকর;
তাই শান্তচিত্তে, শক্র, তপঃ হেথা চরি নিরন্তর।[১]

এই উত্তরে শক্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয় সর্ব্ব প্রাণীর উপর বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাণলাভের আশায় বনবাস করিতেছেন; আমি ইহাকে বর দিব।' অনন্তর তিনি তৃতীয় গাথায় মহাসত্ত্বকে বর-গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন :

৩. বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত;
মাগ বর, হে কাশ্যপ; দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।

মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথায় বর প্রার্থনা করিলেন :

৪. দারা-পুত্র-ধন-ধান্য আদি লোকপ্রিয় বস্তু কত;

---

[১]। অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের আশায়।

যত পায়, তত চায়, পেয়ে তৃপ্তি নাহি লভে চিত।
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
এ সকলে লোভ যেন মনে মোর নাহি পায় স্থান।[১]

ইহাতে আরও সন্তুষ্ট হইয়া শক্র মহাসত্ত্বকে অপর অনেক বর দিতে চাহিলেন এবং মহাসত্ত্ব সেগুলি গ্রহণ করিলেন। নিম্নলিখিত গাথাসমূহে উভয়ের উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রদত্ত হইতেছে :

৫. 'বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত;
মাগ বর, হে কাশ্যপ; দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।'

৬. 'গো, অশ্ব, হিরণ্য, ক্ষেত্র, দাস ভৃত্য, সামগ্রীসম্ভার—
যে ক্রোধের বশে লোকে নিমেষেতে করে ছারখার,
সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র বর যদি দিতে মোরে চান,
হেন রিপু মনে মোর কভু যেন নাহি পায় স্থান।"[২]

৭. 'বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ; দিব যাহা তোমার-ঈপ্সিত।'

৮. 'সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
না যেন দেখিতে পাই কভু আমি মূর্খ যেই নর।
শুনি যেন নাহি কাণে কোথা বাস করে মূর্খ জন,
থাকিতে মূর্খের সঙ্গে নাহি যেন হয় কাদচন।
আলাপ মূর্খের সঙ্গে কভু যেন করিতে না হয়;
করিতেও ইচ্ছা যেন কভু মনে না হয় উদয়।

৯. 'কি অহিত মূর্খ তব করিয়াছ বল ত, ব্রাহ্মণ;
দেখিতে না চাও তারে, বল, হে কাশ্যপ, কি কারণ?'

১০. 'অকার্য্যই কার্য্য তার; শীলশ্রদ্ধাপ্রজ্ঞা নাই তার,
পাপই শ্রেয়ঃ বলি মনে ভাবে সদা দুষ্ট দুরাচার।
হিত উপদেশ শুনি ক্রোধবশে অগ্নিমূর্ত্তি হয়;
এমন লোকের তাই অদর্শন শুভদ নিশ্চয়।

১১. 'বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত,
মাগ অন্য বর, দ্বিজ; দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।'

১২. 'সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি মোরে দিতে চান বর,
ধীরের সংসর্গে যেন বাস মোর ঘটে নিরন্তর।

---

[১]। তৃতীয় ও চতুর্থ গাথার সহিত কৃষ্ণজাতকের (৪৪০) তৃতীয় ও চতুর্থ গাথা তুলনীয়।

[২] ।এই গাথাটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। আমি যে বুঝিয়াছি ইহা বলিতে পারি না। ইংরাজী অনুবাদকও বুঝেন নাই।

দেখি ধীরে সদা যেন, শুনি তাঁর গুণের কীর্ত্তন;
সদালাপে তাঁর সনে সদা রত রহে যেন মন।'

১৩. 'কোন্ হিত ধীর তব করিয়াছে বল ত, ব্রাহ্মণ;
সতত দেখিতে তারে চাও, হে কাশ্যপ, কি কারণ?'

১৪. 'করণীয় কার্য্য তাঁর; তিনি শীলশ্রদ্ধা প্রজ্ঞাবান,
বিনয়ী, কনের নিত্য পুণ্যই পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান;
হিত উপদেশ শুনি না উপজে কোপ তাঁর চিতে;
সে কারণ চাই আমি তাঁর শুভ সংসর্গে থাকিতে।

১৫. 'বলিলে উত্তম কথা, তব অনুরূপ সুভাষিত;
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।'

১৬. 'সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
রিপুর বশ্যতা যেন ভাগ্যে কভু না ঘটে আমার।
উদিলে ভাস্কর যেন নিত্য পাই উৎকৃষ্ট ভোজন,
শীলবান ভিক্ষু আর, দিয়া যারে তুষ্ট হবে মন।

১৭. করি দান থাকে যেন অনুক্ষণ অক্ষয় ভাণ্ডার;
দিয়া মনে অনুতাপ কভু যেন জন্মে না আমার।
প্রতিবার করি দান হয় যেন সুপ্রসন্ন মন,
এই বর মাগি আমি দেবরাজ শক্রের সদন।'

১৮. 'বলিলে উত্তম কথা তব অনুরূপ সুভাষিত;
মাগ অন্য বর, দ্বিজ, দিব যাহা তোমার ঈপ্সিত।'

১৯. 'সর্ব্বভূতেশ্বর শক্র যদি বর দিতে চান আর,
হেথা যেন আগমন পুনর্ব্বার নাহি হয় তাঁর।'

২০. 'করে বহু পুণ্যব্রত নর নারী পাইতে যাঁহায়,
তাঁহার দর্শনে তুমি বল কেন পাইতেছ ভয়?'

২১. 'এ দিব্য বিভূতি তব, সর্ব্বকামসমৃদ্ধি তোমার,
দেখি লোভে তপোভ্রংস ঘটে পাছে, এ ভয় আমার।'

মহাসত্তের উত্তর শুনিয়া শক্র বলিলেন, 'ধন্য ভদন্ত! আমি আর এখন হইতে তোমার নিকটে অসিব না।' অনন্তর তিনি মহাসত্ত্বকে অভিবাদন করিয়া এবং তাহার নিকট ক্ষমা পাইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহাসত্ত্বও যাবজ্জীবন সেখানেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারসমূহ ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[**সমবধান :** তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম অকীর্ত্তি পণ্ডিত।]

৪৮১. তর্কারিক-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক বৎসর বর্ষাকালে অগ্রশ্রাবকদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন) জনতা পরিহারপূর্ব্বক নিভৃতে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তার অনুমতি লইয়া যাত্রা করিলেন এবং যে রাজ্যে কোকালিক অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। তাঁহারা কোকালিকের আবাসে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ভাই তোমার সংসর্গে আমাদের এবং আমাদের সংসর্গে তোমার সুখে অবস্থিতি হইবে, এই নিমিত্ত তিন মাস এখানেই থাকিব।' কোকালিক বলিলেন, "আমার সংসর্গে আপনাদের কিরূপ সুঃখ হইবে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" 'অগ্রশ্রাবকদ্বয় এখানে বাস করিতেছেন, এ কথা যদি তুমি কাহাকেও না বল, তাহা হইলে আমরা সুখে থাকিতে পারিব; এই জন্য বলিতেছি, তোমার সংসর্গে আমাদের বসবাস সুখের হইবে।' 'তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু আপনাদের সংসর্গে আমার কি সুখ হইবে?' 'আমরা এই তিনমাস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, ধর্ম্মকথা বলিব; অতএব আমাদের সংসর্গেও তুমি সুখ পাইবে।' 'আচ্ছা, আপনারা যতদিন ইচ্ছা, এখানে অবস্থিতি করুন।' ইহা বলিয়া কোকালিক তাঁহাদের বাসের জন্য একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেখানে মার্গফল ও সমাপত্তিসম্ভূত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা যে সেখানে আছেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

বর্ষান্তে প্রবারণ হইল; তখন আমরা তোমার আশ্রয়ে বর্ষাবাস করিলাম; এখন শাস্তাকে বন্দনা করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি.' ইহা বলিয়া অগ্রশ্রাবকদ্বয় কোকালিকের নিকট বিদায় চাহিলেন। কোকালিক এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ভিক্ষাচর্য্যার্থ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরোবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলেন। আহারান্তে স্থবিরদ্বয় ঐ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; কোকালিক তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পশুর সদৃশ; অগ্রশ্রাবকদ্বয় তিনমাস কাল পুরোবর্ত্তী ঐ বিহারে বাস করিলেন, অথচ তোমরা তাহা জানিতে পারিলে না! তাঁহারা এখন প্রস্থান করিয়াছেন।' গ্রামবাসীরা বলিল, 'ভদন্ত, আপনি আমাদিগকে এ কথা জানান নাই কেন?' অনন্তর তাহার প্রচুর সর্পিঃ, তৈল, ভৈষজ্য, বস্ত্র ও আচ্ছাদন লইয়া স্থবিরদ্বয়ের নিকট ছুটিয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, 'ভদন্তদ্বয়, আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আপনারা যে অগ্রশ্রাবক, এ কথা আমরা

---

[১] । তক্কারি—সংস্কৃত 'তর্কারী' = জয়ন্তীফুলের গাছ। টীকাকার বলিয়াছেন যে এই ব্যক্তির নাম ছিল তর্কারিকা (স্ত্রীলিঙ্গ), কারণ প্রথম গাথায় মূলে ইহা স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; ইহা আমরা আজ ভদন্ত কোকালিকের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইয়াছি। এখন আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া এই ভৈষজ্যবস্ত্রাদি গ্রহণ করুন।' 'স্থবিরদ্বয় বেশি চান না, অল্পেই সন্তুষ্ট হন; তাঁহারা এই বস্ত্রাদি দ্রব্য নিজেরা না লইয়া আমাকেই দান করিবেন', মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কোকালিকও ঐ সকল লোকের সঙ্গে তাঁহাদের নিকটে গেলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা ভিক্ষু কোকালিকের প্ররোচনায় ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, এই জন্য স্থবিরদ্বয় ঐ সকল দ্রব্যের কিছুই নিজেরা গ্রহণ করিলেন না, কোকালিককেও দেওয়াইলেন না। তখন গ্রামবাসীরা যাচঞা করিল, 'এখন গ্রহণ না করুন; কিন্তু আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আর একবার পদার্পণ করিবেন।' স্থবিরদ্বয় ইহা স্বীকার করিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেলেন।

স্থবিরদ্বয়ের ব্যবহারে কোকালিকের বড় ক্রোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থবির দুইজন উপহারগুলি নিজেরাও লইলেন না, আমাকেও দেওয়াইলেন না!' এদিকে স্থবিরদ্বয় শাস্তার নিকট অল্পদিন মাত্র বাস করিয়া প্রত্যেকে পঞ্চশত অনুচর ভিক্ষু সঙ্গে লইলেন এবং এই সহস্র ভিক্ষুর সহিত ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোকালিকের দেশে উপস্থিত হইলেন। অত্রত্য উপাসকগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, তাঁহাদিগকে সেই বিহারেই লইয়া গেল এবং প্রতিদিন মহাসৎকার করিতে লাগিল।

স্থবিরদ্বয় এবং তাঁহাদের অনুচরেরা প্রভূত ভৈষজ্যবস্ত্রাচ্ছাদনাদি পাইতে লাগিলেন। যাহারা স্থবিরদিগের সঙ্গে যাইত, তাহারা চীবরগুলি ভাগ করিয়া সমাগত অন্যান্য ভিক্ষুদিগকে দান করিত; কিন্তু কোকালিককে কিছু দিত না, স্থবিরেরাও তাঁহাকে কিছু দিতেন না। চীবর না পাইয়া কোকালিক স্থবিরদিগের নিন্দা করিয়া ও তাঁহাদিগকে গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নিতান্ত দুরাশয়; পূর্ব্বে লোকে ইহাদিগকে যে উপহার দিয়াছিল, তাহা গ্রহণ করে নাই; কিন্তু এখন তো গ্রহণ করিতেছে। এখন দেখিতেছি, ইহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা দুষ্কর। অন্যের যে কোন প্রয়োজন আছে,' ইঁহারা তাহা একেবারেই দেখে না।' এদিকে, 'কোকালিক আমাদের জন্যই মনে দুষ্ট ভাব পোষণ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া স্থবিরদ্বয় অনুচরগণসহ সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। উপাসকেরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, 'ভদন্তগণ, আপনারা আরও কয়েক দিন অবস্থিতি করুন'; কিন্তু তাঁহারা ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন এক তরুণ ভিক্ষু বলিল, 'উপাসকগণ, স্থবিরেরা কোথায় অবস্থিতি করিবেন? যে স্থবির তোমাদের ইষ্ট, ইঁহাদের এখানে অবস্থিতি তাঁহার পক্ষে অসহ্য।' তখন উপাসকগণ কোকালিকের নিকট গিয়া বলিল, 'ভদন্ত, আপনিই নাকি ইচ্ছা করেন না যে,

স্থবিরদ্বয় এখানে অবস্থিতি করেন! যান, এখনই গিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনুন; নচেৎ নিজেও পলায়ন করিয়া অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করুন।' উপাসকদিগের ভয়ে কোকালিক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, 'যাও ভাই, আমরা ফিরিব না।'

স্থবিরদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কোকালিক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। উপাসকেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, স্থবিরদ্বয় ফিরিলেন কি?' কোকালিক বলিলেন, 'আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারিলাম না।' 'কেন পারিলেন না?' অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'এখানে ঈদৃশ পাপধর্ম্মা বাস করিলে কোন সাধু ভিক্ষুর সমাগত হইবে না। অতএব ইহাকে বহিষ্কৃত করা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা বলিল, 'ভদন্ত, আপনি এখানে আর অবস্থিতি করিবেন না, আমাদের নিকট আপনি অতঃপর কোন সাহায্য পাইবেন না।'

এইরূপে অবমানিত হইয়া কোকালিক পাত্রচীবর লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন অতি পাপাশয়; তাঁহারা এখন পাপেচ্ছার দাস হইয়াছেন।' শাস্তা বলিলেন, 'কোকালিক, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না; সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের সম্বন্ধে তোমার চিত্ত প্রসন্ন কর; জানিয়া রাখ যে, তাঁহারা অতি শুদ্ধাচার ভিক্ষু।' কোকালিক উত্তর দিলেন, 'ভদন্ত, অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি, আপনার অচলা শ্রদ্ধা। আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইঁহারা পাপাশয়, ইঁহারা গোপনে গোপনে স্ব স্ব দুষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন; ইঁহারা বড়ই দুঃশীল। শাস্তা নিষেধ করিলেও কোকালিক তিন বার এইরূপ বলিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি বাহিরে যাইবামাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীরে সর্ষপপ্রমাণ ব্রণ দেখা দিল, বাড়িতে বাড়িতে সেগুলি বিল্বফলের আকার ধারণ করিল এবং ফাটিয়া গিয়া তাঁহার দেহ রক্ত প্লাবিত করিল। তিনি বেদনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জেতবনদ্বারকোষ্ঠকে শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে ব্রহ্মালোক পর্য্যন্ত কোলাহল সমুত্থিত হইল যে, কোকালিক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের গ্লানি করিয়াছেন। কোকালিকের উপাধ্যায় তুড়ুনামক ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্থবিরদ্বয়ের ক্ষমালাভের অভিপ্রায়ে আকাশে আসীন হইয়া বলিলেন, 'কোকালিক, তুমি অতি পরুষ কার্য্য করিয়াছ; অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে প্রসন্ন কর।' কোকালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে মহাশয়?' 'আমি তুড়ু ব্রহ্মা।' 'ভগবান না বলিয়াছেন যে, তুমি অনাগামী? অনাগামী বলিলে, যে ইহলোকে আর ফিরিবে না তাহাকেই বুঝাই। তুমি মলস্তূপে যক্ষ হইবে।' এইরূপে কোকালিক মহাব্রহ্মাকে ভর্ৎসনা করিলেন। মহাব্রহ্মা কোকালিককে

নিজের উপদেশ গ্রহণ করাইতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, 'তুমি তোমার বাক্যের অনুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাক।' অনন্তর তিনি নিজের শুদ্ধাবাসে ফিরিয়া গেলেন। কোকালিক প্রাণত্যাগ করিয়া পদ্ম-নামক নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। সহম্পতি ব্রহ্মা কোকালিকের পদ্মনরকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শাস্তাকে তাহা জানাইলে, শাস্তা আবার ভিক্ষুদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় কোকালিকের দোষসমূহ আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, 'দেখ, ভাই, কোকালিক নাকি সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নিন্দাবাদ করিয়া নিজের মুখের দোষে এখন পদ্মনরকে জন্মলাভ করিয়াছেন।' শাস্তা এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় মারা গিয়াছিল, নিজের মুখের দোষে অশেষ দুঃখ পাইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুরোহিত পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত[১] ছিলেন। এই পুরোহিতের ব্রাহ্মণী অন্য এক ব্রাহ্মণের সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছিল। শেষোক্ত ব্রাহ্মণও পুরোহিতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও নিষ্ক্রান্তদন্ত ছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণীকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াও সৎপথে আনিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি এই শত্রুকে স্বহস্তে বধ করিতে পারিব না; কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইঁহার প্রাণনাশ করাইতে হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার রাজধানী সমস্ত জম্বুদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নগরী; আপনি রাজাদিগের অগ্রগণ্য; কিন্তু এমন শ্রেষ্ঠ রাজার দক্ষিণ দ্বার অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং অমঙ্গলকর।' রাজা বলিলেন, 'আচার্য্য, এ সম্বন্ধে এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা আদেশ করুন।' 'পুরাতন দ্বার ফেলিয়া দিয়া মঙ্গলযুক্ত কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইবে; নগররক্ষক দেবতাদিগকে পূজা দিতে হইবে এবং শুভনক্ষত্র-যোগে নবদ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' 'বেশ, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন।' ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত পুরোহিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার নাম ছিল তর্কারিক।

পুরোহিত পুরাতন দ্বার অপসারিত করিয়া নূতন দ্বার প্রস্তুত করাইলেন এবং

---

[১]। মূলে 'নিক্‌খন্তদাঠো' আছে। ইংরাজী অনুবাদক এই শব্দটীর অর্থ করিয়াছেন 'দন্তবিহীন'। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 'যাহার দন্তগুলি মুখবিবরের বাহিরে দেখা যায়,' দাঁত-উঁচু বা মূলাদাঁতী। এরূপ লোকে দেখিতে কদাকার।

রাজাকে বলিলেন, 'দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে; আগামী কল্য শুভ দিন; অতএব কল্যই পূজা দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'পূজার জন্য কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে?' 'মহারাজ, যে দ্বার এত বড়, তাহাকে বড় বড় দেবতারাই আধিষ্ঠান করেন। কোন একজন পিঙ্গলবর্ণ, নিষ্ক্রান্তদন্ত, উভয়কুলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাঁহার রক্তমাংস দ্বারা পূজা দিতে হইবে এবং তাঁহার শবটা নিম্নে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা করিলে এই নগর এবং আপনি, উভয়েই স্বস্তিভাজন হইবেন।' 'বেশ, আচার্য্য, আপনি এইরূপ কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবধ করিয়াই দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।'

রাজার অনুমতি পাইয়া পুরোহিত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আগামী কল্যই আমি আমার শত্রুর পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পারিব।' এই বিশ্বাসে তিনি এত উৎসাহিত হইলেন যে, গৃহে গিয়া নিজের মুখ বন্ধ করিতে পারিলেন না; তিনি যত শীঘ্র পারিলেন, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'রে পাপিষ্ঠা চণ্ডালিনী, এখন হইতে তুই কার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিবি বল ত? আগামী কল্যই তোর জারের প্রাণ সংহার করিয়া আমি ভুতবলি দিব।' ব্রাহ্মণী বলিল, 'যে নিরপরাধ, তাহাকে কেন বধ করিবেন?' 'রাজা আদেশ দিয়াছেন, কোন কড়ারপিঙ্গল[১] ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তমাংসে ভূতবলি প্রদানপূর্ব্বক দ্বার প্রতিষ্ঠা করুন গিয়া। তোর জার কড়ারপিঙ্গল। তাহাকেই মারিয়া ভুতবলি দিব।' ব্রাহ্মণী তাহার জারকে সংবাদ দিল, 'রাজা না কি কড়ারপিঙ্গল কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া ভূতবলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে সময় থাকিতে পলায়ন কর; নিজে পলাও, অন্য যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে তোমারই মত, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাও।' ব্রাহ্মণীর জার তাহাই করিল। ক্রমে এ কথা নগরে প্রচারিত হইল; নগরে যত কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাও পলাইয়া গেল।

শত্রু যে পলায়ন করিয়াছে, পুরোহিত ইহা জানিতে পারিলেন না। তিনি প্রাতঃকালেই রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, অমুক স্থানে এক কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ আছেন; তাঁহাকে ধরাইয়া আনুন।' রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেল এবং রাজাকে জানাইল যে, সে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে। তখন রাজা আদেশ দিলেন, 'অন্যত্র অনুসন্ধান কর।' কিন্তু রাজভৃত্যেরা সমস্ত নগর খুঁজিয়াও ঐ রূপ কোন লোক দেখিতে পাইল না। রাজা আবার বলিলেন,

---

[১]। 'কড়ার' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কপিশ' ব্যবহার করা যায় কি? বাঙ্গালা 'কটা' শব্দ, বোধ হয়, 'কড়ার' হইতে উৎপন্ন।

'তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া দেখ না।' তাহারা বলিল, 'মহারাজ আপনার পুরোহিত ছাড়া এরূপ লোক অন্য কোথাও নাই।' 'পুরোহিতকে তো বধ করিতে পারি না।' 'বলেন কি, মহারাজ? পুরোহিতকে জন্য আজ যদি দ্বারপ্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে নগর অরক্ষিত থাকিবে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আজ এই কাজ না করিলে শুভনক্ষত্রের প্রতীক্ষায় আর এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। নগর এক বৎসর দ্বারহীন থাকিলে আমাদের শত্রুপক্ষের বেশ সুবিধা হইবে। অতএব ইঁহাকে বধ করা যাউক এবং অন্য কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের দ্বারা ভূতবলি দেওয়াইয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করা হউক।' 'আচার্য্যের সদৃশ পণ্ডিত অন্য কোন ব্রাহ্মণ আছেন কি?' 'আছেন, মহারাজ। ইঁহার অন্তেবাসী তর্কারিক মাণবক সুপণ্ডিত। তাঁহাকে পুরোহিতের পদে বরণ করিয়া শুভদ্বার প্রতিষ্ঠা করুন।'

রাজা তর্কারিককে ডাকাইয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য প্রদানপূর্ব্বক ঐরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তর্কারিক বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরদ্বারের নিকট গমন করিলেন। রাজাজ্ঞায় লোকে পুরোহিতকে বন্ধন করিয়া সেখানে লইয়া গেল। মহাসত্ত্ব দ্বারপ্রতিষ্ঠা স্থানে গর্ত্ত খনন করাইলেন, উহার চতুর্দ্দিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, এবং পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া পর্দ্দার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত গর্ত্ত দেখিয়া এবং নিজের পরিত্রাণের কোন উপায় না পাইয়া বলিলেন, 'আমার উদ্দেশ্য প্রায় নিষ্পাদিত হইয়াছিল; কিন্তু মূর্খতাবশত আমি নিজের মুখ বন্ধ করিতে না পারায় হঠাৎ সেই পাপিষ্ঠাকে গুপ্ত কথা জানাইয়াছিলাম; কাজেই আমি নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছি।

১. বলিবার যোগ্য নয়, বলি তাহা, মূর্খ আমি হায়,
পড়িব এ গর্ত্তে এবে, নাই পরিত্রাণের উপায়।
ভেক যথা বনমাঝে ডাকি করে সর্পকে আহ্বান,
সেরূপ অকালভাষী; মুখদোষে যায় তার প্রাণ।

মহাসত্ত্ব তাঁহার সহিত এই গাথায় আলাপ করিলেন :

২. যে জন অকালভাষী, বধশোকপরিতাপ ভাগ্যে তার হয়।
এ গর্ত্তে তোমারি কৃত; আত্মনিন্দা কর হেথা বসি, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, 'বাক্যসংবরণ করিতে না পারায় কেবল আপনিই যে দুঃখ পাইলেন, এমন নহে, অন্যেও পাইয়াছে।' অনন্তর তিনি অতীতের একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়া ইহা দেখাইলেন :

কথিত আছে পূর্ব্বে বারাণসীতে কালী নাম্নী এক গণিকা বাস করিত। তাহার ভ্রাতার নাম ছিল তুণ্ডিল। কালী প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা অর্জ্জন করিত। তুণ্ডিল বারবনিতাপরায়ণ, মদ্যপায়ী ও অক্ষক্রীড়ারত ছিল। কালী তুণ্ডিলকে অর্থ দিত; কিন্তু তুণ্ডিল যেমন পাইত, অমনি নষ্ট করিত। কালী তাহাকে কত নিষেধ করিত;

কিন্তু সে নিষেধ মানিত না। সে একদিন দ্যূতে পরাজিত হইয়া নিজের পরিহিত বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল; এবং একখণ্ড কৌপীন পরিয়া কালীর গৃহে গিয়াছিল। কিন্তু সে দিন কালী দাসীদিগকে আদেশ করিয়াছিল যে, তুণ্ডিল আসিলে তাহাকে কিছু দান না করিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিবে। কাজেই তুণ্ডিল উপস্থিত হইলে দাসীরা তাহাই করিল। তুণ্ডিল দ্বারমূলে বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

এক শ্রেষ্ঠীপুত্র প্রায় প্রতিদিন কালীকে সহস্র মুদ্রা দিত। সে ঐ দিন তুণ্ডিলকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কান্দিতেছ কেন?' তুণ্ডিল বলিল, 'প্রভু, আমি দ্যূতে পরাজিত হইয়া ভগিনীর নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু দাসীরা আমাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।' 'আচ্ছা, তুমি এখানে থাক; আমি তোমার ভগিনীকে এ কথা বলিতেছি।' ইহা বলিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিতরে গেল এবং কালীকে বলিল, 'তোমার ভাই একখানা কৌপীন পরিয়া আছে; তাহাকে কাপড় দিতেছ না কেন?' কালী বলিল, 'আমি তাহাকে কিছুই দিব না; তোমার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে তুমি দাও গিয়া।'

ঐ গণিকার গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল—যে সহস্র মুদ্রা গৃহীত হইত, তাহা হইতে সে লইত পঞ্চশত; অবশিষ্ট পঞ্চশত মুদ্রায় বস্ত্রগন্ধমাল্যাদি ক্রয় করা হইত। যে সকল পুরুষ সেখানে যাইত, তাহারা ঐ ক্রীত বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রিবাস করিত এবং পরদিন উহা ছাড়িয়া, নিজেরা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, তাহাই পরিয়া যাইত। এ দিন কালী যে বস্ত্র দিল, শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহা পরিল এবং নিজে যে বস্ত্রে আসিয়াছিল, তাহা তুণ্ডিলকে দান করিল। তুণ্ডিল ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া মহানন্দে সুরাগৃহে প্রবেশ করিল।

এদিকে কালী দাসীদিগকে আজ্ঞা দিল, 'কাল যখন শ্রেষ্ঠিপুত্র যাইবে, তখন তাহার বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইবি।' শ্রেষ্ঠিপুত্র যখন পরদিন কালীর গৃহ হইতে বাহির হইতেছে, তখন দাসীরা চারিদিক হইতে দস্যুর মত ছুটিয়া আসিল, বস্ত্রগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করিল এবং 'এখন তুমি যাইতে পার, কুমার' বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র অগত্যা নগ্নবেশেই বাহির হইল; লোকে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল; সে লজ্জা পাইয়া পরিদেবন করিতে লাগিল, 'নিজের বুদ্ধিতেই নিজের দুর্দ্দশা হইল; হায়, কেন আমি নিজের মুখ সংযত করিতে পারি নাই!'

এই ব্যাপার সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন :

৩. কালিকা ভ্রাতারে তার কি দেয়, কি বা না দেয়, কেন এ জিজ্ঞাসা
করিলাম? কেড়ে নিল বস্ত্রযুগ, নগ্ন আমি! হায়, কি দুর্দ্দশা!

নয় কি সদৃশ, দেব, শ্রেষ্ঠীর কাহিনী এই তোমার মতন?
অকালে বলিলে কথা; পাইতেছ মহাদুঃখ তুমি সে কারণ।’

অন্য কেহ এই ঘটনা বলিয়াছে—অজপালদিগের অনবধানতাবশতঃ একদা বারাণসীর মেষচরণ-ভূমিতে দুইটা মেষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেখানে একটা পক্ষী ছিল।[১] সে ভাবিল, ‘মেষ দুইটা এখনই পরস্পরের মাথা ভাঙ্গিয়া মারা যাইবে; আমি ইহাদিগকে বারণ করিতেছি।’ ‘মামা, যুদ্ধ করিও না, মামা, যুদ্ধ করিও না’ বলিয়া সে বার বার নিষেধ করিল; কিন্তু মেষ দুইটা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া লড়িতেই লাগিল; সে একবার তাহাদের পৃষ্ঠে, একবার তাহাদের মস্তকে বসিয়া বারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না। ‘তবে আগে আমাকে মারিয়া লড়’ বলিয়া সে পরিশেষে মেষদ্বয়ের মস্তকের অন্তরালে প্রবেশ করিল। মেষ দুইটা পূর্ব্ববৎ পরস্পরকে প্রহার করিল এবং সেই আঘাতে, কোন দ্রব্য হামান্‌দিস্তাতে যেরূপ পিষ্ট হয়, পক্ষীটাও সেইরূপ পিষ্ট হইয়া আত্মকর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইল।

এই আখ্যায়িকাটী ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. যুদ্ধ করে মেষদ্বয়; কুলুঙ্কের স্বার্থ কোন ছিল না তাহাতে;
তবু মধ্যে পড়ি মরে সে নির্ব্বোধ মেষদের মস্তক-আঘাতে।
নয় কি সদৃশ, দেব, কুলুঙ্ক-কাহিনী এই তোমার মতন?
নাই যাতে প্রয়োজন, হস্তক্ষেপ করি তাতে ঘটিল নিধন।

অন্য কেহ কেহ আর একটী ঘটনা বলেন :

গোপালকেরা বারাণসীতে অতি যত্নের সহিত একটী তালবৃক্ষ রক্ষা করিত। বারাণসীর কতকগুলি লোক ঐ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তিকে ফলাহরণার্থে প্রেরণ করিল। সে লোকটা ফল পাড়িতেছে, এমন সময় বল্মীক হইতে একটা কৃষ্ণসর্প বাহির হইয়া ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। যাহারা গাছের তলে ছিল, তাহারা যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা প্রহার করিয়াও ঐ সর্পকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তখন তাহারা গাছে সাপ উঠিতেছে বলিয়া চীৎকার করিয়া বৃক্ষস্থ ব্যক্তিকে জানাইল; সেও ভয় পাইয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল। যাহারা নিম্নে ছিল, তাহারা একখণ্ড স্থূল বস্ত্রের চারি কোণ ধরিয়া বলিল, ‘তুমি এই কাপড়ের উপর পড়।’ বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি তখন হাত পা ছাড়িয়া ঐ চারি ব্যক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী বস্ত্রমধ্যভাবে পতিত হইল। সে বাতবেগে পড়িয়াছিল। উহা সামলাইতে না পারিয়া চারিজনেরই মাথা ঠোকাঠুকি হইল এবং ভাঙ্গিল বলিয়া চারিজনেই মারা

---

[১]। মূলে ‘কুলিঙ্গ শকুন’ আছে। কিন্তু কুলিঙ্গ শব্দটী অভিধানে পাওয়া যায় না। ৪২৫-সংখ্যক জাতকে, কুলুঙ্গ-নামক পক্ষীর উল্লেখ আছে। এই জাতকেও চতুর্থ গাথার ‘কুলিঙ্গ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ণনা বুঝা যায়, ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী।

গেল।

এই আখ্যায়িকা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫. একের রক্ষার তরে স্থূলবস্ত্রখণ্ড ধরি ছিল চারিজন;
পতনের বেগ-হেতু বিচূর্ণ মস্তকে তারা ত্যজিল জীবন।
নয় কি সদৃশ, দেব, এ চারিজনের দশা তোমার মতন?
না চিন্তিয়া পরিণাম করি কাজ, গেল এরা শমনসদন।

অন্য কেহ কেহ আর একটী কথা বলিয়া থাকেন—

বারাণসীবাসী কয়েকজন ছাগচোর রাত্রিকালে একটা ছাগী চুরি করিয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে, বনে গিয়া উহাকে খাইবে। ছাগীটা যাহাতে না ডাকিতে পারে, সে জন্য তাহারা উহার মুখ বান্ধিয়াছিল এবং এই অবস্থায় উহাকে একটা বাঁশের ঝোপের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। পরদিন ছাগীটাকে খাইবার অভিপ্রায়ে যাইবার সময় তাহারা ভ্রমবশত অস্ত্র লইয়া যায় নাই। 'এস, ছাগীটা মারিয়া মাংস রান্ধিয়া যাই, অস্ত্র আন, ইহাকে কাটা যাউক,' সকলে এইরূপ বলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও হাতে অস্ত্র দেখা গেল না। তখন তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'ছাগীটাকে মারিলেও বিনা অস্ত্রে মাংস বাহির করিবার উপায় নাই; কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। ছাগীটার বড় পুণ্যবল ছিল।' ইহা বলিয়া তাহারা উহাকে ছাড়িয়া দিল। ঐ সময়ে এক বেণুকার বাশ কাটিয়া, আবার কাটিতে আসিবে, এই অভিপ্রায়ে বাঁশের পাতার মধ্যে নিজের বাঁশ কাটিবার অস্ত্রখানি লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। ছাগীটা মুক্তি পাইয়া যখন মনের উল্লাসে বাঁশের ঝাড়ের মূলে লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল, তখন তাহার পশ্চাতের পায়ের আঘাতে ঐ অস্ত্রখানি ছিটিয়া পড়িল। অস্ত্রপতনের শব্দ শুনিয়া চোরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে তাহা দেখিতে পাইল এবং ছাগীটাকে মারিয়া মনের সুখে তাহার মাংস খাইল।

ছাগীটা যে নিজের কৃতকর্ম্মের দোষে মারা গেল, ইহা বুঝাইবার জন্য মহাসত্ত্ব ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :

৬. বেণু-গুল্মে বদ্ধা অজা পশ্চাতের পদাঘাতে অসি নিক্ষেপিল;
সেই অসি লয়ে, দেখ, চৌরগণ কণ্ঠচ্ছেদ তাহার করিল
নয় কি সদৃশ, দেব, অজার নিধনকথা তোমার মতন?
অসময়ে লম্প ঝম্প করি সে ঘটায়, হায়, নিজের মরণ।

এই সকল উদাহরণ দেখাইবার পর মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'যাহারা নিজের মুখ সংযত করিয়া মিতভাষী হয়, তাহারা মরণদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে।' ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি কিন্নরের উপাখ্যান বলিলেন :

বারাণসীবাসী এক ব্যাধপুত্র হিমালয়ে গিয়া কোন উপায়ে এক কিন্নরমিথুন

ধরিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আনিয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব দুইটী দেখিয়া রাজা ব্যাধকে তাহাদের গুণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিল, 'মহারাজ, ইঁহারা মধুরস্বরে গান করে, অতি মনোজ্ঞ নৃত্য করে; মানুষে এরূপ গান করিতে বা নৃত্য করিতে জানে না।' রাজা ব্যাধকে বহু ধন দিলেন এবং কিন্নরদ্বয়কে গান করিতে ও নৃত্য করিতে বলিলেন। তাহারা কিন্তু ভাবিল, 'আমরা যদি গান করিবার কালে গানের তানলয়ভাবাদি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করিতে না পারি, তাহা হইলে সে গান কখনও ভাল শুনাইবে না; তখন লোকে আমাদিগকে গালি দিবে প্রহার করিবে। বিশেষত যাহারা বহুভাষী, তাহারা অনেক সময়েই মিথ্যা বলে।' ফলত তাহারা মিথ্যা বলিবার ভয়ে রাজার পুনঃ পুনঃ আদেশ সত্ত্বেও গান করিল না, নৃত্যও করিল না। ইহাতে রাজার ক্রোধ হইল, তিনি আজ্ঞা দিলেন, এ দুটাকে মারিয়া ইহাদের মাংস রান্ধিয়া আন।' এই আজ্ঞা দিবার কালে তিনি সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. দেবতা নয় তো এরা, গন্ধর্ব্বের তনয় তো নয়;
মৃগ এরা; অর্থ দিয়া ব্যাধে আমি করিয়াছি ক্রয়।
রান্ধ একটার মাংস; সায়াহ্নে তা' করিব ভোজন;
অন্যটার মাংস রান্ধি প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

কিন্নরী ভাবিল, 'রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; আমাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন; অতএব এখন কথা কহিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' তখন সে একটী গাথা বলিল :

৮. শত বা সহস্র গীত অপকৃষ্টভাবে যদি গায়,
সুগীতের কণামাত্র আদর সে সব নাহি পায়।
শঙ্কি মনে, পাছে গান কোনরূপে অপকৃষ্ট হয়,
কিন্নর নীবর ছিল, অজ্ঞতাবশত কভু নয়।

কিন্নরীর কথায় প্রীত হইয়া রাজা আর একটী গাথা বলিলেন :

৯. বলিল যে কথা এবে, অবিলম্বে মুক্তি তারে দাও;
বিহিত ব্যবস্থা করি হিমালয়ে এখনই পাঠাও।
এই যে কিন্নর, এরে মহানসে করহ প্রেরণ;
প্রাতকালে রান্ধি এরে প্রাতরাশ হবে সম্পাদন।

রাজার কথা শুনিয়া কিন্নর ভাবিল 'আমি যদি আর কথা না বলি, তাহা হইলে রাজা আমাকে বধ করিবেন; অতএব এখন কথা বলিতে হইতেছে। ইহা স্থির করিয়া সে দশম গাথা বলিল :

১০. পর্জ্জন্য পশুর নাথ,[১] মানুষের নাথ পশুগণ,
তুমি মোর নাথ, আমি কিন্নরীর নাথ, হে রাজন।
থাকিতে একের প্রাণ অন্যে কভু না যাইব ত্যাজি;
বধ মোরে অগ্রে যদি কিন্নরীরে মুক্তি দিবে আজি।

কিন্নর আবার বলিতে লাগিল, 'মহারাজ, মনে করিবেন না যে, আপনার আজ্ঞাপালনে অনিচ্ছাবশত নীবর ছিলাম; কথায় অনেক দোষ; সেই জন্যই কথা বলি নাই।' এই ভাব পরিস্ফুটিত করিবার জন্য সে দুইটী গাথা বলিল :

১১. নিন্দা-পরিহার অতি কঠিন ব্যাপার,
সেবিতে হয় হে লোক নানান প্রকার।
একে যার জন্য লাভ করে সাধুকার,
সম্পাদি তাহাই অন্যে বহে নিন্দাভার।

১২. পরচিত্ত সকলেই দেখে অন্ধকার,[২]
স্ব স্ব চিত্তবশে ভাবে নানান প্রকার।
যত জীব, প্রত্যেকের ভিন্নবিধ মন।
পরচিত্তবশে চলে, কে আছে এমন?

রাজা দেখিলেন, কিন্নর প্রকৃত কথাই বলিতেছে; সে সুপণ্ডিত। এই জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তিনি শেষ গাথাটী বলিলেন :

১৩. ভার্য্যাসহ কিম্পুরুষ নীরব আছিল এতক্ষণ;
ভয় পেয়ে মুখে তায় হয় এবে বাক্যনিঃসরণ।
এবে সে লভিয়া মুক্তি সুস্থ দেহে সুখে যাক চলি।
মানুষের হিতকর বাক্য কত গেল সেই বলি।

অনন্তর রাজা কিন্নরমিথুনকে সুবর্ণপঞ্জরে বসাইয়া সেই ব্যাধকেই ডাকাইলেন এবং 'যাও, যেখানে ইহাদিগকে ধরিয়াছিলে, সেখানেই ছাড়িয়া দাও গিয়া' বলিয়া বিদায় দিলেন।

এই আখ্যান বর্ণনা করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'দেখুন, আচার্য্য, কিন্নরেরা প্রথমে মুখ সংযত রাখিয়াছিল; কিন্তু বলিবার অবসর পাইয়া সত্য কথা বলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনি কিন্তু যাহা বলা উচিত ছিল না, তাহা বলিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিলেন।' অনন্তর উদাহরণ বুঝাইয়া দিয়া তিনি আচার্য্যকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন—'আপনি ভয় পাইবেন না, আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।' 'তুমি কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবে?' 'আপনি যে নক্ষত্রযোগের

---

[১]। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে; তাহাতে তৃণলতা জন্মে, উহা খাইয়া পশুরা বাঁচে; মানুষ আবার গবাদি পশুর দুগ্ধাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে।

[২]। আমি 'পরচিত্তো' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'পরচিত্তে' এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনও ঘটে নাই।’ শুভক্ষণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া মহাসত্ত্ব সমস্ত দিন কাটাইলেন এবং নিশীথ সময়ে একটা মৃত ছাগ আনাইলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ‘আপনি প্রস্থান করুন; এবং অন্য কোন স্থানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন।’ ইহা বলিয়া তিনি গোপনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং ছাগমাংস ভূতবলি দিয়া দ্বার প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও কোকালিক নিজের কথায় নিজে মারা গিয়াছিল।’

সমবধান : তখন কোকালিক ছিল সেই কড়ারপিঙ্গল ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম তর্কারিক পণ্ডিত।

➪ ছাগীর কথাটী প্রায় অবিকৃতরূপে গ্রীক সাহিত্যে দেখা যায়। জেনোবিয়াসের বর্ণনানুসারে করিস্থবাসীরা জুনোদেবীর নিকট একটা ছাগ বলি দিতে গিয়াছিল। তাহারা খড়্গখানি কোথায় রাখিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু শেষে বন্ধনমুক্ত ছাগই পদাঘাতে ঐ খড়্গ বাহির করিয়া দিয়াছিল।

কুলুঙ্ক পক্ষীর বৃত্তান্ত একটু স্বতন্ত্র আকারে তন্ত্রাখ্যায়িকাতেও আছে। তন্ত্রখ্যায়িকায় পক্ষী নয়, একটা শৃগাল মধ্যস্থ হইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।

---

৪৮২. রুরু-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষুকে যদি কেহ বলিত, ‘ভাই দেবদত্ত, শাস্তা তোমার বহু উপকার করিয়াছেন, তুমি তথাগতকে আশ্রয় করিয়াই প্রব্রজ্যা লইয়াছ, তাঁহারই দয়ায় পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ, তাঁহারই জন্য এত সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত হইতেছ,’ তাহা হইলে দেবদত্ত উত্তর দিতেন, ‘ভাই, শাস্তার দ্বারা আমার তৃণাগ্রপরিমিত উপকারও হয় নাই; আমি নিজেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, নিজের চেষ্টাতেই পিকটত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি, নিজের গুণেই সম্মান ও উপহার লাভ করিতেছি।’ ভিক্ষুরা একদিন এ সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, ‘দেখ, ভাই, দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ; তিনি যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করেন না।’ ‘এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসাদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ছিল এবং প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করিত না। পূর্ব্বে আমি তাহার প্রাণদান করিয়াছিলাম, তথাপি সে আমার গুণের মাত্রা জানিতে পারে নাই।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী পুত্র লাভ করিয়া তাহার মহাধনক এই নাম রাখিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে পুত্র ক্লেশ পাইবে, এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে কোন বিদ্যা শিক্ষা দিলেন না। কাজেই ছেলেটী নৃত্যগীত ও পানাহারের অতিরিক্ত আর কিছু শিখিতে পারিল না। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন শ্রেষ্ঠী নিজের বংশানুরূপ কোন কুল হইতে একটী পাত্রী আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর মহাধনক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, মদ্যপায়ী ও দ্যুতাসক্ত বহু অনুচরগণে পরিবৃত হইল। সে বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিল এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইল। অনন্তর উত্তমর্ণেরা যখন আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন সে ভাবিল, 'এ প্রাণ রাখিয়া ফল কি? আমি বর্ত্তমান জীবনেই আর সে নই, অন্য জীবে পরিণত হইয়াছিল। অতএব মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া সে উত্তমর্ণদিগকে বলিল, 'তোমরা খতগুলি লইয়া আইস; গঙ্গাতীরে আমার পৈতৃক ধন নিহিত আছে; তাহাই তোমাদিগকে দিতেছি।' এই কথায় উত্তমর্ণেরা তাহার সঙ্গে চলিল।

মহাধনক গঙ্গাতীরে গিয়া এখানে ধন আছে, এখানে ধন আছে বলিয়া দেখাইতে লাগিল যেন নিহিত ধনের স্থানই দেখাইতেছে; কিন্তু সে ডুবিয়া মরিবার উদ্দেশ্যে অতর্কিতভাবে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রবল স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল সে করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে মহাসত্ত্ব রুরুমৃগযোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিজনদিগকে পরিহার করিয়া গঙ্গার কোন বাঁকের মাথায় শাল ও সুপুষ্পিত আম্রবৃক্ষ-শোভিত এক রমণীয় বনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দেহের বর্ণ সুমার্জ্জিত কাঞ্চনপট্টের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, সম্মুখের ও পশ্চাতের পাগুলি লাক্ষামণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত; নাঙ্গুলটী চমরীপুচ্ছকেও বিদ্রূপ করিত; শৃঙ্গদ্বয় রজতমালার ন্যায় দেখাইত; চক্ষু দুইটী সুমার্জ্জিত মণিগোলকের ন্যায় ছিল। তিনি মুখখানি ফিরাইলে উহা রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় বোধ হইত। তিনি নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে মানুষের রব শুনা যাইতেছে; আমি যখন জীবিত আছি, তখন ইহাকে মরিতে দিব না; ইঁহার প্রাণ রক্ষা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শয়নগুল্ম হইতে উত্থিত হইলেন এবং নদীতীরে গিয়া লোকটাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, 'ভো মনুষ্য, ভয় নাই; আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিতেছি।' তিনি স্রোত ভেদ করিয়া গেলেন, তাহাকে পৃষ্ঠে বসাইয়া তীরে আনিলেন এবং নিজের বাসস্থানে লইয়া গিয়া বন্যফলমূল

খাইতে দিলেন। দুই তিন দিন অতীত হইলে তিনি মহাধনককে বলিলেন, 'শুন, বাপু, আমি তোমাকে এই বন হইতে বাহির করিয়া বারাণসীর পথে রাখিয়া আসিতেছি; তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারিবে; কিন্তু দেখিও যেন ধনলোভে রাজাকে বা রাজার মহামাত্রকে বলিও না যে, অমুক স্থানে কাঞ্চনমৃগ বাস করে।' মহাধনক উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা প্রভু।' মহাসত্ত্ব এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া বারাণসীর পথে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাহাকে নামাইয়া দিয়া নিজ বাসস্থানে ফিরিলেন।

যে দিন মহাধনক বারাণসীতে ফিরিয়া গেল, সেই দিন রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যুষকালে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক সুবর্ণমৃগ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'পৃথিবীতে যদি এরূপ মৃগ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনও স্বপ্নে ইহাকে দেখিতাম না। নিশ্চয় এরূপ মৃগ আছে। আমি রাজাকে এ কথা বলিতেছি।'

ক্ষেমা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি সুবর্ণবর্ণ মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রাণ রাখিব; নচেৎ প্রাণ রাখিব না।' রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'যদি মনুষ্যলোকে এরূপ প্রাণী থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।' অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও আছে কি?' ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ, এরূপ মৃগ আছে।' ইহা শুনিয়া রাজা একটা হস্তীকে সুন্দররূপে সাজাইলেন, তাহার স্কন্ধোপরি একটী সুবর্ণময় করণ্ডক[১] স্থাপন করিয়া তাহার মধ্যে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটী থলি রাখিয়া দিলেন, এবং সুবর্ণপট্টে এই গাথা লেখাইলেন—যে ব্যক্তি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে স্থবিকা-করণ্ডকসহ হস্তীটা, এমন কি তাহারও অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। অনন্তর তিনি এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি, বাপু, আমার আদেশে নগরবাসীদিগকে এই গাথা বল গিয়া :

১. কাহাকে করিব দান উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর?
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবরণ যার, কে আমারে দিবে সমাচার?'

অমাত্য সুবর্ণপট্ট গ্রহণ করিয়া সমস্ত নগরে এই গাথা বলাইতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময়েই পূর্ব্বকথিত শ্রেষ্ঠিপুত্র বারাণসীতে প্রবেশ করিতেছিল। সে ঐ ঘোষণা শুনিয়া উক্ত অমাত্যের নিকট গেল এবং বলিল, 'আমি রাজাকে এইরূপ মৃগের সন্ধান দিতেছি; আপনি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলুন।' ইহা শুনিয়া

[১]। মূলে চঙ্গোটক আছে। চঙ্গোটক—এক প্রকার ছোট ঝুড়ি; এই শব্দ হইতে, বোধ হয়, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাড়ী' শব্দটী উৎপত্তি হইয়াছে।

অমাত্য হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তি নাকি সুবর্ণমৃগের সন্ধান দিতে পারে।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'কি হে বাপু? এ কথা সত্য কি?' সে উত্তর দিল, 'হাঁ মহারাজ, এ কথা সত্য; আপনি এই পুরস্কার আমাকে প্রদান করুন।

২. দিন্ মোরে, মহারাজ, উত্তম একটী গ্রাম, অলঙ্কৃতা নারীগণ আর;
কোথা থাকে মৃগোত্তম, সুবর্ণবরণ যার, আমি সেই দিব সমাচার।'

এই কথায় রাজা সেই মিত্রদ্রোহীর উপর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ঐ মৃগ কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অমুক স্থানে আছে, ইহা শুনিয়া বহু অনুচরসহ সেখানে যাত্রা করিলেন। পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মিত্রদ্রোহী রাজাকে বলিল, 'মহারাজ, আপনি এ স্থানে সেনা সংস্থাপন করুন।' তদনুসারে সেনা সন্নিবেশিত হইলে সে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক বলিল, 'মহারাজ, সুবর্ণমৃগ এই বনে অবস্থিতি করে।

৩. সুপুষ্পিত আম্রশালে শোভিত এ বনভূমি; রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ইঁহার;[১]
সে হেমবরণ মৃগ একাকী এখানে থাকি, মহারাজ, করেন বিহার।'

এই কথা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, 'ঐ মৃগকে যাহাতে পলায়ন করিবার অবসর না দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে শীঘ্র শীঘ্র লোকজনের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বনভূমি পরিবেষ্টন করাও।' রাজার অনুচরগণ তাহাই করিয়া মহা নিনাদ করিল। রাজা কয়েক জন লোক সঙ্গে লইয়া একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই মিত্রদ্রোহী লোকটাও তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। মহাসত্ত্ব রাজানুচরদিগের নিনাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'এ যে কোন বৃহৎ সেনার শব্দ! এই সকল লোক হইতে আমার ভয়ের কারণ হইতে পারে।' অনন্তর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, লোকজনদিগের দিকে তাকাইলেন এবং যেখানে রাজা ছিলেন, তাহা দেখিয়া স্থির করিলেন, 'রাজা যেখানে আছেন, সেখানে গেলেই আমার ভদ্র হইবে; অতএব আমার সেখানেই যাওয়া কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রাজার অভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই মৃগের দেহে হস্তীর মত বল; এ এমন বেগে আসিতেছে যে, ইঁহার সম্মুখে যাহা পড়িবে, তাহাই বিধ্বস্ত হইবে। আমি শরসন্ধান করিয়া ইহাকে ভয়

---

[১]। মূলে 'ইন্দগোপকসংছন্না' আছে। ইন্দ্রগোপক এক প্রকার রক্তবর্ণ কীট। ইহারা বর্ষাকালে বিবর হইতে নির্গত হইয়া মাটির উপর বিচরণ করে। টীকাকার বলেন যে, বনভূমি ইন্দ্রগোপকসদৃশ রক্তবর্ণ তৃণের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখানে তৃণের কোন আভাস না থাকিতেও পারে। যে স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ, তাহা বাসের পক্ষে অতি উত্তম, বোধ হয় গাথাকারের ইহাই বলিবার অভিপ্রায়।

দেখাই; এ যদি পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তবে শরবিদ্ধ করিয়া ইহাকে দুর্ব্বল করিব; তখন ইহাকে ধরা যাইতে পারিবে।’ ইহা স্থির করিয়া রাজা শরাসনে জ্যা আরোহণ করিয়া বোধিসত্ত্বের অভিমুখে দাঁড়াইলেন।

এই ঘটনা বিষদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

৪. আরোপি জ্যা শরাসনে সন্ধান করিয়া বাণ নৃপতি হইলা অগ্রসর;
দূর হতে দেখি তাঁরে রক্ষিতে নিজের প্রাণ বলিতে লাগিল মৃগবর—

৫. ‘তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, মহারাজ; রথিকুলশ্রেষ্ঠ তুমি; হানিওনা শর মোর বুকে;
এ নির্জ্জন বন মাঝে আমি যে বসতি করি, এ কথা শুনিলে কার মুখে?’

মহাসত্ত্বের মধুর কথা শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ ধনু অবনত করিয়া শ্রদ্ধানম্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া মধুর স্বরে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজার সেই বহুসংখ্যক অনুচর অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে এমন মধুর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, যেন সুবর্ণকিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে, মহারাজ, সংবাদ দিয়াছে যে, আমি এখানে থাকি?’ ঐ সময়ে সেই পাপিষ্ঠা একটু নিকটে অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া এই কথোপকথন শুনিতে পাইতেছিল। রাজা বলিলেন, ‘এই ব্যক্তিই তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছে।’

৬. অই যে ঈষৎ দূরে আছে পাপী দাঁড়াইয়া;
অই তব বাসস্থান দিল, সখে, দেখাইয়া।’

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সেই মিত্রদ্রোহীকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং রাজার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. আছে ধরাধামে হেন বহু পাপাশয়,
যাদের সম্বন্ধে মিথ্যা এ প্রবাদ নয়—
জল হতে কাষ্ঠখণ্ড করিলে উদ্ধার
লভিতে পারিবে তুমি কিছু উপকার;
কিন্তু পাপিজনে যদি করিবে উদ্ধার,
উপকার-বিনিময়ে পাবে অপকার।[১]

তখন রাজা বলিলেন :

৮. এ ক্ষেত্রে কে অপরাধী বল, মৃগরাজ?
পশু, পাখী, মানুষ—কাহার এই কাজ?
জন্মিয়াছে সাতিশয় ভয় মোর মনে
শুনি মানুষের ভাষা তোমার বদনে।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন, ‘মহারাজ, আমি পশুপক্ষীকে দোষ দিতেছি

---

[১]। এই গাথাটী প্রথম খণ্ডের সত্যংকিল (৭৩) জাতকেও দেখা গিয়াছে।

না, মানুষেরই নিন্দা করিতেছি।

৯. গঙ্গার প্রবল স্রোতে যেতেছিল ভেসে;
রক্ষি তারে এ দুর্দ্দশা ঘটে মোর শেষে।
পাপীর সংসর্গে, ভূপ, দুঃখ দুর্নিবার;
ঘটিল বিপত্তি করি পাপীরে উদ্ধার।'

ইহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ ঈদৃশ উপকারকের গুণ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহাকেই শরবিদ্ধ করিয়া আমি যমের বাড়ী পাঠাইতেছি।' তিনি বলিলেন,

১০. পেয়ে হেন উপকার ভুলে নীচাশয়!
হানির সুতীক্ষ্ণ এই চতুষ্পত্র শর;[১]
উড়িয়া করুক বিদ্ধ পাপীর হৃদয়;
মিত্রদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ মরুক পামর।

'আমার কারণে যেন লোকটা মারা না যায়,' ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব একাদশ গাথা বলিলেন :

১১. ধিক এই মূঢ়ে, ভূপ; কিন্তু সাধুজন
প্রাণিহত্যা প্রশংসা না করেন কখন।
ফিরি যাক ঘরে পাপী, লভি তব ঠাঁই
অঙ্গীকৃত পুরস্কার; বধে কাজ নাই।
আমি রহিলাম হেথা; যে আজ্ঞা, রাজন,
করিবে তাহাই আমি করিব পালন।

ইহা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং মহাসত্ত্বের স্তুতি করিয়া পরবর্ত্তী গাথাটী বলিলেন :

১২. সাধু মধ্যে গণ্য তুমি বুঝিনু নিশ্চয়;
যে জন ঘটাল তব দুঃখ সাতিশয়,
অহিত তাহার তুমি না চাও করিতে;
তোমার ইচ্ছায় হল পাপীরে ছাড়িতে।
যা'ক চলি নরাধম, যথা ইচ্ছা তার;
দিলাম তাহারে অঙ্গীকৃত পুরস্কার।
তোমাকেও বন্দী আমি করিতে না চাই;
যেথা ইচ্ছা, চলি তুমি যাও সেই ঠাঁই।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, "নরনাথ, মানুষ মুখে এক রূপ বলে, কাজে অন্য

---

[১]। অর্থাৎ যাহার পুচ্ছে চারিটা পালক (বাজ) আছে।

রূপ করে। এই ভাব সুস্পষ্ট করিার জন্য তিনি দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

১৩. শৃগাল, বিহঙ্গ আদি করে যেই রব,
অনায়াসে পারা যায় বুঝিতে সে সব।
মানুষের ভাষা কিন্তু দুর্ব্বিজ্ঞের অতি,
সে ভাষা বুঝিতে মোর নাহিক শকতি।

১৪. ইনি মোর সখা, মিত্র, ইনি জ্ঞাতি হন,
এ ভাব লোকের মনে থাকে অল্পক্ষণ।
এই আছে সখ্য, প্রীতি, এই নাই আর!
মিত্র শেষে শত্রু হয় দেখি সবাকার।[১]

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'মৃগরাজ, তুমি আমাকে এরূপ লোক মনে করিও না। যদি রাজ্যও যায়, তথাপি আমি যে বর দিতেছি, তাহা প্রত্যাহার করিব না। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর।' অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজার নিকটে দাঁড়াইয়া বর গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিন।' রাজা সেই বর দিলেন, তাঁহাকে নগরে লইয়া গিয়া নগর সুসজ্জিত করাইলেন, তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ আভরণ পরাইলেন এবং তাঁহার মুখে দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমে দেবীকে, পরে রাজাকে ও রাজপুরুষদিগকে মধুর স্বরে মনুষ্য-ভাষায় বলিলেন; রাজাকে দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিলেন, বহু জনকে ধর্ম্মপথে চলিতে বলিলেন এবং তদনন্তর বনে গিয়া মৃগগণপরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

'সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলাম', রাজা ভেরী বাজাইয়া সমস্ত নগরবাসীদিগকে এই বার্ত্তা জানাইলেন। তখন হইতে কি মৃগ, কি পক্ষী, কাহাকেও মারিবার জন্য কেহ হস্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতে পারিত না। হরিণগণ মানুষের শস্য খাইত; কিন্তু কেহ তাহাদিগকে বারণ করিতে পারিত না। রাজ্যের সমস্ত প্রজা এইজন্য রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৫. আসিল নিগম-গ্রাম-জনপদবাসীগণ;
বলে 'শস্য খায় মৃগে, রক্ষা কর, হে রাজন।'

ইহা শুনিয়া রাজা দুইটী গাথা বলিলেন :

১৬. হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে।
রুরুকে অভয় দিয়া এখন অনিষ্ট তার করিব কেমনে?

---

[১]। এই গাথা দুইটী জবনহংস-জাতকে (৪৭৬) এবং দূত-জাতকেও (৪৭৮) আছে।

১৭. হোক জনপদ ধ্বংস, যায় যাবে রাজ্য মম, দুঃখ নাই মনে,
দিনু মৃগরাজে বর; এবে মিথ্যাবাদী আমি হইব কেমনে?

সমবেত জনসঙ্ঘ রাজার কথা শুনিয়া এবং কোন উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। ক্রমে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব মৃগগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ‘তোমরা এখন হইতে মানুষের শস্য ভক্ষণ করিও না।’ তিনি মনুষ্যদিগকেও জানাইলেন, তাহারা যেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে পাতা দিয়া এক একটা সঙ্কেতসূচক চিহ্ন বান্ধিয়া রাখে।[১] লোকে তাহাই করিতে লাগিল। সেই সঙ্কেত দেখিয়া অদ্যাপি মৃগগণ মানুষের শস্য ভক্ষণ করে না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ‘ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।’

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্রেষ্ঠিপুত্র, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই রুরুমৃগ।]

----

৪৮৩. শরভমৃগ-জাতক

[শাস্তা সারিপুত্রকে অতি সংক্ষেপে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সারিপুত্র বিস্তৃতভাবে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন :

শাস্তা যখন দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই স্থবির একটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক এই বৃত্তান্ত বলা যাইতেছে—আয়ুষ্মান, পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঋদ্ধিবলে রাজগৃহ নগরবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে চন্দনপাত্র গ্রহণ করিলে[২], শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য[৩] সম্পাদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তীর্থিকেরা ভাবিলেন, শ্রমণ গৌতম যখন ঋদ্ধিবলে অলৌকিক কার্য্য-সম্পাদন নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেও এরূপ কাজ করিবেন না।

---

[১]। এ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ন্যাগ্রোধমৃগ-জাতক (১২) দ্রষ্টব্য।

[২]। চুল্লবগ্‌গে (৫, ৭) এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠী অতি উচ্চে চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটা পাত্র রাখিয়া বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহার ক্ষমতা থাকে, তিনি উহা লইয়া যাউন। পিণ্ডোল ঋদ্ধিবলে আকাশে উঠিয়া ঐ পাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্তা ইহার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, ‘তুমি তুচ্ছ বস্তু লাভ করিবার জন্য নিজের অলৌকিক শক্তির অপব্যবহার করিয়াছ।’

[৩]। পালিতে অলৌকিক কার্য্য বা miracle ‘পাটিহারিয়ং’ (প্রাতিহার্য্য) নামে অভিহিত।

তীর্থিকদিগের শিষ্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, 'ভদন্তগণ, আপনারা কেন পাত্রটী গ্রহণ করিলেন না।' এখন তীর্থিকেরা উত্তর দিতে লাগিলেন, 'ভাই, ইহা কিছু আমাদের পক্ষে দুষ্কর ছিল না; কিন্তু তুচ্ছ একটা কাঠের পাত্রের জন্য কে, বল, গৃহীর নিকট নিজের অলৌকিক গুণগ্রাম প্রদর্শন করিতে যাইবে? এই জন্যই আমরা পাত্রটী গ্রহণ করি নাই; শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা লোভী ও মূঢ়; সেই জন্য ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া পাত্রটী লইয়াছে। ঋদ্ধি প্রদর্শন করা যে আমাদের পক্ষে কঠিন কাজ, এরূপ মনে করিও না; শ্রমণ গৌতমের শ্রাবকেরা তো তুচ্ছ; আমরা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং শ্রমণ গৌতমের সঙ্গেও ঋদ্ধি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারি। শ্রমণ গৌতম যদি একটা অলৌকিক কাজ করেন, তবে আমরা তাহার দ্বিগুণ করিব।' তীর্থিকদিগের এইরূপ আস্ফালনের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা তাহা ভগবানকে জানাইলেন এবং বলিলেন, 'ভদন্ত, তীর্থিকেরা নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন।'

শাস্তা উত্তর দিলেন, 'করুন না কেন, ভিক্ষুগণ? আমিও করিব।' ইহা শুনিয়া রাজা বিম্বিসার শাস্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি না কি প্রাতিহার্য্য করিবেন?' শাস্তা বলিলেন, 'হাঁ, মহারাজ।' 'এসম্বন্ধে ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য একটী ব্যবস্থা (শিক্ষাপদ) পরিজ্ঞাত আছে না কি?' 'মহারাজ, সে শিক্ষাপদ আমার শ্রাবকদিগের সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। বুদ্ধদিগের সম্বন্ধে কোন শিক্ষাপদ নাই। যেমন আপনার উদ্যানজাত পুষ্পফলাদি অন্যের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইলেও আপনার সম্বন্ধে নয়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কোন ব্যবস্থা ভিক্ষুদিগের জন্য বিধিবদ্ধ হইলেও বুদ্ধগণ তাহাতে আবদ্ধ থাকেন না।' 'আপনি কোথায় এই অলৌকিক কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন?' 'শ্রাবস্তী নগরে গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে।'[১] 'আমাকে সেখানে কিছু করিতে হইবে কি?' 'কিছু মাত্র নয়, মহারাজ।'

পরদিন আহারান্তে শাস্তা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ভদন্তগণ, শাস্তা কোথায় যাইতেছেন?' ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, 'শ্রাবস্তী নগরের দ্বারদেশে গণ্ডাম্রবৃক্ষের মূলে তীর্থিকদিগের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যমক প্রাতিহার্য্য করিতে যাইতেছেন।' তখন বহুলোকে অতীব আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক ঘটনা দেখিবে মনে করিয়া স্ব স্ব গৃহদ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্তার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 'শ্রমণ গৌতম যেখানে আশ্চর্য্যজনক কোন ক্রিয়া করিবেন, আমরাও সেখানে আমাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয়

---

[১]। পরে দেখা যাইবে, কোশলরাজের উদ্যানপালের নাম ছিল গণ্ড। বোধ হয় এই জন্যই ঐ গাছটার নামও গণ্ড হইয়াছিল।

দিব,’ ইহা বলিয়া তীর্থকেরাও শিষ্যগণসহ অনুগমন করিলেন।

শাস্তা ক্রমে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। রাজা (কোশলরাজ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য করিবেন?’ শাস্তা উত্তর দিলেন, ‘হাঁ মহারাজ?’ ‘কবে করিবেন, ভদন্ত?’ ‘অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আষাঢ়ী পূর্ণিমায়।’ ‘আমি মণ্ডপ প্রস্তুত করিব কি?’ ‘মণ্ডপের প্রয়োজন নাই; আমি যেখানে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিব, সেখানে স্বয়ং শক্র দ্বাদশযোজন পরিমিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন।’ ‘এই বৃত্তান্ত আমি নগরে প্রচার করিতে পারি কি?’ ‘ঘোষণা করুন, মহারাজ।’ রাজা ধর্ম্মঘোষককে অলঙ্কৃত হস্তিপৃষ্ঠে বসাইয়া প্রতিদিন ঘোষণা করাইতে লাগিলেন যে, শাস্তা অমুক দিনে তীর্থিকদিগের দর্প-হরণার্থ গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে অলৌকিক কার্য্য করিবেন। গণ্ডাম্রবৃক্ষের মূলে শাস্তা নিজ অতিমানুষিক শক্তির পরিচয় দিবেন, ইহা শুনিয়া, তীর্থিকেরা শ্রাবস্তীর নিকটে যত আম্রবৃক্ষ ছিল, বৃক্ষস্বামীদিগকে অর্থ দিয়া সমস্ত ছেদন করাইলেন।

পূর্ণিমার দিন ধর্ম্মঘোষক ঘোষণা করিলেন, ‘অদ্য প্রাতঃকালেই প্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইবে।’ দেবতাদিগের অনুভাববলে সকল জম্বুদ্বীপের দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা লইতে লাগিল; যাহার যাহার মনে দর্শনার্থ যাইবার ইচ্ছা হইল, সেই সেই দেখিল, সে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রাবস্তীর নিকটে দ্বাদশ যোজন-পরিমিত স্থানে জনতা হইল।

শাস্তা প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইলেন। ঐ সময়ে গণ্ড-নামক উদ্যানপাল রাজার জন্য একটা গাছপাকা কুম্ভপ্রমাণ আম্রফল লইয়া যাইতেছিল। সে শাস্তাকে নগরদ্বারে দেখিয়া ভাবিল, ‘এই ফল তথাগতেরই উপযুক্ত।’ সে তাঁহাকেই ফলটী দিল। শাস্তা উহা গ্রহণ করিয়া সেইখানেই একান্তে উপবেশন করিলেন এবং খাইয়া আনন্দকে বলিলেন, ‘এই আঁঠিটা উদ্যানপালকে দিয়া বল যে, সে এখানেই ইহা রোপণ করুক। ইহাই গণ্ডাম্রবৃক্ষ হইবে।’ আনন্দ তাহাই করিলেন; উদ্যানপাল মাটি খুঁড়িয়া আঁঠিটা রোপণ করিল। অমনি উহা বিদীর্ণ হইল; অধোদিকে মূল বাহির হইল, লাঙ্গলীষাপ্রমাণ রত্নাঙ্কুর উদ্‌গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা শতহস্ত-প্রমাণ আম্রবৃক্ষে পরিণত হইল। উহার স্কন্ধ হইল পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ এবং শাখাগুলিও পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ। কেবল ইহাই নহে; উহাতে তৎক্ষণাৎ পুষ্পফল দেখা দিল। বৃক্ষরাজ মধুকর-পরিবৃত এবং সুবর্ণবর্ণ-সমন্বিত হইয়া নভোদেশ পরিপূরণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বায়ুর হিল্লোলে উহা হইতে মধুর ফল পড়িতে লাগিল, ভিক্ষুরা গিয়া সেগুলি খাইতে লাগিলেন।

সায়াহ্ন সময়ে দেবরাজ ভাবিয়া দেখিলেন, সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া

দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ নীলোৎপলসংশ্ছন্ন সপ্তরত্নময় মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। অনন্তর, দশসহস্র চক্রবালের দেবতাগণ সমবেত হইলেন। তীর্থিকদর্পহারি-যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদনে এবং ইঁহার অসাধারণত্বে শ্রাবকদিগের বিস্ময়োৎপাদনে বহুজনের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে বুঝিয়া শাস্তা বুদ্ধাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বিংশতি কোটি লোকে অমৃত পান করিতে লাগিল। তাহার পর শাস্তা ভাবিলেন, 'পূর্ব্বতন বুদ্ধগণ প্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কোথায় গিয়াছিলেন? তাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে গিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তিনি বুদ্ধাসন হইতে উত্থিত হইলেন, দক্ষিণ পাদ যুগন্ধর পর্ব্বতের[১] মস্তকোপরি এবং বামপাদ সুমেরুর শিরোপরি স্থাপনপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে আরোহণ করিলেন, সেখানে পারিচ্ছত্রকমূলে[২] পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া বর্ষাবাস করিতে লাগিলেন এবং তিনমাস কাল দেবতাদিগকে অভিধর্ম্ম-কথা শুনাইলেন।

শ্রাবস্তীতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কেহই জানিতে পারিল না যে, শাস্তা কোথায় গিয়াছেন। 'তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই আমরা ফিরিয়া যাইব' ইহা বলিয়া তাহারা সেখানে তিন মাস অবস্থিতি করিল।[৩] এদিকে প্রবারণার সময় নিকটবর্ত্তী হইল; স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়ন গিয়া শাস্তাকে ইহা জানাইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সারিপুত্র এখন কোথায়?' মহামৌদ্‌গল্যায়ন বলিলেন, 'ভদন্ত, তিনি ভবৎকৃত প্রাতিহার্য্য প্রসন্নচিত্ত হইয়া সম্প্রতি পঞ্চশত ভিক্ষুসহ সাঙ্কাশ্য নগরে অবস্থিতি করিতেছেন।' 'দেখ, মৌদ্‌গল্যায়ন, আমি অদ্য হইতে সপ্তমদিনে সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে অবতরণ করিব। যাহারা তথাগতকে দেখিতে চায়, তাহারা সাঙ্কাশ্যতে সমবেত হউক।' স্থবির 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, সকল লোককে এই সংবাদ দিলেন এবং সকল লোককেই মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রাবস্তী হইতে ত্রিংশদযোজন দূরস্থ সাঙ্কাশ্য নগরে লইয়া গেলেন।

বর্ষাবাস শেষ হইলে প্রবারণা সম্পাদন করিয়া শাস্তা শক্রকে বলিলেন, 'মহারাজ, এখন আমি নরলোকে যাইব।' শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দশবল মনুষ্যলোকে অবতরণ করিবেন; তজ্জন্য সোপান নির্ম্মাণ কর।' 'বিশ্বকর্ম্মা সুমেরুর মস্তকে সোপানের শীর্ষ এবং সাঙ্কাশ্যার দ্বারে উহার

১। সুমেরুকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহাদের মধ্যে যেটী মধ্যস্থানে আছে তাহার নাম যুগন্ধর।

২। পারিচ্ছত্রক এক প্রকার দেবতরু। ইন্দ্রালয়ে একটা বিশাল পারিচ্ছত্রক বৃক্ষ আছে।

৩। আমার মনে হয় মূলে উদ্ধারচিহ্নটী 'গমিস্‌সাম' পদের পূর্ব্বে না বলিয়া 'দিস্‌বা' পদের পূর্ব্বে বসিবে নচেৎ বাক্যটীর অর্থ হয় না।

সর্ব্ব নিম্নভাগ[১] স্থাপন করিলেন এবং মধ্যবর্ত্তী পঙ্ক্তি তিন ভাগে গঠন করিলেন : মধ্যভাগ মণিদ্বারা, একপার্শ্ব রৌপ্যদ্বারা এবং একপার্শ্ব স্বর্ণদ্বারা। বেদিকা ও পরিক্ষেপ সপ্তরত্ন দ্বারা গঠিত হইল। শাস্তা জগদুদ্ধারের জন্য প্রাতিহার্য্য সম্পাদন করিয়া মধ্যবর্ত্তী মণিময়ী পঙ্ক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন; শক্র তাঁহার পাত্র ও চীবর ধারণ করিয়া অনুগমন করিলেন, সুযাম[২] বালব্যজনী এবং সহম্পতি ব্রহ্মা ছত্র ধারণ করিলেন। দশসহস্র চক্রবালবাসী দেবতাগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিতে লাগিলেন। শাস্তা নিম্নতম সোপানে পদার্পণ করিলে সর্ব্বাগ্রে সারিপুত্র, তৎপরে অন্যান্য লোকে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

এই মহতী সভায় শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'মহামৌদ্‌গল্যায়ন নিজে ঋদ্ধিমান বলিয়া বিদিত, উপালি বিনয়ধর; কিন্তু সারিপুত্র যে মহাপ্রাজ্ঞ, এ কথা প্রকটিত হয় নাই। একা আমি ব্যতীত আর কেহই সারিপুত্রের ন্যায় পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন নহেন। অতএব ইঁহার প্রজ্ঞাগুণ প্রকটিত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রথমে পৃথগ্‌জনবোধ্য একটী প্রশ্ন করিলেন; পৃথগ্‌জনেরাই তাহার উত্তর দিল। তাহার পর শাস্তা স্রোতাপন্নদিগের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন, স্রোতাপন্নেরা তাহার উত্তর দিলেন, পৃথগ্‌জনে তাহা বুঝিতে পারিল না। এইরূপে ক্রমশ তিনি সকৃদাগামী, অনাগামী, ক্ষীণাস্রব (অর্হন) এবং মহাশ্রাবকদিগের বোধগম্য প্রশ্ন করিলেন; অধস্তনস্তরের ব্যক্তিরা ঐ সকল প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিলেন না; কিন্তু যাঁহারা ঊর্ধ্বতন স্তরে অবস্থিত, তাঁহারা বুঝিলেন ও উত্তর দিলেন। অগ্রশ্রাবকদিগের বিষয়গোচর যে প্রশ্ন হইল, অগ্রশ্রাবকেরাই তাহার উত্তর দিলেন; অন্য কেহ দিতে পারিল না। পরিশেষে তিনি সারিপুত্রের বোধগম্য একটী প্রশ্ন করিলেন; কেবল সারিপুত্রই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন; অন্য কেহ তাহার মর্ম্ম জানিল না। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ঐ যে শাস্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, উনি কে?' এবং যখন শুনিল যে, তিনি ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, 'অহো, ইনি কি মহাপ্রজ্ঞাবান।' এই সময় হইতে কি দেবলোকে, কি নরলোকে, স্থবির সারিপুত্রের মহাপ্রজ্ঞার কথা কাহারও অবিদিত থাকিল না।

অতঃপর শাস্তা সারিপুত্রকে বললেন :

---

[১]। ধুরসোপান। বেদিকা = কার্ণিশ। পরিক্ষেপ = fenco or railing.

[২]। সুযাম ইন্দ্রের পার্শ্বচর একজন দেবতা। দেবসভায় চামর ব্যজন করা ইঁহার কাজ।

কেহ বা অশৈক্ষ[১]; শৈক্ষ পৃথিবীতে বহু দেখা যায়,
কাহার কি ঈর্য্যা, প্রাজ্ঞ, বিচারিয়া বল তো আমায়।

এই প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধদিগেরই প্রজ্ঞাবিষয়ীভূত। ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'সারিপুত্র, আমি অতি সংক্ষেপে এই প্রশ্ন করিয়াছি। বিস্তৃতভাবে ইঁহার কিরূপ অর্থগ্রহ করিতে হইবে, বল।' স্থবির মনে মনে প্রশ্নটী আন্দোলন করিয়া ভাবিলেন, 'কি উপায়ে অশৈক্ষ, শৈক্ষ সর্ব্ববিধ ভিক্ষুই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন, শাস্তা আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' প্রশ্নের স্থূলাভিপ্রায় সম্বন্ধে এইরূপে নিঃশংসয় হইয়া তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'স্কন্ধাদির তারতম্যানুসারে নানা প্রকারে ঈর্য্যাপথ বর্ণন করা যাইতে পারে; কিভাবে বর্ণনা করিলে যে উত্তরটী শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায়ের অনুরূপ হইবে, তাহা কিরূপে বুঝিব?' এইরূপে তিনি শাস্তার গূঢ় অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার প্রশ্নের স্থূল অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্ম অভিপ্রায় সম্বন্ধে সংশয় দূর করিতে পারেন নাই; সঙ্কেত বলিয়া না দিলে ইনি উত্তর দিতে পারিবেন না; অতএব সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি।' অনন্তর তিনি সঙ্কেত দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'দেখিতে পাইতেছ, সারিপুত্র, যে ইহা সত্য।' (ইহা বলিয়া শাস্তা একটী বিষয় বলিলেন)। সারিপুত্র উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

স্থবিরকে এই সঙ্কেত দিয়া শাস্তা ভাবিলেন, 'সারিপুত্র আমার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াছেন', এখন তিনি স্কন্ধানুসারেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন' শাস্তা একটী মাত্র সঙ্কেত দিলেও প্রশ্নটী তখন এত সুস্পষ্ট হইল যে, সারিপুত্র ভাবিলেন, তিনি যেন শত বা সহস্র সঙ্কেত লাভ করিয়াছেন। শাস্তা যে সঙ্কেত দিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি বুদ্ধপ্রজ্ঞাবিষয়ীভূত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

শাস্তা দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘকে ধর্ম্মদেশন করিলেন; ত্রিশ কোটি লোক অমৃত পান করিল। অনন্তর তিনি সকল লোক বিদায় দিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ক্রমে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন এবং পর দিন নগরাভ্যন্তরে ভিক্ষা করিয়া ও ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য প্রদর্শনানন্তর গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'ভাই, সারিপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ; তাঁহার প্রজ্ঞা বহুবিষয়িণী; উহা যেমন বেগবতী, তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই তত্ত্বনির্ণয়সমর্থা। দশবল সংক্ষেপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তিনি বিস্তৃতভাবে

---

[১]। মূলে 'সংখতধম্মা' এই পদ আছে। সংখত = সংস্কৃত। ইহাতে অর্হন্‌দিগকে বুঝাইতেছে। ইঁহার অশৈক্ষ; শৈক্ষদিগের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। ঈর্য্যা = চাল-চলন (তৃতীয় খণ্ডের ২৩০তম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

তাহার উত্তর দিয়াছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি সংক্ষেপে কথিত বিষয়ের সবিস্তর অর্থ বলিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শরভ-মৃগযোনিতে[১] জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বনে বাস করিতেন। রাজা সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার দেহে এত বল ছিল যে, তিনি অন্য মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকে (এইরূপ না এইরূপ) দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।' অমাত্যেরা ভাবিলেন, লোকে সময় সময় গৃহের মধ্যে থাকিয়া ভাণ্ডার-কোষ্ঠক দেখিতে পায় না।[২] মৃগ যখন নিজ বাসস্থান হইতে উঠিবে, তখন যে কোন উপায়ে তাহাকে রাজার অবস্থিতি-স্থানে তাড়াইতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিলেন এবং রাজাকে পথের এক প্রান্তে রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহারা একটা বৃহৎ গুল্ম পরিবেষ্টন করিয়া মুদ্‌গরাদি দ্বারা ভূমিতে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই শরভমৃগ বাহির হইলেন। তিনি তিন বার গুল্মের চারিদিকে ছুটিয়া পলায়নের অবকাশ খুঁজিলেন; দেখিলেন সকল দিকেই বাহুর সঙ্গে বাহু যোগ করিয়া, ধনুকের সহিত ধনুক যোগ করিয়া এমন ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, কোথাও তিল মাত্র ফাঁক নাই। কেবল রাজার অবস্থিতি-স্থানেই তিনি পলায়ন করিবার অবকাশ দেখিতে পাইলেন। উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে যেন বালুকা নিক্ষেপ করিতেছেন, এইভাবে তিনি রাজার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।[৩] তাঁহাকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

[শরভমৃগেরা নাকি শরের পথ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। যখন শর

---

[১]। শরভ এক প্রকার কল্পিত মৃগ। ইহার আট খানি পা এবং ইহা সিংহ অপেক্ষাও বলবান বলিয়া বর্ণিত।

[২]। বোধহয় ইহা একটা প্রবাদবাক্য—যাহা সাধারণত অসম্ভব, তাহাও সময়বিশেষে ঘটিয়া থাকে, যাহা সম্মুখে আছে, লোকে সময়বিশেষে তাহাও দেখিতে পায় না, এইরূপ তাৎপর্য্য।

[৩]। রাজার চোখে যেন ধুলা দিয়া—এইরূপ অর্থ বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য। অথবা উন্মীলিত চক্ষুর মধ্যে হঠাৎ বালুকা নিক্ষিপ্ত হইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, শরভমৃগের দ্রুতধাবন দর্শনে রাজারও সেই দশা হইল।

সম্মুখ দেশ হইতে আসে, তখন ইঁহারা বেগ বন্ধ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে; পশ্চাদ্দিক হইতে আসিলে ইঁহারা আরও বেগে দৌঁড়াইয়া উহাকে অতিক্রম করিয়া যায়; উপর হইতে পড়িলে পৃষ্ঠ অবনত করিয়া হঠিয়া যায়; পার্শ্বদেশ হইতে আসিলে অপর দিকে একটু সরিয়া যায়; যদি কুক্ষি দেশ লক্ষ্য করিয়া আসে তাহা হইলে উল্টিয়া শুইয়া পড়ে; এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শর যখন চলিয়া যায়, তখন ইঁহারা উঠিয়া বাতচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করে]। শরভরূপী বোধিসত্ত্ব যখন উঠিয়া পড়িয়া গেলেন, তখন শরভ বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া রাজা চীৎকার করিলেন। শরভ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অস্ত্রধারীদিগের ব্যূহভেদপূর্ব্বক বাতবেগে ধাবিত হইলেন। উভয়পার্শ্বে যে সকল অমাত্য ছিলেন, তাঁহারা শরভকে পলায়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃগটা কাহার অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল?' কেহ কেহ বলিল, 'রাজার অবস্থিতি স্থান লক্ষ্য করিয়া।' 'রাজা না বলিতেছেন, 'আমি বিদ্ধ করিয়াছি।' তিনি কি বিদ্ধ করিলেন, তবে? আমাদের রাজার বীর্য্য বিকাশ হইয়াছে; তিনি মৃত্তিকা বিদ্ধ করিয়াছেন!' তাঁহারা রাজার সম্বন্ধে এইরূপে নানা পরিহাস করিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'ইঁহারা আমাকে পরিহাস করিতেছে। আমার যে কি ক্ষমতা তাহা তো ইঁহারা জানে না।' অনন্তর তিনি কোমর বান্ধিয়া ও খড়্গহস্তে লইয়া 'শরভকে ধরিব' এই বলিয়া পদব্রজে ছুটিলেন। তিনি শরভকে নিজের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না দিয়া তিন যোজন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুধাবন করিলেন। ইঁহার পর শরভ একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শরভ যে পথে যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে যষ্টিহস্ত গভীর একটী গর্ত্ত ছিল। গলিত তরুলতা প্রভৃতি দ্বারা উহা নরকসদৃশ হইয়াছিল। উহাতে বিশ হাত গভীর জল ছিল; কিন্তু উপরে তৃণশৈবালাদি জমিয়াছিল বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না। শরভ জলের গন্ধ পাইয়া বুঝিলেন, উহা একটা গর্ত্ত; তিনি একটু পাশ কাটিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কিন্তু সোজাসুজি ছুটিয়া ঐ গর্ত্তে পড়িলেন। রাজার পদশব্দ শুনিতে না পাইয়া শরভ মুখ ফিরাইলেন এবং তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, তিনি ঐ নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রাজা গর্ত্তের মধ্যে গভীর জলে দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন; তখন তিনি রাজার অপরাধের কথা আর ভবিলেন না; তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি স্থির করিলেন, 'আমার চক্ষুর সম্মুখে রাজা মারা যাইবেন, ইহা হইতে পারে না; আমি ইঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।' তিনি গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, ভয় নাই; আমি আপনাকে উদ্ধার করিতেছি।' অনন্তর, লোকে যেমন নিজের পুত্রের উদ্ধার করে, সেইরূপ উৎসাহের সহিত

তিনি শিলার উপর ভয় দিয়া দাঁড়াইলেন[১] এবং যে রাজা তাঁহার বধের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ষষ্টিহস্ত গভীর সেই নরক হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি রাজাকে আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠে বসাইলেন, বনের বাহিরে লইয়া গেলেন, তাঁহার সেনার অবিদূরে নামাইয়া দিলেন, এবং উপদেশ দিয়া তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু মহাসত্ত্বকে ছাড়িয়া যাইতে রাজার তখন সাধ্য হইল না; তিনি বলিলেন, 'প্রভু শরভরাজ, আপনি আমার সঙ্গে বারাণসীতে চলুন; আমি আপনাকে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীর রাজত্ব দান করিব। আপনি সেখানে রাজত্ব করিবেন।' শরভ বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের তির্য্যগযোনিতে জন্ম হইয়াছে; রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি আপনার যদি স্নেহ হইয়া থাকে, তবে আমি আপনাকে যে শীল শিক্ষা দিলাম, তাহা রক্ষা করিবেন, রাজ্যবাসীদিগের দ্বারাও শীল পালন করাইবেন।' রাজাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজা সাশ্রুনয়নে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিতে করিতে সেনাকটকে উপনীত হইলেন এবং সেনাপরিবৃত হইয়া নগরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন, 'এখন হইতে রাজ্যবাসী সকলেই যেন পঞ্চশীল পালন কর।' কিন্তু মহাসত্ত্ব তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তিনি কাহাকেও সে কথা জানাইলেন না। তিনি নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য খাইয়া অলঙ্কৃত শয্যায় শয়নপূর্ব্বক প্রত্যুষ সময়ে মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিলেন এবং উত্থান করিয়া পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ছয়টী গাথায় উদান গান করিলেন :

১. ছাড়িও না আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
২. ছাড়িও না আশা, নর; অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
দেখ না, উদক হতে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
৩. উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
৪. উদ্যোগী হও হে নর; অনির্ব্বিণ্ন, পণ্ডিত যে জন;
দেখ না উদক হতে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।

৫. যদিও পণ্ডিত হয় দুঃখপারাবারে,
তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কতই প্রকার

---

[১]। মূলে 'তস্‌স উদ্ধারণত্থায় সিলায় যোগ্‌গং কত্বা' আছে। ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে—তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রে পাথর লইয়া কিরূপে উদ্ধার করিতে হইবে তাহা অভ্যাস করিলেন।

নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার;
অতর্কিতভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয়;
তবে বল আশাত্যাগে কি বা ফলোদয়?

৬. ভাবি নাই কভু যাহা তাহাও ঘটিয়া থাকে; আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা মনে মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ;
হৃদয়ে আশায় পুষি নিয়ত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন।

রাজার উদানগান শেষ হইতে না হইতে অরুণোদয় হইল। তাঁহার পুরোহিত প্রাতঃকালেই তাঁহার সুখশয়ন জিজ্ঞাসার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই উদানগীত-শব্দ শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'রাজা কাল মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; সেখানে, বোধ, হয় তিনি শরভ মৃগ বিদ্ধ করিতে পারেন নাই; তাহাতে অমাত্যেরা পরিহাস করিয়াছিলেন; এই জন্য তাঁহার ক্ষত্রিয়াভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি 'মৃগ মারিয়া আনয়ন করিতেছি' বলিয়া মৃগের অনুধাবন করিয়াছিলেন; তাহা করিতে গিয়া ষষ্টিহস্ত গভীর নরকসদৃশ গর্ত্তে পড়িয়াছিলেন; তখন শরভরাজ দয়াদ্র হইয়া রাজার অপরাধের কথা মনে না স্থান দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এই জন্যই বোধ হয় রাজা উদান গান করিতেছেন।' ব্রাহ্মণ রাজার শয়নদ্বারে উদানগুলি আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেন; রাজার ও শরভের কৃতকার্য্য সুমার্জিত দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার মানসপটে প্রকট হইল। তিনি নখাগ্রদ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' পুরোহিত উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার পুরোহিত।' তখন রাজা দ্বার খুলিয়া বলিলেন, 'আসিতে আজ্ঞা হউক, আচার্য্য।' পুরোহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হউক; আপনি অরণ্যে যাহা যাহা করিয়াছেন, আমি সে সব জানিতে পারিয়াছি। আপনি এক শরভমৃগের অনুধাবন করিতে করিতে নরকে পতিত হইয়াছিলেন; সেই শরভ শিলার উপর ভর দিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিল; আপনি এখন তাহার গুণ স্মরণ করিয়া উদান গান করিতেছেন।

৭. একা তুমি পদব্রজে দুর্গম পর্ব্বত মাঝে শরভের পশ্চাতে ছুটিলা;
প্রতিহিংসা-বৃত্তি, দ্বেষ, ছিল না ক চিত্তে তার; তাই তুমি জীবন লভিলা।

৮. শিলার উপর ভর দিয়া যেই মৃগবর উর্দ্ধারিল তোমায়, রাজন,
ভীষণ নরক হতে যার গুণে উঠি স্থলে পুনঃ তুমি পাইলে জীবন,
মৃত্যু-মুখ হতে টানি উত্তোলিয়া যে, নৃমণি করিল তোমায় প্রাণ দান,
হিংসা-দ্বেষহীন সেই মৃগের মহিমা তুমি বর্ণি এবে করিতেছ গান।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি আমার সঙ্গে মৃগয়ায় যান নাই; অথচ

সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছেন! জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কিরূপে জানিলেন।' এই উদ্দেশ্যে তিনি নবম গাথা বলিলেন :

৯. সেখানে কি ছিলে তুমি, হে বিপ্র, তখন?
বলিল এ কথা কিংবা অন্য কোন জন?
কিংবা সর্ব্বদর্শী তুমি; কিছুই গোপন
না থাকে তোমার কাছে? বল হে, ব্রাহ্মণ।
অপার তোমার জ্ঞান দেখি ভয় পায়;
কিরূপে জানিলা, খুলি বল হে আমায়।

পুরোহিত বলিলেন, 'আমি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নই; আপনি যে গাথাগুলি গান করিলেন তাহাদের শব্দসমূহ মনোযোগসহকারে শুনিয়া আমি এই অর্থগ্রহণ করিয়াছি।' নিজের মনের ভাব আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য পুরোহিত দশম গাথা বলিলেন :

১০. না ছিনু সেখানে আমি তখন, রাজন;
করি নাই কারো মুখে এ কথা শ্রবণ;
গাথা যাহা, নরনাথ, করিয়াছ গান,
তাহাই বুঝিয়া সুধী এই অর্থ পান।

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা পুরোহিতকে বহু ধন দিলেন, এবং ঐ সময় হইতে দানাদি পুণ্যকর্ম্মে নিরত হইলেন; তাঁহার প্রজাগণও পুণ্যাভিরত হইয়া মৃত্যুর পরেই স্বর্গলোক পূর্ণ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন রাজা লক্ষ্য বেধ করিবার জন্য পুরোহিতকে লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র বহু নূতন দেব ও দেবকন্যা দেখিয়া ভাবিলেন, ইঁহার কারণ কি? তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শরভমৃগ রাজাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন রাজার অনুভাব বলে বহু লোকে পুণ্য কর্ম্ম করিতেছে; সেই জন্যই দেবলোক পূর্ণ হইতেছে। রাজা লক্ষ্য বেধ করিতে গিয়াছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'রাজার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি সিংহনাদে শরভমৃগের গুণকীর্ত্তন করিব; তাহার পর আমি যে শক্র, তাহা জানাইব, আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিব এবং মৈত্রীর ও পঞ্চশীলের মহিমা শুনাইয়া আসিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাজাও লক্ষ্য বেধ করিবার অভিপ্রায়ে শরাসনে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক শর সন্ধান করিলেন। তখন শক্র রাজা ও লক্ষ্যের অন্তরে নিজের অনুভাববলে সেই শরভমৃগকে দেখাইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা শর নিক্ষেপ করিলেন না; শক্র পুরোহিতের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন :

১১. পরবীর্য্যঘাতী তব পত্রযুক্তশর;
সন্ধানি ধনুতে, বল কেন, নরেশ্বর,
করিতেছ উতস্ততঃ নিক্ষেপিতে বাণ
হান উহা; বধ শীঘ্র শরভের প্রাণ।
জান তুমি, মতিমান এ কথা নিশ্চয়,—
রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়।

তখন রাজা বলিলেন :

১২. জানি বটে, হে ব্রাহ্মণ, এ কথা নিশ্চয়—
রাজারই প্রকৃষ্ট খাদ্য মৃগমাংস হয়;
পূর্ব্বকৃত উপকার, করিয়া স্মরণ,
শরতে বধিতে কিন্তু পারি না এখন।
অনন্তর শক্র দুইটী গাথা বলিলেন :

১৩. এ নয় শরভ মৃগ; অসুর এ হয়;
মারি এরে স্বর্গরাজ্য লভিবে নিশ্চয়।

১৪. বিরত যদ্যপি হও মারিতে ইহারে
মিত্র ভাবি, তবে তুমি যাবে যমদ্বারে;
দারাপুত্রসহ সেথা বৈতরণী-নীরে
ডুবিয়া ভীষণ জ্বালা পাইবে শরীরে।

ইঁহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন।

১৫. যাব আমি যমদ্বারে; যাব বৈতরণী-তীরে, দারাসুতমিত্রপ্রজাসহ;
ডুবি তার তপ্ত জলে দারুণ যন্ত্রণা মোরা পাইব সেখানে অহরহ;
সেও ভাল বলি মানি; তথাপি শরভে আমি বধিতে না পারিব কখন;
যে আমায় দিল প্রাণ, কোন্ প্রাণে, আমি বল, বিনাশিব তাহার জীবন;

১৬. একাকী ভীষণ বনে বিপন্ন হইনু যবে, মৃগ মোরে করিল উদ্ধার,
কেমনে বধিব তারে, বল তুমি, বিপ্রবর, পূর্ব্বকৃত স্মরি উপকার?

অনন্তর শক্র পুরোহিতের শরীর হইতে নির্গত হইয়া শক্রভাব ধারণপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইলেন এবং দুইটী গাথায় রাজার গুণকীর্ত্তন করিলেন :

১৭. হে মিত্রবৎসল, তুমি হও চিরজীবী;
যথাধর্ম্ম কর তুমি পালন পৃথিবী;
দেহান্তে ইন্দ্রত্ব লভি হও সুরপতি,
দিব্যাঙ্গনাসহ সুখে করহ বসতি।

১৮. হও ক্রোধহীন, সদা সুপ্রসন্নমন;
সর্ব্ব অতিথির কর প্রার্থনা পূরণ;

যথাসাধ্য করি দান, সাধি নিজ কাজ,
অর্জিয়া সুযশ লভ অমরসমাজ।

দেবরাজ শক্র আবার বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে ধরা দিলে না। তুমি অপ্রমত্তভাবে চলিও।' রাজাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও সারিপুত্র সংক্ষেপে উক্ত কথার বিস্তৃত অর্থ জানিতেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই শরভমৃগ।]

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

প্রকীর্ণক নিপাত

৪৮৪. শালিকেদার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু শ্যাম-জাতকে (৫৪০) সবিস্তার বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কি হে ভিক্ষু, তুমি গৃহিজনকে পোষণ কর এ কথা সত্য কি?' ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, 'সত্যই ভদন্ত?' 'তাহারা তোমার কে?' 'মাতা ও পিতা।' 'বেশ করিতেছ! প্রাচীন পণ্ডিতেরা তির্য্যগযোনিতে শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে কুলায়ে রাখিয়া চঞ্চুতে পুরিয়া আহার আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের পোষণ করিতেন।' অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*　　　*　　　*

পুরাকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজ-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তখন ঐ নগরের বাহিরে পূর্ব্বোত্তরকোণে শালিন্দিক নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। ইঁহার আবার পূর্ব্বোত্তর কোণে ছিল মগধক্ষেত্র।[১] সেখানে শালিন্দিকবাসী কৌশিকগোত্রজ এক ব্রাহ্মণ সহস্রকরীষ[২] পরিমিত ক্ষেত্র লইয়া তাহাতে ধান্য বপন করাইয়াছিলেন। যখন শস্য জন্মিল, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃঢ় বৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং নিজের লোকজনের উপর, কাহাকেও পঞ্চাশ করীষের, কাহাকেও ষষ্টি করীষের, এইরূপে পঞ্চশত করীষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। অবশিষ্ট পঞ্চশত করীষের রক্ষার ভার তিনি একজন ভৃতিভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে ব্যক্তি সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবারাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই ধান্যক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তর কোণে পর্ব্বতের সানুদেশে এক বৃহৎ শাল্মলিবন ছিল; তাহাতে বহু শুকপক্ষী বাস করিত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব উক্ত শুকসঙ্ঘের মধ্যে শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ

---

[১]। 'মগধক্ষেত্র' বলিলে কি বুঝাইবে? ইহা কি শস্যোৎপাদনের ভূমি—যেখানে রাজগৃহের ও শালিন্দিকের লোকে চাষ করিত?

[২]। করীষ—প্রায় ৮ একার।

করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরূপ ও বলবান হইলে তাঁহার দেহ শকটনাভিপ্রমাণ হইল। তাঁহার পিতা তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, 'আমি এখন দূরে যাইতে অক্ষম; তুমিই এই শুকসঙ্ঘের রক্ষণাবেক্ষণ কর।' ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে শুকরাজ্য দান করিলেন। এই ঘটনার পরদিন হইতেই বোধিসত্ত্ব তাঁহার মাতাপিতাকে আর আহার সংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে দিলেন না; তিনি নিজে শুকগণে পরিবৃত হইয়া হিমালয়ে যাইতেন, সেখানে স্বয়ংজাত শালিবনে প্রয়োজনমত শালি ভক্ষণ করিয়া ফিরিবার কালে মাতাপিতার জন্য পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ শালি লইয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি মাতাপিতার পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন শুকেরা বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'পূর্ব্বে এই সময়ে মগধক্ষেত্রে শালি পাকিত। এখন জন্মে কি?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'জানিয়া এস।' অনন্তর তিনি ইহা জানিবার জন্য দুইটী শুক প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা মগধক্ষেত্রে গেল এবং যে অংশ সেই ভৃতিভুক ব্যক্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহাতেই অবতরণ করিল। তাহারা সেখানে শালি খাইল, একটা শীষ লইয়া শাল্মলিবনে গেল এবং উহা মহাসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া বলিল, 'মগধক্ষেত্রে এইরূপ শালি জন্মিয়াছে।' মহাসত্ত্ব পরদিন শুকগণে পরিবৃত হইয়া মগধক্ষেত্রে গিয়া ঐ স্থানে অবতরণ করিলেন। শুকে শালি খাইতেছে দেখিয়া সেই লোকটা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া তাড়া দিতে লাগিল; কিন্তু খাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। অন্যান্য শুক শালি খাইয়া খালিমুখে ফিরিয়া গেল; কিন্তু শুকরাজ অনেকগুলি শীষ মুখে লইয়া গেলেন এবং মাতাপিতাকে দিলেন। ইঁহার পরদিন হইতে শুকেরা ঐ ক্ষেত্রে গিয়াই শালি ভক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সেই লোকটা ভাবিল, 'ইঁহারা যদি এইভাবে আরও কিছুদিন খায়, তাহা হইলে সমস্তই তো নিঃশেষ হইবে। ব্রাহ্মণ তখন শালির দাম ধরিয়া আমাকে দায়ী করিবেন। যাই, তাঁহাকে গিয়া এ কথা জানাইয়া রাখি।' সে এক মুষ্টি শালি এবং উপযুক্ত উপঢৌকন লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গেল, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল এবং একান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে বাপু! ক্ষেত্রে বেশ শালি জন্মিয়াছে ত?' 'হাঁ, ঠাকুর, বেশ জন্মিয়াছে' এই উত্তর দিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :

১. জন্মিয়াছে শালি ভাল; কিন্তু, মহাশয়,
শুকগন আসি তাহা প্রতিদিন খায়।
হইলাম অসমর্থ ইহা নিবারিতে;
নিবেদন করি তাই সময় থাকিতে।

২. সব চেয়ে যে শুকটা দেখিতে সুন্দর,
হেরি তার কাণ্ড মোর লাগে চমৎকার।

খেয়ে যায় পেট পুরে, আরও যায় নিয়ে
চঞ্চুতে পুরিয়া শালি; দেখি সবিস্ময়ে।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে শুকরাজের প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু, তুমি ফাঁদ পাতিতে জান কি?' 'হাঁ, ঠাকুর, জানি।' ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে এই গাথায় বলিলেন :

৩. যে ফাঁদ প্রস্তুত হয় অশ্বপুচ্ছলোমে,
তাই পাতি ধর গিয়া সেই বিহঙ্গমে।
মারিওনা প্রাণে তারে; জীবিতাবস্থায়
আনিয়া এখানে তারে দাও হে আমায়।

ব্রাহ্মণ যে শালির দাম ধরিয়া তাহাকে ঋণী করিলেন না, ইহাতে লোকটা বড় সন্তুষ্ট হইল। সে গিয়া অশ্বলোম পাকাইয়া ফাঁদ প্রস্তুত করিল, এবং শুকেরা কোন দিন কোন খানে সম্ভবত অবতরণ করিবে ইহা জানিয়া এবং শুকরাজের অবতরণের স্থান লক্ষ্য করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই চাটিপ্রমাণ পঞ্জর প্রস্তুত করিল, এবং ফাঁদ পাতিয়া ও কুটীরে বসিয়া শুকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শুকরাজও শুকগণসহ উপস্থিত হইলেন। তিনি লোভী ছিলেন না, এজন্য পূর্ব্বদিন যেখানে চরিয়াছিলেন, আজও সেখানে অবতরণ করিয়া ফাঁদে পা দিলেন। নিজে পাশে বদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি বদ্ধ হইয়াছি, ইহা যদি বদ্ধরাব[১] দ্বারা ব্যক্ত করি, তবে আমার জ্ঞাতিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া আহার গ্রহণ না করিয়াই পলাইয়া যাইবে। অতএব যতক্ষণ ইহাদের আহার শেষ না হয়, ততক্ষণ আমাকে নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।' অনন্তর যখন বুঝিলেন, তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়াছে, তখন মরণভয়ে তিনি তিন বার বদ্ধরব করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার অনুচরেরা সকলেই পলায়ন করিল। শুকরাজ ভাবিলেন, 'আমার জ্ঞাতির মধ্যে একটী প্রাণীও মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইল না। আমি কি পাপ করিয়াছি?' তিনি বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন :

৪. খেয়ে, পিয়ে যথাসুখে বিহঙ্গমগণ যে যাহার স্থানে দেব করিল গমন।
একা আমি পাশে বদ্ধ রয়েছি হেথায়; কি পাপে পড়িনু হায় হেন দুর্দ্দশায়?

এদিকে ক্ষেত্রপাল শুকরাজের বদ্ধরব এবং আকাশে পলায়নপর বিহঙ্গগণের পক্ষধ্বনি শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য কুটীর হইতে অবতরণ করিল এবং যেখানে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেখানে গিয়া শুকরাজকে দেখিতে পাইল। যাহার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পাতিয়াছিল, সেই ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া সে বড় খুশী হইল;

---

[১]। বদ্ধরাব—বদ্ধ হইলে প্রাণীরা যে রব করে।

শুকরাজকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পদদ্বয় একসঙ্গে বান্ধিল এবং তাঁহাকে লইয়া গিয়া শালিন্দিক গ্রামে সেই ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ গাঢ় স্নেহবলে উভয় হস্তে মহাসত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরিলেন এবং ক্রোড়ে বসাইয়া দুইটী গাথায় তাঁহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন :

৫. উদর সবারি আছে, কিন্তু মহোদয়,
বোধ হয়, একমাত্র আছে হে তোমার।
খেয়ে যাও যত ইচ্ছা, আরো যাও নিয়ে
তুণ্ডে পূরি শালি তুমি, শুনি সবিস্ময়ে।

৬. গোলাঘর পুর কি হে? কিংবা সঙ্গে মোর
জন্মিয়াছে শুক, তব, বৈরভাব ঘোর?
বল, সৌম্য, সত্য করি; জিজ্ঞাসি তোমায়;
শালি লয়ে যাও তুমি রাখিতে কোথায়?

ইহা শুনিয়া শুকরাজ মনুষ্যভাষায় মধুরস্বরে সপ্তম গাথা বলিলেন :

৭. নাই মোর গোলাঘর, না করি পোষণ
শত্রুতা তোমার প্রতি, শুন, হে ব্রাহ্মণ।
ঋণ শোধ গিয়া করি শাল্মলি কাননে,
ঋণ দান করি, আর রাখি সযতনে
সঞ্চয় করিয়া কিছু ধন, ভবিষ্যতে
যাহা হতে উপকার পারিব লভিতে।

তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন :

৮. ঋণদান, ঋণমুক্তি কীদৃশ তোমার?
কীদৃশ সঞ্চয় তব বল শুনি আর।
বল সত্য কথা, কিছু না করি গোপন;
এখনি এ পাশ হতে লভিবে মোচন।

ব্রাহ্মণকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাসত্ত্ব চারিটী গাথায় তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন :

৯. আমার অজাতপক্ষ যে সব সন্তান,
তাদের(ই) পোষণে আমি করি ঋণ দান।

১০. মাতাপিতা জরাজীর্ণ, বিগতযৌবন;
তাঁহাদের ঋণ শোধ করি হে এখন
আহরিয়া শালি তুণ্ডে যত আমি পারি;
ঋণশোধ এর নাম, দেখ হে বিচারি।

১১. ক্ষীণপক্ষ, বলহীন পক্ষী বহুতর
বহু কষ্টে আছে সেই বনের ভিতর;
তা' সবায় পুষি পুণ্য করিতে অর্জ্জন।
প্রকৃত সঞ্চয় ইহা বলে সুধীজন।

১২. ঋণদান, ঋণশোধ ঈদৃশ আমার;
ঈদৃশ সঞ্চয় আমি করি, দ্বিজবর।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন :

১৩. ভদ্র এই পক্ষী, এর চরিত্র সুন্দর;
পরম ধার্ম্মিক এই বিহঙ্গমবর।
মানুষের মধ্যে, হায়, বল কত জন
এমন উত্তম ধর্ম্ম করে আচরণ?

১৪. অদ্য হতে নিরুদ্বেগে সহ জ্ঞাতিগণ
যত ইচ্ছা শালি তুমি করহ ভক্ষণ।
দেখা দিও পুনর্ব্বার, হে প্রিয়দর্শন;
শুনি তব কথা আমি হৃষ্ট হল মন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে মহাসত্ত্বের নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইলেন; লোকে যেমন প্রিয় পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ সস্নেহে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার পাদ হইতে বন্ধন খুলিয়া দিলেন, ক্ষতস্থানে শতপাক তৈল[১] মাখাইলেন, তাঁহাকে ভদ্র পীঠে বসাইয়া কাঞ্চনপাত্রে[২] মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন এবং শর্করোদক পান করাইলেন। অনন্তর শুকরাজ অপ্রমত্ত থাকিতে উপদেশ দিবার সময় নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

১৫. করিনু ভোজন পান আগারে তোমার;
শ্রদ্ধা, প্রীতি তব প্রতি জন্মিল অপার;
নিরীহ ধার্ম্মিকে[৩] দান করহ সতত;
হও সদা বৃদ্ধ মাতাপিতৃ-সেবারত।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদানটী গান করিলেন :

---

[১]। শতপাক তৈল, যে তৈল শতবার পাক করা হইয়াছে। মহাভারত এবং বৈদ্যকগ্রন্থেও এইরূপ তৈলের উল্লেখ আছে।

[২]। মূলে 'কাঞ্চন তট্টকে' আছে। তট্টক (বাঙ্গালা) টাট। শব্দটী স্থা ধাতুজ কি?

[৩]। মূলে নিক্‌খিত্তদণ্ডেসু দদাহি দানং' আছে। নিক্‌খিত্তদণ্ড বলিলে যাঁহারা সর্ব্বাবিধ অনিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ শ্রমণ প্রভৃতিকে) বুঝায়।

১৬. অহো কি সৌভাগ্য আজি হইল ঘটন।
পাইলাম বিহঙ্গমবরের দর্শন।
শুকের সুমিষ্ট বাণী করিয়া শ্রবণ
করিব প্রচুর এবে পুণ্যের অর্জ্জন।

ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে সেই সহস্রকরীষ প্রমাণ শস্যক্ষেত্র দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহা না লইয়া অষ্ট করীষ মাত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সীমানির্দ্দেশক স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে সেই অষ্ট করীষ ক্ষেত্র দান করিলেন এবং তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, 'প্রভো, আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করিয়া সাশ্রুনয়ন মাতাপিতাকে আশ্বস্ত করুন।' মহাসত্ত্ব হৃষ্টমনে শালির শীষ মুখে লইয়া চলিয়া গেলেন এবং মাতাপিতার সম্মুখে উহা নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, 'মা, বাবা, আপনারা উঠুন।' এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের অশ্রুপ্লাবিতমুখেও হাস্য দেখা দিল;[১] তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন। এদিকে শুকগণ সেখানে সমবেত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভো আপনি কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন?' মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে সবিস্তর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। কৌশিকও শুকরাজের উপদেশ মত চলিয়া[২] ঐ সময় হইতে ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ভাব সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন :

১৭. কৌশিক প্রহৃষ্টমনে প্রচুর প্রমাণ
প্রস্তুত করান অকাতরে অন্নপান।
অন্নপান করি দান সুপ্রসন্ন মনে
তুষিতেন সদা তিনি শ্রমণব্রাহ্মণে।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, মাতাপিতার ভরণপোষণ পণ্ডিতজনের চিরন্তন কার্য্য।' অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যাবসানে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান : তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল শুকপক্ষী, মহারাজের বংশীয় দুই ব্যক্তি ছিলেন সেই শুকমাতা ও শুকপিতা, ছন্ন[৩] ছিলেন সেই ক্ষেত্রপাল; আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

[১]। এখানে আমি 'হসমানে' পাঠই গ্রহণ করিলাম।

[২]। মূলে 'দত্বা' আছে। বোধ হয় ইহা মুদ্রাকরের ভ্রম। 'কত্বা' এই পাঠ ধরিলে অর্থবিরোধ ঘটে না।

[৩]। ছন্ন বা ছন্দক মহানিষ্ক্রমণের রাত্রিতে রাজভবন হ'তে বুদ্ধদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর কপিলাবস্তুতে ফিরিয়াছিলেন।

৪৮৫. চন্দ্রকিন্নর-জাতক

[শাস্তা কপিলপুরের নিকটবর্ত্তী ন্যাগ্রোধারামে অবস্থিতিকালে রাজভবনে গিয়া রাহুলমাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই জাতক দূরেনিদান[১] হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতে হইবে। লট্‌ঠিবনে উরুবিল্বকাশ্যপকে শাস্তা সিংহনাদে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎপর্য্যন্ত নিদানকথা অপণ্ণক-জাতকে বলা হইয়াছে। তাহার পর কপিলাবস্তুগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৃত্তান্ত বিশ্বন্তর জাতকে (৫৪৭) প্রদত্ত হইবে।

শাস্তা পিতৃভবনে বসিয়া আহার করিবার কালে মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) বলিলেন; অনন্তর আহারান্তে তিনি স্থির করিলেন যে, রাহুলমাতার বাসগৃহে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় গুণবর্ণনার্থ চন্দ্রকিন্নর-জাতক বলিবেন। তিনি রাজার হস্তে পাত্র প্রদানপূর্ব্বক অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের সঙ্গে রাহুলমাতার ভবনে গমন করিলেন। তখন রাহুলমাতার নিকটে চল্লিশ হাজার নর্ত্তকী বাস করিত; তাহাদের মধ্যে এক হাজার নব্বই জন ছিল ক্ষত্রিয়-কন্যা। শাস্তা আগমন করিয়াছেন জানিয়া রাহুলমাতা নর্ত্তকীদিগকে কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন; নর্ত্তকীরা তাহাই করিল। শাস্তা গিয়া, তাঁহার জন্য যে আসন সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন তখন রমণীরা সকলে একসঙ্গে কান্দিয়া উঠিলেন; গৃহের মধ্যে মহা পরিদেবন-শব্দ উত্থিত হইল। রাহুলমাতা পরিদেবনান্তে শোকাপনোদনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, এবং লোকে রাজার সম্মুখে যেমন সসম্মানে অবস্থিত থাকে, সেইভাবে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর রাজা তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভদন্ত, আমার পুত্রবধূ যখন শুনিলেন যে, আপনি কাষায় বসন ধারণ করিয়াছেন, তখন ইনিও নিজে কাষায় বস্ত্র পরিতে লাগিলেন; আপনি মাল্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া ইনিও মাল্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিশয়ন আরম্ভ করিলেন। আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনি বিধবা হইলেন; কিন্তু অন্যান্য রাজারা ইঁহাকে যে সমস্ত উপহার প্রেরণ করিলেন, ইনি সেগুলি গ্রহণ করিলেন না। ইনি আপনার প্রতি এমনই নিবন্ধচিত্তা!' রাজা এইরূপে নানাভাবে যশোধরার গুণকীর্ত্তন করিলে শাস্তা বলিলেন, 'মহারাজ, আমার শেষ জন্মে ইনি যে আমার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, নিবন্ধচিত্তা এবং অনন্যনেয়া হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পূর্ব্বে তির্য্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি আমার নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া হইয়াছিলেন।' অনন্তর শুদ্ধোদনের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

---

[১]। নিদান কথা ও উরুবিল্ব-কাশ্যপ সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব হিমালয় পর্ব্বতে কিন্নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] তদীয় ভার্য্যার নাম ছিল চন্দ্রা। তাঁহারা উভয়ে চন্দ্রনামক রজত পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা বারাণসীরাজ অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পঞ্চায়ুধে[২] সুসজ্জিত হইয়া একাকী হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃগমাংস খাইতে খাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পথ অনুসরণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে অধিরোহণ করিলেন। চন্দ্রা পর্ব্বতবাসী কিন্নরগণ বর্ষাকালে সেখানেই অবস্থিতি করে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে অধোদিকে অবতরণ করিয়া থাকে। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন চন্দ্র কিন্নর নিজের ভার্যার সহিত অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিয়া পুষ্পপটের[৩] অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিয়া এবং পুষ্পরেণু খাইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, এবং লতায় লতায় দোল খাইতেন। তাঁহারা সে দিনও মধুরস্বরে গান করিতে করিতে সেই ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, উহার এক নিবর্ত্তনস্থানে[৪] জলে নামিয়া ফুল ছড়াইয়া জলকেলি করিলেন, পুষ্পপটের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিলেন এবং রজতপট্টনিভ বালুকার উপর পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। চন্দ্রকিন্নর একটী বেণুদণ্ড[৫] হস্তে লইয়া ঐ শয্যায় উপবেশন করিলেন, উহা বাজাইয়া মধুরস্বরে গান আরম্ভ করিলেন; নিকটে তাঁহার ভার্য্যা চন্দ্রা কুসুমসুকুমার বাহুদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন।

কিন্নরদ্বয়ের গীতধ্বনি শুনিয়া রাজা মৃদুপাদবিক্ষেপে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং কোন প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি কিন্নরীর রূপে মোহিত হইয়া স্থির করিলেন, 'শরাঘাতে কিন্নরের জীবনান্ত করিব এবং কিন্নরীকে নিজের কলত্র করিয়া লইব।' এই সঙ্কল্পে তিনি কিন্নরকে শরবিদ্ধ করিলেন; চন্দ্র দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া চারিটী গাথায় নিজের দুঃখ জানাইলেন :

---

[১]। কিন্নর বা কিম্পুরুষ—সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্নরগণ দেবযোনিবিশেষ—তুরঙ্গবদন এবং সঙ্গীতনিপুণ। পালিতে ইহারা ইতর জীব (তির্য্যক) বলিয়া বর্ণিত।

[২]। পঞ্চায়ুধ—তরবারি, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও বর্ম্ম।

[৩]। পুষ্পপট—ফুল-তোলা কাপড় অর্থাৎ যে কাপড়ে সূচী দ্বারা নানারকমের ফুল তোলা থাকে। কিন্তু এখানে, বোধ হয়, পুষ্পনির্ম্মিত বস্ত্র, এই অর্থই সুসঙ্গত।

[৪]। নিবত্তট্ঠান—বিশ্রামস্থান। নদীর সম্বন্ধে ইহা 'বাঁকের মাথা' (অর্থাৎ যেখান হইতে স্রোত দ্বিগন্তরে গিয়াছে) বুঝায়।

[৫]। বেণুদণ্ড—এখানে এই শব্দটী, বাঁশের বাঁশী, এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

১. বুঝি বা বিচ্ছেদ, চন্দ্রে, চিরতরে ঘটিল এবার
রক্তস্রাবে প্রাণ, প্রিয়ে, ওষ্ঠাগত হইল আমার;
২. অবসন্ন হল দেহ, সব্ব অঙ্গে অসহ্য বেদনা।
জ্বলে পুড়ে গেল বুক; কিন্তু আমি সে কথা ভাবি না।
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৩. ছিন্ন তৃণ, ছিন্নমূল তরু, কিংবা নদী জলহীনা—
সেই মত বুক মোর শুকাইল, সে কথা ভাবি না
এই বড় দুঃখ মনে, যবে আমি যাইব চলিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্রে, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।
৪. ঝরিতেছে অশ্রু মোর, গিরি-পাদে বৃষ্টিধারা যথা;
এ অশ্রুর হেতু কিন্তুনয়, প্রিয়ে, শরাঘাত-ব্যথা।
নাই অন্য দুঃখ মোর; কান্দি শুধু এ কথা ভাবিয়া
শোকে মোর তুমি, চন্দ্র, কতই না বেড়াবে কান্দিয়া।

মহাসত্ত্ব এই চারিটী গাথায় পরিদেবন করিয়া পুষ্পশয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজা সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। চন্দ্রা নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছিলেন; মহাসত্ত্ব, যখন পরিদেবন করিলেন, তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর শরবিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্ব নিঃসজ্ঞ হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, তখন চন্দ্রা স্বামীর কষ্টের কারণ জানিতে ব্যগ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষতমুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে। প্রিয় পতির এই দারুণ বিপত্তিতে তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া মহাশব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা ভাবিলেন, কিন্নর মরিয়াছে; তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেখানে দর্শন দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চন্দ্রা বুঝিলেন 'এই চোরই আমার প্রিয় পতির প্রাণান্ত করিয়াছে।' তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিলেন এবং একটা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর দাঁড়াইয়া রাজাকে পাঁচটী গাথায় অভিশাপ দিলেন :

৫. ওরে দুরাচার রাজকুলাঙ্গার,
কি হেতু বিদ্ধিলি প্রাণেশে আমার?
শরাঘাতে তোর বনতরু-মূলে
অনাথার পতি পতিত ভুতলে!
৬. কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,

পায় যেন সদ্য জননী যে তোরে
ঠিক এই মত দুঃখ মহাঘোর।

৭. কিন্নরবিরহে যে দুঃখে আমার
ফাটি যায় বুক, ওরে দুরাচার,
পায় যেন জায়া অচিরে রে তোর
ঠিক সেই মত দুঃখ মহাঘোর।

৮. হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে;
এই পাপে, পাপী , মা যেন রে তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

৯. হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনাদোষে তাই বধিলি কিন্নরে;
এই পাপে, পাপী, জায়া যেন তোর
পতিপুত্রশোক পায় মহাঘোর।

পর্ব্বতমস্তকোপরিস্থা কিন্নরী উক্ত পাঁচটী গাথায় পরিদেবন করিলে রাজা তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন :

১০. কান্দিও না আর, ওলো সুলোচনে,[১]
কি সুখ পাইবে থাকি এই বনে?
ভার্য্যা হবে তুমি আমার, ললনে,
পাবে পূজা সদা রাজার ভবনে।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রা বলিলেন, 'তুই আমায় কি বলিলি?' তিনি সিংহনাদে গর্জ্জন করিয়া এই গাথা বলিলেন :

১১. ত্যজিব পরাণ, রাজকুলাধম,
তবু ভার্য্যা তোর না হব কখন।
হলি কামাসক্ত দেখিয়া আমারে,
বিনা দোষে তাই বধিলি কিন্নরে।

---

[১]। মূলে 'বনতিমিরমত্তক্খি' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বনতিমির পুপফসমানকখী।' বনতিমির পুষ্প কি? পঞ্চ খণ্ডের খুল্লসুতসোম-জাতকের পঞ্চদশ গাথাতেও এই বিশেষণটী দেখা যায়। সেখানে টীকাকার বলেন, 'বনতিমির = গিরিকণিকা' তিনি কোবিদারতন্বক্খী, এই পাঠ্যন্তরও দিয়াছেন। কোবিদার = আবলুশ। আমার বোধ হয়, এই পাঠই সমীচীন। ইতপূর্ব্বে কাকবতী-জাতকেও তিমির পুষ্পের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রার ভর্ৎসনায় রাজার অনুরাগ বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিলেন :

১২. রাখিতে পরাণ যদি ভীরু চাও,
গিয়া হিমালয়ে যথেচ্ছা বেড়াও।
তালতগরের পাতা যারা খায়,
হেন মৃগ শুধু বনে সুখ পায়।[১]

ইহা বলিয়া রাজা বীতানুরাগ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি গিয়াছেন দেখিয়া চন্দ্রা পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিলেন, পতিকে কোলে লইয়া আবার সেখানে আরোহণ করিলেন, তাঁহাকে শিলাতলে রাখিয়া দিলেন, এবং নিজের ঊরুর উপরি তাঁহার মস্তক রাখিয়া দ্বাদশটী গাথায় মহা পরিদেবন করিলেন :

১৩. এই মহীধর, এ সব কন্দর, গুহা মনোহর, সকলি রহিবে;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৪. শ্বাপদ-সেবিত,[২] পল্লবে আস্তৃত, রম্য বনস্থলী, সকলি রহিবে;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৫. শ্বাপদ-সেবিত কুসুমে আস্তৃত রম্য বনস্থলী সকলি রহিবে;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৬. প্রসন্নসলিলা গিরিনদীগণ কমল কুমুদে এমনি শোভিবে;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৭. নীল কূটরাজি পরিয়া মাথায় এই হিমালয় সদা বিরাজিবে;
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৮. অরুণ উদয়ে হিমাদ্রিশিখর কাঞ্চনের মত যখন ভাতিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

১৯. দিবা অবসানে রক্তিম বরণে হিমাদ্রিশিখর যখন সাজিবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

২০. তুঙ্গ শৃঙ্গরাজি অতি মনোহর দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

২১. তুষারমণ্ডিত শুভ্র কূটরাজি দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

২২. হিমাদ্রির শোভা অতি মনোলোভা দৃষ্টিপথে, হায়, যখন পড়িবে,
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথার প্রাণ কেমনে বাঁচিবে?

---

[১]। অর্থাৎ তোমাদের বন্য স্বভাব; তোমরা রাজভবনের সুখের মর্ম্ম বুঝিবে কেন?

[২]। শ্বাপদসেবিত হইলে কি রম্য হইতে পারে?

২৩. ওষধি-শোভিত যক্ষপ্রিয়ভূমি গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া?

২৪. ওষধি-শোভিত কিন্নরসেবিত গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া
অদর্শনে তব, হৃদয়বল্লভ, অনাথা কেমনে থাকিবে বাঁচিয়া

দ্বাদশটী গাথায় এইরূপ বিলাপের পর চন্দ্রা হস্ত দ্বারা মহাসত্ত্বের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, উহা তখনও গরম আছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, 'চন্দ্র এখনও জীবিত আছেন।' তিনি ভাবিলেন, 'আমি এখন দেবতাদিগকে অবিচারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া ইহাকে পুনর্জীবিত করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এখন কি কোন লোকপাল নাই, অথবা তাঁহারা প্রবাসে গিয়াছেন, কি মারা গিয়াছেন, যে তাঁহারা আমার প্রিয় পতিতে রক্ষা করিতেছে না?' চন্দ্রা দেবতাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে তাঁহার শোকতাপে শক্রাসন উত্তপ্ত হইল, শক্র চিন্তা করিয়া ইঁহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত হইয়া কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণপূর্ব্বক উহা মহাসত্ত্বের দেহে প্রোক্ষণ করিলেন। অমনই বিষ অন্তর্হিত[১] হইল, দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল, কোন স্থানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত আর বুঝিতে পারা গেল না। মহাসত্ত্ব স্বচ্ছন্দে শয্যা হইতে উঠিলেন; তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চন্দ্রার অপার আনন্দ জন্মিল, তিনি শক্রের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন :

২৫. প্রণমি চরণে তব দ্বিজোত্তম; প্রিয় পতি তুমি দিলে অনাথায়;
অমৃত-সেচনে বাঁচাইলা তাঁরে; ঘটিল মিলন তোমার কৃপায়।

শক্র কিন্নরদম্পতিকে উপদেশ দিলেন, 'তোমরা এখন হইতে চন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিও না, মনুষ্যপথেও যাইও না। চন্দ্রপর্ব্বতেই সর্ব্বদা অবস্থান করিও।' তিনি আরও একবার এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তখন চন্দ্রা বলিলেন, 'স্বামিন, আমাদিগের এইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে থাকিবার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরা চন্দ্রপর্ব্বতেই ফিরিয়া যাই।'

২৬. কমলকুমুদে সুশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে;
তরুরাজি দুলি মলয়হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ সুমধুর স্বরে;
চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জ্জন;
যাপিব জীবন সুখে অনুক্ষণ, করি পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক শাস্তা বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ইনি আমার সম্বন্ধে নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া ছিলেন।'

সমবধান : তখন রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা এবং আমি ছিলাম চন্দ্রকিন্নর।]

---

[১]। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে রাজার শর বিষাক্ত ছিল।

৪৮৬. মহোৎক্রোশ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মিত্রগন্ধক নামক জনৈক উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি শ্রাবস্তী নগরের কোন জীর্ণধন ভদ্রবংশের সন্তান। শুনা যায়, ইনি না কি কোন কুলকন্যার সহিত নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য এক বন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কোন বিপদ ঘটিলে তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারে, ইঁহার এমন কোন সহায় আছে কি?' যখন তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ কুলপুত্রের এমন কোন সহায় নাই, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'তবে তাঁহাকে অগ্রে মিত্র লাভ করিতে বলিবেন।'

কুলপুত্র এই উপদেশ মত চলিয়া সর্ব্বপ্রথম চারি জন দ্বারবানের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে নগরপাল, গণক, মহামাত্র প্রভৃতির, এমন কি সেনাপতি ও উপরাজের সহিতও মৈত্রীস্থাপন করিলেন এবং নিয়ত ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রাজারও প্রিয়পাত্র হইলেন। পরিশেষে তিনি অশীতি মহাস্থবিরের এবং স্থবির আনন্দের প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে তথাগতেরও মিত্র হইলেন। তথাগত তাঁহাকে বুদ্ধশাসনে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, রাজা তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য দিলেন; লোকে তাঁহাকে মিত্রগন্ধক এই নাম দিল।

রাজা মিত্রগন্ধককে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দান করিয়া সেখানে তাঁহার বিবাহোৎসব সম্পাদন করাইলেন। এতদুপলক্ষ্যে, রাজা হইতে সামান্য নরগবাসী পর্য্যন্ত অনেকেই নানাবিধ উপহার পাঠাইলেন। তাঁহার ভার্য্যা রাজপ্রেরিত উপহার, উপরাজপ্রেরিত উপহার, সেনাপতিপ্রেরিত উপহার ইত্যাদি ক্রমে সকল নগরবাসীরই উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ করিলেন। বিবাহের সপ্তম দিনে নবদম্পতী মহাসমাদরে দশবলকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশতপরিমিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে বহুবিধ দ্রব্য দান করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা যে অনুমোদন করিলেন, তাহা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, মিত্রগন্ধক তাঁহার ভার্য্যার উপদেশমত সকলের সঙ্গে সখ্যতাস্থাপনপূর্ব্বক রাজার নিকট মহাসম্মান পাইয়াছেন; শাস্তার সহিত মিত্রতা করিয়া এখন স্বামিস্ত্রী উভয়েই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও এ ব্যক্তি এই রমণীর পরামর্শমত চলিয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে এ

যখন তির্য্যগযোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনও এই রমণীর পরামর্শে বহু প্রাণীর সহিত মৈত্রী করিয়া পুত্রশোকভয় হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কতিপয় প্রত্যন্তবাসী যেখানে যেখানে প্রচুর মাংস পাওয়া যাইত, সেখানে সেখানে (কিয়দ্দিনের জন্য) ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিত। তাহারা বনে বনে বিচরণ করিয়া মৃগাদি মারিত এবং মাংস আহরণ করিয়া পুত্রদারাদি পোষণ করিত। তাহাদের গ্রামের অবিদূরে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। ঐ হ্রদের দক্ষিণ তীরে এক শ্যেনপক্ষী, পশ্চিম তীরে এক শ্যেনপক্ষী, উত্তর তীরে এক পশুরাজ সিংহ এবং পূর্ব্ব তীরে পক্ষীদিগের রাজস্থানীয় এক উৎক্রোশ[১] থাকিত। উহার মধ্যভাগে এক দ্বীপে বাস করিত একটা কচ্ছপ।

একদা শ্যেন শ্যেনীকে বলিল, 'তুমি আমার ভার্য্যা হও।' শ্যেনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কোন মিত্র আছে কি?' 'না, ভদ্রে, আমার কোন মিত্র নাই।' 'এমন কোন মিত্র লাভ করা আবশ্যক, যিনি আমাদের ভয়ের কারণ উপপস্থিত হইলে বা বিপদ ঘটিলে তাহা হরণ করিতে সমর্থ। অতএব অগ্রে মিত্র লাভ কর।' 'কাহার সঙ্গে মিত্রতা করিব, ভদ্রে?' 'পূর্ব্বতীরবাসী উৎক্রোশরাজের, উত্তরতীরবাসী সিংহের এবং হ্রদ-মধ্যবাসী কচ্ছপের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন কর।'

শ্যেনীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শ্যেন তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইল, এবং হ্রদমধ্যস্থ একটা দ্বীপে চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত কোন কদম্ববৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে তাহাদের দুইটী শাবক জন্মিল। শাবকদ্বয়ের পক্ষ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই একদা ঐ জনপদের কয়েকজন লোক দিবাভাগে সমস্ত বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, 'খালি হাতেও ঘরে ফিরিতে পারি না; মাছ হউক, কাছিম হউক, একটা কিছু ধরিতেই হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তাহারা সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক ঐ দ্বীপে গমন করিল এবং সেই কদম্ববৃক্ষের মূলে শয়ন করিল। এখানে মশকাদির দংশনে উপদ্রুত হইয়া উহাদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহারা অরণিঘর্ষণ করিয়া আগুন জ্বালিল এবং তাহা হইতে ধূম উৎপাদন করিল। ধূম উত্থিত হইয়া পক্ষীদিগকে উদ্‌বোধিত

---

[১]। এক প্রকার শিকারী পক্ষী। ইহার eagle জাতীয়। পরে দেখা যায়, ইহার আর একটী নাম ছিল 'কুরর'। মূলে "মিলাচা" এই পদ আছে। ইহা 'ম্লেচ্ছ' নয় কি? টীকারার কিন্তু ইহার অর্থ করিয়াছেন 'জনপদবাসী'।

করিল; শাবক দুইটী আর্ত্তরব করিতে লাগিল। জনপদবাসীরা তাহা শুনিয়া বলিল, 'এ যে পক্ষীশাবকের শব্দ! উঠ, উল্কা বান্ধ; এত ক্ষুধা পেটে রাখিয়া কি শুইয়া থাকিতে পারা যায়? পাখীর মাংস খাইয়া শোওয়া যাইবে।' ইহা বলিয়া তাহারা আগুন জ্বালিল, ও উল্কা বান্ধিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া শ্যেনী ভাবিল, 'ইঁহারা আমাদের শাবক দুইটীকে খাইতে চায়; এইরূপ ভয়ের হরণার্থ আমরা বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছি; আমার স্বামীকে উৎক্রোশরাজের নিকট পাঠাইতেছি।' সে বলিল, 'স্বামিন, যাও, উৎক্রোশরাজকে উপস্থিত বিপদের কথা বল গিয়া।

১. দ্বীপে আসি, উল্কা বান্ধি জানপদগণ
শাবক দুইটী চায় করিতে ভক্ষণ।
মিত্রের নিকটে যাও, তাঁরে এ সংবাদ দাও,
পড়েছে বিপদে পক্ষীদের জ্ঞাতিগণ;
না রক্ষিলে তিনি, হবে এদের মরণ।'

শ্যেন দ্রুতবেগে উৎক্রোশের বাসস্থানে গেল, শ্যেনরবে আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল এবং অনুমতি পাইয়া উৎক্রোশের নিকটে গিয়া তাহাকে বন্দনা করিল। উৎক্রোশ জিজ্ঞাসিল, 'তুমি কি জন্য আসিয়াছ?' শ্যেন উত্তর দিল,

২. পক্ষিকুলে রাজা তুমি, হে বিহগবর;
লইনু, উৎক্রোশরাজ, শরণ তোমার।
লোভবশে খেতে চায় জানপদগণ
আমার শাবক দুটী; রক্ষ, হে রাজন।

উৎক্রোশ রাজ শ্যেনকে বলিলেন, কোন ভয় নাই" সে তৃতীয় গাথায় তাহাকে আশ্বাস দিল :

৩. সুখের আশায় কালে অকালে সতত,
সুধীগণ হয় মিত্রবন্ধুলাভ রত।
সাধি নিশ্চয় শ্যেন একার্য তোমার,
সাধু যে, সাধুর সেই করে উপকার।

অনন্তর উৎক্রোশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, জানপদেরা কি গাছে উঠিয়াছে?' শ্যেন বলিল, 'এখনও উঠে নাই; উল্কা বান্ধিতেছে।' 'তবে তুমি শীঘ্র গিয়া আমার সখীকে আশ্বাস দাও; বল যে আমি আসিতেছি।' শ্যেন তাহাই করিল। উৎক্রোশরাজ গিয়া, জানপদেরা কখন আরোহণ করে তাহা দেখিবার জন্য ঐ কদম্ববৃক্ষের অবিদূরে অন্য একটা বৃক্ষের উপর বসিল এবং যখন একজন আরোহণ করিয়া কুলায়ের নিকটে গেল, তখনই সরোবরে ডুব দিয়া মুখে ও পক্ষে যত পারিল জল লইয়া উল্কার উপর বর্ষণ করিল। তাহাতে উল্কাটা নিভিয়া

গেল। জানপদেরা বলিল, 'এটাকেও খাইব, বাজটার ছানা দুটাকেও খাইব।' তাহারা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আবার উল্কা জ্বালিল; আবার আরোহণ করিল এবং উৎক্রোশ তাহা আবার নিবাইল। জানপদেরা এক এক বার উল্কা বান্ধিয়া আগুন জালে, আর উৎক্রোশ তাহা নির্ব্বাণ করে,—এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি গত হইল। তখন উৎক্রোশ নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; অগ্নির উত্তাপে তাহার উদরের অধোভাগস্থ ক্লোম[১] তন্তুমাত্রসার হইল; চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া শ্যেনী তাহার স্বামীকে বলিল, 'স্বামিন, উৎক্রোশরাজ অতিক্লান্ত হইয়াছেন; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম দিবার জন্য তুমি কচ্ছপরাজকে গিয়া বল।' তাহার কথা শুনিয়া শ্যেন উৎক্রোশরাজের নিকটে গিয়া বলিল :

৪. সাধুর হিতার্থে সাধু করে যেই কাজ,
দয়াবশে তুমি তাহা করিয়াছ আজ।
আত্মরক্ষা কর এবে; করিওনা আর
উল্কানলে দগ্ধ নিজ শরীর তোমার।
শাবক আবার পাব, কিন্তু তোমা সম
মিত্রলাভ ভাগ্যে আর ঘটিবে না মম।
বেঁচে থাক, এ কামনা করি আমি তাই;
মরুক শাবক এবে, দুঃখ তার নাই।

এই কথা শুনিয়া উৎক্রোশরাজ সিংহনাদে পঞ্চম গাথা বলিল :

৫. রক্ষিতে শাবক তব দেহপাত যদি হয়,
তথাপি তাহাতে আমি পাইব না কোন ভয়।
সাধুর ইহাই ধর্ম্ম, সখার হিতের তরে
অম্লান বদনে সেই নিজ প্রাণ ত্যাগ করে।

শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ষষ্ঠ গাথায় উৎক্রোশের গুণ বর্ণনা করিলেন :

৬. উৎক্রোশ বিহঙ্গমাত্র; অণ্ডে জন্ম তার;
করিল দুষ্কর কার্য্য কিন্তু চমৎকার;
যতক্ষণ নিশীথ না হল সমাগত,
শ্যেনের শাবক সেই রক্ষে এই মত।

শ্যেন বলিল, 'উৎক্রোশ, তুমি, ভাই, একটু বিশ্রাম কর।' অনন্তর সে কচ্ছপের নিকট গিয়া তাহাকে তুলিল এবং কচ্ছপ তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিপদের কথা জানাইল। সে বলিল, 'উৎক্রোশরাজ প্রথম যাম হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এখন তিনি ক্লান্ত

---

[১]। ক্লোম (পালি 'কিলোমকং') বহিস্ত্বকের নিম্নে এবং মাংসের উপরে যে পর্দ্দা থাকে।

হইয়াছেন দেখিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি।

৭. কর্ম্মদোষে ধন, যশ যদি কারো যায়,
পুনঃ সে প্রতিষ্ঠা লভে মিত্রের কৃপায়।
শাবক বিপন্ন মোর; লইনু শরণ;
মিত্রকৃত্য, জলচর, কর সম্পাদন।'

ইহা শুনিয়া কচ্ছপ একটী গাথা বলিল :

৮. দিয়া ধন, দিয়া ধান্য, দিয়া নিজ প্রাণ
মিত্রের সাহায্য সদা করে মতিমান।
সাধিব নিশ্চয়, শ্যেন, এ কার্য্য তোমার;
সাধু যে, সাধুর সেই করে উপকার।

কচ্ছপের পুত্র নিকটে শুইয়া পিতার কথা শুনিয়াছিল। সে ভাবিল, 'বাবাকে কষ্ট পাইতে হইবে না; আমিই তাঁহার কৃত্য সম্পাদন করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নবম গাথা বলিল :

৯. থাকুন নিশ্চিন্ত হেথা জনক আমার;
পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃতুষ্টি সম্পাদন;
আমিই সাধিব এই কার্য্য আপনার,
শ্যেনের শাবক আমি করিব রক্ষণ।

তাহার পিতা তাহাকে এই গাথা বলিল :

১০. করিবে পিতার কার্য্য পুত্রে সম্পাদন,
সাধুদের ধর্ম্ম, বৎস্য, ইহাই নিশ্চয়
কিন্তু জানপদগণ করিলে দর্শন
আমার বিশাল বপু পেতে পারে ভয়।
না বধি শাবক দুটি যেতে তারা পারে,
সে কারণ যেতে হবে নিজেই আমারে।

অনন্তর মহাকচ্ছপ শ্যেনকে আশ্বাস দিয়া বলিল, 'ভাই, ভয় নাই, তুমি অগ্রে চল; আমি এখনই তোমার অনুগমন করিতেছি।' শ্যেনকে প্রেরণ করিয়া সে জলে পড়িল, কিছু কর্দ্দম একত্র করিয়া সঙ্গে লইল এবং সেই দ্বীপে গিয়া আগুন নিভাইয়া স্থির হইয়া রহিল। জনপদেরা বলিল, 'শ্যেনশাবকে প্রয়োজন কি? এই কৃষ্ণবর্ণ কচ্ছপটাকে উল্টাইয়া মারা যাউক; ইঁহার মাংসেই আমাদের সকলের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইবে।' তাহারা কতকগুলি লতা ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাতে রজ্জু প্রস্তুত করিল, কেহ কেহ নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া কচ্ছপের শরীরের নানা স্থান বান্ধিল, কিন্তু তাহাকে উঠাইতে পারিল না। বরং কচ্ছপই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া গেল এবং গভীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। জানপদেরাও কচ্ছপমাংসের

লোভে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল, কিন্তু হাবুডুবু খাইয়া তাহাদের উদর জলপূর্ণ হইল। তাহারা ক্লান্ত দেহে উপরে উঠিল এবং বলিতে লাগিল, 'দেখলি, ভাই, উৎক্রোশটা অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের উল্কা বার বার নিবাইল; এখন আবার এই কচ্ছপটা আমাদিগকে জলে ফেলিল; জল খাইয়া আমাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। আয়, আমরা আবার আগুন জ্বালি; যখন সূর্য্য উঠিবে, তখন শ্যেনের ছানাগুলির মাংস খাওয়া যাইবে।' অনন্তর তাহারা আবার আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া শ্যেনী বলিল, 'স্বামিন, লোকগুলা, যত বেলাই হউক না কেন, আমাদের শাবক দুইটী না খাইয়া যাইবে না। তুমি একবার আমাদের বন্ধু সিংহের নিকট যাও।'

শ্যেন তখনই সিংহের নিকট গেল। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এমন অসময়ে আসিলে কেন?' শ্যেন তাহার নিকট আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া একাদশ গাথা বলিল :

১১. মৃগকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি নিজ বীর্য্যবলে;
পশু, নর ভয় করে তোমায় সকলে।
শ্রেষ্ঠ যেই, তা'রি করে আশ্রয় গ্রহণ;
আসিনু তোমার ঠাঁই আমি সে কারণ।
শাবক বিপন্ন মোর; লইনু শরণ;
রাজা তুমি; কর সুখী মিত্রকে এখন।

ইহা শুনিয়া সিংহ বলিল :

১২. 'সাধিব এ কার্য্য, শ্যেন, নিশ্চয় তোমার;
চল, করি গিয়া তব শত্রুর সংহার।
মিত্রের বিপদ জানি, উদ্ধারিতে তাকে
বিজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট কি কোন কালে থাকে?

সিংহ, শ্যেনকে অগ্রে গিয়া শাবক দুইটীকে আশ্বাস দিতে বলিল এবং তাহাকে পাঠাইয়া স্বয়ং স্ফটিকস্বচ্ছ জল মর্দ্দন করিতে করিতে যাইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া জানপদেরা ভাবিল, 'উৎক্রোশ আমাদের উল্কা নিভাইয়াছে; কচ্ছপ আমাদের পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে, এখন দেখিতেছি আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইব; সিংহ আমাদের জীবনান্ত করিবে।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা মরণভয়ে যে, যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। সিংহ বৃক্ষমূলে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অনন্তর উৎক্রোশ, কচ্ছপ ও শ্যেন সিংহের নিকটে গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল; সিংহ তাহাদিগকে মিত্রতার উপযোগিতা বুঝাইয়া বলিল, 'তোমরা এখন হইতে অপ্রমত্তভাবে মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিবে।' এই উপদেশ দিয়া সিংহ প্রস্থান

করিল। তাহারাও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

শ্যেনী নিজের শাবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'বন্ধুদিগের সাহায্যেই আমরা পুত্রদ্বয়ের জীবন লাভ করিলাম।' সে এই সুখের সময়ে শ্যেনের আলাপ করিতে করিতে মিত্রধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া ছয়টী গাথা বলিল :

১৩. লভ মিত্র সযতনে; লয়ে বন্ধুগণ
থাক হে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের আলয়ে;
লভ তাঁরে মিত্ররূপে, মহৎ যে জন;
পাইবে নিশ্চয় সুখ তাঁহার আশ্রয়ে।
বর্ম্মে যথা সব্ব অঙ্গ করি আচ্ছাদন
প্রতিহত করে লোকে অরাতির বাণ,
মিত্রের সাহায্যে পেয়ে আমরা তেমন
আছি সুখে, রক্ষি দুটী শাবকের প্রাণ।

১৪. করিছে অজাতপক্ষ একটী শাবক
মধুর কূজন, অতি হৃদয়গ্রাহক;
প্রতিকূজনের দ্বারা, শুন পরে তার
অপরটী করে ব্যক্ত সুখ আপনার—
বন্ধুদের গুণ যেন করিয়া স্মরণ;
রক্ষিলেন যাঁহারা, না করি পলায়ন।

১৫. বিপদে মিত্রের কাছে সাহায্য যে পায়,
ধন, পুত্র, পশু সেই ভুঞ্জে নিরন্তর।
হের কি সৌভাগ্য মোর মিত্রের কৃপায়;
পতিপুত্রসহ আমি করিতেছি ঘর।

১৬. রাজা, আর বীর চাই করিতে রক্ষণ।
প্রকৃত মিত্রতা লাভ করে যেই জন
পায় সে এঁদের দয়া পড়িলে শঙ্কটে,
ইহ লোকে সদা তার সৌভাগ্য প্রকটে।
চাও যদি সুখী হতে, হও মিত্রবান;
হিতকারী নহে কেহ মিত্রের সমান।

১৭. দরিদ্র যে, সেও, শ্যেন, মিত্র লাভ করে যেন
যথাসাধ্য করিয়া যতন
মিত্রের দয়ায় আজ লভিয়া শাবক দুটী
সুখী মোরা হইনু কেমন।

১৮. শূরের, বলীর সনে সখ্যসূত্রে বদ্ধ যেই হয়,
যে সুখে আমরা সুখী, সে সুখ সে পাইবে নিশ্চয়।

শ্যেনী এইরূপে ছয়টী গাথায় মিত্রধর্ম্মের গুণ বর্ণনা করিল। সেই মিত্রতাবদ্ধ প্রাণিচতুষ্টয় মিত্রধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিয়া চিরজীবন সেখানে বাস করিল এবং তাহার পর কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এই ব্যক্তি কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ভার্য্যার বুদ্ধির গুণে সুখ পাইয়াছিল।'

সমবধান : তখন এই দম্পতী ছিল সেই শ্যেন ও সেই শ্যেনী; রাহুল ছিল সেই কচ্ছপপুত্র; মৌদগল্যায়ন ছিলেন সেই মহাকচ্ছপ; সারিপুত্র ছিলেন সেই উৎক্রোশ এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

---

৪৮৭. উদ্দালক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক প্রতারকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও ভিক্ষুগণ ব্যবহার্য্য চতুর্ব্বিধ দ্রব্যের জন্য[১] ত্রিবিধ প্রতারণায়[২] আসক্ত ছিল। অনন্তর, একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় ইঁহার অগুণ প্রকাশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ, ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই লোকটা প্রতারক ছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং বহুশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। একদিন তিনি আমোদপ্রমোদের জন্য উদ্যানে গমন করিয়া সেখানে এক রূপবতী গণিকা দেখিতে পাইলেন এবং তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাহারই সঙ্গে বাস করিতে

---

[১]। চতুপ্পচ্চয়; অর্থাৎ চীরব, পিণ্ডপাত, শয্যা ও ভৈষজ্য।

[২]। ত্রিবিধ প্রতারণা, অর্থাৎ ১. 'পচ্চয়পটিসেধনং (নিজের নির্লোভতা দেখাইয়া অন্যের নিকট বেশী উপহার পাইবার অভিপ্রায়ে চীবরাদি প্রত্যয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন, ২. সামন্তজপ্পনং (পরোক্ষভাবে অর্থাৎ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমনভাবে কথা বলা যে, তাহাতে নিজের গুণই প্রকাশ পায়); ৩. ইরিয়াপথেন বিংহাপনং (চালচলনে অন্যের তাক লাগাইয়া দেওয়া)।

লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের ঔরসে ঐ রমণী গর্ভবতী হইল। গর্ভধারণ করিয়াছে বুঝিয়া সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'স্বামিন, আমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যখন তাহার নামকরণের সময় আসিবে, তখন আমি তাহাকে তাহার পিতামহের নাম দিব।' বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, বর্ণদাসীর গর্ভজাত সন্তান সৎকুলের নাম ধারণ করিবে, ইহা হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, 'ভদ্রে, ঐ যে বাতঘাতক বৃক্ষ[১] দেখিতেছ, উহার আর একটী নাম উদ্দাল। এখানে গর্ভস্থ হইয়াছে বলিয়া তোমার ঐ সন্তানটীর উদ্দালক নাম রাখিবে। অনন্তর তিনি ঐ রমণীকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিলেন, 'যদি সন্তানটী কন্যা হয়, তবে এই অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়া তাহার পোষণ করিবে, আর যদি পুত্র হয়, তবে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।'

রমণী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং উহার 'উদ্দালক' এই নাম রাখিল। উদ্দালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার বাবা কে?' রমণী বলিল, 'রাজপুরোহিত তোমার জনক।' বালক ভাবিল, 'যদি তাহাই হয়, তবে আমি বেদসমূহ অধ্যয়ন করিব।' সে মাতার হস্ত হইতে সেই মুদ্রা ও আচার্য্যকে দিবার জন্য দক্ষিণা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল, এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিল। অধ্যয়নকালে এক দল তপস্বী দেখিয়া সে ভাবিল, 'ইঁহারা নিশ্চিত কোন উৎকৃষ্ট বিদ্যার অধিকারী। আমাকে তাহাও শিখিতে হইবে।' সে বিদ্যার লোভে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ যোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং প্রার্থনা করিল, 'আচার্যগণ, আপনারা যে বিদ্যা জানেন, দয়া করিয়া আমায় তাহা দান করুন।' তপস্বীরা তাহাকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ পঞ্চশত তপস্বীর মধ্যে কেহই উদ্দালক অপেক্ষা অধিকতর প্রাজ্ঞ ছিলেন না। উদ্দালকই তখন সেই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইল; ইহা দেখিয়া তপস্বীরা সমবেত হইয়া তাহাকেই আচার্য্যের পদে বরণ করিলেন।

একদিন উদ্দালক তপস্বীদিগকে বলিল, 'মারিষগণ, আপনারা বন্যফলমূল আহার করিয়া চিরদিনই বনে বাস করিতেছেন। আপনারা লোকসমাজে যান না কেন?' তপস্বীরা উত্তর দিলেন, 'মারিষ, লোকে দান করিয়া অনুমোদন প্রত্যাশা করে, ধর্ম্মকথা বলাইতে চায়, নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমরা সেই ভয়ে লোকালয়ে যাই না।' 'মারিষগণ, আপনারা যদি আমাকে লইয়া যান, তবে চক্রবর্ত্তী রাজা হউন না কেন, তাঁহার সঙ্গেও আলাপের ভার আমার; আপনারা ভয় পাইবেন না।' ইহা বলিয়া উদ্দালক ঐ সকল তপস্বীর সঙ্গে ভিক্ষাচর্য্যা

---

[১]। বাতঘাতক = কর্ণিকার, সোনালি।

করিতে করিতে অবশেষে বারাণসী নগরে উপস্থিত হইল এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন সমস্ত অনুচরসহ নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামে ভিক্ষা করিল। লোকে তাহাদিগকে প্রচুর দান করিল। ইঁহার পরদিন তাঁহারা নগরে ভিক্ষা করিলেন। সে দিনও লোকে তাঁহাদিগকে প্রচুর ভিক্ষা দিল। ভিক্ষালাভের সময়ে উদ্দালক অনুমোদন করিত, দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিত এবং তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিত। ইহাতে লোকে প্রসন্ন হইয়া রাশি রাশি ভিক্ষুব্যবহার্য্য দ্রব্য দান করিত। সমস্ত নগরে প্রচার হইল যে, একজন গণশাস্তা, মহাপণ্ডিত, ধার্ম্মিক তপস্বী আসিয়াছেন। এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি থাকেন কোথা?' লোকে বলিল, 'উদ্যানে।' তখন রাজা বলিলেন, 'বেশ, আমি আজ ঐ তপস্বীদিগকে দেখিতে যাইব।' এক ব্যক্তি গিয়া উদ্দালককে জানাইল, 'শুনিতেছি, রাজা না কি আজ আপনাদিগকে দেখিতে আসিবেন।' উদ্দালক তাপসগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মারিষগণ, রাজা আসিবেন; একদিন মাত্র বড় লোকের আরাধনা করিতে পারিলে যাবজ্জীবন নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তপস্বীরা বলিলেন, 'আচার্য্য, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।' উদ্দালক উত্তর দিল, 'আপনারা কেহ কেহ বল্গুলিব্রত গ্রহণ করিয়া অধঃশিরে ঝুলিতে থাকুন, কেহ কেহ উৎকটুক আসনে ধ্যাননিরত হউন, কেহ কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ন করুন, কেহ কেহ পঞ্চতপের[১] অনুষ্ঠান করুন, কেহ কেহ জলে নামিয়া জপ করিতে থাকুন, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেদ মন্ত্র আবৃত্তি করুন।' উদ্দালক যাহা যাহা বলিল, তপস্বীরা সমস্তই করিলেন। সে নিজে আট দশ জন তর্ককুশল পণ্ডিতসহ উপধানযুক্ত[২] সুরচিত আসনে উপবেশন করিল; তাহার সম্মুখে মনোহর আধারে একখানি সুন্দর পুস্তক রহিল এবং অন্তেবাসিগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। ঐ সময়ে রাজা পুরোহিতকে লইয়া অনুচরবৃন্দসহ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং তপস্বীদিগের মিথ্যাতপস্যা দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! ইঁহারাই অগতির ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন!' তিনি প্রসন্ন হইয়া উদ্দালকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মনের আনন্দে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে

---

[১]। উপরে সূর্য্য; চারিদিকে প্রজ্জলিত অগ্নি। ইহার মধ্যে বসিয়া তসপ্যার নাম পঞ্চতপ। সাধারণত তপস্বীরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া লোকের মন ভুলায়, উদ্দালক অনুচরদিগকে সেই সমস্ত করিতে বলিতেছে। তৃতীয় খণ্ডে ২৩৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বল্গুলি = বাদুড়। বল্গুলিব্রত বলিলে বাদুড়ের মত অধোমুখ হইয়া ঝুলা বুঝায়।

[২]। মূলে 'সাপস্সয়ে' আছে। বোধ হয়, ইহা 'সপস্সয়ে' হইবে—সপসসয় অর্থাৎ প্রশ্রয়যুক্ত; গা বা মাথা ঠেস দিবার জন্য বালিশ বা তাকিয়াকে বোধ হয় প্রশ্রয় বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কণ্টকশয্যায় অপ্রশ্রয়ে শুইবার কথা আছে।

প্রথম গাথা বলিলেন :

১. কর্কশ অজিন বাস, মস্তকে জটার ভার,
যত্নাভাবে পঙ্কে লিপ্ত দন্ত,
রূক্ষবেশ, রূক্ষকেশ,— এত কষ্ট সহি এঁরা
যপতপে আছেন নিরত!
মানুষের কার্য্য যাহা সমস্তই সাবধানে
করিছেন সদা সম্পাদন;
অগতি হইতে মুক্তি, বল, কি আচার্য্যবর,
পাইবেন এঁরা সে কারণ[১]

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, 'রাজা অস্থানে প্রসন্ন হইয়াছেন, এ অবস্থায় আমি নীরব থাকিলে চলিবে না' তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী, অথচ যে জন
পাপে রত ধর্ম্মপথে চরে না কখন,
সদাচার যেই জন না পারে পালিতে[২]
সহস্র বেদেও তারে না পারে রক্ষিতে।

পুরোহিতের কথা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'যেভাবেই হউক, রাজা ঋষিগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, কিন্তু পুরোহিত দ্রুতগামী বৃষভের তুন্ডে আঘাত করিতেছেন, বাড়া ভাতে ছাই ফেলিয়াছেন, ইহাকে কিছু বলিতে হইতেছে।' ইহা ভাবিয়া সে পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে তৃতীয় গাথা বলিল :

৩. সহস্র বেদেও যদি না পারে রক্ষিতে
সদাচার-ভ্রষ্টজনে অপায় হইতে,
বেদ-অধ্যয়ন তবে নিতান্ত নিষ্ফল।
সত্য সদাচার আর সংযম কেবল।

ইঁহার উত্তরে পুরোহিত চতুর্থ গাথা বলিলেন :

৪. নিষ্ফল না হয় কভু বেদ-অধ্যয়ন,
সত্য যে সংযম, শীল, ইঁহার নিশ্চয়
বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্ত্তির অর্জ্জন
শীল-সংযমের ফলে শান্তি লোকে পায়।

ইহা শুনিয়া উদ্দালক ভাবিল, 'এই ব্যক্তির সহিত প্রতিপক্ষভাবে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে; আমি ইঁহার পুত্র, এ কথা বলিলে ইনি আমাকে স্নেহ না করিয়া

১। প্রথম হইতে চতুর্থ গাথা তৃতীয় খণ্ডের শ্বেতকেতু-জাতকেও (৩৭৭) দেখা যায়।

২। চরণং অপত্বা—ইন্দ্রিয়সংযম, মিতাচার ইত্যাদি পঞ্চদশবিধ সদাচার চরণ নামে বিদিত।

পারিবেন না। অতএব আমি ইহাকে নিজের পুত্রত্ব জানাইতেছি। ইহা স্থির করিয়া সে পঞ্চম গাথা বলিল :

৫. মাতা, পিতা, পুত্র, জ্ঞাতিবন্ধুগণ,
করিবে এঁদের যতনে পোষণ
অভেদাত্মা শুনি পুত্র ও জনক,
শ্রোত্রিয়বংশজ আমি উদ্দালক।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি প্রকৃতই উদ্দালক?' উদ্দালক বলিল, 'আমিই উদ্দালক।' 'আমি তোমার গর্ভধারিণীকে একটী অভিজ্ঞান দিয়াছিলাম; তাহা কোথায়? 'তাহা এই।' ইহা বলিয়া উদ্দালক সেই অঙ্গুরীয়কটী ব্রাহ্মণের হস্তে স্থাপন করিল। পুরোহিত উহা চিনিলেন এবং বলিলেন, 'তুমিই প্রকৃতই ব্রাহ্মণ; কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জান কি?' পুরোহিত ষষ্ঠ গাথায় ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন :

৬. প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে?
পূর্ণ মনুষ্যতা পেতে কি উপায়ে পারে?
কিরূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয় সংঘটন?
প্রকৃত ধর্ম্মস্থ তুমি বল কোন জন?

উদ্দালক সপ্তম গাথায় ইঁহার উত্তর দিল :

৭. অগ্নি সঙ্গে লয়ে যেই গৃহ ছাড়ি চলি যায়
নিত্য স্নানে সদা যারা দেহমন শুদ্ধ হয়,
অশ্বমেধ-আদি মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
স্বর্ণযুগ সমুচ্ছ্রিত করে বহু যেই জন,
প্রকৃত ধার্ম্মিক সেই, শুনি, সকলের মুখে,
করিলে এ সব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ থাকেন সুখে।

পুরোহিত উদ্দালক-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া অষ্টম গাথা বলিলেন :

৮. বিশুদ্ধি, কৈবল্য, ক্ষান্তি, সৌরত্য,[১] নির্ব্বাণ—
পায় কি এ সব লোকে করি নিত্যস্নান?

ইহা শুনিয়া উদ্দালক বলিল, 'যদি এই সব করিলে ব্রাহ্মণ না হওয়া যায়, তবে ব্রাহ্মণ হইবার কি উপায় আছে?' সে নবম গাথায় এই প্রশ্ন করিল।

৯. প্রকৃত ব্রাহ্মণ লোকে হয় কি প্রকারে?
পূর্ণ মনুষ্যত্ব পেতে কি উপায়ে পারে।

---

[১]। পুরোহিত এই গাথায় উদ্দালক-বর্ণিত উপায়গুলির মধ্য কেবল একটীর দোষ দেখাইলেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে তাহার অনুমোদিত অন্য উপায়গুলিও দোষযুক্ত। সৌরত্য—(পালি সোরচ্চং) দয়া বা সহানুভূতি।

কিরূপে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির হয় সংঘটন?
প্রকৃত ধর্ম্মস্থ তুমি বল কোন জন?

পুরোহিত এই প্রশ্নের উত্তরে অপর একটী গাথা বলিলেন :

১০. অকিঞ্চন, অবান্ধব, বাসনারহিত,
অমম, নির্লোভ, সর্ব্বপাপ-বিবর্জিত,
বীত-অনুরাগ কি বা ধনে, কি জীবনে
প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তিনিই কুশলধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত,
কল্যাণভাজন তিনি, জানিবে নিশ্চিত।

অনন্তর উদ্দালক এই গাথা বলিল :

১১. ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা,
এরূপ অর্হন যাঁরা তাঁহাদের মধ্যে কোন
জাতিগত প্রভেদ কি আছে?
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
আছে কিহে অর্হৎ-সমাজে?

অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির পরে হীনতা বা উৎকৃষ্টতা থাকে না, ইহা বুঝাইবার জন্য পুরোহিত দ্বাদশ গাথা বলিলেন :

১২. ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা,
এরূপ অর্হন যাঁরা তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই
কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ মর্য্যাদাভেদ
নাই কিছু অর্হনের ঠাঁই।

উদ্দালক এই মতের নিন্দা করিয়া দুইটী গাথা বলিল :

১৩. ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতি
চণ্ডালাদি অন্ত্যজ যাহারা,
হয় যদি ক্ষান্ত, দান্ত, নির্ব্বাণ লভিতে পারে
নিঃসংশয় সবাই তাহারা,

১৪. এরূপ অর্হন যাঁরা তাঁহাদের মধ্যে কভু
জাতিগত ভেদ কোন নাই,—
ব্রাহ্মণ হইয়া তুমি, কোন মুখে হেন কথা
বলিলে যে, ভাবিয়া না পাই।
প্রণষ্ট ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম হয়েছে তোমার, পিতঃ
দ্বিজকুলে জন্ম তব বৃথা;
অর্হত্ত্বলাভের পর চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সম,—
দ্বিজ হয়ে বল এই কথা।

পুরোহিত তখন উপমা প্রয়োগ দ্বারা উদ্দালককে বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :

১৫. নীলপীতলোহিতাদি বিবিধবরণ,
বস্ত্র লয়ে করে লোক মণ্ডপ গঠন।
ছায়া কিন্তু মণ্ডপের এক বর্ণ হয়,
বর্ণভেদ কিছুমাত্র তাহাতে না রয়।
১৬. চরিত্রের বলে লোকে শুদ্ধ যাঁরা হন,
বর্ণভেদ তাঁহাদের থাকে না কখন।
গুণগ্রাম তাঁহাদের ভাবি মনে মনে
কোন জাতি, এ প্রশ্ন না করে সুখীগণে।[১]

উদ্দালক ইঁহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তখন পুরোহিত রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, ইঁহারা সকলেই প্রতারক। ইহাদের ধূর্ত্ততায় সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিনষ্ট হইবে। আপনি উদ্দালককে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইয়া উপপুরোহিতের পদে নিযুক্ত করুন, অন্যান্য ভণ্ডদিগকে প্রব্রজ্যা পরিহার করাইয়া অসিচর্ম্মাদি দিন এবং নিজের সেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লউন। 'উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, আচার্য্য' ইহা বলিয়া রাজা তাহাই করিলেন। ধূর্ত্তগণ রাজার সেবায় জীবনযাপন করিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এখন

---

[১]। মহাত্মা কবীরও বলিতেন :
সাধুর কি জাতি গোত্র, এ জিজ্ঞাসা করে মূঢ় জন;
আচণ্ডাল সকলেই জগদীশে করে অন্বেষণ।
তার সাক্ষী রুইদাস, চর্ম্মকারকুলে জন্ম যাঁর,
পবিত্র চরিত্রবলে ঋষিতুল্য পূজ্য সবাকার।
কি হিন্দু, কি মুসলমান, সবে যবে লভে তত্ত্বজ্ঞান,
থাকে না তখন ভেদ; সাধুজন সবাই সমান।

নহে, পূর্ব্বেও ধূর্ত্ত ছিল।’

সমবধান : তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল উদ্দালক, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পুরোহিত।]

---

৪৮৮. বিস-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বস্তু কুশ-জাতকে (৫৩১) বলা হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?’ ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, ‘হাঁ, ভগবান।’ ‘কি নিমিত্ত?’ ‘রিপুবশে।’[১] ‘তুমি এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও রিপুবশে উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? যখন বুদ্ধশাসনের উৎপত্তি হয় নাই, তখন প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধেতর শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও যাহাতে বস্তুকামনা অর্থাৎ লোভরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা আছে, কেবল ইঙ্গিতে ইহা বুঝিবামাত্র শপথ দ্বারা তাহা পরিহার করিয়াছিলেন।’ অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অশীতিকোটি বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মহাসারের[২] পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহাকাঞ্চন কুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণের আর একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম হইল উপকাঞ্চন কুমার। এইরূপে একে একে ব্রাহ্মণের সাতটী পুত্র জন্মিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান হইল একটী কন্যা; ইঁহার নাম কাঞ্চনদেবী।

মহাকাঞ্চনকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইলেন এবং সেখান হইতে গৃহে ফিরিলেন। তখন তাঁহার মাতা পিতা তাঁহাকে

---

[১]। পালিতে ‘কিলেস’ (ক্লেশ) শব্দ ষড়রিপু অপেক্ষাও বেশী বুঝায়। যাহাতে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং লোকে পাপ করে, তাহাই কিলেস। কিলেস দশবিধ—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি (মিথ্যা ধর্ম্মে আস্থা) বিচিকিৎসা (সংশয়), স্ত্যান (থীনং) অর্থাৎ জাড্য, ঔদ্ধত্য, নির্লজ্জতা (অহিরিকং) এবং অনৌত্তাপ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা। উৎকণ্ঠিত বলিলে অসুখী বা বিষণ্ন, এইরূপ অর্থ বুঝায়।

[২]। মহাসার বা মহাশাল—প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি–ভেদে মহাসার তিন প্রকার। অশীতি কোটি বিভবসম্পন্ন বলিলে যখন মহাঢ্য বুঝায়, যখন মহাসার পদটী পুনরুক্তিমাত্র।

গার্হস্থ্যবন্ধনে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, 'আমাদের সমান জাতি ও কুল হইতে কন্যা আনিব এবং তোমাকে গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিব।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'দেখুন, আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রুচি নাই, আমার নিকট ভবত্রয়[১] অগ্নিবৎ ভীষণ, কারাগারবৎ বাধাদায়ক, মলভূমিবৎ ন্যক্কারজনক। আমি স্বপ্নেও এত কাল মিথুনধর্ম্ম অনুভব করি নাই। আপনাদের অন্য অনেক পুত্র আছে; তাহাদিগকে গৃহস্থধর্ম্ম পালনের জন্য আদেশ দিন।' বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ তাহার সম্মতি যাচঞা করিলেন, তাঁহার সখাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। সখারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, তুমি কি চাও, বল ত, যে কাম ভোগ করিতে ইচ্ছা কর না?' তিনি তাহাদিগকে নিজের নিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতাপিতা অপর পুত্রদিগকে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এমন কি কাঞ্চনদেবীও মাতাপিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

কালসহকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী, দুইজনেরই মৃত্যু হইল। মহাকাঞ্চন পণ্ডিত তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিলেন, মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া অশীতিকোটি ধন দরিদ্র ও পান্থদিগকে বিতরণ করিলেন, এবং ছয় ভাই, ভগিনী, এক দাস, এক দাসী ও এক সখা সঙ্গে লইয়া মহাভিনিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে এক পদ্মসরোবরের তীরে রমণীয় ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বনে প্রবেশ করিবার কালে তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিকে যাইতেন; কেহ কোন ফল বা পত্র দেখিলে তিনি অপর সকলকে আহ্বান করিতেন এবং নিজে যাহা দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, তাহা বলিতে বলিতে উহা চয়ন করিবেন। ইহাতে ঐ স্থান পল্লীগ্রামের বাজারের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

একদিন আচার্য্য মহাকাঞ্চন পণ্ডিত চিন্তা করিলেন, 'আমরা অশীতিকোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়াছি। আমাদের পক্ষে বন্য ফলের জন্য এরূপ লোভবশে বিচরণ বড়ই বিসদৃশ। এখন হইতে কেবল আমিই ফলমূল আহরণ করিব।' তিনি আশ্রমে ফিরিয়া সায়ংকালে সকলকে এক স্থানে সমবেত করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্প জানাইয়া বলিলেন, 'তোমরা এখানে থাকিয়া শ্রামণ্য ধর্ম্ম পালন কর; আমি তোমাদের জন্য বন্যফল আহরণ করিব।' ইহা শুনিয়া

---

[১]। কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে সত্ত্বা। অর্হনেরা ভবপরাগ অর্থাৎ তাঁহারা ভবসাগর পার হইয়াছেন; তাঁহাদিগের আর জন্ম হইবে না।

উপকাঞ্চন এবং অন্য সকলে বলিলেন, 'আচার্য্য, আমরা আপনার আশ্রয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আশ্রমে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করুন; আমাদের ভগিনীও এখানে থাকুন; দাসী তাহার সঙ্গে রহুক; আমরা আট জনেই পালা করিয়া বন হইতে ফল আনয়ন করিব; আপনারা তিন জন বারমুক্ত থাকিবেন।' মহাসত্ত্ব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তখন হইতে আট জনের এক এক জন এক এক বারে ফল আনয়ন করিতে লাগিলেন। অপর সকলে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া আপনাদের বাসস্থানে যাইতেন এবং নিজ নিজ পর্ণকুটীরের মধ্যেই থাকিতেন; অকারণে সকলে এক স্থানে সমবেত হইতে পারিতেন না। আশ্রমে একটী স্থান বৃত্তি দ্বারা ঘেরা ছিল। যে দিন যাঁহার বার আসিত, তিনি ফল আহরণ করিয়া উহার মধ্যে একটা পাষাণফলকের উপর সেগুলি এগার ভাগ করিতেন, ঘন্টা বাজাইয়া সকলকে জানাইতেন[১] নিজের ভাগ লইয়া বাসস্থানে প্রবেশ করিতেন, অপর সকলে সংজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে বাহির হইতেন, ধীরভাবে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কুটীরে ফিরিয়া যাইতেন এবং উহা আহার করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তাঁহারা মৃণাল আহরণ করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন, পঞ্চতপ ইত্যাদি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

এই তপস্বীদিগের শীলতেজে শেষে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র ভাবিলেন, 'ইঁহারা কি প্রকৃতই কামবিমুক্ত, না সাধারণ ঋষিমাত্র? ইহাদিগকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।' তিনি নিজের অনুভাববলে উপর্য্যুপরি তিন দিন মহাসত্ত্বের ভাগের মৃণাল অন্তর্হিত করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথম দিন নিজের ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'বোধ হয়, ভ্রমক্রমে আমার ভাগ রাখে নাই।' দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, 'হয় তো ইহা আমার দোষেই ঘটিয়াছে; আমি যে দোষ করিয়াছি, তাহার প্রমাণস্বরূপ, বোধ হয়, আমার ভাগে কিছু রাখে নাই।' তৃতীয় দিনে তিনি ভাবিলেন, 'কি কারণে আমার ভাগ রাখে না? যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সায়ংকালে ঘন্টাবাদ্যদ্বারা সংজ্ঞা দিলেন এবং উহা শুনিয়া অন্য সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে সংজ্ঞা দিল?' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'বৎসগণ, আমিই দিয়াছি।' 'আচার্য্য, আপনি কি অভিপ্রায়ে সংজ্ঞা দিয়াছেন?' 'বৎগণ, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে কে ফল আহরণ করিয়াছিল?' এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, 'সে দিন আমিই ফল আনিয়াছিলাম।' 'তুমি যখন

---

[১]। 'গণ্ডি সঞ্ঞং দত্বা' অর্থাৎ ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইয়া।

ভাগ করিয়াছিলে, তখন আমার ভাগ রাখিয়াছিলে কি?' 'নিশ্চয়, আচার্য্য। আমি জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।' 'কাল কে ফল আনিয়াছিল, বল ত?' আর এক জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, 'আমি আনিয়াছিলাম' 'আমার কথা মনে ছিল কি?' 'আমি আপনার জন্য জ্যেষ্ঠের ভাগ রাখিয়াছিলাম।' 'আজ কে আনিয়াছ, বল।' তৃতীয় এক ব্যক্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাগ করিবার কালে আমার কথা স্মরণ ছিল কি?' 'আপনার জন্য প্রধান ভাগ রাখিয়াছিলাম।' 'বৎসগণ, আমি একে একে এই তিন দিন কোন ভাগ পাই নাই। প্রথম দিন ভাগ দেখিতে না পাইয়া ভাবিয়াছিলাম, হয় তো ভ্রমক্রমে উহা রাখা হয় নাই; দ্বিতীয় দিনে মনে হইল, হয় তো আমি কিছু দোষ করিয়াছি; আজ ভাবিলাম, যদি দোষ করিয়া থাকি, তবে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই জন্যই ঘন্টাসংজ্ঞা দ্বারা তোমাদিগকে সমবেত করিয়াছি। তোমরা বলিতেছ, আমার জন্য মৃণালের এই সকল ভাগ রাখিয়া দিয়াছিলে; আমি কিন্তু কিছুই পাই নাই। কে ঐ সকল ভাগ আহরণ করিয়া আহার করিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। মৃণাল অতি তুচ্ছ বস্তু। কিন্তু যাহারা বিষয়ভোগেচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা অপহরণ করাও বড় বিসদৃশ।' মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, 'অহো! কি ভয়ানক কাজ!' তাঁহারা সকলেই নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

ঐ আশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বনস্পতিতে এক দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় বিমান হইতে অবতরণ করিয়া তপস্বীদিগের নিকটে উপবেশন করিলেন। একটা হস্তীকে বশ করিবার কালে সে দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আলান ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সে বনে প্রবেশ করিয়া কখনও কখনও ঋষিদিগকে বন্দনা করিত। সেও আসিয়া ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হইল এবং একান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একটা মর্কট সাপ লইয়া খেলা করিতে শিখিয়াছিল। সে অহিতুণ্ডিকের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ আশ্রমে বাস করিত; সেও ঐ দিন ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া একান্তে বসিয়া রহিল। শক্র ঋষিদিগের পরীক্ষার্থ অদৃশ্যমান দেহে তাঁহাদিগের নিকটে রহিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ উপকাঞ্চন কুমার আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া বলিলেন, 'আচার্য্য, অন্যের কথা বলিতে পারি না; আমি নিজের নির্দ্দোষভাব প্রতিপন্ন করিতে পারি কি?' 'নিশ্চয় পার।' তখন উপকাঞ্চন কুমার ঋষিগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'আমি যদি মৃণাল খাইয়া থাকি, তবে আমি যেন এইরূপ হই,' এবংবিধ শপথ করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম গাথা বলিলেন :

১. অশ্ব, গো, রজত, স্বর্ণ, ভার্য্যা মনোমত,
ধরাধামে আর প্রিয় বস্তু আছে যত,
স্ত্রী পুত্র লইয়া ভোগ করুক সে জন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।[১]

ইহা শুনিয়া ঋষিরা কানে হাত দিয়া বলিলেন, 'মারিষ, আপনি এমন কথা বলিবেন না; আপনি অতি ভয়ানক শপথ করিয়াছেন। বোধিসত্ত্বও বলিলেন, 'বৎস, তোমার শপথ অতি ভীষণ; তুমি নিশ্চয় আমার মৃণাল খাও নাই; তুমি তোমার পত্রাসনে উপবেশন কর।' উপকাঞ্চনকুমার শপথান্তে উপবিষ্ট হইলে দ্বিতীয় ভ্রাতা উঠিয়া মহাসত্ত্বকে বন্দনা করিলেন এবং শপথ দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. মাল্য ও চন্দন, বস্ত্র বারাণসীজাত
পরুক সে, হোক তার পুত্র শত শত,
বিষয়-বাসনা তীব্র থাকে যেন তার,
মৃণাল হরিল, দ্বিজ, যে জন তোমার।

তিনি উপবিষ্ট হইলে অপর সকলেও স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকে এক একটী গাথা বলিলেন :

৩. 'কৃষিলব্ধ ধান্যে পূর্ণ হোক গৃহ তার,
ধনে, পুত্রে সর্ব্বকামে আনন্দ অপার
লভুক সে গৃহে থাকি; আয়ুঃ যে ফুরায়,
এ কথা তাহার যেন মনে নাহি লয়;
চিরদিন গৃহে বাস করুক যে জন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।'

৪. 'হয় যেন সে পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়প্রধান,
যশস্বী, রাজাধিরাজ, মহাবলবান,
সর্ব্বত্র পৃথিবী সেই করুক শাসন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।'

৫. 'হয় যেন সে ব্রাহ্মণ, বিষয়ে আসক্ত,
নিপুণ গণিতে শুভ অশুভ মূহূর্ত্ত;
পুজুক তাহারে মহামহারাজগণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।'

---

[১]। এইটী এবং পরবর্ত্তী স্থূল দৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অভিশাপ; কারণ প্রিয়বস্তু যতই ভোগ করা যায়, তাহার বিপ্রয়োগে ততই দুঃখ ঘটে। এই গাথায় বস্তুকামনার নিন্দা করা হইয়াছে।

৬. ‘সাঙ্গ সর্ব্ববেদে সেই হউক নিপুণ,
সকলে করুক গান তার তপোগুণ,
পুজুক তাহারে মিলি জানপদগণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’

৭. ‘সমৃদ্ধ, বাসবদত্ত গ্রাম সুবৃহৎ
সুপ্রচুর আছে যেথা চারিটী সম্পৎ,
ভুঞ্জুক সে, বিষয়ে আসক্ত আমরণ,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’[১]

৮. ‘হোক সে গ্রামণী; নর্ম্মসচিব-বেষ্টিত
ইহারা করুক নিত্য নৃত্য আর গীত;
রাজা যেন তার প্রতি বিমুখ না হয়,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’[২]

৯. ‘অদ্বিতীয় রাজা সসাগরা পৃথিবীর
করিয়া বিবাহ যেন সেই রমণীর
ষোড়শ সহস্র কলত্রের মধ্যে তারে
অগ্রস্থান দিয়া সদা সমাদর করে;
নারীমধ্যে সেই যেন পায় জেষ্ঠাসন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’

১০. ‘চৌদিকে বেষ্টন করি আছে দাসীগণ,
সে দিকে দৃকপাত নাই; করয় ভক্ষণ
একাকী মধুর খাদ্য যে নির্লজ্জা নারী,
সদা বিকত্থন করে ভাগ্য আপনারি—
হয় যেন সে পাপিষ্ঠা রমণী এমন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’

১১. ‘কজঙ্গলপুরে আছে যে মহাবিহার,
আবাসিক হয়ে তার করুক সংস্কার;
সারাদিন খাটি যেন করে সে গঠন
একটী গবাক্ষমাত্র, ভাঙ্গি পুরাতন;

---

[১]। শক্র কিছু দান করিলে উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেইরূপ। এই গাথাটী তাপস বলিতেছেন। আছে যেথা চারিটী সম্পৎ’—মূলে ‘চতুস্‌সদং’ এই বিশেষণ আছে। যেখানে বহু লোক বাস করে, প্রচুর ধান্য জন্মে এবং জল ও কাষ্ঠের অভাব নাই এইরূপ।

[২]। ৮ম গাথাটী দাসতাপসের, ১৯ম গাথাটী কাঞ্চনকুমারীর এবং ১০শ এই গাথাটী দাসী তপস্বিনীর।

হেন দুঃখ পায় যেন সেই দুরাচার,
হরণ করিল যেই মৃণাল তোমার।’[১]

১২. ‘ষটঅঙ্গে শতপাশে বদ্ধ করি তারে
রম্য বনভূমি হ’তে, অঙ্কুশ-প্রহারে,
রাজদ্বারে লয় যেন করি বিতাড়ন,
যে করিল, দ্বিজ, তব মৃণাল হরণ।’[২]

১৩. ‘রাঙের মাকড়ি কানে, অর্কমালা গলে,
সদা বদ্ধ থাকি পথে ভয়ে ভয়ে চলে;
সাপের মুখের কাছে হতে অগ্রসর
বারবার করে তারে ষষ্টির প্রহার;
হেন দুঃখ চিরদিন সেই যেন পায়,
মৃণাল তোমার যেই চুরি করি খায়।’[৩]

সেই তের জন এই রূপ শপথ করিলে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘আমি অনষ্টকে নষ্ট বলিতেছি, ইঁহারা হয়ত এরূপ সন্দেহ করিতে পারে। অতএব আমারও শপথ করা কর্ত্তব্য। তিনি চতুর্দ্দশ গাথায় শপথ করিলেন :

১৪. অনষ্ট হয়েছে নষ্ট বলে যেই জন,
হয় যেন চরিতার্থ তার রিপুগণ;
আসক্ত বিষয়ভোগে থাকি আজীবন
হয় যেন গৃহবাসে তাহার মরণ।
সত্য এ শপথ; যদি মিথ্যা ভাব মনে,
তোমরাও এ অগতি পাবে সর্ব্বজনে।

ঋষি শপথ করিলে শক্র ভাবিলেন, ‘ভয়ের কারণ নাই; আমি ইহাদের পরীক্ষার নিমিত্ত মৃণালগুলি অন্তর্হিত করিয়াছিলাম। ইঁহারা কাম্যবস্তুসমূহ

১। এই গাথাটী বৃক্ষদেবতার। টীকাকার বলেন যে কজঙ্গল একটী নগরের নাম। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সেখানে একটী মহাবিহার ছিল। বৃক্ষদেবতা উহার আবাসিক ছিলেন। বিহারটী জীর্ণ হইলে উহার সংস্কারের জন্য তিনি মহাকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কেন না কজঙ্গলে হর্ম্মানির্ম্মাণোপাদন নিতান্ত সুলভ (দুর্লভ?) ছিল। ‘আবাসিক’ বলিলে যাহার উপর বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে (Caretaker) বুঝায়।

২। এই গাথাটী হস্তী বলিতেছে। মূলে ‘তুত্তেহি সো হন্নতু পাচনেহি’ আছে। তুত্ত—তোত্র (হস্তিচালনের জন্য দ্বিকন্টক দীর্ঘ ষষ্টি। পাচন—অঙ্কুশ। বাঙ্গালার ‘পাচন’ শব্দটী ঈষৎ ভিন্নার্থে এখনও চলিতেছে।)

৩। এই গাথাটী মর্কটের। সে অহিতুণ্ডিকের বশে থাকিবার কালে যে যে দুঃখ পাইয়াছিল, এখন তাহা বর্ণনা করিতেছে।

বহির্নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মাপিণ্ডবৎ ঘৃণার্হ মনে করিয়া এবং তাহাদের দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক শপথ করিলেন। কাম্যবস্তুগুলি এত নিন্দনীয় কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি দৃশ্যমান দেহ পরিগ্রহ করিয়া বোধিসত্ত্বকে বন্দনপূর্ব্বক একটী গাথায় প্রশ্ন করিলেন :

১৫. ছুটাছুটি করে লোকে যাহা পাইবার তরে,
দেবতা, মনুষ্য যাহা ইষ্টকান্ত মনে করে,
প্রিয়, মনোহর যাহা জীবলোকে, ঋষিগণ,
হেন কাম্য বস্তু সব কর নিন্দা কি কারণ।

মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন :

১৬. কাম দণ্ডাঘাতে জীব সদা ব্যথা পায়;
কামপাশে বদ্ধ হয়ে সুগতি হারায়;
কামে দুঃখ, কামে ভয়; হয়ে কামমত্ত
করে জীব, ভূতনাথ, মহাপাপ কত।[১]

১৭. পাপে পাপ বৃদ্ধি পায়; দেহান্তে পাপীর
নিশ্চয় হইবে প্রাপ্তি নরক গভীর।
কামের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ,
কাম্যবস্তু প্রশংসা না করে সুধীজন।

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া শক্রের চিত্তোদ্‌বেগ জন্মিল এবং তিনি আর একটী গাথা বলিলেন :

১৮. পরীক্ষিত ঋষিদের চরিত কেমন,
মৃণাল তোমার, ঋষি, করিনু হরণ।
সরোবরতীরে তাহা আছিল পড়িয়া;
রেখেছি নিভৃত স্থানে আমি কুড়াইয়া।
নিষ্পাপ বিশুদ্ধমতি এই ঋষিগণ;
করহ তোমার এই মৃণাল গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

১৯. নহি মোরা নট—পাত্র ঠাট্টা তামাসায়,
নহি মোরা বন্ধু কিংবা সখা হে তোমায়;
কি সাহসে তবে বল, সহস্রনয়ন,
ভাবিলে ঋষিরা পরিহাসের ভাজন?

শক্র ক্ষমা পাইবার জন্য বিংশ গাথা বলিলেন :

---

[১]। 'ভূতনাথ' বৌদ্ধমতে ইন্দ্র বা শক্রের নামান্তর।

২০. আচার্য্য আমায় তুমি, পিতার স্থানীয়;
সে হেতু আমার এই দোষ মার্জ্জনীয়।
করেছি, একটী দোষ আমি, মহাশয়;
কর ক্ষমা; পণ্ডিতে না ক্রোধবশ হয়।

মহাসত্ত্ব দেবরাজ শক্রকে নিজে ক্ষমা করিয়া ঋষিদিগকেও ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন :

২১. ঋষিরা সুখে এ নিশি করিল যাপন,
ভূতপতি বাসবের পাইয়া দর্শন।
প্রসন্ন, ভদন্তগণ, হও সর্ব্বজন;
পাইলাম অপহৃত মৃণাল এখন।

শক্র ঋষিদিগকে বন্দনা করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন; ঋষিরা ধ্যানসিদ্ধি ও অভিজ্ঞাসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হইলেন।

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশন করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ শপথ করিয়া পাপ পরিহার করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই জাতকের সমবধানার্থ শাস্তা তিনটী গাথা বলিলেন :

২২. ছিনু আমি, সারিপুত্র, শ্রীমৌদ্‌গল্যায়ন,
কাশ্যপ, আনন্দ, পূর্ণ, অনিরুদ্ধ আর,
সেই সপ্তভ্রাতা।

২৩. সহোদরা আমাদের
ছিলেন উৎপলবর্ণা; দাসী কুজ্জোত্তরা,
চিত্রগৃহপতি দাস, ভদ্র সাতাগির
ছিলেন সে দেবপুত্র আশ্রমপাদপে।

২৪. পারিলেয়্য হস্তী, মধুবাসিষ্ঠ বানর,
কালোদায়ী ছিলা শক্র দেবের প্রধান;
এইরূপে জাতকের কর অবধান।[১]

---

[১]। পূর্ণ অশীতি মহাশ্রাবকের অন্যতম; ইনি 'ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো' বলিয়া বিদিত। চিত্রগৃহপতি একজন প্রসিদ্ধ উপাসক; ইনি ভিক্ষু না হইয়াও বুদ্ধদেবকর্ত্তৃক 'ধর্ম্মকথিকানং অগ্‌গো' এই নামে অভিহিত হইতেন। সাতাগির কুবেরের অষ্টাবিংশতি সেনাপতির অন্যতম; ইনি প্রথমে বুদ্ধবিরোধী ছিলেন; পরে উপাসক হইয়াছিলেন। শাস্তা যখন কৌশাম্বীতে ভিক্ষুদিগের কলহ মিটাইতে না পারিয়া পারিলেয়্যক নামক স্থানে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন, তখন একটী আরণ্য হস্তী তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। কালুদায়ী বা

মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব, ৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ) মৃণালহরণবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে। একদা শুক্র, অঙ্গিরা, কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত, ভৃগু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালব, অষ্টাবক্র, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ এবং রাজর্ষি শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু প্রভৃতি মহাত্মারা ভগবান শতক্রতুর সহিত তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে কৌশিকীতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রহ্মসরোবর হইতে অগস্ত্য মৃণাল উত্তোলন করিয়া তীরভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা অপরহণ করেন। অগস্ত্য তাঁহার সঙ্গীদিগকে সন্দেহ করিলে তাঁহারা আত্মদোষস্খালনার্থ একে একে শপথ করিয়াছিলেন। এই সকল শপথের মধ্যে দুই একটীতে তৎকালীন সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—যথা 'যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, সে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন, ভার্য্যার উপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ এবং নিয়ত শ্বশুরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করুক' 'সে গ্রামের অধ্যক্ষতা করুক,' 'সে দান করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুক,' 'সে একাকী উপাদেয় বস্তু ভোজন করুক,' 'সে নরপতির দৌত্যকার্য্য স্বীকার করুক,' 'সে বেতন গ্রহণ করিয়া বিদ্যা দান করুক,' ইত্যাদি।

---

৪৮৯. সুরুচি-জাতক

[মহোপাসিকা বিশাখা তথাগতের নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা শ্রাবস্তীসন্নিহিত মৃগধর মাতার[১] প্রাসাদে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন জেতবনে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বিশাখা পরদিনের জন্য ভগবানকে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনই রাত্রিকালে মহামেঘ হইতে এমন বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে, তাহাতে চারিটী মহাদ্বীপই প্লাবিত হইয়াছিল। বর্ষণকালে ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যেমন জেতবনে বর্ষণ হইতেছে, সেইরূপ চতুর্মহাদ্বীপেও বর্ষণ হইতেছে। তোমরা স্ব স্ব দেহ জলার্দ্র কর, ইঁহার পর আর আমার সময়ে চতুর্মহাদ্বীপপ্লাবক এমন মহামেঘের ঘটা হইবে না।' ইহা বলিয়া জলার্দ্রদেহ

কালোদায়ীর সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। মধুবাসিষ্ঠ কে, তাহা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

[১]। মিগার (বা মৃগধর) নামক শ্রেষ্ঠী বিশাখার শ্বশুর। বিশাখার চেষ্টাতেই তিনি বুদ্ধশাসন গ্রহণ করেন। এইজন্য লোকে বিশাখাকে মিগারমাতা বলিত (প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ভিক্ষুদিগকে লইয়া তিনি ঋদ্ধিবলে জেতবন হইতে অন্তর্হিত এবং বিশাখার ভবনে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশাখা বলিলেন, 'অহো কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার। জলস্রোত কোথাও জানুপ্রমাণ, কোথাও কটিপ্রমাণ হইয়াছে, অথচ তথাগতের মহর্দ্ধিবলে ও মহানুভাব-বলে ভিক্ষুদিগের পদ ও চীবর জলসিক্ত হইল না।[১]" তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে খাদ্য দ্রব্য পরিবেষণ করিলেন এবং ভগবানের ভোজন শেষ হইলে বলিলেন, 'আমি এখন নিশ্চয় ভগবানের নিকট বর প্রার্থনা করিব।' ভগবান বলিলেন, 'বিশাখে, তথাগতগণ অতিক্রান্তবর' (অর্থাৎ লোকে কি চায়, তাহা অগ্রে না জানিলে তাঁহারা বর দেন না)। 'ভদন্ত, আমি সেই সকল বর চাই, যেগুলি ন্যায়সঙ্গত, যেগুলি অনিন্দনীয়।' 'বল, তবে, কি চাও।' 'ভগবন, আমি চাই যে, যতদিন বাঁচিব, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষাবাসোপযোগী বস্ত্র দিব, আগন্তুকদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাঁহারা কোথাও যাইবেন তাঁহাদিগকে ভোজ্য দ্রব্য দিব, যাঁহারা পীড়িত, তাঁহাদিগকে পথ্য দিব, যাঁহারা পীড়িতদিগের সেবা করিবেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইব, পীড়িতদিগকে ঔষধ দিব, অবিরত যাগূ দান করিব এবং যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদিগকে স্নানবস্ত্র দিব।' ইহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিশাখে, তুমি কি ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া তথাগতের নিকট এই আটটী বর প্রার্থনা করিতেছ?' বিশাখা তাহার নিকট আটটী বরের সুফল নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, 'সাধু, বিশাখে, সাধু! তুমি যে এই সুফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তথাগতের নিকট আটটী বর চাহিয়াছ, ইহা উত্তম হইয়াছে। আমি তোমাকে এই সকল বর দিলাম।' অনন্তর বিশাখাকে আটটী বর দিয়া এবং তাহার কৃতকর্ম্মের অনুমোদন করিয়া শাস্তা জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

শাস্তা যখন পূর্ব্বারামে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ, ভাই, মহোপাসিকা বিশাখা নারী হইয়াও দশবলের নিকটে আটটী বর লাভ করিয়াছেন। অহো! বিশাখা কি গুণবতী।' এই সময়ে শাস্তা উপস্থিত হইয়া তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বিশাখা আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে মিথিলায় সুরুচি নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র লাভ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন সুরুচিকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সুরুচিকুমার বিদ্যাশিক্ষা

---

[১]। বুঝিতে হইবে যে শাস্তার ঋদ্ধিবলে যাইবার সময়েই ভিক্ষুদিগের চীবরাদি শুষ্ক হইয়াছিল।

করিবার উদ্দেশ্যে তক্ষশিলায় গমন করিলেন এবং নগরের দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে বারাণসীরাজপুত্র ব্রহ্মদত্তকুমারও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সুরুচিকুমার যে ফলকাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাতেই গিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। তাঁহারা একসঙ্গেই কোন আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং আচার্য্যভাগ[১] প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যার্থী হইলেন। তাঁহারা অচিরে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং আচার্য্যের অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর একসঙ্গে গমন করিলেন; পরে যেখানে উপস্থিত হইলেন সেখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের দুইজনের রাজ্যাভিমুখে গিয়াছিল। তাঁহারা ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের মিত্রতা চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য অঙ্গীকার করিলেন, 'যদি আমার পুত্র ও তোমার কন্যা জন্মে, অথবা আমার কন্যা এবং তোমার পুত্র জন্মে, তবে আমরা তাহাদিগকে পরস্পর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিব।'

রাজকুমারদ্বয় যথাকালে রাজপদ পাইলেন। সুরুচি মহারাজের এক পুত্র জন্মিল; তাঁহার 'সুরুচিকুমার' এই নাম রাখা হইল। মহারাজ ব্রহ্মদত্তের জন্মিল এক কন্যা; তাহার নাম হইল সুমেধা। সুরুচিকুমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সুরুচি মহারাজ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমার বন্ধু বারাণসীরাজের নাকি একটী কন্যা আছে; তাহাকেই আমার পুত্রের অগ্রমহিষী করিতে হইবে।' তিনি ঐ কন্যা প্রার্থনা করিবার জন্য বহু উপঢৌকনসহ কতিপয় অমাত্য প্রেরণ করিলেন। ইঁহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই বারাণসীরাজ একদা তাঁহার অগ্রমহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ঘটে কিসে? মহিষী উত্তর দিলেন, 'আর্য্যপুত্র, সপত্নীবিদ্বেষই নারীজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কারণ।' 'যদি তাহাই হয়, তবে সুমেধা দেবীকে তো এই মহাদুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে হইবে। সে আমাদের একমাত্র কন্যা। যে কেবল সুমেধাকেই বিবাহ করিবে এবং পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবে না, তাহাকেই আমরা কন্যা দান করিব।'

অতঃপর মিথিলার অমাত্যেরা বারাণসীতে উপনীত হইয়া সুমেধার সঙ্গে সুরুচিকুমারের বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বারাণসীরাজ বলিলেন, 'ভদ্রগণ! পূর্ব্বেই কন্যা সম্প্রদান করিব বলিয়া আমার বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নাই যে, ইহাকে মহাবরোধের মধ্যে

---

[১]। আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ অগ্রিম যাহা দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল আচার্য্যভাগ।

নিক্ষেপ করি। যিনি কেবল ইহাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহাকেই আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

অমাত্যেরা মিথিলায় গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। কিন্তু মিথিলার রাজা ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমার এই রাজ্য বিশাল, মিথিলা নগরী সপ্তযোজনব্যাপিনী এবং মিথিলা রাজ্যের পরিধি ত্রিশতযোজনব্যাপিনী; এরূপ রাজ্যের অধীশ্বরের ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা না থাকিলে চলিবে কেন?'

কিন্তু সুরুচিকুমার সুমেধার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াছিলেন এবং কেবল শুনিয়াই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাতপিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি কেবল সুমেধাকে বিবাহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব; আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই; আপনারা সুমেধাকেই আনয়ন করুন।' রাজা ও রাজমহিষী পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না; তাঁহারা বহু মণিমুক্তা উপহার দিয়া এবং বহু অনুচর পাঠাইয়া সুমেধাকে মিথিলায় আনাইলেন, তাঁহাকে কুমারের অগ্রমহিষী করিলেন এবং এক সঙ্গে উভয়েই অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অতঃপর কুমারসুরুচি মহারাজ এই নাম ধারণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। সুমেধার সহবাসে তিনি পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুমেধা দশসহস্র বৎসর রাজভবনে অবস্থিতি করিয়াও পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইহাতে নগরবাসীরা বিচলিত হইয়া রাজাঙ্গনে সমবেত হইল এবং আপনাদের অসন্তোষ জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' নাগরিকেরা বলিল, 'মহারাজ, আপনার অন্য কোন দোষ নাই; কিন্তু আপনার পুত্র নাই যে, বংশ রক্ষা হইবে। আপনার একটী মাত্র পত্নী; কিন্তু রাজকুলে ন্যূনকল্পে ষোড়শ সহস্র রাজ্ঞী থাকা উচিত। আপনি বহু পত্নী গ্রহণ করুন; তাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন পুণ্যবতী পুত্র লাভ করিবেন।' রাজা বলিলেন, 'ভদ্রগণ, তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? আমি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমেধাকে আনিয়াছি; এখন আমি মিথ্যাবাদী হইতে পারিব না। আমার বহু পত্নীর প্রয়োজন নাই।' রাজা এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে নাগরিকেরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল।

সুমেধা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'রাজা সত্যপরায়ণ বলিয়াই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু আমিই তাঁহার জন্য বহুপত্নী আনয়ন করিতেছি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যুগপৎ রাজার মাতৃস্থান ও পত্নীস্থান অধিকার করিলেন এবং সহস্র ক্ষত্রিয়কন্যা সহস্র অমাত্যকন্যা, সহস্র গৃহপতিকন্যা এবং সহস্র সর্ব্ববিধ নর্ত্তকীকন্যা, সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসহস্র কন্যা আনয়ন করিলেন (এবং রাজার সহিত ইঁহাদের বিবাহ দিলেন)। ইঁহারাও

দশসহস্র বৎসর রাজান্তঃপুরে বাস করিলেন; কিন্তু কেহই পুত্র বা কন্যা লাভ করিলেন না। ইঁহার পর উক্ত উপায়ে সুমেধা প্রতিবারে চতুঃসহস্র কন্যা আনাইয়া আরও তিন বার রাজাকে দান করিলেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও কাহারও পুত্র বা কন্যা জন্মিল না।

সুমেধা উক্তরূপে রাজাকে ষোড়শ সহস্র রমণী দিয়াছিলেন; এবং একে একে চল্লিশ হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল—কেবল সুমেধাকে লইয়া রাজা যে দশ হাজার বৎসর গৃহধর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধরিলে তো পঞ্চাশ হাজার বৎসরই বলা যায়। রাজা এত কাল অপুত্রক থাকায় নাগরিকেরা আবার সমবেত হইয়া আপনাদের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিল। রাজা ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, 'মহারাজ, আপনি রাণীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিন।'

রাজা বলিলেন, 'বেশ, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছি।' অনন্তর তিনি রাজ্ঞীদিগকে পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদবধি রাজ্ঞীরা পুত্রকামনায় নানা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, নানা ব্রতের অনুষ্ঠানে নিরত হইলেন। কিন্তু কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তখন রাজা সুমেধাকে বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি দেবতাগণের নিকট পুত্র প্রার্থনা কর।' সুমেধা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পঞ্চদশীর দিন অষ্টাঙ্গ[১] পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে তৎকালোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া শীল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাণীরা কেহ ছাগবলি কেহ বা গোবলি দিবার জন্য[২] উদ্যানে গমন করিলেন। সুমেধার শীলতেজে শক্রভবন কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিলেন, সুমেধা পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, 'সুমেধাকে পুত্র দিতে হইবে; কিন্তু তাঁহাকে যে সে পুত্র দিলে চলিবে না।' তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কোথায় পাওয়া যায়, ইহা অনুসন্ধান করিয়া শক্র নলকার দেবপুত্রকে দেখিতে পাইলেন। এই পুণ্যাত্মা কোন পূর্ব্বজন্মে বারাণসীতে বাস করিতেন। একদা বীজবপনকালে ক্ষেত্রে যাইবার সময়ে তিনি কোন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া দাস ও ভৃত্যদিগকে বপনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, নিজে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধকে গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ও তাঁহার পুত্র একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহার ভিত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল উডুম্বরকাষ্ঠ দ্বারা এবং বৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল নল দ্বারা। তিনি উহাতে একটী দ্বার যোগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং চঙ্ক্রমণের জন্য একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধকে এই

---

[১]। অর্থাৎ তিনি অষ্টশীল গ্রহণ করিলেন। সাধারণের পক্ষে পঞ্চশীল গ্রহণের বিধি আছে। প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। পুরাকালে যজ্ঞার্থ গো-বলি দিবারও প্রথা ছিল।

পর্ণশালায় তিন মাস রাখিয়া বর্ষান্তে বিদায়ের সময়ে পিতাপুত্রে মিলিত হইয়া ত্রিচীবর দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা ঐ পর্ণশালায় একে একে সাত জন প্রত্যেকবুদ্ধের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে ত্রিচীবর দান করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পিতাপুত্র, উভয়েই নলকার ছিলেন এবং গঙ্গাতীরে বেণু সংগ্রহ করিবার কালে এক প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইয়া ঐরূপে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পর তাঁহারা উভয়েই ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর লাভপূর্ব্বক ষট্‌কামস্বর্গে অনুলোম-প্রতিলোমক্রমে দেবৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন।[১] তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, কামস্বর্গে দেবলীলা সংবরণানন্তর তাঁহারা ঊর্দ্ধতন দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। শক্র দেখিলেন, তাঁহাদের এক জন উত্তরকালে তথাগত হইবেন। তিনি ঐ দেবতার বিমানদ্বারে উপস্থিত হইলেন; দেবতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। শক্র তাঁহাকে বলিলেন, 'মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে।' ইহা শুনিয়া ঐ দেবতা বলিলেন, 'মহারাজ, মনুষ্যলোক অতি ঘৃণার্হ ও অপবিত্র; যাহারা সেখানে থাকে, তাহারা দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেবলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে; আমি সেখানে গিয়া কি করিব?' শক্র বলিলেন, 'মারিষ, যে ঐশ্বর্য্য কেবল দেবলোকেই ভোগ করা যায়, আপনি মনুষ্যলোকেও তাহা ভোগ করিবেন; আপনি পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ রত্নময় প্রাসাদে বাস করিবেন; আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিন' এই কথায় দেবপুত্র সম্মত হইলেন।

দেবপুত্রের অঙ্গীকার লাভ করিয়া শক্র ঋষিবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং ঐ সকল রাণীর উপরিস্থ আকাশে চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কাহাকে পুত্রবর[২] দিব? কে পুত্রবর গ্রহণ করিবে?' ইহা শুনিয়া ঐ রমণীগণ, 'ভদন্ত, আমায় দিন, আমায় দিন, বলিয়া একসঙ্গে সহস্র হস্ত উত্তোলন করিলেন। তখন শক্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাঁহারা শীলবতী, আমি কেবল তাঁহাদিগকে পুত্র দান করি; তোমাদের কাহার কি শীল, কাহার কি আচার, তাহা আমায় বল।' এই কথায় রাজ্ঞীরা তৎক্ষণাৎ সেই সহস্র হস্ত অবনত করিলেন, এবং শক্রকে বলিলেন, 'যদি কোন শীলবতীকে বর দিতে চান, তবে সুমেধার নিকটে যান।' শক্র আকাশপথেই গমনপূর্ব্বক সুমেধার শয়নগৃহের বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইলেন। দাস দাসীরা গিয়া সুমেধাকে জানাইল, 'চলুন, দেবি, দেখিবেন গিয়া, এক দেবপুত্র

---

[১]। অর্থাৎ কখনও ঊর্ধ্বতম দেবলোক হইতে অধস্তন দেবলোকে, কখনও বা তাহার বিপরীতক্রমে।

[২]। যে বরে পুত্র লাভ করিতে পারা যায়।

'তোমাদিগকে পুত্রবর দিতে আসিয়াছি' বার বার এই কথা বলিতে বলিতে আকাশপথে বিচরণ করিয়া এখন আপনার বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।' এই কথা শুনিয়া সুমেধা সেখানে মহাসমারোহে গমন করিলেন এবং বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি সত্যই কি শীলবতী নারীকে পুত্রবর দিবেন?' শক্র বলিলেন, 'হাঁ, আমি দিব।' 'তবে আমাকে ঐ বরটী দিন।' 'বল দেখি, তোমার শীল কি কি? যদি সেগুলি আমার প্রীতিজনক হয়, তবে তোমাকে পুত্রবর দান করিব।'

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা উত্তর দিলেন, 'তবে শ্রবণ করুন।' ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত পনরটী নিজের শীলগুণের পরিচয় দিলেন :

১. সর্ব্বাগ্রে মহিষী করি আনিলেন সুরুচি আমার;
যাপিনু অযুতবর্ষ একেশ্বরী, তাঁহার সেবায়।

২. বিদেহের প্রতি তিনি, মিথিলার তিনি নরোত্তম,
উদয় যে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব মনে মম
সমক্ষে, পরোক্ষ, কায়ে, মনে, বাক্যে হয়েছে কখন,
সত্য বলি, বিপ্রবর, হেন কথা না হয় স্মরণ।

৩. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী;
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

৪. শ্বশুর, শাশুড়ী মোর, প্রাণেশের পিতামাতা যাঁরা,
ছিলেন এ মর্ত্ত্য-ধামে যতদিন জীবিত তাঁহারা,
স্নেহভরে সযতনে শিখালেন বিনয় আমায়,
যা' কিছু আমাতে ভাল, সবই শুধু তাঁদের কৃপায়।

৫. অহিংসায় পাই সুখ ভজি ধর্ম্ম আপন ইচ্ছায়;
দিবারাত্র সাবধানে রত ছিনু তাঁদের সেবায়।

৬. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

৭. ষোড়শ সহস্র মোর হইয়াছে সপত্নী এখনে,
কিন্তু কারো প্রতি কভু ঈর্ষা ক্রোধ জন্মেনিক মনে।

৮. সতত সপত্নীগণে আত্মবৎ করি আমি জ্ঞান,
সবাই কৃপার পাত্র মোর কাছে সবাই সমান।
দেখিলে তাদের সুখ, বড় সুখ পাই আমি মনে
সকলেই প্রিয় মোর অপ্রিয় না ভাবি কোন জনে।

৯. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।

১০. দাস, ভৃত্য প্রেষ্য[১] আদি আছে যত অনুজীবীগণ,
সহাস্য বদনে সদা যথাধর্ম্ম করি হে পোষণ।
১১. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
১২. শ্রমণ, ব্রাহ্মণ আদি ভিক্ষা হেতু আসে যত জন,
মুক্তহস্তে[২] অন্নপান দিয়া তুষি সকলের মন।
১৩. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।
১৪. কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি, পূর্ণিমা, অষ্টমী এই চার[৩]
উপোসথ-দিনে পালি অষ্টশীল পালি সযতনে
প্রাতিহার্য্যপক্ষে[৪] আমি অষ্টশীল থাকি শুদ্ধাচার
শীলে সুরক্ষিত সদা থাকি, তাই পাপ নাই মনে।
১৫. সত্য যদি বলি আমি, হই যেন পুত্রের জননী,
মিথ্যা যদি বলি, শির চূর্ণ হোক শতধা এখনি।[৫]

ফলত এইরূপ শত কি সহস্র গাথা দ্বারাও সুমেধার গুণরাশির পরিমাণ পাওয়া যায় না। তিনি যখন কেবল পনরটী গাথায় আত্মগুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন শক্র নিজের করণীয় অন্য বহু বিষয় থাকিলেও তাঁহাকে বাধা দিলেন না। অনন্তর তিনি বলিলেন, 'তোমার গুণগুলি অদ্ভুত ও অপ্রমেয়।' তিনি সুমেধার প্রশংসা করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন :

১৬. যশস্বিনি রাজপুত্রি, নিজমুখে করিলে কীর্ত্তন
যে সকল ধর্ম্মগুণ সবই তব চরিত্রভূষণ।
১৭. পুত্র এক গুণবান বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব
অচিরে করিয়া লাভ মনস্কাম পূর্ণ হবে তব।
পালিবে বিদেহ রাজ্য যথাধর্ম্ম তনয় তোমার;
গাইবে ত্রিলোকে, ভদ্রে, কীর্ত্তিগাথা সকলে তাহার।

১। প্রেষ্য—যাহাদিগকে কোন চিঠি বা খবর দিয়া পাঠান যায় আরিন্দ্যা।

২। অথবা 'ধৌতহস্তে'।

৩। অষ্টমী—শুক্লা ও কৃষ্ণা।

৪। প্রাতিহার্য্যপক্ষ—১. বর্ষার তিন মাস। এই সময়ে নিয়ত অষ্টাঙ্গশীল পালন করিতে হয়, ২. বর্ষাবসানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী মাস, ৩. ঐ মাসেরই ১৫ দিন। এই সকল সময়েও অষ্টাঙ্গশীল পালনীয়।

৫। সুমেধার গুণাবলী শুনিলে পতিগৃহ-গমনোদ্যতা শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশের কথা মনে পড়ে—'শুশ্রূষস্ব গুরূন কুরু সখীবৃত্তিঃ সপত্নীজনে' ইত্যাদি।

শক্রের কথা শুনিয়া সুমেধা অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং দুইটী গাথায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৮. কে তুমি অক্লিপ্তশ্মশ্রু? অমুণ্ডিত শির তব,
ধুলি-পঙ্কাচ্ছন্ন কলেবর;
অথচ মধুর ভাষে তুষিলে আমার মন;
শুনি তৃপ্ত হইল অন্তর।

১৯. দেবতা কি তুমি, বল, স্বর্গ হতে এলে হেথা?
কিংবা ঋদ্ধিমান্ তপোধন?
দেহ নিজ পরিচয়, কে তুমি বল নিশ্চয়;
কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন।

শক্র ছয়টী গাথায় আত্মপরিচয় দিলেন :

২০. সুধর্ম্মা প্রাসাদে হয়ে সমবেত দেবগণ
করে যাঁরা সাদরে অর্চ্চন,
তোমার নিকটে আসি উপস্থিত এবে, ভদ্রে,
সেই শক্র সহস্রলোচন।[১]

২১. আচারে সতত শ্রদ্ধা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা,
শীলবতী যত আছে নারী,
সতত দেবতাজ্ঞানে সেবে যারা শ্বশ্রূজনে;
নারী তারা, ইহা না বিচারি,

২২. তাহাদের গুণে মুগ্ধ হন সদা দেবগণ;
সুচরিত্রবলে তারা পায়
মর্ত্ত্য হয়ে অমরের দরশন, রাজপুত্রি;
এই সত্য বলিনু নিশ্চয়।

২৩. জন্ম তব রাজকুলে হয়েছে এ ধরাধামে,
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকর্ম্মের ফলে,
সর্ব্ব কামনার বস্তু এবে যে আয়ত্ত তব,
সে কেবল পূর্ব্ব পুণ্যবলে।

২৪. তুমি সুচরিত-বলে, উভয়ত্র, রাজপুত্রি,
করিতেছ সুফল অর্জ্জন;

---

[১]। বৌদ্ধমতে 'সহস্রলোচন' শব্দের অর্থ, যিনি যুগপৎ সহস্র অর্থ বা বিষয় দেখিতে বা বুঝিতে পারেন।

ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ, দেবলোকে জন্ম পুনঃ
হবে যবে এ দেহ-পতন।
২৫. নিয়ত, সুমেধে, তুমি হও সুখী, এইরূপে
ধর্ম্মপথে করি বিচরণ;
দেখিয়া তোমায় আজ পাইনু অপার প্রীতি;
স্বর্গে আমি যাইব এখন।

'দেবলোকে আমায় এখন অনেক কাজ করিতে হইবে; সেই জন্য যাইতেছি। তুমি অপ্রমত্ত হইয়া চলিবে' সুমেধাকে এই উপদেশ দিয়া শক্র প্রস্থান করিলেন। নলকার দেব প্রত্যুষকালে দেবদেহ ত্যাগ করিয়া সুমেধার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া সুমেধা রাজাকে জানাইলেন। রাজা গর্ভরক্ষার্থ সংস্কারসমূহ যথারীতি সম্পাদন করিলেন। দশম মাসে সুমেধা একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্রের নাম হইল মহাপ্রণাদ। বিদেহ ও বারাণসী উভয় রাজ্যের অধিবাসীরাই, 'প্রভু আমরা আপনার পুত্রের জন্য দুগ্ধের মূল্য আনিয়াছি' বলিয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গণে এক একটী কার্ষাপণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ইহাতে সেখানে এক প্রকাণ্ড কার্যাপণপুঞ্জ হইল। রাজা উহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না; কিন্তু প্রজারা উহা প্রতিগ্রহণ করিল না; 'মহারাজ, আপনার পুত্র যখন বড় হইবেন, তখন এই ধনে তাঁহার শিক্ষাবিধানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে,' ইহা বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার মহাযত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর অর্থাৎ ষোড়শবর্ষ বয়সেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। পুত্রের বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা সুমেধাকে বলিলেন, 'দেখ, আমার পুত্রের রাজ্যাভিষেককালে তাহার বাসের জন্য একটী রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইব; সেখানেই তাহার অভিষেক হইবে।' সুমেধা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন রাজা বাস্তুবিদ্যাচার্য্যদিগকে ডাকাইয়া আদেশ দিলেন, 'বাপু সকল, একজন বর্দ্ধকী লইয়া[১] আমার বাসভবনের অবিদূরে আমাদের পুত্রের জন্য একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; আমি তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।' তাঁহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য কোন ভূমি প্রশস্ত, তাহা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। ইঁহার কারণ বুঝিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যাও, বৎস, মহাপ্রণাদের জন্য দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অর্দ্ধযোজন পরিমিত এবং পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ এক রত্নময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।' বিশ্বকর্ম্মা বর্দ্ধকীর বেশে বর্দ্ধকীদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা প্রাতরাশ

[১]। এখানে 'বর্দ্ধকী' শব্দে বোধ হয় প্রধান স্থপতিকে বুঝাইতেছে।

সমাপন করিয়া আইস।' এইরূপে তাহাদিগকে সেখান হইতে পাঠাইয়া তিনি দণ্ডদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন, 'অমনি উক্ত প্রকার সপ্ত ভূমিক প্রাসাদ উত্থিত হইল।

মহাপ্রণাদের প্রাসাদ-প্রবেশোৎসব, রাজচ্ছত্র-গ্রহণোৎসব এবং পরিণয়োৎসব, এই তিন উৎসব একসঙ্গেই সম্পাদিত হইল। উৎসব-ক্ষেত্রে উভয় রাজ্যেরই অধিবাসীরা সমবেত হইয়া সপ্তবর্ষকাল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিল; তথাপি সুরুচি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন না। তাহাদের বস্ত্রাভরণ, খাদ্য, ভোজ্য ইত্যাদি সমস্তই রাজসংসার হইতে প্রদত্ত হইতে লাগিল। সপ্তসংবৎসর অতীত হইলে তাহারা অসন্তোষের চিহ্ন দেখাইল; মহারাজ সুরুচি ইঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, 'মহারাজ, উৎসবে মগ্ন থাকিয়া আমরা সপ্তবৎসর অতিবাহিত করিলাম; কবে এ উৎসবের অবসান হইবে বলুন।' রাজা উত্তর দিলেন, 'বাপু সকল, এতকালের মধ্যে একবারও আমার পুত্রের মুখে হাস্য দেখা যায় নাই। যখন তিনি হাসিবেন, তখন তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে।'

তখন বহু লোকে ভেরী বাদন দ্বারা নটদিগকে সমবেত করিল। সহস্র সহস্র নট আসিল; তাহারা সাতটী দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই রাজাকে হাসাইতে পারিল না। মহাপ্রণাদ পূর্ব্বজন্মে দিব্য নটদিগের নৃত্য দেখিয়াছিলেন; কাজেই ইহাদের নৃত্য তাঁহার মনোজ্ঞ হইল না। অনন্তর ভণ্ডুকর্ণ ও পাণ্ডুকর্ণ-নামক দুইজন সুনিপুণ নট বলিল, 'আমরা রাজাকে হাসাইব।' ভণ্ডুকর্ণ রাজদ্বারে অতুলনামক এক বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষ উৎপাদনপূর্ব্বক সূত্রগুটিকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার শাখায় সংলগ্ন করিল এবং ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া অতুলাম্র বৃক্ষে আরোহণ করিল। অতুলাম্র নাকি বৈশ্রবণের বৃক্ষ। বৈশ্রবণের দাসেরা ভণ্ডুকর্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক নিম্নে নিক্ষেপ করিল, অন্য নটেরা ঐ সমস্ত যথাস্থানে সাজাইয়া সেগুলির উপর জল ছিটাইয়া দিল, অমনি ভণ্ডুকর্ণ পুষ্পবাস পরিধান করিয়া এবং পুষ্পাচ্ছাদনে দেহ আবৃত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। মহাপ্রণাদ এই কাণ্ড দেখিয়াও হাসিলেন না। পাণ্ডুকর্ণ রাজাঙ্গণে কাঠের চিতা প্রস্তুত করাইল এবং অনুচরদিগের সহিত সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল, যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তখন লোকে ভস্মরাশির উপর জল ছিটাইয়া দিল। অমনি পাণ্ডুকর্ণও পুষ্পময় অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্থিত হইল। কিন্তু ইহাতেও রাজার মুখে হাস্য দেখা দিল না। লোকে যখন কিছুতেই মহাপ্রণাদকে হাসাইতে পারিল না, তখন তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া শক্র এক দেবনটকে বলিলেন, 'যাও, বাপু, মহাপ্রণাদকে হাসাইয়া আইস।'

দেবনট আসিয়া রাজাঙ্গণে আকাশে অবস্থিতি করিলেন এবং উপার্দ্ধরঙ্গ[১] দেখাইলেন। তাঁহার এক খানি হস্ত, একখানি পাদ, একটী চক্ষু ও একটী দন্ত নৃত্য করিতে, চলিতে ও স্পন্দন করিতে লাগিল, অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিশ্চল রহিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রণাদ ঈষৎ হাস্য করিলেন। উপস্থিত অন্য সমস্ত দর্শক কিন্তু অবিরত হাস্য করিতে লাগিল, তাহারা কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। হাস্য প্রভাবে তাহারা উম্মত্তবৎ হইল; তাহাদের হাত পা শিথিল হইল, তাহারা রাজাঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এইরূপে তখন উৎসবের অবসান হইল।

এই আখ্যায়িকার অবশিষ্ট অংশ,

'প্রণাদ নামক ছিলেন ভূপতি,
প্রাসাদ যাঁহার সুবর্ণ নির্ম্মিত' ইত্যাদি

মহাপ্রণাদ জাতকে (২৬৪) বর্ণিত হইয়াছে। রাজা মহাপ্রণাদ দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

[ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, বিশাখা পূর্ব্বেও এইরূপে আমার নিকট বর লাভ করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন ভদ্রজিৎ ছিলেন মহাপ্রণাদ; বিশাখা ছিলেন সুমেধা দেবী; আনন্দ ছিলেন বিশ্বকর্ম্মা এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

৪৯০. পঞ্চোপসথ-জাতক[২]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত পোষধীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা শাস্তা ধর্ম্মসভায় চতুঃশ্রেণীর পরিষদের[৩] মধ্যে অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে সভ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, 'অদ্য, উপাসকদিগের কথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মদেশন করিবে।' ইহা বুঝিয়া তিনি উপাসকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত, আমরা অদ্য পোষধী।' 'তোমরা অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। পোষধ পুরাণপণ্ডিতদিগের কুলক্রমাগত ব্রত। তাঁহারা কামাদি রিপু দমন করিবার জন্য পোষধব্রত পালন করিতেন।'

---

[১]। এক প্রকার নৃত্য—যাহাতে শরীরের অর্দ্ধাংশ মাত্র—এক হাত, এক পা, এক চোখ ইত্যাদি নৃত্য করে, অপরার্দ্ধ নিশ্চল থাকে।

[২]। অর্থাৎ কপোত, সর্প, শৃগাল, ভল্লুক ও ঋষি এই পঞ্চ প্রাণীর উপোসথের কথা।

[৩]। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা।

অনন্তর সভ্যদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে মগধ প্রভৃতি তিনটী রাজ্যের সাধারণ সীমায় একটী বন ছিল। বোধিসত্ত্ব মগধের এক আর্য্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নিষ্ক্রমণানন্তর সেই বনে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আশ্রমের অদূরে কোন বেণুগুল্মে এক কপোত তাহার ভার্য্যাসহ বাস করিত; কোন বল্মীকে একটা সর্প, কোন গুল্মের ভিতর একটা শৃগাল এবং অপর কোন গুল্মের ভিতর একটা ভল্লুক থাকিত। এই প্রাণিচতুষ্টয় সময়ে সময়ে ঐ ঋষির নিকটে গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

একদিন কপোত তাহার ভার্য্যাকে লইয়া আহারান্বেষণের জন্য কুলায় হইতে বাহির হইল। কপোতী কপোতের পশ্চাতে যাইতেছিল; একটা শ্যেন তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কপোত মুখ ফিরাইল এবং দেখিল শ্যেন তাহাকে লইয়া যাইতেছে। কপোতী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; শ্যেন সেই অবস্থাতেই তাহাকে মারিয়া উদরস্থ করিল। তাহার বিরহে কপোত কামানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সে তখন চিন্তা করিল, 'এই কামরিপু আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে; এখন ইহাকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' অনন্তর সে চরা বন্ধ করিয়া তাপসের নিকটে গেল এবং কামদমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিয়া এক পাশে শুইয়া রহিল।

সর্পও খাদ্যান্বেষণে যাইবার জন্য ঐ দিন তাহার বল্মীক হইতে বাহির হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামে গোচারণ-ক্ষেত্রে খাবার খুঁজিতে লাগিল। ঐ সময়ে গ্রামভোজকের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বশ্বেতবর্ণ বৃষ ঘাস খাইয়া একটা বল্মীকের মূলে জানুর উপর ভর দিয়া শৃঙ্গদ্বারা মৃৎখনন-ক্রীড়া করিতেছিল। সর্প গরুগুলার পায়ের শব্দে ভীত হইয়া ঐ বল্মীকে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিয়াছিল; সে বল্মীকের মূলে উপস্থিত হইলে বৃষটা হঠাৎ তাহার গায়ে পাদপ্রহার করিল; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প তাহাকে দংশন করিল। বৃষটা সেখানেই তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। বৃষটা মারা গিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা সকলে এক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইল, কান্দিতে লাগিল, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাহার মৃতদেহ পূজা করিল এবং উহা একটা গর্ত্তে পুতিয়া চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে সর্প বল্মীক হইতে বাহির হইয়া ভাবিল, 'আমি ক্রোধবশে ইঁহার প্রাণহানি করিয়া বহুলোককে শোকসন্তপ্ত করিলাম; এখন এই ক্রোধকে দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' ইহা স্থির করিয়া সে ফিরিল এবং আশ্রমে গিয়া ক্রোধদমনের জন্য পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

শৃগালও খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে একটা মৃত হস্তী দেখিয়া ভাবিল,[১] 'অহো! আমি কি প্রচুর খাদ্যই লাভ করিলাম। সে হৃষ্টচিত্তে উহার নিকটে গিয়া প্রথমে শুণ্ডটা দংশন করিল; কিন্তু বোধ হইল, যেন সে স্তম্ভে দংশন করিতেছে। শুণ্ডে কোন আস্বাদ না পাইয়া সে দন্ত দংশন করিল; ইহাতে তাহার মনে হইল, যেন পাষাণে দংশন করিতেছে। তাহার পর সে কুক্ষি দংশন করিল; উহা শস্যভাণ্ডে দংশনের ন্যায় বোধ হইল; লাঙ্গুলে দংশন করিল; কিন্তু দেখিল, উহাও লৌহস্থালিতে দংশনের মত। সর্ব্বশেষে সে মলদ্বারে দংশন করিল—দেখিল, যেন সে ঘৃতপক্ক পিষ্টকে দংশন করিতেছে! তখন সে লোভবশে খাইতে খাইতে মৃত হস্তীটার কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে সে ক্ষুধার সময় মাংস খায়, পিপাসার সময় রক্তপান করে, শুইবার সময় অন্ত্র ও ফুসফুসের আস্তরণের উপর শুইয়া থাকে। সে ভাবিল, 'বেশ ত, এখানেই আমি অন্নপান পাইতেছি। এখানেই আমার শয়ন নির্ব্বাহ হইতেছে; অন্যত্র যাইয়া কি করিব?' ইহা স্থির করিয়া সে বাহিরে না গিয়া পরম প্রীতির সহিত গজকুক্ষির ভিতরেই অবস্থিতি করিল। কিয়ৎকাল পরে বাতাতপে হস্তীটার মৃতদেহ শুষ্ক হইল এবং মলদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। শৃগাল তখন কুক্ষির ভিতরে থাকিয়া মহাযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল—তাহার রক্তমাংস কমিয়া গেল, শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইল; যে নির্গমনের পথ পাইল না। অতঃপর একদিন অকালে মেঘবর্ষন হইল; হস্তীর মলদ্বার জলসিক্ত হইয়া কোমল হইল এবং সেখানে বিবর দেখা গেল। ছিদ্র দেখিয়া শৃগাল ভাবিল, 'বহুকাল কষ্ট পাইয়াছি। এখন এই বিবর দিয়া পলায়ন করিব।' সে মস্তকদ্বারা হস্তীর মলদ্বারে আঘাত করিল; কিন্তু ছিদ্রটী সঙ্কীর্ণ বলিয়া বেগে নির্গমনকালে তাহার ঘর্ম্মাক্ত শরীরের সমস্ত লোম সেখানে লাগিয়া থাকিল; সে যখন বাহির হইল, তখন তাহার দেহটা তালস্কন্ধের ন্যায় নির্লোম হইয়াছে। সে দেখিল, লোভবশেই তাহাকে এত দুঃখ পাইতে হইয়াছে। এজন্য সে স্থির করিল যে, লোভ দমন না করিয়া আর আহারান্বেষণে যাইবে না। সে আশ্রমে গিয়া লোভদমনার্থ পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক এক পাশে শুইয়া রহিল।

ভল্লুকটাও বন হইতে বাহির হইয়া খাদ্যলোভে মলরাজ্যের[২] এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়াছিল। ভল্লুক আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা ধনুক, দণ্ড প্রভৃতি লইয়া বাহির হইল, এবং সে যে গুল্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, বহুলোক তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে; এজন্য গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পলায়নপর হইল। ঐ সময়ে লোকে তাহাকে ধনুক ও লগুড় প্রভৃতি দ্বারা আঘাত

১। ১ম খণ্ডের শৃগাল-জাতক (১৪৮) দ্রষ্টব্য।

২। মল্লরাজ্য কি?

করিতে লাগিল। তাহার মাথা ফাটিয়া গেল; সর্ব্বশরীর রক্তপ্লাবিত হইল। এইরূপে অতি কষ্টে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া সে ভাবিল 'অতি লোভবশত আমি এই দুঃখ পাইলাম। এখন এই লোভ দমন না করিয়া আর চরিতে যাইব না।' সেও ঐ আশ্রমে গিয়া অতিলোভদমনার্থ পোষধ গ্রহণ করিল এবং একপাশে শুইয়া রহিল।

পরিশেষে সেই তাপসের কথা বলা যাইতেছে। তিনি উচ্চ জাতিতে জন্মিয়াছেন, এই গর্ব্ববশতঃ ধ্যানসমাপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর এক প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহার গর্ব্বিত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি সাধারণ প্রাণী নহেন, ইনি বুদ্ধাঙ্কুর; বর্ত্তমান কল্পেই ইনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবেন; অতএব যাহাতে তিনি গর্ব্ব দমনপূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।' এই উদ্দেশ্যে, বোধিসত্ত্ব যখন পর্ণশালায় উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময়, উক্ত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্ত হইতে সেখানে গমন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বেরই পাষাণফলকে উপবেশন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে নিজের আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া গর্ব্বভরে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া অঙ্গুলি ছোটন করিতে করিতে বলিলেন, 'নিপাত যা, বৃষল; অরে দুর্লক্ষণ, মুণ্ডিত-মস্তক শ্রমণক, তুই কি ভাবিয়া আমার বসিবার আসনে বসিয়াছিস?' প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'হে সাধো! আপনি কি কারণে অহঙ্কারে এত মত্ত হইয়াছেন? আমি প্রত্যেকবোধি লাভ করিয়াছি।[১] আপনি এই কল্পেই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ হইবেন; এখন আপনি বুদ্ধাঙ্কুর; পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিয়া এতদিন (একটা নির্দ্দিষ্ট কাল; এখানে তাহার উল্লেখ নাই) অতিবাহিত করিলে আপনি বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্মে আপনার নাম হইবে সিদ্ধার্থ।' ইঁহার পর প্রত্যেকবুদ্ধ ভাবী বুদ্ধের নাম, গোত্র, কুল অগ্রশ্রাবকাদির নাম প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; এবং তাপসকে উপদেশ দিলেন, 'কেন আপনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এত রূঢ়স্বভাব হইয়াছেন? ইহা সর্ব্বতোভাবে আপনার অযোগ্য।' কিন্তু তিনি এইরূপ বলিলেও তাপস তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না, কখন বা কোথায় তিনি বুদ্ধ হইবেন, এরূপ কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, 'দেখ, তোমার জাতিই বড়, না আমার গুণ বড়। যদি সাধ্য থাকে, তবে আমার মত আকাশে বিচরণ কর।' ইহা বলিয়া তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক তাপসের জটামণ্ডলে নিজের পদধুলি বিকিরণ করিলেন এবং উত্তর হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে এইভাবে যাইতে দেখিয়া তাপসের

---

[১]। অর্থাৎ যে জ্ঞান অর্জ্জন করিলে লোকে প্রত্যেকবুদ্ধ হয়, আমি তাহা পাইয়াছি।

মনে অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'এই শ্রমণ এমন গুরু শরীর লইয়া বায়ুমুখে তুলাখণ্ডের ন্যায় আকাশে বিচরণ করেন; আমি জাত্যাভিমানে এতাদৃশ প্রত্যেকবুদ্ধের পাদবন্দনা করিলাম না। কখন যে আমি বুদ্ধ হইব, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম না! কিন্তু আমার জাতিতে কি লাভ? ইহলোকে শীলাচারই শ্রেষ্ঠ; আমার এই গর্ব্ব বৃদ্ধি পাইয়া শেষে আমাকে নিরয়গামী করিবে। এই অহঙ্কার দমন না করিয়া আমি আর বন্যফলমূল আহরণের জন্য যাইব না।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং অহঙ্কারদমনের জন্য পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন। সেখানে এই মহাত্যাগী কুলপুত্র অহঙ্কার দমন করিয়া কৃৎস্ন ভাবনা করিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া কুটীরের বাহিরে আসিলেন এবং চঙ্ক্রমণ-প্রান্তস্থ পাষাণফলকে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কপোতাদি প্রাণিচতুষ্টয় তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল ও এক পাশে বসিল। মহাসত্ত্ব কপোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি তো অন্য দিন এ সময়ে আস না; এ সময়ে তুমি খাদ্যান্বেষণে নিরত থাক। আজ কি তুমি পোষধী হইয়াছ?' কপোত বলিল, 'হাঁ, ভদন্ত।' মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইঁহার কারণ কি?

১. আজি যে নিশ্চেষ্ট তুমি রয়েছ, কপোত?
হয়েছ যে, বিহঙ্গম, ভোজনে বিরত?
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ?
কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?'
ইঁহার উত্তরে কপোত দুইটী গাথা বলিল :

২. লোভবশে পূর্ব্বে হেথা কপোতীর সহ
করিতাম বিহার কতই অহরহ;
শ্যেন আসি আজ তার হরিল জীবন;
বিরহে তাহার আমি অকামী এখন।

৩. বিরহে তাহার আজ অন্তরে অন্তরে
বিষম বেদনা পাই অশেষ প্রকারে;
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ;
কামবশ আর যেন হই না কখন।

কপোত নিজের পোষধকর্ম্মের কারণ বর্ণনা করিলে মহাসত্ত্ব সর্পাদিগকেও একে একে পোষধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাও যথাক্রমে উত্তর দিল :

৪. ‘ভুজঙ্গ, উরগ, সর্প, ঘোরবিষধর,
দ্বিজিহ্ব, দশনায়ুধ, অতি ভয়ঙ্কর;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ?
কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?’

৫. ‘গ্রামভোজকের ছিল বৃষ বলবান,
পরম সুন্দরদেহ চলৎককুদ্বান,
দলিল আমার পায়ে; দংশিনু তাহার;
তখনি সে ত্যজে প্রাণ বিষের জ্বালায়।

৬. পেয়ে সে সংবাদ লোকে কান্দিতে কান্দিতে
গ্রামের বাহিরে এল বৃষকে দেখিতে।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ;
ক্রোধবশ আর যেন হই না কখন।’

৭. ‘শ্মশানে মৃতের মাংস রয়েছে প্রচুর;
শৃগালের পক্ষে তাই খাদ্য সুমধুর।
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ তবে কর কি কারণ?
কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?’

৮. ‘ভালবাসি মাংস মৃত জীবের খাইতে;
গেনু তাই মৃত মহাগজের কুক্ষিতে
গজমাংসলোভে, হায়! তপ্তবায়ু আর
প্রচণ্ড সূর্য্যের কর রোধে মলদ্বার;

৯. নির্গমের পথ কোন না পরে সেথায়
হইনু, ভদন্ত, পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণকায়;
অকস্মাৎ মহামেঘ করিল বর্ষণ;
মলদ্বার সিক্ত হল সে জলে তখন।

১০. রাহুর বদন হতে চন্দ্রমা যেমন,
নিষ্ক্রান্ত, ভদন্ত, আমি হইনু তখন।
তাই এবে করিলাম পোষধ গ্রহণ;
লোভবশ আর যেন হই না কখন।’

১১. ‘করিতে, ভল্লুক, তুমি স্তূপে বল্মীকের
খেয়ে পিপীলিকা রক্ষা নিজ শরীরের;
করিতেছ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ কি কারণ?
কি নিমিত্ত করিয়াছ পোষধ গ্রহণ?’

১২. ‘অতি লোভে করিলাম ত্যাগ নিজালয়,

মলতে[১] গেলাম আমি খাদ্যের আশায়;
বাহির হইল লোকে নানা অস্ত্র হাতে;
চুরমার হল দেহ কোদণ্ড-আঘাতে।

১৩. ভাঙ্গিল মাথার খুলি, শোণিত্যক্ত কায়;
অতি কষ্টে আসিলাম ফিরি নিজালয়;
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ;
অতি লোভ আর যেন হয় না কখন।'

এইরূপ চারিটী জন্তুই স্ব স্ব পোষধের হেতু বর্ণনা করিল এবং তাহারা আসন হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, আপনিও তো অন্যান্য দিন এই বেলায় বন্য ফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়া থাকেন। অদ্য না গিয়া পোষধী রহিয়াছেন কেন?

১৪. জানিতে চাহিলা তুমি যাহা মহাশয়
যথাজ্ঞান বলিলাম মোরা সমুদায়।
আমরাও শুধাই, ভদন্ত, কি কারণ
নিজে উপোসথ-ব্রত করিলা গ্রহণ?
মহাসত্ত্ব ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন :

১৫. আশ্রমে প্রত্যেকবুদ্ধ আসি একজন
দিলেন মুহূর্ত্ত তরে মোরে দরশন;
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত, জ্ঞানবলে বলী,
ভূত ভবিষ্যৎ মোর বলিলা সকলি—
কোন্ গোত্রে, কি নামে জন্মিব পুনর্ব্বার,
কিরূপ চরিত্র পরে হইবে আমার।

১৬. তথাপি না বন্দিলাম চরণ তাঁহার
না করিনু সম্ভাষণ—হেন অহঙ্কার!
তাই এবে করিয়াছি পোষধ গ্রহণ;
অহঙ্কার আর যেন ঘটে না কখন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের পোষধের কারণ বলিলেন এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দানপূর্ব্বক বিদায় দিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। প্রাণী চারিটীও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। অতঃপর মহাসত্ত্ব অপরিসীম ধ্যানবলে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন; ইতর প্রাণী কয়টীও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইল।

---

[১]। মলত বলিলে মল্লরাজ্য বুঝায় কি?

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপাসকগণ, পোষধপালন পুরাণ পণ্ডিতদিগের চিরাচরিত ব্রত। সকলেরই পোষধ পালন করা কর্ত্তব্য।'

সমবধান : তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন সেই কপোত; কশ্যপ ছিলেন সেই ভল্লুক; মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল; সারিপুত্র ছিলেন সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

৪৯১. মহাময়ূর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?' ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ভদন্ত; এ কথা মিথ্যা নহে।' ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা তোমার মত লোককে বিচলিত না করিবে কেন? যে বায়ুপ্রবাহ সুমেরুকে উৎপাটন করিতে সমর্থ, তাহা কি কখনও শুষ্কপত্রের কাছে লজ্জা পায়? পুরাকালে যাঁহারা সপ্তসহস্র বৎসর মানসিক রিপুগণ দমন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বও কাম রিপুর প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে এক ময়ূরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়ূরীর যখন গর্ভপূর্ণ হইয়াছিল, তখন সে বিচরণক্ষেত্রে একটী অণ্ডপাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। প্রসূতির যদি কোন রোগ না থাকে, তবে না কি (সর্পাদি কোন প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলে) অণ্ড বিনষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত সেই অণ্ড ক্রমে কর্ণিকার-মুকুলের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ হইয়া যথাকালে আপনা হইতেই ভিন্ন হইল এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণের এক ময়ূরশাবক নির্গত হইল। ইঁহার চক্ষু দুইটী হইল গুঞ্জা ফলের মত, তুণ্ড হইল প্রবালবর্ণ; এবং তিনটী রক্তবর্ণ রেখা ইঁহার গ্রীবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতে লাগিল। শাবকটী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহার সুন্দর দেহটী পণ্যবাহিশকট-পরিমিত হইল। নীল ময়ূর সকল এই সময়ে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রাজপদে বরণ করিল।

একদিন ময়ূররূপী বোধিসত্ত্ব নির্ঝরে জলপান করিবার কালে নিজের রূপলাবণ্য দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি অন্য সকল ময়ূর অপেক্ষা বহুগুণে রূপবান; আমি যদি ইহাদের সহিত মনুষ্যপথে বাস করি, তাহা হইলে আমার বিপদ

ঘটিবে। আমি হিমবন্তে গিয়া সেখানে কোন মনোরম স্থানে একাকী বাস করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাত্রিকালে যখন অন্য ময়ূরসকল স্ব স্ব কুলায়ে লীন হইয়াছিল সেই সময়ে, কাহাকেও না জানাইয়া তিনি হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন এবং একে একে তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া গেলেন। চতুর্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে কোন অরণ্যে পদ্মশোভিত এক বৃহৎ হ্রদের অবিদূরে একটী পর্ব্বত ছিল। ঐ পর্ব্বতের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখায় তিনি অবতরণ করিলেন। উক্ত পর্ব্বতের মধ্যভাগে একটী সুন্দর গুহা ছিল। বোধিসত্ত্ব অতঃপর তাহার মধ্যে বাস করিবার ইচ্ছায় ঐ গুহার পুরোভাগে পর্ব্বততলে গিয়া অবতরণ করিলেন। কাহারও সাধ্য ছিল না যে ঐ স্থানে নিম্নদেশ হইতে আরোহণ করিতে, কিংবা ঊর্দ্ধ্বদেশ হইতে অবতরণ করিতে পারে। সেখানে পক্ষী, বিড়াল, সর্পাদি সরীসৃপ এবং মানুষ কোন প্রাণী হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, আমার বাসের জন্য এই স্থানটীই পরমসুখকর হইবে। তিনি সে দিন সেখানেই বাস করিলেন; পরদিন পর্ব্বতগুহা হইতে উত্থিত হইলেন এবং পর্ব্বতমস্তকে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া দিবাভাগে আত্মরক্ষার জন্য 'চক্ষুষ্মান একরাজ উদিলেন অই' ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ করিলেন।[১] অতঃপর তিনি বিচরণ-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া চরিতে লাগিলেন এবং চরা শেষ হইলে সায়ংকালে সেই পর্ব্বতমস্তকে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অস্তগমনোম্মুখ সূর্য্যমণ্ডল দেখিয়া রাত্রিকালে আত্মরক্ষার্থ 'চক্ষুষ্মান একরাজ অস্ত যান অই' ইত্যাদি গাথায় আপনাকে নিরাপদ করিলেন। তিনি এইরূপে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে একদিন এক ব্যাধপুত্র অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে পর্ব্বতমস্তকে আসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। সে গৃহে ফিরিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে বলিল, 'বৎস, হিমালয়ের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে বনমধ্যে এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে। রাজা কখনও এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে এই কথা জানাইবে।'

ইঁহার পর একদিন বারাণীরাজের অগ্রমহিষী ক্ষেমা প্রত্যূষকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই—এক সুবর্ণবর্ণ ময়ূর ধর্ম্মদেশন করিল; তিনি সাধুকার প্রদানপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর, দেশনান্তে ময়ূর যখন যাইবার জন্য উঠিল, তখন তিনি বলিলেন, 'ময়ূররাজ যাইতেছেন; উহাকে ধর।' এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি জাগিয়া উঠিলেন; এবং জাগিবার পর বুঝিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের ময়ূর-জাতক (১৫৯) দ্রষ্টব্য।

যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তবে রাজা হয় তো ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ইহা আমার দোহদ, এরূপ জানিলে তিনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি গর্ভিণীদিগের ন্যায় সাধের ভাব দেখাইয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?' ক্ষেমা বলিলেন, 'নাথ, আমার দোহদ জন্মিয়াছে।' 'তুমি কি চাও, বল ত?' 'সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাই।' 'সেরূপ ময়ূর কোথায় পাইব, ভদ্রে?' 'নাথ, না পাইলে কিন্তু আমার জীবন রক্ষা হইবে না।' 'ভদ্রে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক; যদি এরূপ ময়ূর কোথাও থাকে, তবে তুমি নিশ্চিত পাইবে।'

মহিষীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাজা সভায় গমন করিলেন এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, দেবী সুবর্ণবর্ণ ময়ূরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চান; ময়ূর কি সুবর্ণবর্ণের হয়?' অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।' রাজা তখন ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদের লক্ষণশাস্ত্রে বলে যে, জলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৎস্য, কচ্ছপ ও কর্কট, স্থলজ প্রাণীদিগের মধ্যে মৃগ, হংস, ময়ূর ও তিত্তির—তির্য্যগজাতীয় এই কয়টী প্রাণী এবং মনুষ্য সুবর্ণবর্ণের হইতে পারে।'[১] ইহা শুনিয়া রাজা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যাধদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কেহ কি সুবর্ণবর্ণ ময়ূর দেখিয়াছ?' একজন ব্যতীত আর সকলেই বলিল, 'না, মহারাজ, আমরা কখনও দেখি নাই।' যে ব্যাধের পিতা সুবর্ণবর্ণের ময়ূরের কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে উত্তর দিল, 'আমিও দেখি নাই; কিন্তু বাবা বলিয়াছিলেন, অমুক স্থানে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর আছে।' তখন রাজা বলিলেন, 'ভদ্র, উহা আনিতে পারিলে আমাকে ও দেবীকে প্রাণদান করা হইবে। তুমি গিয়া উহাকে মারিয়া আন।' অনন্তর তিনি তাহাকে বহু ধন দিয়া ঐ ময়ূর আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্যাধ তাহার স্ত্রীপুত্রকে ঐ ধন দিয়া হিমবন্তে গেল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিয়া জাল পাতিল। সে প্রতিদিনই ভাবিত, আজ ধরা পড়িবে; কিন্তু মহাসত্ত্ব ধরা পড়িলেন না। এইভাবে ব্যাধের সমস্ত জীবন কাটিয়া গেল। কালক্রমে মহিষীও অতৃপ্তবাসন লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; ইহাতে রাজার ক্রোধ জন্মিল; তিনি ভাবিলেন, ঐ ময়ূরটার জন্যই আমার প্রিয় পত্নীর প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সুবর্ণপট্টে লেখাইলেন যে, হিমবন্তের চতুর্থ পর্ব্বতরাজিতে যে সুবর্ণবর্ণ ময়ূর বিচরণ করে, তাহার মাংস খাইলে লোকে অজর ও অমর হইবে। তিনি ঐ

---

[১]। মহাসংস-জাতকে (৫৩৪) যে সকল সুবর্ণবর্ণ প্রাণীর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে তিত্তিরের নাম নাই।

সুবর্ণপট্ট একটী দারুময় পেটিকার ভিতর রাখিয়া দিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহার পর আর এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি ঐ সুবর্ণপট্টের লিপি পাঠ করিয়া অজরামর হইবার অভিলাষে উক্ত ময়ূর ধরিবার জন্য এক ব্যাধকে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তিও হিমবন্তে গিয়া যাবজ্জীবন চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয়জন রাজা রাজত্ব করিলেন এবং মানবলীলা সংবরণ করিলেন; ছয়জন ব্যাধও হিমবন্তে গিয়া মারা গেল। পরিশেষে সপ্তম রাজাও আবার এক ব্যাধ পাঠাইলেন। এই সপ্তম ব্যাধও আজ ধরিব, আজ ধরিব এই আশায় সাত বৎসর অতিবাহিত করিল, কিন্তু ধরিতে পারিল না। তখন সে ভাবিল, 'এই ময়ূররাজের পা যে ফাঁদে পড়ে না, ইঁহার কারণ কি?' সে সাবধানে ঐ ময়ূরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল; সে দেখিল, মহাসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে আত্মরক্ষার জন্য মন্ত্রপাঠ করেন; সে স্থির করিল, 'এখানে যখন অন্য ময়ূর নাই, তখন এ ময়ূর নিশ্চয় ব্রহ্মচারী, এই ব্রহ্মচর্য্যের এবং এই রক্ষামন্ত্রের প্রভাবেই ইঁহার পাদ পাশবদ্ধ হইতেছে না।'

উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ব্যাধ প্রত্যন্ত জনপদে গিয়া একটা ময়ূরী ধরিল এবং তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিল যে, তুড়ি দিলেই সে কেকারব করিত এবং করতালি দিলেই নৃত্য করিত। একদিন বোধিসত্ত্ব রক্ষামন্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বেই, সে ঐ ময়ূরী লইয়া সেখানে গেল এবং পাশ বিস্তার করিয়া তুড়ি দিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ময়ূরীটাও কেকারব আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব ময়ূরীর স্বর শুনিলেন; অমনি প্রহত সর্প যেমন ফণ বিস্তার করে, সেইরূপ যে পাপপ্রবৃত্তি সপ্ত সহস্র বৎসর প্রসুপ্ত ছিল, তাহা এখন তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কামাতুর হইলেন, রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারিলেন না; দ্রুতবেগে ময়ূরীর দিকে ধাবিত হইলেন এবং আকাশ হইতে অবতরণ করিবামাত্র ফাদে পা দিলেন। যে পাশ সপ্তসহস্র বৎসর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, আজ তাহাতেই তাঁহার পাদ বদ্ধ হইল। তিনি পাশদণ্ডের অগ্রভাগে ঝুলিতেছেন দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'একে একে ছয়জন ব্যাধ এই ময়ূররাজকে ধরিতে পারে নাই; আমিও সাত বৎসর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; আজ কিন্তু এই ময়ূরীর জন্য কামাতুর হইয়াছে বলিয়া এ রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতে পারে নাই; কাজেই আসিয়া পাশবদ্ধ হইয়াছে এবং অধঃশিরে ঝুলিতেছে। হায়, আমি এইরূপে এক শীলসম্পন্ন সত্ত্বকে দুঃখ দিলাম! এরূপ পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার লাভের আশায় অন্যের হস্তে সমর্পণ করা অবিধেয়। রাজা আমাকে পুরস্কার দিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' সে আবার ভাবিল, 'এই ময়ূর বলিষ্ঠ—এ হস্তীর ন্যায় বলবান; আমি ইঁহার নিকটে গেলে মনে

করিবে, আমাকে মারিতে আসিয়াছে।' তখন মরণভয়ে পাশ ছিঁড়িবার জন্য চেষ্টা করিলে ইঁহার পাদ বা পক্ষ ভাঙ্গিতে পারে। অতএব ইঁহার নিকটে না গিয়া কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ইঁহার পাশ ছেদন করিব; তখন এ নিজের ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহা স্থির করিয়া ব্যাধ প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া ধনুকে ছিলা পরাইল এবং শরসন্ধান করিয়া জ্যা আকর্ষণ করিল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব ভাবিতেছিলেন, 'এই ব্যাধ আমাকে কামাতুর করিয়াছে। আমি পাশে বদ্ধ হইয়াছি জানিলে এ কিছু নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। লোকটা এখন কোথায় আছে?' তিনি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ধনুকে শর যোজন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন তাঁহার মনে হইল, ব্যাধ বোধ হয় তাঁহাকে মারিয়া লইয়া যাইবে। এই বিশ্বাসে তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রথম গাথায় নিজের প্রাণভিক্ষা করিলেন :

১. ধন হেতু যদি তুমি ধরেছ আমায়,
না মারিয়া ধর ভাই, জীবিতাবস্থায়।
চল মোরে লয়ে তুমি নিকটে রাজার;
জানি, সেথা পাবে তুমি বহু পুরস্কার।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, 'ময়ূররাজ বোধ হয় মনে করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রাণবধের জন্য শর সন্ধান করিয়াছি। ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' সে তাঁহাকে আশ্বাসা দিবার জন্য দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. করি নাই আজ তব বধিবারে প্রাণ
এই চাপ বরে আমি শরের সন্ধান।
শরাঘাতে পাশ তব করিব ছেদন;
যথা ইচ্ছা, শিখিরাজ, করিবে গমন।

তখন বোধিসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :

৩. সপ্তবর্ষ দিবারাত্র ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করি
ভ্রমিলে এ বনে, ব্যাধ, তুমি মোরে অনুসরি;
এবে পাশে বদ্ধ আমি তবু বল, কি কারণ
করিবে এখন এই পাশ হতে বিমোচন।

৪. প্রাণিহত্যা হতে আজ হইয়াছ কি বিরত?
অভয় তোমার ঠাঁই পেল আজি প্রাণী যত?
কেন না—আবদ্ধ আমি— তবু তুমি দয়াবশে
করিয়াছ ইচ্ছা মোরে দিবে মুক্তি ছেদি পাশে।

ইঁহার পর তিনটী গাথায় উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল :

৫. ‘প্রাণিহত্যা হতে কেহ হইলে বিরত,
সর্ব্বভূতে দান কেহ করিলে অভয়,
বল, শিখিরাজ, হলে পরলোকগত,
কি সুফল করি লাভ সুখী সেই হয়?’

৬. ‘প্রাণি-হত্যা যে জন করেছে পরিহার,
সর্ব্বভূতে অভয় যে করিয়াছে দান,
ইহলোকে করে সবে যশ তার গান,
দেহান্তে নিশ্চিত ঘটে স্বর্গপ্রাপ্তি তার।’

৭. ‘অনেকের মুখে আমি শুনিবারে পাই,
দেবতা কল্পনামাত্র,—পরলোক নাই;
জীবের যা কিছু সুখ, ইহলোকে ঘটে;
পাপপুণ্যফল সব হেথাই প্রকটে;
করি দান, ফলে তার হবে স্বর্গলাভ,
একথা কেবল না কি মূর্খের প্রলাপ—
শ্রমণ ব্রাহ্মণে যদি বলে হেন কথা
হইতে কি পারে কভু তাহার অন্যথা?
এ উচ্ছেদবাদে শ্রদ্ধা করিয়া স্থাপন
পাখী ধরি করি আমি জীবিকা অর্জ্জন।’

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, পরলোক যে আছে, ব্যাধকে এ কথা বলিতে হইবে। তিনি পাশদণ্ডে অধঃশির হইয়া প্রলম্বিত অবস্থাতেই বলিলেন :

৮. ‘রবি শশী সুদর্শন উজ্জ্বল প্রভায়
অন্তরীক্ষ পথে দেখ আসে আর বার;
আছে কি এখানে তারা? কিংবা লোকান্তরে?
এ সম্বন্ধে, বল, লোকে কি বিশ্বাস করে?

ব্যাধ বলিল :

৯. ‘রবি শশী সুদর্শন উজ্জ্বল প্রভায়
অন্তরীক্ষ পথে দেখি আসে আর বার;
লোকান্তরবাসী তারা, প্রত্যক্ষ দেবতা,
মানুষের মুখে হেথা শুনি এই কথা।

তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১০. তবেই তো নিরুত্তর নাস্তিক তোমার।
কর্ম্মের হেতুত্ব যারা করে অস্বীকার।
পাপপুণ্যফল শুধু ইহলোকে হয়,

একথা বলিয়া যারা লোকেরে ভুলায়;
মূর্খেরাই দানশীল, এ শিক্ষা যাহারা
দেয়, ব্যাধ, জেন তুমি মিথ্যাবাদী তারা।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ব্যাধ চিন্তা করিতেছিল। অনন্তর সে দুইটী গাথা বলিল :

১১. বলিলে যা শিখী তুমি, সত্য তা নিশ্চয়;
দান যে নিষ্ফল, ইহা বলা নাহি যায়।
শুধু ইহলোকে ঘটে পাপপুণ্যফল,
ইহাই বা কি প্রকারে বলা যায়, বল?
দানধর্ম্ম বলে লোকে করে স্বর্গলাভ,
এ নর কেবল মূর্খজনের প্রলাপ।

১২. কিরূপে, কি করি, পালি কি রূপ আচার
কি তপস্যাগুণে, কারে সেবিয়া আমার
না হবে নরকপ্রাপ্তি, দেহ পরিহরি
যাব যবে, শিখিরাজ? বল দয়া করি।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেই, তবে নরলোক তুচ্ছ প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীতে যে ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছেন, ইহাকে সেই কথা বলা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তিনি দুইটী গাথা বলিলেন :

১৩. পৃথিবীতে আছে হেন যে সব শ্রমণ,
অনাগামী, পরিহিত কাষায়বসন,
প্রাতে করে পিণ্ডচর্য্যা যথাকালে যারা,
কভু না বিকালে, জেন সাধু ভিক্ষু তারা।

১৪. যথাকালে তাহাদের গিয়া সন্নিধান
যে তোমার মনোমত, জিজ্ঞাসিও তারে,
হৃষ্টমনে বুঝায়ে সে দিবে যথাজ্ঞান
ইহকাল-পরকাল রহস্য তোমারে।

অনন্তর তিনি ব্যাধকে নরকের ভয় দেখাইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাধ প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব ছিল; যেমন পরিণত পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হইবার জন্য সৌরকরস্পর্শ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ জ্ঞানের পরিণতিপ্রতিক্ষায় বিচরণ করিতেছিল। সে যেখানে দাঁড়াইয়া মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিতেছিল, সেই খানেই সংস্কারতত্ত্ব বুঝিতে পারিল, সংস্কারসমূহের লক্ষণত্রয় (অনিত্যতা, দুঃখ ও অনাত্ম অর্থাৎ অসারতা) উপলব্ধি করিল এবং প্রত্যেকবোধি প্রাপ্ত হইল। ব্যাধের প্রত্যেকবোধি-লাভ এবং মহাসত্ত্বের পাশমুক্তি এক সময়েই

সম্পাদিত হইল। প্রত্যেকবুদ্ধ সর্ব্বক্লেশ প্রদলনপূর্ব্বক জন্মের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া[১] এই উদান গান করিলেন :

১৫. সর্প যথা জীর্ণ ত্বক করে পরিহার,
বিটপী বসন্তাগমে পাণ্ডুপত্র যথা,
ব্যাধভাব সেইরূপ ত্যজিনু আমায়;
ব্যাধের স্বভাব আজ ছাড়িনু সর্ব্বধা।

এই উদান গান করিবার পর প্রত্যেকবুদ্ধ ভাবিলেন, 'আমি তো সর্ব্ববিধ ক্লেশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। গৃহে যে আমি বহু পক্ষী বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দেওয়া যায়?' তিনি মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ময়ূররাজ, আমার গৃহে বহু পক্ষী আবদ্ধ রহিয়াছে; তাহাদিগকে কিরূপে মুক্তি দিব বলুন ত?' সর্ব্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বের প্রত্যেকবুদ্ধদিগের অপেক্ষা অধিকতর উপায়প্রয়োগকুশল। সেই কারণে মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি যে পথে রিপু প্রদলনপূর্ব্বক প্রত্যেকবোধিসম্পন্ন হইলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সত্যক্রিয়া কর; তাহা করিলে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না।' বোধিসত্ত্ব এইরূপে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ তাহাতেই প্রবেশপূর্ব্বক সত্যক্রিয়া করিলেন এবং এই গাথা বলিলেন :

১৬. আছে মম গৃহে বদ্ধ পক্ষী শত শত,
একটীও তাহাদের না হইবে হত।
দিনু মুক্তি তা' সবায়; কাননে আবার
প্রবেশি লভুক তারা আনন্দ অপার।

প্রত্যেকবুদ্ধ যেমন সত্যক্রিয়া করিলেন, অমনি সমস্ত পক্ষী পাশমুক্ত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। তখনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও গৃহে বিড়ালাদি কোন প্রাণীই আবদ্ধ অবস্থায় রহিল না। অতঃপর প্রত্যেকবুদ্ধ হাত তুলিয়া নিজের মাথায় বুলাইতে লাগিলেন; অমনি তাঁহার গৃহিচিহ্ন অন্তর্হিত হইল; তাঁহার দেহে প্রব্রাজকচিহ্ন আবির্ভূত হইল। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক প্রব্রাজকোচিত বেশী অষ্ট পরিষ্কারধারী স্থবিরের আকার প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ময়ূররাজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আকাশে উৎপতন করিয়া নন্দমূলগুহায় চলিয়া গেলেন। ময়ূররাজও পাশযষ্টির অগ্রভাগ হইতে উড্ডয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চরিবার পর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ব্যাধ সাত বৎসর পাশহস্তে বিচরণ করিয়া অবশেষে ময়ূররাজের দয়ায় দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা শেষ

---

[১]। অর্থাৎ এই জন্মের পরেই তাহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটিবে।

গাথাটী বলিলেন :

১৭. পাশহস্তে করে ব্যাধ বনে বিচরণ
যশস্বী ময়ূররাজে করিতে বন্ধন।
ধরি তারে দিল ছাড়ি, দুঃখ হতে ত্রাণ
অমনি লভিল নিজে; আত্মজাতজ্ঞান
লভিয়া, করিল ভববন্ধন ছেদন,
আমি যথা দুঃখমুক্ত হয়েছি এখন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমি ছিলাম সেই ময়ূররাজ।]

---

৪৯২. তক্ষকশূকর-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দুইজন বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাকোশল যখন বিম্বিসারের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন না কি কন্যার স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে প্রসেনজিৎ ঐ গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তজ্জন্য উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে এবং প্রথমে অজাতশত্রুই জয় লাভ করেন। কোশলরাজ পরাজিত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উপায়ে অজাতশত্রুকে বন্দী করা যায়?' অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, মহারাজ, ভিক্ষুরা, শুনিয়াছি, মন্ত্রকুশল। আপনি চর পাঠাইয়া, ভিক্ষুরা বিহারে এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানিলে ভাল হয়।' রাজা তাঁহাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া চর পাঠাইবার কালে বলিয়া দিলেন 'তোমরা বিহারে গিয়া অন্তরালে থাকিবে এবং ভদন্তেরা কি বলেন তাহা জানিবে।'

তখন বহু রাজপুরুষ জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বৃদ্ধ স্থবির জেতবনের প্রত্যন্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন—তাঁহাদের এক জনের নাম স্থবির ধনুর্গ্রহ তিষ্য; আর একজনের নাম স্থবির মন্ত্রিদত্ত। সে দিন তাঁহারা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গিয়া প্রত্যুষ সময়ে জাগিয়াছিলেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য আগুন জ্বালিয়া ভদন্ত দত্ত স্থবিরকে ডাকিলেন। দত্তস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বলিতেছেন ভদন্ত?' 'আপনি ঘুমাইতেছেন কি?' 'আমি এখন ঘুমাইতেছি না; কি করিতে হইবে বলুন।' 'দেখুন, ভদন্ত,

---

[১]। দ্বিতীয় খণ্ডের বর্দ্ধকিশূকর-জাতক (২৮৩) দ্রষ্টব্য। উপাখ্যানাংশে উভয় জাতকই এক।

আমাদের এই কোশলরাজ অতি জড়বুদ্ধি; তিনি কেবল চাটি[১] চাটি খাদ্য উদরস্থ করিতে জানেন।' এরূপ বলিবার কারণ কি ভদন্ত?' 'অজাতশত্রু তাঁহার উদরজাত কৃমিবৎ হেয়; অথচ এই অজাতশত্রুই তাঁহাকে পরাজিত করিল!' 'এখন তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য'। 'ভদন্ত দত্তস্থবির, শকটব্যূহ, চক্রব্যূহ ও পদ্মব্যূহ, এই ত্রিবিধ ব্যূহ রচনাভেদে যুদ্ধও ত্রিবিধ। অজাতশত্রুকে বন্দী করিতে হইলে শকটব্যূহ রচনা করিতে হইবে। কোশলরাজ অমুক পর্ব্বতের স্কন্ধে নিজের উভয়পার্শ্বে শৌর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধাদিগকে স্থাপন করুন, এবং বলপূর্ব্বক সম্মুখ দিকে অগ্রসর হউন। যখন বুঝিবেন যে, তিনি অজাতশত্রুর কটকে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে ধাবিত হইবেন। মাছ ফাঁদে পড়িলে লোকে যেমন তাহাকে মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া ফেলে, এই উপায়ে তিনিও অজাতশত্রুকে সেইরূপে ধরিতে পারিবেন।' কোশলরাজ যে সকল চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা এই কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে গিয়া জানাইল। প্রসেনজিৎ মহতী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন, উক্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়া অজাতশত্রুকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে কয়েকদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিলেন।[২] ইঁহার পর 'তিনি আর কখনও এরূপ করিওনা' বলিয়া অজাতশত্রুকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বজ্রকুমারী নাম্নী নিজের কন্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদানপূর্ব্বক বহুদাসদাসীসহ মহাড়ম্বরে বিদায় দিলেন।

স্থবির ধনুর্গ্রহ তিষ্য যে সঙ্কেত বলিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া কোশলরাজ অজাতশত্রুকে বন্দী করিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। ধর্ম্মসভাতেও তৎসম্বন্ধে একদিন আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুর্গ্রহ তিষ্য যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সুনিপুণ ছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসী নগরের দ্বারগ্রামবাসী কোন সূত্রধার কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, একটা শূকরশাবক গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছে। সে উহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেল এবং উহাকে 'তক্ষক শূকর' এই নাম দিয়া পুষিতে লাগিল। শূকরশাবক এই সূত্রধারের বহু উপকার করিত; সে তুণ্ড দ্বারা গাছ উল্টাইয়া দিত, সে দাঁতে কালো সূতা বান্ধিয়া উহা টানিয়া লইয়া

---

[১]। চাটি বা চাড়ি, নাদা।

[২] পাঠ 'নিম্মদ্দনং' পাঠান্তর 'নিম্মদং'। ইহার অর্থ হইবে—তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলেন।

যাইত, মুখে করিয়া বাসী, বাটালি, মুগুর প্রভৃতি আনিয়া দিত।

শূকরশাবক ক্রমে বড় হইয়া মহাবল ও মহাকায় হইল। সূত্রধার তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত। সে ভাবিল 'এই শূকর এখানে থাকিলে, না জানি, কখন কে ইঁহার প্রাণ বধ করিবে।' এই জন্য সে তাহাকে লইয়া বনে ছাড়িয়া দিল। শূকরশাবক মনে করিল, 'আমি এই বনে একাকী বাস করিতে পারিব না।' আমার জ্ঞাতিগণকে অনুসন্ধান করা যাউক; আমি জ্ঞাতিগণপরিবৃত হইয়া বাস করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বনে বনে শূকর খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে বহু শূকর দেখিতে পাইল এবং পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তিনটী গাথা বলিল :

১. পর্ব্বতে, অরণ্যে কত, বিচরিনু জ্ঞাতিগণে করি অন্বেষণ;
লভি সেই জ্ঞাতিগণে ধন্য আমি; হল আজি সার্থক জীবন।

২. আছে হেথা সুপ্রচুর ফলমূল, শূকরের আর খাদ্য যত;
রম্য গিরিনদীগণ; করি বাস এই স্থানে সুখ পাব কত!

৩. জ্ঞাতিগণসহ হেথা করিব বসতি আমি নিরুদ্বেগচিতে,
নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কমনে; শোকতাপ আর কভু হবে না ভুঞ্জিতে।[১]

তাহার কথা শুনিয়া শূকরেরা চতুর্থ গাথা বলিল :

৪. অন্যত্র আশ্রয় খোঁজ; শত্রু তব আছে হেথা অতি দুরাচার;
আসি সে তঞ্চক, করে বাছি বাছি বড় বড় শূকর সংহার।

(ইঁহার পরবর্ত্তী চারিটী গাথা তক্ষক শূকরের ও অন্য সকল শূকরের প্রশ্নোত্তর)

৫. 'শত্রু কে মোদের হেথা? একসঙ্গে মিলি যদি থাকে জ্ঞাতিগণ,
অজেয় তাহারা; তবু বিনাশ তাদের, বল, করে কোন্ জন?'

৬. 'ঊর্দ্ধ হতে অধোদিকে বিচিত্র রোমের রাজি দেহে আছে তার;
মৃগরাজ, মহাবল, দংষ্ট্রায়ূধ, তীক্ষ্ননখ সেই দুরাচার।
আসি সে, তক্ষক, করে, বাছি বাছি, বড় বড় শূকর সংহার।'

৭. 'নাই কি শরীরে বল? নাই কি হে বজ্রসম দন্ত আমাদের?
একসঙ্গে মিলে সবে করিব দমন মোরা সেই পামরের।'

৮. 'মনোহর বাক্য তব শুনিয়া জুড়াল কান; যদি পলায়ন
করিবে শূকর কোন, আমরাই শেষে তার বধিব জীবন।'

তক্ষক শূকর সকল শূকরকে একচিত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাঘ্র কখন আসিবে?' অন্য শূকরেরা উত্তর দিল, 'আজ সকাল বেলা একটা লইয়া গিয়াছে; কাল সকালবেলা, বোধ হয়, আবার আসিবে।' তক্ষক শূকর যুদ্ধকুশল ছিল;

---

[১]। চক্রবাক-জাতকেও (৪৫১) এই গাথার শেষার্দ্ধ দেখা যায়।

কোন্ স্থানে থাকিলে জয়লাভ করা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত। সে একটী সুবিধাকর ভূভাগ দেখিতে পাইয়া রাত্রিকালেই শূকরদিগকে আহার করাইল এবং পরদিন অতি প্রত্যূষ সময় হইতে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, শকটাদিব্যূহ রচনাভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার। অনন্তর সে পদ্মব্যূহ রচনা করিল। যে সকল শূকরশাবক মাতৃস্তন্য পান করিত, সে তাহাতিগকে ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে রাখিয়া দিল; তাহাদের প্রসূতিরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল; বন্ধ্যা শূকরীরা আবার প্রসূতিদিগের চতুর্দ্দিকে থাকিল। বন্ধ্যাদিগের বাহিরে থাকিল অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরশাবকগণ; তাহাদের বাহিরে তরুণ শূকরসমূহ—যাহাদের দন্ত কেবল উদ্গত হইয়াছে; তাহাদের বাহিরে বড় বড় দাঁতাল শূকর এবং সকলের বাহিরে বৃদ্ধশূকরগণ। ইহা ছাড়া সে কোথাও দশটী, কোথাও বিশটী, কোথাও ত্রিশটী করিয়া বাছা বাছা শূকরের গুল্ম রাখিয়া দিল, নিজের অবস্থানের জন্য একটী গর্ত্ত এবং ব্যাঘ্রের পতনার্থ একটী শূর্পাকার গর্ত্ত খনন করাইল এবং এই গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে নিজে দাঁড়াইবার জন্য একটা পীঠ প্রস্তুত করাইল। ইঁহার পর সে বলবান যুদ্ধক্ষম শূকরদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ গিয়া শূকরদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

তক্ষক শূকর যতক্ষণ এই সকল কাজ করিয়াছিল, ততক্ষণে সূর্য্য উদিত হইল। ব্যাঘ্র এক ধূর্ত্ত জটিল তপস্বীর আশ্রমে থাকিত। সে বাহির হইয়া একটা শৈলশিখরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া শূকরেরা বলিল, 'ভদন্ত, ঐ আমাদের শত্রু আসিয়াছে।' তক্ষক শূকর বলিল, 'ভয় পাইও না; বাঘ যাহা করিবে, তোমরাও ঠিক ঠিক তাহাই করিও।' বাঘ গা-ঝাড়া দিল এবং যেন চলিয়া যাইতেছে এইভাব দেখাইয়া প্রস্রাব করিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। বাঘ শূকরদিগের দিকে তাকাইয়া মহাগর্জ্জন করিল; শূকরেরাও সেইরূপ করিল। শূকরদিগের কাণ্ড দেখিয়া বাঘ ভাবিল, 'এই শূকরগুলা তো আর পূর্ব্বের মত নাই। আজ ইঁহারা প্রতিশত্রু হইয়া গুল্মে গুল্মে অবস্থান করিতেছে; ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য সেনানায়কও আছে; আজ উহাদিগের কাছে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হইবে না।' সে এইরূপে মরণভয়ে ভীত হইয়া প্রতিবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই কূটজটিলের নিকটে গেল। তাহাকে রিক্তমুখে ফিরিতে দেখিয়া কূট তপস্বী নবম গাথা বলিল :

৯. প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিয়াছ তুমি কি হে আজ?
অভয় করিলে দান সর্ব্বভূতে কিংবা মৃগরাজ?
পেয়ে শূকরের দল রিক্তমুখে এলে কি কারণ?
নাই কি হে দন্তে বল, তাই বসি ভাবিছ এখন?

ইঁহার উত্তরে ব্যাঘ্র তিনটী গাথা বলিল :

১০. দংশে না দশন আজ, দেহে নাই বল।
একসঙ্গে মিশিয়াছে শূকর সকল।
দেখি এ নুতন কাণ্ড ভাবি বসি বনে,
তারা বহু, আমি একা; যুঝিব কেমনে?

১১. দেখি মোরে ভয়ে যারা চৌদিকে ছুটিয়া
স্ব স্ব বাসস্থানে পুর্ব্বে যেত পলাইয়া,
এবে তাহা এক সঙ্গে করিয়াছে জোট;
তাকাইয়া মোর পানে করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ।
যুঝিতে এদের সঙ্গে সাধ্য মোর নাই;
রিক্তমুখে দেখা আজ ফিরিলাম তাই।

১২. পেয়েছে ইঁহারা পরিনায়ক এখন;
একবাক্যে আজ্ঞা তার করিছে পালন।
সবে মিলি পারে মোর জীবন বধিতে;
চাই না শূকর-মাংস এখন খাইতে।

ইহা শুনিয়া কূট জটাধর বলিল :

১৩. একেশ্বর পুরন্দর করে অসুর জয়,
একাকী শ্যেনের বীর্য্যে শতপক্ষি ধ্বংস হীয়;
একা ব্যাঘ্র করে বধ, দেখিলে হরিণ-দল,
বাছি বাছি বড় বড়; দেহে তার এত বল।

তখন ব্যাঘ্র বলিল :

১৪. জ্ঞাতিগণ একমনে মিলিত যদ্যপি সবে হয়,
ইন্দ্র, শ্যেন, ব্যাঘ্র—কেহ তুল্যকক্ষ তাহাদের নয়।

জটিল তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য আবার দুইটী গাথা বলিল :

১৫. ‘চটকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমগণ,
একসঙ্গে বহু তারা করে বিচরণ;
উড়ে, বসে একসঙ্গে, আনন্দে কেমন!
ভীত কি হইবে শ্যেন, বল, সে কারণ?

১৬. উড়িবার কালে পাখী একটী যেমন
গণচ্যুত হয়, শ্যেন আসিয়া তখন
ছোঁ মারি ধরিয়া তারে নিজ স্থানে যায়;
বাঘেও শিকার করে ধরি এ উপায়।

দেখ, ব্যাঘ্ররাজ, তুমি নিজের বল জান না। ভয় কি? তোমাকে কেবল গর্জন করিয়া লম্ফ দিতে হইবে, তখন দুইটা শূকরও যে এক সঙ্গে থাকিবে, ইহা মনে

হয় না।' জটিলের উৎসাহে ব্যাঘ্র তাহাই করিল।

এই ভাব প্রকটিত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

১৭. নয়নে লোলুপদৃষ্টি লোভী জটাধর
এরূপে উৎসাহ ব্যাঘ্রে দিল বার বার।
ভাবে ব্যাঘ্র, পূর্ব্ববৎ জয়ী হব রণে;
দংষ্ট্রায়ুধ আক্রমিল দংষ্ট্রায়ুধগণে।

ব্যাঘ্র ফিরিয়া কিয়ৎক্ষণ পর্ব্বততলে অবস্থিতি করিল। শূকরেরা তক্ষক শূকরকে বলিল, 'স্বামীন, সেই চোর আবার আসিয়াছে।' তক্ষক শূকর তাহাদিগকে 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিল এবং নিজে উঠিয়া গর্ত্তদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সেই পীঠের উপর দাঁড়াইল। ব্যাঘ্র সবেগে তক্ষক শূকরের অভিমুখে লম্ফ দিল; তক্ষক নিজের দেহ বিপর্য্যস্ত করিয়া অধঃশিরে প্রথম গর্ত্তটীর মধ্যে পড়িল; বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রটাও সেই শূর্পাকার গর্ত্তে অস্থিমাংসপুঞ্জবৎ পতিত হইল। তক্ষক শূকর অমনি সবেগে উত্থিত হইল, ব্যাঘ্রের ঊরুদেশে নিজের দন্ত প্রবেশ করাইল, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া মাংস খাইল; দংশনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল এবং তাহাকে গর্ত্তের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'তোমরা এই দাস ব্যাটাকে ধর।' যে সকল শূকর প্রথমে ব্যাঘ্রটার কাছে যাইতে পারিল, তাহারা এক এক গ্রাস মাংস পাইল; যাহারা পশ্চাতে গেল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'হাঁ গো, ব্যাঘ্রের মাংস কেমন?'

তক্ষকশূকর গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শূকরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, 'কেমন হে, তোমরা খুব খুশী হও নাই কি?' শূকরেরা বলিল, 'স্বামীন, ব্যাটাকে তো নিকাশ করিলেন, কিন্তু এই দাসীপুত্রের যে একজন নায়ক আছে।' 'কে সে?' 'বাঘ সময় সময় যে মাংস লইয়া যাইত, সেই মাংসের খাদক এক কূট তপস্বী।' 'তবে এস, সে ব্যাটাকেও ধরা যাউক,' ইহা বলিয়া তক্ষক শূকর তাহাদিগকে লইয়া লম্ফ দিতে দিতে চলিল।

এদিকে কূট তপস্বী ব্যাঘ্রের বিলম্ব দেখিয়া তাহার আগমনপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সে শূকরদিগকে আসিতে দেখিয়া ভাবিল, 'ইঁহারা বাঘটাকে মারিয়া, বোধ হয়, এখন আমাকে মারিতে আসিতেছে।' সে পলায়ন করিয়া এক উডুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা বলিয়া উঠিল, 'ভণ্ডব্যাটা একটা গাছে উঠিয়াছে।' 'কোন গাছে?' 'উডুম্বর গাছে।' 'তবে চিন্তার কোন কারণ নাই। উহাকে এখনই ধরিতেছি।' ইহা বলিয়া তক্ষক তরুণ শূকরদিগকে ডাকিয়া ঐ বৃক্ষের মূল হইতে ধূলি মাটি খোঁড়াইয়া সরাইল; শূকরদিগের দ্বারা মুখ পূর্ণ করাইয়া জল আনাইল; এইরূপে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে গাছটার সমস্ত শিকড়গুলি বাহির হইল; দেখা গেল গাছটা ঐ শিকড়গুলির উপর সোজাভাবে

দাঁড়াইয়া আছে। তখন তক্ষক অবশিষ্ট শূকরদিগকে দূরে যাইতে বলিল, নিজে জানুর উপর ভর দিয়া বসিল এবং বৃক্ষটার মূলে দন্তাঘাত করিল। যেন উহাতে কেহ কুঠারাঘাত করিয়াছিল, এইভাবে মূল ছিন্ন হইল; গাছটা উল্টিয়া পড়িয়া গেল। কূট তপস্বী ভূতলে পতিত হইবার কালেই শূকরেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল এবং তাহার মাংস খাইয়া ফেলিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া বৃক্ষদেবতা বলিলেন :

১৮. বনজ বিটপিগণ একসঙ্গে রহে,
মহাবাত-বেগ তাই অনায়াসে সহে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ থাকিলে মিলিত,
অরাতির ভয়ে কভু নাহি হয় ভীত।
একতার গুণে, হের, শূকরসকল
একাঘাতে বিনাশিল ব্যাঘ্র মহাবল।

ব্যাঘ্র ও তাপস, এই উভয়ের বধবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা আর একটী গাথা বলিলেন :

১৯. ব্রাহ্মণ, শার্দ্দূল আর, উভয়ের বধিয়া জীবন
মহানন্দে হৃষ্টচিত্তে শূকরেরা করিল গমন।

তক্ষক শূকর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের আর কোন শত্রু আছে কি?' শূকরেরা বলিল, 'না, প্রভু, আমাদের আর কোন শত্রু নাই।' অনন্তর তাহারা তক্ষক শূকরকে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের রাজা করিবার উদ্দেশ্যে জল অন্বেষণ করিতে গেল। তাহারা জটিলের পানীয় শঙ্খ দেখিতে পাইল। উহা দক্ষিণাবর্ত্ত ছিল। তাহারা ঐ শঙ্খরত্ন পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া সেই উডুম্বর বৃক্ষের মূলেই তক্ষকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিল। তাহারা তক্ষকের মস্তকোপরি অভিষেকোদক ঢালিয়া দিল এবং একটী শূকরীরে তাহার অগ্রমহিষী করিল। রাজাদিগকে উডুম্বর কাষ্ঠের পীঠে বসাইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের জলে অভিষেক করিবার যে প্রথা আছে, তাহা এই সময় হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই ব্যাপার বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা শেষ গাথাটী বলিলেন :

২০. উডুম্বর বৃক্ষমূলে সমবেত হয় আসি সকল শূকরে;
'রাজা তুমি আমাদের' বলি তারা তক্ষকের অভিষেক করে।

[এই ধর্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও ধনুর্গ্রহ তিষ্য বুদ্ধিকৌশলে সুনিপুণ ছিলেন।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূট জটিল, ধনুর্গ্রহ তিষ্য ছিলেন তক্ষকশূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

---

৪৯৩. মহাবাণিজ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহারা না কি বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার কালে শাস্তাকে মহাদান দিয়া ত্রিশরণে ও শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'ভদন্ত, আমরা সুস্থদেহে ফিরিতে পারিলে, আবার আসিয়া আপনার পায়ের ধূলা লইব।' অনন্তর তাহারা পঞ্চশত শকট লইয়া যাত্রা করিল এবং কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইল।' দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকেরা তখন জলহীন, খাদ্যহীন অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে নাগপরি রক্ষিত একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহারা গাড়ী খুলিয়া ঐ বৃক্ষের তলে উপবেশন করিল এবং উহার পত্র দেখিয়া মনে করিল, সেগুলি যেন জলসিক্ত হইয়াছে; শাখাগুলিও জলপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহারা ভাবিল, 'এই বৃক্ষের মধ্যে বোধ হয় জলসঞ্চার হইতেছে; ইঁহার পূর্ব্বদিকের একখানি শাখা ছেদন করিয়া দেখা যাউক; বোধ হয়, আমরা তাহা হইতে পানার্থ জল পাইব।' তখন একজন বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক একটী শাখা ছেদন করিল; অমনি ছিন্ন স্থান হইতে তালস্কন্ধপ্রমাণ জলধারা নিঃসৃত হইল। বণিকেরা উহাতে স্নান করিল; জলপান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইল এবং তাহার পর দক্ষিণ দিকের একটী শাখা ছেদন করিল। তখন নানাবিধ সুরস খাদ্য বাহির হইল। উহা ভোজন করিয়া তাহারা পশ্চিমদিকের একটী শাখা ছেদন করিল; সেখান হইতে সালঙ্কারা রমণীগণ নির্গত হইল। তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বণিকেরা উত্তরদিকের একটী শাখা ছেদন করিল। সেখান হইতে সপ্তরত্ন বর্ষণ হইল। বণিকেরা ঐ সকল রত্নে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিল, যথাস্থানে ধন রক্ষা করিয়া গন্ধমাল্যাদিহস্তে জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তার বন্দনা ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিল। পরদিন তাহারা মহাদান করিয়া বলিল, 'ভদন্ত, যে বৃক্ষদেবতা আমাদিগকে ধন দিয়াছেন, এই দানের ফলপ্রাপ্তি তাঁহাকে অর্পণ করিব।' ইহা বলিয়া তাহারা সেই বৃক্ষদেবতাকে দানফল প্রদান করিল। আহারান্তে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন বৃক্ষদেবতাকে তোমরা দানফল প্রদান করিলে?' বণিকেরা তখন তথাগতের নিকট সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে ধনলাভবৃত্তান্ত বলিল। শাস্তা বলিলেন, 'তোমরা মাত্রাজ্ঞ; তৃষ্ণার বশ হও নাই বলিয়া ধন লাভ করিয়াছ; পূর্ব্বে কিন্তু মাত্রানভিজ্ঞ তৃষ্ণাবশ ব্যক্তিরা ধন ও জীবন উভয়ই হারাইয়াছিল।' অনন্তর তাহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

*   *   *

পুরাকালে বারাণসী নগরের নিকটে এই কান্তার ও এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। বণিকেরা দিগভ্রান্ত হইয়া ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিল।

অনন্তর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথাগুলিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকট করিলেন :

১. নানা রাজ্য হতে আসি মিলিয়া বাণিকগণ
নেতৃপদে একজনে করিল বরণ,
শকট পুরিয়া পণে যায় সবে একসঙ্গে
করিতে বাণিজ্য দ্বারা ধন আহরণ।

২. পশে সে কান্তারে তারা; অন্ন জল নাই সেথা;
কোন পথে যাবে তাহা বুঝিতে না পারে,
দেখিতে পাইল শেষে সুন্দর ন্যগ্রোধ এক;
সুশীতল ছায়া তার সন্তাপ নিবারে।

৩. পর্ণাচ্ছদ তলে তার বসিল বাণিজগণ
পথক্লান্তি ক্ষণকাল নিবারণতরে;
কিন্তু হায়, মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
বসি সেথা এইরূপ বলাবলি করে—

৪. 'জলসিক্ত এই তরু দেখি ভাই মনে লয়,
হইতেছে মধ্যে এর জলের সঞ্চার;
কাটিয়া পূর্ব্বের শাখা দেখি মোরা পাই কি না
স্বাদুঃবারি, নিবারণ করিতে তৃষ্ণার।

৫. কাটিল পূর্ব্বের শাখা; স্বচ্ছ অনাবিল জল
ধারাকারে সেথা হতে হইল নিঃসৃত,
সে জলে করিয়া স্নান, সে জল করিয়া পান
যত ইচ্ছা, বণিকেরা হল পুলকিত।

৬. কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলা বলি করে পুনর্ব্বার—
'এস, মোরা কাটি গিয়া দক্ষিণের শাখা এবে,
দেখা যাক লভি কিনা অন্য পুরস্কার।'

৭. কাটিল দক্ষিণ শাখা, অমনি নির্গত হল
শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাংস সুপ্রচুর,
আর্দ্রক, কুল্মাষ, গাঢ় নির্জ্জল পায়সসম,
মুদ্গসূপ-আদি আর দ্রব্য সুমধুর।

৮. দেখি এই সব দ্রব্য বণিকেরা হৃষ্টমনে

খাইল, করিল পান ইচ্ছা যত যায়;
কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশীভূত হয়ে
নূতন সঙ্কল্প এক করিল আবার।

৯. 'পশ্চিমের শাখা এর চল, ভাই, কাটি এবে'
বলি তারা সেই শাখা করিল ছেদন,
অমনি সেখান হতে বাহির হইয়া এল
বিদ্যাধরীসমা সালঙ্কারা নারীগণ।

১০. আমৃষ্টকুণ্ডলা তারা, বিচিত্র বসন পরা;
শত শত নারী হেন দিল দরশন;
প্রত্যেক বণিকে পায় ভোগহেতু নারী এক,
নেতা পায় পঁচিশটী রমণীরতন।

১১. লয়ে এ রমণীগণ, ন্যগ্রোধে করি বেষ্টন
বণিকেরা করে কেলি শীতল ছায়ায়;
মনের উল্লাসে সবে, যতক্ষণ ছিল ইচ্ছা,
পূর্ণাহুতি দেয় তারা ভোগের তৃষ্ণায়।

১২. কিন্তু, হায়, মূর্খতারা! মোহবশে পরস্পর
এইরূপ বলাবলি করে পুনর্ব্বার—
'চল, মোরা কাটি গিয়া উত্তরের শাখা এবে,
দেখা যা'ক পাই কিনা অন্য পুরস্কার।'

১৩. ছিন্ন হল সেই শাখা; অমনি সেখান হতে
নিঃসরে বৈদুর্য্য, মুক্তা, রজত, কাঞ্চন;
গালিচা কম্বল আদি[১] বহুমূল্য দ্রব্য কত
পড়িল যে তরুতলে, না যায় গণন।

১৪. পড়িল কাশিক বস্ত্র, উদ্রলোমজাত আর[২]
কম্বল পড়িল সেথা বহু স্তূপাকারে;
দেখিয়া বাণিজগণ বান্ধিতে লাগিল সবে
বোঝাই করিতে গাড়ী যে জন যা পারে।

---

[১]। মূলে 'কুট্টিয়ো পটিযানি চ' আছে। টীকাকার বলেন, 'কুট্টিয়ো হত্থত্থরাদয়ো, পটিযানি উণ্ণাময় পচ্চত্থরণানি সেত কম্বলানি পি বদন্তি।' বোধ হয়, ইহাতে শাল বা তাহার মত অন্য কোন বহুমূল্য পশমী বস্ত্র বুঝিতে হইবে।

[২]। মূলে 'উদ্দিয়ানেচ কম্বলে' আছে। টীকাকার বলেন, 'উদ্দিয়া নাম কম্বলা অত্থি।' কিন্তু ইহাতে দ্রব্যটী যে কি, তাহা বুঝা যায় না। 'উদ্দিয়' শব্দটী সংস্কৃত উদ্র শব্দজ কি? উদ্র বলিলে উদ্‌বিড়াল কিংবা তৎসদৃশ সূক্ষ্মলোমবিশিষ্ট জন্তু বুঝা যাইতে পারে।

১৫. কিন্তু, হায়, মূর্খ তারা! মোহবশে পরস্পর
বলাবলি এইরূপ করে আর বার—
'এস, কাটি মূল এর; কাটিলে সমূলে এবে
নিশ্চিত প্রভুত লাভ হবে সবাকার।'

১৬. শুনি এ দারুণ কথা সার্থবাহ পায় ব্যথা;
উঠি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল সবায়,
'কল্যাণ ভাজন হও, তোমরা বণিকগণ;
কি দোষ করিল তরু বল তো আমায়?

১৭. পূর্ব্বশাখা দিল স্বচ্ছ সলিল প্রচুর,
দক্ষিণ করিল দান খাদ্য সুমধুর;
পশ্চিম রমণী দিয়া তুষিল অন্তর;
সর্ব্বকাম্য বস্তু দান করিল উত্তর।
ন্যগ্রোধ কি অপরাধ করিয়াছে, বল?
সুখী হও, লভি সবে কল্যাণ সকল।

১৮. শোও, বসো যে তরুর শীতল ছায়ায়,
শাখাচ্ছেদ তাহার কি উপযুক্ত হয়?
এমন তরুর শাখা যে করে ছেদন,
অকৃতজ্ঞ মিত্রদ্রোহী হয় সেই জন।'

১৯. সার্থবাহ একা, বণিকেরা বহু জন;
না মানিল কেহ তারা তাহার বারণ।
লইল সকলে হস্তে নিশিত কুঠার;
আরম্ভিল বৃক্ষমূলে করিতে প্রহার।

বণিকেরা ছেদনের জন্য বৃক্ষমূলে গিয়াছে, দেখিয়াই নাগরাজ চিন্তা করিয়াছিলেন, 'ইঁহারা তৃষ্ণাতুর হইলে আমি জল দেওয়াইয়াছি; তাহার পর দিবাভোজন, শয়ন ও পরিচারিকা দিয়াছি; শেষ পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বহু রত্নও দিয়াছি; এখন ইঁহারা বলে কি না যে, আমার এই গাছটীকে সমূলে ছেদন করিবে! ইঁহারা অতিলোভী; এক সার্থবাহ বিনা অন্য সকলেই প্রাণদণ্ডার্হ।' ইহা ভাবিয়া তিনি, 'এত জন বর্ম্মধারী যোদ্ধা, এত জন তীরন্দাজ, এত জন অসিচর্ম্মধর ছুটিয়া যাও' বলিয়া সেনা সমবেত করিলেন।

এই বৃত্তান্ত শাস্তা নিম্নলিখিত গাথায় আরও বিশদ বলিলেন :

২০. আসিল ধাইয়া নাগ পঁচিশটী, বর্ম্মাবৃত কায়;
তিন শত তীরন্দাজ, অসিচর্ম্মধর শত ছয়।

অতঃপর নাগরা-জোক্ত গাথা :

২১. বান্ধ, মার দুষ্টগণে ফিরি যেন নাহি যায় প্রাণ লয়ে কেহ;
সার্থবাহ বিনা আর কর অন্য সবাকার ভস্মীভূত দেহ।

নাগগণ তাহাই করিল। অনন্তর তাহারা উত্তর শাখা হইতে পতিত কম্বলাদি পঞ্চশত শকটে স্থাপন করিয়া সার্থবাহকে সঙ্গে লইল, নিজেরাই সে সমস্ত বারাণসীতে লইয়া গেল, তাঁহারা গৃহে সেগুলি রাখিয়া দিল এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নাগলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অনন্তর শাস্তা উপদেশ দিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :

২২. এ কারণ সুধীজন আত্মহিত লক্ষ্য করি
লোভবশীভূত যেন হয় না কখন;
করি লোভ সংবরণ চলুক সে অনুক্ষণ;
হবে না প্রফুল্ল তার অরাতির মন।

২৩. দুঃখের জননী তৃষ্ণা; দেখি তার হেন দোষ
বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত হও, ভিক্ষুগণ;
হও ধ্যানপরায়ণ; পালিলে এ ভিক্ষুধর্ম্ম
নিশ্চয় করিবে ভববন্ধন ছেদন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'উপাসকগণ, পূর্ব্বে লোভপরায়ণ বণিকেরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব কাহারও লোভপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।'

অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিকেরা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান : তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

---

৪৯৪. স্বাধীন-জাতক

[কতিপয় উপাসক পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'উপাসকগণ, প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বীয় পোষধকর্ম্মের বলে মানবদেহেই দেবলোকে গমনপূর্ব্বক সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন।' অনন্তর উপাসকদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছেন :]

* * *

পুরাকালে মিথিলার স্বাধীন নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তিনি চতুর্দ্ধারে, নগরমধ্যে ও প্রাসাদদ্বারে ছয়টী দানশালা স্থাপন করিয়াছিলেন

এবং এমন মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কৃষিদ্বারা ধ্যানোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না। এই দানে তিনি প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তিনি পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন এবং পোষধ পালন করিতেন; রাষ্ট্রবাসীরাও তাঁহার উপদেশমত চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিত এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মলাভ করিত। ইহাতে দেবরাজের সুধর্ম্ম নামক দেবসভা পরিপূর্ণ হইল। দেবপুত্রেরা সেখানে আসীন হইয়া দেবরাজের নিকট মিথিলারাজের শীলাচারাদি গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া অন্য দেবতারা মিথিলারাজকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। দেবরাজ শক্র তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা স্বাধীন রাজাকে দেখিতে চাও কি?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, দেবরাজ।' তখন শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, বৈজয়ন্ত রথ যোজন করিয়া স্বাধীনকে এখানে আনয়ন কর।' মাতলি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথ যোজনপূর্ব্বক মিথিলা রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সে দিন পূর্ণিমা তিথি। লোকে সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক আরামের জন্য স্ব স্ব দ্বারদেশে বসিয়া আছে, এমন সময়ে মাতলি চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে রথ চালাইতে লাগিলেন। লোকে প্রথমে মনে করিল, বুঝি দুইটী চন্দ্র উদিত হইয়াছে। কিন্তু যখন রথখানি চন্দ্রমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাহারা বলিল, "এ তো চন্দ্র নয়! এ রথ; ইহাতে একজন দেবপুত্র আছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি কাহার জন্য এই স্বপ্নকল্পিতবৎ সৈন্ধবমুক্ত দিব্য রথ আনয়ন করিতেছেন? বোধ হয়, আমাদের রাজার জন্যই; অন্যের জন্য নহে। আমাদের রাজা ধার্ম্মিক; তিনি ধর্ম্মরাজ।' ইহা বলিতে বলিতে তাহারা আনন্দে পুলকিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া প্রথম গাথা বলিল :

১. অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য! সর্ব্ব অঙ্গ আনন্দে শিহরে;
দিব্যরথ-প্রাদুর্ভূত যশস্বী মিথিলারাজ তরে!

মাতলি রথখানি ভূতলের আরও নিকটে আনয়ন করিলেন; লোকে গন্ধমাল্যাদির দ্বারা পূজা করিতে লাগিল; মাতলি মিথিলা নগরী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া রাজভবনের দ্বারদেশে গিয়া রথ ফিরাইলেন এবং পশ্চিমদিকের বাতায়ন-দেহলীর নিকটে স্বর্গারোহণ সজ্জায় অবস্থিত হইলেন। ঐ দিন রাজা দানশালাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কি নিয়মে দান করিতে হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং পোষধগ্রহণান্তে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহনপূর্ব্বক অমাত্যগণসহ অলঙ্কৃত মহাবেদিতে পূর্ব্বদিকের বাতায়নাভিমুখে আসীন হইয়া ধর্ম্মযুক্ত কথোপকথন করিতেছিলেন। এই সময়ে মাতলি তাঁহাকে রথারোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং অনুরোধান্তে তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

২. দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান, দেবেন্দ্রের সারথি মাতলি
করিলেন নিমন্ত্রণ বিদেহরাজেরে এই বলি—

৩. 'এই রথে আরোহণ কর তুমি, নৃপতিপ্রধান;
সেন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেব দেখিতে তোমায় সবে চান।
স্মরেণ তোমারে তাঁরা; রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়
সমবেত হয়ে সবে মহেন্দ্রের সুধর্ম্ম-সভায়।'

৪. ফিরাইয়া মুখ ভূপ মাতলিরে করিয়া দর্শন
সহস্র তুরগযুক্ত দেবরথে করে আরোহণ;
আরোহি সে দিব্যরথে দেবলোকে করিলা গমন।

৫. উপস্থিত দেখি তাঁরে দেবপুত্রগণ হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন সুমধুর স্বাগত-বচনে—
'এস, হে রাজর্ষে, মোরা বড় সুখ পাইলাম আজ;
আসন গ্রহণ কর দেবেন্দ্রের পাশে, মহারাজ।'

৬. শক্র নিজে অভ্যর্থনা করিলেন মিথিলারাজের,
দিলেন আসন তাঁরে, আর যত সামগ্রী ভোগের।

৭. বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে, 'দেবলোকে তব আগমন
হয়েছে, রাজর্ষে, আজ সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে, সমস্তই দেবের আয়ত্ত;
ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে থাকি কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।'

দেবরাজ শক্র দশসহস্র যোজনব্যাপী দেবনগর, সার্দ্ধদ্বিকোটি অপ্সরা এবং বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, ঠিক দুই সমান ভাগ করিয়া মিথিলরাজকে এক ভাগ দান করিলেন। এই দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে রাজা স্বাধীন মনুষ্যগনায় সপ্তশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু দেবলোকে এইভাবে অবস্থিতি করিতে করিতে ক্রমে তিনি ক্ষীণপুণ্য হইলেন; তিনি দিব্য সুখে আর প্রীতি পাইলেন না। এই জন্য একদিন তিনি শক্রের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে বলিলেন :

৮. স্বর্গে আসি এত দিন নৃত্যবাদ্যগীতে
পরম আনন্দ আমি পাইতাম চিতে;
এবে কিন্তু এ সকলে হই না প্রসন্ন;
হইল কি আয়ুঃক্ষয়? মরণ আসন্ন?
অথবা কি মূঢ় আমি হয়েছি এখন?
এ দশা, দেবেশ, মোর হল কি কারণ?

শক্র উত্তর দিলেন :

৯. হয় নাই আয়ুঃক্ষয়; সুদূর মরণ তব;
হও নাই মূঢ় তুমি অথবা, বীরপুরুষ।
পুণ্য ও পরিত্রা[১] তব হয়েছে নিঃশেষ এবে;
সুফল তাহার আর কেমনে পাইবে তবে?

১০. তথাপি এখানে থাকি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবসহ
ভূঞ্জ মম অনুগ্রহে দিব্য সুখ অহরহ।

শক্রের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন :

১১. যাচঞা লব্ধ যান, কিংবা যাচঞা লব্ধ ধন—
অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।

১২. পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই;
নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত সুখ, নিজস্ব আমার,
পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।

১৩. তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন
করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর,
সেই সুখী, হয় যেই হেন সদাচার।
করে না এমন কার্য্য সে জন কখন,
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন।

রাজার কথা শুনিয়া শক্র মাতলিকে আজ্ঞা দিলেন, 'যাও, রাজা স্বাধীনকে মিথিলায় লইয়া তত্রত্য উদ্যানে রাখিয়া আইস।' মাতলি তাহাই করিলেন। রাজা উদ্যানে পাদবিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উদ্যানপাল পরিচয় হইল এবং নারদ রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। স্বাধীন আসিয়াছেন শুনিয়া নারদ উদ্যানপালকে বলিলেন, 'তুমি অগ্রে গিয়া তাঁহার এবং আমার জন্য দুইখানি আসন সাজাইয়া রাখ।' উদ্যানপাল ফিরিয়া গিয়া তাহাই করিল। স্বাধীন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার জন্য দুইখানি আসন সজ্জিত করিলে?' উদ্যানপাল উত্তর দিল, 'একখানি আপনার জন্য এবং একখানি আমাদের রাজার জন্য।' ইহা শুনিয়া স্বাধীন বলিলেন, 'এমন কোন প্রাণী আছে যে, আমার সম্মুখে আসনে বসিতে পারে।' অনন্তর তিনি একখানি আসনে উপবেশন করিয়া অপর খানির উপর পাদ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে রাজা নারদ সেখানে উপস্থিত

---

[১]। পরিত্রা—(পালি 'পরিত্তা') যাহা রক্ষা করে অর্থাৎ অপায় বা বিপদ হইতে ত্রাণ করে।

হইলেন এবং স্বাধীনকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। শুনা যায় যে, এই নারদ স্বাধীনের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তখন নাকি লোকের পরমায়ু একশত বৎসর ছিল। মহাসত্ত্ব নিজপুণ্যবলেই এত কাল জীবন ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নারদের হাত ধরিয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে তিনটী গাথা বলিলেন :

১৪. এই কৃষিক্ষেত্র সব, এই জলনালি,
সুন্দর নির্গমপথ রয়েছে তাহায়
জল-নিঃসরণ তরে; দুই পাশে তার
সবুজ তৃণের রাজি শোভে মনোহর।
এই স্রোতস্বতীগণ কুল কুল তানে
বহিতেছে, পূর্ব্বে তারা বহিত যেমন।

১৫. অতি রমণীয় এই পুষ্করিণী সব;
পদ্মোৎপলসমাচ্ছন্ন জল নিরমল।
চক্রবাক-মিথুনের মধুর কূজনে
সদা মুখরিত; হের শোভে তটদেশে
মন্দার তরুর রাজি মনোহর বেশে।

১৬. সেই ক্ষেত্র, সেই স্থান, সেই উপবন,
সেই নদী, পুষ্করিণী রয়েছে সকলি।
কিন্তু যারা পরিচিত আছিল আমার,
কোথা তারা? একজন (ও) দেখিতে না পাই!
চিনে না আমায় কেহ এখানে এখন;
শূন্যবৎ চক্ষে সব, নারদ, আমার।

নারদ বলিলেন, 'আপনি দেবলোকে প্রস্থান করিবার পর সপ্তশত বৎসর অতীত হইয়াছে; আমি আপনার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। আপনার সেবকগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই আপনার কুলক্রমাগত রাজ্য; আপনি ইহা ভোগ করুন।' ইঁহার উত্তরে স্বাধীন বলিলেন, 'বৎস নারদ, আমি এখানে রাজ্যলাভের জন্য আসি নাই।' আমি এখন পুণ্যানুষ্ঠান করিব।

১৭. দেখিয়াছি কত আমি দেবতা-ভবন,
চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত প্রভায় যাহার;
যাপিয়াছি কত কাল দেবতা-সমাজে,
দেখিয়াছি দেবরাজে বসিয়া সম্মুখে।

১৮. দেবলোকে দীর্ঘকাল যাপিয়াছি আমি;
দিব্যসুখ সর্ব্ববিধ করিয়াছি ভোগ।

সর্ব্বকাম্যবস্তুভোগী ত্রয়স্ত্রিংশ দেব;
তাঁহাদের সঙ্গে সুখ পেয়েছি প্রচুর।

১৯. দেখি এ সকল, ভুঞ্জি এ সকল সুখ,
ফিরিনু হেথায় পুণ্য-উপার্জ্জন তরে;
চরিব ধর্ম্মের পথে বাঁচি যত দিন।
ইচ্ছা মোর নাই আর রাজত্ব করিতে।

২০. যে পথে চরিলে জীব দণ্ড নাহি পায়,
বুদ্ধ প্রদর্শিত সেই সুপথে এখন
চরিতে সংকল্প মম—তথাগতগণ
সে পথে চরিয়া লাভ করেন নির্ব্বাণ।'

মহাসত্ত্ব নিজের সর্ব্বজ্ঞতা বলে এই গাথা কয়েকটীতে সমস্ত সঙ্ক্ষেপে বলিলেন। তখন নারদ বলিলেন, 'দেব, আপনি রাজ্য শাসন করুন।' স্বাধীন বলিলেন, 'বৎস, রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। এই সপ্তশত বৎসরে আমি যে দান করিতাম, এখন এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহা দান করিতে ইচ্ছা করি।' নারদ বলিলেন, 'ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প।' তিনি মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহাদানের আয়োজন করিলেন। স্বাধীন সপ্তাহকাল দান করিয়া সপ্তম দিবসে দেহত্যাগপূর্ব্বক ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, 'পোষধব্রত এইরূপেই পালন করিতে হয়!' অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া উপাসকদিগের কেহ কেহ স্রোতাপত্তিফল, কেহ কেহ বা সকৃদাগামীফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন নারদ রাজা, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম স্বাধীন রাজা।]

---

৪৯৫. দশব্রাহ্মণ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার সবিস্তর বৃত্তান্ত অষ্টনিপাতে সুচির-জাতকে[২] বলা হইয়াছে। শুনা যায়, এই দান করিবার কালে রাজ বুদ্ধপ্রমুখ এমন পঞ্চশত ভিক্ষু বাছিয়া লইয়াছিলেন,

---

[১]। যে দানের তুলনা নাই অর্থাৎ যাহা অসাধারণ।

[২]। এ নামে কোন জাতক দেখা যায় না। আদীপ্ত-জাতকের (৪২৪) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানেও ইহা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইয়াছে। সবিস্তর বিবরণের জন্য মহাগোবিন্দ-সূত্রের অর্থকথা দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে পাপক্ষয়[১] হইয়াছিল। তিনি কেবল তাঁহাদিগকেই দান দিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই দানের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছিলেন, 'দেখ ভাই, রাজা এই অসদৃশ দানের জন্য এমনভাবে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, যাঁহাদিগকে দিলে দাতার মহাফল-প্রাপ্তি হইবে, কেবল তাঁহারাই দান পাইয়াছিলেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, 'দেখ, আমার ন্যায় বুদ্ধের সেবক হইয়া কোশলরাজ যে পাত্রাপাত্র স্থির করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্বর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঔচিত্যানৌচিত্য-বিচারপূর্ব্বক দান করিতেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে যুধিষ্ঠির-গোত্রজ কৌরব্য নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বিদুর নামক এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক ছিলেন। কৌরব্য এমন মহাদান করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী বিস্মিত হইয়াছিল।[২] কিন্তু যাহারা এই দান লাভ করিয়া ভোগ করিত, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও অন্যকথা দূরে থাকুক, পঞ্চশীল পর্য্যন্ত পালন করিত না। তাহারা সকলেই দুঃশীল ছিল; কাজেই রাজা এত দান করিয়াও পরিতোষ লাভ করিতে পারিতেন না। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, বিচারপূর্ব্বক দান করিলেই তাহা মহাফলপ্রদ হয়। যে সকল ব্যক্তি শীলবান তিনি তাঁহাদিগকেই দান করিবার অভিলাষী হইয়া বিদুর পণ্ডিতের সহিত মন্ত্রণা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং বিদুর যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে আসনে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন।

ইহা বিশদ করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন; অবশিষ্ট গাথাগুলি ও বিদুরের বচন-প্রতিবচন।

১. বলিলেন বিদুরকে ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির,
'শীলবান শাস্ত্রাভিজ্ঞ কর খুঁজি ব্রাহ্মণ বাহির।
২. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'
৩. 'শীলবান, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, বীতকাম ব্রাহ্মণ দুর্লভ;

---

[১]। যাঁহারা মহাক্ষীণাস্রব ছিলেন অর্থাৎ যাঁহাদের কাম, জীবনাকাঙ্ক্ষা ও অবিদ্যা লোপ পাইয়াছিল।

[২]। আক্ষরিক অনুবাদ করিলে বলিতে হয় 'বিক্ষুব্ধ' হইয়াছিল।

অন্নদানতরে, ভূপ, হেন পাত্র পাওয়া অসম্ভব।

৪. ব্রাহ্মণ, লক্ষণভেদে, দশবিধ করি দরশন;
একে একে পরিচয় সবাকার দিতেছি, রাজন।

৫. শিকড়ে পূরিয়া থলি ঔষধের মোড়ক বান্ধিয়া,
স্নান করি, মন্ত্র পড়ি বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ঘুরিয়া;

৬. বৈদ্য-ব্যবসায়ী, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

৭. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

৮. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

৯. 'ধনীদের আগে আগে করতাল বাজাইয়া যায়;
রথশিল্পে পটু কেহ,[১] কেহ বা সংবাদ লয়ে ধায়;

১০. পরসেবা-রত, তবু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

১১. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান।

১২. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

১৩. 'কমণ্ডলু, বস্কদণ্ড করে লয়ে নিগমে বা গ্রামে
রাজার পশ্চাতে ছুটে, ধর্ণা দেয় ধনীদের ধামে,

১৪. স্পর্দ্ধা করে, 'ছাড়ি, নাক ভিক্ষা না পাইলে কোন স্থান;
কি বা গ্রামে, কি বা বনে লভি মোরা সর্ব্বত্রই দান।'
করগ্রাহী রাজভৃত্য করাদায় না করি যেমন,
ছাড়ে না, এরাও ঠিক সেই মত করয়ে পীড়ন।
অথচ ব্রাহ্মণ নামে সমাজে ইঁহারা পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

১৫. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীল-শাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

১৬. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

---

[১]। রথকারের বৃত্তি অতি হেয় ছিল।

১৭-১৮. 'হস্তে, পদে দীর্ঘ নখ; মুখ, আর কক্ষ রোমাবৃত;
মলে আচ্ছাদিত দন্ত; মস্তকটী ধূলি-ধূসরিত;
ধুলিভস্মে অঙ্গ মাখা— হঠাৎ দেখিলে মনে হয়,
যেন কোন কাঠুরিয়া কোথা হতে হইল উদয়।
অথচ সমাজে এরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'
১৯. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান
২০. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'
২১. 'হরীতকি, আমলকি, আম, জাম, বহেড়া, লকুচ,
দাঁতন, বদরি, বেল, পিয়ালের ফল সুমধুর,
২২. ইক্ষুপুট, ধূমনেত্র,[১] পদ্মমধুমিশ্রিত অঞ্জন,
এরূপ বিবিধ পণ্য বেচি যারা করে অর্থার্জ্জন,
২৩. বণিকসমান তারা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'
২৪. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান
২৫. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'
২৬. 'কৃষি ও বাণিজ্য করে, ছাগমেষ অর্থ-হেতু পালে,
কন্যা বেচে, কন্যা কেনে তনয়ের বিবাহের কালে,—
২৭. বৈশ্য বা অম্বঠসম; তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'
২৮. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান
২৯. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'
৩০-৩১. গ্রাম্য পুরোহিত সাজি যজমানদত্ত ভোজ্য খায়;
শুভক্ষণ নির্দ্ধারিতে কত লোক সদা আসে যায়;

[১]। 'ধূমনেত্র' এক প্রকার নালিকা। আগুনে ঔষধ নিক্ষেপ করিয়া শ্বাসের সহিত তাহার ধূম টানিয়া লইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

খাসী করে, দাগা দেয় গো-মহিষ অর্থের কারণে;
মহিষ, শূকর, ছাগ বধি মাংস বেচে সংগোপনে;
গো-ঘাতক সম এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

৩২. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

৩৩. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

৩৪. 'অসিচর্ম্মশক্তি লয়ে বৈশ্যদের যাতায়াত-পথে
সার্থবাহগণে যারা রক্ষা করে দস্যুহস্ত হতে;

৩৫. গোপ বা নিষাদসম— তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

৩৬. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

৩৭. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

৩৮. অরণ্যে কুটীর বান্ধি ফাঁদ পাতি করয়ে বন্ধন
শশক, বিড়াল, গোধা মৎস্য, কূর্ম্ম আদি জীবগণ;

৩৯. ব্যাধবৃত্তিধারী এরা, তবু বিপ্র নামে পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

৪০. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

৪১. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

৪২. সোমযজ্ঞ-অন্তে যবে রত্নাসনে নরপতিগণ
তীর্থজল ঢালি দেহে করে নিজ পাপ প্রক্ষালন,
আসনের নিম্নে থাকে ধনলোভে কেহ সে সময়;

৪৩. নাপিতের বৃত্তি ইহা বিচারিয়া দেখ, মহাশয়,
তথাপি সমাজে সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত!
জানি এ লক্ষণ, ভূপ, নিমন্ত্রণ করা কি বিহিত?'

৪৪. 'ইঁহারা ব্রাহ্মণ্যহীন, যোগ্য নয় পাইতে সম্মান;
শীলশাস্ত্রজ্ঞানযুত কর অন্য ব্রাহ্মণ সন্ধান

৪৫. বীতকাম বিপ্রগণ অন্ন মম করুন ভোজন;
'সুপাত্রে করিয়া দান মহাপুণ্য করিব অর্জ্জন।'

যাহারা কেবল সমাজের ব্যবহারানুসারে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, এইরূপে তাহাদের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা প্রকৃতই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, নিম্নের গাথাদ্বয়ে বিদুর তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিলেন :

৪৬. শীলবান শাস্ত্রাভিজ্ঞ আছে, দেব, অনেক ব্রাহ্মণ
বীতকাম; যোগ্য যারা অন্ন তব করিতে ভোজন।

৪৭. একাহারী; সুরা তারা ভ্রমেও না পরশে কখন;
ঈদৃশ ব্রাহ্মণ, ভূপ, আনিব করিয়া নিমন্ত্রণ।

বিদূরের কথা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য বিদুর, এবংবিধ অগ্রদানাহ ব্রাহ্মণেরা কোথায় থাকেন?' বিদুর উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, তাঁহারা উত্তর হিমবন্তে নন্দমূলগুহায় অবস্থিতি করেন। 'পণ্ডিতবর, যদি এইরূপ হয়, তবে তুমি নিজের প্রভাববলে তাঁহাদিগের সন্ধান কর।' অনন্তর রাজা মনের আনন্দে বলিলেন,

৪৮. প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁরা; শাস্ত্রাভিজ্ঞ তাঁরা শীলবান;
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা অতিশীঘ্র করিয়া সন্ধান।

মহাসত্ত্ব তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, 'যে আজ্ঞা, মহারাজ। আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরবাসীদিগকে বলুন যে, তাহারা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করুক, দান দিউক, পোষধ পালন করুক, এবং শীলপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক। আপনি নিজেও পরিজনসহ পোষধপালনে রত হউন।' অনন্তর, প্রত্যুষে ভোজনসমাপনান্তে শীলগ্রহণপূর্ব্বক তিনি একটী জাতীপুষ্পপূর্ণ করণ্ড আনাইলেন এবং রাজার সহিত পঞ্চাঙ্গে[১] প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যেকবুদ্ধদিগের গুণ স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন, 'যে পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ উত্তর হিমবন্তে নন্দমূলগুহায় বাস করেন, তাঁহারা যেন আগামী কল্য আমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করেন।' এইরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি আকাশে অষ্ট মুষ্টি পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। পঞ্চশত প্রত্যেকবুদ্ধ যেখানে বাস করিতেন, পুষ্পগুলি সেখানে গিয়া তাঁহাদের গায়ে পড়িল। তাঁহারা ধ্যানবলে ইঁহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'মারিষগণ, বিদুরপণ্ডিত আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইনি যে সে লোক নহেন, স্বয়ং বুদ্ধাঙ্কুর;—এই কল্পেই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। ইঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে।' এই বলিয়া তাঁহারা

---

[১]। কপাল, কটিদেশ, কনুই, জানু ও পা—এই পঞ্চ অঙ্গ দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে। 'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম' বলিলে কপাল, দুই হাত, বুক, দুই জানু ও দুই পা দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা বুঝায়।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। পুষ্পগুলি ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মহাসত্ত্বও বুঝিলেন যে, নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, প্রত্যেকবুদ্ধগণ আগামীকল্য আগমন করিবেন। তাঁহাদের সৎকার ও সম্মানের আয়োজন করুন।'

পরদিন রাজা মহাসৎকারের আয়োজন করিয়া মহাবেদীর উপর মহার্হ আসন সজ্জিত করাইয়া রাখিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ অনবতপ্ত হ্রদে স্নানাদি করিয়া যখন দেখিলেন, প্রাণরক্ষার জন্য আহারাদির বেলা উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আকাশপথে গমনপূর্ব্বক রাজাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা ও বোধিসত্ত্ব প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের হস্ত হইতে পাত্রগুলি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে প্রাসাদের উপরি তলে লইয়া গেলেন এবং উপবেশন করাইয়া দক্ষিণোদক-প্রদানান্তে খাদ্য ও ভোজ্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকবুদ্ধদিগের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাদিগকে পর দিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি সাতদিন মহাদান চলিল। সপ্তম দিনে রাজা সর্ব্বপরিষ্কার দান করিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজার দান অনুমোদনপূর্ব্বক আকাশপথেই স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন; পরিষ্কারগুলিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কোশলরাজ আমার ভক্ত; তিনি যে পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া দান করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইরূপ দান করিয়াছিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই বিদুর পণ্ডিত।]

---

৪৯৬. ভিক্ষাপারম্পর্য্য-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি না কি একজন শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাবান উপাসক ছিলেন। তিনি নিয়ত তথাগতের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের মহাসৎকার করিতেন। তিনি একদিন ভাবিলেন, 'আমি প্রত্যহ উৎকৃষ্ট ভোজ্য এবং সূক্ষ্মবস্ত্র দিয়া বুদ্ধরত্নের ও সঙ্ঘরত্নের মহাসৎকার করিয়া থাকি, ইদানীং ধর্ম্মরত্নেরও সৎকার করিব; কিন্তু ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য কি অনুষ্ঠান আবশ্যক?' অনন্তর তিনি প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে আমার বাসনা হইয়াছে;

এই সৎকারের জন্য কি কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া বলুন।' শাস্তা বলিলেন, 'যদি ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আনন্দের সৎকার কর, কারণ তিনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক।' ভূস্বামী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই অঙ্গীকার করিলেন এবং পরদিন আনন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি স্থবিরকে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করাইলেন, গন্ধমাল্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন, তাঁহার ভোজনের জন্য নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য এবং পরিধানের জন্য ত্রিচীবর প্রস্তুত হইতে পারে, এই পরিমাণ বহুমূল্য বস্ত্র দান করিলেন। স্থবির ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য; আমি ইঁহার উপযুক্ত নহি; অগ্রশ্রাবক ধর্ম্মসেনাপতিই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ভূস্বামিদত্ত অন্ন ও বস্ত্র বিহারে আনিয়া স্থবির সারিপুত্রকে দান করিলেন। সারিপুত্র ভাবিলেন, 'এই সৎকার ধর্ম্মরত্নের জন্য; যিনি ধর্ম্মস্বামী, কেবল সেই সম্যকসম্বুদ্ধই ইহা পাইবার যোগ্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐ সমস্ত উপহার দশবলকে দান করিলেন। শাস্তা নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম পাত্র দেখিতে পাইলেন না; কাজেই তিনি সেই অন্ন ভোজন করিলেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুরা এই সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'দেখ ভাই, অমুক ভূস্বামী ধর্ম্মরত্নের সৎকার করিবার জন্য ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অনেক দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আনন্দ ভাবিয়াছিলেন, তিনি এই দানের যোগ্য পাত্র নয়; এ কারণ তিনি সমস্ত দ্রব্য ধর্ম্মসেনাপতিকে দিয়াছিলেন। তিনিও আপনাকে ইঁহার অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সে সমুদায় তথাগতকে দান করিয়াছিলেন। তথাগত দেখিলেন, তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি নাই; তিনি ধর্ম্মস্বামী, অতএব তিনিই এ দানের উপযুক্ত পাত্র। কাজেই তিনি সেই উপাসকদত্ত অন্ন ভোজন করিয়াছেন, চীবরশাটকও গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে সেই অন্ন যিনি উহার উপযুক্ত তাঁহারই ভোগ্য বলিয়া স্বামীর পাদমূলেই পতিত হইয়াছে।' ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এখনই যে পিণ্ডপাত পারম্পর্য্যবশত উপযুক্ত পাত্রের ভোগ্য হইয়াছে, এমন নহে; যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তনামক এক রাজা সর্ব্ববিধ পাপাচার হইতে বিরত থাকিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেন। রাজার সুশাসনে বিচারালয় এক প্রকার জনহীন হইল। ব্রহ্মদত্ত

নিজের দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিত, একে একে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কি অন্তঃপুরে, কি নগরের মধ্যে, কি নগরদ্বারসন্নিহিত গ্রামসমূহে, কুত্রাপি তাঁহার অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, জনপদবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে, ইহা জানিবার জন্য তিনি অমাত্যদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পুরোহিতের সঙ্গে অজ্ঞাতবেশে কাশীরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দোষের কথা বলে, কোথাও এমন লোক দেখিতে পাইলেন না।

একদিন ব্রহ্মদত্ত সীমান্তস্থিত কোন গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারের বহিঃস্থিত ধর্ম্মশালায় বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তত্রত্য অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন জনৈক ভূস্বামী বহু অনুচরসহ স্নান করিতে যাইতেছিলেন। ধর্ম্মশালাস্থিত সুবর্ণবর্ণ সুকুমারদেহ রাজাকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের উদ্রেক হইল; তিনি ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অবস্থিতি করুন।' অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং বহু লোকের দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদির পাত্র বহন করাইয়া ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে হিমালয়বাসী পঞ্চাভিজ্ঞাসম্পন্ন জনৈক তাপস এবং নন্দমূলগুহা হইতে জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধও আগমন করিয়া ঐ স্থানে উপবেশন করিলেন। ভূস্বামী রাজাকে হস্ত-প্রক্ষালনের জল দিয়া নানাবিধ সুস্বাদ সূপব্যঞ্জনাদিসহ অন্নপাত্রগুলি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। রাজা সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া নিজের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন, ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়া সেগুলি তাপসকে দিলেন; তাপস প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে গিয়া বাম হস্তে অন্নপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণোদক দিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্রে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করিয়া এবং কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে ভূস্বামী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা রাজাকে দিলাম, তিনি তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিলেন; ব্রাহ্মণ দিলেন তাহা তাপসকে; আবার তাপস দিলেন প্রত্যেকবুদ্ধকে। প্রত্যেকবুদ্ধ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া এই সমস্ত আহার করিলেন! এ সকল ব্যক্তির এরূপভাবে দান করিবার হেতু কি? প্রত্যেকবুদ্ধই বা কেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভোজন করিলেন? জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ব্যাপার কি?' অনন্তর তিনি এক একজনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও একে একে উত্তর দিলেন :

১. 'সুরম্য হর্ম্ম্যেতে বাস; শয্যা যাঁর সুকোমল, দেহ যাঁর অতি সুকুমার,
   এমন পুরুষ এক দেখিলাম, এই বনে এসেছেন রাজ্য ছেড়ে তাঁর।

২. দেখি উপজিল প্রেম; উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে রান্ধি অন্ন দিনু ভোজনের তরে;
সুপক্ক মাংসের সুপ, ব্যঞ্জনাদি নানারূপ দিনু আমি যত্নসহকারে।
৩. করিলে গ্রহণ বটে; কিন্তু নিজে না খাইয়া ব্রাহ্মণে করিলা দান সব।
কারণ ইঁহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া; কোটি নমস্কার পদে তব।'
৪. 'একে তো ব্রাহ্মণ ইনি; তাহাতে আচার্য্য মম, সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যে নিপুণ;
গুরু, আমন্ত্রণ-যোগ্য—তিনিই দানের পাত্র, একাধারে এত যাঁর গুণ।'
৫. 'গৌতমগোত্রজ বিপ্র! পূজেন নৃপতি যাঁরে শুধাই তোমায় এই বার,
রাজা করিলেন দান উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন, সুপক্ক মাংসের সূপ আর;
৬. করিলে গ্রহণ বটে; পাত্রাপাত্র না বিচারি কিন্তু দিলা তাপসেরে সব।
কারণ ইঁহার মোরে দাও তুমি বুঝাইয়া; কোটি নমস্কার পদে তব।'
৭. 'থাকি আমি গৃহাশ্রমে পুষি দারাসুতগণে; উপদেশ দেই বটে ভূপে,
প্রাকৃত জনের সম কিন্তু কামসেবারত, আছি আমি অজ্ঞানান্ধকূপে।
৮. ইনি ঋষি বনবাসী তপস্যায় দিবা নিশি দীর্ঘকাল আছে নিরত;
ধার্ম্মিক, পরমজ্ঞানী; দানের সুপাত্র ইনি; আর কেহ নয় এঁর মত।
৯. 'কৃশাঙ্গ—ধমনী যাঁর বাহির হইতে সব পারা যায় করিতে গণন,
কেশে ধূলি, দন্তে মল, অতি দীর্ঘ নখ, লোম—ঋষিবরে শুধাই এখন—
১০. একাকী বিচর বনে, মায়া কি নাই জীবনে? হেন খাদ্য দিলা তুমি যাঁরে,
বল দেখি বুঝাইয়া কি কারণে, কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলি মানিলা তাঁহারে।'
১১. 'কন্দমূল নখে খনি, নীবার কুড়ায়ে আনি, ঝাড়ি, বাছি রৌদ্রেতে শুকাই;
রাখি তুলি যত্ন করি নিজের ভোজন তরে; সঞ্চয়ের ইচ্ছা যার নাই।
১২. শাক, বিসকিশলয়, মধু, মাংস, আমলকি, যদরিকা আদি বনফল
আনি ভোজনের তরে; এই মোর নিত্য কর্ম্ম; এই সব আমার সম্বল।
১৩. আসক্ত পার্থিব সুখে সূনাদোষে[১] লিপ্ত আমি দেহরক্ষা-হেতু সকিঞ্চন;

[১]। গৃহস্থের চুল্লী, পেষণী (শিলা নোড়া) সম্মার্জ্জনী, উদূখল মুষল ও জবকলস, এই পাঁচটী 'সুনা' নামে অভিহিত। ইহারা আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে তদ্দারা কীটাদি জীবহিংসা হয় এবং তাহাতে গৃহস্থের পাপ ঘটে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ পাপ অপরিহার্য্য বলিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞ; যথা : ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যয়ন ও অধ্যাপন), পিতৃযজ্ঞ (পিতৃতর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম), ভূতযজ্ঞ কাকাদিকে বলি দান করা এবং নৃযজ্ঞ (অতিথি-সেবা)। যিনি অপাকী কেবল ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করেন, তিনি সূনাদোষে লিপ্ত হন না। 'পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ, কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে ব্যস্ত বাহয়ন। তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ পঞ্চ কপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহঃ গৃহমেধিনাং। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ

ইনি কিন্তু অনাসক্ত, অপাকী, মমত্বহীন; খাদ্য এঁরে দিনু সে কারণ।'

১৪. 'নীরবে আছে বসি, সুব্রত যে ভিক্ষুবর, করি তাঁরে জিজ্ঞাসা এখন,
তাপস করিলা দান বিশুদ্ধ ভোজন দ্রব্য—অন্ন, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন;

১৫. নীরবে খাইলা একা; বলিলে না কাহাকেও লইতে একটী কণা তার!
এ কেমন ব্যবহার বল দেখি বুঝাইয়া? পদে তব কোটি নমস্কার।'

১৬. 'না করি রন্ধন নিজে; বলি না অপরে কভু মোর তরে করিতে রন্ধন;
নিজে নাহি করি হিংসা, অন্য কোন জনে আমি হিংসায় না করি প্রবর্ত্তন;

১৭. নিরন্তর অকিঞ্চন; সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত হেরি মোরে ঋষি সাধুশীল
লয়ে বাম হস্তে ভিক্ষা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু, মাংসযুক্ত অন্ন আমি দিল।

১৮. ইঁহারা বিষয়ী, ধনী; পাত্রাপাত্র বুঝি দান কর্ত্তব্য এঁদের সে কারণ;
সাধে সে, আমার মতে শত্রুতা উভয় পক্ষে, দাতারে যে করে নিমন্ত্রণ।[১]

প্রত্যেকবুদ্ধের কথা শুনিয়া ভূস্বামী শেষের দুইটী গাথা বলিলেন :

১৯. শুভক্ষণে, রথিবর, আসিলাম হেথা আমি। হয়েছিল আজ সুপ্রভাত;
পূর্ব্বে নাহি জানিতাম, করিলে কিরূপ দান মহাফল হয় হস্তগত।

২০. রাজ্যগৃধ্রু রাজগণ; স্বস্ত্যয়ন-আদি কৃত্যে অর্থগৃধ্নু যাজক ব্রাহ্মণ;
ফলমূলগৃধ্নু ঋষি; সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত কেবল সতত ভিক্ষুগণ।

প্রত্যেকবুদ্ধ ভূস্বামীকে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও তাঁহার নিকটে কতিপয় দিন অতিবাহনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পিণ্ডপাত যে কেবল এখনই উপযুক্ত পাত্রে অধিগত হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছিল।

সমবধান : তখন এই ধর্ম্মরত্ন-সেবক ভূস্বামী ছিলেন সেই ভূস্বামী; আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিত এবং আমি ছিলাম সেই হিমবন্তবাসী ঋষি।]

পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পনং, হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনং। মনু ৩। ৬৮, ৬৯, ৭০।

[১]। দাতাকে তদ্দত্ত বস্তুর অংশ দান করিলে পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড দোষ জন্মে।

খুদ্দকনিকায়ে জাতক

বিংশতি নিপাত

৪৯৭. মাতঙ্গ-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বৎস (বংশ)-রাজ উদয়নের সম্বন্ধে[১] এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ জেতবন হইতে আকাশপথে গিয়া সচরাচর দিবাবিহারার্থ[২] কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থবির না কি পূর্ব্বজন্মে রাজা ছিলেন এবং ঐ উদ্যানেই দীর্ঘকাল বহু পরিজনের সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন। তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে সাধারণত সেখানেই অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির ফলের সুধাস্বাদন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত করিতেন।

একদিন পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ঐ উদ্যানে গিয়া একটী সুপুষ্পিত শালবৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় উদয়ন উদ্যানকেলি করিবার জন্য বহু পরিজনসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। উদয়ন সপ্তাহকাল অবিরত প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি মঙ্গল-শিলাপট্টে এক রমণীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সুরামদমত্ততাবশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাজার নিকটে বসিয়া যে সকল রমণী গান করিতেছিল, তাহারা তখন বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়িয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক পুষ্পমাল্যাদি চয়ন করিতে করিতে স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং নিকটে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক উপবেশন করিল। স্থবির বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে অপর রমণী অঙ্ক চালন করিয়া রাজাকে জাগাইল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৃষলীরা কোথা গেল?' সে উত্তর দিল, 'তাহারা এক শ্রমণকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।' ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, স্থবিরের নিকট গিয়া তাঁহাকে গালি দিলেন ও তিরস্কার করিলেন এবং 'মজা দেখাইতেছি, শ্রমণটাকে তাম্র পিপীলিকা দ্বারা[৩] খাওয়াইতেছি,' ক্রোধবশে এইরূপ স্থির করিয়া স্থবিরের শরীরে তাম্রপিপীলিকার একটা বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্থবির

---

[১]। মূলে 'উদেনবংসরাজানং' আছে। পালি সাহিত্যে দেখা যায় 'বৎস' দেশ কোথাও কোথাও 'বংস' দেশ বলিয়াও অভিহিত আছে।

[২]। দিবাবিহার—মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম।

[৩]। 'তাম্বকিপ্পিল্লকপুটং।' লাল পিপড়াগুলি গাছের পাতা যুড়িয়া তাহার মধ্যে থাকে। এই বাসাকে একরূপ পত্রপুট বলা যাইতে পারে।

আকাশে উত্থান করিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং জেতবনে গিয়া গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে অবতরণ করিলেন। তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' তখন স্থবির সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভারদ্বাজ, উদয়ন যে এবারই প্রব্রাজকের পীড়ন করিলেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন।' অনন্তর পিণ্ডোল ভারদ্বাজের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে মহাসত্ত্ব নগরের বহির্ভাগে চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম রাখিয়াছিল মাতঙ্গ।[১] উত্তরকালে যখন তিনি জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখন তিনি মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর কন্যা দৃষ্টমঙ্গলিকা কখনও প্রতিমাসে, কখনও দুই মাস অন্তর বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যানকেলি করিতে যাইতেন। একদিন মহাসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তোরণের মধ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি একটু পাশ কাটিয়া একান্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকাও পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও লোকটা কে?' তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, 'আর্য্যে, ও একজন চণ্ডাল।' 'বল কি? যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই এবং যাহা দেখিতে নাই, তাহাই দেখিলাম!' অনন্তর তিনি গন্ধোদকদ্বারা চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল, তাহারা বলিল, 'অরে দুষ্ট চণ্ডাল, আজ তোর জন্য আমাদের বিনামূল্যে লভ্য সুরা ও অন্ন নষ্ট হইল।' ইহা বলিয়া তাহারা ক্রোধবশে বোধিসত্ত্বকে লাথি, কিল ও চড়ে অচেতন করিয়া ফেলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তপরে মাতঙ্গের সংজ্ঞা সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'দৃষ্টমঙ্গলিকার সহচরেরা আমাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিল; আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে লাভ করিতে পারি তো উঠিব, নচেৎ যেই শুইলাম সেই শুইলাম।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকার পিতার গৃহদ্বারে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কেন শুইয়া আছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন 'আমি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে চাই, অন্য কোন হেতু ধর্ণা দেই নাই।' এইরূপে একদিন, দুই দিন, তিন দিন, চারি দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় না কি অসিদ্ধ থাকে না। এই জন্য সপ্তম দিনে লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, 'স্বামিন,

[১]। 'মাতঙ্গ' শব্দের একটী অর্থও চণ্ডাল।

উঠুন, চলুন আপনার গৃহে যাই।' মাতঙ্গ বলিলেন, 'ভদ্রে, তোমার সহচরেরা আমাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছে যে, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে তুলিয়া তোমার পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চল।' দৃষ্টমঙ্গলিকা তাহাই করিলেন। নগরবাসীরা সকলে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তিনি মহাসত্ত্বকে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চণ্ডালগ্রামে গমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব জাতিভেদ বিতর্ক না করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে কয়েক দিন গৃহে রাখিলেন, তাহার পর তিনি ভাবিলেন, 'একমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণদ্বারাই আমি এই রমণীকে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বিনী ও লাভবতী করিতে পারি; অন্য উপায়ে নহে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদ্রে, অরণ্য হইতে কিছু আহরণ না করিলে আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। আমি অরণ্যে চলিলাম; যত দিন না ফিরি, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।' তিনি পরিজনবর্গকে বলিলেন, সকলে যেন সাবধানে দৃষ্টমঙ্গলিকার তত্ত্বাবধান করে। অনন্তর তিনি বনে গিয়া শ্রমণক-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং এমন অপ্রমত্তভাবে তপস্যা করিলেন যে, সপ্তম দিবসেই অষ্ট সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল যে, তিনি দৃষ্টমঙ্গলিকাকে আশ্রয় দিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি ঋদ্ধিবলে সেই চণ্ডালগ্রামে অবতরণপূর্ব্বক দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা বাহিরে আসিলেন এবং 'আমাকে অনাথা করিয়া আপনি কেন প্রব্রজ্যা লইলেন?' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গ বলিলেন, 'ভদ্রে, চিন্তা করিও না; তোমাকে এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও সম্মানার্হা করিব। কিন্তু তুমি কি সকলের সমক্ষে বলিতে পারিবে যে, মাতঙ্গ তোমার স্বামী নহেন; তোমার স্বামী মহাব্রহ্মা?' দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, 'নিশ্চয় পারিব।' 'তবে এখন, তোমার স্বামী কোথায়, কেহ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি উত্তর দিবে যে, তিনি ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন। যদি কেহ আবার জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কবে ফিরিবেন, তবে তুমি বলিবে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া আগমন করিবেন।' দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এই উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব হিমবন্তেই ফিরিয়া গেলেন।

দৃষ্টমঙ্গলিকা বারাণসীর নানাস্থানে বহু লোকের নিকট এইরূপ বলিলেন। এই কথা বিশ্বাস করিয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'তিনি মহাব্রহ্মা কি না; সেই জন্য দৃষ্টমঙ্গলিকার সহবাস করেন না। দৃষ্টমঙ্গলিকা যাহা বলিতেছে, তাহা হইতে পারে।'

অতঃপর, পূর্ণিমাতিথিতে যখন পূর্ণচন্দ্র আকাশের মধ্যভাগে উপস্থিত হইল, তখন বোধিসত্ত্ব মহাব্রহ্মার বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রলোক ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং সমস্ত কাশীরাজ্য ও দ্বাদশযোজন বিস্তৃত বারাণসীপুরী যুগপৎ

উদ্ভাসিত করিয়া বারাণসীর উপরিভাগে তিন বার পরিভ্রমণ করিলেন। অসংখ্য লোকে তাঁহাকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিল; তিনি এইরূপে পূজিত হইতে হইতে চণ্ডাল-গ্রামের অভিমুখে গমন করিলেন। যাহারা ব্রহ্মভক্ত, তাহারাও সমবেত হইয়া চণ্ডালগ্রামে গেল, শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহ আচ্ছাদিত করিল, চতুর্জাতীয় গন্ধদ্বারা[১] উহার ভূমি বিলেপন করিল, সর্ব্বত্র পুষ্প বিকিরণ করিল, ধূপগুগ্‌গুলাদির ধূম দিল, চন্দ্রাতপ খাটাইল, তাহার আধোভাগে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করিল, সুগন্ধ তৈলের দীপ জ্বালিল, দ্বারদেশে রজতপট্টনিভ বালুকাস্তরণ নির্ম্মাণ করিল, তাহার উপর ফুল ছড়াইল এবং ধ্বজ উত্তোলন করিল। মহাসত্ত্ব এই অলঙ্কৃত গৃহে অবতরণ করিলেন এবং অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অল্পক্ষণের জন্য সেই শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা ঐ সময়ে ঋতুমতী ছিলেন। মহাসত্ত্ব অঙ্গুষ্টদ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদ্রে, তুমি এক পুত্র প্রসব করিবে; তুমি ও তোমার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী ও লাভবান হইবে; তোমার পাদোদক দ্বারা সমস্ত জম্বুদ্বীপের ভূপতিগণের অভিষেক সম্পাদিত হইবে; তোমার স্নানোদক অমৃতকল্প ঔষধ হইবে; ইহা মস্তকে অভিসেচন করিলে লোকে সর্ব্বদা নীরোগ থাকিবে, কালকর্ণী দূরে পলায়ন করিবে; যাহারা তোমার পাদপীঠে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিবে; যাহারা তোমার শ্রবণগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিবে, তাহারা তোমাকে শত মুদ্রা দিবে; যাহারা তোমার দৃষ্টিপথে থাকিয়া বন্দনা করিবে তাহারা তোমাকে এক কার্ষাপণ দিবে। তুমি অপ্রমত্তভাবে থাকিও।' দৃষ্টমঙ্গলিকাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মহাসত্ত্ব গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং সেই সমবেত জনসঙ্ঘের সম্মুখেই আকাশে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মভক্তগণ সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে অবস্থিতি করিল এবং প্রাতঃকালে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে সুবর্ণশিবিকায় আরোহণ করাইয়া মস্তকোপরি বহন করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিল। তিনি মহাব্রহ্মার ভার্য্যা, এই বিশ্বাসে বহুলোক দৃষ্টমঙ্গলিকার নিকটে গিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার পাদপীঠে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতে পারিত, তাহারা প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিত; যাহারা শ্রবণপথে থাকিয়া বন্দনা করিত, তাহারা শত মুদ্রা দিত; যাহারা কেবল দৃষ্টিগোচরে থাকিয়া বন্দনা করিত, তাহারা এক এক কার্ষাপণ দিত। দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীর বিচরণ

---

[১]। কুঙ্কুম, জাতীপুষ্প, তুরুস্ক, (তুর্কদেশীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ—myrh?) এবং যাবন (গ্রীস দেশজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ), এই চারিটী মিশাইয়া যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহাকে চতুর্জাতীয় গন্ধ বলা যাইত।

করিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে অষ্টাদশ কোটি ধন প্রাপ্ত হইলেন।

নগর পরিভ্রমণান্তে ভক্তগণ দৃষ্টমঙ্গলিকাকে নগরমধ্যে আনয়ন করিল এবং এক অতি উৎকৃষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণপূর্ব্বক চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইয়া তাঁহাকে সেইখানে মহাঘটার সহিত বাস করাইল। তাহারা মণ্ডপের নিকট সাতটী তোরণযুক্ত এক সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল; এই নূতন কর্ম্ম মহা ঘটার সহিত চলিতে লাগিল।

দৃষ্টমঙ্গলিকা মণ্ডপেই পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুর নামকরণ দিবসে ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া বলিলেন, 'এ যখন মণ্ডপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন ইঁহার নাম হইল মাণ্ডব্য কুমার।'[১] এদিকে দশ মাসে সেই প্রাসাদেরও নির্ম্মাণ শেষ হইল এবং দৃষ্টমঙ্গলিকা সেখানে গিয়া মহাসম্মানের ও আড়ম্বরের সহিত বাস করিলেন। মাণ্ডব্যকুমারও অতি যত্নের ও ঐশ্বর্য্যলভ্য ভোগের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স সাত, কি আট বৎসর হইল, তখন জম্বুদ্বীপতলে যে সকল উত্তম আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিলেন। ষোল বৎসর বয়সে মাণ্ডব্যকুমার ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন; চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকে ব্রাহ্মণদিগকে দান দিবার ব্যবস্থা হইল।

একদিন কোন মহাপর্ব্বোপলক্ষ্যে দৃষ্টমঙ্গলিকার গৃহে বহু পায়স প্রস্তুত হইল। চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকের নিকটে ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ সুবর্ণরসের ন্যায় পীতবর্ণ নব্যঘৃত, পক্কমধু[২] ও শর্করাখণ্ডসহযোগে ঐ পায়স ভোজন করিতে বসিল এবং মাণ্ডব্যকুমার সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, সুবর্ণপাদুকা পরিধান করিয়া এবং সুবর্ণযষ্টি হস্তে লইয়া 'এখানে ঘি দাও', 'এখানে মধু দাও' বলিতে বলিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মাতঙ্গ পণ্ডিত হিমবন্তে নিজের আশ্রমে বসিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকার পুত্রের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কুমার বিপথে চলিতেছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'আমি আজই গিয়া কুমারকে দমনপূর্ব্বক, যেখানে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা সেখানে দান করাইব।' অনন্তর তিনি আকাশপথে অনবতপ্ত হ্রদে গমন করিলেন, সেখানে মুখধোবনাদি শেষ করিয়া মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন, রক্তবর্ণ দ্বিপট্ট ও কায়বন্ধন পরিলেন, তদুপরি পাংশুকুল সংঘাটি[৩] দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং মৃন্ময় পাত্র হস্তে লইয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠকের

১। বলা বাহুল্য, নামটীর এইরূপ ব্যাখ্যা ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

২। মধু জ্বাল দিয়া রাখিলে গাঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

৩। আবর্জ্জনাস্তূপে যে সকল বস্ত্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল দিয়া প্রস্তুত সংঘাটি। এরূপ সংঘাটি ব্যবহার করা একপ্রকার ধুতাঙ্গ (১ম খণ্ডের ৩৯শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সন্নিহিত সেই দানশালায় অবতরণ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলেন। মাণ্ডব্য ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'কে হে তুমি? তোমার এমনই বিকট আকার যে, দেখিলে মনে হয়, তুমি কোন পাংশুপিশাচ[১] বা যক্ষ; তুমি কোথা হইতে আসিলে?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কালে কুমার প্রথম গাথা বলিলেন :

১. পাংশুপিশাচের মত রূপ তব দেখি ঘৃণা পায়;
মলিন সংঘাটি এক শতছিন্ন পরিয়াছ গায়।
অবস্কর-স্তূপলব্ধ ছিন্নবস্ত্র কণ্ঠে প্রলম্বিত;
অপাত্রে, তোমার মত দান করা অতি অবিহিত।

মহাসত্ত্ব এই সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি মৃদুচিত্তে কুমারের সহিত দ্বিতীয় গাথায় আলাপ করিলেন :

২. আহারের আয়োজন হয়েছে প্রচুর হেথা, কেহ খায়, কেহ করে পান,
জান তুমি, হে যশস্বী পরদত্ত অন্ন খেয়ে রক্ষা মোরা করি নিজ প্রাণ।
কর ক্রোধ সংবরণ; উঠি ভিক্ষা দাও তুমি; চণ্ডালের ক্ষুধা কর নাশ;
ঘৃণাবশে তুমি যদি দেও মোরে তাড়াইয়া, বল তবে যাব কার পাশ।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন :

৩. নিজের মঙ্গল তরে শ্রদ্ধাসহকারে
করেছি প্রস্তুত অন্ন দিতে বিপ্রগণে।
দূর হও, জাল্ম; কভু লভিতে না পারে
মাদৃশ ব্যক্তির দান তোমা সম জনে।
বৃথা কেন দাঁড়াইয়া রয়েছ এখানে?
এখনি চলিয়া যাও অন্য কোন স্থানে।

ইঁহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন :

৪. উচ্চ, নীচ, অনুপ—ত্রিবিধ ক্ষেত্র আছে;
উপেক্ষিত কোনটী কি কৃষকের কাছে?
কত পরিমাণে বৃষ্টি হবে কোন্ বার,
পূর্ব্ব হতে সাধ্য তার নাহি জানিবার।
তাই সে সর্ব্বত্র বীজ বপে সযতনে,
পাইবে কিছু না কিছু, এ বিশ্বাস মনে।
তুমিও হৃদয়ে ধরি এরূপ বিশ্বাস

---

[১] । সঙ্কারযক্ষসদিস—'সঙ্কার' শব্দের অর্থ ধূলি বা আবর্জ্জনা। একপ্রকার পিশাচ মলপূর্ণ স্থানে থাকে বলিয়া পাংশুপিশাচ নামে অভিহিত হয়। এখানে 'সঙ্কারযক্ষ' পদেও তাহাই বুঝাইতেছে।

উচ্চ নীচ সকলের পূর্ণ কর আশ।
নিশ্চয় সার্থক দান লভিবার তরে
থাকিবে কেহ না কেহ তাদের ভিতরে।

তখন মাণ্ডব্য বলিলেন :

৫. চিনি আমি ক্ষেত্র, জানি বপিলে কোথায়
ঘটিবে সুফলপ্রাপ্তি আমার নিশ্চয়।
ভদ্রকুলে জাত বেদবিৎ বিপ্রগণ—
তাঁরাই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, বলে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব দুইটী গাথা বলিলেন :

৬. জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ
দ্বেষ-মদ-মোহে পূর্ণ মন যার—
একাধারে, এত দোষ দেখা যদি যায়
কেমনে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বলিবে তাহায়?

৭. জাতিগত অহঙ্কারে, অভিমানে আর লোভ
দ্বেষ-মদ-মোহে পূর্ণ মন যার—
কুক্ষেত্র সে; এ সকল দোষ না থাকিলে
দানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র লোকে তারে বলে।

মহাসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিলে মাণ্ডব্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ‘এ লোকটা অতিমাত্রায় প্রলাপ করিতেছে; দৌবারিকেরা কোথায় গেল; এখনও এ চণ্ডালটাকে দূর করিয়া দিল না?

৮. কোথা গেলি ভাণ্ডকুক্ষি? কোথা উপাধ্যায়?
কোথা উপজ্যোতিঃ? সবে ছুটি হেথা আয়।[১]
মার, কাট, শাস্তি এরে দে তো আচ্ছা করে;
গলাধাক্কা দিয়া দূর কর তো ব্যাটারে।

মাণ্ডব্যের চীৎকার শুনিয়া দৌবারিকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, ‘প্রভু, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?’

‘ঐ চণ্ডালাধমটাকে আসিতে দেখিয়াছিস?” ‘না প্রভু, ও কোন্ পথে আসিয়াছিল, তাহা দেখি নাই। ব্যাটা হয় কোন বাজীকর, নয় মায়াবী।’ ‘দাঁড়াইয়া রহিলি যে?’ ‘কি করিব, আজ্ঞা করুন।’ ‘ব্যাটার মুখে ঘা কত মার, গালের হাড় ভাঙ্গ, লাঠি ও বাঁশের বাখারির চোটে পিঠের চামড়া উল্টাইয়া দে, আধমড়া কর, গলাধাক্কা দিয়ে ফেলে দে এবং এখান থেকে বাহির কর।’ কিন্তু

---

[১]। ভাণ্ডকুক্ষি, উপাধ্যায় ও উপজ্যোতিঃ দৌবারিকদিগের নাম।

দৌবারিকেরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই মহাসত্ত্ব উৎপতনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া এই গাথা বলিলেন :

৯. কার সাধ্য ঋষিজনে কটু বাক্য বলে?
গিলিতে কি পারে কেহ জলন্ত অনলে?
নখ-বিলিখনে গিরিখনন না হয়;
দন্তের পেষণে লৌহ খাওয়া নাহি যায়।

এই গাথা বলিবার পরেই মহাসত্ত্ব ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়া গেলেন; মাণ্ডব্য কুমার ও ব্রাহ্মণেরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :

১০. বলি এই কথা তখন(ই) মাতঙ্গ ঋষি সত্যপরাক্রম
উঠেন আকাশে;সবিস্ময়ে তাহা দেখিল ব্রাহ্মণগণ।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন এবং একটী বীথিতে অবতরণপূর্ব্বক, যাহাতে লোকে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পারে এই উদ্দেশ্যে, পূর্ব্বদ্বারের নিকটে ভিক্ষাচর্য্যা করিলেন। এইরূপে কিয়ৎপরিমাণ মিশ্রখাদ্য[১] সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি একটী গৃহে উপবেশন করিয়া উহা ভোজন করিতে লাগিলেন।

'কুমার আমাদের পূজনীয় ঋষিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া অপমানিত করিয়াছে; ইহা সহ্য করা অসম্ভব; এইরূপ ভাবিয়া নগর দেবতারা[২] সমবেত হইল। ইহাদের মধ্যে যে প্রধান যক্ষ, সে কুমারের গলা মোচড়াইল; অপর যক্ষেরা ব্রাহ্মণদিগের গলা মোচড়াইল। বোধিসত্ত্বের প্রতি অনুকম্পাবশত তাহারা তাঁহার পুত্রকে প্রাণে মারিল না, কেবল যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহারা মাণ্ডব্যের মাথাটা এমনভাবে মোচড়াইল যে, মুখখানি ঘুরিয়া পিঠের দিকে আসিল। তাঁহার হাত পা কাঠের মত শক্ত হইল, চক্ষু দুইটী মড়ার চোখের মত বিস্ফারিত হইল; তিনি নিশ্চেষ্ট শীরে পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরাও পরস্পরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে লালা বমন করিতে লাগিল। লোকে দৃষ্টমঙ্গলিকাকে গিয়া জানাইল, 'আর্য্যে, আপনার পুত্রের যেন কি অসুখ হইয়াছে।' তিনি ছুটিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন এবং তাঁহার দশা দেখিয়া বলিলেন, 'হায়, এ কি হইল?

১১. ব্যাবৃত্ত পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ, বাহুদ্বয়
নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়!
শিবচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন;
এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন্ জন?'

---

[১]। 'মিস্‌সক ভত্তং'—ভিক্ষুদিগের পাত্রে লোকে নানাপ্রকার অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি দেয়। সমস্ত মিশিয়া এক অদ্ভুত খাদ্য প্রস্তুত হয়। ভিক্ষুরা তাহাই আহার করেন।

[২]। এখানে যক্ষেরা নগর-দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সেখানে যে সকল লোক ছিল,
তাহারা দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জানাইল :

১২. পাংশুপিশাচের মত এসেছিল ভিক্ষু একজন।
দেখিলে উপজে ঘৃণা, ছিন্ন তার মলিন বসন।
অবস্কর-স্তূপলব্ধ চীর কণ্ঠে বিলম্বিত তার,
করি গেল সেই, দেবি, এ দুর্দ্দশা পুত্রের তোমার।

তাহাদের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা ভাবিলেন, 'অন্য কাহারও এমন ক্ষমতা নাই; ইহা নিঃশংসয় মাতঙ্গ পণ্ডিতের কাজ। কিন্তু যিনি ধীর ও মৈত্রীভাবসম্পন্ন, তিনি এই সকল ব্যক্তিকে এরূপ যন্ত্রণায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। দেখা যাউক, তিনি কোন স্থানে গিয়াছেন।' তিনি উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১৩. কোন দিকে গিয়াছেন সেই প্রাজ্ঞবর,
বল, মাণবক সব, বলহ সত্বর।
পায়ে পড়ি, অপরাধ করিয়া স্বীকার,
মাগিয়া লইব প্রাণ বাছার আমার;
উপস্থিত মাণবকেরা উত্তর দিল :

১৪. গেলেন আকাশপথে সেই প্রাজ্ঞবর,
যার যথা মধ্যাকাশে পূর্ণ শশধর।
সত্যব্রত, সাধুশীল ঋষি পরক্ষণে
চলিলেন পূর্ব্বমুখে, এই পড়ে মনে।

মাণবকদিগের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দাসীদিগকে সুবর্ণকলস ও সুবর্ণ শরাব লইয়া আসিতে বলিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভূতলে মহাসত্ত্বের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই চিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, মহাসত্ত্ব পীঠিকায় উপবেশন করিয়া ভোজন করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিতি করিলেন। মহাসত্ত্ব দৃষ্টমঙ্গলিকাকে দেখিয়া পাত্রে কিছু অন্ন রাখিয়া দিলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা তখন সুবর্ণ কলস হইতে তাঁহাকে জল দিলেন; তিনি সেখানেই হাত ধুইয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তখন দৃষ্টমঙ্গলিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে আমার পুত্রের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে?

১৫. ব্যাবৃত্ত, পৃষ্ঠাভিমুখে শিরঃ; বাহুদ্বয়
নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে দুলিতেছে, হায়!
শিবচক্ষু শ্বেতবর্ণ মৃতের মতন;

এ দুর্দ্দশা বাছার করিল কোন জন?'
ইঁহার পর যে চারিটী গাথা আছে,
সেগুলি উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর :

১৬. 'মহা-অনুভাব যক্ষ থাকে শত শত
সাধুশীল ঋষিদের সদা অনুগত।
দুষ্টচিত্ত, ক্রুদ্ধ দেখি তনয়ে তোমার
যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে তাহার।'

১৭. 'যক্ষোরাজ এ দুর্দ্দশা করেছে বাছার;
তুমি মোর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না আর।
তব পাদপদ্মে, ভিক্ষু, লইনু শরণ;
পুত্রশোকাতুরা মাগে পুত্রের জীবন।'

১৮. 'যবে সে বলিয়াছিল দুর্ব্বাক্য আমায়,
যবে তুমি শরণ লইলে মোর পায়,
না ছিল, না আছে কোন দ্বেষ মনে মম।
কিন্তু তনয়ের তব বড় মতিভ্রম।
জানি বেদ, ভাবি ইহা অহঙ্কারে মত্ত;
পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নাহি বুঝে অর্থ।'

১৯. 'মোহবশে মানুষের নিমেষে নিশ্চয়
কখন(ও) কখন(ও), ভিক্ষু, মতিভ্রম হয়।
এক অপরাধ তার ক্ষম, তপোধন;
পণ্ডিতেরা ক্রোধবশে হন না কখন।'

দৃষ্টমঙ্গলিকা এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি সেই যক্ষদিগের পলায়নার্থ অমৃতোপম ঔষধ দিতেছি।

২০. আমায় উচ্ছিষ্ট এই অন্ন লয়ে যাও;
মূর্খ মাণ্ডব্যেরে গিয়া এখন(ই) খাওয়াও।
যক্ষে না করিবে আর অনিষ্ট তাহার;
অচিরে নীরোগ তব হইবে কুমার।'

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকা, 'স্বামীন, অমৃতৌষধ দান করুন' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে সুবর্ণশরাব ধরিলেন। মহাসত্ত্ব তাহাতে একটু উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক সেচন করিয়া বলিলেন, 'প্রথমে তোমার পুত্রের মুখে ইঁহার অর্দ্ধ পরিমাণ দিবে, তাহার পর, অবশিষ্ট কাঞ্জিক একটা চাটিতে[১] জলের সঙ্গে মিশাইয়া ব্রাহ্মণদিগের

---

[১]। চাটি—নাদা বা 'চাড়ি'।

মুখে দিবে। ইহাতে তাহারা সকলেই রোগমুক্ত হইবে।' এই ব্যবস্থা দিবার পর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন।

দৃষ্টমঙ্গলিকা সেই শরাবখানি মস্তকে রাখিয়া, 'আমি অমৃতৌষধ পাইয়াছি' বলিতে বলিতে নিজের আলয়ে ফিরিলেন এবং প্রথমে পুত্রের মুখে কাঞ্জিক দিলেন। যক্ষ পলায়ন করিল; কুমার গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিলেন এবং দৃষ্টমঙ্গলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি হইয়াছে, মা?' দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, 'তোমার কাজ তুমিই জান, বাবা। এস, তুমি যাহাদিগকে দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, এক বার তাহাদের দুর্গতি দেখ।' কুমার তাহাদিগকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন। দৃষ্টমঙ্গলিকা বলিলেন, 'বৎস, মাণ্ডব্য, তুমি নির্ব্বোধ; কাহাকে দান করিলে মহাফল পাওয়া যায়, তাহা তুমি জান না। এরূপ লোক কখনও দানের উপযুক্ত পাত্র নহে; যাহারা মাতঙ্গ পণ্ডিতের ন্যায়, তাহারাই দানের সুপাত্র। তুমি এখন হইতে এই দুঃশীল লোকগুলোকে দান দিও না, যাঁহারা শীলবান, তাহাদিগকেই দান দিও।

২১. মাণ্ডব্য, বড়ই তুমি অল্প বুদ্ধি ধর;
পুণ্যক্ষেত্র কি যে, তাহা বিচার না কর।
মহাপাপলিপ্ত, আর অসংযমী যারা,
তোমার নিকটে দান পায় শুধু তারা।

২২. মাথার জটার ভার; অজিন বসন,
তৃণাচ্ছন্ন জলহীন কূপের মতন
মুখখানি—অরঞ্জিত রূক্ষ বাস গায়;
ধর্ম্মধ্বজী হয়ে লোকে এভাবে বেড়ায়।
ঈদৃশ ঘৃণার্হ লোকে, বল তো কেমনে
তারিবে তোমার মত হীনমতি জনে?

২৩. অনাসক্ত, দ্বেষহীন, হয়েছে আস্রব[১] ক্ষীণ;
অবিদ্যা হয়েছে বিদূরতি;—
এমন অর্হদ্‌গণে দেয় দান যেই জনে,
মহাফল লভে সে নিশ্চিত।

অতএব, বাছা, তুমি এখন হইতে এইরূপ দুঃশীলদিগকে কিছু না দিয়া, যাঁহারা ইহলোকে অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেকবুদ্ধ, তাঁহাদিগকেই দান দিবে। এস বৎস, এখন আমাদের আশ্রিত এই লোকগুলিকে অমৃতৌষধ পান করাইয়া

---

[১]। আসব (আস্রব)—পাপ, রিপু।

রোগমুক্ত করি।' ইহা বলিয়া তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কাঞ্জিক লইয়া জলপূর্ণ চাটিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণের মুখে একটু একটু দেওয়াইলেন। তাহারা একে একে গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিল। তাহারা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পান করিয়াছে বলিয়া অন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অব্রাহ্মণ করিল। ইহাতে লজ্জিত হইয়া সেই ষোড়শ সহস্র ব্রাহ্মণ বারাণসী ত্যাগ করিয়া মেধ্য রাজ্যে[১] গমন করিল এবং মেধ্যরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। মাণ্ডব্য কিন্তু নিজের দেশেই রহিলেন।

ঐ সময়ে বেত্রবতী নগরের নিকটে বেত্রবতী নদীর তীরে জাতিমন্ত-নামক একজন ব্রাহ্মণ প্রব্রাজক ছিলেন। তিনি জাতিসম্বন্ধে বড় গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ স্থানে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অদূরে নদীর উপরিস্রোতে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি একদিন দন্তধাবনান্তে দন্তকাষ্ঠখানি 'জাতিমন্তের জটায় গিয়া লাগুক', এই উদ্দেশ্যে নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। জাতিমন্ত যখন আচমন করিতেছিলেন, তখন দন্তকাষ্ঠখানি তাঁহার জটায় সংলগ্ন হইল। তাহা দেখিয়া জাতিমন্ত বলিলেন, 'নিপাত যাও, বৃষল।' অনন্তর এই কালকর্ণীরূপী কাষ্ঠখানি কোথা হইতে আসিল, ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে যাইতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন জাতি?' মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন, 'আমি চণ্ডাল।' 'তুমি কি নদীতে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়াছ?' 'হাঁ, মহাশয়।' 'নিপাত যা, নরাধম! ব্যাটা দুর্লক্ষণ চণ্ডাল! এখান হইতে উঠিয়া যা, অধোস্রোতে গিয়া থাক!' কিন্তু অধোস্রোতে গিয়া বোধিসত্ত্ব যে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিতে ভাসিতে জাতিমন্তের জটাসংলগ্ন হইল। তখন জাতিমন্ত বলিলেন, 'ব্যাটার মরণ নাই! যদি এখানে থাকিবি, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে তোর মস্তকটা সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইঁহার উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে আমার শীল ভঙ্গ হইবে; কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ইঁহার দর্প নাশ করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি সূর্য্যের উদয় বন্ধ করিলেন, লোকে উদ্‌বিগ্ন হইয়া জাতিমন্ত তপস্বীর নিকটে গেল এবং বলিল, 'আপনি কি সূর্য্য উঠিতে দিতেছেন না?' জাতিমন্ত বলিলেন, 'ইহা আমার কর্ম্ম নহে; নদীতীরে একটা চণ্ডাল বাস

---

[১]। মেধ্যরাজ্য (মেজ্‌ঝরট্‌ঠং) কি, তাহা বুঝা গেল না। 'মেজ্‌ঝ' না হইয়া 'মজ্‌ঝ' (মধ্য) হইবে কি? মধ্যরাজ্য বলিলে মধ্যদেশ বুঝা যাইতে পারে। পঞ্চাল ব্রহ্মর্ষি দেশে। আচার সম্বন্ধে মধ্যদেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি অপেক্ষা হীনতর ছিল। সদাচারসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশবাসীরা গর্ব্ব করিতেন। মনু বলে 'এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেয়ন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।'

করে; এ কাজটা বোধ হয় তাহারই।' তখন তাহারা মহাসত্ত্বের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদন্ত, তোমাদের আশ্রিত তাপস আমাকে নিরপরাধ জানিয়াও অভিশাপ দিয়াছেন; তিনি যদি আসিয়া ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আমার পায়ে পড়েন, তবেই আমি সূর্য্যকে মুক্তি দিব।' লোকে গিয়া তাপসকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল, তাঁহাকে মহাসত্ত্বের পাদমূলে ফেলিয়া ক্ষমা করাইল এবং মহাসত্ত্বকে বলিল, 'ভদন্ত, এখন সূর্য্যকে মুক্তি দিন।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি মুক্তি দিতে পারিতেছি না, কারণ সূর্য্যকে মুক্তি দিলেই এই তাপসের মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে। 'এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?' 'তোমরা একটা মৃৎপিণ্ড লইয়া আইস।' তাহারা মৃৎপিণ্ড আনয়ন করিলে তিনি বলিলেন, 'তোমরা এই মাটি তাপসের মাথায় রাখিয়া তাঁহাকে নামাইয়া জলের মধ্যে রাখ।' লোকে তাহাই করিল, মহাসত্ত্ব সূর্য্যকে মুক্তি দিলেন; সূর্য্য উদিত হইলে সেই মৃৎপিণ্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল, তাপসও জলে ডুব দিলেন।

জাতিমন্তকে দমন করিবার পর মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'সেই ষোল হাজার ব্রাহ্মণ এখন কোথায়?' তিনি ধ্যানবলে বুঝিতে পারিলেন, তাহারা মেধ্যরাজের আশ্রয়ে আছে। তখন তাহাদিগকেও দমন করিবার সঙ্কল্পে তিনি ঋদ্ধিবলে নগরের নিকটে অবতরণ করিলেন এবং পাত্র লইয়া নগরের মধ্যে পিণ্ডচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ যদি এখানে দুই একদিনও থাকে, তবে আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিবে।' তাহারা সত্বর রাজার নিকটে গিয়া বলিল, 'মহারাজ, এক অতি দুষ্ট মায়াবী আসিয়াছে; আপনি তাহাকে ধরিয়া আনুন।' রাজা বলিলেন, 'বেশ বলিয়াছ; আমি তাহাকে বন্দী করিতেছি।' মহাসত্ত্ব মিশ্রভক্ত লইয়া একটী প্রাচীরের নিকটে পীঠিকায় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে ভোজন করিতেছিলেন, এক সময়ে রাজপ্রেরিত লোকে অসির আঘাতে তাঁহার জীবনান্ত করিল। মৃত্যুর পরে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই জাতকে তিনি কোণ্ডদমক[১] ছিলেন এবং সেই কারণে

---

[১]। 'কোণ্ডদমক' শব্দটীর অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানে শব্দটী ধরা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অর্থ দেওয়া নাই, কেবল 'কুণ্ড' শব্দের এবং (জাতক) দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৯ম পৃষ্ঠের 'কোণ্ট' শব্দের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ বক্র; কোণ্ট—ঘৃণার্হ বা জুগুপ্সিত অভ্যাস-বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহার কোন অর্থই এখানে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী অনুবাদক 'কোণ্ড' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুণ্ড' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার একটী অর্থ 'নকুল'। যদি বেজি ধরা ও বেজি পোষা চণ্ডালের ব্যবসায় বলিয়া মনে করা যায়, তবে এ অর্থ কষ্টকল্পনার বলে নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়। গরুড় গোস্বামী তাঁহার অমাবতুর (অমৃতোদক বা অমৃতপ্রবাহ)-নামক গ্রন্থে এই জাতকের প্রতিপাদ্য বিষয়

পরাধীনভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণবধে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া তপ্তভস্মবর্ষণে সমস্ত মেধ্যরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এইজন্য লোকে বলে :

২৪. যশস্বী মাতঙ্গ যবে মেধ্যরাজ্যে এইরূপে হইলেন হত,
উচ্ছিন্ন হইল রাজা, আর তার পাত্র, মিত্র, প্রজা ছিল যত।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও উদয়ন প্রব্রাকদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন উদয়ন ছিলেন মাণ্ডব্য এবং আমি ছিলাম মাতঙ্গ পণ্ডিত।]

----

৪৯৮. চিত্রসম্ভূত-জাতক

[আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের দুইজন সার্দ্ধবিহারিক পরস্পর পরম সৌহার্দ্দ্যের সহিত বাস করিতেন। শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরকে অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহারা যাহা পাইতেন, ভাগবন্টন না করিয়া দুই জনেই ভোগ করিতেন। ভিক্ষাচর্য্যার কালেও তাঁহারা এক সঙ্গে যাইতেন, এক সঙ্গে ফিরিতেন, একে অপরের সাহচর্য্য বিনা থাকিতে পারিতেন না। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তাঁহাদের পরস্পরের এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া উহা জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ইঁহারা যে এই এক জন্মে পরস্পরের প্রণয়ে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; পুরাণ পণ্ডিতেরা তিন চারি বার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াও মিত্রতা পরিহার করেন নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে অবন্তীরাজ্যে উজ্জয়িনী নগরে অবন্তীমহারাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন উজ্জয়িনীর বাহিরে একখানি চণ্ডালগ্রাম ছিল। মহাসত্ত্ব এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর একটী প্রাণীও তাঁহার মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইয়াছিল যথাক্রমে চিত্র ও সম্ভুত। তাঁহারা দুইজনেই বয়ঃপ্রাপ্তির পর চণ্ডালবংশ-ধোপন[১] নামক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বোধিসত্ত্ব এই জন্মে মিথ্যাদৃষ্টি দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আখ্যায়িকার কোন অংশেই প্রত্যক্ষভাবে মিথ্যাদৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই।

[১]। 'চণ্ডালবংশধোপন' কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, sweepin in the Chandala breed। কিন্তু এ অর্থের অর্থগ্রহ করা অসম্ভব।

একদিন তাঁহারা উজ্জয়িনী নগরের দ্বারদেশে আপনাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে একজন উত্তর দ্বারে এবং একজন পূর্ব্বদ্বারে গিয়া খেলা দেখাইতে লাগিলেন। এই দ্বারদ্বয়ের নিকটে দুইজন দৃষ্টমঙ্গলিকা[১] বাস করিতেন—একজন শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং একজন পুরোহিতের কন্যা। তাঁহারা বহু খাদ্যভোজ্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া উদ্যানকেলি করিবার জন্য একজন উত্তর দ্বারা দিয়া এবং একজন পূর্ব্বদ্বার দিয়া যাত্রা করিলেন। চণ্ডালপুত্রেরা খেলা দেখাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরা কি জাতি?' লোকে যখন বলিল যে তাঁহারা চণ্ডালপুত্র, তখন তাঁহারা মনে করিলেন, 'যাহা দর্শনের অযোগ্য, তাহা দেখিলাম!' অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহারা গন্ধোদক দ্বারা স্ব স্ব চক্ষু ধৌত করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের অনুচরগণ চণ্ডাল পুত্রদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'অরে ধূর্ত্ত চণ্ডালগণ, তোদের জন্যই আমরা বিনামূল্যে লভ্য সুরাভক্তাদি হইতে বঞ্চিত হইলাম!' তাহারা প্রহার করিয়া দুই সহোদরেরই দুর্দ্দশার একশেষ করিল। সংজ্ঞালাভের পর দুইজনেই পরস্পরের নিকটে যাইবার জন্য চলিলেন এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া স্ব স্ব দুর্দ্দশার কথা বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর কি কর্ত্তব্য, ইহা চিন্তা করিয়া দুইজনেই স্থির করিলেন, 'জাতির নীচতাবশত আমরা এই দুঃখ পাইলাম। আমরা আর চণ্ডালের কর্ম্ম করিতে পারিব না; চল, আমরা জাতি গোপন করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তক্ষশিলায় যাই এবং সেখানে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করি।' এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা তক্ষশিলায় গেলেন এবং সেখানে কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের ধর্ম্মান্তেবাসিকভাবে[২] বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে দুইজন চণ্ডাল নাকি জাতি গোপন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। চিত্র পণ্ডিতের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল; কিন্তু সম্ভূতের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল না।

'বংশ' শব্দ এখানে 'কুল' বা 'গোত্র' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; ইহা বাঁশ। বুদ্ধঘোষ বলেন, ইহা 'বেণুং উস্সাপেত্বা কীলনং।' এই ক্রীড়ার লোকে হাতের তলে বংশযষ্টি রাখিয়া এমন কৌশলে নৃত্য করে যে, বাঁশখানি লম্বভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে। কাহারও কোমরে বাঁশ তুলিয়া তাহার উপরে উঠিয়া নানারূপ কৌশল প্রদর্শন এই ক্রীড়ার অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

[১]। 'দৃষ্টমঙ্গলিক' শব্দের ব্যাখ্যা মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে প্রদত্ত হইয়াছে।

[২]। মূলে 'ধর্ম্মান্তেবাসিকা' আছে। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহার অর্থ—তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, যাহারা গুরুদক্ষিণা দিতে অসমর্থ, এমন দরিদ্র ছাত্রই ধর্ম্মান্তেবাসিক বা পুণ্যশিষ্য নামে অভিহিত হইত।

একদিন কোন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণভোজন দিবার মানসে[১] ঐ আচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিল। ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় পথের সমস্ত গর্ত্ত জলপূর্ণ হইল। আচার্য্য প্রত্যুষেই চিত্র পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি যাইতে পারিব না; তুমি ছাত্রদিগকে লইয়া যাও, সেখানে গিয়া মঙ্গলবাক্য বল (অর্থাৎ স্বস্তিবচন পাঠ কর বা আশীর্ব্বাদ কর) এবং নিজেরা যাহা পাইবে তাহা আহার করিয়া, আমাকে যাহা দিবে তাহা লইয়া আইস।' চিত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শিষ্যগণসহ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ইহাঁরা যখন মুখ ধুইতে ও স্নান করিতে লাগিলেন, তখন গ্রামবাসীরা পায়স বাড়িয়া জুড়াইবার জন্য রাখিয়া দিল। কিন্তু পায়স জুড়াইবার পূর্ব্বেই ছাত্রেরা আসিয়া আসনে বসিল। লোকে তাহাদিগকে দক্ষিণোদক দিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে পায়সের পাত্রগুলি স্থাপন করিল। সম্ভূত যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন; তিনি পায়স জুড়াইয়াছে ভাবিয়া এক গ্রাস মুখে দিলেন; উহা তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায় তাহার মুখ দগ্ধ করিল। যন্ত্রণায় তিনি নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং চিত্র পণ্ডিতের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে চণ্ডালভাষায় বলিলেন, 'এবং খলু' (বড় গরম)। চিত্রও ছদ্মবেশের কথা ভুলিয়া বলিলেন, 'নিগ্গল, নিগ্গল' (থু করিয়া ফেল)।[২] ছাত্রেরা পরস্পরের দিকে অবলোকন করিয়া বলিল, 'এ কি ভাষা?' অনন্তর চিত্র পণ্ডিত আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন।

আহারান্তে ছাত্রেরা সেখান হইতে বাহির হইয়া এক এক স্থানে এক এক দল বান্ধিয়া চিত্র ও সম্ভূতের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল, এবং যখন বুঝিল যে, তাঁহারা চণ্ডালভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন বলিল, 'অরে দুষ্ট চণ্ডালগণ, তোরা এতদিন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিস!' তাহারা দুইজনকেই প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু একজন ভদ্রলোক তাহাদিগকে বারণ করিয়া সরাইয়া দিলেন এবং 'এ তোমাদের জাতিগত দোষ; তোমরা কোথাও গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক জীবনযাপন কর,' ইহা বলিয়া চিত্র ও সম্ভূতকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দুইজন যে চণ্ডাল, শিষ্যেরা গিয়া আচার্য্যকে তাহা জানাইল।

চিত্র ও সম্ভূত বনে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে দেহত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জনা নদীর[৩] তীরে এক মৃগীর গর্ভে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

১। মূলে 'ব্রাহ্মণবাচনকং করিস্সামি' আছে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ১৫০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। বুঝিতে হইবে যে 'খলু' ও 'নিগ্গল' শব্দ তখন উল্লিখিত অর্থে চণ্ডালদিগের ভাষাতেই প্রচলিত ছিল।

৩। বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী নদী।

মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইবার পর হইতেই তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে বিচরণ করিতেন, একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একদিন তাঁহারা তৃণপত্রাদি ভোজন করিয়া এক বৃক্ষমূলে পরস্পরের মস্তকে মস্তক, শৃঙ্গে শৃঙ্গ, তুণ্ডে তুণ্ড সংলগ্ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া কোন ব্যাধ শক্তি নিক্ষেপপূর্ব্বক একাঘাতেই উভয়ের জীবনান্ত করিল।

মৃগদেহত্যাগের পর তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে উৎক্রোশ-যোনিতে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সেখানেও বড় হইয়া তাঁহারা একদিন আহারান্তে পরস্পরের মস্তকে মস্তক ও তুণ্ডে তুণ্ড সংলগ্ন করিয়া অবস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ ষষ্টি ও পাশের সাহায্যে একাঘাতেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া ফেলিল।

উৎক্রোশ জন্ম ত্যাগ করিবার পর চিত্র পণ্ডিত কৌশম্বী নগরে পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মান্তর লাভ করিলেন। সম্ভূত পণ্ডিত উত্তরপঞ্চালরাজের পুত্র হইয়া জন্মিলেন। নামকরণ দিন হইতেই তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন; কিন্তু সম্ভূত পণ্ডিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিতে পারিতেন না; তাহার কেবল চতুর্থ অর্থাৎ চণ্ডাল জন্মের কথাই স্মরণ ছিল; চিত্র পণ্ডিত কিন্তু চারিটী জন্মের কথাই যথাক্রমে অনুস্মরণ করিতে পারিতেন। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞালাভানন্তর ধ্যানসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর সম্ভূত পণ্ডিত রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিলেন। ছত্রগ্রহণোৎসবের দিন তিনি সমবেত জনবৃন্দের মধ্যে মনের আবেগে মঙ্গলগীতরূপে দুইটী গাথা করিলেন। তাহা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীগণ ও গন্ধর্ব্বগণ মনে করিল, ইহা আমাদের রাজার মঙ্গলগীতি; এবং তাহারাও উহা গান করিল। ক্রমে নগরবাসীরাও ঐ গান গাইতে লাগিল, কারণ তাহারা ভাবিল, ইহা রাজার অতি প্রিয় গান।

এদিকে চিত্র পণ্ডিত একদিন হিমালয়স্থ আশ্রমে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার ভ্রাতা সম্ভূত রাজচ্ছত্র লাভ করিলেন কি না?' তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সম্ভূত রাজচ্ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভূত নূতন রাজ্য পাইয়াছে; এখন তাহাকে বুঝাইতে পারিব না; যখন সে বৃদ্ধ হইবে, তখন তাহার নিকটে যাইব এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইব। ইহা স্থির করিয়া তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্ভূতের নিকট গেলেন না। অতঃপর যখন রাজার পুত্র ও কন্যাগণ বড় হইল, তখন চিত্র ঋদ্ধিবলে রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে একটী বালক রাজার সেই প্রিয় গীতটী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছিল। চিত্র পণ্ডিত তাহাকে ডাকিলেন; সে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম

করিয়া দাঁড়াইল। চিত্র পণ্ডিত বলিলেন, 'তুমি প্রাতঃকাল হইতে এই এক গানই গাইতেছ; অন্য গান কি জান না?' বালক বলিল, 'ভদন্ত, আমি অনেক গান জানি; কিন্তু এই গানটী আমাদের রাজার বড় প্রিয়; এই জন্যই ইহা গান করি।' 'কেহ কি রাজার গীতের প্রতিগীত[১] গান করিয়া থাকে?' 'না ভদন্ত।' 'তুমি প্রতিগীত গান করিতে পারিবে ত?' 'জানিলে পারিব।' 'বেশ, আমি তোমাকে একটী গাথা শিখাইতেছি। রাজা যখন গাথা দুইটী গাইবেন, তখন তুমি এইটীকে তৃতীয় গাথা করিয়া গাইবে।' ইহা বলিয়া চিত্র পণ্ডিত বালককে একটী গাথা শিখাইলেন, এবং তাহাকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন, 'গিয়া রাজার নিকটে গান কর; তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে প্রচুর ধন দিবেন।'

বালক যত শীঘ্র পারিল, তাহার মাতার নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ পরিধান করিল এবং রাজদ্বারে গিয়া সংবাদ দিল, 'এক বালক মহারাজের সঙ্গে প্রতিগীত গান করিবে।' রাজা তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলে, সে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি না কি প্রতিগীত গান করিবে?' বালক উত্তর দিল, 'হাঁ, মহারাজ, আপনি সমস্ত রাজপুরুষদিগকে সমবেত হইতে আজ্ঞা দিন।' রাজার আদেশে রাজপুরুষগণ সমবেত হইলে বালক বলিল, 'মহারাজ, আপনি নিজের গীতটী গান করুন; তাহার পর আমি প্রতিগীত গান করিব।' তখন রাজা দুইটী গাথা গান করিলেন :

১. কর্ম্মে কভু হয় না বিফল, ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
দেখ সুকৃতির বলে ভাগ্যে সম্ভূতের ফলে
রাজ্য আর ঐশ্বর্য্য কত, তুলনা না পাই!
আজ ধনে মানে বলে বীর্য্যে সবাই ছোট আমার ঠাঁই।

২. কর্ম্ম কভু হয় না বিফল, ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই আমার, ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,
আছেন কেমন, আছেন কোথা, জানতে আমি চাই।
অহো! সে সুখে কি সুখী তিনি, আমি যাহা সদাই পাই।

রাজার গান শেষ হইলে বালকটী তৃতীয় গাথা গান করিল :

৩. কর্ম কভু হয় না বিফল ভাই।
করলে যথাধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম, সুফল ফলে সন্দেহ নাই।
চিত্র প্রাণের ভাই তোমার, ছিল অসীম স্নেহ যাঁর,

---

[১]। পাল্টা গান।

আছেন তিনি, নরমণি, সুখেতে সদাই।
ঠিক তোমার যেমন, তাঁরও তেমন, আনন্দের না অন্ত পাই।

ইহা শুনিয়া রাজা চতুর্থ গাথা বলিলেন :

তুমি কি চিত্র? কিংবা নিজ পরিচয়
অন্যের নিকটে চিত্র দিলা যে সময়,
করিয়াছ তুমি কি হে সে কথা শ্রবণ?
অথবা অপর কেহ বলেছে এমন?
গাইলে যে গীত তুমি, বড়ই মধুর!
শুনিয়া সন্দেহ মম হইয়াছে দূর।
শুনালে যে সুসংবাদ, উপযুক্ত তার
একশত গ্রাম আমি দিনু পুরস্কার।

ইঁহার পর সেই বালকটী পঞ্চম গাথা বলিল :

আজ্ঞা দিলা ঋষি এক আসিয়া এখানে
গাইতে এ প্রতিগীত তব সন্নিধানে।
বলিলেন, 'শুনি তুষ্ট হয়ে নৃপবর
তুষিবেন দিয়া তোরে বহু পুরস্কার।'

বালকের কথায় রাজা ভাবিলেন, 'সেই ঋষি আমার ভ্রাতা চিত্র। আমি এখনই গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দুইটী গাথায় ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন :

৬. চিত্রআস্তরণযুত রাজরথে কর ত্বরা তুরগ যোজন;
গজের আটিয়া পেটি পরায়ে গলায় হার কর আনয়ন।

৭. বাজাও মৃদঙ্গভেরী; তার সঙ্গে ঘন ঘন হোক শঙ্খধ্বনি;
দ্রুতগামী যানবাহী অশ্ব আনি কর হেথা যোজন এখনি।
এখনি যাইব আমি রয়েছেন যে উদ্যানে সেই তপোধন;
পুণ্যদরশন তাঁর লভিয়া হইবে আজ সার্থক নয়ন।

ইহা বলিয়া রাজা রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর যাত্রা করিলেন, উদ্যানদ্বারে রথ রাখিয়া চিত্র পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দসহকারে অষ্টম গাথা বলিলেন :

৮. অভিষেককালে গাথা গাইলাম সভামধ্যে; সার্থক তা হইল এক্ষণে;
শীলবান তাপসের লভি আজ দরশন বড় সুখ উপজিল মনে।

চিত্র পণ্ডিতকে দেখিবামাত্রই রাজার মনে পরমা প্রীতির সঞ্চার হইল। 'আমার ভ্রাতার জন্য পল্যঙ্ক আনয়ন কর' ইত্যাদি আজ্ঞা দিতে দিতে তিনি নবম গাথা বলিলেন :

৯. দয়া করি যদি, ঋষে, করেছেন হেথা আগমন,
উদক, আসন, পাদ্য, অর্ঘ এই করুন গ্রহণ।

এইরূপে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজা নিজের রাজ্য দুই ভাগ করিয়া চিত্রকে তাহার এক ভাগ দান করিবার প্রস্তাব করিয়া দশম গাথা বলিলেন :

১০. দিব তব বাসহেতু সুরম্য ভবন;
সযতনে সতত সেবিবে নারীগণ;
যে বাসনা আছে চিতে তোমায় তুষিতে
দয়া করি অবকাশ দাও পুরাইতে।
এস, দুইজনে মিলি ভুঞ্জি এ ঐশ্বর্য্য;
মিলিয়া উভয়ে মোরাশাসিব এ রাজ্য।

রাজার এই প্রস্তাব শুনিয়া চিত্র পণ্ডিত দুইটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :

১১. দেখিয়াছি দুষ্কৃতির ফল বিষময়,
সুকৃতির বলে লোকে মহাফল পায়।[১]
রাখিব নিজেরে, তাই, সংযমে সদাই,
পুত্রপশুধনে মোর প্রয়োজন নাই।

১২. দশ বর্ষে এক এক দশা নিরূপণ;
দশদশাপরিমিত মানবজীবন।
দশম দশার পূর্ব্বে অনেকেই হায়,
ছিন্ন মৃণালের মত শুকাইয়া যায়।

১৩. আমোদ, প্রমোদ কিংবা ইন্দ্রিয়সেবন,
অথবা ভোগের তরে ধন-অন্বেষণ,—
কিছুতেই প্রয়োজন নাই তো আমার;
দারাসুত, পরিজন,—কে বল কাহার?
ছিঁড়িয়াছি সর্ব্ববিধ মায়ার বন্ধন;
রয়েছি পরম সুখে আমি সে কারণ।

১৪. ভুলিবে না যম মোরে, জানি বিলক্ষণ।
মৃত্যুরাশ ছেদিতে না পারে কোন জন।
মৃত্যু আসি অভিভূত করিবে যাহারে,
অর্থকামে কিবা সুখ দিতে তারে পারে?

১৫. দ্বিপদের মধ্যে, ভূপ, চণ্ডাল অধম;

---

[১]। চণ্ডালকুলে জন্ম ইত্যাদি দুষ্কৃতির ফল; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, দেবত্বলাভ প্রভৃতি সুকৃতির পরিণাম।

সেই কুলে দুইজনে লভিনু জনম
স্ব স্ব কর্ম্মফলে; মোরা করিলাম বাস
চণ্ডালিনী-গর্ভে, হায়, পূর্ণ দশমাস।

১৬. চণ্ডাল অবন্তী রাজ্যে ছিনু মোরা চতুর্থ জনমে;
নৈরঞ্জনাতীরে পরে মৃগরূপে জন্মিনু দুজনে।
তারপর উভয়েই নর্ম্মদার তীরে জন্মান্তর
তির্য্যগযোনিতে লভি হইলাম উৎক্রোশ খেচর।
এখন ব্রাহ্মণ আমি, তুমি, ভূপ ক্ষত্রিয় এখন;
পর পর এই রূপ লভেছি জনম দুই জন।

এইরূপে অতীতের হীন জন্মগুলি প্রকটিত করিয়া বর্ত্তমান জন্মেও পরমায়ুর ক্ষণিকত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মে উৎসাহ দিবার জন্য মহাসত্ত্ব আর চারিটী গাথা বলিলেন :

১৭. মরণ আসন্ন সদা; ক্ষণস্থায়ী প্রাণ
প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান,
পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালঈশ্বর!
দুঃখবিবর্দ্ধক কর্ম্ম বর্জ নিরন্তর।

১৮. মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ
প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান,
পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
শুন মোর বাক্য তুমি, পঞ্চালপ্রধান!
করো না সে কর্ম্ম, যাহা দুঃখের নিদান।

১৯. মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ
প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে গ্রাসে, মুখ করিয়া ব্যাদান,
পুত্র, কি কলত্র, বল, কে করিবে ত্রাণ?
তাই বলি তোমায়, পঞ্চালমহারাজ!
রিপুবশে করিও না কভু কোন কাজ।

২০. মরণ আসন্ন সদা, ক্ষণস্থায়ী প্রাণ
প্রভাতে তৃণাগ্রলগ্ন শিশিরসমান।
জরা যবে দেখা দেয় দেহের ভিতরে,

যৌবনের রূপ,বল নিমেষেতে হরে।
তাই করি সাবধান তোমায়, রাজন!
করো না যে কর্ম্মে ঘটে নিরয়গমন।

মহাসত্ত্বের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন :

২১. বলিলে যা, দেব, তাহা সত্য সুনিশ্চিত;
হিতকর বাক্য তব ঋষিজনোচিত।
ভোগাকাঙ্ক্ষা কিন্তু মোর এখন(ও) প্রবল;
ত্যজিবে মাদৃশ জনে কেমনে তা বল?

২২. সম্মুখে সুদৃঢ় স্থল; দেখিয়াও তায়
পঙ্কমগ্ন করী নারে উঠিতে সেথায়।
কামপঙ্কে মগ্ন-হায়, আমিও তেমন!
পারি না লইতে ভিক্ষুপথের শরণ।

২৩. মাতাপিতা তনয়ের হিতকামনায়
হিত উপদেশ দান করেন তাহায়।
তেমতি আমারে শিক্ষা দাও, ঋষিবর,
যার বলে সুখী আমি হব নিরন্তর।

তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন :

২৪. কামভোগ মানুষের স্বভাবসুলভ;
যদ্যপি ছাড়িতে ইহা ইচ্ছা নাই তব,
যথাধর্ম্ম কর, ভূপ, রাজস্ব গ্রহণ;
হয় না প্রজার যেন অযথা পীড়ন।

২৫. চতুর্দ্দিকে দূত এবে করিয়া প্রেরণ
শ্রমণব্রাহ্মণগণে কর নিমন্ত্রণ;
সেব সবে দিয়া অন্ন, বস্ত্র, শয্যা আর
আসনাদি যে যে দ্রব্য আবশ্যক যার।

২৬. অন্নপান করি দান সুপ্রসন্নমনে
পরিতুষ্ট কর সব শ্রমণব্রাহ্মণে।
যথাসাধ্য করে দান যাচকে যে জন,
যথাসাধ্য ধর্ম্মপথে করে বিচরণ,
কদাপি না হয় সেই নিন্দার ভাজন;
দেহান্তে ত্রিদিবধামে করে সে গমন।

২৭. নারীগণ পরিচর্য্যা করিবে তোমার;
এতে যদি ঘটে তব মনের বিকার,—

শুন এই গাথা; ইহা করিয়া স্মরণ
গাইবে সভার মধ্যে তখনি, রাজন—

২৮. কুঁড়ে ঘরখানিও ছিল না তার, হায়!
কত রোদ বৃষ্টি দিবারাত্রি মাথার উপর চলে যায়।
তাহার মাতার দুর্দ্দশার কথা বলব কি হে আর?
ছেলে কোলে কাঠ কুড়াত বনের মাঝার।
ছেলে কান্দিত যখন শান্ত তখন করিত দিয়ে স্তন্য তায়।
এমন ছেলের দুর্দ্দশার কথা বলব কিহে আর?
খেলাধুলায় কুকুর কেবল সাথী ছিল তার।
আজ সেই চণ্ডালের শিরে দেখ রাজার মুকুট শোভা পায়!

মহাসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি উপদেশ দিলাম। এখন আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুন বা না করুন, আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে চলিলাম।' অনন্তর তিনি আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক রাজার মস্তকোপরি পদরজঃ বিকিরণ করিয়া হিমবন্তে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে বিষয়বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দান করিলেন এবং যোদ্ধাদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া (বা তাহাদিগকে নূতন রাজার আজ্ঞাবহ হইতে বলিয়া) হিমালয়াভিমুখে চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঋষিগণসহ প্রত্যুদ্গমন করিলেন, তাঁহাকে লইয়া গিয়া প্রব্রজ্যা দিলেন, এবং তাঁহাকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ইহাতে তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুইজনেই ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পুরাণ পণ্ডিতেরা এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনি চারি জন্মেও পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিলেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সম্ভূত পণ্ডিত এবং আমি ছিলাম চিত্র পণ্ডিত।]

➯ সঙ্গীতের সাহায্যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা সাহিত্যে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। চারণ ব্লণ্ডেল এই উপায়েই কারারুদ্ধ রিচার্ডের সন্ধান পাইয়াছিলেন; দময়ন্তী নলের অনুসন্ধানার্থ একজন লোককে একটী গান শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ডের কণবের-জাতকে (৩১৮) এবং পঞ্চম খণ্ডের শোণক জাতকেও (৫২৯) এই উপায়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

----

৪৯৯. শিবি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অসদৃশ দানসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।[১] অষ্টনিপাতের সৌবীর জাতকে[২] ইঁহার বৃত্তান্ত সবিস্তর বলা হইয়াছে। তখন রাজা সমস্ত দিবস সর্ব্বপরিষ্কার দান করিয়া অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শাস্তা অনুমোদন না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন রাজা প্রাতঃরাশ সমাপনপূর্ব্বক বিহারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদন্ত, আপনি অনুমোদন করিলেন না কেন?' শাস্তা উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, লোকে এখন অশুদ্ধচিত্ত।' অনন্তর, 'কৃপণের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না কখন' এই গাথা বলিয়া[৩] তিনি ধর্ম্মদেশন করিলেন। ইহাতে রাজা প্রসন্ন হইয়া শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত উত্তরাসঙ্গ দ্বারা শাস্তাকে পূজা করিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

ইঁহার পর ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, কোশলরাজ অসদৃশ দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নাই। শাস্তা যখন তাঁহার নিকট ধর্ম্মদেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের শিবিদেশজাত বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। দেখিতেছি যে, রাজার দানের সাধ কিছুতেই মিটে না।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, বাহ্যবস্তুর দান[৪] প্রশংসনীয় বটে; প্রাচীন পণ্ডিতেরা এমন দান করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহাকেও আর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইত না। তাঁহারা প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তথাপি কেবল বাহ্যবস্তুর দানে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। 'প্রিয় বস্তু দেয় যেই, প্রিয় ফল লভে সেই' এই মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহারা সমাগত যাচককে নিজের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে শিবি রাজ্যে অরিষ্টপুর নগরে শিবি মহারাজ রাজত্ব করিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার নাম

১। অসদৃশ দানসম্বন্ধে দশব্রাহ্মণ-জাতকের (৪৯৫) বর্ত্তমানবস্তু দ্রষ্টব্য।

২। সৌবীর-জাতক নামে কোন জাতক দেখা যায় না। সম্ভবত ইহা দ্বারা আদীপ্ত-জাতক (৫২৪) বুঝিতে হইবে।

৩। ধর্ম্মপদ, ১৭৭

৪। বাহ্য দাতার শরীরের বাহিরে আছে, যেমন—অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি, তাহা বাহ্য বস্তু।

রাখিয়াছিল শিবিকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতার নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়া ঔপরাজ্য লাভ করেন। কালক্রমে শিবি মহারাজের মৃত্যু হইলে শিবিকুমার রাজা হইলেন এবং অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের দ্বারে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা বিতরণপূর্ব্বক মহাদান করিতেন এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিজে দানশালায় গিয়া বিতরণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদা পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রাতঃকালে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক নিজের দান কর্ম্মের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এমন কোন বাহ্য বস্তুই নাই, যাহা তিনি দান করেন নাই। তখন তাঁহার মনে হইল, 'দান করি নাই, এমন কোন বস্তু তো দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু কেবল বাহ্য বস্তুর দানে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আধ্যাত্মিক[১] দান করি। অহো! আজ যদি আমার দানশালায় কোন যাচক উপস্থিত হইয়া বাহ্যবস্তু প্রার্থনা না করে এবং আধ্যাত্মিক বস্তুর নাম লয়। যদি কেহ আমার হৃদয়মাংস চায়, তবে শেল দ্বারা আমি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব এবং লোকে যেমন নির্ম্মল জল হইতে সনাল পদ্ম উত্তোলন করে, সেইরূপে রক্তবিন্দুস্রাবী হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহাকে দান করিব। যদি কেহ আমার দেহের মাংস চায়, লোকে যেমন বাটালি দিয়া কাঠ কাটে, আমিও সেইরূপ নিজের শরীর টুকরা টুকরা করিয়া দিব; যদি কেহ আমার রক্ত চায়, আমি তাহার মুখ, অথবা সে যে পাত্র আনিবে তাহা পূর্ণ করিয়া রক্ত দিব। যদি কেহ বলে যে, 'আমার গৃহে কাজ কর্ম্ম চলিতেছে না, চল, আমার দাসত্ব কর গিয়া,' আমি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইব, আপনাকে দাস বলিয়া প্রচার করিব এবং দাসত্ব করিব। যদি কেহ আমার চক্ষু দুইটী চায়, লোকে যেমন তালশাঁস বাহির করে, আমিও সেইরূপ চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া দিব।

মানুষের দেয়; দেই না ক তবু— এমন কিছুই নাই,
চায় যদি কেহ চক্ষু দুটী মোর, অকাতরে দিব তাই।

এই রূপ চিন্তা করিয়া শিবিকুমার গন্ধোদকপূর্ণ ষোলটী কলসীতে স্নান করিলেন, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য আহার করিয়া অলঙ্কৃত হস্তিবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দানশালায় গমন করিলেন।

১। অর্থাৎ, যাহা আত্মদেহের অংশ।

এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অধ্যাশয় জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘শিবিরাজ স্থির করিয়াছেন যে, অদ্য কোন যাচক উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলে নিজের চক্ষু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি এরূপ দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন কি না?’ এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ তিনি জরাগ্রস্ত অন্ধব্রাহ্মণের বেশে রাজার গমনপথে এক উন্নত প্রদেশে দাঁড়াইলেন এবং রাজা যখন সেখান দিয়া দানশালায় যাইতেছিলেন, তখন হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে হস্তী চালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ঠাকুর, আপনি কি বলিলেন?’ শক্র উত্তর দিলেন, ‘মহারাজ, আপনার দানশীলতাসম্ভূতা কীর্ত্তিঘোষণায় নিখিলভুবন পরিপূর্ণ; আমি অন্ধ, আপনি দ্বিচক্ষুষ্মান।’ অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রথম গাথা বলিয়া চক্ষু যাচঞা করিলেন :

১. দূরদেশ হতে এ অন্ধ স্থবির
আসিয়াছে, ভূপ, যাচিতে নয়ন।
একটী নয়ন কর যদি দান
একনেত্র হব আমরা দুজন।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ‘অহো! আমার কি পরমলাভ হইল! আমি প্রাসাদে বসিয়া এই চিন্তাই করিয়া আসিতেছি। অদ্য আমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। যাহা পূর্ব্বে দান করি নাই, আজ তাহাই দান করিব।’ অনন্তর প্রফুল্লচিত্তে তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২. শিখায়াছে কে তোমায় আসিতে হেথায়?
বলিয়াছে কে তোমায় চক্ষু যাচিবারে?
উত্তমাঙ্গ বলি লোকে বাখানে যাহার,
হেন চক্ষু সহজে কি দিতে কেহ পারে?

(অতঃপর যে সকল গাথা আছে, সেগুলি দুই দুইটী করিয়া শক্রের ও রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে ধরিতে হইবে।)

৩. ‘সুজম্পতি’[১] নাম ত্রিদশের ধামে, নরলোকে খ্যাত মঘবা নামে;
আদেশে তাঁহার যাচিতে নয়ন করিয়াছি আমি হেথা আগমন।

৪. তোষ দিয়া মোরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; একটী নয়ন তব ভিক্ষা চাই।
নহে অন্য অঙ্গ চক্ষুর সমান; সুদুস্ত্যাজ্য ইহা, শুনি সব ঠাঁই।’

৫. ‘যে উদ্দেশ্যে তব হেথা আগমন, যে ইচ্ছা তোমার জাগিছে হৃদয়ে,
পূর্ণ হোক তাহা অচিরে, ব্রাহ্মণ; লভ চক্ষু মোর চক্ষু দুটী লয়ে।

---

[১]। সুজা ইন্দ্রের পত্নী। এই জন্য পালি সাহিত্যে সুজাম্পতি বলিলে ইন্দ্রকে বুঝায়।

৬. চেয়েছ একটী নয়ন আমার, দুটীই তোমায় করিলাম দান;
দেখুক সকলে সৌভাগ্য তোমার; যাও চলি তুমি হয়ে চক্ষুষ্মান।'

ইহা বলিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এখানে চক্ষু উৎপাটন করা ভাল হইবে না।' এজন্য তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সীবক নামক বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমার একটী চক্ষু তুলিয়া ফেল।'[১]

রাজা নাকি নিজের চক্ষু দুইটী তুলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন সেনাপতি প্রভৃতি রাজার প্রিয়পাত্র, নগরবাসী এবং অন্তঃপুরবাসী সকলে সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজাকে বারণ করিতে লাগিলেন :

৭. করিও না, দেব, চক্ষু তব দান, ছাড়ি আমা সবে করো না প্রস্থান।[২]
দাও যাচকের যত চায় ধন, অথবা বৈদূর্য্য, মুকুতা, রাজন।

৮. উত্তমতুরগযুত, অলঙ্কৃত দাও রথ, মণিমুকুতাখচিত;
অথবা সাজায়ে সোণার ঝালরে শত শত গজ দান কর এরে।

৯. হেনরূপ দান কর, রথিবর, যেন শিবিবাসী থাকে নিরন্তর
লয়ে নিজ নিজ যান ও বাহন চৌদিকে তোমায় বিষ্টিয়া রাজন।

ইঁহার উত্তরে রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :

১০. দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
যে করে, তাহারে ধিক্ শতবার;
ভূমিতে পতিত পাশ উত্তোলন
করি পরে সেই গলে আপনার।

১১. দিব বলি পুনঃ না দিতে মনন
করিলে পাপের বৃদ্ধি হয় ভার;
দেহান্তে বড়ই দুর্দ্দশা তাহার;
করে সে নিশ্চয় নিরয়ে গমন।

১২. দাও তারে তাই, যা চায় যে জন,
চায় না যা' তাহা দিও না কখন।
চেয়েছে ব্রাহ্মণ যাহা মোর ঠাঁই,
তুষিব তাহারে করি দান তাই।

---

[১]। মূলে 'সোধেহি' আছে। ইহার অর্থ শোধন কর বা ঝাঁট দিয়া ফেল। ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়াছেন, নিজের শরীরে তাহা এখন আবর্জ্জনামাত্র শিবিরাজের মনে, বোধ হয়, এই ভাব হইয়াছিল।

[২]। অন্ধ হইলে তিনি রাজত্ব করিতে পারিবেন না, অন্য কেহ রাজা হইবেন, এই ভাব।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আপনি কি কামনায় আপনার চক্ষু দান করিবেন?

১৩. সঙ্কল্প, নৃমণি, লভিতে কি ফল?—
আয়ু কিংবা রূপ কিংবা সুখ, বল।
শিবিদেশে তুমি রাজা সর্ব্বোত্তম,
ঐশ্বর্য্যে কেহই নহে তব সম
পরলোক-হেতু ত্যজিবে এ সব!
দিবে নিজ চক্ষু! একি বুদ্ধি তব?'[১]

ইঁহার উত্তরে রাজা বলিলেন :

১৪. ধন, পুত্র, যশ, রাজত্ব-বিভব—
দিব চক্ষু আমি না পেতে এ সব!
দান সাধুদের ধর্ম্ম চিরন্তন
তাই দানে তৃপ্তি পায় মোর মন।[২]

মহাসত্ত্বের কথায় অমাত্যেরা নিরুত্তর হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব সীবক বৈদ্যকে বলিলেন :

১৫. সখা, মিত্র তুমি, সীবক আমার;
বৈদ্যশাস্ত্রে তব আছে অধিকার।
রাখ মোর কথা, করি উৎপাটন
চক্ষু দুটী কর যাচকে অর্পণ।
করিতে এ দান হইয়াছে সাধ;
তোমার ইহাতে নাহি অপরাধ।

সীবক বলিলেন, 'মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, চক্ষু দান করা বড় কঠিন কাজ।' রাজা বলিলেন, 'সীবক, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; তুমি বিলম্ব করিও না; আমার সঙ্গে বেশী কথা বলিও না।' তখন সীবক ভাবিলেন, 'আমার মত সুশিক্ষিত বৈদ্যের পক্ষে রাজার চক্ষুতে শস্ত্র প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।' তিনি নানাবিধ ঔষধ চূর্ণ করিয়া একটা নীলপদ্মের উপর ছড়াইয়া দিলেন এবং ঐ পদ্ম রাজার দক্ষিণ চক্ষুতে বুলাইতে লাগিলেন। অমনি চক্ষুর গোলক ঘুরিয়া গেল এবং দারুণ বেদনা জন্মিল। সীবক বলিলেন, 'মহারাজ, ভাবিয়া দেখুন;

১। অর্থাৎ আপনি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দৃষ্টফল ত্যাগ করিয়া পরলোকে অদৃষ্ট ফললাভের আশায় চক্ষু দান করিতেছেন কেন?

২। এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার চরিয়াপিটকের একটী গাথা তুলিয়াছেন :
চক্ষু দুটী নয় মোর অপ্রীতিভাজন; নিজ দেহ দ্বেষ্য আমি ভাবি না কখন।
সর্ব্বজ্ঞতা সব চেয়ে কিন্তু প্রিয়তর; তাই চক্ষু দিতে আমি হই না কাতর।

এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারি।' রাজা উত্তর দিলেন, 'না ভাই। বিলম্ব করিও না।'

সীবক আবার পদ্মটার উপর সেই গুঁড়া ছড়াইয়া রাজার চক্ষুতে বুলাইলেন; তখন চক্ষুটী কোটর হতে বাহিরে আসিল; বেদনাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল।' সীবক বলিলেন, 'মহারাজ, এখনও ভাবিয়া দেখুন; এখনও আমি প্রতিকার করিতে পারিব।' রাজা বলিলেন, 'না; বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ কেন?'

সীবক তৃতীয়বারে পদ্মটার তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ মাখিয়া রাজার চক্ষুর নিকট ধরিলেন; ঔষধের প্রভাবে অক্ষি গোলক ঘুরিতে ঘুরিতে কোটর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কেবল একটী স্নায়ু-সূত্রাবলম্বনে বুঝিতে লাগিল। এবারও সীবক বলিলেন, 'নরনাথ, আরও একবার ভাবিয়া দেখুন এখনও প্রতিকার করা অসাধ্য নহে।' রাজা উত্তর দিলেন, 'কেন বার বার প্রপঞ্চ করিতেছ?' তখন তিনি দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন, ক্ষত হইতে রক্ত পড়িয়া পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। রাজার অন্তঃপুরবাসিনী ও অমাত্যেরা তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, চক্ষুদান করিবেন না।' কিন্তু রাজা বেদনা সহ্য করিয়া সীবককে বলিলেন, 'ভাই, আর বিলম্ব করিও না।' 'যে আজ্ঞা, মহারাজ,' এই কথা বলিয়া সীবক বাম হস্তে রাজার চক্ষুটী ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্নায়ুসূত্র ছেদন করিয়া রাজার হস্তে চক্ষুটী স্থাপন করিলেন। রাজা বাম চক্ষু দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুটী দেখিলেন এবং বেদনা সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আসুন, ঠাকুর; আমার নিকট সর্ব্বজ্ঞতারূপ চক্ষু এই চক্ষু অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে প্রিয়তর। ইহাতেই বুঝিবেন, আমি কি বিশ্বাসে এই কার্য্য করিলাম।' অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে চক্ষুটী দিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা তুলিয়া নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপন করিলেন; দৈবানুভাববশত উহা সেখানে বিকসিত নীলোৎপলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বামচক্ষু দ্বারা সেই চক্ষু দেখিয়া ভাবিলেন, 'অহো! আমার অক্ষিদান সার্থক হইয়াছে!' তিনি মনে মনে পরমা প্রীতি লাভ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অপর চক্ষুটীও দান করিলেন। শক্র সেটীও নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপনপূর্ব্বক রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইল যে, তিনি নগরের বাহিরে গেলেন। অনন্তর তিনি দেবনগরে প্রস্থান করিলেন।

[এইভাব প্রকট করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত সার্দ্ধ গাথা বলিলেন :

১৬. শিবি নৃপতির আদেশ তখন ভিষক্ সীবক করিল পালন।
উপাড়িয়া দুটী রাজার নয়ন ব্রাহ্মণের করে করিল অর্পণ।
চক্ষুষ্মান দ্বিজ হইল অমনি; অন্ধ এবে, হায়, হলেন নৃমণি!

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার অক্ষিকোটর পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু

পূরিবার কালে উহা পূর্ব্বের মত হইল না; উর্ণাপিণ্ড সদৃশ একটা মাংসপিণ্ড উদ্গত হইয়া কোটর পূর্ণ করিল। তখন রাজার চক্ষু দুইটী চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু বেদনা দূর হইল।

মহাসত্ত্ব কিয়দ্দিন প্রাসাদে বাস করিয়া ভাবিলেন, 'যে অন্ধ, তাহার রাজ্য কি প্রয়োজন? আমি অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও শ্রামণ্যধর্ম পালন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অমাত্যাদিগকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন, 'মুখপ্রক্ষালন ও অন্যান্য আবশ্যক কাজে সাহায্য করিবার জন্য কেবল একজন লোক আমার সঙ্গে থাকিবে; আর শৌচাগারাদিতে একগাছি রজ্জু এমনভাবে বান্ধিবে (যেন আমি তাহা ধরিয়া যাতায়াত করিতে পারি)।' অনন্তর তিনি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি রথ সজ্জিত কর।' অমাত্যেরা কিন্তু তাঁহাকে রথে যাইতে না দিয়া সুবর্ণশিবিকায় তুলিয়া দিলেন, পুষ্করিণীর তটে লইয়া গিয়া সেখানে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া নিজের দানের কথা ভাবিতে লাগিলেন, অমনি শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া ইঁহার কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'মহারাজকে বর দিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী পূর্ব্বের মত করিব', এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পুষ্করিণীর তটে গমনপূর্ব্বক মহাসত্ত্বের অবিদূরে বার বার চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন।

[এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা কয়টী বলিলেন :

১৭. কিছু দিনে মাংসপিণ্ডে পূর্ণ হল চক্ষুর কোটর;
আনিলা তখন ডাকি সারথিরে শিবি নরেশ্বর।

১৮. 'যোত রথ; লয়ে মোরে চল, সুত; যাইব যেথায়
উদ্যান, অরণ্য, আর সপঙ্কজ সরঃ শোভা পায়।'

১৯. পুষ্করিণী-তীরে রাজা পল্যঙ্কে বসিল গিয়া আজ;
আবির্ভূত হইলেন সম্মুখে তাঁহার দেবরাজ।

মহাসত্ত্বের শক্রের পাদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কে?' শক্র বলিলেন :

২০. শক্র আমি দেবরাজ; এসেছি, রাজর্ষে, তব পাশ;
মাগ বর; যাহা চাও, দিয়া তব পুরাইব আশ।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

২১. ধন, বল সুপ্রচুর, অক্ষয় ভাণ্ডার
আছে শক্র; কিন্তু তাহে কি ফল আমার?

হইয়াছি অন্ধ এবে হারায়ে নয়ন;
মরিতে বাসনা তাই কেবল এখন।

তখন শক্র বলিলেন, 'শিবিরাজ, তুমি কি কেবল মৃত্যুকামনা করিয়াই মরিতে চাও, না অন্ধ হইয়াছ বলিয়া মরিতে চাও?' রাজা উত্তর দিলেন, 'দেবেন্দ্র, আমি অন্ধ হইয়াছি বলিয়াই মরণ চাই।' 'মহারাজ, কেবল দানকর্ম্মেই যে দানফল নিঃশেষ হয়, ইহা নহে। লোকে পারলৌকিক ফললাভের আশাতেও দান করিয়া থাকে। ঐহিক দৃষ্টফলপ্রাপ্তিও দানের অন্যতম উদ্দেশ্য। যাচক তোমার একটী চক্ষু চাহিয়াছিল; তুমি তাহাকে দুইটী দিয়াছিলে। এখন তুমি সত্যক্রিয়া ক র।

২২. ক্ষত্রিয় নৃমণি, তুমি কর সত্যকার;
সত্যের প্রভাবে চক্ষু লভিবে আবার।'

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'দেবরাজ, যদি প্রকৃতই আপনি আমাকে চক্ষু দান করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তবে অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিবেন না, মদীয় দানের ফলেই যেন আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়।' শক্র বলিলেন, 'মহারাজ, আমি দেবরাজ শক্র; কিন্তু অন্যকে চক্ষু দিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনি যে দান দিয়াছেন, তাহার ফলেই আপনার চক্ষু উৎপন্ন হইবে।' রাজা বলিলেন, 'তবে আমার দান সুফলপ্রদ হইল।' অনন্তর তিনি বলিলেন :

২৩. 'উচ্চ, নীচ, যে যাচক আসে মোর ঠাঁই,
যে আসিয়া যাচঞা করে, সেই মোর প্রিয়,—
এই সত্যক্রিয়া—বলে পুনঃ যেন পাই
চক্ষু আমি, বলে যারে প্রধান ইন্দ্রিয়।

ইহা বলিয়া রাজা সত্যক্রিয়া করিলেন। তাঁহার বচনাবসান হইবামাত্র প্রথম চক্ষুটী উৎপন্ন হইল। অনন্তর দ্বিতীয়টীর উৎপাদনের জন্য তিনি বলিলেন,

২৪. নয়ন একটী মোর যাচিতে ব্রাহ্মণ
এসেছিল; দিয়াছিনু দুইটী নয়ন।

২৫. এ দানে পরমা প্রীতি, সন্তোষ অপার
লভেছিনু,—এই সত্যপ্রভাবে আবার
পূর্ব্ববৎ হোক মোর দ্বিতীয় নয়ন;
লভি চক্ষু হোক মোর সার্থক জীবন।

এই গাথা বলিবামাত্র দ্বিতীয় চক্ষুও উৎপন্ন হইল। কিন্তু এই চক্ষু দুইটী না হইল স্বাভাবিক, না হইল দিব্য। ব্রাহ্মণরূপী শক্র যে চক্ষু দান করিলেন, তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে না; যে চক্ষু পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা দিব্য চক্ষুও হইতে

পারে না।[১] শিবি যে চক্ষু লাভ করিলেন, তাহাকে সত্যপারমিতা-চক্ষু বলা যায়। এই চক্ষু উৎপন্ন হইবামাত্র শক্রের অনুভাববলে রাজপুরুষগণ সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই সমবেত মহাসঙ্ঘের সমক্ষে শক্র রাজার স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন :

১৬. ধর্ম্মানুসঙ্গত বাক্য, নৃমণি, তোমার;
তাই দিব্য চক্ষু দুটী লভিলে আবার।

২৭. প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল ভেদিয়া এখন
পারিবে দেখিতে তুমি শতৈক যোজন।

মহাসঙ্ঘের সম্মুখে আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক এই গাথা দুইটী বলিবার পর শক্র রাজাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজাও বহুজন পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং চন্দ্রক নামক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি যে পুনর্ব্বার চক্ষু লাভ করিয়াছেন, এই সংবাদ অচিরে সমস্ত শিবিরাজ্যে প্রচারিত হইল এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব এই মহাসঙ্ঘে নিজের দানমাহাত্ম্য বর্ণন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি রাজদ্বারে এক প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্বেতচ্ছত্রের তলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, এবং ভেরীবাদনদ্বারা নগরবাসী সকল ব্যবসায়িশ্রেণী আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভো শিবিরাজ্যবাসিগণ, আমার এই দিব্য চক্ষুদ্বয় দেখিয়া এখন হইতে তোমরা দান না করিয়া ভোজন করিও না।' অনন্তর তিনি চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন :

২৮. অতি প্রিয় ভাব যারে, যাহা তব অতি আদরের,
তাহাও চাহিলে দিবে তুষিবারে মন যাচকের।
শিবিবাসী সবে আসি দেখ আমি পেয়েছি কি ধন;
দানবলে লভিয়াছি দেখ দিব্য দুইটী নয়ন।

২৯. প্রাকার, পর্ব্বত, শৈল অন্তরায় নহে মোর কাছে;
পাই দেখিবারে যাহা যোজন শতৈক দূরে আছে।

৩০. মানব মরণশীল; জীবনে তাহার
ত্যাগ হতে শ্রেষ্ঠ গুণ নাহি কিছু আর।
ব্রাহ্মণে মানুষ চক্ষু করিনু অর্পণ;
অমানুষ চক্ষু তাই পাইনু এখন।

৩১. দেখি ইহা শিবিরাজ্যবাসী সর্ব্বজন,
অগ্রে করি দান পরে করহ ভোজন।

---

[১]। পরে কিন্তু এই নবজাত চক্ষু দুইটীকে দিব্যচক্ষুই বলা হইয়াছে।

ভোগ কর, যথাশক্তি করি আগে দান;
পাইবে প্রশংসা হেথা, স্বর্গে পাবে স্থান।

রাজা এই চারিটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সেই দিন হইতে প্রতি অর্দ্ধ মাসে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় পোষধ দিবসে, বহুলোককে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথা চতুষ্টয় বলিয়াই ধর্ম্মদেশন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বহুলোকে দানাদি পুণ্যব্রতে রত হইল এবং দেবলোক পূর্ণ করিতে লাগিল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিলে, পুরাণ পণ্ডিতেরা বাহ্যদানে সন্তুষ্ট হন নাই; তাঁহাদের নিকট যে সকল যাচক উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে নিজের চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া দান করিতেন।

সমবধান : তখন আনন্দ ছিলেন সীবক বৈদ্য, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, বৌদ্ধগণ ছিলেন অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম শিবিরাজ।]

⇨ দান-পারমিতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিবিরাজের আখ্যান হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই সুপরিচিত। মহাভারতের (কালীপ্রসন্ন সিংহ) বনপর্ব্বে (১৩১ম অধ্যায়) এবং অনুশাসন পর্ব্বে (৩২শ অধ্যায়) এই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চক্ষুদানের মহাভারতে আত্মমাংস দানের বিবরণ আছে।

---

৫০০. শ্রীমন্দ-জাতক

শ্রীমন্দপ্রশ্ন মহা-উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

৫০১. রোহন্তমৃগ-জাতক

[আয়ুষ্মান আনন্দ প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন; শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। আনন্দের প্রাণদানসঙ্কল্প অশীতিনিপাতে খুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) ধনপালদমন-প্রসঙ্গে বলা যাইবে। শাস্তার জন্য আয়ুষ্মান আনন্দ প্রাণদানের সঙ্কল্প করিলে একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলিতে লাগিলেন, 'আয়ুষ্মান আনন্দ শৈক্ষ-প্রতিসম্ভিদা[১] লাভ করিয়া দশবলের জন্য নিজের প্রাণ দান করিতে গিয়াছিলেন।' এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'কেবল

---

[১]। প্রতিসম্ভিদা—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, উচিত্যানৌচিত্য প্রভৃতি বিশ্লেষ করিবার ক্ষমতা। অর্থ, ধর্ম্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভাণ ভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ। আনন্দ অর্হত্ত্ব লাভ করেন নাই; তিনি শৈক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি বুদ্ধের সমস্ত বাক্যের অর্থ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এখন নয়, পূর্ব্বেও ইনি আমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। তখন বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে মৃগযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ অতি সুন্দর এবং বর্ণ সুবর্ণোপম ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চিত্রের এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সুতনার দেহও সুবর্ণবর্ণ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বের নাম হইয়াছিল রোহন্ত। তিনি মৃগদিগের রাজা ছিলেন।

বোধিসত্ত্ব হিমবন্তের দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যন্তরে-রোহন্ত নামক সরোবরের নিকটে অশীতি সহস্র মৃগসহ বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতা অন্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের পোষণ করিতেন।

বারাণসীর অবিদূরে এক নিষাদগ্রাম ছিল। সেখানকার এক নিষাদপুত্র হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে স্বগ্রামে প্রতিগমন করিয়া কালসহকারে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে নিজের পুত্রকে বলিয়াছিল, 'বৎস, আমাদের মৃগয়াভূমির অমুকস্থানে এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ বাস করে। যদি রাজা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে এই কথা বলিবে।'

একদিন ক্ষেমাদেবী প্রত্যূষকালে একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই—এক সুবর্ণবর্ণ মৃগ কাঞ্চনপীঠে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিতেছে; তাহার স্বর এমন মধুর যে, বোধ হইতেছে যেন স্বর্ণকিঙ্কিণী রুণু রুণু ধ্বনি করিতেছে; তিনি সাধুকার দিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেছেন; কিন্তু কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যেন ঐ মৃগ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি 'মৃগকে ধর' বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পরিচারিকারা তাঁহার চীৎকার শুনিয়া হাসিতে লাগিল; তাহারা ভাবিল, 'ঘরের দ্বার ও বাতায়নগুলি সাবধানে রুদ্ধ আছে; ইঁহার মধ্যে বায়ুরও প্রবেশ করিবার অবসর নাই; অথচ আর্য্যা এতবেলায় মৃগ ধরিতে বলিতেছেন!' রাণীও তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যদি বলি যে ইহা স্বপ্ন, তবে রাজা এ কথা অবহেলা করিবেন; কিন্তু যদি বলি যে, ইহা আমার দোহদ, তবে বোধ হয়, তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করিতে যত্ন করিবেন।' ইহা স্থির করিয়া এবং সুবর্ণমৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?' ক্ষেমা বলিলেন, 'অন্য কোন অসুখ নয়; আমার একটা সাধ

হইয়াছে।' 'কি সাধ, প্রিয়ে!' 'সুবর্ণবর্ণ ধার্ম্মিক মৃগের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিব।' 'ভদ্রে, যাহা আদৌ নাই, তাহাতে তোমার সাধ জন্মিল! সুবর্ণবর্ণ মৃগ কোথাও নাই।' 'এ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে এখানেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।' ইহা বলিয়া ক্ষেমা রাজার দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। 'যদি থাকে, তবে নিশ্চয় পাইবে' বলিয়া রাজা সভায় গেলেন এবং [ইতঃপূর্ব্বে ময়ূর-জাতকে (১৫৯) যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে] অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে সুবর্ণবর্ণের মৃগ আছে। তখন তিনি ব্যাধদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'কে এইরূপ মৃগ দেখিয়াছ বা এরূপ মৃগের কথা শুনিয়াছ, তাহা জানিতে চাই।' যে নিষাদপুত্র তাহার পিতার মুখে সুবর্ণবর্ণের মৃগের কথা শুনিয়াছিল, সে রাজার নিকট তাহা নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন, 'বাপু, তুমি এই মৃগ আনিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। যাও, তাহাকে আন গিয়া।' অনন্তর তিনি ঐ ব্যাধকে পাথেয় দিয়া মৃগের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। যাইবার কালে নিষাদপুত্র বলিয়া গেল, 'মহারাজ যদি সে মৃগকেও আনিতে না পারি, তবে তাহার চর্ম্ম, নিতান্ত পক্ষে, তাহার রোমও লইয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' অনন্তর সে গৃহে গিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিল এবং হিমবন্তে গিয়া সেই মৃগরাজকে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিতে লাগিল, 'কোন্ স্থানে পাশ স্থাপন করিলে আমি এই মৃগকে ধরিতে পারিব?' সে ইতস্তত বিচরণ করিয়া বুঝিতে পারিল, জলপান করিবার ঘাটে জালবিস্তার করিলে সুবিধা হইবে। সে চামড়া দিয়া এক শক্ত দড়ি পাকাইল এবং যেখানে বোধিসত্ত্ব জলপান করিতেন, সেই ঘাটে এক যষ্টি পুতিয়া তাহার সঙ্গে পাশ বান্ধিয়া রাখিল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব অশীতি সহস্র অনুচরসহ চরা শেষ করিয়া অন্যান্যদিনের ন্যায় সেই ঘাটে জলপান করিতে গেলেন; কিন্তু যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এ সময়ে কোনরূপ শব্দ করিয়া, বদ্ধ হইয়াছি, ইহা জানাইলে, আমার জ্ঞাতিগণ ভয় পাইবে এবং জলপান না করিয়াই পলাইয়া যাইবে। তিনি সেই প্রোথিত যষ্টির সঙ্গে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; তথাপি এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন স্বচ্ছন্দেই জলপান করিতেছেন। অনন্তর সেই অশীতি সহস্র মৃগ যখন জলপান করিয়া উপরে উঠিল, তখন পাশ ছিন্ন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি তিন বার পা টানিলেন; প্রথম বারে তাঁহার চর্ম্ম কাটিয়া গেল; দ্বিতীয় বারে মাংস কাটিল; তৃতীয় বারে পাশরজ্জু স্নায়ু ভেদ করিয়া অস্থিতে গিয়া লাগিল। পাশ ছেদন করিতে অসমর্থ হইয়া বোধিসত্ত্ব তখন বদ্ধরাব করিলেন অর্থাৎ এমনভাবে শব্দ করিলেন যে, তাহা শুনিয়া অন্য মৃগেরা বুঝিতে পারিল, তিনি বদ্ধ হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া

মৃগেরা ভীত হইল, এবং তিন দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিল। ইঁহার কোন দলেই বোধিসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া চিত্রমৃগ ভাবিল, 'এই যে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় আমার অগ্রজকেই বিপন্ন করিয়াছে।' সে ছুটিয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল এবং দেখিল, তিনিই পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'ভাই, এখানে তিষ্ঠিও না; এখানে ভয়ের কারণ আছে।' অনন্তর তাহাকে পলায়নে উদ্যুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :

১. মৃগগণ পলায়ন করে লয়ে নিজ নিজ প্রাণ;
চিত্রক, তুমিও, ভাই, অবিলম্বে করহ প্রস্থান।
রক্ষ গিয়া সবাকারে, রক্ষিয়াছি আমি যে প্রকার;
তোমা বিনা ইহাদের বাঁচিবার গতি নাই আর

ইঁহার পর দুই ভাই পর পর তিনটী গাথা বলিলেন :

২. 'যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে;
যাব না তোমায় ছাড়ি; পরাণ ত্যজিব এইখানে।'
৩. 'মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;
যাও ফিরি ত্বরা তুমি; তাঁহাদের কর প্রাণ দান।'
৪. 'যাব না, রোহন্ত আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে;
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যাজিব এইখানে।'

চিত্রক বোধিসত্ত্বের দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগপোতিকা সুতনাও পলাইবার কালে মৃগদিগের মধ্যে দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'এই ভয়ের কারণ, বোধ হয়, আমার দুই ভাইকেই বিপন্ন করিয়াছে।' অনন্তর সেও ফিরিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গেল। তাহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব পঞ্চম গাথা বলিলেন :

৫. এখনি পলাও, ভীরু; লৌহসম কূট-পাশে আমি
হইয়াছি বদ্ধ হেথা; বিলম্বি কি ফল পাবে তুমি?
যাও শীঘ্র; মৃগদের কর গিয়া রক্ষণাবেক্ষণ,
করিয়াছি আমি যথা; এখানে রহিবে কি কারণ?

ইঁহার পর ভগিনী ও ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্ববৎ এই তিনটী গাথায় কথাবার্ত্তা হইল—

৬. 'যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে;
যাব না তোমায় ছাড়ি; পরাণ ত্যজিব এইখানে।'
৭. 'মাতাপিতা—অন্ধ তাঁরা— অসহায়ে ত্যজিবেন প্রাণ;

যাও ফিরি ত্বরা তুমি; তাঁহাদের কর প্রাণ দান।'
৮. 'যাব না, রোহন্ত, আমি; আছি হেথা হৃদয়ের টানে;
বদ্ধ তুমি, যাব আমি? পরাণ ত্যজিব এইখানে।'

এইরূপে সুতনাও যাইতে অসম্মত হইয়া মহাসত্ত্বের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

মৃগদিগকে পলাইতে দেখিয়া এবং বদ্ধরাব শুনিয়া ব্যাধ ভাবিল, মৃগরাজ পাশবদ্ধ হইয়াছে। সে মালকাছা আটিয়া মৃগমারণোপযুক্ত শক্তি হস্তে লইয়া ছুটিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব নবম গাথা বলিলেন :

৯. আসিছে আয়ুধহস্তে রুদ্ররূপ ব্যাধের তনয়;
শব কিংবা শক্ত্যাঘাতে আমা সবে বধিবে নিশ্চয়।

ব্যাধকে দেখিয়াও চিত্র পলায়ন করিল না; সুতনা নিজের সাহসে নির্ভর করিয়া থাকিতে অসমর্থ হইল; সে মরণভয়ে কিছুদূর পলাইয়া গেল; কিন্তু তাহার পরেই ভাবিল, 'আমি সহোদর দুইটীকে রাখিয়া কোথায় পলাইব?' সে জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে ললাটলিপি জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং পুনর্ব্বার জ্যেষ্ঠের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল।

[এই ব্যাপার বুঝাইবার কালে শাস্তা দশম গাথা বলিলেন :

১০. পলার ভয়ার্ত্তা ভীরু মুহূর্ত্তের তরে;
বড়ই কঠিন কার্য্য শেষে কিন্তু করে।
পড়িতে মৃত্যুর মুখে আসিল ফিরিয়া
ছিল যেথা ভ্রাতা পাশে আবদ্ধ হইয়া।

ব্যাধ গিয়া প্রাণী তিনটীকে তদবস্থায় একত্র দেখিতে পাইল। ইহাতে তাহার মনে মৈত্রীভাবের উদ্রেক হইল; সে অনুমান করিল যে, তাহারা এক জননীর গর্ভজাত। সে ভাবিল, 'মৃগরাজ পাশে আবদ্ধ; কিন্তু এই প্রাণী দুইটী অনার্য্যানুষ্ঠানভয়রূপ বন্ধনে আবদ্ধ।[১] মৃগরাজের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি?' অনন্তর নিম্নলিখিত গাথায় সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল :

১১. এই মৃগ দুটী বল কে তোমার হয়?
এরা মুক্ত, তুমি বদ্ধ, তবু বল, কি নিমিত্ত
দাঁড়াইয়া পাশে তব? ছাড়িতে না চায়;
নিজেরা যে যাবে মারা সে ভয় না পায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন :

[১]। অর্থাৎ পলাইলে অতি অনার্য্য কর্ম্ম করা হইবে এই ভয়ে।

১২. ভাই আর বোন মোর এরা দুইজন;
এক মাতৃগর্ভে সবে লভেছি জনম।
তাই জীবনের মায়া করি পরিহার
আছে দাঁড়াইয়া পাশে ইঁহারা আমার।

বোধিসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধের মন আরও গলিয়া গেল। তাহার মনটা নরম হইয়াছে বুঝিয়া চিত্র বলিল, 'ভাই নিষাদ, এই মৃগরাজ যে সাধারণ মৃগমাত্র, তুমি ইহা মনে করিও না। ইনি অশীতি সহস্র মৃগের অধিপতি। ইনি শীলাচারসম্পন্ন, সকল প্রাণীর প্রতি করুণাময় এবং মহাপ্রাজ্ঞ। ইনি জরাজীর্ণ অন্ধ মাতাপিতাকে পোষণ করিয়া থাকেন। এমন ধার্ম্মিকের প্রাণনাশ করিলে, পরোক্ষে আমাদের মাতাপিতা, আমি ও এই ভগিনী, সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ প্রাণীকেই বধ করা হইবে। তুমি আমার ভ্রাতার জীবন দান কর; তাহা করিলে পাঁচটী প্রাণীর জীবনদান-জনিত পুণ্য অর্জ্জন করিবে।

১৩. অন্ধ, অসহায় তাঁরা পুত্রশোকে ত্যজিবেন প্রাণ।
দাদারে মুকতি দাও; পঞ্চ জীবে কর প্রাণ দান।'

চিত্রের কথায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া ব্যাধ আশ্বাস দিল, 'স্বামিন, কোন ভয় নাই।' অনন্তর সে এই গাথা বলিল :

১৪. মাতাপিতৃপোষকেরে মুক্তি আমি দিলাম এখন;
মুক্ত দেখি মহামৃগে হোক সুখী সেই দুই জন।

ইহা বলিয়া সে ভাবিতে লাগিল, 'রাজদত্ত পুরস্কারে আমার কি উপকার হইবে? আমি এই মৃগরাজকে বধ করিলে, হয় পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে রসাতলে লইয়া যাইবে, নয় বজ্রাঘাতে আমার মস্তক চূর্ণ হইবে। অতএব আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব।' ইহা স্থির করিয়া সে মহাসত্ত্বের নিকটে গেল; ষষ্টিখানি তুলিয়া ফেলিল; চর্ম্মবন্ধন ছিঁড়িল; মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিল; তাঁহাকে জলের নিকটে লইয়া শোওয়াইল; অতি সন্তর্পণে পাশ খুলিয়া দিল; ক্ষতস্থানের স্নায়ুর মুখে স্নায়ু, মাংসের মুখে মাংস, চর্ম্মের মুখে চর্ম্ম লাগাইয়া দিল; জল দিয়া রক্ত ধুইল এবং মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে তাঁহারা গাত্র পরিমার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার মৈত্রীভাব এবং মহাসত্ত্বের পারমিতার প্রভাবে স্নায়ুমাংসচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে যুড়িয়া গেল; পা খানি পূর্ব্ববৎ লোমে এবং চর্ম্মে এমন আবৃত হইল যে, উহার কোন্ অংশে যে তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আর বুঝা গেল না। ইহাতে মহাসত্ত্ব বড় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া চিত্র পরম প্রীতিলাভ করিল এবং ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিল,

১৫. মুক্ত দেখি মহামৃগে যে আনন্দ উপজিল মনে,
সে আনন্দ লভ, ব্যাধ, লয়ে তব জ্ঞাতিবন্ধুজনে।

এদিকে মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'এ ব্যাধ নিজের কার্য্যানুরোধে আমাকে ধরিল, না অন্য কাহারও আজ্ঞায় এ কাজ করিল?' তিনি ব্যাধকে প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ উত্তর দিল, 'আপনাকে ধরিতে আমার নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার অগ্রমহিষী ক্ষেমা আপনার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন; সেইজন্য রাজার আজ্ঞায় আমি আপনাকে ধরিয়াছি।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'যদি তাহা হয়, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া তো তোমার পক্ষে অতি দুঃসাহসের কাজ হইতেছে। চল, আমায় লইয়া গিয়া রাজাকে দাও। আমি দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাইব।' ব্যাধ কহিল, 'স্বামিন, রাজারা বড় নিষ্ঠুর। আপনাকে লইয়া গেলে কি হইবে কে জানে?' আপনি যেখানে সুখী হইবেন, সেইখানে চলিয়া যান।' মহাসত্ত্ব দেখিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাধ অতি দুষ্কর কার্য্য করিল; অতএব যাহাতে সে রাজার অঙ্গীকৃত পুরস্কার পায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ব্যাধকে বলিলেন, 'ভাই, তুমি আমার পিঠে হাত বুলাও।' ব্যাধ হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; তাহার হাতখানি সুবর্ণবর্ণ লোমে পূর্ণ হইল। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'স্বামিন, আমি এ লোমগুলা দিয়া কি করিব?' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তুমি এগুলি লইয়া রাজা ও রাণীকে দেখাও, এবং বল গিয়া যে, এগুলা সুবর্ণবর্ণ মৃগের লোম। অনন্তর, যে গাথাগুলি বলিতেছি, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই সকল গাথায় দেবীর নিকট ধর্ম্মদেশন কর। তাহা শুনিলেই মহিষীর দোহদ নিবৃত্ত হইবে।' ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব ব্যাধকে 'ধম্মং চর মহারাজ' ইত্যাদি দশটী ধর্ম্মচর্য্যা গাথা শিক্ষা দিলেন, পঞ্চশীল দান করিলেন এবং 'অপ্রমত্ত হও' এই উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা ভগিনীই কিয়দ্দূর ব্যাধের অনুগমন করিলেন এবং পানাহার শেষ করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের মাতাপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস রোহন্ত, তুমি না কি ধরা পড়িয়াছিলে? কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে বল।

১৬. কিরূপে লভিলে মুক্তি, জীবন যখন গতপ্রায়?
কূট পাশ হতে ব্যাধ মুক্তি কেন দিয়াছে তোমায়?

ইঁহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তিনটী গাথা বলিলেন :

১৭. মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়
চিত্রক প্রাণের ভাই তুষিল ব্যাধেরে, তাই
পাশ হতে মুক্তি মোর হয়!

১৮. মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে ব্যাধে করি অনুনয়

তুষিল ব্যাধের মন সুতলা ভগিনী মম,
পাশ হতে মুক্তি তাই হয়।

১৯. মিষ্ট, শ্রুতিসুখকর মর্ম্মস্পর্শী মনোহর
বাক্যে শুনি ব্যাধের অন্তরে
উপজিল দয়ারস; হইয়া তাহার বশ,
ব্যাধ আজ মুক্তি দিল মোরে।

তখন তাঁহার মাতাপিতা ব্যাধের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিলেন :

২০. রোহন্তে দেখিয়া আজ যে মহা আনন্দ মনে ভোগ করি আমরা দুজন,
লুব্ধক, সদায় তুমি ভুঞ্জ নিত্য সে আনন্দ সহ সর্ব্ব আত্মীয়স্বজন।

এদিকে ব্যাধ বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন :

২১. মৃগ কিংবা চর্ম্ম তার করি আহরণ
আনিবে বলিয়াছিলে; তব কি কারণ
না মৃগ, না চর্ম্মলোম, কিছুমাত্র লয়ে
ফিরিয়া আসিলে তুমি রিক্তহস্ত হয়ে?

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল :

২২. সে মৃগ হইয়াছিল করতলগত মম কূটপাশে আবদ্ধ হইয়া;
আশ্বাস করিতে দানবিমুক্ত দুইটী মৃগ ছিল তার কাছে দাঁড়াইয়া।

২৩. দেখি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য অপূর্ব্ব আবেগবশে শিহরিল সর্ব্ব কলেবর;
ভাবিনু মারিলে এরে, সে মহাপাপের ফলে যাবে সদ্য জীবন আমার।

ইহা শুনিয়া রাজা বিস্ময়ভাবে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :

২৪. কিরূপ দেখিতে বল সেই মৃগগণ?
কোন ধর্ম্ম, বল, তারা করে আচরণ?
কেমন দেহের বর্ণ, চরিত্র কেমন?
এত যে প্রশংসা তুমি কর কি কারণ?

ব্যাধ বলিল :

২৫. রোমগুলি সুনির্ম্মল, পৃষ্ঠগুলি রজতধবল;
সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মের ভাতি সুবর্ণের সমান উজ্জ্বল;
সুন্দর পায়ের খুর সুলোহিত প্রবাল-উপম;
অঞ্জনে রঞ্জিতপ্রায় নয়নের শোভা মনোরম।

ইহা বলিতে বলিতে ব্যাধ মহাসত্ত্বের সেই সুবর্ণবর্ণের রোমগুলি রাজার হস্তে স্থাপন করিল এবং নিম্নলিখিত গাথায় সেই মৃগদিগের রূপগুণ ব্যাখ্যা করিল :

২৬. এরূপ তাদের রূপ; গুণেও তেমন;
সযতনে করে মাতাপিতার পোষণ।
এ কারণে, নরবর, শক্তি মোর নাই
আনিতে সে মৃগরাজে বান্ধি তব ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা ব্যাধ মহাসত্ত্বের, চিত্রের ও সুতনার গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিল, দেব, সেই মৃগরাজ আমাকে নিজের লোম দিয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে দশধর্ম্মচর্য্যা-গাথা দ্বারা ধর্ম্মকথা শুনাই।[১]

---

[১১]। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লিখিত আছে—'তিনি আমাকে দশ ধর্ম্মচর্য্যাগাথা শিখাইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া দেবীকে ধর্ম্মকথা শুনাই।'
ইহা শুনিয়া রাজা ব্যাধকে সপ্তরত্নখচিত পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, দেবীর সহিত নিজে এক নীচাসনে একান্তে উপবিষ্ট রহিলেন এবং ধর্ম্মদেশন করিবার জন্য তাহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ করিলেন ব্যাধ এই গাথাগুলি বলিয়া ধর্ম্মদেশন করিল :

১। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
২। তব দারাসুতগণ— যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৩। মিত্রামাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৪। যুদ্ধ-যাত্রা-আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৫। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৬। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৭। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৮। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া, ক্ষত্রিয় রাজন;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
৯। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে প্রায়ণ।
১০। ধর্ম্মচর্য্যা কর, দেব; প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন।
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র-আদি দেবব্রহ্মগণ
১১। জানিবে এ সব, ভূপ, কর্ত্তব্য-সোপান; অনুশাসনের মধ্যে এরাই প্রধান।
সুপ্রাজ্ঞের উপদেশ করিয়া পালন, কল্যাণী করিয়াছিল ত্রিদিবে গমন।*

ইহা বলিয়া সে কাঞ্চনপীঠে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মদেশন করিল। তাহা শুনিয়া দেবীর দোহদ নিবৃত্ত হইল। রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাধপুত্রকে বহু পুরস্কার দিলেন। তিনি বলিলেন :

২৭. শত নিষ্ক,[১] মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল,
খট্টা এই চতুরস্র,[২] অতসীপুষ্পের
নীল আভা মনোলোভা দারুতে যাহার,[৩]
দিলাম নিষাদপুত্র এ সব তোমায়।

২৮. দিনু আরও ভার্য্যাদ্বয়[৪] তুল্য রূপে গুণে;
বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনু শতসহ
দিলাম তোমায়, ব্যাধ। বহু উপকার
করিলে আমার তুমি। ধর্ম্মপথে চলি
করিব রাজ্য এই প্রতিজ্ঞা আমার।

২৯. কৃষি ও বাণিজ্য, ঋতদান, উঞ্ছবৃত্তি,
করে লোকে এই চারি বৃত্তির সুখ্যাতি।

মহাসত্ত্ব যে পদ্ধতি দেখাইয়াছিলেন, নিষাদপুত্র তাহার অনুসরণ করিয়া বুদ্ধলীলায় এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিল; বোধ হইল যেন সে আকাশগঙ্গাকে অবতরণ করাইল। সমবেত বিশাল জনসঙ্ঘ তাহাকে সহস্র সহস্র সাধুকার দিতে লাগিল। ধর্ম্মকথা-শ্রবণান্তে দেবীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল।

* একাদশ গাথাটীর অর্থ দুর্ব্বোধ্য। ইংরাজী অনুবাদক 'কল্যাণী' পদটীকে কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীবাচক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা, বোধয় হয়, কোন ধর্ম্মপরায়ণা নারীর নাম। হয়ত তিনি কোন সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া তদীয় উপদেশমত চলিতেন। গাথাকার এই কিংবদন্তী স্মরণ করিয়া গাথাটী রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর। ব্যাধ ক্ষেমার দোহদ নিবৃত্তির জন্য বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনাইতেছে; এজন্য কোন নারীর সদুপদেশ শ্রবণের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া সুসঙ্গত। কিন্তু ইহাতেও 'এতী' পদের কোন অর্থ থাকে না।

[১]। নিষ্ক = সুবর্ণমুদ্রা-বিশেষ, অথবা ৩২০ রতি ওজনের সোণা।

[২]। চতুরস্র—মূলে 'চতুস্সদং' এই পদ আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'চতুরস্সদং চতুউস্সিসকং'। 'চতুরস্সং' এই পাঠান্তরও দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদকের মতে ইহা 'চতুউস্সদং' অর্থাৎ চারিটী আস্তরণযুক্ত। এ অর্থও অসঙ্গত নহে।

[৩]। 'উম্মাপুপ্ফসিরিন্নিভং'—টীকাকার এই বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন 'নীলপচ্চত্থরণতায় উম্মা পুপ্ফসদিসায় নিভায় ওভাসেন সমন্নাগতং কালবণ্ণদারুসারময়ং', অর্থাৎ হয় নীলবর্ণের আস্তরণযুক্ত বলিয়া অতসী পুষ্পনিভ, নয় কৃষ্ণসারময় কাষ্ঠ (যেমন আবলুশ) নির্ম্মিত।

[৪]। ভার্য্যাদ্বয়—ব্যাধের পূর্ব্বেও স্ত্রীপুত্র ছিল; তাহার উপর আবার একটী নয়, দুইটী ভার্য্যালাভ!

এ সকল বৃত্তিদ্বারা পোষ দারাসুতে;
দিওনা যাইতে মন পুনঃ পাপপথে।

রাজার কথা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, 'মহারাজ, আমার আর গৃহে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।' অনন্তর সে রাজার অনুমোদন গ্রহণ করিল, রাজদত্ত পুরস্কার দারাপুত্রদিগকে দান করিল, হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইল। রাজাও মহাসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিয়া স্বর্গবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলেন। মহাসত্ত্বের এই উপদেশগুলি সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল।

[ধর্ম্মদেশনান্তে শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও আনন্দ এইরূপে আমার জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, মহারাজকুলের কেহ কেহ ছিলেন সেই মৃগরাজমাতা ও মৃগরাজপিতা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সুতনা, আনন্দ ছিলেন চিত্রমৃগ, শাক্যগণ ছিল সেই অশীতিসহস্র মৃগ এবং আমি ছিলাম রোহন্ত মৃগরাজ।]

---

৫০২. হংস-জাতক

[স্থবির আনন্দ নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ সময়েও একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া স্থবিরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া যখন প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আনন্দ আমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।' অনন্তর সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে বহুপুত্রক-নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর নাম ছিল ক্ষেমা। তখন মহাসত্ত্ব সুবর্ণ হংসযোনিতে জন্মান্তর লাভপূর্ব্বক নবতিসহস্র হংস-পরিবৃত হইয়া চিত্রকূটে বাস করিতেন।

রোহন্তমৃগ-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও মহিষী সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, সুবর্ণবর্ণের হংসের মুখে ধর্ম্মদেশন শুনিবার

জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সুবর্ণবর্ণের হংসেরা নাকি চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করে। তিনি ক্ষেমনামক একটী সরোবর খনন করাইলেন, তাহার ধারে নানাপ্রকার নিবাপধান্যাদি রোপণ করাইলেন, প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে অভয়ঘোষণা (অর্থাৎ কেহ কোন প্রাণী মারিতে পারিবে না, এই আদেশ প্রচার) করিতে লাগিলেন এবং হংস ধরিবার নিমিত্ত একজন ব্যাধ নিযুক্ত করিলেন। ব্যাধের নিয়োগ, ব্যাধ কর্ত্তৃক পক্ষীদিগের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি, সুবর্ণহংসগণ উপস্থিত হইলে রাজাকে সেই সংবাদজ্ঞাপন, তদনন্তর জালবিস্তার, মহাসত্ত্বের পাশবন্ধন, হংসদিগের তিন ঝাঁকেই তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হংস-সেনাপতি সুমুখের নিবর্ত্তন, এ সমস্ত মহাহংস-জাতকে (৫৩৪) বলা হইবে।[১] যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন মহাসত্ত্ব ষষ্টিসংলগ্ন পাশে বদ্ধ হইয়া ষষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক ঝুলিতে ঝুলিতে গ্রীবা বিস্তার করিয়া হংসদিগের পলায়ন-পথ দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমুখ ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া, তিনি স্থির করিলেন, 'ফিরিয়া আসিলে ইহাকে পরীক্ষা করিব।' অনন্তর সুমুখ ফিরিলে তিনি তিনটী গাথা বলিলেন :

১. ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ[২] করে পলায়ন;
পীতপত্র, হেমবর্ণ সুমুখ! তুমিও কর যথেচ্ছ গমন।

২. একাকী ফেলিয়া মোরে পাশ বদ্ব অবস্থায় জ্ঞাতিগণ যায়।
না ভাবি আমার দশা; তুমি একা, বল, কেন রহিবে হেথায়?

৩. যাও উড়ি, খগবর; বন্ধুত্ব বন্দীর সনে বিফল নিশ্চয়;
মুক্তির সুযোগ তুমি ছেড় না; চলিয়া যাও যেথা ইচ্ছা হয়।

পঙ্কপৃষ্ঠাসীন সুমুখ বলিলেন :

৪. এমন বিপত্তিমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র,[৩] ফেলি তোমা যাব না কখন;
জীবন, মরণ মম হইবে তোমার সাথে; এই মোর পণ।

সুমুখ সিংহনাদে এই সঙ্কল্প জানাইলে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন :

৫. আর্য্যজনগণোচিত বলিলে, সুমুখ, যাহা; বড়ই উদার!
বলেছিনু উড়ে যেতে শুধু পরীক্ষার তরে মনের তোমার।

হংসদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে ব্যাধ লগুড়হস্তে সেখানে ছুটিয়া আসিল। সুমুখ ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়া ব্যাধের অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া হংসরাজের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিবামাত্র ব্যাধের মন নরম হইল। তাহার মন নরম হইয়াছে

---

[১]। মহাহংস জাতকে এই সকল হংসকে ধৃতরাষ্ট্র হংস বলা হইয়াছে।

[২]। বক্রাঙ্গ—লোহিতবর্ণের হংস।

[৩]। হংসরাজের নাম।

বুঝিয়া সুমুখ আবার হংসরাজের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ব্যাধও হংসরাজের নিকটে গিয়া ষষ্ঠ গাথা বলিল :

৬. পদচিহ্নহীন অন্তরীক্ষ-পথে আসে যায় পক্ষিগণ;
দূর হ'তে তবু নারিলা দেখিতে পাশ তুমি কি কারণ?

মহাসত্ত্ব উত্তর দিলেন :

৭. বিনাশ যখন হয় সমাগত, হয় যবে আয়ুঃক্ষয়।
অদূরেও যদি থাকে পাশ, জাল, দেখিতে না শক্তি রয়।

মহাসত্ত্বের উত্তরে ব্যাধ সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর যে নিম্নলিখিত তিনটী গাথায় সুমুখের সহিত আলাপ করিল :

৮. ওই দেখ, ভয় পেয়ে কিরূপে বক্রাঙ্গগণ প্রাণ লয়ে করে পলায়ন;
হে হেমবরণ হংস, রয়েছ এখানে শুধু একা তুমি বল কি কারণ?

৯. করিয়া ভোজন, পান গিয়াছে বিহঙ্গগণ, অপেক্ষা না করি কারো তরে;
একাকী রয়েছ তুমি সেবিতে এ হংসবরে; দেখি জন্মে বিস্ময় অন্তরে।

১০. কে ইনি তোমার হন? কি সম্বন্ধ তোমাদের? মুক্ত করে বদ্ধের শুশ্রূষা।
ছাড়ি এঁরে পলায়ন করিল বিহঙ্গগণ; তুমি শুধু আছ, এ কি দশা?

সুমুখ বলিলেন :

১১. রাজা ইনি, মিত্র ইনি, সখা মোর প্রাণের সমান।
যাব না ছাড়িয়া এঁরে যত দিন দেহে আছে প্রাণ।

সুমুখের কথায় ব্যাধের চিত্ত আরও প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, আমি যদি এরূপ শীলসম্পন্ন পক্ষীদিগের অনিষ্ট করি, তবে পৃথিবী দুই ভাগ হইয়া আমাকে গ্রাস করিবে। আমি ইহাদিগকে মুক্তি দিব। ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

১২. সখার রক্ষার তরে চাও নিজ প্রাণ দিতে! সখায় তোমার
দিনু মুক্তি; যান চলিসঙ্গে তব হংসরাজ যেথা ইচ্ছা তাঁর।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ধৃতরাষ্ট্রকে ষষ্টি-পাশ হইতে নামাইল, নদীতীরে লইয়া গেল, পাশ খুলিয়া দিল, অতি সাবধানে রক্ত ধুইল এবং ছিন্ন স্নায়ু প্রভৃতি মুখে মুখে যুড়িয়া দিল। ব্যাধের কারুণ্য এবং মহাসত্ত্বের পারমিতার প্রভাবে তাঁহার পা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ হইল, কোন্ স্থানে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। সুমুখ মহাসত্ত্বকে তদবস্থায় দেখিয়া পরিতুষ্টচিত্তে এই গাথায় কৃতজ্ঞতা জানাইলেন :

১৩. মুক্ত দেখি হংসরাজে যে আনন্দ পাইলাম আজ,
জ্ঞাতিগণসহ তুমি সে আনন্দ ভুঞ্জ, ব্যাধরাজ।

ইহা শুনিয়া ব্যাধ বলিল, 'মহাশয়েরা এখন প্রস্থান করুন।' তখন মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সৌম্য ব্যাধ, তুমি কি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আমায়

ধরিয়াছিলেন, না অন্য কাহারও আজ্ঞায়?' ব্যাধ যখন তাঁহাকে প্রকৃত কারণ জানাইল, তখন তিনি ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে চিত্রকূটে যাওয়াই কর্ত্তব্য, না নগরে যাওয়া কর্ত্তব্য?' তিনি স্থির করিলেন, 'আমি নগরে গেলে এই ব্যাধপুত্র ধনলাভ করিবে, মহিষীর দোহদ নিবৃত্ত হইবে, সুমুখের মিত্রধর্ম্মও প্রকটিত হইবে।' আমি জ্ঞানবলে ক্ষেম সরোবরটীও দক্ষিণাস্বরূপ এমনভাবে লাভ করিব যে, সমস্ত প্রাণী তাহার তটে ও জলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে। অতএব নগরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, 'ব্যাধ, তুমি আমাদিগকে বাঁকে তুলিয়া রাজার নিকট লইয়া চল; রাজার যদি ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। ব্যাধ বলিল, 'আপনারা চলিয়া যান; কারণ রাজারা অতি ক্রুরস্বভাব।' 'সে কি কথা।' আমরা তোমার ন্যায় ব্যাধের মন নরম করিতে পারিলাম, আর রাজার মন নরম করিতে পারিব না!' রাজার আরাধনার ভার আমরা লইলাম; তুমি ভাই, আমাদিগকে লইয়া চল।' ব্যাধ তাহাই করিল।

হংস দুইটীকে দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কাঞ্চনপীঠে বসাইলেন, মধুমিশ্রিত লাজ খাওয়াইলেন, মধুমিশ্রিত জল পান করাইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইলেন। হংসরাজ দেখিলেন, রাজা ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় অভিবাদন করিলেন। হংসরাজ এবং রাজার মধ্যে যে আলাপ হইয়াছিল, নিম্নলিখিত এক একটী গাথায় পর্য্যায়ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে :

১৪. 'কুশল তো তব? কোন অসুখ তো নাই?
ধন-ধান্যে রাজ্য তব পূর্ণ সব ঠাঁই'
করেন তো যথাধর্ম্ম প্রজার শাসন?
শুনিতে উৎসুক আমি এ সব, রাজন।'

১৫. 'সর্ব্বত্র কুশল, হংস; আছি সুস্থদেহ;
ধনধান্যে পূর্ণ রাজ্য—অসুখী না কেহ।
যথাধর্ম্ম করি আমি প্রজার শাসন;
না করি অন্যায় পথে কভু বিচরণ।'

১৬. 'অমাত্যেরা আপনার নির্দ্দোষ তো সব?
দূরেতে আছে তো সদা শত্রুগণ তব?
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন,[১]

[১]। কর্কটক্রান্তির উত্তরস্থ স্থানসমূহ মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণে ছায়া পড়ে না; কর্কটক্রান্তির দক্ষিণেও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ঋতুভেদে দক্ষিণ দিকে পতিত ছায়া খুব ছোট হয়, উত্তরে পতিত ছায়ার ন্যায় বৃদ্ধি পায় না।

বাড়ে না তো সেই মত তব শক্রগণ?'

১৭. আমার অমাত্যগণ নির্দ্দোষ সকলে;
সুদূরে রেখেছি আমি সদা শক্রদলে।
দক্ষিণে পতিত ছায়া বাড়ে না যেমন,
তেমতি বাড়িতে নারে মম শক্রগণ।

১৮. 'ভার্য্যা তো সদৃশী তব সর্ব্বাংশে, নৃমণি?
আজ্ঞাবহা, সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা, সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা,
যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আছ সদা?'

১৯. 'ভার্য্যা মম সর্ব্ব অংশে সদৃশী, রমণী,
আজ্ঞাবহা, সদা পতিচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী,
সুরূপা, সুশীলা, পুত্রবতী, প্রিয়ংবদা,
যশস্বিনী, পেয়ে যাঁরে সুখী আছ সদা?'

২০. 'আছে তো অনেক পুত্র তব, রথিবর,
সুজাত, সহজে সূক্ষ্মনির্ণয়ে তৎপর;
যে কাজে তাহারা হয় নিযুক্ত যখন,
করিত সম্পন্ন তাহা তোষে সর্ব্বজন?'

২১. 'একাধিক শতপুত্র, ধৃতরাষ্ট্র, মম;
তেঁই 'বহুপুত্র' এই লভিয়াছি নাম।
কি কর্ত্তব্য তাহাদের, দাও উপদেশ;
পালিতে তাহারা যত্ন করিতে অশেষ।'

রাজার কথায় মহাসত্ত্ব রাজপুত্রদিগের উপদেশার্থ পাঁচটী গাথা বলিলেন :

২২. করা যাবে শেষে, এই ভাবি মনে মনে
অবহেলা করে নিজ কৃত্যসম্পাদনে,—
হোক উচ্চকুলে জন্ম, হোক সদাচার,
চেষ্টার সুযোগ সেই নাহি পায় আর।

২৩. বাল্যে বা যৌবনে চিত্ত চঞ্চল যাহার
মহা ছিদ্র দেখা দেয় চরিত্রে তাহার।
রাত্রিকাল চন্দ্রালোকে করে দরশন
যে সকল বস্তু শুধু স্থূলআয়তন।
অশিক্ষিত যুবা, ভূপ, জেন সে প্রকার;
স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাহিক তাহার।

২৪. অসারে যেভাবে সার, সুমতি সেজন
বহুশিক্ষা পাইলেও না লভে কখন।
শরভ ছুটিয়া যবে যায় গিরিপথে,
অসমানে সম ভাবি পড়ে সে প্রপাতে।
অসারে যেভাবে সার, সেই মূঢ়মতি
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, জানিও তেমতি।

২৫. ধৃতিমান, সদাচার, শীলপরায়ণ,—
হোক না অন্ত্যজ কেন হেন কোন জন,—
সুযশ চৌদিকে তার হয় বিকিরণ,
নৈশ অগ্নিশিখা যথা উজ্জ্বলবরণ।

২৬. এ দুটী উপমা ভূপ, করি প্রণিধান,
পুত্রদের কর তুমি সুশিক্ষাবিধান।
মেধা তাহাদের বৃদ্ধি পাবে নিরন্তর,
উপ্তবীজ সুক্ষেত্রে যেমন, নরেশ্বর।

মহাসত্ত্ব সমস্ত রাত্রি রাজাকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া মহিষীরও দোহদ নিবৃত্ত হইল। মহাসত্ত্বের কৃপায় অরুণোদয়কালেই রাজা শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; তিনি রাজাকে অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া সুমুখের সহিত উত্তরদিকের বাতায়ন দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক চিত্রকূটে প্রস্থান করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'তবেই দেখিলে, ভিক্ষুগণ, ইনি কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন ছন্দক ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই রাজা, একজন ভিক্ষুণী ছিলেন ক্ষেমাদেবী, শাক্যগণ ছিলেন হংসগণ, আনন্দ ছিলেন সুমুখ এবং আমি ছিলাম সেই হংসরাজ।]

---

৫০৩. শক্তিগুল্ম-জাতক

[শাস্তা মদ্রকুক্ষি-নামক স্থানের মৃগদাবে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন[১] তাহার একখণ্ডের আঘাতে শাস্তার পাদ ক্ষত হইয়াছিল এবং ঐ ক্ষতস্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া ভগবান বলিলেন, 'দেখ, এখানে স্থানের বড় অভাব, অথচ বোধ হইতেছে, এখানে বহুলোকসমাগত হইবে;

---

[১]। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অতএব তোমরা আমাকে শিবিকায় তুলিয়া মদ্রকুক্ষিতে লইয়া চল।' ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন। জীবকের সুচিকিৎসায় তথাগতের পা ভাল হইল। ভিক্ষুরা একদিন শাস্তার নিকটে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই, দেবদত্ত নিজেও পাপী; তাহার অনুচরগণও পাপী। পাপী পাপিগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে!' শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছ?' ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, 'কেবল এ জন্মে নয়, পূর্ব্বেও দেবদত্ত পাপী ছিল এবং পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

* * *

পুরাকালে উত্তর-পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহাসত্ত্ব এক পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অরণ্যের মধ্যে শাল্মলীবনে কোন শুকরাজের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন।

ঐ পর্ব্বতের উপরিবাতে এক চোরগ্রাম ছিল; সেখানে পঞ্চশত চোর বাস করিত। অধোবাতে ছিল পঞ্চশত ঋষির আশ্রম। শুকশাবকদ্বয়ের পক্ষনির্গমকালে একদা বাতাবর্ত্ত উত্থিত[১] হইয়া একটী শুক শাবকের চোরগ্রামে চোরদিগের আয়ুধের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে আয়ুধের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহাকে শক্তিগুল্ম বলিত। অপর শুকশাবকটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আশ্রমস্থিত বালুকাস্তীর্ণ ভূমির পুষ্পরাশির মধ্যে; এই জন্য লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল পুষ্পক। অনন্তর শক্তিগুল্ম চোরদিগের মধ্যে এবং পুষ্পক ঋষিদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদিন মহারাজ পঞ্চাল সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক শত শত অনুচরসহ মৃগয়ার্থ নগরের অনতিদূরস্থ সুপুষ্পিত ও ফলিত তরুলতাসমাকীর্ণ রমণীয় উপবনে গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'যাহার পার্শ্ব দিয়া মৃগ পলায়ন করিবে, তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে।' অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, তাঁহার জন্য যে কুটীর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে শরাসনহস্তে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার লোকজন মৃগ বাহির করিবার জন্য গুল্মসমূহে আঘাত আরম্ভ করিল। ইহাতে একটা এণমৃগ[২] বাহির হইয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, যেখানে রাজা রহিয়াছেন, কেবল সেই স্থানে পথ খোলা আছে। তখন সে সেই দিকেই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার পাশ দিয়া মৃগ পলাইল,

১। 'বাতমণ্ডলিকা'।

২। এণ = একজাতীয় হরিণ।

তখন লোকে উত্তর দিল, 'রাজার পাশ দিয়া।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা রাজাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা অহঙ্কারবশত তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না; এখনই সেই মৃগটাকে ধরিতেছি বলিয়া রথে উঠিলেন, সারথিকে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন এবং যে পথে মৃগ গিয়াছিল, সেই পথে ধাবিত হইলেন। রথ অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল বলিয়া রাজার সহচরেরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; রাজা কেবল সারথিকে সঙ্গে লইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু মৃগ দেখিতে পাইলেন না। প্রতিবর্ত্তনকালে তিনি সেই চোরগ্রামের সন্নিকটে এক রমণীয় কন্দর দেখিয়া সেখানে অবতরণ করিলেন, জলে গিয়া স্নান ও পান করিলেন এবং সেখান হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সারথি রথের আস্তরণ নামাইয়া এক বৃক্ষের ছায়ায় বিছাইয়া দিল। রাজা তাহার উপর শুইয়া পড়িলেন; সারথি বসিয়া তাঁহার পা টিপিতে আরম্ভ করিল। রাজা একবার নিদ্রা যাইতে, একবার জাগিতে লাগিলেন।

চোরগ্রামবাসী চোরেরাও রাজার রক্ষাবিধানার্থ বনে গিয়াছিল; গ্রামে তখন কেবল শক্তিগুল্ম এবং প্রতিকোলম্ব নামক একজন পাচক ছিল। শক্তিগুল্ম গ্রামে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল, 'ইহাকে নিদ্রিত অবস্থায় মারিয়া সমস্ত আভরণ গ্রহণ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রতিকোলম্বকে গিয়া এই কথা জানাইল।

[এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা পাঁচটী গাথা বলিলেন :

১. মৃগলোভে গেলা বনে পঞ্চাল ভূপতি রথিবর;
রহিল পশ্চাতে সেনা; ছিল মাত্র সারথি দোসর।

২. বনমধ্যে করিলেন তস্কর-কুটীর দরশন;
কুটীর হইতে আসি শুক বলে দারুণ বচন—

৩. 'উৎকৃষ্ট বাহন এর; কর্ণে শোভে সুমৃষ্ট কুণ্ডল;
শিরে দেখ রক্তোষ্ণীব প্রভাকরসমসমুজ্জ্বল।

৪. রাজা ও সারথি, দেখ, মধ্যাহ্নে নিদ্রায় অচেতন;
এস, মোরা কাড়ি লই ইহাদের সব আভরণ।

৫. সুষুপ্ত সারথি, রাজা; নিশীথের সুযোগ এখন;[১]
না জানিবে কেহ, এবে ইহাদের করিলে নিধন।
কর বধ, হর বস্ত্র, মণিকুণ্ডলাদি আছে যত;
শাখা-পত্র দিয়া শেষে মৃতদেহ কর আচ্ছাদিত।'

শুকের কথা শুনিয়া প্রতিকোলম্ব বাহিরে আসিল এবং নিদ্রিত ব্যক্তি যে রাজা,

---

[১]। অর্থাৎ, নিশীথে যে সুযোগ ঘটে, এখনও তাহা উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া বলিল :

৬. উন্মত্তের মত তুমি কি বলিলে, শক্তিগুল্ম? মতিচ্ছন্ন ঘটিল তোমার।
প্রজ্বলিত অগ্নিসম ভূপাল দুরধিগম্য; নিকটে যাইতে সাধ্য কার?

শুক উত্তর দিল—

৭. তুমিই উন্মত্ত নিজে; উচ্ছিষ্ট আসব সেবি করিতেছ অসার গর্জ্জন।
মা আছেন নগ্না হয়ে;[১] তবু তুমি চোর-কর্ম্ম করিতেছ নিন্দা কি কারণ?

প্রতিকোলম্বের সহিত শুক এইরূপে মনুষ্যভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময়ে রাজা জাগিয়া তাহা শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, ঐ স্থানে ভয়ের কারণ আছে; এইজন্য তিনি সারথিকে জাগাইয়া বলিলেন,

৮. উঠ, সৌম্য, ত্বরা করি রথে অশ্ব করহ যোজন;
বিশ্বাস নাহি এ শুকে; চল করি অন্যত্র গমন।

সারথি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রথ সজ্জিত করিল এবং বলিল :

৯. রথ সুসজ্জিত, ভূপ; অশ্ববর করেছি যোজন;
উঠুন, করিব মোরা স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ।

রাজা রথে আরোহণ করিবামাত্র সৈন্ধবঘোটকগুলি বাতবেগে ধাবিত হইল। রথ যাইতেছে দেখিয়া শক্তিগুল্ম সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া বলিল :

১০. পরিচারকেরা সব[২] কে কোথায় করেছে প্রস্থান।
দেখিল না তারা, তাই রাজা যায় লয়ে নিজ প্রাণ।

১১. কোদণ্ড, তোমর, শক্তি লয়ে এস এখনি ছুটিয়া;
রেখ না জীবন এর;[৩] যাইছে পাঞ্চাল পলাইয়া।

শক্তিগুল্ম ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল; এদিকে রাজা ঋষিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন ঋষিরা ফলমূলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন; কেবল পুষ্পক শুক আশ্রমে ছিল। সে রাজাকে দেখিয়া প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

[শাস্তা এই ঘটনা বর্ণন করিবার জন্য চারিটী গাথা বলিলেন :

---

[১]। দস্যুদলপতির ভার্য্যা। টীকাকার 'নগ্না' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'সাখাভঙ্গং নিবাসেত্বা চরতি;' অর্থাৎ দস্যুপত্নী বৃক্ষের শাখা পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছে। উড়িষ্যার জঙ্গল মহলে পূর্ব্বে পাতুয়ারা (জুয়াং জাতি) স্ত্রীপুরুষে কটিদেশে পত্রপল্লবের মালা পরিয়াই লজ্জা নিবারণ করিত।

[২]। দস্যুদলপতির অনুচরগণ।

[৩]। মূলে 'মা বো মুঞ্চিথ জীবিতং' আছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন 'তুম্হাকং জীবিতট্ঠানং মা মুঞ্চিথ।' কিন্তু ইহার পরেই, সপ্তদশ গাথায় 'মা এবং মুঞ্চিথ জীবিতং' এই পাঠান্তর দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

১২. আশ্রমের শুক লোহিততুণ্ডক নিরখি পঞ্চালে প্রীত হল মনে।
স্বাগত জিজ্ঞাসে মধুর সম্ভাষে, বলে, 'মহারাজ, আসুন এখানে।
আপনি নৃমণি; আগমনে তব ধন্য হল আজ এই তপোবন;
কৃপা করি প্রভু, বলুন আমায় কি হেতু এখানে হল আগমন।
১৩. তিন্দুক, পিয়াল, মধুকাদি আর[১] সুমধুর ফল আছে যা হেথায়,
যথারুচি বাছি উত্তম উত্তম খেয়ে তৃপ্তিলাভ কর মহাশয়।
১৪. গিরিগুহা হ'তে হ'য়েছে আনীত স্বাদুসুশীতল জল নিরমল;
ইচ্ছা যদি হয়, গিয়া অইখানে করি পান উহা পাইবেন বল।
১৫. অতিথিসেবক আছেন যাঁহারা গিয়াছেন বনে উঞ্ছনের তরে;
উঠি নিজে সব করুন গ্রহণ; হস্তহীন আমি; দিব কি প্রকারে?'

শুকের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন :

১৬. দেখ, এ বিহঙ্গ ভদ্র, ধার্ম্মিক কেমন!
সে শুকের মুখে শুধু নিঠুর বচন।
মার এরে বাঁধ এরে, বধ এরে প্রাণে,
শুধু হেন ক্রূর কথা তাহার বদনে।
১৭. সে কুস্থান ত্যজিলাম, তাই, শীঘ্রগতি;
আসি এ আশ্রমে স্বস্তি লভিলাম অতি।

রাজার কথা শুনিয়া পুষ্পক দুইটী গাথা বলিল :

১৮. 'সে আমার, মহারাজ, সহোদর ভাই;
এক(ই) বৃক্ষে উভয়ের হইল জনম;
দৈববশে কিন্তু শেষে ভিন্ন ভিন্ন ঠাঁই
অবস্থান করিলাম মোরা দুইজন।
১৯. শক্তিগুল্ম চোরসহ আমি ঋষিসহ
করিতেছি অবস্থান এবে অহরহ।
সদসৎসঙ্গভেদে চরিত্রগঠন
ভিন্নরূপে আমাদের হ'য়েছে, রাজন।'

অতঃপর পুষ্পক সদসৎসংসর্গের ধর্ম্ম পৃথক পৃথক নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিল :

---

[১]। তিন্দুক = গাব। মূলে 'মধুক' ও 'কাসুমারি' এই দুইটী ফলেরও নাম আছে। মধুক = মহুয়া। 'কাসুমারি' কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। টীকাকার বলেন ইহা 'কারফল।' 'কার'-সম্বন্ধে ১৬৩ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২০. বধ, বন্ধ, শাঠ্য, প্রবঞ্চনা, দিনমানে
দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন সে শিখেছে সেখানে।

২১. সত্যব্রত, ধর্ম্মরত, হিংসায় বিরত,
জিতেন্দ্রিয়, আতিথেয়, সতত সংযত,
এমন তাপসগণ অঙ্কে দিয়া স্থান
করেছেন যত্নে মোর সুশিক্ষা-বিধান।

ইহা বলিয়া শুক আবার নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে রাজার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিল :

২২. যে যাহারে ভজে, ভূপ, সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়ত-সংসর্গহেতু চরিত্র সে লভে সেই মতে।

২৩. যাহার যেমন মিত্র, যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত; সংসর্গের প্রভাব এমন।

২৪. প্রভু-ভৃত্য, গুরুশিষ্য পরস্পর সংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তুণীরের মধ্যে কেহ রাখে যদি বিষদিগ্ধ শর,
তুণীর(ও) ক্রমশ শেষে বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।

২৫. সংক্রমণ-ভয়ে সুধী পাপসখ না হয় কখন।
কুশ দিয়া পূতিমৎস্য যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ; নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত
পাপীরে ভজিলে শেষে নিজে হয় পাপপথগত।

২৬. রাখিবে তগর[১] যদি পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি পত্রও হইবে আমোদিত।
সেই রূপ, সাধুজনে সেব যদি করিয়া যতন,
তুমিও সাধুতা পেয়ে হবে ধন্য, প্রশংসাভাজন।

২৭. পত্রের সুগন্ধ হেরি, নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম;
সাধুসঙ্গে দেহ-অন্তে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

শুকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। এদিকে ঋষিরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ‘ভদন্তেরা

---

[১]। তগর = স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ; এবং একপ্রকার গন্ধচূর্ণ। এখানে, বোধ হয়, শব্দটী শেষোক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। একজাতীয় তগর ফুলেরও সৌরভ আছে।

দয়া করিয়া আমার আলয়ে বাস করুন।' ঋষিরা ইহা স্বীকার করিলেন; রাজা রাজধানীতে গিয়া সমস্ত শুকপক্ষীকে অভয় দিলেন। ঋষিরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা নিজের উদ্যানে তাঁহাদিগের বাসের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহাদিগের সেবা করিয়া স্বর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার পুত্রও রাজচ্ছত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিদিগের সেবাপরায়ণ হইলেন। এইরূপে ঐ রাজবংশ একে একে শত পুরুষ পর্য্যন্ত দানাদি সদ্ধর্মের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসত্ত্ব অরণ্যেই রহিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্বেও পাপিগণে পরিবৃত থাকিত।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল শক্তিগুল্ম; তাহার অনুচরেরা ছিল সেই সকল চোর, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম পুষ্পকনামা শুক।]

---

৫০৪. ভল্লাটিক-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লিকা দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার সহিত রাজার 'শয়নকলহ' হইয়াছিল।[১] রাজা ক্রোধবশে কিছুদিন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করিলেন না। তখন মল্লিকা ভাবিলেন, 'রাজা যে আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তথাগত, বোধ হয় তাহা জানিতে পারেন নাই।' অনন্তর এই কলহের বিবরণ শাস্তার কর্ণগোচর হইল; তিনি পরদিনই ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রত্যুদগমনপূর্ব্বক শাস্তার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইলেন, তাঁহাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, যথাস্থানে উপবেশন করাইলেন দক্ষিণোদক প্রদানপূর্ব্বক, শাস্তার ও অন্যান্য ভিক্ষুদের জন্য সুস্বাদু ভোজ্য পরিবেষণ করাইলেন এবং তাঁহাদের ভোজন শেষ হইলে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, মল্লিকাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?' রাজা বলিলেন, 'তিনি নিজের সুখে মত্ত রহিয়াছেন।' শাস্তা বলিলেন, 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বে কিন্নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া একরাত্রি মাত্র কিন্নরীর বিচ্ছেদে সাত শত বৎসর পরিদেবন করিয়া বেড়াইয়াছিলাম।' ইঁহার পর প্রসেনজিতের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :]

---

[১]। সুজাতা-জাতকেও (৩০৬) এই কলহের উল্লেখ আছে। শয়নকলহ বলিলে, বোধ হয়, কোনরূপ দাম্পত্য কলহ বুঝিতে হইবে।

পুরাকালে বারাণসীতে ভল্লাটিক নামে এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি অঙ্গারপক্ব মাংসভোজনের ইচ্ছায় অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধসহ সুশিক্ষিত এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় কুক্কুরপরিবৃত হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং হিমবন্তে প্রবেশ করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি আর উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া হরিণ-শূকর প্রভৃতি মারিতে মারিতে গঙ্গার একটী উপনদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং অঙ্গারে মাংস পাক করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক উচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী সুন্দর গিরিনদী ছিল। যখন ঐ নদী জলপূর্ণ থাকিত, তখনও উহাতে বুক-জল হইত; অন্য সময়ে কেবল হাঁটু-জল থাকিত। উহার জলে নানাবিধ মৎস্য ও কচ্ছপ কেলি করিত; উহার সৈকত-ভূমি রজতপট্টমণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত; উহার উভয় তীরে পুষ্প ও ফলভারে অবনত তরুরাজি বিরাজ করিত; তাহাদের শাখাসমূহ ফলপুষ্পরসপানে উন্মত্ত নানা জাতীয় বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ থাকিত; তাহাদের ছায়ায় বিবিধ হরিণ ও অন্যান্য বন্য জন্তু বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। ঐ রমণীয় হৈমবতী নদীর তীরে এক কিন্নর ও এক কিন্নরী পরস্পরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বহু বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিল। রাজা নদীর তীর দিয়া গন্ধমাদন শৈলে আরোহণ করিতেছিলেন; তিনি কিন্নরমিথুনকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইঁহারা বিলাপ করিতেছে কেন, জিজ্ঞাসা করি।' তিনি কুকুরগুলির দিকে তাকাইয়া তুড়ি দিলেন; সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট জাতীয় কুকুরগুলি সেই সঙ্কেতে গুল্মে প্রবেশ করিল এবং বুকে ভর দিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কুকুরগুলি দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে দেখিয়া রাজা শরাসন, তূণীর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া নদীতীরস্থ একটী বৃক্ষের নিকটে রাখিয়া দিলেন এবং নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে কিন্নরযুগলের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কান্দিতেছ কেন?'

[শাস্তা তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন :

১. ভল্লাটিক নামে ছিলেন নৃমণি; রাজ্য ছাড়ি যান মৃগয়ায় তিনি।
উপনীত গন্ধমাদন-শিখরে তরু শোভে যথা ফলপুষ্পভারে।
অতি রম্যস্থান সেই গিরিবর, তাই সেথা করে বসতি কিন্নর।

২. দেখিলেন রাজা হৈমবতী-তীরে কিন্নরমিথুন ভাসে অশ্রুনীরে।
অমনি তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কুকুরের পাল লুকাল গুল্মেতে।
ছাড়ি ধনুঃ, তূণ করেন গমন শুধাতে তাহারে কান্দে কি কারণ।

৩. 'নরদেহধারী, কিন্তু নর নও, কি নামে তোমরা পরিচিত হও?
গিয়াছে হেমন্ত, এসেছে বসন্ত, পানোৎসবে এবে জীবকুল অন্ধ;

এ সুখের দিনে হৈমবতী তীরে ভাসিছ কি হেতু নয়নের নীরে?
নিয়ত বিলাপ, বল, কি কারণ, করিতেছ হেথা বসি দুই জন?'

রাজার কথা শুনিয়া কিন্নর নীরব হইল; কিন্তু কিন্নরী রাজার সহিত নিম্নলিখিত গাথায় আলাপ করিল :

৪. ত্রিকূট পাণ্ডর, মল্লগিরিবর,— শীতল সলিলে পূর্ণ নিরন্তর
রয়েছে যেখানে গিরিনদীগণ; আমরা সেথায় করি বিচরণ।
নরের মতন ধরি কলেবর, বাস্তবিক কিন্তু নাহি মোরা নর।
বন্যপশু ভাবে আমরা মানুষ; নিষাদ দিয়াছে নাম কিম্পুরুষ।

তখন রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :

৫. আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন, তথাপি কি হেতু বিষণ্নবদন?
নরদেহধারী, বল কি কারণ অসন্তুষ্ট হয়ে করিছ ক্রন্দন।
৬. আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন; তথাপি তোমরা বিষণ্নবদন!
নরদেহধারী, বল কি কারণে, কি দুঃখে করিছ বিলাপ এখানে?
৭. আলিঙ্গনে বদ্ধ আছে প্রিয়জন; তথাপি তোমরা বিষণ্নবদন!
নরদেহধারী, বল কি কারণে, করিতেছ শোক বসি দুই জনে?

ইঁহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে উভয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইবে :

৮. 'এক রাত্রি তরে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পেয়েছিনু বহু মোরা দুই জনা।
অতৃপ্ত কামনা পুষিয়া অন্তরে যাপিনু সে নিশি স্মরি পরস্পরে।
সে দুঃখের নিশি পড়ে যবে মনে, শোকে অভিভূত হই দুই জনে।
পাছে সেই নিশি আর বার আসে, কাঁপি উঠে হিয়া সদা সে তরাসে।'
৯. 'পাও দুঃখ করি যে রাত্রি স্মরণ, কি হেতু বিচ্ছেদ ঘটিল তখন?
ধন কি বিনষ্ট হল অকস্মাৎ? কিংবা কোন মহাগুরুর নিপাত?
নরদেহধারী, সে নিশিতে বল, কি হেতু জ্বলিল বিচ্ছেদ-অনল?'
১০. 'অই যে সম্মুখে তব নির্ঝরিণী, বহে শৈলপাদে খরস্রোতস্বিনী,
তরু নানাজাতি উপরে যাহার করিয়াছে ঘন শাখার বিস্তার,
প্রিয় পতি মম বর্ষার সময়, একদিন পার হইলেন হায়।
ভাবিলেন আমি রয়েছি পশ্চাতে, আমিও হইব পার তাঁর সাথে।
১১. দূরে কিন্তু আমি ছিলাম তখন ফুল নানাবিধ করিতে চয়ন,—
অঙ্কোলক,[১] নবমালিকার ফুল,[২] মাধবী, যুথিকা সৌরভে অতুল।

---

[১]। অঙ্কোল, অঙ্কোলক, অঙ্কোল্ল, অঙ্কোট বা অঙ্কোঠ। Flora Indica নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ইহার বাঙ্গালা নাম 'আকরকন্ট'। আমি এ গাছ দেখি নাই।
[২]। ইহার পালি নাম 'সত্তলি' (সংস্কৃত 'সপ্তলা')।

মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও সাজিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ!

১২. কুরবক কত, কত কর্ণিকার,[১] সুরভি পাটলি, আর সিন্ধুবার,
এ সকল ফুল করিতে চয়ন অন্য দিকে মোর নাহি ছিল মন।
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ!

১৩. ছিল সুপুষ্পিত কত শালতরু; তুলি ফুল মালা গাঁথিনু সুচারু;
মালা গাঁথি আমি সাজাব প্রাণেশে, নিজেও পরিয়া যাব তাঁর পাশে,
মনে মনে এই ছিল বড় সাধ; নিদারুণ বিধি সাধিলেন বাদ!

১৪. রাশি রাশি ফুল করিয়া চয়ন সুকোমল শয্যা করিনু রচন;
শুইয়া সেখানে, ছিল আশা মনে, সুখে সে যামিনী করিব যাপন।

১৫. পিষিনু শিলায়, বসি বহুক্ষণ, পরম যতনে অগুরু, চন্দন;
দিব অনুলেপ পতি শরীরে, অনুলেপ দিয়া সাজাব নিজেরে।
পতিপাশে শেষে করিব শয়ন, এ আশায় মুগ্ধ ছিল মোর মন।

১৬. হেন কালে বন্যা আসিল নদীতে, প্লাবিয়া দুকূল লাগিল ছুটিতে;
নিমেষে ভাসিয়া গেল কোথা চলি শালকর্ণিকার-আদি ফুলগুলি।
পরিপূর্ণ জলে সে নদী আমার রহিল না সাধ্য হ'য়ে যেতে পার।

১৭. দুই তটে মোরা রহিনু দুজনে; দেখাদেখি হল বিদ্যুৎস্ফুরণে।
একবার কান্দি, একবার হাসি বহুকষ্টে সেই যাপিলাম নিশি।

১৮. রাতি পোহাইল, অরুণ উদিল; হৈমবতী ক্রমে জলশূন্য হল।
পার হয়ে মোরা, নিষাদ,[২] তখন করিলাম পরস্পর আলিঙ্গন।
স্মরিয়া সে দুঃখ ফেলি অশ্রুধার; মিলনের সুখে হাসি আর বার।'

১৯. 'মাত্র তিন কম বর্ষ সাত শত সে বিরহ-অন্তে হইয়াছে গত।
তথাপি এখনও ভুলিতে পারি না দুর্বিষহ সেই বিরহ-যন্ত্রণা!
শতবর্ষ মাত্র মানব-জীবন; কিভাবে যে তারা বিরহবেদন
সহে তাহা, ভূপ, না পারি বুঝিতে কান্তা বিনা সুখ কোথা পৃথিবীতে?'[৩]

---

[১]। মূলে 'উদ্দালক' আছে। সিন্ধুবার = নিষিন্দা।

[২]। রাজার নিষাদবেশ দেখিয়া কিন্নরী তাঁহাকে নিষাদ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

[৩]। এই গাথাটী বোধয় হয়, কিন্নরের উক্তি; উপরের গাথাগুলি কিন্নরী বলিয়াছিল। লিপিকারের দোষেই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, এ গাথাটীর অর্থ করা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক যে অর্থ করিয়াছেন, মূলের সহিত তাহার একেবারেই সামঞ্জস্য হয় না।

২০. 'বাঁচে কত কাল কিম্পুরুষগণ? জান যদি বল, শঙ্কা নাই কোন।
প্রাচীনের মুখে শুনেছ যেমন, বল, বন্ধু, তাই; করিব শ্রবণ।'
২১. 'কিন্নরের আয়ুঃ সহস্র বৎসর; পাপ, রোগ নাই তাহার ভিতর।
স্বল্পপরিমাণ তাই দুঃখভার; ভুঞ্জি সুখ-মোরা নিয়ত অপার।
প্রেমের বন্ধন টুটেনা কখন; প্রেমরসে আর্দ্র থাকি আমরণ।'

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'তির্যগযোনিজ কিন্নরগণ একরাত্রি মাত্র বিরহ ভোগ করিয়া সাত শত বৎসর ক্রন্দন করিয়া বিচরণ করিতেছে; আর আমি ত্রিশতযোজনবিস্তীর্ণ রাজ্য এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি! ধিক্ আমায়! আমি অতি অন্যায় কাজ করিতেছি।' অতঃপর তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, হিমবন্তে আশ্চর্য্য কিছু দেখিলেন কি?' রাজা সমস্ত ঘটনা সবিস্তর বলিলেন, তখন হইতে দান করিতে লাগিলেন এবং বিষয়সুখভোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

[শাস্তা এই ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন :

২২. কিন্নরের বাক্য শুনি ভল্লাটিক নরমণি
বুঝিলেন আপনার নীচ আচরণ;
মৃগয়া দিলেন ছাড়ি; নগরে গেলেন ফিরি;
দানে আর সুখভোগে যাপেন জীবন।

অনন্তর শাস্তা আরও দুইটী গাথা বলিলেন :

২৩. কিন্নরের বাক্য শুনি পরস্পর প্রীতভাবে
যাপ দিন, কলহ না করিবে কখন;
কিন্নরের মত যেন আত্মঅপরাধহেতু
হয় না পাইতে অনুতাপ কদাচন।

২৪. কিন্নরের বাক্যশুনি পরস্পর প্রীতভাবে
যাপ দিন, বিবেদ না করিও কখন;
কিন্নরের মত যেন আত্ম-অপরাধহেতু
হয় না পাইতে অনুতাপ কদাচন।

তথাগতের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া মল্লিকাদেবী আসন হইতে উঠিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দশবলের স্তুতি করিতে করিতে শেষ গাথাটী বলিলেন :

পূর্ব্বের গাথাগুলিতে মৃগয়াবেশধারী ভল্লাটিককে 'ব্যাধ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে; কিন্তু এই গাথায় কিন্নর তাঁহাকে একবার 'লুব্ধক', একবার 'ভূমিপাল' বলিতেছে। ইহা বোধ হয় রচকের অনবধানতার ফল।

২৫. শুনিনু নিবিষ্টচিত্তে নানা উপদেশ আপনার;
অর্থের গৌরবে এর সমতুল নাহি কিছু আর।
সুমধুর উপদেশে দুঃখ মোর হল বিদূরিত;
সুখেতে, মহাশ্রমণ, চিরদিন থাকুন জীবিত।

অতঃপর কোশলরাজ মল্লিকার সহিত সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

[**সমবধান :** তখন কোশলরাজ ছিলেন সেই কিন্নর; মল্লিকাদেবী ছিলেন সেই কিন্নরী, এবং আমি ছিলাম ভল্লাটিক রাজা।]

---

৫০৫. সৌমনস্য-জাতক

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের আয়োজন করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল', ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে কুরুরাজ্যে উত্তর পঞ্চাল নগরে রেণু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মহারক্ষিত নামক একজন তপস্বী পঞ্চশত শিষ্যসহ হিমবন্তে বাস করিতেন। একদা তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

একদিন সানুচর মহারক্ষিত পিণ্ডচর্য্যার জন্য রাজদ্বারে গমন করিলেন। রাজা ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন; তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত প্রাসাদতলে উপবেশন করাইলেন তাঁহাদের আহারার্থ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যভোজ্য পরিবেষণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, 'ভদন্তগণ, আপনারা এই বর্ষাকাল আমার উদ্যানেই বাস করুন।' অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া উদ্যানে গেলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ দিন হইতে তপস্বীরা সকলেই রাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন; তিনি পুত্রকামনা করিতেন; কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র জন্মে নাই।

বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলে মহারক্ষিত ভাবিলেন, 'এখন হিমবন্ত অতি রমণীয় হইয়াছে; অতএব সেখানে ফিরিয়া যাই। তিনি রাজার অনুমতি চাহিলেন; রাজা তাঁহার বহু সম্মান করিলেন এবং তাঁহাকে বহু উপহার দিয়া

বিদায় করিলেন। নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহারক্ষিত মধ্যাহ্নসময়ে রাজপথ ত্যাগ করিলেন এবং এক বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় নবশাদ্বলের উপর অনুচরগণসহ উপবেশন করিলেন। তখন ঋষিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'রাজার গৃহে কোন বংশরক্ষক পুত্র নাই। রাজা যদি পুত্র লাভ করিয়া বংশরক্ষা করিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়।' তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহারক্ষিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'দেখা যাউক, রাজার কোন পুত্র জন্মিবে বা জন্মিবে না।' তিনি যখন দেখিলেন, রাজার পুত্র জন্মিবে, তখন তিনি ঋষিদিগকে বলিলেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আজই প্রত্যূষকালে এক দেবপুত্র স্বর্গচ্যুত হইয়া অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিবেন।' এই কথায় এক জটাধারী ভণ্ডতপস্বী ভাবিল, 'আমি এখন রাজার কুলগুরু হই গিয়া।' যখন তপস্বীদিগের প্রস্থান করিবার সময় আসিল, তখন সে পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। তাপসেরা বলিলেন, 'চল যাই।' সে উত্তর দিল, 'আমার চলিবার শক্তি নাই।' মহারক্ষিত প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন 'যখন শক্তি পাইবে, তখন আসিবে।' অনন্তর তিনি অপর শিষ্যদিগকে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

ভণ্ড তপস্বী, যত শীঘ্র পারিল, রাজদ্বারে ফিরিল এবং সংবাদ দিল, 'মহারাজের একজন আজ্ঞাবহ তপস্বী আসিয়াছেন।' রাজা তখনই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সে দ্রুতবেগে প্রাসাদে আরোহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। রাজা তাহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং ঋষিদিগের কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনি এত শীঘ্র ফিরিয়াছেন এবং ছুটিয়া আসিয়াছেন, ইঁহার কারণ কি?' ভণ্ড বলিল, 'মহারাজ ঋষিরা সুখাসীন হইয়া বলাবলি করিতেছিলেন যে, মহারাজের বংশরক্ষার জন্য একটী পুত্র জন্মিলে বড় সুখের কারণ হয়। আপনার পুত্র জন্মিবে কি না, ইহা ভাবিয়া আমি দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিলাম, মহা ঋষিসম্পন্ন এক দেবপুত্র স্বর্গচ্যুত হইয়া অগ্রমহিষী সুধর্ম্মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। পাছে আপনারা না জানিলে গর্ভনাশ হয়, এই জন্য আমি ভাবিলাম, আপনাদিগকে এ কথা বলিব। তাহাই বলিবার জন্য আসিয়াছি; বলা হইল, এখন আমি চলিলাম।' ভণ্ডের কথায় রাজা তুষ্ট ও প্রসন্নচিত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'না, ভদন্ত, আপনি যাইতে পারিবেন না।' তিনি তাহাকে উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং তাহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইঁহার পর সে রাজভবনে আহার করিতে লাগিল। লোকে তাহার 'দিব্যচক্ষু' এই নাম রাখিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ ভবন হইতে বিচ্যুত হইয়া অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। নামকরণদিবসে তাঁহার 'সৌমনস্য কুমার' এই নাম রাখা হইল। তিনি রাজকুমারোচিত যত্নসহকারে পালিত হইতে লাগিলেন।

ভণ্ডতপস্বী উদ্যানের এক পার্শ্বে সূপরন্ধনোপযোগী নানা প্রকার শাক এবং অলাবু কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতা রোপণ করিয়া সেগুলি পর্ণিকদিগের হাত দিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। ইহাতে সে প্রচুর ধনসঞ্চয় করিল। বোধিসত্ত্বের বয়স যখন সাতবৎসর, তখন রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা দিব্যচক্ষুকে কুমারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে গেলেন। জটাধারী তপস্বীকে দেখিবার জন্য কুমার একদিন উদ্যানে গমন করিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন, ভণ্ডতপস্বীটা একখানা কাষায় বস্ত্র পরিয়াছে, একখানা উত্তরীয় গায়ে দিয়া, পাছে খুলিয়া যায় এই আশঙ্কায় ঐ বস্ত্র দুইখানি গ্রন্থিদ্বারা বান্ধিয়াছে এবং এই বেশে দুই হাতে দুইটা জলপূর্ণ কলসী লইয়া শাকের ক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে। ইহাতে বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ভণ্ডটা নিজের শ্রমণধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পর্ণিকবৃত্তি ধরিয়াছে।' তিনি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভো পর্ণিক গৃহপতে! আপনি কি করিতেছেন?'

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ভণ্ডকে লজ্জা দিলেন এবং তাহাকে প্রণাম না করিয়াই বাহিরে আসিলেন। ভণ্ড ভাবিল, 'এই ছেলেটা এখন হইতে আমার শত্রু হইল। কে জানে, এ কখন কি করিবে? অতএব ইহাকে শীঘ্রই মারিয়া ফেলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে রাজার আগমনকালে পাষাণফলকখানি এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল, পানের ঘটগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পর্ণশালার আশে পাশে তৃণ ছড়াইয়া রাখিল, শরীরে তেল মাখিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিল এবং যেন কতই দুঃখ হইয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্য মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

এদিকে রাজা ফিরিয়া আসিলেন, নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং দিব্যচক্ষুকে দেখিবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়াই পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমস্ত দ্রব্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'ব্যাপার কি?' অনন্তর তিনি ভিতরে গিয়া দেখিলেন, দিব্যচক্ষু শুইয়া আছে। তিনি তাহার পাদ সংবাহন করিতে করিতে বলিলেন,

১. কে করেছে হিংসা, অনিষ্ট তোমায়? কি হেতু বিষণ্ন, অসুখী তুমি?
কা'র মাতা পিতা কান্দিবে হে আজ? কে হইয়া হত চুম্বিবে ভূমি?

ইহা শুনিয়া ভণ্ড-তপস্বী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বিতীয় গাথা বলিল :

২. হইলাম তুষ্ট দরশনে তব; হয় নাই দেখা অনেক দিন।
করি নাই কারো অনিষ্ট কখন; জান তো রাজন, আমি হিংসাহীন।
তবু পুত্র তব বহু অনুচর লয়ে অকস্মাৎ পশিল কুটীরে;
কত যে লাঞ্ছনা দিয়াছে দেখ না; চিহ্ন আছে সব ভিতরে বাহিরে।

[ইঁহার পর যে গাথাগুলি দেওয়া গেল, সেগুলির সম্বন্ধ যথাপর্য্যায়ে বুঝিতে হইবে।

৩. 'খড়্গ লয়ে দৌবারিক যাও অন্তঃপুরে ছুটি;
জল্লাদ যাউক তব সনে;
সৌমনস্যে করি বধ, সুন্দর মাথাটা তার
কাটি ত্বরা আন এইখানে।'

৪. রাজদূতগণ বলিল কুমারে 'পরিত্যাগ রাজা করিলা তোমারে;
আদেশ তাঁহার বধিতে তোমায়; পালিতে যে আজ্ঞা এসেছি হেথায়।'

৫. এ নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া কুমার উঠিলা অমনি করি হাহাকার।
করযোড়ে বলে, 'জীবিতাবস্থায় লয়ে চল মোরে, দেখিব রাজায়।'

৬. শুনি কুমারের কাতর বচন লয়ে গেল তাঁরে রাজদূতগণ
রাজার নিকটে; দেখিয়া পিতারে দূর হতে পুত্র নিবেদন করে—

৭. 'খড়্গ লয়ে হাতে দৌবারিকগণ, অথবা জল্লাদ বধুক জীবন।
কিন্তু দয়া করি বল, মহারাজ, অপরাধ মোর হ'য়েছে কি আজ।'

রাজা বলিলেন 'যিনি পরম পূজার্হ, তাঁহার অত্যন্ত অপমান করা হইয়াছে। তুমি নিতান্ত গুরু অপরাধ করিয়াছ।' তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন :

৮. আহ্নিকের তরে সকালে বিকালে করেন স্বহস্তে উদক বহন,
অগ্নিপরিচর্য্যা পরম নিষ্ঠায় প্রতিদিন যাঁর হয় সম্পাদন,
সংযত সতত হেন ব্রহ্মচারী; কি হেতু তাঁহার কর অপমান
বলি 'গৃহপতি'? এ বড় কুমতি; এ হেতু তোমার বধিব পরাণ।'

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, 'পিতঃ, আমি গৃহপতিকে গৃহপতি বলিয়াছি; ইহাতে কি দোষ হইয়াছে?

৯. তাল আর মূল, কুম্মাণ্ড, অলাবু— পরিচর্য্যাপাত্র এ সব ইঁহার;
সদা সাবধানে এ সব রক্ষণে দেখা যায় আছে যতন অপার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম এ সকল কাজে রত যারা হয়,
গৃহপতি বিনা অন্য কোন আখ্যা যোগ্য তারা পেতে বল, মহাশয়।

এই কারণেই আমি ইহাকে গৃহপতি বলিয়াছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তবে নগরের চতুর্দ্বারে ফলমূলবিক্রেতাদিগকে (পর্ণিকদিগকে) জিজ্ঞাসা করাইয়া দেখুন।' রাজা জিজ্ঞাসা করাইলেন; তাহারা বলিল 'আমরা এই তাপসের হাত হইতে শাক ও ফলমূল লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।' অতঃপর রাজা শাকসবুজির বাগান দেখিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন; কুমারের অনুচরেরাও ভণ্ড তাপসের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে শাকাদিবিক্রয়লব্ধ

কার্ষাপণমাসকাদির পুঁটুলি বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা বুঝিলেন, মহাসত্ত্বের কোন দোষ নাই। তিনি বলিলেন :

১০. বলিলে যা সত্য; আছে বটে এর পরিচর্য্যাপাত্র অনেক প্রকার;
সদা সযতনে রক্ষণাবেক্ষণ করে এই ভণ্ড তাহা সবাকার।
ব্রাহ্মণের কুলে লভিয়া জনম হীনবৃত্তি হেন ধরে যেই জন,
গৃহপতি সেই; এ আখ্যায় তার অপমান-বোধ হয় কি কারণ?

তখন মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই মূর্খ রাজার নিকটে থাকা অপেক্ষা হিমবন্তে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। সভার মধ্যে আমি ইঁহার দোষ প্রকাশ করিব এবং অনুমতি লইয়া অদ্যই নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইব।' তিনি সভাস্থ সকলকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন :

১১. পৌর, জানপদ, সকলে এখন করুন শ্রবণ মোর নিবেদন।
মূর্খ রাজা ভণ্ডে করিয়া বিশ্বাস উদ্যত করিতে মোর প্রাণনাশ।

ইঁহার পর তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণসম্বন্ধে অনুমোদনলাভার্থ বলিলেন :

১২. তুমি, নরনাথ, বিটপী বিশাল; আমি দৃঢ়মূল প্ররোহ তাহার।
নমি শ্রীচরণে, দাও অনুমতি, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব সম্প্রতি।

এখন যে গাথাগুলি দেওয়া যাইতেছে, সেগুলি রাজা ও কুমারের উত্তর-প্রত্যুত্তর—

১৩. ভোগের বিষয় আছে হেথা কত; দিনু সব, বৎস, ভুঞ্জ ইচ্ছামত।
আজই লও তুমি কুরুসিংহাসন; করিও না কভু প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
প্রব্রাজকগণ নানা দুঃখ পায়; ছাড় এ সঙ্কল্প, বলিনু তোমায়।'

১৪. 'পরম আনন্দ পূর্ব্বে দেবলোকে পাইলাম আমি দিব্যবস্তুভোগে।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সেথা সবই মনোরম; অসম্ভব হেথা।

১৫. ভুঞ্জি দিব্যভোগ ধামে ত্রিদশের লভি পরিচর্য্যা অপ্সরাগণের,
দেখি পুনঃ বুদ্ধি পরনেয়া তব, হেন রাজকুলে থাকা অসম্ভব।'

১৬. 'বুদ্ধি পরনেয়া যদ্যপি আমার, মূর্খের মতন যদি ব্যবহার,
এক বার দোষ অনেকেই করে, ভাবি ইহা ক্ষমা করহ আমারে।
হলে পুনর্ব্বার এরূপ ঘটন যাহা ইচ্ছা তব, করিবে তখন।'

১৭. 'দোষগুণ না বিচারি কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
না রাখি উদ্দেশ্য কোন বৃথা যদি করিবে চিন্তন,
অকল্যাণ পরিণামে তাহা হতে ঘটিবে নিশ্চয়,
ভৈষজ্য কুবৈদ্যদত্ত সেবি যথা প্রাণনাশ হয়।

১৮. বিচারিয়া দোষগুণ কর যদি কর্ম্ম সম্পাদন,
সদুদ্দেশ্যে রাখি লক্ষ্য যদি তুমি করিবে চিন্তন,

শুভ পরিণাম তার নিশ্চয় দেখিবে, নরবর,
বিজ্ঞচিকিৎসকদত্ত ভৈষজ্য যেমন শুভকর।

১৯. অলস, বিলাসী গৃহী, প্রব্রাজক অসংযমী,
অবিবেকী রাজা যিনি অবিচারপথগামী,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবু ক্রোধপরায়ণ,
সাধুপদ-বাচ্য নহে কভু এই তিনজন।

২০. ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, বাদি-বিবাদীর
শুনি কথা সাবধানে সত্য করে স্থির।
এরূপ শুনিয়া যিনি করেন বিচার,
যশঃ আর কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় সদা তাঁর।

২১. বিচারি করেন রাজা দণ্ডের বিধান;
সহসা করিলে কাজ অনুতাপ পান।
থাকে যদি প্রণিধান প্রকৃষ্ট অন্তরে
অনুতাপ পশ্চাতে না ভোগ কেহ করে।

২২. যুক্তাযুক্ত সাবধানে বিচারিয়া মনে
নিরত থাকেন যিনি কর্ম্মসম্পাদনে,
কার্য্য তাঁর সুখকর, বিজ্ঞের সম্মত,
পণ্ডিতের প্রশংসার্হ হইবে সতত।

২৩. খড়গ লয়ে ছুটি গেল দৌবারিকগণ,
জল্লাদ ধাইল মোরে করিতে নিধন;
ছিলাম মায়ের কোলে, টানিয়া আমায়
আনিল তাহারা, ভূপ, তোমার আজ্ঞায়।

২৪. বড়ই যাতনা আমি পাইয়াছি, দেব, এ কারণ;
লভিলাম কষ্টে শেষে সুমধুর এ প্রিয় জীবন।
বহুকষ্টে মৃত্যুগ্রাস হতে মুক্তি পাইলাম আজ;
প্রব্রজ্যাগ্রহণে তাই অভিলাষ এবে, মহারাজ।’

মহাসত্ত্ব এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলে রাজা সুধর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

২৫. সৌমনস্য পুত্র মোর শিশু; তবু অনুকম্পা তার
যাচিলাম বৃথা, দেবি; প্রার্থনা সে শুনে না আমার।
জননীর অনুরোধ রাখিলেও রাখিবারে পারে;
তুমিও প্রার্থনা, দেবি, একবার কর তো তাহারে।

কিন্তু রাণী কুমারকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াই বলিলেন :

২৬. যাও বৎস, পাও আনন্দ অপার
ভিক্ষালব্ধ অন্ন করিয়া আহার।
সত্যধর্ম্মে থাকি প্রব্রজ্যা লইবে,
সর্ব্বভূতে সদা মৈত্রী দেখাইবে।
অনিন্দিত এই পথে বিচরণ
অন্তে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কারণ।

রাজা বলিলেন :

২৭. অহো কি আশ্চর্য্য বচন তোমার!
দুঃখোপরি দুঃখ ঘটিল আমার!
বলিনু কুমারে নিরস্ত করিতে;
তুমি কি না এলে উৎসাহ দিতে!
ইঁহার উত্তরে দেবী বলিলেন :

২৮. জীবন্মুক্ত শুদ্ধাচারী সাধুগণ
আছেন অনেকে এই পৃথিবীতে;
তাঁহাদের পথে করিতে গমন
বাসনা বাছার; নারি নিবারিতে।

অগ্রমহিষীর কথা শুনিয়া রাজা অবশিষ্ট গাথাটী বলিলেন :

২৯. প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল যাঁরা,
সত্যই লোকের সেবনীয় তাঁরা।
শুনি তাঁহাদের মধুর বচন
প্রশান্ত হয়েছে সুধর্ম্মার মন।
শোক, কি ঔৎসুক্য নাই তার আর;
অন্তর তাহার সদা নির্ব্বিকার।

মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিবেন।' অনন্তর সমবেত জনবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কারপূর্ব্বক তিনি হিমবন্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; লোকে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া ফিরিয়া গেল; তখন দেবতারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী পার করাইয়া হিমবন্তে লইয়া গেলেন; তিনি সেখানে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত পর্ণশালায় ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন; যত দিন না তাঁহার বয়স ষোল বৎসর হইল, দেবতারা রাজকুলের পরিচারক বেশে তত দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। এ দিকে বহু লোকে সেই ভণ্ডতাপসকে বারংবার প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল।

মহাসত্ত্ব ধ্যানবল ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, 'দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে; পূর্ব্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী; মহামায়া ছিলেন সৌমনস্য কুমারের মাতা; সারিপুত্র ছিলেন মহারক্ষিত এবং আমি ছিলাম সৌমনস্য কুমার।]

---

৫০৬. চাম্পেয়-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পোষধকর্ম্মের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'হে উপাসকগণ, তোমরা পোষধব্রত গ্রহণ করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নাগলোকের সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক পোষধ পালন করিয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে অঙ্গরাজ্যে অঙ্গ এবং মগধরাজ্যে মগধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। অঙ্গ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে চম্পা নদী; ঐ নদীতে নাগগণ বাস করিত। নাগরাজের নাম ছিল চাম্পেয়।

তৎকালে কখনও মগধরাজ অঙ্গরাজ্য অধিকার করিতেন, কখনও বা অঙ্গরাজ মগধরাজ্য অধিকার করিতেন। একদিন মগধরাজ অঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন; তিনি অশ্বরোহণে পলায়ন করিলেন; অঙ্গরাজের যোদ্ধারা নিরন্তর তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিল। তিনি চম্পাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নদী জলপূর্ণ; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'পরহস্তে মরণ অপেক্ষা নদীতে প্রবেশ করিয়া মরণই শ্রেয়ঙ্কর।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অশ্বসহ নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন।

নাগরাজ চাম্পেয় জলের মধ্যে এক রত্নমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে সেখানে বসিয়া বহু পরিবারসহ প্রচুর মদ্যপান করিতেছিলেন। রাজা অস্ত্রসহ জলে নিমগ্ন হইয়া নাগরাজের পুরোভাগে অবতরণ করিলেন। নানালঙ্কারভূষিত রাজাকে দেখিয়া নাগরাজের মনে স্নেহ সঞ্জাত হইল; তিনি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার ভয় নাই।' অনন্তর তিনি রাজাকে নিজের পল্যঙ্কে বসাইলেন এবং কি হেতু তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসিলেন। রাজা যথাভূত সমস্ত বলিলেন। নাগরাজ বলিলেন, 'আপনি নিঃশঙ্ক থাকুন; আমি আপনাকে দুই রাজ্যেরই অধিপতি করিতেছি।' রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া নাগরাজ এক সপ্তাহকাল তাঁহার মহা সমাদর করিলেন

এবং সপ্তম দিনে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নাগরাজের অনুভাববলে মগধরাজ অঙ্গরাজকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার প্রাণবধপূর্ব্বক উভয় রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর মগধরাজের ও নাগরাজের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল; মগধরাজ প্রতি বৎসর চম্পাতীরে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতেন এবং মহাসমারোহে নাগরাজকে পূজা দিতেন। নাগরাজ তখন বহু পরিজনসহ নাগভবন হইতে বাহির হইয়া আসিতেন এবং পূজা গ্রহণ করিতেন। লোকে তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইত।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুরুষদিগের সহিত নদীতীরে গিয়া নাগরাজের সম্পত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার লোভ জন্মিল। তিনি মনে মনে ঐ সম্পত্তি প্রার্থনা করিয়া দান ও শীলরক্ষা করিতে লাগিলেন। নাগরাজ চাম্পেয়ের যে দিন মৃত্যু হইল, তাহার সপ্তম দিবসে তিনিও এই বাসনা লইয়া দেহত্যাগ করিলেন এবং নাগরাজ ভবনেই রাজশয্যায় প্রসূত হইলেন। তাঁহার দেহ হইল একটী বৃহৎ মালতীপুষ্পমালার ন্যায়। আত্মদেহদর্শনে বোধিসত্ত্বের অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি যে কুশলকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, তাহার ফলে, কোষ্ঠে যেমন ধান্য সঞ্চিত থাকে, আমারও সেইরূপ ছয়টী কামস্বর্গে ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। সেই আমি কি না এখন তির্য্যগযোনিতে জন্ম লাভ করিলাম! আমার জীবনে কি প্রয়োজন?' ফলত তাঁহার প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প জন্মিল। এই সময়ে সুমনানাম্নী এক নাগকুমারী তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল, 'এই মহানুভাব নাগ কে? ইন্দ্র নাগদেহ ধারণ করিয়া জন্মিলেন না কি?' সে অন্যান্য নাগকুমারীদিগকে সংবাদ দিল; তাহারা সকলে নানাবিধ বাদ্য করিতে করিতে মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রচুর উপহার দিল। তখন তাঁহার সেই নাগভবন শক্রভবনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইল; তাঁহার মরণের সঙ্কল্প দূরে গেল; তিনি নাগদেহ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তিনি মহাযশস্বী হইলেন এবং নাগলোকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইঁহার পর তাঁহার আবার অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমার তির্য্যগজীবনে কোন প্রয়োজন নাই। আমি পোষধব্রত গ্রহণ করিব এখান হইতে মুক্ত হইব এবং নরলোকে গিয়া সত্য শিক্ষা দ্বারা দুঃখের অবসান করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সে দিন হইতে নিজের প্রাসাদে পোষধ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাগকন্যারা নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সেখানে তাঁহার নিকটে যাইত বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার শীলভঙ্গ হইতে লাগিল। কাজেই তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানে গেলেন; কিন্তু নাগকন্যারা সেখানেও তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল; তাঁহার পোষধ-ব্রতও প্রতিপালিত হইতে পারিল না। এজন্য

তিনি স্থির করিলেন, 'নাগভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করাই যুক্তিযুক্ত।' তিনি পোষধদিনে নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটে রাজপথের সমীপে বল্মীকাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যে চর্ম্মাদি চায়, সে আমার চর্ম্মাদি গ্রহণ করুক; যে ক্রীড়া-সর্প পাইতে চায়, সে আমাকে ক্রীড়া-সর্প করুক; আমি এই দেহ দানমুখে বিসর্জ্জন করিলাম। আমি ভোগবর্জ্জনপূর্ব্বক এখানে পড়িয়া থাকিয়া পোষধ পালন করিব।' এই সময় হইতে যাহারা রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিত, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া যাইতে লাগিল; প্রত্যন্তগ্রামবাসীরাও ভাবিল, এই নাগরাজ মহানুভাব; এজন্য তাহারা ঐ বল্মীকের উপরি একখানি মণ্ডপ প্রস্তুত করিল, চারিদিকে বালুকা ছড়াইয়া স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিল এবং গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। ফলত লোকে মহাসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পূজা দিতে এবং তাহার নিকট পুত্রাদি প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল।

মহাসত্ত্ব চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন বল্মীক-মস্তকে শুইয়া থাকিতেন এবং প্রতিপদে নাগভবনে ফিরিয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি বহুদিন পোষধ পালন করিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার অগ্রমহিষী সুমনা বলিলেন, 'স্বামিন, আপনি নরলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন; কিন্তু সেখানে নানারূপ ভয়ের ও বিপদের কারণ আছে। যদি আপনার কোন বিপদ ঘটে, তবে আমি যাহাতে তাহা জানিতে পারি, এমন কোন নিমিত্ত নির্দ্দেশ করুন।' মহাসত্ত্ব সুমনাকে মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে লইয়া বলিলেন, 'ভদ্রে, কেহ আমাকে প্রহার করিয়া কষ্ট দিলে, এই পুষ্করিণীর জল আবিল হইবে, যদি কোন সুপর্ণ আমাকে গ্রহণ করে, তবে এই পুষ্করিণীর জল অন্তর্হিত হইবে; যদি কোন অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) আমাকে ধরে, তবে ইঁহার জল লোহিতবর্ণ হইবে।' সুমনাকে এই তিনটী নিমিত্ত জানাইয়া তিনি চতুর্দ্দশীর পোষধসম্পাদনার্থ নাগভবন হইতে বাহির হইলেন এবং সেই বল্মীকের উপরে গিয়া শুইলেন। তাঁহার শরীরের শোভায় বল্মীকটা অতি শোভান্বিত হইল, কেন না তাঁহার দেহ রজতদামের ন্যায় শুভ্র এবং মস্তক রক্তকম্বলপিণ্ডের ন্যায় ছিল। [এই জন্মে বোধিসত্ত্বের দেহ লাঙ্গলাগ্রের ন্যায়, ভুরিদত্ত-জন্মে[১] উরুর ন্যায় এবং শঙ্খপাল জন্মে[২] দ্রোণীর[৩] ন্যায় স্থূল ছিল।]

এই সময়ে বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার তক্ষশিলার কোন আচার্য্যের

১। ভুরিদত্ত-জাতক (৫৪৩)।

২। শঙ্খপাল-জাতক (৫২৪)।

৩। দ্রোণের আকারে গঠিত এক প্রকার ভিঙ্গী বা ডোঙ্গা।

নিকট আলম্বনমন্ত্র[১] শিক্ষা করিয়া সেই পথে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল। সে মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিল, 'এই সাপটাকে ধরিয়া গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইয়া ধন উপার্জ্জন করিব।' সে নানাবিধ দিব্যৌষধ সংগ্রহ করিল এবং দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেল। দিব্য মন্ত্র শুনিবার পরেই মহাসত্ত্বের কর্ণে যেন তপ্তশলাকা প্রবেশ করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক যেন খড়গ দ্বারা আহত হইল। লোকটা কে, ইহা দেখিবার জন্য মহাসত্ত্ব কুণ্ডলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং অহিতুণ্ডিককে দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'আমার বিষ অতি উগ্র; আমি ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলে ইঁহার শরীর কুশমুষ্টির ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইবে; আমার শীলভঙ্গ ঘটিবে; আমি আর ইঁহার দিকে তাকাইব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করিলেন। অহিতুণ্ডিক ব্রাহ্মণ একটা ঔষধ খাইল, এবং মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মহাসত্ত্বের শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। যেখানে যেখানে নিষ্ঠীবন লাগিল, সেখানে সেখানেই স্ফোটক উঠিবার কালে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, ঔষধ ও মন্ত্রের প্রভাবে সেইরূপ যন্ত্রণা হইল। তখন অহিতুণ্ডিক মহাসত্ত্বকে লাঙ্গুল ধরিয়া টানিয়া আনিল, সোজা করিয়া ফেলিল, ছাগলের পায়ের হাড়[২] দিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এবং মস্তকটা দৃঢ়রূপে ধরিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব মুখব্যাদান করিলেন; সে তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল, ঔষধ ও মন্ত্রের বলে তাঁহার (বিষ-) দাঁত ভাঙ্গিল; মহাসত্ত্বের মুখবিবর রক্তে পূর্ণ হইল। এত দুঃখ পাইয়াও কিন্তু মহাসত্ত্বের শীলভঙ্গের ভয়ে একবার চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন না। অহিতুণ্ডিক তাঁহাকে আরও দুর্ব্বল করিবার মানসে এমন মর্দ্দন করিতে লাগিল যে, তাঁহার অস্থিগুলি যেন চূর্ণ হইয়া গেল। লোকে যেমন কাপড়ের গাঁট বান্ধে, সে তাঁহাকে সেইরূপ বান্ধিল; লোকে যেমন দড়িতে পাক দেয়, সেইমত তাঁহার দেহে পাক দিল; ধোবায় যেমন কাপড় পিটে, সেও লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে সেইরূপ পিটিল। ইহাতে মহাসত্ত্বের সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইল; তিনি মহাবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অহিতুণ্ডিক যখন দেখিল, তিনি বড় দুর্ব্বল হইয়াছেন, তখন সে লতা দিয়া একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, উহার মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যন্ত গ্রামে লইয়া গেল, এবং বহুলোকের সমক্ষে তাঁহাকে লইয়া খেলা করিল। তিনি ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত কখনও নীলবর্ণ, কখনও অন্যান্য বর্ণ ধারণ করিয়া, কখনও

---

[১]। আলম্বনমন্ত্র—যে মন্ত্র দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের উপর প্রভুত্ব জন্মে।

[২]। 'অয়পাদেন দণ্ডেন'—বোধ হয় তৎকালে সাপুড়েদিগের মধ্যে এরূপ কোন যষ্টিকা থাকিত। এখনও বাজীকরেরা ভেল্‌কী দেখাইবার কালে এক খানা হাড় ব্যবহার করিয়া থাকে।

বৃত্তাকারকুণ্ডলে, কখনও চতুরস্র কুণ্ডলে, কখনও সূক্ষ্মাকারে, কখনও স্থূলাকারে নৃত্য করিলেন, বোধ হইল, তিনি যেন কখনও শত ফণ, কখনও সহস্র ফণ বিস্তার করিয়াছেন। বহুলোকে সন্তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিল। এইরূপে এক দিনেই সে লোকটা সহস্র কার্ষাপণ এবং সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের নানাবিধ দ্রব্য লাভ করিল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, সহস্র কার্ষাপণ পাইলেই সাপটাকে ছাড়িয়া দিব; কিন্তু এখন ঐ পরিমাণ অর্থ লাভ করিয়া মনে করিল, প্রত্যন্ত গ্রামেই যখন এত পাইলাম, তখন রাজা ও মহামাত্রদিগের নিকটে গেলে আমার বহুতর প্রাপ্তি হইবে। সে একখানি শকট ও একখানি সুখযান[১] সংগ্রহ করিল, দ্রব্যসম্ভার শকটে তুলিল, নিজে সুখযানে আরোহণ করিল এবং বহু অনুচরসহ মহাসত্ত্বকে নানা গ্রামে ও নিগমাদিতে নাচাইতে নাচাইতে শেষে স্থির করিল, বারাণসীরাজ উগ্রসেনকে এই সর্পের ক্রীড়া দেখাইয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিব।

সে ভেক মারিয়া নাগরাজকে খাইতে দিত; কিন্তু তাঁহার জন্য যেন প্রাণিবধ না হয়, ইহা ভাবিয়া তিনি কোনবারই তাহা খাইতেন না। অহিতুণ্ডিক শেষে তাঁহাকে মধুমিশ্রিত লাজ দিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব তাহাও খাইতেন না, কারণ তিনি ভাবিতেন, আহার গ্রহণ করিলে ঐ পেটিকার মধ্যেই তাঁহাকে আমরণ অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে।

অহিতুণ্ডিক এক মাসের পর বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে প্রথমে নগরের দ্বারসন্নিহিত গ্রামগুলিতে সাপখেলা দেখাইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিল। অনন্তর রাজা তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমাদিগকে সাপখেলা দেখাও।' সে বলিল, 'যে আজ্ঞা মহারাজ; আমি কালই আপনাকে খেলা দেখাইব।' তখন রাজা ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, 'আগামী কল্য নাগরাজ রাজাঙ্গনে নৃত্য করিবে; বহু লোকে যেন সমবেত হইয়া তাহা দেখে।'

পরদিন রাজা প্রাসাদাঙ্গনে সজ্জিত করাইয়া অহিতুণ্ডিককে ডাকাইলেন। সে মহাসত্ত্বকে একটী রত্নখচিত পেটিকায় লইয়া গেল এবং বিচিত্রবস্ত্রের উপর ঐ পেটিকা রাখিয়া নিজে উপবেশন করিল। রাজাও প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দর্শকগণ-পরিবৃত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ মহাসত্ত্বকে বাহির করিয়া নৃত্য করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের কেহই স্বস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; সহস্র সহস্র উত্তরীয়বস্ত্র বায়ুতে দুলিতে লাগিল; বোধিসত্ত্বের শরীরোপরি সপ্তরত্ন বর্ষণ হইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্বের ধরা পড়িবার পর এক মাস পূর্ণ হইয়াছে; তিনি এই দীর্ঘকাল নিরাহার আছেন। এদিকে সুমনা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার প্রাণনাথ যে বড়ই

---

[১]। যাহাতে সুখে যাওয়া যায়—যেমন, রথ, শিবিকা ইত্যাদি।

বিলম্ব করিতেছেন! আজ পূর্ণ এক মাস হইল, তিনি এখানে আসেন নাই। ইঁহার কারণ কি?' তিনি গিয়া মঙ্গল পুষ্করিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিতে পাইলেন, উহার জল লোহিতবর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, মহাসত্ত্ব কোন অহিতুণ্ডিকের হাতে ধরা পড়িয়াছেন। তখন তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটে গেলেন, যেখানে মহাসত্ত্ব ধৃত হইয়াছিলেন, যেখানে তাঁহাকে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বারাণসীতে গেলেন এবং রাজাঙ্গনের সেই সভামধ্যে আকাশে আসীন হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব নৃত্য করিতে করিতে আকাশের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং লজ্জিত হইয়া পেটিকার ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি যখন পেটিকার ভিতর যাইতেছিলেন, তখন ইঁহার কারণ কি জানিবার জন্য রাজা ইতস্তত দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আকাশস্থ সুমনাকে দেখিয়া প্রথম গাথা বলিলেন :

১. বিদ্যুতের সমপ্রভা, কিংবা যেন শুকতারা,[১] কে তুমি গো আকাশে আসীলা?
নিশ্চয় মানবী নহ; এত কি সুন্দর হয় গন্ধর্ব্বী অথবা দেবী বিনা?

নিম্নের গাথাগুলিতে সুমনার ও রাজার উত্তরপ্রত্যুত্তর দেওয়া গেল—

২. 'দেবী আমি নহি, ভূপ, অথবা গন্ধর্ব্বী, নারী; নাগকুলে লভেছি জনম;
আছে এক প্রয়োজন; তাহারই সাধন তরে করিয়াছি হেথা আগমন।

৩. 'দেখিলে তোমায়, শুভে মনে হয়, চিত্তের বিভ্রম ঘটেছে তোমার;
ইন্দ্রিয় সকল হ'য়েছে বিকল; নয়নযুগলে বহে অশ্রুধার।
কি উদ্দেশ্য তব? কি চাহিতে, বল, করিয়াছ তুমি হেথা আগমন?
বল, বরাননে! সাধ্য যদি থাকে, অবশ্য তাহার করিব পূরণ।'

৪. 'অতি উগ্রবিষ উরগ বলিয়া সবে জানে যাঁরে, ওহে নরমণি,
মানুষে যাঁহাকে বলে নাগরাজ, পেটিকায় বদ্ধ রয়েছেন তিনি।
জীবিকার তরে ধরেছে তাহারে এ অহিতুণ্ডিক অতি নীচাশয়!
পতি তিনি মম; এই ভিক্ষা মাগি, মুক্তি দিতে তাঁরে যেন আজ্ঞা হয়।'

৫. 'বলবীর্য্যে যার কাঁপে চরাচর, নিঃশ্বাস যাহার ভস্ম সব করে,
সেই নাগরাজ ভিখারীর এই হল হস্তগত বল কি প্রকারে?
পেটিকার মধ্যে আছে যে আবদ্ধ, সে যে সর্প কেমনে জানিবে?
বল, নাগকন্যে, বিবরিয়া সব, শুনিয়া উচিত ব্যবস্থা করিব।'

[১]। মূলে 'ওষধিবিয় তারকা' আছে। সুধাভোজন-জাতকেও (৫৩৫) এই প্রয়োগ দেখা যায়। ওষধি তারা বলিলে শুকতাহারই বুঝিতে হইবে।

৬. 'এত উগ্রবিষ, এত বীর্য্য এঁর, ইচ্ছা যদি হয় পারেন করিতে
ভস্মীভূত এই নগর তোমার নিমেষের মধ্যে নিঃশ্বাস-বায়ুতে
কিন্তু পাছে হয় ধর্ম্ম-অপচয়, এই ভয়ে, এত পাইয়াও দুখ,
তপস্বীর মত ক্রোধ করি হত হ'য়েছেন প্রতিহিংসায় বিমুখ।'

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ লোকটা কিরূপে ইহাকে ধরিল?' সুমনা উত্তর দিলেন—

৭. চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে
যাইতেন নাগরাজ পোষধ পালিতে;
চতুষ্পথে থাকিতেন প্রাণেশ্বর, হায়;
সাপুড়ে জীবিকা হেতু ধরিল তাঁহায়।
দয়া করি দিন মুক্তি পতিরে আমার;
করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই বার বার।

ইহা বলিয়া সুমনা দুইটী গাথায় আবার পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন :

৮. রতনে খচিত মণিকুণ্ডল উজ্জ্বল
বারিগৃহে যাহাদের করে ঝলমল,
ষোড়শ সহস্র নাগকন্যা এইরূপ
নাগলোকে পত্নীভাবে সেবে এঁরে, ভূপ।

৯. যথাধর্ম্ম-কোনরূপ না করি পীড়ন,
দিয়া গ্রাম, গোশত, অথবা বহুধন,
লভুন মুকতি এঁর। হয়ে মুক্তকায়
চরিবেন সর্পরাজ যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে পতির মোর বন্ধন মোচন,
আপনার (ও) হবে, ভূপ, পুণ্য উপার্জ্জন।

ইহা শুনিয়া রাজা তিনটী গাথা বলিলেন :

১০. যথাধর্ম্ম-কোনরূপ না করি পীড়ন
দিয়া গ্রাম, গোশত, অথবা বহুধন
লভিব নাগের মুক্তি। হ'য়ে মুক্তকায়
চরুন অবাধে ইনি যেথা ইচ্ছা যায়।
করিলে ইঁহার এই বন্ধন মোচন
নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

১১. শত নিষ্ক, মণিময় প্রকাণ্ড কুণ্ডল,
চতুরস্র খটা, যার বর্ণ সমুজ্জ্বল
অতসী পুষ্পের মত অতি শোভাময়;

দিনু ব্যাধ, লও তুমি এসব নিষ্ক্রয়।[১]

১২. দিনু আর (ও) ভার্য্যাদ্বয় তুল্য রূপগুণে
বলিষ্ঠ বৃষভ এক ধেনুশত সনে;
যাও ল'য়ে তুমি; এবে হ'য়ে মুক্তকায়
চরুন নাগেশ তাঁর যেথা ইচ্ছা যায়।
করিয়া ইঁহার এই বন্ধন মোচন
নিশ্চয় হইবে মম পুণ্য-উপার্জ্জন।

ব্যাধ বলিল :

১৩. আজ্ঞাই যথেষ্ট তব, নিষ্ক্রয়ের নাহি প্রয়োজন;
করিলাম, নরনাথ, আমি এঁর বন্ধন মোচন।
মুক্তদেহে সর্পরাজ যান চলি যেথা ইচ্ছা হয়;
মুক্তিদানহেতু মোর হবে জানি পুণ্যের সঞ্চয়।

অনন্তর সে মহাসত্ত্বকে পেটিকা হইতে বাহিরে আনিল। নাগরাজ বাহির হইয়া ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, নিজের সর্পদেহ পরিবর্ত্তন করিয়া সালঙ্কৃত মানবদেহধারণপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন, তিনি পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। সুমনাও আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। নাগরাজ করযোড়ে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার কালে শাস্তা দুইটী গাথা বলিলেন :

১৪. চাম্পেয় লভিয়া মুক্তি কাশীরাজে করে নিবেদন,
'নমি আমি, কাশীনাথ, করি তব চরণ বন্দন।
কৃতাঞ্জলিপুটে আমি এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই,
আমার ভবন যেন আপনারে দেখাইতে পাই।'

১৫. 'সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে[২] বিশ্বাসস্থাপন,
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ;
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা, দেখা যাবে ভাগ্যে কি বা হয়।'

রাজার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মহাসত্ত্ব দুইটী গাথায় শপথ করিলেন :

১৬. বায়ুবেগে হবে যদি উৎপাটিত গিরিবর,
ভূতলে পড়িবে খসি যদি চন্দ্র-দিবাকর,

---

[১]। এই গাথা এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধগাথা রোহন্তমৃগ-জাতকেও (৫০১) পাওয়া গিয়াছে।

[২]। 'অমনুষ্য' বলিলে সাধারণত যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি অপদেবতা বুঝায়। এখানে নাগদিগকেও অমনুষ্য বলা হইয়াছে।

উজানে বহিয়া যাবে যদি কভু স্রোতস্বিণী,
এ মুখে তথাপি আমি বলিব না মিথ্যাবাণী।[১]

১৭. আকাশ বিদীর্ণ হবে, সাগরে না রবে জল,
প্রলয়ে বিধ্বস্ত হবে এ বিশাল ধরাতল,
সুমেরু শৈলের হবে মূলসহ উৎপাটন,
তথাপি অনৃত কথা বলিব না কদাচন।

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলেও রাজার বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি বলিলেন :

১৮. সকলেই বলে, শুনি, অমনুষ্যে বিশ্বাস-স্থাপন
মানুষের পক্ষে হয় পরিণামে বিপত্তি-কারণ।
তবু তুমি কর যদি অনুরোধ দেখিতে আমায়
পুরী তব, যাব সেথা; দেখা যাবে ভাগ্যে কিবা হয়।

গাথা শেষ করিয়া রাজা আবার বলিলেন, 'আমি তোমায় যে উপকার করিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত। তোমাকে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করা কিন্তু আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

১৯. জানি আমি সর্পজাতি মহাতেজা, উগ্রবিষধর,
সহসা হইয়া ক্রুদ্ধ কাজ তারা করে ভয়ঙ্কর;
বন্ধনমোচন তব হল কিন্তু আমার দয়ায়;
স্মরি ইহা, নাগরাজ, কৃতজ্ঞতা দেখাবে আমায়।

রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য নাগরাজ আবার শপথ করিলেন :

২০. পচুক অনন্তকাল ভীষণ নরকে,
বঞ্চিত হউক সর্ব্ববিধ কায়-সুখে,
মরুক সে বদ্ধ হ'য়ে পেটিকা-ভিতরে,
পেয়ে হেন উপকার যে না তাহা স্মরে।

ইহাতে রাজার শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন :

২১. প্রতিজ্ঞা করিলে যাহা, পালন তা করো নিরন্তর;
হয়ে ক্রোধ-দ্বেষ হীন থেকো যেন সদা, নাগেশ্বর;
নিদাঘে যেমন কেহ অগ্নির নিকটে নাহি যায়,
তেমতি সুপর্ণ যেন নাগকুল দেখিয়া পলায়।

তখন নাগরাজ রাজার স্তুতি করিয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :

---

[১]। এই গাথাটী মহাসুতসোম-জাতকের (৫৩৭) ৩৫শ গাথা।

২২. একপুত্র জননীর স্নেহলাভ করে যে প্রকার,
সেই মত নাগকুল অনুকম্পা পেয়েছে তোমার।
নাগকুলসহ, ভূপ, সেবিব তোমায় সযতনে,
করিলে যে উপকার, চিরদিন স্মরি তাহা মনে।

ইহা শুনিয়া রাজা নাগভবনে যাইবার উদ্দেশ্যে সেনা সুসজ্জিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন,

২৩. এখনই যোজন কর, সুবিচিত্র রাজরথে
কাম্বোজের সুশিক্ষিত অশ্বতরগণ;
হিরণ্ময় সজ্জাযুত হস্তীও যোজন কর;
যাব আমি নাগালয় করিতে দর্শন।

ইঁহার পর একটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—

২৪. বাজিল মৃদঙ্গ, ঢাক, বাজে ঢোল,[১] বাজে শাঁখ—
যত বাদ্যযন্ত্র ছিল রাজার ভবনে।
কিবা শোভা চমৎকার নারীগণ মধ্যে তাঁর!
করিলেন যাত্রা নাগালয়-দরশনে।

কাশীরাজ যেমন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনি মহাসত্ত্বের অনুভাববলে নাগভবনের সর্ব্বরত্নময় প্রাকার ও তোরণসন্নিহিত অট্টালকগুলি[২] দৃশ্যমান হইল; এবং সেখানে যাইবার পথ অলঙ্কৃত হইল। সানুচর রাজা সেই পথে নাগালয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রমণীয় ভূভাগ ও প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :

২৫. সবিস্ময়ে দেখিলেন কাশীনরনাথ
স্বর্ণরেণু-সমাস্তৃত ভূভাগ সেখানে,
প্রাসাদ সুবর্ণময়, কুট্টিম যাহার
বিমণ্ডিত বৈদূর্য্যের উজ্জ্বল ফলকে।

২৬. সূর্য্য, সুমার্জ্জিত কাংস্য, কিংবা মেঘশিরে
সৌদামিনী সমুজ্জ্বল দেখায় যেমন,
যে দিব্য ভবনে বাস করেন চাম্পেয়
তেমনি ভাস্বর তাহা; রাজা সানুচর
প্রবেশ করেন সেই প্রাসাদ ভিতরে।

---

[১]। মূলে ‘পণব’ (প্রণব) পদ আছে।
[২]। অট্টালক = প্রাকারের উপরে প্রহরীদিগের থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ।

২৭. বিতরে শীতল ছায়া তরু নানাজাতি;
মনোহর গন্ধ লয়ে বহে সমীরণ।
দেখিয়া বিস্মিত অতি হন নরপতি।

২৮. সে দিব্য ভবনে রাজা দিলে দরশন
সুমধুর বাদ্যধ্বনি উঠিল চৌদিকে;
আরম্ভিল দিব্য নৃত্য নাগকন্যাগণ।

২৯. উঠিলা প্রাসাদতলে কাশীনরাধিপ
প্রসন্ন অন্তরে; নাগনন্দিনী সকল
চলিল পশ্চাতে তাঁর; বসিলেন তিনি
হেমপীঠে, সুকোমল আস্তরণ যার
হরিচন্দনের সারে আছিল চর্চিত।

তিনি উপবেশন করিবামাত্র নাগরাজের ভৃত্যগণ তাঁহার এবং তদীয় ষোড়শসহস্র রমণী ও অন্যান্য অনুচরদিগের ভোজনার্থ নানাবিধ সুস্বাদু দিব্য ভোজ্য আনয়ন করিল। তিনি পূর্ণ এক সপ্তাহ অনুচরগণের সহিত দিব্য খাদ্য ভোজন, দিব্য পানীয় পান এবং অন্যান্য দিব্য সুখ ভোগ করিলেন। অনন্তর সুখাসীন হইয়া তিনি মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'নাগরাজ, তুমি এবংবিধ ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক নরলোকে গিয়া বল্মীকাগ্রে শুইয়া থাক ও পোষধ পালন কর, ইঁহার কারণ কি? ' নাগরাজ তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার কালে শাস্তা বলিলেন :

৩০. আহার, বিহার সেথা করি সমাপন,
চাম্পেয়কে কাশীরাজ বলেন বচন,
'বিমানের শ্রেষ্ঠ এই ভবন তোমার;
সূর্য্যসমপ্রভ ইহা অতি চমৎকার;
সমতুল নরলোকে ইঁহার তো নাই;
তপস্যা কি হেতু, তবে? বল ত, শুধাই।

৩১. সুবর্ণকেয়ুরধরা নাগকন্যাগণ,
পরিধান যাহাদের বিচিত্র বসন,
প্রবাল-অঙ্কুরসন অঙ্গুলি সুগোল,
তাম্রবর্ণ যাহাদের হস্ত-পদতল,
অপরূপ রূপবতী আলিঙ্গি তোমায়
পানহেতু দিব্য মধু সতত যোগায়।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই;

তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩২. ক্ষেমদা তটিনী করে বারি বিতরণ,
শল্কবান মৎস্য[১] তাহে করে বিচরণ;
শোভিছে উভয় তটে ঘাট সারি সারি;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, যাই বলিহারি!
ক্রৌঞ্চ আদি নানাজাতি বিহগেরা সদা[২]
মুখরিত রাখে তার সুবর্ণ সৈকতা।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই;
তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৩. দিব্য হংস, ক্রৌঞ্চ, শিখী বসে তরুশাখে
বর্ষে সুধা কলকণ্ঠ কোকিলের ডাকে।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই;
তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৪. তিলক, রসাল, শাল, জম্বু, কর্ণিকার,
পুষ্পিত পাটলি করে সৌরভ বিস্তার।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই;
তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৫. দর্পণের মত শোভে পুষ্করিণী সব;
বহে সমীরণ সদা স্বর্গীয় সৌরভ।
সমতুল ইহাদের নরলোকে নাই;
তপস্যা কি হেতু তবে? বল ত, শুধাই।

৩৬. 'না করি কামনা পুত্র, আয়ুঃ, কিংবা ধন;
এ সব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন।
মনুষ্যযোনিতে যেন লভি জন্মান্তর;
এই হেতু করিতেছি তপঃ ঘোরতর।

চাম্পেয়ের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন :

---

[১]। মূলে 'পুথুলোমমচ্ছা' আছে। পুথু = পৃথু (স্থূল বা বড়)। লোম শব্দে শল্কও বুঝায়। এখানে 'পুথুলোম' পদই 'শল্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[২]। মূলে 'অদাসকুন্তাভিরুদা' আছে। পালি টীকাকার বলেন, 'অদাস সংখাতেহি সকুণেহি অভিরুদা'। ইহা হইতে বুঝা গেল 'অদাস' একপ্রকার পক্ষীর নাম। নূতন পালি-ইংরাজী অভিধানেও এই অর্থ ধরা হইয়াছে এবং 'অদাস = দন্তহীন' এই ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। 'কুম্ভ' শব্দটী পালি টীকাকার আদৌ ধরেন নাই। অভিধানে দেখা যায়, ইহা ক্রৌঞ্চের নামান্তর।

৩৭. বিশাল উরস তব,[১] আরক্ত নয়ন,
সুকল্পিত কেশ-শ্মশ্রু, দিব্য আভরণ;
লোহিত চন্দনে লিপ্ত দিব্য কলেবর,
আভা-সমুজ্জ্বল যথা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর;

৩৮. দেবর্দ্ধিসম্পন্ন[২] তুমি, মহা-অনুভাব,
কাম্য কোন পদার্থের নাহি তো অভাব
এমন ঐশ্বর্য্য লভি, বল, কি কারণে
নরলোক শ্রেষ্ঠতর ভাব তুমি মনে?

ইঁহার উত্তরে নাগরাজ বলিলেন :

৩৯. নরলোক ভিন্ন অন্য কুত্রাপি, রাজন,
লভিতে সংযম, শুদ্ধি নারে কোন জন।
নরজন্মলভি আমি ভবে হব পার;
জাতি মরণের[৩] ক্লেশ ভুগিব না আর।[৪]

রাজা বলিলেন :

৪০. প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত আর সাধুশীল যাঁরা,
সত্যই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা।[৫]
দেখি তোমা, দেখি এই নাগকন্যাগণ,
আমিও করিব বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

চাম্পেয় বলিলেন :

৪১. প্রাজ্ঞ, সুপণ্ডিত আর সাধুশীল যাঁরা,
সত্যই লোকের হন সেবনীয় তাঁরা।
দেখি তোমা, দেখি এই নাগকন্যাগণ,
করুন আপনি বহু পুণ্যের অর্জ্জন।

নাগরাজের কথাবসানে উগ্রসেন স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমনের ইচ্ছায় বলিলেন, 'নাগরাজ, অনেক দিন এখানে থাকিলাম; এখন আমাকে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিন।' মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, যদি একান্তই যাইবেন,

---

[১]। মূলে 'বিহতন্তরংসো' আছে। বিহত (বৃহৎ) + অন্তর + অংস (স্কন্ধ) অর্থাৎ যাহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অংশ বৃহৎ = যে 'ব্যূঢ়োরস্ক'।

[২]। দেব + ঋদ্ধি। নাগ হইয়াও তুমি দেবতাদিগের ন্যায় ঋদ্ধিমান।

[৩]। ৩৭শ, ৩৮শ ও ৩৯শ গাথা যথাক্রমে শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৪১শ, ৪২শ ও ৪৩শ গাথা।

[৪]। জাতি = জন্ম বা পুনর্জ্জন্ম। তু = 'দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং'।

[৫]। সৌমনস্য-জাতকেও এই দুই চরণ দেখা যায়।

তবে যত ইচ্ছা ধন লইয়া যান।' অনন্তর তিনি ধন প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৪২. রয়েছে এখানে ভূপ, ত্রিতাল প্রমাণ[১]
স্বর্ণরাশি, ইচ্ছামত তাহা লয়ে যান।
স্বর্ণের প্রাসাদ আর রৌপ্যের প্রাকার
করুন নির্ম্মাণ গিয়া পুরে আপনার।

৪৩. বৈদূর্য্যমিশ্রিত আছে মুকুতা-নিচয়,
বহিতে যা চাই পঞ্চ সহস্র বাহক,—
লয়ে যান; এ সকল হবে আবশ্যক
রচিতে কুট্টিম অন্তঃপুরের নিশ্চয়।
করিলে এ সব দিয়া কুট্টিম গঠন
না হইবে ধূলি সেথা, না হবে কর্দ্দম।

৪৪. রাজকুলে শ্রেষ্ঠ হন কাশীনরেশ্বর;
প্রাসাদ(ও) তাঁহার শ্রেষ্ঠ হউক সুন্দর।
হউক সমৃদ্ধিশালী বারাণসী ধাম;
সুখে ভূপ, সেখানে করুন অবস্থান।
করুন রাজত্ব সুখে, নিজ প্রজ্ঞাবলে
রাখুন অক্ষয় কীর্ত্তি মেদিনীমণ্ডলে।

নাগরাজের অনুরোধে উগ্রসেন ধন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, 'রাজার অনুচরগণ, যে যত ইচ্ছা করে, সুবর্ণাদি ধন লইয়া যাউক।' রাজার নিকটে তো তিনি বহুশতসহস্র ধন প্রেরণ করিলেন। তখন রাজা মহাসমারোহে নাগপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে বলে, এই সময় হইতেই জম্বুদ্বীপের ভূভাগ হিরণ্যে পূর্ণ হইয়াছে।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন। 'দেখ, পুরাণ পণ্ডিতেরা নাগলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়াও পোষধী হইয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন দেবদত্ত ছিল সেই অহিতুণ্ডিক; রাহুলজননী ছিলেন সুমনা, সারিপুত্র ছিলেন উগ্রসেন এবং আমি ছিলাম নাগরাজ চাম্পেয়।]

---

[১]। অর্থাৎ, তিনটা তালগাছ উপর্য্যুপরি রাখিলে যত উচ্চ হয়, তত উচ্চ। মূলে 'জাতরূপ' ও 'সুবর্ণ' শব্দ পৃথক পৃথক ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা একার্থবাচক। একার্থবাচক দুইটী শব্দের একসঙ্গে প্রয়োগ গদ্যেও দেখা যায়। ইহার পরেই মূলে 'হিরণ্য-সুবর্ণাদি' ধনের উল্লেখ আছে।

৫০৭. মহাপ্রলোভন-জাতক

[বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও চরিত্রভ্রংস ঘটে, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।[১] এক্ষেত্রে শাস্তা বলিলেন, 'দেখ ভিক্ষু, যাঁহারা শুদ্ধচরিত, রমণীরা তাঁহাদিগেরও চরিত্রভ্রংস ঘটায়।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

[পুরাকালে বারাণসীতে ইত্যাদি খুল্লপ্রলোভন-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গেও অতীতবস্তু সেইরূপে সবিস্তার বলিতে হইবে।] তখন মহাসত্ত্ব ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল অস্ত্রীগন্ধ কুমার। তিনি স্ত্রীলোকের কোলে থাকিতেন না; রমণীরা পুরুষের বেশ পরিয়া তাঁহাকে স্তন্য পান করাইত; তিনি ধ্যানাগারে বসিয়া থাকিতেন, কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করিতেন না।

[এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা চারিটী গাথা বলিলেন :]

১. দেবপুত্র ঋদ্ধিমান, ব্রহ্মলোক করি পরিহার
কাশীরাজপুত্ররূপে মর্ত্ত্যে জন্ম লভিয়া আবার।
অপার ঐশ্বর্য্যশালী কাশীরাজ, বলে সর্ব্বজন;
ভাণ্ডারে বিরাজে তাঁর সর্ব্বকাম্য বস্তু অগণন।

২. কাম, কিংবা কামসংজ্ঞা ব্রহ্মলোকে কাহার(ও) না থাকে;
স্মরি তাহা বড় ঘৃণা করেন কুমার কামনাকে।

৩. অন্তঃপুরে তাঁর তরে সুনির্ম্মিত হল ধ্যানাগার;
একাকী নির্জনে সেথা ধ্যানমগ্ন থাকেন কুমার।

৪. হেরি ইহা কাশীরাজ বিলাপ করেন, 'হায়, হায়!
একমাত্র পুত্র মোর ইন্দ্রিয়ের সুখ নাহি চায়!'

পঞ্চম গাথাটীকে রাজার পরিদেবন-গাথা বলা যায়—

৫. নাহি কি উপায় কোন? প্রলোভন দেখায়ে কুমারে
কামসুখভোগে রত, বল, কেবা করিবে তাহারে?

ইঁহার পর দেড়টী অভিসম্বুদ্ধ গাথা—

৬. রাজ-অন্তঃপুরে ছিল সেই কালে নটকন্যা এক বয়সে নবীনা,
উজ্জ্বলবরণা, রূপে অনুপমা, নৃত্যগীতবাদ্যে অতীব নিপুণা।

---

[১]। খুল্লপ্রলোভন-জাতক (২৬৩)।

রাজসন্নিধানে করিয়া গমন এই নিবেদন করে সে ললনা—

'আমি যদি কুমারকে প্রলুব্ধ করিতে পারি; তবে তিনি আমার ভর্ত্তা হইবেন', ইহা জানাইবার জন্য সেই কুমারী অৰ্দ্ধ গাথা বলিল :

৭. (ক) প্রলুব্ধ করিব কুমারে নিশ্চয়, স্বামী মোর তিনি হবেন, এ পণে।

কুমারী এই কথা বলিলে রাজা উত্তর দিলেন :

৭. (খ) প্রলুব্ধ করিলে, স্বামিরূপে তারে পাইবে নিশ্চয়, তুমি বরাননে?

ইহা বলিয়া রাজা কুমারীকে কার্য্যসিদ্ধির অবসর দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কুমারের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরণ করিলেন। সে প্রত্যূষকালে বীণা লইয়া কুমারের শয়নাগারের বাহিরে, অথচ অনতিদূরে থাকিয়া নখাগ্রদ্বারা বীণাবাদন করিয়া এবং মধুরস্বরে গান করিয়া তাঁহার মন ভুলাইতে লাগিল।

এই ব্যাপার সবিস্তর বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৮. রাজ-অন্তঃপুরে ধ্যানাগারপাশে কুমারী তখন করি প্রয়াণ
কামউদ্দীপনী, হৃদয়গ্রাহিণী চিত্রগাথা কত করিল গান।
৯. নারীকণ্ঠগীত শুনি সেই গান হল বিচলিত কুমারের মন।
কামে অভিভূত হইলা কুমার; ভৃত্যগণে ডাকি জিজ্ঞাসে তখন—
১০. 'এ স্বর কাহার? কে গায় এ গান কভু উচ্চ, কভু কোমল তান?
হৃদয় মোহিল, কান জুড়াইল, প্রেম উপজিল শুনি এ গান।'
১১. 'বড় বিলাসিনী প্রমদা, এ দেব; কামসেবা যদি কর এক বার
না লভিয়া তৃপ্তি, সেবিতে তাহারে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হইবে তোমার।
১২. 'আসুক সে হেথা; আশ্রম সমীপে সম্মুখে আমার করুক গান;
নিকট হইতে করিব শ্রবণ; শুনিয়া আমার জুড়াবে কান।'
১৩. আগে প্রাচীরের বাহিরে থাকিয়া করেছিল গান সে বিলাসবতী;
এবে প্রবেশিল ধ্যানাগার মাঝে হায়রে প্রেমের কি বিচিত্র গতি!
ক্রমে সে রমণী নানা প্রলোভনে বান্ধিল কুমারে প্রেমের বন্ধনে,
বান্ধে যথা লোক বিবিধ কৌশলে সুদৃঢ় নিগড়ে আরণ্য বারণে।
১৪. কামের আস্বাদে ঈর্ষ্যা উপজিল; প্রতিজ্ঞা কুমার করে মনে মনে,
'একা আমি ভিন্ন প্রণয়ী ইঁহার দিব না হইতে অন্য কোন জনে।'
১৫. পুরুষ দেখিলে অসি লয়ে করে বধিতে তাহারে ধায় কুমার;
বলে উচ্চৈঃস্বরে, 'ভুঞ্জিবে ইহারে একা আমি ভিন্ন কেহ না আর।'
১৬. ভয়ে লোকজন ছুটি গেল সবে; রাজার নিকটে কান্দিয়া বলে,
'তনয় তোমার, ওহে মহারাজ, বিনা অপরাধে বধে সকলে।'

১৭. শুনি এ বৃত্তান্ত ভূপতি তখন রাজ্য হ’তে পুত্রে করে নির্ব্বাসন;
বলে, ‘আসিও না এ অঞ্চলে আর, যতকাল রবে জীবন আমার।’
১৮. ভার্য্যার সহিত চলিল কুমার, উতরিল গিয়া সাগরের ধারে;
পর্ণশালা সেথা করিয়া নির্ম্মাণ, উঞ্ছবৃত্তি করে কানন মাঝারে।
১৯. উতরি জলধি আকাশের পথে আসিল সেখানে ঋষি এক জন;
কুমারের সেই কুটীর ভিতরে ভোজনের বেলা দিল দরশন।
২০. অতি নিদারুণ সে নারী তখন করিল যে কাণ্ড, দেখ তো ভাবিয়া!
হাবভাবলীলা প্রকাশিল কত! লইল ঋষির মন ভুলাইয়া।
অহো কি দুর্দ্দশা ঘটিল ঋষির করিল যখন এই অনাচার!
টুটে ব্রহ্মচর্য্য, গেল তপোবল যা কিছু সঞ্চিত আছিল তাহার।
২১. হেথা রাজপুত্র সমাপি উঞ্ছন, ফলমূল বহু করি আহরণ
বাঁক লয়ে কান্ধে দিবা-অবসানে আশ্রমের দ্বারে দিলা দরশন।
২২. দেখিয়া কুমার পলায় তাপস, উতরিল গিয়া সাগরতীরে
আকাশে যাইতে শক্তি কিন্তু নাই! হাবুডুবু খায় জলধিনীরে।
২৩. মহার্ণবে ডুবি মরিবে এখনি, দেখি কুমারের দয়া উপজিল;
বলি এই গাথা সম্ভাষে তাপসে, জিজ্ঞাসে কি হেতু এমন ঘটিল—
২৪. ‘জলপথে তুমি আস নাই হেথা; আকাশের পথে এলে ঋদ্ধিবলে;
নারীর সংসর্গে গেল ঋদ্ধিবল; ডুবিতেছ তাই মহার্ণব-জলে।’
২৫. ডুবিলে নারীর মায়ার আবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্যা পায় অচিরে বিনাশ;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হতে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৬. মধুর ভাষিণী রমণীর আশা পূরাইতে কেহ পারেনা কখন;
নদীগর্ভে জল ঢালি অবিরত পূরাতে কি তায় পারে কোনজন?
নারীর গমন সদা অধঃপথে মরণের পর নরকে নিবাস;
তাই সুধীগণ অতি সাবধানে দূর হ’তে ত্যজে রমণীর পাশ।
২৭. প্রণয়ের বলে, কিংবা ধনদানে যে চায় তুষিতে রমণীর মন,
তার(ই) সর্ব্বনাশ করে রাক্ষসীরা, দহে হুতাশন ইন্ধন যেমন।[১]
২৮. কুমারের বাণী করিয়া শ্রবণ, নির্ব্বিঘ্ন হইলা সেই তপোধন;
লভি পূর্ব্বতন সেই ঋদ্ধিবল, আকাশ-মার্গেতে করিলা গমন।
২৯. গেল চলি ঋষি আকাশ-মার্গেতে, দেখি কুমারের জন্মে অনুতাপ;
প্রব্রজ্যা লইতে জন্মিল বাসনা, যাপিতে জীবন হ’য়ে নিষ্পাপ।

---

[১]। ২৪শ, ২৫শ ও ২৭শ গাথা খুল্লপ্রলোভন-জাতকে (২৬৩) এবং ২৬শ ও ২৭শ গাথা মৃদুপাণি-জাতকেও (২৬২) দেখা যায়। ২৫শ, ২৬শ ও ২৭শ গাথা যথাক্রমে কুণাল-জাতকের (৫৩৬) ৫৯ম, ৫৮ম এবং ৬০ম গাথা।

৩০. প্রব্রজ্যা লইয়া ঘৃণাসহকারে কামভাব সব করিলা বর্জ্জন;
হ'য়ে বীতকাম, লভি ধ্যানবল হল ক্রমে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ।

[ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, স্ত্রীলোকের জন্য শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তিরাও এইরূপে পাপরত হন।' অনন্তর সত্যচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান : তখন আমিই ছিলাম সেই অস্ত্রীগন্ধকুমার।

---

৫০৮. পঞ্চপণ্ডিত-জাতক

পঞ্চপণ্ডিত-জাতক মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) বর্ণিত হইবে।

৫০৯. হস্তিপাল-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে নিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 'ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও তথাগত নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা বর্ণন করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে এসুকারী নামে এক রাজা ছিলেন। শৈশব হইতেই পুরোহিতের সহিত তাঁহার গাঢ় সখ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা একদিন সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'আমাদের ঐশ্বর্য্য প্রভূত; কিন্তু আমাদের পুত্র কন্যা নাই; এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?' অনন্তর রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, 'সখে, যদি তোমার গৃহে পুত্র জন্মে, তবে সে আমার রাজ্যের অধিপতি হইবে। আর যদি আমার গৃহে পুত্র জন্মে, সেও তোমার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে।' তাঁহারা উভয় এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

একদিন পুরোহিত তাঁহার ভোগগ্রাম হইতে ফিরিবার কালে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রাকারের বাহিরে এক বহুপুত্রবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ নারীর সাতটী পুত্র ছিল; তাহারা সকলেই সুস্থদেহ। তাহাদের একজন রান্ধিবার হাঁড়িকুঁড়ি এবং এক জন শুইবার মাদুর ও পানপাত্র লইয়া যাইতেছিল; এক জন আগে আগে এবং এক জন পিছনে পিছনে চলিতেছিল; এক জন মায়ের আঙ্গুল ধরিয়া চলিতেছিল, একজন তাহার কোলে এবং এক জন কাঁধে চড়িয়াছিল। পুরোহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'ভদ্রে! এই বালকদিগের পিতা কোথায়?' সে উত্তর দিল, 'মহাশয়! ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পিতা নাই।' তবে তুমি কি করিয়া সাত সাতটী ছেলে পাইয়াছ?' আশে পাশে অনেক গাছপালা ছিল; রমণী সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একটী বটগাছ দেখাইয়া বলিল, 'মহাশয়, এই বটগাছে যে দেবতা আছেন, তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি বাছাদিগকে পাইয়াছি। তিনিই আমার পুত্র দিয়াছেন।' 'আচ্ছা তুমি এখন যাইতে পার', ইহা বলিয়া পুরোহিত রমণীকে বিদায় দিলেন, রথ হইতে নামিয়া সেই বটবৃক্ষের মূলে গমন করিলেন এবং একটা শাখা ধরিয়া উহাতে ঝাকি দিতে দিতে বলিলেন, 'ভো দেবপুত্র, বলুন ত, আপনি রাজার নিকট কি না পাইয়া থাকেন? রাজা প্রতিবৎসর সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপনাকে পূজা দিয়া থাকেন, অথচ আপনি তাঁহাকে একটী পুত্র দেন না। আর এই দুঃখিনী রমণী আপনার কি উপকার করিয়াছে শুনিতে চাই, যে ইহাকে সাত সাতটী পুত্র দেওয়া হইয়াছে! যদি আমাদের রাজাকে পুত্র না দেন, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমি এই বৃক্ষ সমূলে ছেদন করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিব।' বৃক্ষদেবতাকে এইরূপে তর্জ্জন করিয়া পুরোহিত তখনকার মত চলিয়া গেলেন; কিন্তু পর পর ছয় দিন সেখানে গিয়া ঐভাবেই ভয় দেখাইলেন। ষষ্ঠ দিনে তিনি একটী শাখা ধরিয়া বলিলেন, 'বৃক্ষদেবতে! আজ কেবল এক রাত্রি অবশিষ্ট আছে; যদি রাজাকে পুত্র না দেন, তবে কল্য আপনার নিপাত করাইব।'

বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, এই ব্রাহ্মণ পুত্র না পাইলে তাঁহার বিমান ধ্বংস করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ইঁহাকে পুত্র দেওয়া যাইতে পারে? তিনি চতুর্মহারাজের নিকটে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। মহারাজেরা বলিলেন, 'আমাদিগের পুত্র দিবার সাধ্য নাই।' ইঁহার পর তিনি অষ্টবিংশ যক্ষসেনাপতির নিকট গেলেন; কিন্তু তাঁহাদের মুখেও ঐ উত্তর পাইলেন। পরিশেষে তিনি দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন। রাজা পুত্রলাভ করিবেন কি না, শক্র ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, চারিজন পুণ্যবান দেবপুত্র আছেন। তাঁহারা নাকি পূর্ব্বের কোন জন্মে বারাণসীতে তন্তুবায় ছিলেন। তাঁহারা বস্ত্রবয়ন দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা পাঁচ ভাগ করিয়া চারি ভাগ দ্বারা নিজেদের ভরণ পোষণ করিতেন এবং অবশিষ্ট ভাগ সকলে মিলিয়া দানে নিয়োগ করিতেন। এই পুণ্যবলে তাঁহারা দেহান্তে প্রথমে ত্রয়স্ত্রিংশভবনে, পরে যামলোকে[১] জন্ম লাভ

১। তৃতীয় কামদেবলোক। কামলোক এগারটী; তন্মধ্যে দেবলোক ছয়টী; অপর পাঁচটী মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগযোনি ও নরক। দেবলোক ছয়টী—

করিয়াছিলেন এবং ক্রমশ অনুলোম-প্রতিলোমভাবে ষড়দেবলোকেরই সম্পত্তি ভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তাঁহাদের ত্রয়স্ত্রিংশদভবন ত্যাগ করিয়া আবার যামলোকে গমনের বার উপস্থিত হইয়াছিল। শক্র তাঁহাদের নিকটে গিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'মারিষগণ, আপনাদের এখন মনুষ্যলোকে যাওয়া কর্ত্তব্য। আপনারা এসুকার রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে শরীর পরিগ্রহ করুন গিয়া।' শক্রের বচন শুনিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'উত্তম প্রস্তাব, দেবরাজ! আমরা মনুষ্যলোকে যাইব; কিন্তু আমাদের রাজকুলে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পুরোহিতের গৃহে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক তরুণ বয়সেই কামনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।' 'আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায়'। ইহা বলিয়া শক্র তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৃক্ষদেবতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বৃক্ষদেবতা পরিতুষ্ট হইয়া শক্রকে বন্দনা করিলেন এবং স্বকীয় বিমানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে, পুরোহিত পরদিন বহু বলবান লোক সঙ্গে লইয়া বাশি, পরশু প্রভৃতি শস্ত্রসহ সেই বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং বৃক্ষের একখানি শাখা ধরিয়া বলিলেন, 'ভো বৃক্ষদেবতে! আমি আপনার নিকট এই সাত দিন প্রার্থনা করিলাম। এখন আপনার লীলাসংবরণের কাল উপস্থিত।' তখন দেবতা মহানুভাববলে তরুস্কন্ধবিবর হইতে নির্গত হইয়া পুরোহিতকে মধুরস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ, এক পুত্র তো তুচ্ছ বিষয়, আমি তোমাকে চারি পুত্র দান করিব।' পুরোহিত বলিলেন, 'আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই; আমাদের রাজাকে পুত্র দান করুন।' বৃক্ষদেবতা বলিলেন, 'না হে; তোমাকে দিব।' 'তবে আমাকে দুই পুত্র এবং রাজাকে দুই পুত্র দিন।' 'রাজাকে দিব না; চারি পুত্রই তোমাকে দিব। তুমিও তাহাদিগকে লাভ করিবে মাত্র; তাহারা গৃহে তিষ্ঠিবে না; তরুণ বয়সেই প্রব্রাজক হইবে।' 'আপনি তো পুত্র দিন। যাহাতে তাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করে, সে ভার আমার।' অতঃপর বৃক্ষদেবতা পুরোহিতকে পুত্রবর দান করিয়া নিজের বিমানে প্রবেশ করিলেন। তদবধি লোকে মহাভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

ইঁহার পর জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র দেবলোক ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নামকরণ দিবসে লোকে তাঁহার 'হস্তিপাল' এই নাম রাখিল। যাহাতে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হস্তিপালকদিগের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। হস্তিপাল ইহাদের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত

চতুর্মহারাজিক দেবলোক, ত্রয়স্ত্রিংশদ দেবলোক, যাম দেবলোক, তুষিত দেবলোক, নির্ম্মাণরতি দেবলোক ও পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবলোক।

হইতে লাগিলেন।

হস্তিপাল যখন পায়ে হাঁটিতে শিখিলেন, সেই সময়ে দ্বিতীয় দেবপুত্রও দেবপুরী ত্যাগ করিয়া পুরোহিতপত্নীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি 'অশ্বপাল' নামে অভিহিত হইলেন এবং অশ্বপালকদিগের সংসর্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তৃতীয় দেবপুত্রের জন্মান্তরগ্রহণান্তে 'গোপাল' এই নাম হইল এবং তিনি গোপালদিগের রক্ষণাবেক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে চতুর্থ দেবপুত্র জন্মান্তর লাভ করিয়া 'অজপাল' নাম পাইলেন এবং অজপালেরা তাঁহার লালনপালন করিতে লাগিল। কুমার চতুষ্টয় ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইলেন।

কুমারেরা পাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় রাজার অধিকার হইতে প্রব্রাজকেরা নির্ব্বাসিত হইলেন, সমস্ত কাশীরাজ্যে একজন প্রব্রাজকও থাকিলেন না। এ দিকে কুমারেরা অতি দুঃশীল হইলেন; তাঁহারা যেখানে যাইতেন সেখানেই—রাজার নিকট কেহ কোন উপহার লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহা লুঠ করিতেন।

হস্তিপালের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাঁহার পূর্ণাঙ্গ দেহ দেখিয়া রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কুমারেরা বড় হইয়াছে; ইহাদের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্তোলন করিবার কালে কি করা যাইতে পারে? অভিষেকের সময় হইতেই ইঁহারা সাতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইবে; তখন প্রব্রাজকেরা ইহাদের নিকটে আসিবেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইঁহারাও প্রব্রাজক হইবে। ইঁহারা প্রব্রজ্যা লইলে সমস্ত জনপদ লণ্ডভণ্ড হইবে। অতএব অগ্রে পরীক্ষা করা যাউক; শেষে ইহাদের অভিষেক করিব।' এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া রাজা ও পুরোহিত ঋষিবেশ ধারণ করিলেন, এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে হস্তিপালের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া হস্তিপালের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিতুষ্ট হইল; তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং তিনটী গাথা বলিলেন :

১. এতকাল পরে আজ দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাই দরশন;
নিরন্তর নির্ব্বিকার; সুখতরে যাঁহাদের নাহি ধায় মন।
শিরে ধূলি, জটাভার; স্কন্ধোপরি ভিক্ষাহেতু বহিছেন ঝুলি;
ধাবনে ঔদাস্যহেতু পঙ্কে লিপ্ত অবিরত থাকে দন্তগুলি।

২. এতকাল পরে আজ ধর্ম্মে রত ঋষি দেখি সার্থক নয়ন;
পরিধান যাঁহাদের বল্কলচীবর, আর কাষায় বসন।

৩. দিতেছি আসন পাদ্য; আনিয়াছি অর্ঘ্য এই করি আহরণ;
কৃতার্থ করুন দাসে দয়া করি এই সব করিয়া গ্রহণ।

হস্তিপাল রাজা ও পুরোহিতকে একে একে এইরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, 'বৎস হস্তিপাল, তুমি আমাদিগকে কি মনে করিয়া এরূপ বলিতেছ? ভাবিয়াছ বুঝি যে, আমরা হিমালয় হইতে আগত ঋষি? কিন্তু বৎস, আমরা ঋষি নই। ইনি রাজা এসুকারী; আমি রাজপুরোহিত এবং তোমার পিতা।' হস্তিপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে আপনারা ঋষিবেশ ধারণ করিলেন কেন?' 'তোমার পরীক্ষার জন্য।' 'আমার কি পরীক্ষা করিবেন?' 'আমাদিগকে দেখিয়া যদি প্রব্রজ্যাগ্রহণ না কর, তবে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব।' 'পিতঃ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা লইব।' 'বৎস হস্তিপাল, তোমার এখন প্রব্রজ্যার সময় হয় নাই।' অনন্তর পুরোহিত নিম্নলিখিত চতুর্থ গাথায় নিজের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন—

৪. বেদশিক্ষা সমাপিয়া, বিত্ত করি উপার্জ্জন
উপযুক্ত পুত্রহস্তে-সমর্পিয়া পরিজন,
ভুঞ্জিয়া বিষয়-সুখ—গন্ধ-রস আদি যত,
শোভা পায় বানপ্রস্থ তার পরে, শুন, তাত।
এইরূপে বৃদ্ধকালে মুনি হন যেই জন,
মুক্তকণ্ঠে করে সবে গুণ তাঁর সঙ্কীর্ত্তন।

ইঁহার উত্তর হস্তিপাল এই গাথা বলিলেন,

৫. বেদে কিংবা বিত্তে, পিতঃ, নাহি সত্য কদাচন;
পুত্র লভি জরা হতে মুক্তি পায় কোন্ জন?
বিষয়বাসনা যদি এড়াইতে পারে নর,
সদা করতলগত সত্য তার অনশ্বর।
কর্ম্মঅনুরূপফল পায় জীব নিঃসংশয়;
সনাতন এ সত্যের ব্যতিক্রম নাহি হয়।

কুমারের এই উক্তি শুনিয়া রাজা বলিলেন :

৬. বলিলে যা সত্য, বাছা; কর্ম্মফল সবে পায়;
এড়াইতে কর্ম্মফল শক্তি কারো নাহি, হায়!
কিন্তু তব মাতাপিতা জরাজীর্ণ, এ কারণে
শতবর্ষ সুস্থদেহে সেব এই দুই জনে।

'মহারাজ, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন?' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপাল দুইটী গাথা বলিলেন :

৭. বন্ধুভাবে, নরবর, যাহারে শমন
বান্ধিবে না নিজপাশে, জরাসহ যার
ঘটিয়াছে চিরতরে মৈত্রীর বন্ধন,

'মরিব না' যার মনে এরূপ সংস্কার,
শতবর্ষ বিনা রোগে থাকিবার তরে
করুক দুর্ম্মতি সেই বাসনা অন্তরে।

৮. খেয়াঘাটে তরী লয়ে পাটনি যেমন
বহি যায় পরপারে পারগামী জন,
জরা আর ব্যাধি, ভূপ, সেইরূপে হায়,
শমনের মুখে সদা জীবে লয়ে যায়!

এইরূপে প্রাণীদিগের আয়ুসংস্কারের ক্ষণিকত্ব প্রদর্শন করিয়া হস্তিপাল বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, আপনি যতক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া আছেন এবং আমি ততক্ষণ আপনাদের সহিত কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে, আপনাদের সহিত কথা বলিবার কালে, ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব সকলেরই অপ্রমত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।' এইরূপে উপদেশ দিয়া তিনি রাজাকে ও পিতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বীয় অনুচরদিগের সহিত বারাণসী রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। 'প্রব্রজ্যাই অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম', ইহা ভাবিয়া আরও বহুসংখ্যক লোক হস্তিপালের অনুগামী হইল। সমুদায়ে প্রব্রজ্যাকামী এই সকল ব্যক্তি এক যোজন স্থান অধিকার করিল। হস্তিপাল ইহাদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং গঙ্গোদকদর্শনে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এখানে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে। আমার অনুজত্রয়, মাতাপিতা, রাজা, রাজমহিষী সকলেই সানুচর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন এবং বারাণসী জনহীন হইবে। ইঁহারা যতদিন না আসেন, ততদিন আমি এখানেই অপেক্ষা করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি সেখানে অবস্থিতি করিয়াই সেই মহাজনসঙ্ঘকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা ও পুরোহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হস্তিপাল কুমার তো রাজ্য ত্যাগ করিয়া বহু অনুচরসহ প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে। অতএব এখন অশ্বপালকে পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।' তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে অশ্বপালের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। অশ্বপাল তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বোক্ত 'এতকাল পরে আজ' ইত্যাদি গাথা দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ আপনাদের আগমনের কারণ জানাইলেন। অশ্বপাল বলিলেন 'আমার অগ্রজ হস্তিপাল বিদ্যমান থাকিতে আমাকেই কেন প্রথমে শ্বেতচ্ছত্র দিতে চাহিতেছেন?' 'বৎস, তোমার ভ্রাতা বলিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে প্রয়োজন নাই; তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন। 'তিনি এখন কোথায় আছেন?'

তিনি গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন।' 'পিতঃ, আমার ভ্রাতা যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যাহারা নির্ব্বোধ, যাহাদের প্রজ্ঞা অতি ক্ষীণ, তাহারাই পাপ পরিহার করিতে পারে না। আমি ইহা নিশ্চিত বর্জ্জন করিব।' অনন্তর অশ্বপাল রাজা ও পুরোহিতকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন :

৯. বিষয়সুখের ভোগ আপাতত বটে মনোহর;
চোরাবালি সম ইহা,[১] কিংবা মহাপঙ্ক সুদুস্তর।
মৃত্যুর সদন ইহা; পড়ে যেই ভিতরে ইঁহার,
হীনচিত্ত হয়ে ক্রমে কভু নাহি লভে সে নিস্তার।[২]

১০. কতই নিঠুর কাজ এতকাল করিলাম, হায়!
এবে পড়িয়াছি ধরা; নাহি দেখি মুক্তির উপায়।
কুপ্রবৃত্তি নিরোধিয়া আত্মরক্ষা করিব এখন;
আর যেন পাপপথে মন নাহি ধায় কদাচন।

অশ্বপাল আবার বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা এখানে যতক্ষণ অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, ইঁহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।' অনন্তর এক যোজনব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অশ্বপালও হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক অশ্বপালকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, 'ভ্রাতঃ, এখানে বহু লোকসমাগম হইবে। অতএব আমরা এখানেই অবস্থিতি করিব।' অশ্বপাল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তৃতীয় দিন রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ ঋষিবেশে কুমার গোপালের গৃহে গমন করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা আপনাদের আগমনের কারণ বলিলে গোপালও রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি অনেকদিন হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বনে গরু হারাইলে লোকে যেমন তাহার অনুসন্ধান করে, আমিও সেইরূপ প্রব্রজ্যার অনুসন্ধানে (অর্থাৎ সুযোগের অন্বেষণে) বেড়াইতেছিলাম। বনে যেমন গরুর পদচিহ্ন দেখিয়া সে কোন্ দিকে গিয়াছে তাহা বুঝা যায়, সেইরূপ ভ্রাতাদিগের পথ দেখিয়া আমিও প্রব্রজ্যার পথ পাইলাম। আমি এখন সেই পথেই চলিব।

---

[১]। তু—দরীমুখ-জাতক (৩৭৮)।

[২]। অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

১১. বনেতে হারালে গরু, দেখিতে না পাইয়া তাহায়
খোঁজে যথা লোকে তারে, আমি, ভূপ, সেই মত, হায়,
হারায়ে চরম লক্ষ্য— যাহে হয় সার্থক জীবন,
খুঁজিব না কেন তারে, করি এবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ?’

রাজা বলিলেন, ‘বৎস গোপাল, চল, আমাদের সঙ্গে একদিন, দুই দিন, কি তিন দিন থাক; আমাদিগকে সুখী করিয়া পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।’ গোপাল উত্তর দিলেন, ‘কল্য করিব, ইহা বলা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে কল্যাণ হইবে, এইরূপ কাজ অদ্যই নিষ্পন্ন করা উচিত।

১২. আজ না, করিব কাল, দেখা যাবে আর একদিন,
ইহা বলি অবহেলা করে কার্য্য যারা মতিহীন।
ভবিষ্যতে কি বিশ্বাস? ভাবি ইহা চিতে সুধীগণ
সময় থাকিতে করে কুশলকর্ম্মের সম্পাদন।’

গোপাল এইরূপে, দুইটী গাথায়, ধর্ম্মপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘দেখুন, আপনারা এখানে যতক্ষণ আসিয়াছেন এবং আমি আপনাদের সঙ্গে যতক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইঁহারই মধ্যে জরা, মরণ ও ব্যাধি আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।’ অনন্তর তিনি যোজনৈকব্যাপী অনুচরগণপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে গমন করিলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

অবশেষে রাজা ও পুরোহিত পূর্ব্ববৎ অজপালকুমারের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, অজপালও সেইরূপে তাঁহাদের অভিনন্দন করিলেন। রাজা ও পুরোহিত আপনাদের আগমনকারণ বুঝাইয়া বলিলেন, ‘চল, তোমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্থাপন করি।’ অজপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমার ভ্রাতারা কোথায়?’ রাজা ও পুরোহিত উত্তর দিলেন, ‘রাজ্যে ইচ্ছা নাই বলিয়া তাঁহারা শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক যোজনত্রয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দপরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন এবং নদীতীরে অবস্থিতি করিতেছেন।’ ‘আমি ভ্রাতৃগণনিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন শিরে বহন করিয়া বিচরণ করিতে পারিব না; আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’ ‘বৎস, তুমি বালক; আমাদের প্রতিপাল্য; বয়ঃপ্রাপ্ত হও; তখন প্রব্রজ্যা লইবে।’ ‘আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? প্রাণিগণ অল্প বয়সেও মরে, অধিক বয়সেও মরে। এ অল্প বয়সে মরিবে, ও অধিক বয়সে মরিবে, কাহারও হস্তে বা পদে এমন কোন চিহ্ন আছে কি? আমি যখন আমার মরণকাল জানি না, তখন এই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।

১৩. তরুণী কুমারী কত আয়তলোচনা,
লীলা-বিলাসেতে যারা সতত মগনা,
কতই পাইবে সুখ আশা মনে মনে;
না পূরিতে আশা, হেন রমণীরতনে
মৃত্যু আসি করে গ্রাস, দেখিবারেই পাই।
কালাকাল বিচার না আছে তার ঠাঁই।

১৪. উচ্চকুলে জাত, ইন্দু জিনিয়া বদন,
ওষ্ঠেতে গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়
কুসুম্ভকিঞ্জল্কসম,—কি বলিব, হায়,
এ হেন যুবকে গ্রাসে নিষ্ঠুর শমন।
ত্যজিব বাসনা তাই, গৃহ পরিহরি
লইব প্রব্রজ্যা আমি, দাও দয়া করি
অনুমতি দাসে তব; রাখ এ মিনতি,
যাও চলি গৃহে ফিরি, ওহে নরপতি।

দেখুন না, আপনারা যতক্ষণ এখানে আসিয়াছেন এবং আমি যতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইঁহারই মধ্যে ব্যাধি, জরা ও মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।' ইহা বলিয়া অজপাল রাজার ও পুরোহিতের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একযোজনব্যাপী অনুচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং বহুলোকসমাগম হইবে, ইহা ভাবিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পরদিন পুরোহিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্রগণ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিল; শাখাহীন হইলে বৃক্ষ যেমন স্থাণুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমারও এখন সেই দশা ঘটিল। অতএব আমার পক্ষেও প্রব্রজ্যাগ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন :

১৫. তারে বলে শাখী, অঙ্গ শাখায় শোভিত যায়;
ছিন্নশাখ হ'লে তরু, শোভা নাহি থাকে তার।
শাখাহীন তরুসম পুত্রহীন নর, প্রিয়ে।[১]
লইব প্রব্রজ্যা আমি গৃহধর্ম্ম তেয়াগিয়ে।

ইহা বলিয়া তিনি অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন। তাঁহার গৃহে ষাট

[১]। মূলে 'বাসেষ্ঠি' অর্থাৎ 'বশিষ্ঠগোত্রজে' এই পদ আছে।

হাজার ব্রাহ্মণ সমবেত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কি করিতে চান?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'আপনি কি করিবেন, আচার্য্য।' 'আমি প্রব্রজ্যা লইয়া আমার পুত্রদিগের নিকট গমন করিব।' 'নরক কেবল আপনার পক্ষেই উষ্ণ নহে; আমরাও প্রব্রজ্যা লইব।' তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণীর হস্তে অশীতিকোটি ধন সমর্পণপূর্ব্বক যোজনব্যাপী ব্রাহ্মণসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন এবং পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া এই সকল ব্যক্তিকেও ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণী ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার চারিটী পুত্রই শ্বেতচ্ছত্র ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য নিষ্ক্রমণ করিয়াছে; ব্রাহ্মণও রাজপৌরোহিত্য এবং অশীতিকোটি ধনের মায়া ছাড়িয়া পুত্রদিগের নিকট গিয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমিও পুত্রদিগের পথই অনুসরণ করিব।' অনন্তর তিনি একটী প্রাচীন উদাহরণ স্মরণ করিয়া এই উদানগাথা বলিলেন :

১৬. 'বর্ষাশেষে হংসগণ উর্ণনাভ জাল[১] ভেদি
ক্রৌঞ্চবৎ করেছিল প্রয়াণ আকাশে;
পুত্রপতি প্রব্রাজক; হেরি ইহা যাইব না
প্রজ্ঞালাভতরে কেন আমি বনবাসে?

ইহা জানিয়া আমি কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না?' এই সিদ্ধান্ত করিয়া পুরোহিতপত্নী অন্যান্য ব্রাহ্মণীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'তোমরা কি করিবে, জানিতে চাই।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি করিবেন আর্য্যে?' 'আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' 'তবে আমরাও প্রব্রাজিকা হইব।' তখন পুরোহিতপত্নী সেই বিভব পরিহারপূর্ব্বক যোজনব্যাপী ব্রাহ্মণীবৃন্দসহ পুত্রদিগের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল এই সকল ব্যক্তিকেও আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

---

[১]। এই গাথার ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়াছেন, 'পুরাকালে ষণ্ণবতি সহস্র সুবর্ণহংস কাঞ্চনগুহায় বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য পর্য্যাপ্ত শালি নিক্ষেপ করিয়া হিমের ভয়ে বাহির হইতে পারে নাই; সেখানেই চারিমাস অতিবাহিত করিয়াছিল। এদিকে একটা উর্ণনাভ গুহাদ্বার জাল দ্বারা বন্ধ করিয়াছিল। হংসগণ আপনাদের মধ্যে দুইটা হংসযুবককে দ্বিগুণ খাদ্য খাইতে দিত; ইহাতে তাহারা এত বলবান ইহয়াছিল যে, তাহারা সেই জাল ভেদ করিয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট হংসগণ তাহাদের গমনপথের অনুসরণ করিয়াছিল।' গাথার 'হিমাচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে) শব্দের 'বর্ষাবসানে' অর্থটী একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অর্থ না ধরিলে প্রাচীন কথাটীর সহিত ইহার সুসঙ্গতি হয় না। হিমাচ্চয়ে = বস্‌সান অচ্চয়ে। এই হংসদিগের আখ্যায়িকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আকারে মহাসুতসোম-জাতকে (৫৩৭) প্রদত্ত হইবে।

পরদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার পুরোহিত কোথায়?' কর্মচারীরা উত্তর দিল, 'মহারাজ, পুরোহিত এবং তাঁহার ব্রাহ্মণী সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক যোজনদ্বয়ব্যাপী অনুচরবৃন্দসহ তাঁহাদের পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়াছেন।' অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য, এই নিমিত্ত রাজা পুরোহিতের গৃহ হইতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি আনাইলেন। তাঁহার অগ্রমহিষী কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ এ কি করিতেছেন?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'পুরোহিতের গৃহ হইতে ধন আনাইতেছেন।' 'পুরোহিত কোথায়?' 'তিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ভার্য্যাসহ নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া মহিষী ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই ত; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদের পুত্রচতুষ্টয় যে মল ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই মূঢ় রাজা মোহবশে তাহা স্বগৃহে আনয়ন করিতেছেন! ইঁহাকে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।' তিনি কষাইখানা হইতে মাংস আনাইয়া রাজাঙ্গনে স্তূপাকারে রাখাইলেন, এবং ঊর্ধ্বদিকে একটী মাত্র ঋজুপথ রাখিয়া সমস্ত জাল দিয়া ঘেরাইলেন। গৃধ্রগণ দূর হইতে এই মাংসস্তূপ দেখিয়া তাহা খাইবার জন্য অবতরণ করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা চতুর্দ্দিকে জাল প্রসারিত দেখিয়া ভাবিল, 'আমাদের দেহ অতি ভারী হইলে ঊর্ধ্বদিকে উড়িতে অশক্ত হইব।' কাজেই তাহারা ভূক্তমাংস উদ্গিরণপূর্ব্বক ঋজুপথে ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল, কেহই জালে আবদ্ধ হইল না। কিন্তু যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ঐ উদ্গীর্ণ মাংসও খাইয়া ফেলিল। ইহাতে তাহাদের দেহ অতি ভারী হইল বলিয়া তাহাদের উৎপতনের শক্তি রহিল না; কাজেই তাহারা জালে আবদ্ধ হইল। রাজভৃত্যেরা ইহাদের একটা গৃধ্র লইয়া মহিষীকে দেখাইল; মহিষী উহা লইয়া রাজার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, 'আসুন, মহারাজ, অঙ্গনে কি কাণ্ড হইয়াছে দেখি গিয়া।' অনন্তর তিনি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, ঐ গৃধ্রগুলার দুর্দ্দশা দেখুন।

১৭. আহারের পর যারা করিল বমন,
স্বচ্ছন্দে উড়িয়া গেল সেই পক্ষিগণ।
খাইয়া বমন কিন্তু না করিলে যারা,
ধরা পড়িয়াছে মোর হাতে, দেখ, তারা।

১৮. ব্রাহ্মণ ভোগের বস্তু করিল বমন;
তুমি কি সে বান্তদ্রব্য করিবে ভোজন?
বান্তদ্রব্য, নরনাথ, ভোজন যে করে,
সকলে ধিক্কার দেয় অধম সে নরে।'

মহিষীর কথায় রাজার অনুতাপ জন্মিল। ভবত্রয়[১] তাহার নিকট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।' মনের আবেগবশত তিনি মহিষীর স্তুতি করিয়া এই গাথাটী বলিলেন :

১৯. মহাপঙ্কে কিংবা চোরাবালির ভিতরে
পড়িলে দুর্ব্বল যথা সবলে উদ্ধারে,
তুমিও, পাঞ্চালি, আজ সুমিষ্ট গাথায়
উদ্ধারিলে পাপপঙ্ক হইতে আমার।

অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই প্রব্রজ্যা লইবার ইচ্ছায় রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আপনারা এখন কি করিবেন?' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'আপনি কি করিবেন, মহারাজ?' 'আমি হস্তিপালের নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' 'আমরাও প্রব্রজ্যা লইব, মহারাজ।' তখন রাজা দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী রাজ্য ত্যাগ করিলেন, 'যাহার ইচ্ছা হয়, শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করিতে পারে।' তিনি যোজনত্রয়ব্যাপী অমাত্যানুচরগণসহ হস্তিপাল কুমারের নিকট গমন করিলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া সেই সকল লোককেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন।

শাস্তা রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিলেন :

২০. ইহা বলি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এসুকারী
রাজ্য ত্যজি করিলেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ,
যতনে পালিত গজ যায় চলি বনে যথা
পর-অধীনতাপাশ করিয়া ছেদন।

নগরে তখনও যে সকল লোক ছিল, তাহারা পরদিন রাজদ্বারে সমবেত হইল, মহিষীকে সংবাদ দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া বলিল :

২১. রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ;
রক্ষিব তোমায় মোরা; পাল রাজা এবে, দেবি, রাজার মতন।

মহিষী সেই বিশাল জনসঙ্ঘের কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :

২২. রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ;
ত্যজি কাম মনোরথ আমি এবে একাকিনী করিব ভ্রমণ।

---

[১]। ভব বা সংসার। ইহা ত্রিবিধ—কামভব, রূপভব ও অরূপভব, অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে জন্ম। জন্মমাত্রই দুঃখকর—তাহা যেখানেই হউক না কেন।

২৩. রাজ্য ত্যজি নরনাথ যথারুচি করেছেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ;
কাম্যবস্তু আছে যত, ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৪. কালস্রোত বহে সদা; দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন?
ত্যজি কাম মনোরম আমি তাই একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৫. কালস্রোত বহে সদা; দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের গুণ যত ক্রমে লোপ পায়।
অনিত্য এ সুখ তরে কে বল রহিবে ঘরে বন্দীর মতন?
কাম্যবস্তু আছে যত ত্যজি সব একাকিনী করিব ভ্রমণ।
২৬. কালস্রোত বহে সদা; দিবা, রাত্রি পর পর আসে আর যায়;
কৌমার-যৌবন আদি বয়সের ধর্ম্ম যত ক্রমে লোপ পায়।
রাগ-দ্বেষ আদি, তাই সমস্ত বন্ধন আমি করিয়া ছেদন
লভি শান্তি সুশীতল নিরুদ্বেগে একাকিনী করিব ভ্রমণ।

সমবেত জনসঙ্ঘকে এই গাথাগুলি দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মহিষী অমাত্যপত্নীদিগকে আহ্বান করাইলেন এবং তাঁহারা কি করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'আর্য্যে, আপনি কি করিবেন?' মহিষী উত্তর দিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা লইব।' তখন তাঁহারাও প্রব্রজ্যা লইবেন, এই সঙ্কল্প জানাইলেন। মহিষী তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুমোদন করিলেন এবং রাজভবনের সুবর্ণভাণ্ডারাদি উন্মুক্ত করাইয়া একখানি সুবর্ণফলকে লেখাইলেন, 'অমুক স্থানে মহাধন নিহিত আছে। আমি তাহা দান করিলাম; যাহার ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।' অনন্তর মহাবেদীর একটা স্তম্ভে তিনি এই ফলক বান্ধিয়া রাখাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বিপুল সম্পত্তি পরিহারপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'রাজা এবং রাণী, উভয়েই না কি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন; এখন আমাদের কি উপায় হইবে', ইহা ভাবিয়া নগরের সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ হইল। তাহারাও, যাহার গৃহে যে সম্পত্তি ছিল, সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক স্ব স্ব পুত্রকন্যাদির হস্ত ধারণ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিল। বিপণিসমূহ উন্মুক্ত রহিল; কেহ তাহাদিগের দিকে ফিরিয়াও দৃক্‌পাত করিল না; ফলত সমস্ত নগর জনহীন হইল।

মহিষী এইরূপে ত্রিযোজনবিস্তৃত অনুচরবৃন্দসহ হস্তিপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। হস্তিপাল আকাশে আসীন হইয়া মহিষীর অনুচরদিগকেও ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং সমুদায়ে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘসহ হিমালয়াভিমুখে গমন করিলেন। 'হস্তিপাল কুমার দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীপুরী শূন্য করিয়া

অসংখ্য অনুচরসহ প্রব্রজ্যাকামনায় হিমালয়ে যাইতেছেন, আমাদের তো ইহা অপেক্ষাও অধিক করা কর্ত্তব্য’, ইহা ভাবিয়া সমস্ত কাশীরাজ্যবাসী সংক্ষুব্ধ হইল। অচিরে হস্তিপালের অনুচরগণ ত্রিশ যোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিল। হস্তিপাল তাহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। শক্র চিন্তা করিয়া এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, ‘হস্তিপাল নিষ্ক্রমণ করিয়াছেন, তজ্জন্য বহুলোকসমাগম হইবে; তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।’ তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আজ্ঞা দিলেন, ‘তুমি গিয়া ছত্রিশ যোজন দীর্ঘ এবং পনের যোজন বিস্তৃত একটী আশ্রম প্রস্তুত কর এবং প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখ।’ বিশ্বকর্ম্মা ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া যাত্রা করিলেন এবং গঙ্গাতীরে এক রমণীয় ভূভাগে উক্তরূপ আশ্রম রচনাপূর্ব্বক তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, সেগুলি কাষ্ঠাস্তরণ ও পর্ণাস্তরণযুক্ত আসনাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণ রাখিয়া দিলেন। প্রত্যেক পর্ণশালার স্বতন্ত্র দ্বার; প্রত্যেক পর্ণশালার সম্মুখে চঙ্‌ক্রমণস্থান এবং রাত্রিবাস ও দিবাবাসের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা; প্রকোষ্ঠগুলি সুধাধবলিত; বিশ্রাম করিবার জন্য কাষ্ঠফলক; স্থানে স্থানে ফুলের গাছ; তাহাতে নানাবর্ণের সুরভি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে; প্রত্যেক চঙ্‌ক্রমণের একপ্রান্তে জলপূর্ণ[১] কূপ; কূপের পার্শ্বে ফলবান বৃক্ষ; একই বৃক্ষে সর্ব্ববিধ ফল ফলিতেছে। এ সমস্তই দৈবশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক পর্ণশালাসমূহে প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া ভিত্তিতে উৎকৃষ্ট হিঙ্গুলদ্বারা এই কয়টী কথা লিখিলেন—‘যে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করুন।’ অনন্তর তিনি স্বকীয় অনুভাববলে সেই স্থান হইতে সর্ব্ববিধ কঠোর শব্দ, সর্ব্ববিধ কদাকার পশুপক্ষী এবং যক্ষপিশাচাদি অপদেবতা অপসারিত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

হস্তিপাল একপদিক পথে চলিতে চলিতে শক্রদত্ত এই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং হিঙ্গুলচিত্রিত অক্ষরগুলি দেখিয়া ভাবিলেন, ‘আমি যে মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, শক্র, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিয়াছেন।’ তিনি একটী পর্ণশালার দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যার চিহ্ন ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন, একটা চঙ্‌ক্রমণে অবতরণ করিয়া কয়েকবার বিচরণ করিলেন, সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমের অন্যান্য অংশ দেখিতে গেলেন। যে সকল রমণীর

---

[১]। মূলে ‘উদক ভরিত’ আছে। ভরিত = পূর্ণ। তু—বাঙ্গালা ‘ভরা’।

সঙ্গে অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা ছিল, তিনি তাহাদের বাসের জন্য মধ্যভাগের পর্ণশালাগুলি নিয়োজিত করিলেন; তাহার পার্শ্বে যথাক্রমে প্রবীণা রমণীদিগের ও বন্ধ্যা রমণীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইঁহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে অন্য যে সকল পর্ণশালা ছিল, সেগুলিতে পুরুষেরা থাকিতে আদিষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার পর জনৈক রাজা, বারাণসীতে কোন রাজা নাই শুনিয়া ঐ নগর দেখিতে গেলেন। তিনি অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত নগরের শোভা দেখিলেন এবং রাজভবনে গমন করিয়া ইতস্তত রত্নরাশি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো, সুযোগ পাইবামাত্র এরূপ নগর ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ কি অসাধারণ ঔদার্য্যের কার্য্য!' এক ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল; তিনি তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তিপালকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি বনান্তে আসিয়াছেন জানিয়া হস্তিপাল প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন এবং আকাশে আসীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং সকলকেই প্রব্রজ্যা দিলেন। এইরূপে আরও ছয়জন রাজা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সাতজন রাজাই সর্ব্ববিধ ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। অতঃপর নিরন্তর আরও লোক গিয়া ষটত্রিংশ যোজনব্যাপী এই আশ্রমপদ পূর্ণ করিতে লাগিল। যখনই কোন ব্যক্তির মনে কামভাবের বা অন্য কোন বিষয়চিন্তার উদয় হইত, তখনই সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেন, ব্রহ্মবিহার-ভাবনা শিক্ষা দিতেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্ম-দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে বলিতেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই ক্রমশ ধ্যান শিক্ষা করিলেন এবং অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। তাঁহাদের তিন ভাগের দুই ভাগ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন; তৃতীয় ভাগের তৃতীয়াংশও ব্রহ্মলোকে এবং তৃতীয়াংশ ষটকামস্বর্গে জন্মান্তর লাভ করিলেন; অবশিষ্ট একভাগ ঋষিদিগের পরিচর্য্যা করিয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মিলেন; কিন্তু তাঁহারাও ত্রিবিধ[১] কুশলসম্পত্তিরই অধিকারী হইলেন। এইরূপে হস্তিপালের শিক্ষাবলে নিরয়গমন, তির্য্যগযোনিতে, প্রেতলোকে ও অসুরলোকে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি দুর্গতি নিরাকৃত হইল।

পৃথিবীচালক স্থবির ধর্ম্মগুপ্ত,[২] কটকান্ধকারবাসী স্থবির পুষ্যদেব, উপরিমণ্ডলকমলয়বাসী স্থবির মহাসঙ্ঘরক্ষিত, স্থবির মলিমহাদেব, ভগ্‌গিরিবাসী স্থবির মহাদেব, বামস্তপব্‌ভারবাসী স্থবির মহাশিব, কাড়বল্লিমণ্ডপবাসী স্থবির মহানাগ, ইঁহারা, প্রথমে কুদ্দালের, পরে যথাক্রমে মুকপঙ্গুর, খুল্লসুতসোমের,

---

[১]। নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত। 'প্রথম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

[২]। অর্থাৎ তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল।

অরোঘর পণ্ডিতের এবং হস্তিপালের অনুচরভাবে থাকিয়া সর্ব্বশেষে এই তাম্রপর্ণীদ্বীপে অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভগবান বলিয়াছিলেন, 'কল্যাণেতে করা ত্বরা' ইত্যাদি (ধর্ম্মপদ, ১১৬)[১], অর্থাৎ যাহা কল্যাণকর, তাহা অতি সত্বর সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

[এই ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা এসুকারী, মহামায়া ছিলেন তাঁহার মহিষী, কাশ্যপ ছিলেন তাঁহার পুরোহিত, ভদ্রকাপিলিনী ছিলেন পুরোহিতপত্নী, অনিরুদ্ধ ছিলেন অজপাল, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন গোপাল, সারিপুত্র ছিলেন অশ্বপাল, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই জনসঙ্ঘ, এবং আমি ছিলাম হস্তিপাল।]

----

৫১০. অয়োঘর-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :]

* * *

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভবতী হইলে গর্ভরক্ষার জন্য যথাবিধি সংস্কারাদি সম্পাদিত হইল এবং তিনি পূর্ণগর্ভা হইয়া একদিন প্রত্যূষ সময়ে এক পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্বজন্মে তাঁহার এক সপত্নী ছিল। সে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'তোর গর্ভজাত সন্তানকে যেন আমি খাইতে পাই।' ঐ রমণী নাকি বন্ধ্যা ছিল; সেইজন্য পুত্রবতী সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষবশত এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল। অনন্তর সে দেহত্যাগপূর্ব্বক যক্ষযোনিতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর তাহার সেই পুত্রবতী সপত্নী রাজার অগ্রমহিষী হইয়া এক্ষণে পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ যক্ষী এতকাল পরে সুযোগ পাইয়া ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং মহিষীর চক্ষুর সম্মুখেই তাঁহার পুত্রটীকে লইয়া পলায়ন করিল। 'ওগো, যক্ষী আমার ছেলে লইয়া পলাইল', ইহা বলিয়া মহিষী চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এদিকে যক্ষী, লোকে যেমন মূলা খায়,

---

[১]। অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারযে, দন্ধং হি করতো পুঞ্‌ঞং পাপস্মিং রমতী মনো। দন্ধং = অলসং।

সেইরূপে কচ কচ করিয়া ছেলেটীকে খাইয়া ফেলিল এবং মহিষীকে হাত-পা নাড়িয়া নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল। রাজা এই দুর্ঘটনা শুনিলেন, কিন্তু নীরব রহিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, 'আমি যক্ষীর কি করিতে পারি?'

ইঁহার পর মহিষীর যখন আবার প্রসবের সময় আসিল, তখন রাজা তাঁহার জন্য অনেক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। মহিষী এবারও পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু যক্ষী আসিয়া তাহাকেও খাইয়া গেল।

তৃতীয়বারে মহাসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। রাজা বহুলোক ডাকাইয়া বলিলেন, 'মহিষী যখনই পুত্র প্রসব করেন, তখনই এক যক্ষী আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। এ সম্বন্ধে তোমাদের বিবেচনায় কি কর্ত্তব্য?' একজন উত্তর দিল, 'মহারাজ, যক্ষীরা নাকি তালপাতা ভয় করে; আপনি মহিষীর হাতে পায়ে তালপাতা বান্ধিয়া রাখুন।' আর একজন পরামর্শ দিল, 'যক্ষীরা লোহার ঘর ভয় করে; অতএব আপনি একটা লোহার ঘর প্রস্তুত করুন।' রাজা দেখিলেন, শেষের প্রস্তাবটীই উত্তম। তিনি রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মকার আনাইয়া তাহাদিগকে অয়োগৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা নগরের মধ্যস্থানে এক রমণীয় ভূভাগে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; তাহার স্তম্ভ-প্রভৃতি সমস্তই লৌহময় হইল। তাহারা নয় মাস খাটিয়া এই প্রকাণ্ড চতুরস্রশাল গৃহ নির্ম্মাণ করিল; গৃহাভ্যন্তরে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়াছেন জানিয়া রাজা এই অয়োগৃহ সুসজ্জিত করিলেন এবং মহিষীকে লইয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। মহিষী সেখানে সৌভাগ্যসূচক পুণ্যলক্ষণযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন; এই পুত্রের নাম রাখা হইল 'অয়োঘর-কুমার'। রাজা বহু রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কুমারকে ধাত্রীহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহিষীসহ নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অলঙ্কৃত রাজভবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে যক্ষী জল আনিতে গিয়া[১] বৈশ্রবণের জল অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া বিনষ্ট হইল।

মহাসত্ত্ব অয়োগৃহে থাকিয়া বাড়িতে লাগিলেন ও জ্ঞানলাভ করিলেন এবং ক্রমে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

একদিন রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন আমার পুত্রের বয়স কত হইল?' অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, তাঁহার বয়স এখন ষোল বৎসর; তিনি শৌর্য্যবান ও বলিষ্ঠ; তিনি সহস্র যক্ষকেও পরাভূত করিতে পারেন।' তখন

---

[১]। মূলে 'উদকবারং গন্ত্বা' আছে। উদকবার = জল আনিবার বারবার পালা, অথবা জল আনয়ন করা।

পুত্রকে রাজ্য দান করিবার অভিপ্রায়ে রাজা সমস্ত নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং আদেশ দিলেন, 'তাঁহাকে অয়োগৃহ হইতে বাহির করিয়া আন।' অমাত্যেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগরী সুসজ্জিত করিলেন, মঙ্গলহস্তী লইয়া অয়োগৃহে উপস্থিত হইলেন, কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, এবং নিবেদন করিলেন; 'দেব, এই অলঙ্কৃত নগর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি। কাশীরাজ আপনার পিতা। আপনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করুন; অদ্যই আপনি শ্বেতচ্ছত্র লাভ করিবেন।'

মহাসত্ত্ব নগর প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রমণীয় উদ্যান, নানাবর্ণের পদ্মশোভিত মনোহর সরোবর, সুন্দর রাজভবন ইত্যাদি দেখিয়া চিন্তা করিলেন, 'পিতা আমাকে এতকাল বন্ধনাগারে বাস করাইয়াছেন; এমন যে সুন্দর নগর, একবারও তাহা দেখিতে দেন নাই। আমি কি দোষ করিয়াছি?' তিনি অমাত্যদিগকে এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'আপনার কোন দোষ নাই; এক যক্ষী আপনার দুই সহোদরকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। সেইজন্য আপনার পিতা আপনাকে অয়োগৃহে রাখিয়াছিলেন। অয়োগৃহই আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।' অমাত্যদিগের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি দশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছি; তাহা লৌহকুম্ভনরক বা বিষ্ঠানরকের সদৃশ। মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরে ষোল বৎসর এই বন্ধনাগারে থাকিলাম; একবার গৃহের বাহিরে তাকাইতেও পারি নাই; যক্ষীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তো অজর ও অমর হইতে পারি নাই। এখন আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে নিষ্ক্রমণ দুঃসাধ্য হইবে। অতএব অদ্যই পিতার নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লইব এবং হিমালয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত হইলেন।

পুত্রের শরীর-শোভা দেখিয়া রাজা গাঢ়স্নেহাভিভূত হইলেন এবং অমাত্যাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?' রাজা বলিলেন, 'তোমরা আমার পুত্রকে রত্নরাশির উপর উপবেশন করাও, শঙ্খোদকে তাহার অভিষেক কর এবং তাহার মস্তকোপরি কাঞ্চনমালাশোভিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ কর।' তখন মহাসত্ত্ব পিতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে অনুমতি দিন।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি কি কারণে রাজ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে?' 'দেব, আমি মাতৃকুক্ষিতে দশমাস বাস করিয়াছি; তাহা বিষ্ঠানরকের

সদৃশ। ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার যক্ষীর ভয়ে ষোল বৎসর বন্ধনাগারে আবদ্ধ ছিলাম। আমি যক্ষীর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু অজর ও অমর হইতে পারি নাই। কেহই মৃত্যুকে জয় করিতে পারে না। জীবন এখন আমার পক্ষে উৎকণ্ঠাময়। যত দিন ব্যাধি, জরা ও মরণ উপস্থিত না হয়, তত দিন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিব; আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, মহারাজ, আমাকে অনুমতি দিন।' অনন্তর মহাসত্ত্ব পিতাকে ধর্ম্মপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন :

১. যে নিশিতে পশে জীব জননীজঠরে
সে নিশি হ'তে সতত বহে জীবনের স্রোত;
ফিরেনা কখনো তাহা মুহূর্ত্তের তরে।
বাতাহত মেঘ যথা একই দিকে ধায়,
তেমতি জীবনস্রোত; কে তারে ফিরায়?[১]

২. সুবিখ্যাত যোদ্ধা, কিংবা মহাবলবান—
জরামৃত্যু হ'তে এঁরা নিস্তার না পান।
জরামৃত্যু-উপদ্রব দেখি সব ঠাঁই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৩. চতুরঙ্গ শত্রুবল অতীব ভীষণ
নরপতি বাহুবলে করেন মর্দ্দন।
মৃত্যুকে দমিতে কিন্তু শক্তি তাঁর নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৪. শত্রুগণ হস্তি-অশ্ব-রথ-পত্তিসহ
ঘিরিলেও মুক্তিলাভ করে কেহ কেহ।
মৃত্যুগ্রাস হ'তে মুক্তি দেখিতে না পাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৫. সঙ্গে লয়ে শূরগণ চতুরঙ্গ বল
বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত করে অরাতির দল।

---

[১]। টীকাকারের মতে 'যে নিশিতে' ইত্যাদি গাথাটীর তাৎপর্য্য এই যে, একবার জীবন-স্রোতের উৎপত্তি হইলে কিছুতেই উহা ফিরে না, অর্থাৎ যুবক শিশু হয় না, বৃদ্ধ যুবক হয় না ইত্যাদি। তিনি এই প্রসঙ্গে জীবের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

প্রথমে কললরূপে গর্ভে লভে স্থান; কলল হইতে হয় অর্ব্বুদ প্রমাণ।
অর্ব্বুদ হইতে পেশী, পেশী হ'তে ঘন; ঘন হ'তে উরুকেশনখাদি-গঠন।
অন্নপান যাহা মাতা করেন গ্রহণ, গর্ভস্থ জীবের হয় তা'তেই পোষণ।

মৃত্যুকে করিতে চূর্ণ শক্তি কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৬. ভিন্ন-কুম্ভ[১] মদস্রাবী মত্তগজগণ
নগর মর্দ্দন করে, মানুষ নিধন।
মৃত্যুতে মর্দ্দিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৭. সুনিপুণ, দূরবেধী ধনুর্দ্ধরগণ
ক্ষিপ্রহস্তে[২] লক্ষ্য বেধ করে অগণন।
মৃত্যুকে রোধিতে কিন্তু শক্তি কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৮. সশৈলকাননা ধরা, মহাজলাশয়,
সমস্তই দেখি ক্রমে ক্রমে পায় ক্ষয়।
কালবশে হয়ে যায় বিলুপ্ত সবাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

৯. মাতালের বস্ত্র[৩] তরু নদীতটস্থিত
এই আছে, এই নাই, সদা অনিশ্চিত।
নরনারী আদি যত প্রাণীর জীবন
তেমতি চঞ্চল সদা করি বিলোকন।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১০. বায়ুবেগে পড়ে যথা পক্কাপক্ক ফল,
নরনারী-নপুংসক, তেমতি সকল—
কেহ বৃদ্ধকালে, কেহ শৈশবে, যৌবনে
জরাব্যাধিবশে যায় শমন-সদনে।
কখন ঘটিবে মৃত্যু জানা কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

---

[১]। হস্তীর কুম্ভে যে ছিদ্র থাকে, তাহা দিয়া মদস্রাব হয়।

[২]। মূলে অক্ষণবেধী এই বিশেষণ আছে। যাহার শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, কিংবা যে বিদ্যুতের আলোকে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে, তাহাকে অক্ষণবেধী বলা যায়। অক্ষণা = ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

[৩]। মদ্যপানের লোভে মাতালেরা নিজের পরিধেয় বস্ত্রের বিনিময়েও মদ্য ক্রয় করে। কাজেই মাতাল এখন যে বস্ত্র পরিয়া আছে, পরক্ষণেও যে সেই বস্ত্র তাহার থাকিবে, ইহা অনিশ্চিত।

১১. ক্ষয়-অন্তে উপচয় হয় চন্দ্রমার;
প্রাণীদের ভাগ্যে কিন্তু বিপরীত তার।
বয়স চলিয়া গেলে ফিরে না কখন;
জীর্ণে কি করিতে পারে সুখ আস্বাদন?
স্থায়ীসুখ এ জগতে দেখিতে না পাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১২. যক্ষপ্রেতপিশাচাদি কুপিত হইয়া
মানুষ বিনাশ করে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
এরাও সামর্থ্যহীন মরণের ঠাঁই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৩. যক্ষপ্রেতপিশাচাদি হইলে কুপিত,
করে লোকে স্বস্ত্যয়নে কোপ প্রশমিত।
মৃত্যুকে তুষিতে কিন্তু সাধ্য কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৪. অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক পরের—
যথাযুক্ত দণ্ড রাজা করেন তাদের।
মৃত্যুকে দণ্ডিতে কিন্তু শক্তি তাঁর নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৫. অপরাধী, রাজদ্রোহী, পীড়ক যে জন
নিবারে রাজার কোপ কখন কখন।
মৃত্যুকে নিবারে, হেন শক্তি কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৬. বলবান, তেজোবান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ,
ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত যে জন,
না পায় করুণা কেহ শমনের ঠাঁই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৭. সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এরা প্রকাশিয়া বল,
আত্মরক্ষাহেতু যারা বড়ই বিহ্বল,
হেন পশু মারি খায় নিত্য অগণন,
এতই প্রতাপশালী তাহারা, রাজন!
মৃত্যুকে খাইতে কিন্তু শক্তি কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৮. রঙ্গমঞ্চে মায়াবীরা করি আরোহণ

ভুলায় মায়ার বলে লোকের নয়ন।
মৃত্যুকে ভুলাতে কিন্তু সাধ্য কারো নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

১৯. উগ্রতেজা আশীবিষ কুপিত হইয়া
মারে লোক বিষদন্তে দংশন করিয়া।
মৃত্যুকে দংশিতে কিন্তু সাধ্য তার নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২০. ক্রোধবশে আশীবিষে করিলে দংশন
ঔষধ-প্রয়োগে বিষ নাশে বৈদ্যগণ।
মৃত্যু আসি দংশি যবে দেহে বিষ ঢালে;
সে বিষ নাশিতে কেহ নারে কোন কালে।
নিস্তার মৃত্যুর মুখে দেখিতে না পাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২১. ধন্বন্তরি, বৈতরণী, ভোজ আদি যত
বিষবৈদ্য বাঁচালেন সর্পাহতে কত
ঔষধ প্রয়োগে; এবে তাঁহারাও নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২২. ঘোরা বিদ্যা[1] শিখি না কি বিদ্যাধরগণ[2]
মন্ত্রৌষধিবলে হতে পারে অদর্শন।
এড়াতে যমের চক্ষু শক্তি কিন্তু নাই;
চরিতে ধর্ম্মের পথে মতি মম তাই।

২৩. ধর্ম্মই রক্ষক তাঁর, ধর্ম্মপথে যিনি যান;
সুচরিত ধর্ম্ম করে ইহামূত্র সুখ দান।
ধার্ম্মিকের ভাগ্যে ঘটে ধ্রুব এই পুরস্কার—
দেহান্তে অগতিলাভ হয় না কখনো তাঁর।[3]

২৪. ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের একবিধ পরিণাম হয় না কখন।
ধর্ম্মে হয় স্বর্গলাভ; অধর্ম্মেতে করে লোক নিরয়ে গমন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি গাথায় পিতার নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া

---

[1]। ঘোরা বিদ্যা—মারণ উচ্চাটনাদি ক্রিয়ার জন্য অথর্ব্ববেদোক্ত বীভৎস অনুষ্ঠানাদির জ্ঞান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

[2]। বিদ্যাধর—পালি সাহিত্যে বিদ্যাধর শব্দটী মায়াবী (magician), এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

[3]। এই গাথাটী মহাধর্ম্মপাল-জাতকেও (৪৪৭) দেখা যায়।

বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক; আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। আমি আপনার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলিতেছি, তাহারই মধ্যে ব্যাধি-জরা-মরণ আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আপনিই এখানে অবস্থিতি করুন।' অনন্তর, মত্তমাতঙ্গ যেমন লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে, সিংহশাবক যেমন কাঞ্চনপঞ্জর ভগ্ন করে, তিনিও সেইরূপ কামপাশ ছিন্ন করিয়া মাতাপিতাকে প্রণতিপূর্ব্বক নিষ্ক্রমণ করিলেন। 'আমারও রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই' ভাবিয়া রাজাও কুমারের সঙ্গে নিষ্ক্রমণ করিলেন। রাজা নিষ্ক্রান্ত হইলে মহিষী, অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী—ইঁহারাও স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন। কাজেই বহুলোকের সমাগত হইল। তাঁহারা দ্বাদশযোজন স্থান ব্যাপিয়া চলিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হিমবন্তে প্রবেশ করিলেন। শক্র তাহার নিষ্ক্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে প্রেরণ করিয়া দ্বাদশযোজন দীর্ঘ এবং সপ্তযোজন বিস্তৃত এক আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা ঐ আশ্রমে প্রব্রাজক ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য রাখিয়া দিলেন। ইঁহার পর বুঝিতে হইবে যে, মহাসত্ত্বের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, অনুচরদিগকে উপদেশদান, তাহাদের ব্রহ্মলোকপরায়ণতা, সদ্‌গতি লাভ (অনপায়গমনীয়তা) ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত, ইতঃপূর্ব্বে হস্তিপাল-জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে সম্পাদিত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বেও মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।'

সমবধান : তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা (অর্থাৎ মহামায়া এবং শুদ্ধোদন) ছিলেন সেই মাতাপিতা, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল অয়োঘর পণ্ডিতের সেই সকল অনুচর এবং আমি ছিলাম অয়োঘর পণ্ডিত।]

➪ লৌহময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা বেহুলা-লখীন্দরের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়।

[খুদ্দকনিকায়ে জাতক (চতুর্থ খণ্ড) সমাপ্ত]

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি হতে প্রকাশিত বইগুলোর তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান *২০০/-*
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ *৩০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) *৩৫০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) *২০০/-*
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ *২০০/-*
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৬. খুদ্দকনিকায়ে বুদ্ধবংশ *১০০/-*
অনুবাদ : শ্রীধর্মতিলক ভিক্ষু

৭. পবিত্র ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) *প্রতি সেট ২০,০০০/-*

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা। এই প্রকাশনা সংস্থার অর্থের উৎস মূলত শত শত ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর মাসিক কিস্তিতে ১০০/- টাকা হারে প্রদত্ত শ্রদ্ধাদান।

এই প্রকাশনা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। লেখক, অনুবাদক ও শ্রদ্ধাদান দাতা উপাসক-উপাসিকাদের আন্তরিক সহায়তায় ত্রিপাসো বাংলাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে বলে আমাদের আশা। ত্রিপাসো ইতিমধ্যেই কিছু মূল পিটকীয় বই প্রকাশ করেছে। এবং এই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় 'পবিত্র ত্রিপিটক' নামে মোট ৫৯টি বইকে ২৫ খণ্ডে বিভাজিত করে প্রকাশ করেছে। সামনের দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত রাখাই সোসাইটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একি সাথে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত সংকলিত ও গবেষণামূলক বই প্রকাশেও সবিশেষ আগ্রহী সোসাইটি। বৌদ্ধধর্মীয় বই প্রকাশ করে এদেশে ধর্মের প্রচার-প্রসারে যতটা সম্ভব অবদান রাখাই সোসাইটির লক্ষ্য।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ডাকযোগে চিঠি লিখতে পারেন ও ই-মেইল করতে পারেন :

সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ
শান্তিগিরি বন ভাবনা কেন্দ্র
রাঙ্গাপানি ছড়া, খাগড়াছড়ি - ৪৪০০
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
E-mail: tpsocietybd@gmail.com